মোস্তফা-চরিত

ক্রম ও ইতিহাস [illegible]।

سيرة المصطفى

آنحضرت صلعم کی مفصل اور مدلل سوانح عمری

مؤلفہ

محمد اکرم خان

মোহাম্মদ আকরম খাঁ
প্রণীত।

[মূল্য—সাত টাকা মাত্র।

নিবেদন

আল্লার অনুগ্রহে, এ অধমের বহু দিনের সাধনা ও দীর্ঘকালের আকাঙ্ক্ষার ফল—'মোস্তফা-চরিত' আজ জন-সমাজে প্রকাশিত হইল।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনী রচনা-ব্যাপারে অন্যান্য লেখকগণ এ-যাবৎ সাধারণতঃ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন, আমি তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়াছি। ইঁহাদের অধিকাংশই হজরতের জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রধানতঃ তাবরী, তাবকাত, এবনে-হেশাম ও [illegible] উপর নির্ভর করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, কোরআন-হাদিছের মাপকাঠিতে ঐ সব বর্ণনার সত্যাসত্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেন নাই। কিন্তু সার্ব্বভৌম মানব-ধর্ম্মের যিনি প্রবর্ত্তক, সেই মহাপুরুষের জীবনী আলোচনায় কেবল ইতিহাস-কারদের উপর নির্ভর করা আমি নিরাপদ মনে করি নাই। তাঁহাদের প্রত্যেকটী কথাকে আমি কোরআন-হাদিছের তুলাদণ্ডে পরিমাপ করিয়াছি, তাঁহাদের প্রত্যেকটী বর্ণনার সত্যাসত্যের জন্য আমি কোরআন-হাদিছের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। ফলে, অনেক স্থলেই বহু অভিনব তথ্য অবগত হইয়াছি, একাধিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ নূতন সত্যের সন্ধান পাইয়াছি।

একদিকে অতিভক্ত ও অনতর্ক মুছলমান লেখকগণ রাশি-রাশি ভিত্তিহীন ও আজ-গৈবী গল্প-গুজবের আবর্জ্জনা দ্বারা মোস্তফা-চরিতের প্রকৃত ও পবিত্র আদর্শের বিমল জ্যোতিঃ অজ্ঞাতসারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন, অন্যদিকে ইউরোপের এছলাম-বিদ্বেষী লেখকগণ [illegible] ঐ সমস্ত গল্প গুজব অবলম্বন করিয়া হজরতের পূত-পবিত্র জীবনকে কলঙ্ক-কালিমালিপ্ত [illegible] জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। এই উভয় শ্রেণীর লেখকগণের বর্ণনার ভিত্তিহীনতা [illegible] করিয়া অকাট্য যুক্তিতর্ক-সমন্বিত মীমাংসায় পৌছিবার জন্যই আমাকে অত বড় বিরাট ভূমিকা লিখিতে হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ঐ ভূমিকাটী মনোযোগসহকারে পাঠ করিলে [illegible] পাঠকগণের পক্ষে এছলাম-ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আলোচনা খুবই সহজ হইয়া উঠিবে।

এই অসাধ্য সাধন করিতে আমাকে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া অবিরাম নিভৃত সাধনায় সমাহিত থাকিতে হইয়াছে। আমার এ সাধনা কতটুকু সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, বিজ্ঞ পাঠক তাহার বিচার করিবেন। এই ব্যাপারে আমাকে ইতিহাস, জীবনী, [illegible] হাদিছ ও তাহার ভাষ্য প্রভৃতি হজরতের জীবনী-সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য অধিকাংশ গ্রন্থ [illegible] আলোচনা করিতে হইয়াছে। পুস্তকের যথাস্থানে আমি ঐ সমস্ত গ্রন্থ হইতে [illegible] সঙ্কলন ও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার চেষ্টা করিয়াছি। [illegible] গ্রন্থের তালিকা দিয়া পুস্তকের আকার বৃদ্ধি করিতে চাহি না।

হজরতের নামের সঙ্গে দরুদ পাঠ করা প্রত্যেক মুছলমানের কর্ত্তব্য। [illegible] 'মোস্তফা-চরিতের' পাঠকগণও এই কর্ত্তব্য পালনে অবহেলা করিবেন না।

উপসংহারে বিজ্ঞ পাঠক-পাঠিকাগণের খেদমতে আমার বিনীত [illegible] গ্রন্থের কোথাও ভুল ত্রুটী দেখিলে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে তাহা জ্ঞাত করাইবেন। [illegible] আগামী সংস্করণে আমি ঐ সমস্ত ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা করিব।

২য় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

যাঁহার সাহায্যমাত্রকে সম্বল করিয়া মোস্তফা-চরিত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম—এবং যাঁহার প্রদত্ত তাওফিকে দুই বৎসর পূর্ব্বে মোস্তফা-চরিত প্রকাশে সমর্থ হইয়াছিলাম—তাঁহারই অনুগ্রহের ফলে আজ আবার তাহার ২য় সংস্করণ হাতে করিয়া সমাজের খেদমতে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি—তাই সর্ব্বপ্রথমে সেই সর্ব্বসিদ্ধি দাতা রহমানুররহিমের হুজুরে অন্তরের অশেষ কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

মোস্তফা-চরিত সম্বন্ধে সমাজ যে ভাবে এই দীন খাদেমের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন, তাহাতে যাহার পর নাই অনুগৃহীত ও আপ্যায়িত হইয়াছি। মোছলেম বঙ্গের স্নেহের ঋণ পরিশোধ করা আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। তাঁহাদের অনুগ্রহে উৎসাহিত হইয়া কোরআনের তফছির ও মোস্তফা-চরিতের ২য় খণ্ড যথাসাধ্য সত্বর প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। তাঁহারা আশীর্ব্বাদ করুন—দীন সেবকের এই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবে পরিণত হউক!

মোস্তফা-চরিতের দোষ ত্রুটির সংশোধনের জন্য পুনঃপুনঃ বিজ্ঞ পাঠকগণের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। মফস্বলের যে বন্ধুটী এসম্বন্ধে আমার সহায়তা করিয়াছেন এবং যাঁহার আলোচনার ফলে দুইটী স্থানের তারিখের ভুল এবার সংশোধিত হইয়াছে, তিনি নিজের নাম প্রকাশ করিতে অসম্মত। তাঁহাকে ও অন্যান্য হিতৈষী বন্ধুবর্গকে মোস্তফা-চরিতের ২য় সংস্করণের সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি।

এবার পুস্তকখানি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া দিলাম। দুই একটী আবশ্যকীয় স্থানে সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছি।

বিনীত—

গ্রন্থকার।

মোস্তফা-চরিত।

সূচীপত্র।

উপক্রমণিকা।

সূচীপত্র।

ইতিহাস-ভাগ।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র।

[সমাপ্ত]

ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما
تمنّا
روزِ قیامت ہر کسے در دست گیرد نامہ
من نیز حاضر می شوم تصویر جاناں در بغل
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم

মোস্তফা-চরিত।

উপক্রমণিকা।
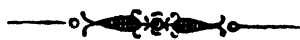
প্রথম পরিচ্ছেদ।

কোন ধর্ম্মের বিশেষত্ব ও সত্যতার সম্যক্ উপলব্ধি করিতে হইলে, সেই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যিনি, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে চিনিয়া, বুঝিয়া লইতে হয়। কতকগুলি বিশ্বাস, কতকগুলি অনুষ্ঠান এবং কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞান—এই ত্রিধারার একত্র সমাবেশ-ফলের নামই—"ধর্ম্ম"। আমরা মোছলেম এবং আমাদের ধর্ম্মের নাম—এছলাম্। এছলামের বিষয় সম্যকরূপে অবগত হইতে হইলে—এছলামের সত্যতা ও বিশেষত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে মোস্তফা-চরিতের মাহাত্ম্য ও বৈশিষ্ট্যগুলিকে সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইতে—অন্ততঃ জ্ঞাত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

ঐতিহাসিক হিসাবে (ভক্তের হিসাবে নহে) জগতের সাধুসজ্জন ও মহাপুরুষগণের জীবন ও চরিত্র আলোচনার চেষ্টা করিলে, প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কিংবদন্তি-সঙ্কলক ঐতিহাসিক ও অন্ধভক্তগণের দ্বারা তাঁহাদের প্রকৃত জীবন ও জীবনের আদর্শস্থানীয় আসল জিনিষগুলি, হয় ত একেবারে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, অথবা এমন পর্ব্বতপরিমাণ কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের আবর্জ্জনারাশির তলে তাহা চাপা পড়িয়া গিয়াছে—যাহার উদ্ধার একেবারে অসাধ্য না হইলেও সহজসাধ্যও নহে।

মানুষের দেহের ন্যায় তাহার আভ্যন্তরীণ প্রবৃত্তিগুলিও খুব বাবু। এই বাবুগিরির খাতিরে আমাদের জ্ঞান ও বিবেক, স্বাধীন আলোচনা ও গবেষণার দ্বারা, অসত্যের পুঞ্জীকৃত ক্লান্তিজনক আবর্জ্জনারাশির নিম্ন হইতে সত্যের উদ্ধার সাধন করার জন্য, বড়একটা পরিশ্রম স্বীকার করিতে

চাহে না। তাহা, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের গাড়ী পাল্কীগুলিতে আরোহণ করতঃ পরমানন্দে গা' ছাড়িয়া দিয়া শুইয়া পড়ে। ইহা মানবীয় দুর্ব্বলতার সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক দিক্। মহাপুরুষগণের জ্ঞানের গভীরতা, তাঁহাদের চরিত্রের মহিমা, তাঁহাদের জীবনের ব্রত ও সাধনা—এ সব লইয়া আলোচনা করিতে গেলে অনেক হাঙ্গামা উপস্থিত হয়। পক্ষান্তরে মহাপুরুষকে ভক্তি করিতে হইলে, তাঁহার জীবনীকে একেবারে বাদ দিয়া গেলেও চলে না। তাই ভক্তগণ খুব সহজে উভয় কুল রক্ষা করার জন্য, কতকগুলি আজগৈবী অনৈতিহাসিক অলৌকিক ও অস্বাভাবিক গল্পগুজব ও উপকথার আবিষ্কার করেন এবং উচ্চকণ্ঠে মহাপুরুষের নামের জয়জয়কার করিয়া মনে করিয়া লন যে, তাঁহাকে যথেষ্ট ভক্তি করা হইল। ক্রমে কথিত কুসংস্কারমূলক উপকথা ও অলৌকিক কেচ্ছা-কাহিনী, মহাপুরুষগণের জীবনের প্রকৃত শিক্ষণীয় বিষয়গুলিকে দূরে সরাইয়া দিয়া ইতিহাস ও পুরাণ পুস্তকসমূহের পৃষ্ঠায় স্থায়ীভাবে অধিকার জমাইয়া বসে। কালক্রমে তাহাই 'শাস্ত্র' হইয়া দাঁড়ায় এবং সেগুলি সম্বন্ধে সাধারণ সংস্কারের বিপরীত কোন কথা বলিতে চেষ্টা করিলে, তাহাকে শাস্ত্রদ্রোহী ধর্ম্মদ্রোহী ও কাফের বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হয়। যুক্তির দিক দিয়া কোন কথা বলিয়া এখানে উদ্ধার পাইবার আশাও খুব কম। তুমি ঐতিহাসিক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রদান করিয়া এমন কি মূল শাস্ত্রগ্রন্থের শত শত অকাট্য প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাও, কিন্তু 'ভক্তের' নিকট সবই বিফল! তিনি এক কথায় সকল যুক্তির উত্তর দিয়া বলিবেন—প্রাচীন মুনি ঋষি ও শাস্ত্রকারগণ—'ছালফে ছালেহীন'—কি এসকল কথা বুঝিতেন না? তোমরা বাপু কি তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক বিদ্বান হইয়াছ? বাপ পিতামহ চৌদ্দপুরুষ যাহা করিয়া ও বলিয়া গিয়াছেন—তাহাকেই আঁকড়াইয়া জড়াইয়া ধরিতে হইবে, 'স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরোধর্ম্মো ভয়াবহঃ।' ইহাই হইতেছে মানুষের জ্ঞান ও বিবেকের অতি শোচনীয় অধঃপতন।

জগতের সমস্ত উন্নত ও প্রাচীন জাতির পতন ও মৃত্যু, মূলতঃ একমাত্র এই রোগেই সংঘটিত হইয়াছে। রোমান ও গ্রীকের মৃত্যু, এহুদি ও হিন্দুর সর্ব্বনাশ এই অন্ধবিশ্বাস তাক্‌লিদ (গতানুগতি) ও স্থিতিস্থাপকতার জন্যই সংঘটিত হইয়াছে। খৃষ্টান যতদিন গির্জ্জার বাহিরেও খৃষ্টানধর্ম্মের প্রভাব স্বীকার করিয়াছিল, ততদিন তাহার দুর্দ্দশার ইয়ত্তা ছিল না। এখন সেই খৃষ্টান ধর্ম্মের সমস্ত উপকথা ও আজগৈবী আলৌকিকতাগুলিকে গির্জ্জার গুদামঘরে পুরিয়া চাবিতালা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। তাহার কর্ম্মজীবনের সহিত ধর্ম্মের আর কোন সম্বন্ধ নাই।

যিনি জীবনে একবারও কোর্‌আন শরীফের কোন একটি অধ্যায় পাঠ করিয়াছেন, তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, এই শ্রেণীর গতানুগতি স্থিতিস্থাপকতা ও অন্ধবিশ্বাসের প্রতিবাদ ও মূলোচ্ছেদ করাকেই কোর্‌আন নিজের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছে। কিন্তু, হইলে কি হইবে, আজ মুছলমান নিজের জন্মগত ও পারিপার্শ্বিক কুসংস্কারের চাপে তাহা একেবারে ভুলিয়া বসিয়াছে—ভুলিয়া বসাকেই, এমনকি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করাকেই, আজ তাহার

প্রথম পরিচ্ছেদ।

'এছলাম' বলিয়া মনে করিতেছে। ফলে যে সকল কারণে রোমান গ্রীক হিন্দু এহুদী প্রভৃতি প্রাচীনতম জাতিসমূহের সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, মুছলমানও আজ ঠিক সেই সকল কারণে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে।

নবী রছুল অর্থাৎ আল্লার নিকট হইতে প্রেরণা ও ভাববাণীপ্রাপ্ত মহামানুষগণ, মানবজাতির ইহ-পরকালের—ধর্ম্মজীবনের ও কর্ম্মসমরের—স্বর্গীয় আদর্শ। মুছলমানেরা জগতের প্রত্যেক যুগে ও প্রত্যেক দেশে আবির্ভূত এই নবী ও রছুলগণকে 'সৎ ও মহৎ' বলিয়া মান্য করিয়া থাকেন—ধর্ম্মতঃ তাঁহারা এইরূপ মান্য করিতে বাধ্য। তবে বিশেষত্ব এই যে, এছলাম তাঁহাদিগকে মহামানুষ বলিয়া স্বীকার করিলেও, অতিমানুষের অস্তিত্ব এমনকি সম্ভবপরতাই স্বীকার করে না—বরং কঠোর ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করিয়া থাকে। তাই আমরা দেখিতেছি, কোর্‌আনে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে সম্বোধন করিয়া পুনঃপুনঃ বলা হইতেছে— قل انما انا بشر مثلكم বল,—'আমি তোমাদেরই মত একজন মানব মাত্র—ইহার অতিরিক্ত আমি আর কিছুই নহি।' (১)

মুছলমানগণের ইহাও বিশ্বাস যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা জগতের শেষ এবং শ্রেষ্ঠতম নবী। তিনি কোন দেশবিশেষের বা জাতিবিশেষের জন্য এবং কোন নির্দ্দিষ্ট যুগ বা সময়ের নিমিত্ত প্রেরিত হন নাই। বরং তিনি সকল জাতির সকল দেশের ও সকল যুগের সার্ব্বভৌমিক সার্ব্বজনিক ও সার্ব্বযৌগিকভাবে—সমস্ত আ'লমের জন্য আল্লার রহমত স্বরূপ দুনয়ায় প্রেরিত হইয়াছেন। (২) আর্য্য, এহুদি, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সকলেই তাঁহার উম্মত এবং তিনি সকলেরই নবী অর্থাৎ সকলের জন্যই স্বর্গের সংবাদবাহক! (৩)

পূর্ব্বকথিত ভক্তরূপী শত্রুগণের কল্পনার বাহাদুরী এবং সহজসাধ্য অতিভক্তির শোচনীয় ফলে, কত সাধুসজ্জনের, কত আদর্শ মহাপুরুষের, কত অলি দরবেশের, এমনকি কত নবী রছুলের পবিত্রজীবনী যে আজও সত্যের আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে—এবং তাহাতে জগতে জ্ঞান

---

(১) একজন বন্ধু জনৈক মোছলমান লিখিত হজরতের জীবন চরিত দেখাইলেন, তাহার প্রথম ছত্রেই লেখা আছে—"যে অসাধারণ অতিমানুষিক মহাপুরুষ"—ইত্যাদি।

(২) وما ارسلنك الا رحمة للعالمين আমি তোমাকে সকল জগতের জন্য আমার করুণা-স্বরূপে প্রেরণ করিয়াছি। —কোর্‌আন।

(৩) তাঁহার প্রধান সংবাদ দুইটী :—(১ম) 'আল্লাহ এক, তিনি নির্দ্দোষ-নির্লিপ্ত, তিনি জনক বা জাত নহেন (অর্থাৎ তিনি কাহারও ঔরষ হইতে জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং তাঁহার ঔরষ হইতেও কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই) এবং তাঁহার দ্বিতীয় বা সমতুল্য কেহই নাই।' এই এক, অদ্বিতীয়, সচ্চিদানন্দ, মঙ্গলময়, মোহেমুল-মোহায়মেনই সমস্ত সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের একমাত্র কর্ত্তা, ইহাতে তাঁহার কাহারও মন্ত্রণা সুপারিশ সাহায্য বা পরামর্শের আবশ্যক করে না, তিনি সর্ব্বপ্রকারে অংশিশূন্য। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—কলেমা, এই বিশ্বাসের বীজমন্ত্র। (২য়) আমরা ইহকালে ও পরকালে নিজেদের সদসৎ কর্ম্মনিচয়ের সু বা কু ফলভোগ করিতে বাধ্য।

ধর্ম্ম কর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের যে কত ক্ষতি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ ও যীশুখৃষ্টের নামের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভারতবর্ষ প্রাচীন সভ্যদেশ, এমন কি আমাদের নিজস্ব রেওয়ায়েত অনুসারে, এই দেশই হইতেছে আদমের আদিম আবির্ভাবস্থল। সে যাহা হউক, ভারতবর্ষ যে অতিশয় প্রাচীন ও সভ্যদেশ, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। দর্শন গণিত ও সাহিত্যে, ভারতবর্ষ—ইউরোপের সভ্যতার ত সামান্য কথা—যীশুখৃষ্টের জন্মেরও বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে, যে প্রকার উন্নতি লাভ করিয়াছিল, আজিকার এই উন্নত দুনয়াও জ্ঞানের হিসাবে তাহার নিকট মাথা হেঁট করিতে বাধ্য। এই হিসাবে, সংস্কৃতভাষা ও হিন্দু জাতির প্রাচীন সাহিত্য দর্শনাদির এবং নানাবিধ রাজনীতিক তথ্য ও সামাজিক তত্ত্ব প্রভৃতির সূক্ষ্ম গবেষণার দ্বারা, বহু শতাব্দীর সঞ্চিত রাশীকৃত আবর্জ্জনার মধ্য হইতে কৃষ্ণচরিত্রের (Character) কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে—সত্য, কিন্তু প্রথমতঃ ইহা বহু আয়াসসাধ্য, এমন কি অনেকের পক্ষে অসম্ভব। পক্ষান্তরে কাহারও পক্ষে ইহা সম্ভবপর হইয়া উঠিলেও, আলোচনা ও গবেষণার আনুমানিক ফলের উপর নির্ভর করা ব্যতীত আজ উপায়ান্তর নাই। অর্থাৎ যতটুকু জানিতে পারা যাইবে, ইতিহাস-দর্শনের (Philosophy of History) হিসাবে, তাহার মধ্যে এইটুকু সত্য আর এইটুকু মিথ্যা, দৃঢ়তার সহিত একথা বলা কখনই সম্ভবপর হইবে না।

যীশু সম্বন্ধে এই সমস্যাটি আরও জটিল ও অসমাধ্য। কারণ, বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত কতকগুলি অলৌকিক অস্বাভাবিক ও অযৌক্তিক আজগৈবী ঘটনার মধ্যে, যীশু-চরিত্রের মহত্বগুলিকে সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে। যীশুকে জানিতে হইলে, বর্ত্তমান বাইবেলের মধ্য দিয়া জানিতে হয় কিন্তু ইউরোপের নিরপেক্ষ পণ্ডিতগণ, নানাপ্রকার অকাট্য যুক্তি প্রমাণের দ্বারা অখণ্ডনীয়রূপে প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, ইতিহাসের হিসাবেও ঐ বাইবেলগুলির কাণা কড়িরও মূল্য নাই। এ সম্বন্ধে ইউরোপে শত শত পুস্তক লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছে। এখন জ্ঞানী ও বিদ্বৎসমাজের প্রায় সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, বর্ত্তমান ও পূর্ব্ব (নিকের কাউন্সিলগুলির অধিবেশনের পূর্ব্বে) প্রচলিত বাইবেলগুলি, যীশুর সময়ে বা তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগে লিখিত হয় নাই। সে যাহা হউক, বর্ত্তমান বাইবেলকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও, যীশু সম্বন্ধে আমাদিগকে হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। জনসাধারণের অবোধগম্য কতকগুলি অস্পষ্ট ভাবপ্রবণতার অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ভূত চালান, প্রেত ছাড়ান, অন্ধের চক্ষুদান, মৃত্যুর পর আবার জীবন্ত হইয়া মেঘের আড়াল দিয়া স্বর্গে (কারণ স্বর্গ ও স্বর্গীয় পিতার আবাসস্থল ঊর্দ্ধে—আকাশে) পিতার নিকট গমন করা, জলের মটকাকে মদের মটকায় পরিণত করা প্রভৃতি বিষয়গুলি ব্যতীত সেখানে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তাই আজ বাইবেল বর্ণিত কিংবদন্তি ও অন্ধভক্ত ও স্বার্থপর শিষ্য এবং অজ্ঞ জনসাধারণের খোস খেয়ালের

ফলস্বরূপ বর্ণিত—মিথ্যা অবিশ্বাস্য ও অযৌক্তিক কাহিনী সমূহের মধ্য হইতে, যীশুর প্রকৃত চরিত্রের উদ্ধার সাধন সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে—জীবনীর কথা দূরে থাকুক।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সম্বন্ধেও অবস্থা কতকটা এইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হজরতে জীবনী সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ পুস্তকই সৎ মিথ্যা, বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য, প্রকৃত ও প্রক্ষিপ্ত রেওয়ায়ৎ সমূহে পরিপূর্ণ। সুতরাং, অজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ লোকদিগের কথা দূরে থাকুক, অনেক মৌলবী নামধারী ব্যক্তির পক্ষেও সেগুলি বাছাই করিয়া লওয়া, কার্য্যতঃ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তবে পার্থক্য এই যে, অন্যান্য মহাত্মা-গণের জীবনী ও চরিত-কথাগুলি হইতে মিথ্যা ও প্রক্ষিপ্ত অংশগুলিকে খাঁটি ঐতিহাসিক ও ...ম দার্শনিকভাবে যাচাই বাছাই করিয়া ফেলার কোনই সম্ভাবনা নাই, সেখানে সকল সিদ্ধান্তের ...ত্তি অনুমান মাত্রের উপর স্থাপিত। কিন্তু যিনি হজরতের জীবনী আলোচনা করিয়া, ত... ...থ্যাকে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিতে ও দেখাইতে চান, তাঁহার পক্ষে এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করা ...ব সহজসাধ্য না হইলেও বেশী আয়াসসাধ্যও নহে। তবে নিজের মস্তিষ্কের দাসত্বশৃঙ্খল যিনি ... কাটিতে পারিবেন—বাপ দাদার কথা, পূর্ব্বতন আলেমগণের নজির ইত্যাদি—মক্কার ...রেকগণের অবলম্বিত যুক্তিধারার চোখরাঙ্গানীকে যিনি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন না, ...র পক্ষে ইহা একেবারে অসম্ভব। হজরতের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ সুবিধা এই যে, প্রাথমিক ... হইতে তাহার সত্যাসত্যের যাচাই বাছাই করার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা হইয়া আসিতেছে। ... ক্রমে ক্রমে এই সকল বিষয়ের একটু আভাস দিবার চেষ্টা করিব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মোস্তফা-চরিতের উপকরণ।

স্বাধীনভাবে হজরতের জীবনী রচনা করিতে হইলে, আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে কোরআন শরীফের এবং সেই সঙ্গে হাদিছ শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ প্রদান করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে বিশেষভাবে যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছে, অথবা যে সকল প্রাচীন ইতিহাসে তাহা সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে, সেগুলির প্রতি তাহার পর দৃক্‌পাত করা হইবে। ঐতিহাসিক বিবরণ বা রেওয়ায়েত পরীক্ষা করার জন্য, মহামতি মোহাদ্দেছগণ যে সকল যুক্তিসঙ্গত আইন কানুন রচনা করিয়া গিয়াছেন, তদনুসারে বা তাহার নীতি অবলম্বনে নূতন নিয়ম গঠন করিয়া, আমরা ঐ বিবরণগুলির পরীক্ষা করিয়া দেখিব। তাহার মধ্যে নিয়ম ও যুক্তির হিসাবে যাহা প্রমাণিত ও বিশ্বস্ত বলিয়া প্রতিপাদিত হইবে, তাহা সানন্দে গ্রহণ করিব; আর যাহা অপ্রামাণিক ভিত্তিহীন বা প্রক্ষিপ্ত ('মাউজু') বলিয়া প্রমাণিত হইবে, আমরা সেটাকে দূরে ফেলিয়া দিব,—পরীক্ষার জন্য আমাদিগকে এই ধারা অবলম্বন করিতে হইবে। এখানে ইহা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মোহাদ্দেছ (হাদিছশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত) গণ যে সকল আইন কানুন রচনা করিয়া গিয়াছেন, চোখ বুঁজিয়া তাহা মানিয়া লইতেও আমরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য নহি। যুক্তির হিসাবে ঐ নিয়ম ও নীতি (অছুল বা Principle) গুলির মধ্যে যদি কোন দোষ ক্রটী দেখিতে পাওয়া যায়, তবে তাহা সংশোধন করিয়া লইবার অধিকারও আমাদের আছে। "যেহেতু মোহাদ্দেছগণ বলিয়াছেন"—অতএব তাঁহাদের ভ্রমগুলিকেও চোখ বন্ধ করিয়া মানিয়া লইতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। তবে কথা এই যে, নিজে বিশেষ যোগ্যতা অর্জ্জন না করিয়া এবং সকল দিক দিয়া বিশেষরূপে চিন্তা ও আলোচনা করিয়া না দেখিয়া, হঠাৎ একটা খেয়ালের ঝোঁকে ঐ প্রকার কোন একটা নিয়মকে ভুল বলিয়া প্রকাশ করাও উচিত নহে। বলাবাহুল্য যে পরবর্ত্তী যুগের গ্রন্থকার ও মোহাদ্দেছগণ, নিজেদের পূর্ব্ববর্ত্তী বা সমসাময়িক মোহাদ্দেছগণের নির্দ্ধারিত হাদিছের অছুল বা নিয়ম কানুন সম্বন্ধে যথেষ্ট সমালোচনা ও বাদানুবাদ করিয়াছেন। তবে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে, যখন মুছলমান বলিয়া বসিল যে, জ্ঞান—চিন্তা ও যুক্তিতে নহে, বরং পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের উক্তিতেই সীমাবদ্ধ, সেই কালমুহূর্ত্ত হইতে তাহাদের অবস্থান্তর ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে!

ইতিহাসের ধারা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সাধারণভাবে দুই শ্রেণীর পুস্তক হইতে হজরতের জীবনী সঙ্কলিত হইয়া থাকে। প্রথম—সাধারণ ইতিহাস, এবং দ্বিতীয় হজরতের জীবনী সম্বন্ধে লিখিত বিশেষ পুস্তক পুস্তিকা সমূহ।

ছিরত ও তারিখ।

আরবীতে প্রথম শ্রেণীর পুস্তককে 'তারিখ,' এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর পুস্তককে 'ছিরত' বলা হয়। যেমন তারিখে তাবরী ও ছিরতে এবনে হেশাম। ইতিহাস পুস্তকগুলিতে সৃষ্টির প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া, লেখক তাঁহার সমসাময়িক বা অব্যবহিত পূর্ব্ব যুগের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির ও বিভিন্ন রাজত্বের উত্থান পতন ও অন্যান্য নানাপ্রকার বিবরণ প্রদান করিয়া থাকেন। প্রসঙ্গক্রমে হজরতের ও এছলাম ধর্ম্মের ইতিবৃত্তও তাহাতে বিবৃত হইয়া থাকে। এই ঐতিহাসিকগণ সাধারণতঃ মুছলমান, এই কারণে তাঁহারা যথাসম্ভব বিস্তৃতরূপে হজরত সংক্রান্ত বিবরণগুলির আলোচনা করিয়াছেন। 'ছিরৎ' বা চরিত পুস্তকে, কেবল হজরতের জীবন-বৃত্তান্ত ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিই সবিস্তারে বিবৃত হইয়া থাকে।

প্রাথমিক যুগে ইতিহাস ও হজরতের জীবনচরিত সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছিল, তাহার লেখকগণ নিজেদের বর্ণিত বিবরণ অভিমত ও ঘটনাগুলির সূত্র-পরম্পরা যথাযথভাবে

রেওয়ায়েত পরীক্ষায় অবহেলা ও তাহার কারণ।

প্রদান করিয়াছেন। তাহার ধারা এইরূপ:—গ্রন্থকার বলিতেছেন, 'আমি বালাখ নিবাসী জায়দের পুত্র আহমদের মুখে শুনিয়াছি, তিনি বলেন—আমি কুফা নিবাসী মোহাম্মদের পুত্র আবদুল্লার মুখে শুনিয়াছি, আবদুল্লা বলিয়াছেন,—আমি মোকাতেলের মুখে শুনিয়াছি, মোকাতেল এবনে আব্বাছের মুখে শুনিয়াছেন যে, "হজরতের জন্ম সময়ে এই এই অলৌকিক কাণ্ডকারখানা সংঘটিত হইয়াছিল।" তাঁহারা যে সূত্রে যে বিবরণ অবগত হইয়াছেন, তাহা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন।

তবে কথা এই যে, এই শ্রেণীর গ্রন্থকারগণের মধ্যে কেহই দার্শনিক হিসাবে তাঁহাদের বর্ণিত ঘটনা ও বিবরণগুলির সত্যাসত্য পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন নাই। ইহার কতকগুলি কারণও ছিল,—নিম্নে তাহার আভাস দেওয়া হইতেছে:—

১। পাঠকগণ একটু পরে দেখিবেন, আমাদের আলেমগণের সমবেত সিদ্ধান্ত এই যে, যে সকল রেওয়ায়েত দ্বারা শরিয়তের কোন হুকুম, (যথা হালাল হারাম বা ফরজ ওয়াজেব) অথবা কোন আকিদা বা বিশ্বাস প্রমাণিত না হয়, সে সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনের কোনই আবশ্যকতা নাই। এই সিদ্ধান্ত ও বিশ্বাসের ফলে, আমাদের ইতিবৃত্তকার ও চরিতলেখকগণ এবং অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ, হাদিছের ন্যায় ইতিহাসগুলিকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া লওয়ার জন্য, আদৌ কোন প্রকার আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। এই উপেক্ষা ও অবহেলার ফলে ক্রমে ক্রমে অপেক্ষাকৃত অসতর্ক লেখকগণের খেয়াল ও কল্পনা, এবং হেজাজ সিরিয়া ও ম্যাছপটেমিয়ার রোমান গ্রীক, এহুদী ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত নানাপ্রকার অলৌকিক গল্প-গুজব

এবং সৃষ্টি প্রকরণ ও পুরাণকাহিনীগুলি সাত নকলে আসল খাস্তা হইয়া ইতিহাসের আলখেল্লা পরিয়া তাঁহাদের পুস্তকগুলিতে স্থায়ীভাবে আসর জমাইয়া বসিয়াছে।

২। পূর্ব্বে আমাদের আলেমগণ মনে করিতেন—আল্লার কালাম কোর্‌আন এবং সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস্য ছহি হাদিছ ব্যতীত, শরিয়তের কোন হুকুম বা আকিদা প্রমাণিত হয় না। ইতিহাস লেখকগণ যাহা ইচ্ছা বলুন না কেন, ধর্ম্মের হিসাবে তাহার যখন কোন মূল্য ও গুরুত্ব নাই, তখন কোর্‌আন ও হাদিছের অত্যাবশ্যকীয় খেদমত পরিত্যাগ করিয়া, ইতিহাস পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া নিজেদের মহামূল্য সময় ব্যয় করা মোহাদ্দেছগণের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হইবে না। এই কারণে তাঁহারা ইতিহাস বা ছিরৎ রচনায় বা তাঁহার পরীক্ষায় আদৌ মনোযোগ প্রদান করেন নাই।

৩। ঐতিহাসিকগণের এই প্রকার অসতর্ক ব্যবহারের জন্য আমরা অনেক সময় তাঁহাদের নিন্দাবাদ করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, প্রাথমিক যুগের নানাপ্রকার সামাজিক ও রাজনীতিক বিপ্লব এবং মুছলমান সমাজের আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধের ভীষণতার মধ্য হইতে, আমাদের প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ তৎকালে মোছলেম জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক গ্রামের এবং প্রত্যেক মানুষের মুখে, ইতিহাস ও হজরতের জীবনী সম্বন্ধে সঙ্গত অসঙ্গত যে বিবরণটুকু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এইরূপে বর্ণিত প্রত্যেক বিবরণের সহিত পূর্ব্বকথিতরূপ সূত্রও লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্রমবিমুখ ঐতিহাসিকের ও নিতান্ত কৃতঘ্ন মুছলমানের নিকট, তাঁহাদের এই কার্য্য প্রীতিকর ও সন্তোষজনক বলিয়া বিবেচিত না হইতে পারে। কিন্তু আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি, পক্ষপাতশূন্য ইতিহাস রচনার উপকরণ একমাত্র আমাদের নিকট ব্যতীত জগতের আর কুত্রাপিও বিদ্যমান নাই। আজ জগতে ইতিহাসের নামে যে সকল পুস্তক চলিয়া যাইতেছে, তাহার অধিকাংশই কোন একটা দলের বা মতের পক্ষ হইতে, কোন একটা বিশেষ প্রতিপাদ্য বা চরম লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া, সেই মতের বা দলের পক্ষ সমর্থনের এবং লক্ষ্যীভূত প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি সপ্রমাণ করিবার নিমিত্ত লিখিত হইয়াছে। ইহার ফলে লেখকগণের ব্যক্তিগত মত সংস্কার ও বিশ্বাস, বহুস্থলে প্রকৃত ইতিহাসকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। সেইজন্য ঐ ইতিবৃত্ত বা জীবনীগুলি একতরফা একঘেঁয়ে ও পক্ষপাতদুষ্ট।

মুছলমান ঐতিহাসিকগণ ইহা করেন নাই। তাঁহারা যে ঘটনা সম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছেন, যাহা কিছু শুনিতে পাইয়াছেন, তাহার একটী এবং একটুও ঢাকিয়া রাখিয়া নিজেদের পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেন নাই। এমন কি, যাহাদ্বারা হজরতের চরিত্রে দোষারোপ হইতে পারে বা কোর্‌আন সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে (১) তাঁহারা নিজেদের

(১) খ্রীষ্টান লেখকগণ বাছিয়া বাছিয়া এই রেওয়ায়েতগুলিকে নিজেদের পুস্তকে স্থান দান করিয়া থাকেন।

পুস্তকে এরূপ বিবরণগুলিকেও স্থান দান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ফলতঃ উদার ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের প্রধান কর্ত্তব্য—সকল প্রকার ঐতিহাসিক বিবরণ, প্রচলিত সংস্কার ও কিংবদন্তি নিরপেক্ষভাবে নিজেদের পুস্তকে সঙ্কলন—তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া গিয়াছেন। তাহার পরীক্ষা ও যাঁচাই করা, ইতিহাস-দর্শনের হিসাবে তাহার মধ্য হইতে সত্যমিথ্যা এবং বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্যগুলিকে বাছাই করিয়া সাজাইয়া দেওয়া পরবর্ত্তী লেখকগণের কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, পরবর্ত্তী লেখকেরা তাহা করেন নাই বরং করা অনাবশ্যক—এমনকি অন্যায় বলিয়া মনে করিয়াছেন। এই মনোভাবের ফলে সেই অন্ধকার-যুগের অশুভ প্রভাতে মুছলমানগণ হঠাৎ বলিয়া বসিল যে,—সাহিত্য বল ইতিহাস বল, ভূগোল বল খগোল বল, দর্শন বল বিজ্ঞান বল, হাদিছ বল তফছির বল, ফেকাহ্ বল অছুল বল, সমস্তের পূর্ণতা হইয়া গিয়াছে। তাহার কোন প্রকার সংশোধন বা পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন বা পরিবর্দ্ধনের আর আবশ্যকতা নাই; তাহা আর সম্ভবপরও নহে। এই ধারণার শোচনীয়তা কালক্রমে তীব্রতর হইয়া, জগতের শিক্ষাগুরু মুছলমানের জ্ঞান ও বিবেক এবং মন ও মস্তিষ্ককে এমন মারাত্মকরূপে অভিশপ্ত করিয়া দিল যে, তাহারা তখন মনে করিতে লাগল—ঐ প্রকার সংশোধনের চেষ্টা করা তাহাদের পক্ষে যুগপৎ ভাবে বৃথা ও অন্যায়। এমনকি, গতানুগতির এই দারুণ দৈত্যের শোচনীয় প্রভাবে, আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্র, ন্যায় শাস্ত্র ও ব্যাকরণ অলঙ্কারাদির আলোচনা ও তাহার উৎকর্ষ সাধনের পথও, খোদা না করুন, বোধ হয় চিরকালের জন্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আলোচ্য ইতিহাস ও চরিত গ্রন্থগুলি এই অন্ধকারযুগের মুছলমানদিগের দ্বারা পরীক্ষিত ও সংস্কৃত হওয়া দূরে থাকুক,—আত্মবিস্মৃত রোগী যেমন স্বাধীনতা ও সুযোগ পাইলে, স্তূপীকৃত সু ও কু পথ্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কু এবং অধিকতর অনিষ্টকর যাহা, প্রথমে তাহাই তুলিয়া মুখে দেয়;—সেইরূপ পক্ষাঘাতগ্রস্ত মন ও মস্তিষ্কসমন্বিত মুছলমান, ঐ সকল ইতিহাসের মহান্ শিক্ষাগুলিকে দূরে ছুঁড়িয়া, তাহার মধ্যকার প্রত্যেক কু প্রত্যেক কদর্য্য এবং প্রত্যেক কালকূটকে গলাধঃ করিয়া ফেলিল। স্থান ও সময় বিশেষে দৈবগতিকে এক আধটকু সুও সেই সঙ্গে তাহাদের উদরস্থ হইলেও, সেই বিষকুম্ভে পড়িয়া তাহাও বিষে পরিণত হইয়া গেল।

পরবর্ত্তী লেখকগণের অবহেলা।

এই সময় আরবী ও পার্সী ভাষায় ইতিহাস বা হজরতের জীবনী সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক পুস্তিকা রচিত হইল, তাহাতে সুত্র-পরম্পরা ও রাবীগণের নাম ইত্যাদি একেবারে বাদ দেওয়া হইল। পরবর্ত্তী লেখকগণ, পূর্ব্বতন ঐতিহাসিকগণের দুই এক খানা ইতিহাস সম্মুখে রাখিয়া, সংক্ষেপে বা বিস্তৃতভাবে, সেইগুলিকে—অনেক সময় পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের ভাষায় অবিকল নকল করিয়া—সাজাইয়া দিয়াছেন মাত্র। এইরূপ নকল কেবল ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ নহে। জামথ্‌শরীর কাশ্‌শাফকে বায়জাভী এবং মাদারেক

অবহেলার পরিণাম।

প্রভৃতি তফছিরের সহিত মিলাইয়া দেখিলে, এই প্রকার 'নকলের' বহু আশ্চর্য্যজনক উদাহরণ পাওয়া যাইবে। (কিন্তু মজার কথা এই যে, একটা কথা 'কাশ্‌শাফ হইতে উদ্ধৃত করিলে কেহ তাহা গ্রাহ্য করিবেন না, অনেকে "কাশ্‌শাফের" কথা গ্রহণ এমনকি শ্রবণ করাকেই পাপ বলিয়া মনে করিবেন, তাঁহার যুক্তি প্রমাণগুলির আলোচনা'ত দূরের কথা। কিন্তু যখন "খাইজাভী শরীফ" বা "মাদারেকের" মা'রফতে জামখ্‌শরীর ঠিক সেই কথাগুলি হু-বহু তাঁহারই ভাষায় উল্লেখ করা হয়, তখন আর যুক্তি প্রমাণ দেখিবার দরকারই হয় না। কারণ—ইহাঁরা হইতেছেন 'ছুন্নৎ-জমাতের' খুব বড় আলেম।> এইরূপে ইতিহাসে ওয়াকেদীর কথা অভিজ্ঞেরা অগ্রাহ্য করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহার সেক্রেটারী এবনে ছাআদের পুস্তকে যখন ওয়াকেদীর সেই রেওয়ায়েত গুলি বর্ণিত হয়, তখন আবার অনেকেই চোখ বুজিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ফলতঃ চোখ বুজিয়া গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার এই রোগ ক্রমে ক্রমে যখন খুব শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হইল, তখন হইতে সূত্র বা ছনদের ঝঞ্ঝাট হইতে মুছলমানেরা মুক্তিলাভ করিলেন! ক্রমে ক্রমে অবস্থা এমনই শোচনীয় ও পরিতাপজনক হইয়া দাঁড়াইল যে, পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লেখকের পুস্তকে কোন কথা লিখিত থাকিলেই, তাহার সত্যতায় আর কাহারও সন্দেহ থাকে না। ঐ লেখক কোন্ সূত্রে তাহা অবগত হইলেন, সেই সূত্রগুলি বিশ্বাস্য কি না, যুক্তি প্রমাণের হিসাবে ঐ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হয় কি না, এ সকল বিষয়ের চিন্তা করার আর দরকার রহিল না। ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়গুলিতে করণীয় যাহা কিছু ছিল, যেন 'বোজর্গানে দিন' সে সমস্তই শেষ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কোন ফৎওয়ার কেতাবে এইরূপ লেখা আছে, ইহা বলিয়া দিলেই যেমন সেই কথার প্রমাণিকতা যথেষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়া গেল! ইহাতে একটু 'চুঁচেরা' করিলে, তুমি ছুন্নৎজমাতের চৌহদ্দির বাহিরে গিয়া পড়িবে। সেইরূপ ঐতিহাসিক বিষয়গুলিও ক্রমে এই অবস্থায় উপনীত হইয়া, যখন ধর্ম্মের সারাৎসাররূপে পরিগণিত এবং সূত্র-ছনদ ও যুক্তি-প্রমাণ বর্জ্জিত অবস্থায় পরবর্ত্তী লেখকগণের পুস্তকে সন্নিবেশিত হইতে লাগিল—তখন হইতে প্রত্যেক মিথ্যা এবং প্রত্যেক অস্বাভাবিক ও অনৈতিহাসিক কিংবদন্তি, ইতিহাসে এবং তাহা হইতে ত্বরায় উন্নীত হইয়া ধর্ম্ম-বিশ্বাসে পরিণত হইতে লাগিল। কালে ফার্সী ও উর্দ্দু কেতাবের "آوردہ اند" ও "روایت ہے" মুছলমানের পক্ষে চরম যুক্তি ও পরম প্রমাণ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতে লাগিল।

তাই আজ তোমাকে যেমন আল্লাহকে এক বলিয়া বিশ্বাস করিতে হইবে, সেইরূপ ৩৩৩৩ হস্ত দীর্ঘ উজ-বেন-ওনকের (১) কেচ্ছাতেও বিশ্বাস করিতেই হইবে। তুমি যেমন আল্লার "আর্শ

(১) উজ-বেন-ওনক সম্বন্ধে নানা প্রকার আজগৈবী গল্প আমাদের ইতিহাস ও তফছিরে লেখা আছে। তাহার শরীরের দীর্ঘতা ৩৩৩৩ হাত, সমুদ্রে তাহার হাঁটু জল, সে সমুদ্রের বড় বড় (সম্ভবতঃ তিমি) মাছগুলিকে সূর্য্যের গায়ে ঠেসিয়া ধরিয়া তাহা কাবাব করিয়া খাইত। নূহের বিখ্যাত তুফানের সময়—যখন উচ্চতম পর্ব্বত-শৃঙ্গের উপর দিয়া পাহাড়ের মত ঢেউ চলিয়া গিয়াছিল, সে 'তুফানে' তাহার বুক জল মাত্র হইয়াছিল। শেষে হজরত মুছা একখণ্ড খুব লম্বা লাঠি লইয়া লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক বহু উর্দ্ধে উঠিয়া তাহার পায়ের গোড়ালির উপর আঘাত

কুছিতে” বিশ্বাস করিবে, সেইরূপে তোমাকে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, ‘কো-কাফ পাহাড় (ককেসস পর্ব্বত) সমস্ত দুনয়াকে বেষ্টন করিয়া আছে এবং আছমানের প্রান্তগুলি তাহার উপরে স্থাপিত, ইত্যাদি। বিশ্বাস না করিলে তুমি মুছলমানই থাকিতে পারিবে না ! প্রমাণ :—
“এয়ছাহি কহিল রাবী কেতাবে খবর।”

করেন। এত বড় যে উজ-বেন-ওনক, সেই আঘাতে ৩৫০০ বৎসর বয়সে হালাক হইয়া গেল। জালালুদ্দিন ছয়ুতী তাঁহার অভ্যাস মতে ইহা প্রমাণ করিবার জন্যও একখানা পুস্তিকা লিখিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব্বকালের বিশ্বস্ত মোহাদ্দেছগণ এই গল্পগুলিকে মিথ্যা ও মৌজু' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এবনে-যাওজী বলিয়াছেন :—

و ليس العجب من جراة مثل هذا الكذاب على اللـــه - انما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير و غيره و لا يبين امره ...... و لا ريب ان هذه و امثاله من وضع زنادقة اهل الكتاب الذين قصدو السخرية و الاستهزاء بالرسل و اتباعهم - (موضوعات كبير - صفحه ٩٧ دهلى)

অর্থাৎ যে মিথ্যাবাদিগণ আল্লার নামে এরূপ উপকথা রচনা করিয়াছে, তাহাদের অপেক্ষা সেই সকল মুছলমান পণ্ডিতের অসম সাহসিকতা অধিকতর আশ্চর্য্যজনক যাঁহারা এই হাদিছটার প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা না করিয়া কোর্‌আনের তফছির প্রভৃতিতে তাহাকে ঢুকাইয়া দিয়াছেন।......... ইহা ও ইহার অনুরূপ বিবরণগুলি ধর্ম্মদ্রোহী খৃষ্টান ও এহুদীদিগের রচিত গল্পমাত্র, এবং তাহারা যে এ সকল গল্প রচনা করিয়া নবী ও রছুলদিগকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। (মাউজুআতে কবির, ৯৭ পৃষ্ঠা)। এই শ্রেণীর দূরদর্শী মোহাদ্দেছগণের অনুমান যে কত সত্য, নিম্নের উদ্ধৃতাংশ হইতে তাহা অবগত হইতে পারা যাইবে। টি, পি, হিউজ বলিতেছেন :—

Uj عوج the son of Ug. A giant who is said to have been born in the days of Adam, ...The Og of the Bible, concerning whom as-Suyuti wrote a long book taken chiefly from Rabbinic tradition. (Edwal, Gesch 1. 306.) An apocryphal book of Og was condemned by Pope Gelasius. (Dec. VI. 13.)—Dictionary of Islam 649.

এহুদীদিগের অবিশ্বাস্য পুস্তক ও কিংবদন্তি হইতেই যে উজ-বেন-ওনকের গল্পটি সঙ্কলিত, এই বিবরণ দ্বারাও তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ইতিহাসের সূত্রত্রয়।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বলিয়াছি যে, হজরতের জীবনী এবং তাঁহার চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার তিনটী সূত্র বা উপকরণ আমাদের নিকট বিদ্যমান আছে। প্রথম কোর্‌আন, দ্বিতীয় ছহি ও বিশ্বাস্য হাদিছ, ৩য় ইতিহাসের একাংশ। এই গুলির ঐতিহাসিক মর্য্যাদা ও গুরুত্ব কতদূর আছে, সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে হইতেছে।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আল্লার যে বাণী (কালাম) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহারই নাম—"কোরআন।" এই কোর্‌আন হজরতের সময়েই লিখিত হয়, স্বয়ং হজরত ও অন্যান্য বহুসংখ্যক ছাহাবী সম্পূর্ণ কোরআন কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ছাহাবীগণের নিকট সম্পূর্ণ কোর্‌আন বা তাহার ক্ষুদ্র বৃহৎ অংশ লিপিবদ্ধ অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। একে আরবদিগের অসাধারণ স্মরণশক্তি, তাহার উপর কোর্‌আনের ললিত-মধুর পদগুলির স্বাভাবিক আকর্ষণ। অধিকন্তু মোছলমানের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, তাহার ইহ-পরকালের যথাসর্ব্বস্ব ঐ কোর্‌আনের পদ ও পংক্তিগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কোর্‌আনের একটি বর্ণ মাত্র উচ্চারণ করিলে, "দশ পুণ্যলাভ" হয়,—ইত্যাকার বিশ্বাসের ফলে, ছাহাবীগণ সকলেই কোর্‌আন পাঠ করিতে অতিশয় আগ্রহান্বিত হইয়া পড়েন। অতি মূর্খ ও অজ্ঞ মোছলমানকেও, নামাজে পাঠ করার জন্য কোর্‌আনের কতকাংশ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেই হয়। পক্ষান্তরে কোর্‌আন ভুলিয়া গেলে, তাহার কঠোর দণ্ডের কথাও সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এই অবস্থায়, ছাহাবীগণের মধ্যে যিনি যতটা কোর্‌আন কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, তাহার কোন অংশ ভুলিয়া গিয়া যাহাতে তাঁহারা কঠোর দণ্ডের ভাগী না হন, সেজন্য তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতেন।

কোর্‌আন।

হজরতের পরলোক গমনের পর, প্রথম খলিফা মহাত্মা আবু বকর, হজরতের সিন্দুকে বিশৃঙ্খল অবস্থায় রক্ষিত কোর্‌আনের মুসাবিদাখণ্ডগুলিকে—সুশৃঙ্খলার সহিত সাজাইয়া দেন। এই সময় অন্যান্য লোকদিগের নিকট কোর্‌আনের যে সকল অংশ ছিল, সেগুলিকে ইহার সঙ্গে মিলাইয়া দেখা হয়। তৃতীয় খলিফা মহাত্মা ওছমানের আমলে, বহু খণ্ড কোর্‌আন নকল করাইয়া সরকারী ভাবে সেগুলিকে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মোছলেম সাম্রাজ্যের গবর্ণরদিগের

নিকট প্রেরণ করা হয়। ফলতঃ কোর্‌আন হজরতের আমলে যাহা ছিল, আজও ঠিকই সেই অবস্থায় মোছলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে। অ-মোছলমান পাঠক, নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে, কোর্‌আনকে স্বর্গীয় গ্রন্থ বা আল্লার কালাম বলিয়া বিশ্বাস নাও করিতে পারেন, কিন্তু ইতিহাসের হিসাবে যে, জগতে কোর্‌আনের তুলনা নাই, অভিজ্ঞ ও নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রই তাহা স্বীকার করিবেন।

কোর্‌আনে হজরতের জীবনী সংক্রান্ত বহু ঘটনার উল্লেখ আছে। অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে ঃ—

প্রথম নিয়ম।

কোর্‌আনে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, কোন ইতিহাসে বা চরিত পুস্তকে—এমনকি হাদিছের রেওয়ায়েতেও—যদি তাহার বিপরীত কোন কথা বর্ণিত হয়, তবে কোর্‌আনের বিপক্ষে অন্য সকল পুস্তকের বা রাবীর বর্ণনাকে আমরা অগ্রাহ্য ও অবিশ্বাস্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিব।

কোর্‌আনের ঐতিহাসিক মূল্য।

এখানে এই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে যে, কোর্‌আনের সমস্ত ঐতিহাসিক বর্ণনাকে আমরা সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে যাইব কেন? বিপক্ষ বলিতে পারেন—হজরত মোহাম্মদ ভ্রমবশতঃ বা মিথ্যা করিয়া কোর্‌আনে ঐ সকল ঘটনার বর্ণনা করিয়া থাকিবেন। যেখানে এইরূপ সন্দেহের সম্ভাবনা আছে, সেখানে দৃঢ় প্রতীতি জন্মান অসম্ভব। কিন্তু এ কথাটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। সমস্ত ছাহাবীর অর্থাৎ হজরতের সমসাময়িক মোছলমানের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কোর্‌আন আল্লার বাণী—সে বাণীতে অসত্য বা বাতেল কোন দিক দিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কোর্‌আন নিজেই পুনঃপুনঃ এইরূপ দাবী করিয়া দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিয়াছে যে, সে সত্যময় আল্লার পূর্ণসত্য কালাম, মিথ্যা ও বাতেল কোন দিক্‌ দিয়া কস্মিনকালেও তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। কোর্‌আনের সত্যতায়, প্রাথমিক যুগের মুছলমানদিগের এমনই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাহার উপদেশ নির্দ্দেশ মতে তাঁহারা দুনয়ার কঠোর হইতে কঠোরতর অনল পরীক্ষাকে অবলীলাক্রমে গ্রহণ ও সাফল্য সহকারে বহন করিয়াছেন। ধক-ধক-প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারশয্যায় শায়িত হইয়া, শূলে ক্রসে আরোহণ এবং শত্রুর বিষবাণকে হৃৎপিণ্ডে আলিঙ্গন করিয়াও, তাঁহাদের এই বিশ্বাসের বিন্দুমাত্রও লাঘব হয় নাই।

কোর্‌আনে যে সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, হজরতের জীবিত কালে সহস্র সহস্র মুছলমান অ-মুছলমান—সেই সকল ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী—সেই সময় জীবিত ছিলেন। এ অবস্থায় যদি কোর্‌আনে কোন ঘটনা মিথ্যা করিয়া লিখিত হইত, তাহা হইলে আরবের লক্ষ লক্ষ এছলামবৈরী অ-মুছলমান, তাহা লইয়া কোর্‌আনকে মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিত। পক্ষান্তরে

সত্যের সেবক ছাহাবীগণ যখন দেখিতে পাইতেন যে, কোর্‌আনে স্পষ্ট মিথ্যার সমাবেশ করা হইতেছে—তখন, কোর্‌আনের প্রতি, কোরআনের বাহক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার প্রতি এবং কোর্‌আনের ধর্ম্ম—এছলামের প্রতি ঐরূপ অটল অচল ও অটুট বিশ্বাস বিদ্যমান থাকা কখনই সম্ভবপর হইত না। সমসাময়িক ঘটনা সম্বন্ধে কোন মিথ্যা বা অপ্রকৃত কথা কোর্‌আনে বর্ণিত হইলে, সেই দিনই এছলামের যবনিকাপাত হইয়া যাইত। ফলতঃ ইতিহাসের হিসাবে যে দুনয়ায় কোর্‌আনের সমতুল্য অন্য কোনও পুস্তক বিদ্যমান নাই, ইহা নিরপেক্ষ অ-মুছলমান পাঠক মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে।

দ্বিতীয় নিয়ম—হাদিছ। **ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা, ছহী ও বিশ্বস্ত হাদিছের বিপরীত বা তাহার সহিত অসমঞ্জস হইলে, ঐ বর্ণনা অবিশ্বাস্য ও অগ্রাহ্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।**

এখানে আমাদিগকে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, হাদিছশাস্ত্র ও তারিখ (ইতিহাস) এক নহে, অর্থাৎ ইতিহাসের বর্ণিত বিবরণগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অপেক্ষা হাদিছে বর্ণিত বিবরণগুলির মূল্য বহুগুণে অধিক। মহানুভব মোহাদ্দেছগণ সত্যের সেবা ও তাহার উদ্ধারের জন্য যে প্রকার কঠোর সাধনা করিয়া গিয়াছেন, যেরূপ কঠোর নিয়ম কানুন দ্বারা হাদিছগুলিকে অতি সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, দুনয়ার কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের রক্ষার জন্য ঐরূপ কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। কিন্তু আমাদের ঐতিহাসিকগণ, ঐ প্রকার—এমন কি উহার দশমাংশ সতর্কতাও অবলম্বন করেন নাই। ইতিহাস সম্বন্ধে ঐ প্রকার সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যকতাই পূর্ব্বে স্বীকৃত হইত না। আরবী ইতিহাসে যে সত্য মিথ্যা এবং প্রকৃত অপ্রকৃত সকল প্রকার বিবরণ সন্নিবেশিত হইয়া আছে, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত অভিমত। পাঠকগণ এই পুস্তকের বহুস্থলে দেখিতে পাইবেন—ঐতিহাসিকগণ যাহা বলিতেছেন—হাদিছে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। উদাহরণস্থলে বদর যুদ্ধের মূলীভূত কারণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মন্তব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিতেছেন—হজরত কোরেশদিগের সিরিয়াগামী কাফেলা লুঠ করিবার চেষ্টা করাতেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু আবুদাউদ প্রভৃতি হাদিছগ্রন্থে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কোরেশপ্রধানগণ মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে আবদুল্লাহ-বেন-ওবাই প্রভৃতির সহিত ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল—এবং তাহাদিগের অত্যাচার ও আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করার জন্য, হজরত নিতান্ত বাধ্য হইয়াই অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনেক স্থলে হাদিছ গ্রন্থ সমূহের বিবরণের সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণনা ইতিহাস পুস্তকগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় সাধারণতঃ আমরা ইতিহাসের বিবরণগুলিকে অগ্রাহ্য করিয়া, হাদিছের বর্ণিত ঘটনাগুলিকে গ্রহণ করিব।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মুছলমান মাত্রই ধর্ম্মের হিসাবে কোর্‌আন মান্য করিতে বাধ্য, কারণ তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে, কোর্‌আন আল্লার কালাম—স্বর্গীয় বাণী। তাহার পর, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আদেশ ও নিষেধ [illegible] আল্লার ক[illegible] এবং তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, যাহা কিছু [illegible]ছেন অথবা যাহা কিছুর অনুমোদন করিয়াছেন, মুছলমান মাত্রই তাহা মানিয়া লইতে বাধ্য। কারণ হজরত প্রত্যক্ষভাবে আল্লার নিকট হইতে 'বাণী' (অহি) প্রাপ্ত হইতে থাকেন, অতএব (ধর্ম্ম সম্বন্ধে) তাঁহার ভুল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা মুছলমানের ধর্ম্মবিশ্বাস। কিন্তু, **এই দুয়ের পর যিনি যাহা বলিবেন বা লিখিবেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত মাত্রেই ভ্রমপ্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সুতরাং তাহা সর্ব্বদাই পরীক্ষাসাপেক্ষ।** যদি আমরা তাঁহাদের কথার যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে কোন প্রকার পরীক্ষা ও আলোচনা না করিয়া, কাহারও মুখে বা কোন পুস্তকে কিছু শুনিয়া বা দেখিয়াই তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লই, তাহা হইলে, অন্ততঃ পরোক্ষ্যভাবে ঐ লোকটীকে সম্পূর্ণ ভ্রমহীন ত্রুটিহীন মা'ছুম বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। অর্থাৎ তাঁহাকে নবীর আসনে এবং তাঁহার কথাকে কোর্‌আনের আয়াতের স্থলে বসাইয়া দিয়া, আমরা নিজেদের দিন-ঈমানের সর্ব্বনাশ সাধন করি। আজকাল আমাদের দেশের বহু আলেম, নিজেদের রুচি ও বিশ্বাসমতে, 'শের্ক বেদ্‌আৎ' কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসাদির প্রতিকার করার জন্য সময় সময় আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই যে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে—বরং ঐ সকল পাপের মাত্রা যে দিন দিন আরও বাড়িয়া চলিয়াছে—ইহার প্রধান কারণ এই যে, এই মারাত্মক রোগের আসল জীবাণুগুলিকে ইহাঁরা চিনিতে পারেন না। বরং অনেক সময় সেইগুলিকেই জীবনী শক্তির প্রধান উপকরণ বলিয়া বিশ্বাস করতঃ তাহার সংক্রমণেরই সহায়তা করিয়া থাকেন। যিনি জীবনে কখনও কোন মুছলমানকে এইরূপ জঘন্য শের্ক-বেদআৎ হইতে মুক্ত করার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি নিজের অকৃতকার্য্যতার কারণগুলি সম্বন্ধে নিভৃতে চিন্তা করিয়া দেখিলে, আমাদিগের সহিত একবাক্যে—প্রকাশ্যতঃ সাহস না করিলেও অন্ততঃ মনে মনে—স্বীকার করিবেন যে, **'বোজর্গানে দিন' ও 'ছলফে-ছালেহীন' বলিয়া মুছলমান সমাজে যে সকল 'তাগুতের' সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহাই হইতেছে সমস্ত সর্ব্বনাশের মূল।** তুমি হাজার রকম প্রমাণ দিয়া বুঝাইয়া দিতেছ, আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও ছেজদা করিতে নাই, আর কাহাকেও হাজের নাজের সর্ব্বগ সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস করিতে নাই, ইত্যাদি। কিন্তু কোন একখানা চটি উর্দ্দু কেতাবের কোন কোণে যদি লেখা থাকে যে, অমুক অলিউল্লাহ নিজের মুর্শেদকে ছেজদা করিয়াছিলেন, অথবা অমুক আলেম বলিয়াছেন যে রছুলুল্লাহ আল্লার অংশ বিশেষ ;—অথবা একজন লোক দাঁড়াইয়া বলিয়া দিল—"এ বেটাদের কথা শুন না, এরা পীর ফকির, অলি দরবেশ কিছুই

তৃতীয় নিয়ম।

মানে না, এরা নেচারী দেওবন্দী ওহাবী"—বাস্, তোমার সমস্ত যুক্তি সমস্ত প্রমাণ একেবারে মাটি হইয়া গেল। মুছলমান জাতির সংস্কার করিতে হইলে, তাহার মস্তিষ্কের সংস্কার আগে করিতে হইবে। তাহার মাথার মধ্যে এই প্রশ্ন জাগাইয়া দিতে হইবে যে, কোন একটা কথা মানিয়া লইবার পূর্ব্বে প্রশ্ন করিতে হয়—"কেন মানিব ?" আল্লা ঐরূপ মানিতে বলিয়াছেন কি ? আল্লার রছুল উহা মানিতে উপদেশ দিয়াছেন কি ? যদি এই দুই প্রশ্নের উত্তর 'না' হয়—তবে জিজ্ঞাসা করিব, ঐরূপ কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিব, মাথা হেঁট করিয়া মানিয়া লইব—'কেন ?' ইহার উত্তরে বলা হইবে, অমুক ইমাম বলিয়াছেন, অমুক পীর করিয়াছেন, অমুক আলেম লিখিয়াছেন—ইহারা হইতেছেন বোজর্গানে দিন, ইত্যাদি। অর্থাৎ মক্কার কোরেশগণ কোর্‌আনের যুক্তি প্রমাণের নিকট পরাজিত হইয়া যাহা বলিয়াছিল, এবং জগতের প্রত্যেক কুসংস্কারকলুষিত জাতি যে সকল যুক্তি তর্কের দ্বারা নিজেদের জ্ঞান ও বিবেককে প্রবঞ্চিত করিয়া থাকে, এখানেও তৎসমুদয়ের পুনরাবৃত্তি করা হইবে। ফলতঃ অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, বীর হনুমানের পুথি এবং "মোহাম্মদীয়" পঞ্জিকাও আজকাল ঐতিহাসিক ও শাস্ত্রীয় বিষয়ের প্রমাণস্থলে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। (১) **আল্লাহ ও তাঁহার রছুল ব্যতীত, যিনি যত বড় পীর দরবেশ অলি বা আলেম হউন না কেন, যুক্তি প্রমাণ ও দলিলের বিপরীত হইলে তাঁহার কথা মানিব না, কারণ ইহা সম্পূর্ণ অনৈছলামিক শিক্ষা।** এই শিক্ষা ও বিশ্বাসের ফলেই মুছলমানের যত সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এ কথাগুলি মুছলমান জনসাধারণকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে—অবশ্য নিজেরা অগ্রে বুঝিয়া লইতে হইবে। যিনি ইহা বুঝিতে ও বুঝাইতে পারিবেন, সমাজ সংস্কারের কাজ একমাত্র তাঁহারই দ্বারা সম্ভবপর হইবে। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আল্লার অস্তিত্ব ও একত্ব, হজরতের রেছালৎ এবং কোরআনের সত্যতা প্রতিপাদন করার জন্য, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা কোর্‌আনে শত শত যুক্তি প্রমাণ দিতেছেন, জ্ঞান বিবেক ও চিন্তাশীলতার সহিত সেই প্রমাণগুলির সারবত্তা অনুধাবন করিতে সকলকে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিতেছেন ;—সেখানে যুক্তি প্রমাণের আবশ্যক হইল, আর একজন 'বোজর্গ', বা বোজর্গ বলিয়া কল্পিত, কিম্বা কল্পিত বোজর্গের নাম করিয়া সত্য মিথ্যা সঙ্গত অসঙ্গত যাহা কিছু বলা হইবে, বিনা প্রমাণে

---

(১) একদা আমি কোন বক্তৃতায় কথা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম—এগুলি আলো হনুমানের বা সোনাভানের পুথির কথা নহে—ইহা কোর্‌আন, আল্লার কালাম। স্থানীয় মুন্সী ছাহেব ঐ সকল 'বাংলা কেতাব' পড়িয়া সে অঞ্চলে আসর জমকাইয়া থাকেন, সুতরাং এই কথাগুলি তাঁহার অসহ্য হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ কেতাব আনাইয়া সেই ওয়াজের মজলিছেই দেখাইয়া দিলেন যে, এ কেতাবের খবর, কেউ অঠেল কর্ত্তে পার্ব্বে না। এই দেখ, ভাই সকল, ছাফ লেখা আছে :—

"হজরত আলী আর বীর হনুমান অযোধ্যাতে মহাযুদ্ধ দোনো পাহলোয়ান"

বলা আবশ্যক যে, তর্কে এমন ছাফ পরাজয় আমার জীবনে আর কখনও ঘটে নাই। দিন তারিখে শুভাশুভ নাই, মফস্বলে এই কথা বলিলে, পাঁজির গুরুত্ব সম্যকরূপে উপলব্ধি করার সুযোগ ঘটিবে।

এমন কি প্রমাণের বিরুদ্ধেও, আল্লার দেওয়া জ্ঞান বিবেককে গলা টিপিয়া হত্যা করিয়া, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে !!! বলা বাহুল্য যে ইহা সম্পুর্ণ অনৈছলামিক অন্ধবিশ্বাস, এবং এই অন্ধবিশ্বাসের মুলোৎপাটন করাই এছলামের প্রধান শিক্ষা। বর্ত্তমান সন্দর্ভে আমাদের বক্তব্য এই যে, **কোর্‌আন এবং ছহী ও বিশ্বাস্য হাদিছ ব্যতীত, অন্য কোন সূত্রে আমরা যে সকল ঐতিহাসিক বিবরণ অবগত হইব, তাহার সত্য মিথ্যা বিশ্বাস্য অবিশ্বাস্য এবং প্রামাণিক অপ্রামাণিক হওয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া লইবার সম্পুর্ণ অধিকার আমাদের আছে। আরবী পার্সী ভাষায় লিখিত পুস্তক মাত্রই ধর্ম্মশাস্ত্র নহে।**

তৃতীয় নিয়ম—রায় ও রেওয়ায়েত।

বহুস্থলে হাদিছ রেওয়াএত করার সময়, বর্ণিত ঘটনা সম্বন্ধে রাবী নিজের অনুমান বা অভিমত এমন ভাবে ব্যক্ত করিয়া দেন যে, বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে, তাহাও মূল হাদিছের অংশ বলিয়া ভ্রম হয়। ফলে এই ভ্রমের কারণে রাবীর রায়ও রেওয়ায়েতে পরিণত হইয়া যায় এবং তাহাতে বহু প্রমাদের সৃষ্টি হইয়া থাকে। উদাহরণ দিয়া এই বিষয়টা প্রস্ফুট করার চেষ্টা করিব। মোছলেম, তিরমিজী প্রভৃতি বহু হাদিছ গ্রন্থে এবনে আব্বাছ কর্ত্তৃক একটী হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। হাদিছটীর মর্ম্ম এই যে, হজরত বিনা ওজরে দুই অক্তের ফরজ নামাজ জমা (১) করিতেন। এমাম তিরমিজী তাঁহার কেতাবের শেষ ভাগে নিজেই বলিতেছেন যে, 'আমার পুস্তকের এই হাদিছটীর (ছহী হওয়া সত্বেও) উপর মুছলমানদিগের আমল নাই—উহা সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিত্যক্ত।' রছুলের হাদিছ ছহী বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, অথচ তাহাকে পরিত্যক্ত বলিয়া বাদ দেওয়া হইতেছে, ইহা বড়ই মারাত্মক কথা! আসল কথা এই যে, "হজরত মদিনায় নামাজ জমা করিয়াছিলেন"—হাদিছের এই অংশটুকু রেওয়ায়েত। আর উহার "কোন প্রকার ভয় পীড়া ছফর ব্যতীত অর্থাৎ বিনা ওজরে উম্মতের পক্ষে আছানি করার উদ্দেশ্যে"—এই অংশগুলি রাবীর ব্যক্তিগত রায়, তাঁহার অনুমান ও অভিমত মাত্র। আমরা হাদিছ হইতে বড় জোর এইটুকু সপ্রমাণ করিতে পারি যে, হজরত মদিনায় দুই অক্তের নামাজ জমা করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে এবনে-আব্বাছের মত আমাদের দলিল নহে। কাজেই বিনা ওজরে নামাজ জমা করার কোনই শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই। সুতরাং কোন ঘটনার ঐতিহাসিক ভিত্তি বা কোন মছ্‌লা সপ্রমাণ করার সময়, রাবীর মতামতটাকে মূল হাদিছ হইতে বাছিয়া ফেলিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, এইরূপে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণগুলি রাবীগণের অভিমত ও অনুমানের সহিত মিশ্রিত হইয়া, হাদিছ ও ইতিহাসশাস্ত্রে বহুস্থানে নানাবিধ কঠিন সমস্যা সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। ঐ সকল বিষয়ের অনুশীলনকালে এ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

(১) দুই অক্তের নামাজ একসঙ্গে পড়াকে 'জমা' করা বলা হয়।

ইউরোপীয় লেখকগণ সাধারণতঃ বলিয়া থাকেন যে, 'হেজ্‌রতের' পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মোহাম্মদ খুব সাধুপ্রবৃত্তি কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া সমস্ত কাজ করিয়াছিলেন। কিন্তু মদিনায় গমনের পর প্রতিশোধ গ্রহণের বা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার উপযুক্ত বল সঞ্চিত হইলে, তাঁহার মাথা বিগড়াইয়া যায়, এবং তিনি মক্কাবাসীদিগের সিরিয়াগামী 'কাফেলা' লুণ্ঠন করার জন্য রণসম্ভারাদি লইয়া মদিনার বাহিরে আসেন। ইহাই 'বদর' যুদ্ধের এবং মক্কাবাসীদিগের সহিত পরবর্ত্তী যুদ্ধ-বিগ্রহসমূহের মূল কারণ। মোহাম্মদ যদি কাফেলা লুণ্ঠনের চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে মক্কাবাসীদিগের সহিত তাঁহার কোন প্রকার সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। ইহাই হইতেছে, তাঁহাদের প্রধান অভিযোগ। ইতিহাসে যে সকল বিবরণ আছে, তাহার খোলাসা এই যে—"হজরত মক্কার কাফেলা লুঠ করার জন্য কয়েক শত লোক লইয়া মদিনা হইতে বহির্গত হইলেন।" খৃষ্টান লেখকগণ বলিতেছেন, ইহা খুব বিশ্বস্ত হাদিছ, স্বয়ং হজরতের ছাহাবীগণ এই রেওয়ায়েতের বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা বলিব খুব ঠিক কথা, রেওয়ায়েতে ছাহাবার সাক্ষ্য যেটুকু—"হজরত কয়েক শত লোক লইয়া মদিনার বাহিরে গমন করিলেন—" তাহা আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু 'কাফেলা লুঠ করিবার জন্য' বিবরণের এই অংশটুকু বৃত্তান্ত ঘটিত সাক্ষ্য নহে, বরং উহা বর্ণনাকারীদের অনুমান ও অভিমত মাত্র। তাঁহারা অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া এই বহির্গমনের যে কারণ নির্ণয় করিয়াছিলেন, বৃত্তান্তের সহিত নিজেদের সেই আনুমানিক মতগুলিও বলিয়া দিয়াছেন। এই অংশটুকু সাক্ষ্য নহে, বরং সাক্ষীর অভিমত। সাক্ষী বিশ্বাস্য হইলে, তাহার সাক্ষ্যটুকু গ্রহণীয় হইতে পারে, কিন্তু সাক্ষীর বিশ্বস্ততার অজুহাতে তাহার অভিমতগুলিকে অবশ্য গ্রাহ্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না। মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট উপর আদালতে যে সাক্ষ্য দেন, জজ সাহেব তাহা খুব মূল্যবান্‌ ও বিশ্বাস্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই জজ সাহেব আবার যুগপৎভাবে, সেই মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনেক হুকুম রদ করিয়া দেন, অনেক সময় তাঁহার 'রায়'কে ভুল বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন। অন্য দিক দিয়া দেখুন, এমাম বোখারী তাঁহার পুস্তকে যে সকল হাদিছ সংগ্রহ করিয়াছেন, আমরা সকলে সেগুলিকে বিশ্বস্ততম হাদিছ বলিয়া স্বীকার করি, কারণ তাঁহার ন্যায় সতর্ক সত্যবাদী ও অভিজ্ঞ সাক্ষী দুর্লভ। কিন্তু, এমাম ছাহেব তাঁহার পুস্তকে যেখানে নিজের মতামত দিয়াছেন, আমরা তাহার তাৎপর্য্য উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখি, এবং আবশ্যক হইলে, তাঁহার অভিমতগুলিকে আমরা অগ্রাহ্যও করিয়া থাকি। ফলে একজন সাক্ষীর সাক্ষ্য ও অভিমতে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে, ইতিহাস এমন কি শরিয়তের মছলা আলোচনার সময়, সেই পার্থক্যের প্রতি তীব্রদৃষ্টি প্রদান করা হয় না বলিয়া, অনেক সময় আমাদিগকে অনর্থক বিপ্লবের সৃষ্টি করিতে হয়। (১)

(১) সাক্ষ্য গ্রহণের নাম 'রেওয়ায়েত', আর বিনা প্রমাণে কাহারও অভিমত গ্রহণ করাকে—ফেকার পরিভাষায়—'তক্‌লিদ' বলা হয়। রেওয়ায়েত গ্রহণ ও তক্‌লিদে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

অসাধারণ ও অস্বাভাবিক, দুইটী স্বতন্ত্র বরং পরস্পর বিপরীত কথা। আমরা অনেক সময় অসাধারণ ঘটনাগুলিকে অস্বাভাবিক বলিয়া কল্পনা করতঃ নানাদিক দিয়া নিজেদের জ্ঞান ও চিন্তায় উৎকট উপপ্লব উপস্থিত করিয়া থাকি। বৈজ্ঞানিকেরা প্রকৃতির অনন্তভাণ্ডারে এমন বহু অসাধারণ ব্যাপারের সন্ধান পাইয়াছেন, অসাধারণ হইলেও যাহার সংঘটন সম্বন্ধে বিজ্ঞান জগতের কোন সন্দেহ নাই। বিচার যুক্তি ও পর্য্যবেক্ষণের ফলে, অজ্ঞাতপূর্ব্ব-বিশ্ব-রহস্যের যে অংশটুকু নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিয়াছে বলিয়া আজ বিজ্ঞানজগৎ দৃঢ়তার সহিত দাবী করিতেছে, এই সত্যটুকুও তাহারই অংশীভূত।

চতুর্থ নিয়ম।—অসাধারণ ও অস্বাভাবিক

জগতে জীবের সৃষ্টি কেমন করিয়া ও কোন্ পদার্থ হইতে হইল,—সেকালের আরস্ততালিস (Aristolle) হইতে একালের পাস্তর পর্য্যন্ত সকল বৈজ্ঞানিকেরই ইহা প্রধান আলোচ্য ছিল। প্রথমে লোকের ধারণা ছিল, সূর্য্যের আলোকে পৃথিবী হইতে যে বাষ্প উঠিয়া থাকে, তাহা হইতে জীবের সৃষ্টি হয়। তাহার পর স্বতঃজননবাদ, এবং বহুদিনের পর পাস্তর প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকগণ কর্ত্তৃক তাহার খণ্ডন। আমাদের ন্যায় বিজ্ঞান-জ্ঞান-বর্জ্জিত লোক, সৃষ্টিতত্ত্বের এই সমস্যা সম্বন্ধে, বৈজ্ঞানিকগণের জটিল যুক্তিজালের মধ্যে বিপন্ন হইতে সমর্থ হইয়াও, যখন তাহার সারৎসার অবগত হইতে চায়—তখন বৈজ্ঞানিকগণের বহু বিশ্রুত পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের প্রতি আমাদের পূর্ব্বের ন্যায় আর ততটা শ্রদ্ধা থাকে না। তাঁহারা বলিবেন—"জীব-জগৎ অসংখ্য পরিবর্ত্তনের ফল মাত্র। এই পরিবর্ত্তন প্রথমে অজৈব শক্তি শোষক ও বাহক পদার্থের প্রভাবে সংঘটিত হয়, পরে আরও জটিল পদার্থের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ পদার্থও এই কার্য্যে নিয়োজিত হয়। নানা সংযোগ ও পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অঙ্গার হইতে অঙ্গারক বাষ্প, অঙ্গারক বাষ্প হইতে ক্লোরোফিল, তাহা হইতে প্রোটোপ্লাজম এবং এই প্রোটো-প্লাজম হইতে জীবের জন্ম। সুতরাং জড় হইতেই জীবের জন্ম।" এখানে আমাদের প্রশ্ন এই যে, 'অজৈব শক্তি শোষক ও বাহক পদার্থগুলির প্রভাব এখনও অক্ষুণ্ণ আছে কি না, এবং অঙ্গার, অঙ্গারক বাষ্প, ক্লোরোফিল ও প্রোটোপ্লাজম, যে সকল উপকরণের সংযোগ ও পরিবর্ত্তন দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, সেগুলি প্রকৃতির ভাণ্ডার হইতে ফুরাইয়া গিয়াছে কি না? যদি না গিয়া থাকে, তবে এই নিয়মের রাজ্যে প্রথমের সেই সংযোগ ও পরিবর্ত্তনের প্রাকৃতিক নিয়মটার কি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে? যদি না হইয়া থাকে, তবে আজ আবার অঙ্গার হইতে অঙ্গারক বাষ্প এবং তাহা হইতে ক্লোরোফিল ও ক্লোরোফিল হইতে প্রোটোপ্লাজম এবং তাহা হইতে জীবের জন্ম হইবে না কেন? এ কেমন নিয়মের রাজ্য! পক্ষান্তরে, যদি বর্ণিত পদার্থগুলির সে প্রভাবের 'ব্যত্যয় ঘটিয়া থাকে,—ঐ উপকরণগুলি যদি শেষ হইয়া গিয়া থাকে, তবে, পূর্ব্ব যুগের সংঘটিত যে ঘটনাকে তুমি আজ অতিপ্রাকৃত বলিতেছ (কারণ, তাহা আর ঘটিতে পারিতেছে না) তাহার প্রত্যেকটী সম্বন্ধেই ঐরূপ একটা 'সন্তোষজনক' কৈফিয়ৎ দেওয়া যাইতে

পারে।' যাহা হউক, বৈজ্ঞানিক যাহা বলিলেন এবং তাহাদ্বারা অবৈজ্ঞানিক আমরা যাহা বুঝিলাম, তাহার সারমর্ম্ম এই যে, জড় হইতে জীব এবং জীব হইতে প্রাণীর সৃষ্টি হইয়াছে। নিরেট অবৈজ্ঞানিক আমি যখন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করি, জড় হইতে উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদ হইতে প্রাণী জগতের উৎপত্তি—এ কেমন কথা! জনকজননীর শুক্র ও শোণিত ব্যতীত প্রাণীর জন্ম কখনই হইতে পারে না, এ ব্যাপারটা একেবারে অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হইতেছে। বিজ্ঞানের সেবক তখন করুণা ও বিদ্রূপ মিশ্রিত একটু উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলেন, "না হে না, এটা অস্বাভাবিক নয়।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করি, "আচ্ছা ঠাকুর, বেশ কথা! যদি ইহা অস্বাভাবিক না হয়, তবে এখন আর হয় না কেন?" বৈজ্ঞানিক বলিবেন—'প্রাণী জন্মের পূর্ব্বে জড়পদার্থ সমূহে এমন সকল উপকরণের সমাবেশ হইয়াছিল, যাহাতে তখন তাহা হইতে প্রাণীর উৎপত্তি হওয়া সম্ভবপর হইয়াছিল। সেই (প্রাণীজন্মের প্রথম তারিখ) হইতে আজ পর্য্যন্ত, বর্ণিত কারণ ও উপকরণগুলির সমবেশ না ঘটাতে আর সেরূপ হইতে পারিতেছে না, বোধ হয় আর কায় কখনও পারিবে না।'

পাঠক এখন দেখিলেন, প্রাণীজগতের প্রথম সৃষ্টিদিবসে জড় হইতে জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আর কখনও—একবারের জন্যও—তাহা সম্ভব হয় নাই। তবুও বিজ্ঞান তাহাকে অস্বাভাবিক বলিতেছে না। ফলতঃ এই আলোচনার দ্বারা জানা গেল যে, অসাধারণ ও অস্বাভাবিক এক কথা নহে।

কোন একটা ঘটনার বিবরণ শ্রুত হওয়া মাত্র, অতি-প্রাকৃতিক, অস্বাভাবিক ও Super-natural বলিয়া সেটাকে একদম উড়াইয়া দেওয়া উচিত নহে। স্বীকার করি, এই জগৎটা নিয়মের রাজ্য, এবং সে নিয়মের যে ব্যভিচার ও ব্যতিক্রম হইতে পারে না, অনেক বৈজ্ঞানিকই একথা বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের বহি কেতাব পড়িয়া, বা যাঁহারা পড়িয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিয়া, আমরাও গভীরভাবে বলিতে আরম্ভ করিয়াছি—হজরতের অমুক মোজেজায় আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না। পল্লীগ্রামের ডোম চামারেরা যেমন বাবুশ্রেণীর আদর্শ মনুষ্যদের দেখাদেখি 'এলবার্ট ফ্যাশন' কাটিতে ব্যগ্র হয়, অথচ তাহা দ্বারা তাহারা যে কি বিশেষ সুখলাভ করিবে, তাহা তাহারা জানে না। সেইরূপ আমরা অনেক সময় নিজেরা কিছু জানিবার শুনিবার চেষ্টা না করিয়াও, কেবল ঐরূপ 'বৈজ্ঞানিক ফ্যাশনের' খাতিরে বৈজ্ঞানিক অপেক্ষা ডবল জোরে বলিয়া থাকি যে, আমরা ঐ সকল বিবরণে বিশ্বাস করি না, কারণ ও গুলি অতিপ্রাকৃতিক ব্যাপার, উহা প্রাকৃতিক নিয়মকানুনের বিপরীত, সুতরাং উহা কখনও ঘটিতে পারে না।

পঞ্চম নিয়ম।—
বৈজ্ঞানিক ফ্যাশন।

আমরা এই শ্রেণীর বন্ধুদিগকে বিজ্ঞানের সহিত লড়াই করিতে কখনই বলি না। বরং তাঁহাদিগের নিকট আমাদের বিনীত প্রার্থনা—তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বিভিন্নপন্থী প্রাচীন ও

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের আলোচনা মনোযোগ দিয়া পাঠ করুন। আমাদের বিশ্বাস, তাহা হইলে অবিলম্বেই তাঁহাদিগকে সংযতবাক্ হইতে হইবে। তখন তাঁহারা হিউম ও টেণ্ডালের প্রতিকূলে ওয়ালাস হক্সলী ক্রুকস্ ও লজের ন্যায় বৈজ্ঞানিকের মত দেখিতে পাইবেন। তখন বৈজ্ঞানিকের সহিত এক মত হইয়া তাঁহাকেও বলিতে হইবে—**"মনুষ্যের অভিজ্ঞতা যখন সীমাবদ্ধ, তখন এইটা প্রকৃতির নিয়ম, উহার কোথাও ব্যভিচার নাই বা হইতে পারে না, এরূপ নির্দ্দেশ অন্যায়, অসঙ্গত, অসমীচীন ও অবৈজ্ঞানিক, এরূপ দুঃসাহসিকতা বুদ্ধিমানকে সাজে না।"**

"মাধ্যাকর্ষণের সার্ব্বভৌমিকত্ব, জড়ের অনশ্বরতা, শক্তির অনশ্বরতা প্রভৃতি কয়েকটী ঘোরতর প্রাকৃতিক নিয়ম লইয়া কিছুদিন হইতে বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা বড়ই বাবদূকতা প্রদর্শন করিতেন। আজ কালি অনেকে সাবধান হইয়া কথা কহেন। ঐ সকল নিয়মের ব্যভিচার অকল্পনীয় নহে, অসম্ভবও নহে। প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করিয়াছে, অতএব উহা অসম্ভব,—একথা কোন কাজের কথাই নয়। প্রাকৃতিক নিয়ম কি তাহাই যখন পূরা সাহসে বলিতে পারি না, তখন ঐ উক্তি হঠোক্তি মাত্র। প্রকৃতির এক দেশের সহিত আমার পরিচয় লেনাদেনা কারবার রহিয়াছে; কিন্তু সেই পরিচিত প্রদেশের বাহির হইতে যদি কোন নূতন ঘটনা আসিয়া হঠাৎ ইন্দ্রিয়গোচর হয়, তাহাকে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধ বলিবার কাহারও অধিকার নাই।" (১) আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের হিসাবে, এই বিষয়টা অত্যদ্ভুত সুতরাং অতি-প্রাকৃত সুতরাং অসম্ভব;—এই যুক্তটী যে কতদূর ভুল, বহু ধীমান্ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিয়াছেন। Psychical Research Societyর কার্য্যপ্রণালী ও ঐ সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত তদন্তের-ফলাফল সংক্রান্ত পুস্তকগুলি দর্শন করিলেও, সন্দেহ ও সংশয়াবিষ্ট ব্যক্তিগণ অনেকটা শান্তিলাভ করিতে পারিবেন। (২)

---

(১) বিজ্ঞানাচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রণীত 'জিজ্ঞাসা' পুস্তকের অতি-প্রাকৃত শীর্ষক সন্দর্ভ হইতে গৃহীত। এই নিয়মটী সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনা ৩য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

(২) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় অধ্যাপক এবং বিজ্ঞান-বিশারদ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমবায়ে এই সমিতি গঠিত হয়। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের Moral Philosophyর শিক্ষক, অধ্যাপক আদম্স এবং Henry Sidgwick যথাক্রমে এই সমিতির সভাপতি ও সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সমিতির অধীন ছয়টা স্বতন্ত্র শাখা-সমিতি গঠিত হয়। প্রত্যেক শাখার উপর একটী বিশেষ বিষয় তদন্ত করার ভার দেওয়া হয়। অধ্যাপক বেন্‌কোর, সার উইলিয়ম ক্রুক, লর্ড টেনিসন, Lord Racyleiph, এডমণ্ড-গার্ণে, অধ্যাপক ব্যাবেদও এই শ্রেণীর বহুপ্রাজ্ঞ বৈজ্ঞানিক ইহার সদস্য নির্ব্বাচিত হন। যে সকল 'অতিপ্রাকৃতিক' ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া জনসাধারণ বিশ্বাস করে, তাহা সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর কি না, তাহাই তদন্ত করিবার জন্য এই সমিতি বহু অর্থব্যয়ে ও বিরাট আয়োজনে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্নদিকের পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা করেন। 'অতিপ্রাকৃত' বলিয়া মধ্যযুগের বৈজ্ঞানিকেরা যে সকল বিবরণকে উড়াইয়া দিয়াছেন, এই শ্রেণীর কোন ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভবপর কি না, সমিতি সোজাসুজি পরীক্ষা ও প্রত্যক্ষ পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা তাহা স্থির করিয়াছেন। এই সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট ও অন্যান্য পুস্তক সম্বন্ধে আমরা তৃতীয় খণ্ডে আলোচনা করিব। দেখ—Ency Britaniea নূতন সংস্করণ, ২২ খণ্ড, ৫৪৪—৪৭ পৃষ্ঠা।

'এই প্রকার ঘটনা সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে, অতএব উহা ঘটিয়াছে,' এই প্রকার কথা বলা আর ন্যায় দর্শনের হত্যাসাধন করা একই কথা।

ষষ্ঠ নিয়ম।— অসম্ভব ও অবশ্যম্ভাবী।

আমরা ৫ম নিয়মে বলিয়াছি, কোন একটা ব্যাপার অলৌকিক বলিয়া ধারণা হইলে, কেবল এই ধারণা মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া, সেই ঘটনার সমস্ত সাক্ষীকে ভ্রান্ত বা মিথ্যাবাদী বলিয়া নির্দ্ধারণ করা অন্যায়। এজন্য ঐ বিবরণের সাক্ষ্য প্রমাণ দলিল-দস্তাবেজ যাহা কিছু আছে, সে সব খুব সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। প্রথমে সাক্ষীগণের বিশ্বাস্য হওয়ার এবং তাহার পর ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ব্যক্তি পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্ন সাক্ষী পরম্পরার প্রমাণ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তাহার পর আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য প্রমাণাদি অবলম্বনে সূক্ষ্ম পরীক্ষা। এই প্রকার পরীক্ষার পর যে সকল ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইবে, তাহাতে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করিব— বৈজ্ঞানিক তাহাকে অত্যদ্ভুত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেও—করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাক্ষী প্রমাণের পরীক্ষা যথেষ্টরূপে করিতে হইবে। সাক্ষীর নিজের সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রভাব কতদূর;—তাহার দৃষ্টি-বিভ্রম, শ্রুতি-বিভ্রম, জ্ঞান-বিভ্রম ইত্যাদি ঘটিবার কোন সম্ভাবনা আছে কি না, সাধারণ ভাবে সাক্ষীদিগের বিশ্বস্ততা পরীক্ষার পর এই সকল বিষয় উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। আমাদের অধিকাংশ লেখকের যুক্তির ধারা এই যে, তাঁহারা প্রথমে যথেষ্ট ভাবপ্রবণতাপূর্ণ ভাষায় আল্লাহ তাআলার সর্ব্বশক্তিমানত্ব প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন। তাহার পর এই সর্ব্বশক্তিমানত্বের উপর ভিত্তি স্থাপন করিয়া প্রত্যেক আজগৈবী ঘটনার সম্ভবপরতা প্রতিপন্ন করেন। যথা :—"যে আল্লাহ এত বড় চাঁদ সূর্য্যকে সৃষ্টি করিতে পারিয়াছেন, তিনি কি চাঁদকে দু' টুক্‌রা করিতে পারেন না? যাহারা একথা বলে, তাহারা নাস্তিক, কারণ তাহারা আল্লাহ তাআলাকে সর্ব্বশক্তিমান বলিয়া মানে না, সুতরাং প্রকৃত পক্ষে আল্লাহকে মানে না।"

আমরা এই শ্রেণীর বন্ধুদের সহিত গম্ভীরভাবে 'তর্কযুদ্ধে' প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত নহি। আমরা তাঁহাদের সমস্ত যুক্তি স্বীকার করিয়া লইয়া নিবেদন করিব, আল্লাহ করিতে পারেন সব—তোমাকে আমাকে তিনি এখনই পাগল করিয়া দিতে পারেন। তাই বলিয়া কি তুমি আমাকে বা আমি তোমাকে পাগল বলিয়া গণ্য করিব? তোমার বাটীতে আমার নিমন্ত্রণ হওয়া এবং তোমার পক্ষে কাবাব কোপ্তা কালিয়া কোর্ম্মা প্রভৃতি ক'কারাদি দ্বারা আমার তাপ-তেজাদির বৈজ্ঞানিক গহ্বরটাকে আকণ্ঠ পরিপূর্ণ করিয়া দেওয়া খুব সম্ভব, কেবল সম্ভবই নহে, ইহার অনুরূপ দুর্ঘটনা আমাদের ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। তাই বলিয়া পাঠকের বাড়ী আজ আমি 'হরদম' দাওৎ খাইয়াছি মনে করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারিব কি? ইহা 'সম্ভব কি অসম্ভব' তাহা লইয়া তোমাদের সহিত আলোচনা করিতে চাই না, ইহা যে 'ঘটিয়াছে'—ঐতিহাসিক ভাবে

তাহার প্রমাণ দাও, ইহাই আমাদের প্রার্থনা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এইখানে—অন্ততঃ এছলাম সম্বন্ধে—সমস্ত গোলযোগের শেষ হইয়া যাইবে।

"যে ঘটনা যত অদ্ভুত যত অসাধারণ, তাহার সাক্ষ্য প্রমাণও সেই অনুপাতে ততই দৃঢ় ও মজবুত হওয়া চাই। যে ঘটনা যত সাধারণ, তাহা ততই সহজে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে যে ঘটনা যত অসাধারণ, তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে আমাদিগকে ততই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।"

সপ্তম নিয়ম।—প্রমাণের তারতম্য।

মনে করুন, ঢাকার একজন লোক কলিকাতায় আসিয়া বলিল—'ঢাকায় বৃষ্টি হইয়াছে।' সকলে ইহা সহজে বিশ্বাস করিবে। আর একজন বলিল—'ঢাকায় শিলাবৃষ্টি হইয়াছে।' মানুষ অপেক্ষাকৃত একটু চমকিত হইবে, তবে এই সংবাদটাও সহজে বিশ্বাস করিয়া লইবে। কিন্তু আর একজন যদি বলে—"চট্টগ্রামে ভয়ঙ্কর শিলাবৃষ্টি হইয়াছে। দশ দশ সের ওজনের এক একটা বরফের পাথর পড়িয়াছে, তাহার আঘাতে কর্ণফুলির বড় বড় সওদাগরী জাহাজগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে।" শ্রোতা অমনি বলিবে—"সত্যি না কি? কই, এ সংবাদটাত কোন খবরের কাগজে প্রকাশিত হয় নাই!" অতঃপর শ্রোতা অন্য সূত্রে এই সংবাদটার সত্যতা পরীক্ষা করার চেষ্টা করিবে। মনে কর, একখানা খবরের কাগজে প্রকাশিত হইল:—'প্রবল ভূমিকম্পের ফলে, বিগত ভাদ্র মাসের ২১শে তারিখে হিমালয় পর্ব্বতটা সমূলে উৎপাটিত হইয়া পড়িয়া যায়। তাহার পর কোহকাফ হইতে কালা-দেউর দল আসিয়া উহাকে টানিয়া ভারত মহাসাগরে ফেলিয়া দেয়। পাহাড়টা তিন দিন পর্য্যন্ত ভারত মহাসাগরে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, এমন সময় রুষ হইতে ইংলণ্ডগামী একখানা জার্ম্মাণ সমরপোত ঐ পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া ডুবিয়া যায়। জাহাজের জিনিষপত্রে যেমনই সমুদ্রের জল লাগিল, অমনি সেগুলি দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ইহাতে ভারত মহাসাগরের সমস্ত জল ভীষণ বাড়বানলে দগ্ধীভূত হইয়া একদম ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়াছে। সমুদ্রের কতকগুলি মাছ উপকূলস্থ বড় বড় গাছে চড়িয়া কোন গতিকে প্রাণ বাঁচাইয়াছে, অবশিষ্টগুলি সমস্তই পুড়িয়া মারা গিয়াছে। যাহা হউক, এই পর্ব্বত-বিভীষিকা আর অধিক দূর গড়াইতে পারে নাই। ৪র্থ দিবস অর্থাৎ ২৪শে ভাদ্র তারিখের পূর্ণিমা তিথিতে—সূর্য্যগ্রহণের ফলে, যখন সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল—সেই সময়, একটা ভয়ানক তুফান উঠিয়া পাহাড়টাকে আবার পূর্ব্বস্থানে বসাইয়া দিয়াছে। আমাদের জনৈক বিশ্বস্ত সংবাদদাতা স্বচক্ষে দেখিয়া জানাইয়াছেন যে, বাস্তবিকই পর্ব্বতটা পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে সংস্থাপিত হইয়া গিয়াছে।' আল্লার কুদরৎ, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সব করিতে পারেন, এই প্রকার যুক্তি খাটাইয়া আমাদের বন্ধুরা বলিবেন—ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কি আছে? যে আল্লাহ সমুদ্রে জাহাজ ভাসাইতে পারেন, যিনি আগুনে দাহিকা শক্তি দিতে পারেন, তিনি কি সমুদ্রে পাহাড় ভাসাইতে বা জলে দাহিকা শক্তি দিতে পারেন না? শরীরে যথেষ্ট বল না থাকিলে

এ যুক্তির প্রতিবাদ করিতে যাওয়া অন্যায়। তবে আমাদের বক্তব্য এইযে এই, বিবরণের সাক্ষী যাঁহারা তাঁহাদিগকে আমরা পূর্ব্ব বর্ণিতরূপে সকল প্রকার পরীক্ষার দ্বারা যাচাই করিয়া দেখিব। তাহার পর সম্পূর্ণ ঐতিহাসিক ভাবে যদি এই বিবরণের বিশ্বস্ততা প্রতিপন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে অবনত মস্তকে তাহা স্বীকার করিয়া লইব। আমাদের বৈজ্ঞানিক পাঠকগণ সম্ভবতঃ এখানে একটু বিচলিত হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহারা বলিবেন, 'প্রমাণ হাজার বিশ্বস্ত হউক, তাই বলিয়া এমন একটা আজগৈবী অতিপ্রাকৃত কথা বিশ্বাস করিয়া লইব ?'—লইবেন ছাড়া আর উপায় কি ? যাহা ঘটিয়াছে বলিয়া সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া গেল, তাহা অলৌকিক থাকিল কৈ ? অস্বাভাবিক হইলে ঘটিত না। যখন ঘটিয়াছে, তখন আর অস্বাভাবিক বলিয়া আতঙ্কগ্রস্ত হইবার আবশ্যক নাই। ঐ প্রকারে সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণের পর এছলামের নামে এমন কোন বিষয়ের আরোপ করা সম্ভবপর হইবে না; যাহার সহিত বিজ্ঞানের (সায়ান্সের) পরীক্ষা-পর্য্যবেক্ষণাদি-সমুদ্ভূত কোন সত্যের অসমঞ্জস ঘটিবার সম্ভাবনা আছে। বরং বাজারে প্রচলিত এই শ্রেণীর আজগৈবী কেচ্ছাগুলির একটীও এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে না। তবে এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বৈজ্ঞানিকদিগের প্রত্যেক "থিওরী"ই বৈজ্ঞানিক সত্য নহে। পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণের দ্বারা বৈজ্ঞানিক নিত্যই আপনার পূর্ব্ব থিওরীর ভ্রম বাহির করিয়া ফেলিতেছেন। আজ যাহা সত্য, কাল তাহা ঘোর বোকামী জনিত মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। আমরা এইরূপ অনুমান জনিত থিওরীর কথা বলিতেছি না ; বরং পর্য্যবেক্ষণজনিত অপরিবর্ত্তনীয় স্থির ও স্থায়ী সিদ্ধান্তের কথা কহিতেছি। এখানে আমরা খুব জোর গলায় দাবী করিয়া বলিতেছি—এছলামের কোন বিবরণ বা বিশ্বাস ঐরূপ কোন বৈজ্ঞানিক সত্য বা স্থির সিদ্ধান্তের বিপরীত নহে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বের আলোচনার সার এই যে, হজরতের জীবনী সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ বিশ্বস্তসূত্রে আমাদের হস্তগত হইবে, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে আমরা ন্যায়তঃ বাধ্য। এ সম্বন্ধে যত দিক দিয়া যত প্রকার বিবরণ বা ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, কোর্‌আন তাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা কোর্‌আনকে হজরত মোহাম্মদের রচনা বলিয়া মনে করিবেন, Contemporary Records বা সমসাময়িক বিবরণ হিসাবে তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে, হজরতের সময়কার সেই কোর্‌আন এখনও দুনয়ায় প্রচলিত আছে, তাহাতে বিন্দুবিসর্গের পরিবর্ত্তন হয় নাই— হওয়া সম্ভবপরও নহে। আজ যদি জগতের সমস্ত কোর্‌আন (মাঃ) সমুদ্রে ফেলিয়া দেওয়া হয়, কাল সকালে অতি সহজে লক্ষ খণ্ড কোর্‌আন লিখিত হইয়া যাইবে। হজরতের আমল হইতে আজ পর্য্যন্ত কোর্‌আন সম্বন্ধে মুছলমানেরা হাতের লেখা বা কলের ছাপার উপর কখনই নির্ভর করেন নাই, প্রত্যেক যুগে প্রত্যেক দেশে শত শত 'হাফেজ' ছিলেন এবং এখনও আছেন। এই কলিকাতায় অনুসন্ধান করিলে, চারি পাঁচ শত 'হাফেজ' অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারিবে। ফলতঃ কোর্‌আন হজরতের জীবনী সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান উপকরণ, তাহা অমুছলমানকেও স্বীকার করিতে হইবে।

কোর্‌আনের পর হাদিছ। হজরতের জীবনীর বহু বিবরণ হাদিছ হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। বিশেষতঃ হজরতের চরিত্র মাহাত্ম্য ও তাঁহার ২৩ বৎসর নবী-জীবনের সামাজিক, নৈতিক, রাজনীতিক, ধর্ম্মনীতিক, শাসন ও বিচার, বাণিজ্য ও কৃষি, আন্তর্জ্জাতিক আইন কানুন, সমর নীতি, দেশ সেবা ও লোক সেবা প্রভৃতি সংক্রান্ত শিক্ষা সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে হইলে,— আত্মা সম্বন্ধে, কর্ম্মফল সম্বন্ধে, পরকাল সম্বন্ধে, মানবীয় জ্ঞান ও বিবেকের দাসত্ব মোচন সম্বন্ধে এবং আত্মার বিকাশ ও মুক্তি সম্বন্ধে তিনি যে কি মহীয়সী শিক্ষা—কি অতুলনীয় স্বর্গীয় আদর্শ ধরাধামে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করিলে, হাদিছের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায়ন্তর নাই। অতএব, হাদিছ কি? তাহার শ্রেণী বিভাগ ও মর্য্যাদার তারতম্য এবং সেই তারতম্যের হেতু ইত্যাদি সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ না করিয়া জীবনী অধ্যয়ন বা তাহার যথাযথ অনুধাবন করা সঙ্গত বা সম্ভবপর নহে। এই সকল কারণে আমরা প্রথমে যথাসম্ভব সংক্ষেপে সাধারণ পাঠকবর্গকে হাদিছের সহিত পরিচিত করিয়া দিবার আবশ্যকতা তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (১) যাহা করিয়াছেন, (২) যাহা বলিয়াছেন, এবং (৩) তাঁহার প্রত্যক্ষ গোচরে যাহা করা বা বলা হইয়াছে—অথচ তিনি তাহার প্রতিবাদ বা তাহাতে কোন প্রকার অসম্মতি প্রকাশ করেন নাই, মোটের উপর এইরূপ কাজ ও কথার বিবরণের নাম—"হাদিছ"। হজরতের ছাহাবীগণ (সঙ্গী ও সহচরবর্গ) ঐ সকল হাদিছের বর্ণনা করিয়াছেন, তাবেয়ীগণ, (যাঁহারা হজরতের দর্শন লাভ করেন নাই—তবে তাঁহার সহচরগণকে দেখিয়াছেন) ছাহাবীদিগের মুখে ঐ সকল হাদিছ শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাঁহারা আবার পরবর্ত্তী লোকদিগের নিকট তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। এইরূপে কয়েক সিঁড়ির পর, হাদিছের গ্রন্থকারগণ দ্বারা সেই হাদিছগুলি, তাঁহাদের পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে। 'ক' হজরতকে দেখিয়াছিলেন, 'খ' তাঁহার মুখে শুনিলেন এবং 'গ' আরও পরবর্ত্তী লোক, তিনি 'ক'কেও দেখেন নাই, তিনি 'খ'এর মুখে শুনিয়াছেন। এইরূপ একে অন্যের মুখে শুনিয়া একটা ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন। হাদিছ-শাস্ত্রের পরিভাষায় এই বর্ণনাকে 'রেওয়ায়েত' বলা হয়। ক খ গ এই তিন জন—যাঁহারা ঐ বিবরণ প্রদান করিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই ঐ হাদিছের "রাবী"। ক—খ—গ এর সূত্র পরম্পরা অর্থাৎ ক-এর মুখে খ-এর এবং খ-এর মুখে গ-এর শ্রবণ বিবরণ—ইহাকে 'ছনদ' বা 'এছনাদ' বলা হয়। সূত্র-পরম্পরা ব্যতীত—হাদিছের মূল বক্তব্য বিষয় যেটুকু, তাহাকে হাদিছের 'মত্ন' বলা হয়। একটা উদাহরণ দিতেছি :—

হাদিছ রাবী ও ছনদ।

এমাম বোখারী তাঁহার ছহী বোখারী নামক পুস্তকে লিখিতেছেন, "কাজায়ার পুত্র এহ্ইয়া আমাকে বলিয়াছেন, তিনি বলেন, মালেক আমার নিকট এই হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, মালেক এবনে শেহাবের মুখে, এবং তিনি আবদুল্লাহ ও হাছান হইতে, এবং তাঁহারা নিজেদের পিতা মোহাম্মদ হইতে এবং মোহাম্মদ আলী হইতে এই বর্ণনা করেন যে, "রছুলুল্লাহ খায়বর যুদ্ধের দিন মোৎআ-বিবাহ ও গর্দ্দভ-মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।"

ইহা একটা হাদিছ। এমাম বোখারী হইতে হজরত আলী পর্য্যন্ত যে নামের তালিকা বা সাক্ষী পরম্পরা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এছনাদ ছনদ বা সূত্র। এই সূত্রের বর্ণিত এহ্ইয়া, মালেক প্রভৃতি প্রত্যেক ব্যক্তিই হাদিছের 'রাবী'। হাদিছে বর্ণিত "রছুলুল্লাহ ——— নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন" এই অংশটুকু হাদিছের 'মতন'।

অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কোন হাদিছটা বিশ্বাস্য আর কোন্‌টা অবিশ্বাস্য, কোন্‌টা প্রকৃত আর কোন্‌টা প্রক্ষিপ্ত ইত্যাদি বিষয় জানিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে ছনদের বা সাক্ষী-পরম্পরার বর্ণিত 'রাবী'দিগের অবস্থা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। এই পরীক্ষায় টিকিয়া গেলে তবে অন্য সকল দিক্‌কার বিচার।

হাদিছের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করিতে হইলে প্রথমে রাবীদিগের নানারূপ অবস্থার পর্য্যবেক্ষণ আবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। হাদিছের বর্ণনা ও সঙ্কলনের প্রাথমিক সময় হইতে, এই পর্য্যবেক্ষণের

রেজালশাস্ত্র বা চরিত-অভিধান।

আবশ্যকতা স্বাভাবিকরূপে, আমাদিগের এমাম ও মোহাদ্দেছগণের মনে তীব্রভাবে জাগরিত হইয়া উঠে। হাদিছ সম্বন্ধে বিশেষরূপে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য, ধর্ম্মের হিসাবেও তাঁহারা যে কতদূর বাধ্য ছিলেন, সম্ভব হইলে আমরা ভবিষ্যতে তাহার একটু পরিচয় প্রদান করিব। যাহা হউক, হাদিছের বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে যুগপৎভাবে রাবীদিগের অবস্থাদি পর্য্যবেক্ষণ করার আবশ্যকতাও তীব্রভাবে অনুভূত হইতে লাগিল এবং এই অনুভূতির ফলে আমাদের প্রাথমিক যুগের পণ্ডিতগণ, হাদিছের রাবীগণের জীবনী (Biography) সংগ্রহে তৎপর হইলেন। সেই হইতে 'রেজাল' বা চরিত-অভিধান-শাস্ত্র মুছলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের একটী আবশ্যকীয় উপকরণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক যুগের পণ্ডিত ও মোহাদ্দেছগণ তাঁহাদের ও পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের রাবীগণের বংশ পরিচয়, জন্মস্থান, জন্মের সন তারিখ, ছাহাবী হইলে কোন্ সময় এছলাম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নৈতিক ও মানসিক অবস্থা, ব্যবসায়, পর্য্যটন, তিনি কাহার বা কাহার কাহার নিকট এবং তাঁহার নিকট হইতে কে কে হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন, ইত্যাদি সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয় আপনাদের পুস্তকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন।

প্রথমে ছাহাবীদিগের যুগে, ইহার আবশ্যকতা অনুভূত হয়। সেই সময়ই প্রথম কিছুকাল হাদিছের বর্ণনার সহিত তাহার রাবীগণের অবস্থাদিও বাচনিক ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে, দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে রাবীদিগের অবস্থা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত হয়। এমাম এহ্ য়া-বেন-ছাঈদ কাত্তান (১৪৩ হিজরীতে মৃত) এ সম্বন্ধে প্রথম গ্রন্থ রচনা করেন। সেই হইতে ৮ম শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত কেবল হাদিছের রাবীগণ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র বৃহৎ বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। এই সকল পুস্তকের সাহায্যে আজ আমরা অতি সহজে লক্ষাধিক রাবীর সূক্ষ্ম জীবন বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে পারি। (১)

ডাক্তার স্প্রেঙ্গারের 'মোহাম্মদ-চরিত' যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, ডাক্তার মহাশয় যে এছলামের কত বড় শত্রু, তাহা আর তাঁহাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। অবশ্য তিনি যে আরবী ভাষায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন, এ কথা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। (২)

---

(১) মুছলমানেরা কেবল হাদিছের রাবীগণের জীবনী সঙ্কলন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, কোর্‌আনের টীকাকার, হাদিছগ্রন্থ-সঙ্কলনকারী, ঐতিহাসিক প্রভৃতি জ্ঞানের সকল বিভাগের সেবকগণের জীবনী তাঁহারা (অতি সূক্ষ্ম সমালোচনা সহকারে) লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এগুলিকে 'তাবকাৎ' বলা হয়।

(২) ইনি এশিয়াটিক সোসাইটীর সহিত সংসৃষ্ট থাকিয়া 'এছাবা' নামক যে গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তাহার ভূমিকায় ঐ মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। ডাক্তার সাহেব কলিকাতা মাদ্রাছার প্রিন্সিপল ছিলেন।

এহেন ডাক্তার স্প্রেঙ্গার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,—"পৃথিবীতে অতীত যুগে এমন কোন জাতি ছিল না এবং বর্ত্তমানেও নাই, যাহারা মুছলমানদিগের রেজালের ন্যায় এমন একটা শাস্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছে—যাহার কল্যাণে আজ আমরা সহজে পাঁচ লক্ষ লোকের জীবনী অবগত হইতে পারি।"

যথাযথ ভাবে হাদিছ লিখিয়া রাখার নিয়ম প্রাথমিক যুগে ছিল না। ছাহাবাগণের মধ্যে কেহ কেহ হাদিছ লিখিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায় বটে, (১) কিন্তু সাধারণ ভাবে সকলে তখন বাচনিক হাদিছ বর্ণনা ও শিক্ষা করিতেন। তাহার পর ছাহাবীগণের মৃত্যু, মুছলমানদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন দেশে ছাহাবীদিগের বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়া, তাবেয়ীগণের সংখ্যা, ও তাহার মধ্যে বিশ্বাস্য ও অবিশ্বাস্য লোকের সমাবেশ, এবং এইরূপ অন্যান্য কারণে দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতেই হাদিছ লিপিবদ্ধ করা এছলামের একটা গুরুতর কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়। মহাত্মা এমাম মালেকের মোয়াত্তা, এমাম আহমদ-বেন-হাম্বালের বিরাট মোছনদ, এমাম শাফেয়ীর কেতাবুল-উম্ প্রভৃতি এই সময় সঙ্কলিত হয়। (২) অর্থাৎ এই সময় হইতে লিখিত ভাবে হাদিছ বর্ণনার আবশ্যকতা, ধর্ম্মের দিক দিয়া স্বীকৃত হইতে আরম্ভ হইল এবং তদনুসারে, সমস্ত হাদিছ লিখিত ভাবে রেওয়ায়েত করার ধারা সাধারণ ভাবে প্রচলিত হইল। কিন্তু হাদিছ লিপিবদ্ধ করার আবশ্যকতা ইতিপূর্ব্বেই অনুভূত হইয়াছিল।

এছলামের প্রাতস্মরণীয় খলিফা ওমর-বেন-আবদুল্আজিজ, তাঁহার খেলাফৎ সময়ে হাদিছ সংগ্রহ করার যথেষ্ট চেষ্টা করেন। ওমর এই জন্য ছঈদ-বেন-এবরাহিম, আবুবকর-বেন-মোহাম্মদ প্রভৃতি বিখ্যাত হাদিছজ্ঞ আলেমগণের প্রতি আদেশ প্রদান করেন। (তাবকাত ২—২, ১৩০ ও ১৩৪ পৃষ্ঠা)। খলিফা তাঁহার পরওয়ানায় বলিয়াছেন :—

اني قد خفت دروس العلم و ذهاب اهله

আমার ভয় হইতেছে, এই ভাবে ছাড়িয়া দিলে ধর্ম্মবিদ্যা লুপ্ত হইয়া যাইবে, এবং তাহার অনুশীলনকারিগণও সঙ্গে সঙ্গে লোপ প্রাপ্ত হইবেন। এমাম মালেক বলিতেছেন :—

كان عمر بن عبد العزيز يقول ما كان بالمدينة عالم الا ياتيني بعلمه

ইহার সার মর্ম্ম এই যে, খলিফা ওমর বেন-আবদুল্আজিজ মদিনার সমস্ত পণ্ডিতের বিদ্যা (হাদিছ) সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

---

(১) আবদুল্লাহ-বেন-ওমর হজরতের আদেশ মতে হাদিছ লিখিয়া রাখিতেন, (আবুদাউদ ২—১৫৭), (বোখারী ১—১০৫) হজরত আলীর লিখিত হাদিছ পুস্তকের প্রমাণ, (বোখারী ১—১০৪, জামে-এ-এবনে-আবদুল্বর ৭৭)।

(২) এমাম মালেকের জন্ম ৯৫ হিঃ ও মৃত্যু ১৭৯ হিজরী, এমাম আহমদের জন্ম ১৬৪ হিঃ এবং মৃত্যু ২৪১ হিঃ ; এমাম শাফেয়ী জন্ম ১৫০ হিঃ মৃত্যু ২০৪ হিজরী ;—একমাল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ওমর-বেন-আবদুল্ আজিজ ১০১ হিজরীতে পরলোক গমন করেন, সুতরাং প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে যে বহু হাদিছ বিভিন্ন পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে। আল্লামা এবনে-আবদুল্‌বার, তাঁহার "জামেও বয়ানেল এলম" নামক পুস্তকে (মিসরী—৩৬) লিখিতেছেন—"ছয়ীদ-বেন-এবরাহিম বলেন, ওমর-বেন-আবদুল্ আজিজ আমাদিগকে হাদিছ সংগ্রহ করিতে আদেশ প্রদান করেন। তাঁহার আদেশানুসারে আমরা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দপ্তরে হাদিছ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। ঐ দপ্তরগুলি খলিফার আদেশে সাম্রাজ্যের প্রত্যেক প্রদেশে প্রেরিত হইয়াছিল।"

ডাক্তার স্প্রেঙ্গার ও সার উইলিয়ম মুইর (১) প্রমুখ লেখকগণ বলিতেছেন যে, 'মোহাম্মদের প্রায় এক শত বৎসর পর, খলিফা ওমর-বেন-আবদুল্‌আজিজ, সরকারী ভাবে হাদিছ সঙ্কলনের আদেশ প্রচার করেন। তিনি আবুবকর-বেন-মোহাম্মদকে এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করেন, ১২০ হিজরীতে আবুবকরের মৃত্যু হয়।' এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, খলিফা ২য় ওমর, কেবল আবুবকর-বেন-মোহাম্মদকে নিযুক্ত করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি ছয়ীদ-বেন-এবরাহিম (মৃত্যু ১২৫ হিঃ) প্রভৃতি বহু পণ্ডিতকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আবুবকরকে, বিশেষ করিয়া (বিবি আয়েশার প্রতিপালিতা—আবদুর-রহমানের কন্যা) আমরার হাদিছগুলি লিখিয়া লইবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। মহাত্মা ওমর, ছয়ীদ-বেন-মোছাইয়েব ও অন্যান্য হাদিছজ্ঞ ছাহাবী ও তাবেয়ীগণের সমস্ত হাদিছ সঙ্কলন করার চেষ্টা করিতেছিলেন। দুঃখের বিষয় মাত্র ২ বৎসর কয় মাস খেলাফতের পর এই ধর্ম্মপ্রাণ খলিফা পরলোক গমন করেন। যাহা হউক, তাঁহার সময়ই যে হাদিছের বহু দপ্তর লিখিত হইয়াছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বে মোহাদ্দেছ-প্রবর ছয়ীদ-বেন-এবরাহিমের সাক্ষ্যে প্রতিপন্ন করিয়াছি। আবুবকর ও ছয়ীদের মৃত্যুর সন তারিখের উল্লেখ করা এখানে অনাবশ্যক। খলিফা ২য় ওমরের জীবনে যখন হাদিছের বহু দপ্তর সঙ্কলিত হইয়াছিল, তখন ইহা সপ্রমাণ হইতেছে যে, হিজরী ১ম শতাব্দীর শেষ বৎসর বা দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম বৎসরে ঐ পুস্তকগুলির সঙ্কলন কার্য্য শেষ হইয়াছিল, কারণ খলিফার মৃত্যু হইয়াছে হিজরী ১০১ সালে।

এবনে-ছাআদ (মৃত্যু ২৩০ হিজরী) তাঁহার তাবাকাতে, এবনে-শেহাব-জোহরী সম্বন্ধে যে অধ্যায় লিখিয়াছেন, তাহাতে জানা যায় যে, এমাম জোহরী ও ছালেহ-বেন-কাইছান, হজরতের ও ছাহাবাগণের সমস্ত হাদিছ ও ছোনান লিখিয়া লইতেন। খলিফা অলিদ নিহত হওয়ার পর দেখা গেল যে,—

فاذا الدفاتر قد حملت على الدواب من خزاينه يقول من علم الزهري

সরকারী কোষাগার হইতে পশুপৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া জোহরীর পুস্তকগুলি স্থানান্তরিত করা

(১) মুইর ভূমিকা ১—২৮, স্প্রেঙ্গার ৬৭ পৃষ্ঠা।

হইতেছে। (১) এমাম জোহরী ১২৪ হিজরীতে এবং অলিদ ৯৬ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। হাফেজ এবনে-হাজর বলিতেছেন :—

و اول من دون الحديث ابن شهاب الزهري علـــى رأس المائة بامر عمر بن عبد العزيز ' ثم كثر التدوين ثم التصنيف -

অর্থাৎ ওমর-বেন-আবছুল্‌আজিজের আদেশ মতে, এবনে-শেহাব জোহরী ১ম শতাব্দীর শেষভাগে প্রথম হাদিছ সঙ্কলন করেন। তাহার পর হাদিছ সঙ্কলন ও তৎসম্বন্ধে গ্রন্থ প্রণয়নের সংখ্যা অনেক বাড়িয়া যায়। (ফৎহুল্‌বারী ১—১০৬)। সুতরাং এই সময়ের পূর্ব্বে যে কতকগুলি হাদিছ পুস্তকাকারে সঙ্কলিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঐ পুস্তকগুলি যে সুশৃঙ্খলভাবে সজ্জিত হয় নাই, এবং নিয়ম কানুনের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখিয়া প্রকৃত হাদিছ, ছাহাবীগণের মতামত ও খলিফা চতুষ্টয়ের ফৎওয়া ইত্যাদি—সমস্তই যে ঐ সকল দপ্তরে সঙ্কলিত হইয়াছিল, বর্ণিত পুস্তক সমূহে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এই কারণে, দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্য ভাগের মোহাদ্দেছগণ উহার হু-বহু নকল না করিয়া, নিজেরা সেগুলির বাঁচাই-বাছাই করিয়া সুশৃঙ্খলা সহকারে নিজেদের পুস্তকে সাজাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য জোহরী প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের নিকট হইতে তাঁহারা যে সকল হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের বরাত দিয়াই তাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে তাঁহারা তৎকালীন খলিফা নামধারী রাজাদের কোষাগারে সংরক্ষিত মুসাবিদাগুলির উপর নির্ভর না করিয়া নিজেরা প্রত্যক্ষভাবে তাঁহাদের নিকট হইতে, অথবা তাঁহাদের শিষ্যগণের নিকট হইতে ঐ সকল হাদিছের রেওয়ায়েত গ্রহণ করিয়া হাদিছ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। এইজন্য ঐ সকল পুস্তকের অস্তিত্বের প্রমাণ বা তাহার বরাতের উল্লেখ পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণের পুস্তকে খুব কমই দেখা যায়।

আবছুল্লাহ (-বেন-আমর-বেন-আছ) নিজ হস্তে সমস্ত হাদিছ লিখিয়া রাখিতেন। বোখারী, আবুদাউদ, আহমদ, বাইহাকী প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থের বিভিন্ন রেওয়ায়েতে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আবুহোরায়রা নিজ হস্তে না লিখিলেও—তিনি লিখিতে জানিতেন না—অন্যের দ্বারা বহু হাদিছ লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন। (২)

---

(১) ২—২, ২৩ ও ১৩৭ পৃষ্ঠা।

(২) আবুহোরায়রা হইতে ৫৩৭৮ ও আবছুল্লাহ হইতে ৭০০ হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। আবছুল্লাহেল-বাকী কর্ত্তৃক "ছাহাবাগণের সংখ্যা ও বিভাগ" নামক প্রবন্ধ। আল-এছলাম, ১৩২২. ১৩ ও ৬৫ পৃষ্ঠা। আবছুল্লাহ সিরিয়া গমন করিলে এহুদী ও খৃষ্টানদিগের বহু প্রাচীন গ্রন্থ তাঁহার হস্তগত হয়, তিনি তাহা দেখিয়া অনেক রেওয়ায়ৎ বর্ণনা করিতেন, এজন্য বহু তাবেয়ী এমাম, তাঁহার নিকট হইতে হাদিছ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন। ফৎহুল্‌বারী ১—১০৫।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

فارانا كتبا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا هو مكتوب عندي
(ايضاً ص ١٠٥)

আবুহোরায়রা তাঁহার গৃহে আমাদিগকে কতকগুলি কেতাব দেখাইলেন, রছুলুল্লার (দঃ) হাদিছ তাহাতে সঙ্কলিত ছিল। (এই সকল পুস্তক দেখাইয়া) তিনি বলিলেন, ইহা আমার নিকট লিখিত অবস্থায় আছে। (১)

এই সকল আলোচনা দ্বারা আমরা দেখিলাম যে, হজরতের জীবিতকালে ও তাঁহার আদেশ ক্রমে, এবং তাঁহার পরলোক গমনের পর তাঁহার ছাহাবীগণের সময়ে ও তাবেয়ীদিগের যুগে হাদিছ লিখিয়া রাখার যথেষ্ট ব্যবস্থা ছিল।

কালক্রমে নানা কারণে মিথ্যা হাদিছের প্রচলন আরম্ভ হইলে, মোহাদ্দেছগণ (২) জাল, ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও মাউজু হাদিছ যাঁচাই করার জন্য অশেষ অধ্যবসায় সহকারে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তাঁহারা বহু অনুসন্ধানের ফলে তৎকালে প্রচলিত বহু ভিত্তিহীন ও 'মাউজু' হাদিছ বাছিয়া বাহির করেন, সেগুলি কালক্রমে পুস্তক আকারে সঙ্কলিত হইতে থাকে, এবং অল্পদিন পরে ইহাও এছলাম সংক্রান্ত একটা স্বতন্ত্র শাস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। মিথ্যা ভিত্তিহীন ও প্রক্ষিপ্ত হাদিছগুলি প্রচলিত হওয়ার কারণ, মাউজু হাদিছ চিনিয়া লইবার মোটামুটি লক্ষণ এবং সূক্ষ্ম আইন কানুনও তাঁহারা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এমাম এবনুল মদিনী, এবনে জাউজী, মাক্‌দেছী, এবনে-তায়মিয়াহ, শওকানী ও মোল্লা আলী কারী প্রভৃতি বহু বিজ্ঞ ব্যক্তি এসম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল পুস্তকের সাহায্যে আমরা অতি সহজে অনেক "মাউজু" ও বাতিল (প্রক্ষিপ্ত ও ভিত্তিহীন) হাদিছের সন্ধান পাইতে পারি। দুঃখের বিষয়, এই সকল পুস্তক বিদ্যমান থাকা সত্বেও, আজ বহু মিথ্যা ও ভিত্তিহীন হাদিছ মাউলুদ ও ওয়াজের মজলিছে বিনা ওজর আপত্তিতে চলিয়া যাইতেছে। কেবল চলিয়া যাইতেছে নহে, বরং উহাই আজ মুছলমানের দিন-ইমান!

মাউজুআৎ বা প্রক্ষিপ্ত সঙ্কলন।

নানা দিক দিয়া হাদিছের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা, তাহার শ্রেণী বিভাগ, গুরুত্বের তারতম্য নির্ণয়, অর্থ নির্দ্ধারণ, ইত্যাদি বহু আবশ্যকীয় বিষয়ে, আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ মোহাদ্দেছগণ কতকগুলি আইন কানুন নির্দ্ধারণ করিয়া যান। পরবর্ত্তী যুগের মোহাদ্দেছগণ, নানা-বিধ দার্শনিক আলোচনা ও তর্কবিতর্কের দ্বারা সেগুলির বিশেষ বিশ্লেষণ করিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এই পুস্তকগুলি "অছুলে হাদিছ" (Principles of Islamic Tradition) নামে পরিচিত। বর্ত্তমানে, হাদিছের গুরুত্বের

অছুলে হাদিছ।

(১) দেখ, ফৎহল্‌বারী ১—১০৫-৬ পৃষ্ঠা।
(২) প্রধানতঃ মোকাদ্দামা বা ভূমিকা ভাগে।

ন্যায় ওছুলে হাদিছের গুরুত্বও অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা অনেক অধিক। এ সম্বন্ধে এমাম ছাখাভী কর্তৃক আল্‌ফিয়াতুল্‌ হাদিছ (সহস্রপদী কবিতা), হাফেজ জায়নুদ্দিন এরাকী কর্তৃক 'ফৎহুল মুগিছ' নামক তাহার টীকা, সেখুল এছলাম তাকিউদ্দিন-এবনে ছালাহ রচিত 'মোকদ্দামা', হাফেজ এবনে হাজর প্রণীত নোখ্‌বাতুলফেক্‌র ও তাহার টীকা, শাহ আবদুল আজীজ প্রণীত 'ওজালায়ে নাফেআ ও বোস্তানুল মোহাদ্দেছিন' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ব্যতীত বহু বিখ্যাত হাদিছ গ্রন্থে ও তাহার টীকায় ওছুলে হাদিছ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান আলোচনা সন্নিবেশিত আছে। উদাহরণস্থলে 'ফৎহুলবারীর' ভূমিকার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আমরা পরবর্ত্তী কয়েকটি অধ্যায়ে হাদিছের শ্রেণীবিভাগ, বিশেষ পরিভাষা, হাদিছের বিশ্বস্ততা ও অবিশ্বস্ততার কারণ, হাদিছ পরীক্ষার পূর্ব্বাপর প্রচলিত ধারা, ইত্যাদি কতকগুলি আবশ্যকীয় বিষয় যতদূর সম্ভব সরল ও সংক্ষিপ্ত ভাষায় বর্ণনা করার চেষ্টা করিব। অবশ্য, ইহাতে আলোচনার দীর্ঘ-সূত্রতা আরও বাড়িয়া যাইবে, এবং হয়ত ইহা এক শ্রেণীর পাঠকের পক্ষে বিরক্তিকর বলিয়াও বোধ হইবে। কিন্তু এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, এই আলোচনাগুলি পাঠ করিতে তাঁহাদের যতটা সময় ও শ্রম ব্যয়িত হইবে, উহার সঙ্কলনের জন্য এ অধমকে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সময় ব্যয় ও শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। আজকাল মুইর, স্প্রেঙ্গার প্রমুখ খৃষ্টান লেখকগণের কল্যাণে, ঐ বিষয়গুলি আরবী-অনভিজ্ঞ পাঠকগণের নিকট বহু প্রকারে বিকৃত হইয়া উপস্থিত হইয়াছে। খৃষ্টান লেখকগণ, তর্ক-যুদ্ধে মুছলমানদিগকে পরাজিত করার জন্য পাদরী মহাশয়দিগের হস্তের এক এক খানা অস্ত্রস্বরূপ এই পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য যত প্রকার কারিকুরি ও কারচুপি করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইয়াছে, তাঁহারা তাহা করিতে ত্রুটী করেন নাই। এই কারণেও, ঐ সকল বিষয়ের আলোচনা মুছলমান লেখকের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ওছুল ও মাউজুয়াত সংক্রান্ত (যথাক্রমে) দর্শন ও দার্শনিক ইতিবৃত্ত, পণ্ডিতগণের আবিষ্কৃত যুক্তিমূলক সিদ্ধান্ত ও বৃত্তান্ত-ঘটিত সাক্ষ্য মাত্র। সুতরাং তাহার প্রত্যেক ধারা ও প্রত্যেক কথাই যে, আমাদিগকে চোখ বুঁজিয়া মানিয়া লইতে হইবে, এরূপ বাধ্যতার কোনই কারণ নাই। যুক্তি প্রমাণের দ্বারা তাহার কোন একটা নিয়ম বা বিবরণ যদি ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে এছলামের শিক্ষা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী আলেমগণের অবলম্বিত "নীতি" অনুসারে, আমরা সেই সকল নিয়ম বা বিবরণের খণ্ডন ও প্রতিবাদ করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। মনে কর, একজন খুব বড় মোহাদ্দেছ, ওছুলের কেতাবে লিখিতেছেন, "এমাম চতুষ্টয়ের রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে, মালেকের মোওয়াত্তা ব্যতীত অন্য কোন পুস্তক বিদ্যমান নাই।" (১)

(১) বোস্তানুল-মোহাদ্দেছিন, শাহ আবদুল আজিজ।

আমরা চোখ বুঁজিয়া এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিব, না চোখ মেলিয়া আমাদের টেবিলের উপরিস্থিত এমাম শাফেয়ীর কেতাবুল্‌উম্ম্‌, এমাম আহমদের বিরাট মোছনাদ্‌, এমাম মালেকের المدونة الكبرى এবং এমাম আবু-হানিফার মোছনাদ প্রভৃতির অস্তিত্ব দর্শন করিব? যদি কোন রেজাল শাস্ত্রকার বলেন যে—"এমাম মালেক হিজরী ৯৫ সনে জন্মিয়া ১৯৯ সালে পরলোক গমন করিয়াছিলেন, ৮৪ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়" (১) তাহা হইলে গণিতের অভ্রান্ত সিদ্ধান্তকে পদদলিত করিয়া গ্রন্থকারের এই মন্তব্যটা চোখ বুঁজিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া কি আমাদিগের পক্ষে সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে?

---

(১) একমাল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পরীক্ষার নুতন ধারা।

আমাদের প্রাথমিক ও মধ্য যুগের হাদিছ-বিশারদ পণ্ডিত মণ্ডলীর পুস্তক পুস্তিকা ও বিভিন্ন আলোচনা পাঠ করিলে, মোটের উপর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া পড়ে যে, তাঁহারা হাদিছের 'ছনদ' পরীক্ষার বা Textual Criticismএর প্রতি যতটা তীব্র ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি প্রদান করিয়াছিলেন, দার্শনিক ভাবে হাদিছের সূক্ষ্ম সমালোচনা বা Higher Criticismএর দিকে সাধারণতঃ তাঁহাদের ততটা আগ্রহ ছিল না। 'ছনদ' সম্বন্ধে যাহা দেখা শুনার দরকার, তাহা দেখা শুনা হইয়া গেলেই, অনেকেই যেন সেই হাদিছটাকে সম্পূর্ণ সত্য ও সর্ব্বতোভাবে গ্রহণীয় বলিয়া মনে করিতেন। তাহার পর যাঁহারা আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য প্রমাণাদি লইয়া সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সে আলোচনাও প্রধানতঃ সেই সকল হাদিছে সীমাবদ্ধ হইয়া আছে। তাঁহাদের বিবেচনায় যে সকল হাদিছ দ্বারা শরিয়তের কোন হুকুম বা আকিদা (১) প্রমাণিত হইতে পারে, কেবল সেই সকল হাদিছ সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। পক্ষান্তরে, ইতিহাস ফজিলৎ প্রভৃতি অন্যান্য বিষয়ে, জঈফ বা দুর্ব্বল হাদিছ বর্ণনা করা—এমন কি এক দলের মতে মিথ্যা হাদিছ তৈয়ারী করাও—সঙ্গত। এই অবহেলা ও উপেক্ষার জন্য আমরা প্রায়ই অনুযোগ করিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃত কথা এই, যে পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিত-সমাজ মনে করিতেন যে, ইতিহাস ও তফছির প্রভৃতি পুস্তকে বর্ণিত ঐ সকল রেওয়ায়ত দ্বারা ধর্ম্মের অনুষ্ঠান বা বিশ্বাসের কোন প্রকার ইতর বিশেষ বা ক্ষতিবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা নাই। কাজেই তাঁহারা সে দিকে মনোযোগ প্রদান করিতে পারেন নাই। ইহার আরও কারণ আছে, আমরা তাহা যথাস্থানে বিবৃত করিব।

মূলের ভুল।

এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত ও সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়:—**রেওয়ায়তের হিসাবে হাদিছ 'ছহি' বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেও, যদি হাদিছের ছনদে বা মতনে এমন কোন অকাট্য প্রমাণ থাকে, যাহা দ্বারা**

(১) যেমন এই কাজ করা ফরজ, এই কাজ হারাম, এই প্রকার হুকুম,—অথবা হজরত শেষ নবী, কিয়ামতে মানুষকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হইবে;—এই শ্রেণীর বিশ্বাস।

সূক্ষ্ম সমালোচনা-আবশ্যকীয় ধারা।

হাদিছটীর অবিশ্বাস্যতা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলে সেই হাদিছের ছনদটী নির্দ্দোষ আছে বলিয়া, আমরা হাদিছটাকে বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে পারিব না। এমন কি, প্রমাণ যথেষ্ট হইলে, আমরা ঐরূপ ছহি ছনদের হাদিছকেও অগ্রাহ্য করিব।

এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আমরা একটা অসমসাহসিকতার কাজ করিয়া বসিয়াছি সন্দেহ নাই। কিন্তু দীর্ঘকাল মোস্তফা-চরিতের আলোচনায় প্রবৃত্ত থাকার পর, এক্ষেত্রে কপট ও মোনাফেক সাজিয়া সত্য গোপন করাও দীন লেখকের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না। আশা করি, বিজ্ঞ পাঠকগণ এই অধ্যায়টীর শেষ পর্য্যন্ত না পড়িয়া, কোন একটা অভিমত গঠন করিয়া লইবেন না।

দাবী ও প্রমাণ।

আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহার অকাট্য প্রমাণ প্রত্যেক হাদিছ গ্রন্থে বহু সংখ্যায় বিদ্যমান আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা, অন্যান্য গ্রন্থের হাদিছ গ্রহণ না করিয়া, কেবল ছহি-বোখারী ও ছহি-মোছলেম হইতে কতকগুলি হাদিছের নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই হাদিছগুলির ছনদ ছহি হওয়া সম্বন্ধে কোন তর্কই নাই—কারণ ঐগুলি বোখারী মোছলেমের হাদিছ। আমরা এখন দেখাইব—ছনদ ছহী হওয়া সত্বেও ঐ হাদিছগুলি নির্দ্দোষ প্রকৃত এবং সত্য হাদিছ বলিয়া কোন মতেই গৃহীত হইতে পারে না।

বোখারী ও মোছলেমে একটী হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। (মোছলেমের হাদিছটী স্পষ্টতর হওয়ায়, আমরা উহা হইতে সেই হাদিছটীর মর্ম্মানুবাদ করিয়া দিতেছি):—আনাছ বলিতেছেন يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي الاية "হে মোমেনগণ তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর আপনাদের স্বর (উর্দ্ধে) চড়াইও না ——।"

প্রথম প্রমাণ।

এই আয়তটী নাজেল হইলে, ছাবেত-বেন-কায়েছ নামক জনৈক ছাহাবীর খুব ভয় হইল—কারণ তাঁহার কণ্ঠস্বর স্বভাবত খুব উচ্চ ছিল। এই জন্য তিনি আর হজরতের খেদমতে উপস্থিত না হইয়া বাটীতে বসিয়া থাকেন। কয়েক দিন এই ভাবে অতীত হইয়া যাওয়ার পর, হজরত, ছাআদ-বেন-মাআজ নামক ছাহাবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ছাবেৎকে দেখিনা কেন, তাঁহার কি অসুখ হইয়াছে? ছাআদ-বেন-মাআজ তখন হজরতকে বলিয়া ছাবেতের অবস্থা জানিতে তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন। ছাবেতের সহিত ছাআদের সাক্ষাৎকার ঘটিল, কথাবার্ত্তা হইল এবং ছাআদ ছাবেতকে হজরতের প্রশ্নের কথা জানাইলেন। ছাবেত নিজের কণ্ঠস্বর ও সদ্য-অবতীর্ণ আয়তের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন, আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, আমি নরকগামী হইব। ছাবেতের মুখে এই সকল কথা শুনিয়া ছাআদ পুনরায় তাহা হজরতকে জ্ঞাপন করিলে, হজরত ছাবেতকে অভয় প্রদান করেন। [বোখারী ১৪শ খণ্ড ৩১৮, ৩৪৪ ও মোছলেম (মেশ্ কাৎ) ৫৭৬ পৃষ্ঠা]।

এই হাদিছটী কখনই অভ্রান্তসত্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, (ক) এই আয়তটী হিজরীর নবম সনে—(যে বৎসর হজরতের নিকট বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধিসঙ্ঘ Deputation প্রেরিত হইয়াছিল) আক্‌বা প্রভৃতি সম্বন্ধে নাজেল হয়। এই সকল বিষয়ে সকলেই এক মত। দেখ, বোখারী ও ফৎহুল্‌বারী, তফছির অধ্যায়, ২০ খণ্ড ৩৩৮ পৃষ্ঠা।

(খ) ছাআদ-বেন-মাআজ পরীখার যুদ্ধে আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া বানিকোরেজা যুদ্ধের কয়েক দিন পরে, হিজরী পঞ্চম সনের জিকাদা মাসে শাহাদৎ প্রাপ্ত হন, ইহাও অবিসম্বাদিত সত্য। দেখ, বোখারী, মোছলেম, এছাবা ৩১৯৭ নং, তাজরিদ ২১৮৫, একমাল—প্রভৃতি।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, এই আয়তটী নাজেল হওয়ার চারি বৎসর পূর্ব্বে ছাআদের মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং নবম হিজরীতে হজরতের ও ছাবেতের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন ইত্যাদি বর্ণনা মিথ্যা বা ভুল। অতএব আমরা দেখিলাম, এই হাদিছটী রেওয়ায়তের বা ছনদের হিসাবে ছহী হইলেও, ঘাড় হেঁট করিয়া আমাদের প্রত্যেককে উহার ভ্রম স্বীকার করিতে হইতেছে।

আনাছ, আয়েশা ও এবনে-আব্বাছ বলিতেছেন:—'হজরত ৪০ বৎসর বয়সে নবী হইয়া, ১০ বৎসর মক্কায় অবস্থান করিয়া হেজরত করেন; এবং মদিনায় আর দশ বৎসর অবস্থান করার পর, নবুয়তের ২০শ সনে, ৬০ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। বোখারী ১৮—১০৯, মোছলেম ২—২৬০ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় প্রমাণ।

হজরতের ২০ বৎসর নবুয়ত, মক্কায় ১০ বৎসর অবস্থান এবং ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন—এই তিন কথাই ভুল। তিনি মক্কায় ১৩ বৎসর অবস্থান করিয়া হেজরত করেন, এবং ২৩ বৎসর নবী-জীবন অতিবাহিত করার পর, ৬৩ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য; বোখারী ও মোছলেমে কথিত রাবীগণ কর্ত্তৃকই ইহা বর্ণিত হইয়াছে। এসম্বন্ধে অধিক প্রমাণের আবশ্যক নাই, কারণ বোখারী ও মোছলেমে বর্ণিত এই দুইটী পরস্পর বিপরীত বিবরণের উভয়ই যে সত্য হইতে পারে না—সুতরাং একটা বিবরণ যে ভুল—তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

অতএব আমরা দেখিতেছি—হাদিছের ছনদ ছহী, অথচ হাদিছ অগ্রাহ্য।

আকাবার বায়আৎ গ্রহণের কথা পাঠকগণ যথাস্থানে অবগত হইবেন। এই প্রসঙ্গে বোখারীতে জাবের-বেন-আবদুল্লাহ কর্ত্তৃক একটী হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ হাদিছে প্রকাশ—জাবের স্বীয় মাতুল বারা-বেনমারূর সঙ্গে ঐ বায়আতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। (বোখারী ১৫—৪৬৪) কিন্তু ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বারা, জাবেরের মাতুলই নহেন। জাবেরের মাতা আনিছার মাত্র দুই ভ্রাতা—ছা'লাবা ও আমর; ইঁহারা ২য় আকাবায় উপস্থিত ছিলেন। (ফৎহুলবারী, ঐ, ঐ) সুতরাং

তৃতীয় প্রমাণ।

এখানে হাদিছে যে একটা গোলযোগ ঘটিয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে, অন্ততঃ একটা কিছু 'তাবিল' করিতেই হইবে।

বোখারীতে বিবি আয়েশা কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে:—

হজরতের কয়েকজন স্ত্রী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার পরলোক গমনের পর সর্ব্ব প্রথমে আপনার কোন্ স্ত্রীর মৃত্যু হইবে? হজরত উত্তর করিলেন—তোমাদের মধ্যে যাঁহার হাত সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ, তাঁহার। এই কথা শুনিয়া হজরতের স্ত্রীগণ একটা মাপ কাঠি লইয়া নিজেদের হাত মাপিয়া দেখিলেন—বিবি ছওদার হাত সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ। বিবি আয়েশা বলিতেছেন:—অতঃপর আমরা জানিতে পারি যে, দান ছাদকা করার জন্য তাঁহার হাত দীর্ঘ হইয়াছে। আমাদের মধ্যে তিনিই সর্ব্ব প্রথমে পরলোক গমন করেন। বোখারী ৬—২০।

চতুর্থ প্রমাণ।

এই হাদিছ হইতে জানা যায় যে, হজরতের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, তাঁহার স্ত্রীদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে বিবি ছওদার মৃত্যু হওয়ার কথা। কিন্তু তাহা হয় নাই। বিবি ছাওদার বহুদিন পূর্ব্বে, বিবি জয়নাবই সর্ব্ব প্রথমে পরলোক গমন করেন। অতএব এই হাদিছটাকে যথাযথ ভাবে নির্ভুল বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে, বলিতে হইবে যে, হজরতের ভবিষ্যদ্বাণী খাটে নাই। সুতরাং এই হাদিছের বর্ণনায় রাবীগণের মধ্যে কেহ যে এই গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা বলিতেই হইবে। এই রেওয়ায়তটী ছহি মোছলেমে আছে, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত আছে যে, বিবি জয়নাবের হাত সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ছিল, এবং তিনিই সর্ব্ব প্রথম পরলোক গমন করেন। অবশ্য, এক দল লোক এই হাদিছে নানা প্রকার উহ্য ও গুহ্য কল্পনা করিয়া, বোখারী-বিদ্বেষীগণের সংশয় অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই সকল কুটতর্ক আমাদের আলোচ্য নহে। আমরা দেখাইতেছি,—বোখারীতে হাদিছটী যেমন ভাবে আছে, এবং যেমন ভাবে অন্যান্য হাদিছের সোজাসুজি অর্থ করা হয়—এই হাদিছটীর সেরূপ অর্থ খাটে না। এই জন্য মোহাদ্দেছ এবনে-বাত্তাল এই হাদিছটাকে অসম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এবনে-জাওজী বলেন—'ইহা রাবী বিশেষের ভ্রম মাত্র।' আশ্চর্য্যের বিষয়, এই ভ্রম বোখারীতে চলিয়া গিয়াছে! খাত্তাবী প্রভৃতিও এই ভ্রম ধরিতে পারেন নাই, খুব আশ্চর্য্যের কথা বটে। তিনি (খাত্তাবী—বোখারীর হাদিছের সমর্থনে) বলিতেছেন—ছাওদার মৃত্যু হজরতের ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা তথা নবুয়তের সত্যতার প্রমাণ! (আইনী ও ফৎহুলবারী —ঐ হাদিছের টীকা দেখ)।

হজরত যে উম্মী বা নিরক্ষর ছিলেন, কোরআন হইতেই তাহা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হই-তেছে। (ছুরা আরাফ, ৭ পারা, ৯ ও ১০ রুকু; আনকাবুৎ, ২১ পারা ১ রুকু ইত্যাদি)

পঞ্চম প্রমাণ। তিনি যে লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, ছুরা আন্‌কাবুতে তাহা স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু হোদায়বিয়ার সন্ধি প্রসঙ্গে বোখারীতে বারা' নামক ছাহাবী কর্ত্তৃক যে হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, হজরত, আলীর হস্ত হইতে সন্ধি পত্র গ্রহণ করিয়া নিজেই তাহা লিখিয়াছিলেন। (১৭—২২)

হাফেজ এবনে-হাজ্বর সহজে রেওয়ায়তের মায়া ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহেন। এই মায়ামোহে হজরত কর্ত্তৃক বোৎপূজার হাদিছটাকেও তিনি 'সমূলক' প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন! এখানেও তিনি রেওয়ায়তটাকে বজায় রাখার জন্য চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। হাদিছে আছে:—হোদায়বিয়ার সন্ধি পত্র লেখার ভার প্রথমে হজরত আলীর উপরে পড়ে, তিনি লিখিলেন, "মোহাম্মাদুররাছুলুল্লার সহিত আমরা এই মর্ম্মে সন্ধি করিলাম যে—।" কোরেশগণ 'রছুলুল্লাহ' শব্দে আপত্তি করিয়া বলিল, আমরা তোমাকে আল্লার রছুল বলিয়া স্বীকার করি না। আমরা তোমাকে আবদুল্লার পুত্র মোহাম্মদ বলিয়া জানি, তাহাই লেখ। হজরত তখন লেখক আলীকে বলিলেন:—'বেশ কথা, "মোহাম্মাদুররছুলুল্লাহ" এই অংশটা কাটিয়া দিয়া "মোহাম্মদ এবনে-আবদুল্লাহ" লিখিয়া দাও। লেখক তরুণ যুবক, ইমানের তেজে দৃপ্ত, তিনি বলিলেন—ও কথা আমি কাটিতে পারিব না, ক্ষমা করিবেন। তখন আলীর হস্ত হইতে সন্ধিপত্র গ্রহণ করিয়া, হজরত স্বহস্তে লিখিলেন——তিনি ভাল করিয়া লিখিতে পারিতেন না।

হাফেজ এবনে-হাজ্বর বলিতেছেন, ইহাতে দোষ কি? অনেক স্থলে বলা হইয়াছে, 'হজরত কায়ছারকে পত্র লিখিলেন।' হাদিছের মতলব এই যে, হজরত, আলীর হস্ত হইতে সন্ধিপত্রখানা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, কোরেশদিগের আপত্তিজনক অংশটা কাটিয়া দিয়া (আবার তাহা আলীকে ফিরাইয়া দিলেন এবং আলী) লিখিলেন। অর্থাৎ বন্ধনীর ভিতরকার অংশটা উহ্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এই প্রকার উহ্য মানিয়া হাদিছের মতলব করা যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে হাদিছের যদৃচ্ছা ব্যাখ্যা করা খুব সহজ হইয়া দাঁড়াইবে। তাহার পর, লেখকের মূল যুক্তিটী যে কতদূর দুর্ব্বল এবং বর্ত্তমান ঘটনার সহিত কতদূর অসমঞ্জস, তাহাও সহজেই বোধগম্য। "হজরত কায়ছারকে পত্র লিখিয়াছিলেন"—বলিলে তিনি যে নিশ্চিত স্বহস্তে লিখিয়াছেন, ইহা মনে করা যায় না। প্রথমতঃ রাজকীয় চিঠি পত্রের ধারাই এইরূপ। দ্বিতীয়তঃ হজরতের চিঠি পত্র লিখিয়া দিবার ভার বিশেষ বিশেষ ছাহাবীর উপর ন্যস্ত ছিল, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। তৃতীয়তঃ হজরত যে লিখিতে জানেন না—সাধারণভাবে ইহা মোছলমানদিগের দৃঢ় বিশ্বাস। এ অবস্থায় হজরত কায়ছারকে পত্র লিখিলেন বলিলে সহজেই ধারণা হইবে যে, সরকারী লেখকগণ তাঁহার পক্ষ হইতে লিখিলেন। কিন্তু এখানে হাদিছে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে, তিনি আলীর নিকট হইতে সন্ধিপত্র গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে তাহা লিখিয়া

দিলেন। তিনি যে উত্তমরূপে লিখিতে পারিতেন না, এ কথাও হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে। এ অবস্থায় উদ্ধৃত নজিরের সহিত এই হাদিছের যে একবিন্দুও সামঞ্জস্য নাই, তাহা সহজেই জানা যাইতেছে। অতএব আমরা দেখিলাম যে, বোখারীর এই হাদিছটী কোরআনের স্পষ্ট সিদ্ধান্তের ও সর্ব্ববাদীসম্মত ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত, সুতরাং ছনদ ছহী হওয়া সত্ত্বেও উহা অগ্রাহ্য।

বোখারীতে হজরত আলী কর্ত্তৃক একটী হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ, বদর সমরে যাঁহারা যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া হজরত বলিয়াছেন—

ষষ্ঠ প্রমাণ।

اعملوا ما شئتم ' فقد وجبت لكم الجنة অর্থাৎ তোমরা যাহা ইচ্ছা করিয়া যাও, (তাহাতে তোমাদের কোন ক্ষতি হইবে না) তোমাদের জন্য স্বর্গ নিশ্চিত। (১৬ খণ্ড ১৪ পৃষ্ঠা)। ইহা এছলামের সমস্ত শিক্ষার বিপরীত কথা। কোর্‌আনে হজরত সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, পাপ করিলে তাঁহাকেও তাহার কঠোর ফল ভোগ করিতে হইবে। এই হাদিছকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, হজরত বদরীদিগকে যদৃচ্ছা পাপাচরণ করিবার আম হুকুম দিয়াছেন। ইহা অন্যায়, অসঙ্গত ও অনৈছলামিক কথা, হজরত ঐরূপ কথা বলিয়াছেন বা বলিতে পারেন, এক মুহূর্ত্তের জন্য আমরা ইহা মনে ধারণাও করিতে পারি না। সুতরাং বলিব, হাদিছে—রাবীগণের বর্ণনায় ভুল আছে।

এমাম বোখারী মোস্তালেক সমর সংক্রান্ত অধ্যায়ের প্রারম্ভে বলিতেছেন :— وقال موسى بن عقبة سنة اربع মুছা-বেন-ওকবা বলেন,—'ঐ যুদ্ধ চতুর্থ হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল।' কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মুছা-বেন-ওকবা ৪র্থ সনের কথা না বলিয়া ৫ম সনের কথা বলিয়াছেন। (১৬—১৭) ইহা নিশ্চয়ই কলমের ভুল। বোখারীতে লিখিত প্রত্যেক বাক্যই যে নির্ভুল নহে, ইহাই এখানে প্রতিপাদ্য।

সপ্তম প্রমাণ।

ঐরূপ আর একটী উদাহরণ দিতেছি। বীরমাউনার ঘটনা উপলক্ষে এমাম বোখারী আনাছ হইতে একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে 'হারাম'কে وهو رجل اعرج 'এবং তিনি জনৈক খঞ্জ ব্যক্তি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে খঞ্জ কা'ব-বেন-জায়েদ নামক অন্য এক ব্যক্তি। এই এবারৎ এইরূপ হইবে— فانطلق حرام هو ورجل اعرج এই বিশৃঙ্খলার জন্য ঐ ব্যাপার লইয়া যে গোলযোগ ঘটিয়াছে, পাঠকগণ যথাস্থানে তাহার পরিচয় পাইবেন। অবশ্য ইহাও লেখার ভুল।

অষ্টম প্রমাণ।

নবুয়তের প্রাথমিক অবস্থায়, অহি নাজেল হওয়ার সময়, হজরত কোর্‌আনের আয়তগুলিকে শীঘ্র শীঘ্র স্মরণ করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে, তাড়াতাড় মুখ ও জিহ্বা নাড়িতেন। অর্থাৎ

নবম প্রমাণ।

মনে মনে সেগুলির আবৃত্তি করিতেন। ছুরা কিয়ামতের لا تحرک به لسانک لتعجل به আয়তে তাঁহাকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করা হয়। বোখারীর হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে, এবনে-আব্বাছ এই বৃত্তান্ত বর্ণনা করার সময়, হজরত কিরূপে মুখ নাড়িতেন, নিজে মুখ নাড়িয়া শ্রোতাকে তাহা দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ছইদ-এবনে-জোবের, এবনে আব্বাছের এই মুখ নাড়া দেখিয়া অন্যান্য লোকদিগকে তাহা প্রদর্শন করেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হইয়াছে—

قال ابن عباس فانا احرک شفتي کما کان رسول الله صلعم يحرکهما

অর্থাৎ এবনে আব্বাছ কহিলেন,—হজরত যেরূপ ঠোঁট নাড়িতেন, আমি তোমাদিগকে সেইরূপ নাড়িয়া দেখাইতেছি। (১—১৬) মোহাদ্দেছ আবু দাউদ তায়ালছীর মোছনাদে এই আবু-ওয়ানার রেওয়ায়তে বর্ণিত হইয়াছে—

قال ابن عباس فانا احرک لک شفتي کما رايت رسول الله صلی الله عليه و سلم

অর্থাৎ এবনে-আব্বাছ বলিতেছেন, আমি হজরতকে যেরূপে ঠোঁট নাড়িতে দেখিয়াছি, তোমাকে সেইরূপে নাড়িয়া দেখাইতেছি। (ফৎহুলবারী, তাফছির-কিয়ামৎ)। এই সকল হাদিছের দ্বারা জানা যাইতেছে যে, ছুরা কেয়ামতের এই আয়ত নাজেল হইবার পূর্ব্বে—যখন স্মরণ করিয়া লইবার জন্য হজরত মুখ নাড়িতেন—এবনে-আব্বাছ সে সময় হজরতকে সেই অবস্থায় দর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। কারণ, ছুরা কিয়ামত নবুয়তের প্রাথমিক অবস্থায়, মক্কায় নাজেল হইয়াছিল, সে সময় এবনে আব্বাছের জন্মই হয় নাই। হিজরীর ৩ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ নবুয়তের ১০ম সনে—এই ছুরা অবতীর্ণ হওয়ার কয়েক বৎসর পরে—তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (১) তাঁহার পিতা আব্বাছ ইহার বহু দিন পরে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব, কোরআন নাজেল হওয়ার সময় হজরতের 'ঠোঁট নাড়া' দর্শন করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, ছনদের হিসাবে হাদিছ ছহি হওয়া সত্ত্বেও যুক্তির হিসাবে তাহা অগ্রাহ্য হইতে পারে।

বোখারী ও মোছলেমে আনাছের প্রমুখাৎ একটী হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ :—একদা হজরত, আবদুল্লাহ-বেন-উবাই মোনাফেকের নিকট উপস্থিত হইলে, আবদুল্লাহ তাঁহার সহিত বেআদবী করে। ফলে, আবদুল্লার লোকজন-দিগের সহিত, উপস্থিত মুছলমানগণের খুব ঝগড়া মারামারি বাধিয়া যায়। সেই সময় ছুরা হোজরাতের নিম্নলিখিত আয়তটী অবতীর্ণ হয় :—

দশম প্রমাণ।

و ان طايفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما

(১) এছাবা, তাজরিদ প্রভৃতি।

অর্থাৎ "মোমেনদিগের দুই দল যদি পরস্পর লড়াই ঝগড়া করিতে থাকে, তবে তোমরা তাহাদিগের মধ্যে সন্ধি করিয়া দাও।" এই আয়ত নাজেল হইলে, হজরত তাহা সকলকে পাঠ করিয়া শুনাইলেন, এবং তাহাতেই মারামারি বন্ধ হইয়া গেল।

বোখারী ও মোছলেমে ওছামার যে বর্ণনা আছে, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, তখনও আবদুল্লাহ এছলাম গ্রহণ করে নাই। অথচ আয়তে বলা হইতেছে—দুই দল মুছলমানের কলহ বিবাদ মিটাইবার কথা। আবদুল্লাহ ও তাহার দলের লোকেরা এই আয়ত নাজেল হওয়ার সময় মুছলমানই হয় নাই। সুতরাং কথিত ঘটনা উপলক্ষে এই আয়তটী নাজেল হইয়াছিল বলিয়া কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না।

নমুনা স্বরূপ আমরা এই কয়টী হাদিছ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পরিশ্রম স্বীকার করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, এই প্রকার আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল উদাহরণ দ্বারা আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, রেওয়ায়ত ছহী হইলেই যে হাদিছ ছহী হইবে, এমন কোন কথাই নাই। (১)

---

(১) এক শ্রেণীর লোক এইরূপ দুই একটা উদাহরণের উল্লেখ করিয়া এমাম বোখারীর প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন। ইহার কারণ, হয় অজ্ঞতা না হয় বিদ্বেষ। ছহী রেওয়ায়তগুলিকে হু-বহু লিপিবদ্ধ করিয়া রাখা তাঁহার কাজ। হাদিছের রেওয়ায়তে যে ত্রুটী, তাহার জন্য রাবী দায়ী, তিনি নহেন। রেওয়ায়ত সংশোধন করিয়া লওয়া আর বিশ্বাসঘাতকতা করা একই কথা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রেওয়ায়ত ও দেরায়ত।

পূর্ব্বে যে সকল উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা দ্বারা জানা যাইবে যে, হাদিছের সাক্ষী-পরম্পরা বা ছনদের বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করার পর, আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য বা অন্য কোন প্রকার অকাট্য প্রমাণের দ্বারা যদি ঐ হাদিছের অপ্রমাণিকতা বা ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে ছনদ ছহী হওয়া সত্বেও সেই হাদিছকে অগ্রাহ্য করা হইবে। আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণ এবং সূক্ষ্ম সমালোচনা দ্বারা হাদিছের এই প্রকার দোষ-ত্রুটীর আবিষ্কারকে 'দেরায়ৎ' বলা হইয়া থাকে। এখানে আমাদের প্রতিপাদ্য এই যে, রেওয়ায়ত অনুসারে অবিশ্বাস্য হইলে যেমন হাদিছের মর্য্যাদা হানি হয়, দেরায়ত অনুসারে অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রতিপাদিত হইলেও, ঠিক সেইরূপে তাহার গুরুত্বের খর্ব্ব হইয়া যায়। আমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতমণ্ডলী সাধারণভাবে দেরায়তের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদান না করিলেও, ছাহাবাগণের সময় হইতে মধ্যযুগের জমাটবাঁধা অন্ধকারের অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত, হাদিছ শাস্ত্রের সুপণ্ডিত ও সূক্ষ্মদর্শী আলেমগণ কেবল এই দেরায়তের হিসাবেই বহু হাদিছকে অগ্রাহ্য করিয়া গিয়াছেন। কতকগুলিকে ভিত্তিহীন ও প্রক্ষিপ্ত বা 'মাউজূ' ও বাতেল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। হাদিছের 'ওছুল' ও 'মাউজূআৎ' সংক্রান্ত পুস্তকগুলি পাঠ করিলে ইহার বহু উদাহরণ জানিতে পারা যাইবে। আমরা নিম্নে তাহার কয়েকটা নমুনা দিতেছি।

দেরায়ত আধুনিক আবিষ্কার নহে।

মোল্লা আলী কারী হানাফী লিখিতেছেন :—

حديث من صلى من الفرايض في آخر جمعة من شهـــر رمضان ' كان ذلك جابرا لكل صلواة فايتة في عمره الي سبعين سنـــة ' باطل قطعا - لانه مناقض للاجماع على ان شيئاً من العبادات لا تقوم مقام فائتة سنوات - ثم لا عبرة بنقل الذهاية و لا شراح الهداية ' فانهم ليسوا من المحدثين و لا اسندوا الحديث الى احد من المخرجين - (المصنوع ٢٩)

ইহার ১ম প্রমাণ।

অর্থাৎ—"যে ব্যক্তি রমজান মাসের শেষ জুমআয় (শুক্রবারে) কোন ফরজ নামাজ পড়িবে, তাহার জীবনের গত ৭০ বৎসরে যে সমস্ত নামাজ 'কাজা' হইয়া গিয়াছে, এই এক নামাজেই

সে সমস্তের ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইবে।"—এই হাদিছটী নিশ্চয়ই বাতেল। কারণ, সর্ব্ববাদী-সম্মত অভিমত এই যে, কোন একটী এবাদৎ বহু বৎসরের পরিত্যক্ত বহু সংখ্যক এবাদতের ক্ষতিপূরণ করিতে পারে না। তাহার পর, নেহায়া এবং হেদায়ার টীকাকারগণের এই হাদিছ নকল করারও কোনই মূল্য নাই। কারণ, প্রথমতঃ তাঁহারা নিজেরাও হাদিছ বিশারদ (মোহাদ্দেছ) ছিলেন না, দ্বিতীয়তঃ সূত্র-পরম্পরা সহকারে কোন মোহাদ্দেছের নিকট হইতেও তাঁহারা হাদিছ রেওয়ায়ত করেন নাই।" (মাছনু'—২৯ পৃষ্ঠা)।

মোল্লা ছাহেব, এখানে ফেক্‌হ্ (ফেকা) শাস্ত্রের এত বড় বড় গ্রন্থকার কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হাদিছটীকে, যুক্তি বা দেরায়তের হিসাবে অগ্রাহ্য ও বাতিল বলিয়া দৃঢ়তার সহিত মত প্রকাশ করিতেছেন।

আবদুল্লাহ এবনে-ওবাই মোনাফেক, এছলামের ভীষণ শত্রু। কোরআনে ও হাদিছে তাহার এছলাম বিদ্বেষের নানাবিধ বিবরণ বর্ণিত আছে। যাহা হউক, রাবী এবনে-ওমর বলিতেছেন:—আবদুল্লার মৃত্যুর পর তাহার পুত্র হজরতের নিকট আসিলে, হজরত তাঁহাকে নিজের বস্ত্র দিয়া, তদ্দ্বারা আবদুল্লার 'কাফন' দিতে আদেশ করিলেন। হজরত অতঃপর আবদুল্লার জানাজার নামাজ পড়ার জন্য গাত্রোত্থান করিলে, ওমর তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া বলিলেন—"হজরত, আপনি আবদুল্লার জানাজা পড়িতে যাইতেছেন? সে ত মোনাফেক! নিশ্চয়ই আল্লাহ উহাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন।" তখন ওমরের প্রশ্নের উত্তরে হজরত পাঠ করিলেন:—

দ্বিতীয় প্রমাণ।

استغفر لهم اولا تستغفر لهم ' ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفرالله لهم ' ذلك
بانهم كفروا بالله و رسوله - و الله لا يهدى القوم الفاسقين - (توبه)

আয়তের শব্দানুবাদ:—"তুমি তাহাদিগের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর—যদি তুমি তাহাদের জন্য ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন না, কারণ তাহারা আল্লাহ ও তাঁহার রছুলের বিদ্রোহী (কাফের) হইয়াছে; আল্লাহ অনাচার-রত সম্প্রদায়কে হেদায়েত করেন না।" (তাওবা ৯ পারা, ১৬ রুকু)। আয়ত পাঠ শেষ করিয়া হজরত বলিলেন, এই আয়তে আমাকে ক্ষমা প্রার্থনা করা বা না করা এই উভয়েরই অধিকার দেওয়া হইয়াছে। আয়াতে আরও বলা হইয়াছে—"আমি ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলে আল্লাহ শুনিবেন না, আমি তাহারও অধিকবার ক্ষমা প্রার্থনা করিব।" আয়তের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া হজরত, আবদুল্লাহ-এবনে-ওবাই মোনাফেকের জানাজার নামাজ পড়াইলেন। (বোখারী মোছলেম প্রভৃতি)

এই হাদিছের মর্ম্মানুসারে, হজরত উদ্ধৃত আয়ত হইতে বুঝিয়াছিলেন যে, (ক) 'ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর' এই উক্তির দ্বারা আল্লাহ তাঁহাকে করা না করা উভয়ের অধিকার

দিয়াছেন—নিষেধ করেন নাই। (খ) ৭০ বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও আল্লাহ ক্ষমা করিবেন না, ইহার মর্ম্ম এই যে, উহার অধিকবার (যেমন ৭১ বা ৭২ বার) ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, আল্লাহ তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন। কিন্তু আয়তের এই প্রকার মর্ম্ম গ্রহণ করা, হজরতের কথা'ত দূরে থাকুক, আরবী ভাষায় সামান্য ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিও নিজের পক্ষে লজ্জার কথা বলিয়া মনে করিবেন। উহার স্পষ্ট মর্ম্ম এই যে, মোনাফেকদিগের জন্য প্রার্থনা করা না করা উভয়ই সমান—বৃথা। তুমি ৭০ বার (অর্থাৎ বহুবার, পুনঃপুনঃ) তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিলেও তাহা গ্রাহ্য হইবে না। হাফেজ এবনে হাজর বলিতেছেন :—

استشكل فهم التخير من الاية حتى اقدم جماعة من الاكابر على الطعن في صحة هذا الحديث مع كثرة طرقه و اتفاق الشيخين و ساير الذين اخرجوا الصحيح على تصحيحه - (فتح الباري)

অর্থাৎ "এই আয়াত হইতে 'অনুমতি'র মর্ম্ম গ্রহণ, মহাসমস্যা বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। এমন কি, প্রধানতম মোহাদ্দেছগণের একদল এই কারণে—বোখারী ও মোছলেম একসঙ্গে উহার রেওয়ায়ত করা ও আর সকলেই একবাক্যে উহাকে 'ছহি' বলা এবং হাদিছটী বহু বিভিন্নসূত্রে বর্ণিত হওয়া সত্বেও—এই হাদিছটীর বিশ্বস্ততাব উপর আক্রমণ করিয়াছেন।"

কাজী আবুবকর বাকেল্লানী তকরিব পুস্তকে, এমামুল হারামায়েণ তাঁহার মোখ্‌তাছারে ও বোর্হানে, এমাম গাজালী তাঁহার 'মোস্তাছফা' নামক গ্রন্থে এবং এতদ্ব্যতীত টীকাকার দাউদী, এবনে মুনীর ও বহু গণ্যমান্য মোহাদ্দেছ, 'এই হাদিছটী প্রামাণিক নহে' বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, "কর বা না কর" এই পদ হইতে করিবার অনুমতি সূচিত হয় বলিয়া ধারণা করা সিদ্ধ নহে। তাঁহাদের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, ৭০ বলিতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা বুঝাইতেছে না—আরবীতে উহা "বাহুল্য" জ্ঞাপনার্থে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ আয়তের মর্ম্ম এই যে, তুমি যতবারই প্রার্থনা কর না কেন, সমস্তই বৃথা, উহাদিগকে ক্ষমা করা হইবে না। তাঁহাদের তৃতীয় যুক্তি এই যে, এই ঘটনার বহু বৎসর পূর্ব্বে, আবু তালেবের মৃত্যু-উপলক্ষে নিম্নলিখিত আয়তটী অবতীর্ণ হয় :—

ما كان للنبي و الذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين و لو كانوا اولى قربى الاية - (توبه)

অর্থাৎ মোশরেকগণ আত্মীয় হইলেও, তাহাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী বা মোমেনগণের পক্ষে বিধেয় নহে। (তাওবা ২—১১) এই আয়ত বর্ত্তমান থাকিতে, হজরতের পক্ষে আবদুল্লার জন্য জানাজার নামাজ পড়া বা ক্ষমা প্রার্থনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। অতএব হাদিছটী অবিশ্বাস্য (বোখারী, ফৎহুলবারী, ১৯ খণ্ড ২০৩ হইতে ২০৬ পৃষ্ঠা)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

পাঠক দেখিতেছেন—কেবল যুক্তির হিসাবে, এহেন সর্ব্ববাদী স্বীকৃত ছহী হাদিছকেও একদল শ্রেষ্ঠতম মোহাদ্দেছ অগ্রাহ্য করিয়া দিতেছেন।

বোখারীতে বর্ণিত হইয়াছে, আমর-বেন-মাইমুন বলিতেছেন;—নবুয়তের পূর্ব্বে একটা বাঁদর জেনা (ব্যভিচার) করায় অনেক বাঁদর সেখানে সমবেত হইয়া তাহাকে 'রজ্‌ম' (১) করিল, আমিও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া 'রজ্‌ম' করিয়াছিলাম।

তৃতীয় প্রমাণ।

কোন কোন মোহাদ্দেছ যুক্তির দিক্ দিয়া এই হাদিছটাকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—বাঁদরের আবার বিবাহ কি, আর তাহার জেনাই বা কি? বাঁদর সকল যুগে সকল দেশে আছে, কিন্তু এমন ব্যাপার আর কথনও দেখিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় নাই। রাবী বাঁদরদিগের সঙ্গে যোগ দিয়া পাথর মারিতে লাগিলেন, তবুও সেগুলা পালাইল না—ইহা অস্বাভাবিক কথা;—ইত্যাকার যুক্তির দিক্ দিয়া তাঁহারা হাদিছটাকে অবিশ্বাস করিয়াছেন। মোহাদ্দেছ এবনে-আবদুল্‌বার কোন গতিকে হাদিছটাকে রক্ষা করার জন্য বলিতেছেন—হইতে পারে ঐগুলা আসলে বাঁদর নয়—জেন্! (ঐ, ঐ, ১৫—৪৩৩)।

ছহি মোছলেমের এক হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরতের পিতৃব্য আব্বাছ ও জামাতা আলী এবং আরও কতিপয় ছাহাবী, ২য় খলিফা ওমরের নিকট উপস্থিত হইলেন। আব্বাছের সহিত আলীর বৈষয়িক বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল, আব্বাছ সেই সংশ্রবে ওমরকে বলিলেন;—"হে আমীরুল্ মোমেনিন!—

চতুর্থ প্রমাণ।

اقض بيني و بين هذا الكاذب الاثم الغادر الخاين

এই মিথ্যাবাদী, পাপাত্মা, প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতকের সহিত আমার গোলযোগের বিচার করিয়া দিন। মহাত্মা ওমর উভয়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—ইহা লইয়া আপনারা আবুবাক্‌রকে ঐরূপ মিথ্যাবাদী, পাপাত্মা, প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। আবুবাক্‌রের মৃত্যুর পর আমাকেও আপনারা ঐরূপ মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক পাপাত্মা ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিয়াছেন।" (২য় খণ্ড ৯০—৯১ পৃষ্ঠা)।

এই হাদিছে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে, স্বীকার করিতে হইবে যে, আলী ও আব্বাছ মহাত্মা আবুবাক্‌র ও ওমরকে মিথ্যাবাদী, পাপাত্মা, প্রবঞ্চক ও বিশ্বাসঘাতক বলিয়া মনে করিতেন; এবং আব্বাছ ৪র্থ খলিফা আলীকে ঐরূপ কদর্য্য ভাষায় গালাগালি দিয়াছিলেন। কিন্তু এই মহাজনগণের পক্ষে ইহা কদাচিৎ সম্ভবপর নহে—এই যুক্তি অনুসারে কোন কোন মোহাদ্দেছ নিজেদের পুস্তকে হাদিছের এই অংশটা বাদ দিয়া লিখিয়াছেন। মা'জরী বলেন—যদি তা'বিলের (প্রকারান্তরে রূপক প্রভৃতি বলিয়া ব্যাখ্যা করার) পথ রুদ্ধ হইয়া যায়,

(১) বিবাহিত নর-নারী ব্যভিচার করিলে তাহাদিগকে প্রস্তরাঘাতে নিহত করার ব্যবস্থা এছলামে আছে। ইহাকে 'রজম' করা বলা হয়।

তাহা হইলে আমরা এই হাদিছের রাবীদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিব। (নওভী ২—৯০, ৯১) এখানে আমরা দেখিতেছি, যুক্তির হিসাবে মোহাদ্দেছগণ এই ছহী হাদিছটাকে অগ্রাহ্য করিতেছেন।

কস্তলানী রচিত "আল-মাওয়াহেবুল্লাদুন্নিয়াহ" আধুনিক চরিত লেখকগণের প্রধান অবলম্বন। ইহাতে শত শত ভিত্তিহীন বাতেল ও মাউজু' হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। একটী নমুনা দিতেছি :—

পঞ্চম প্রমাণ।

"হজরত বলিয়াছেন, সাবধান, তুষার হইতে সতর্ক থাকিও, তোমাদের ভ্রাতা আবুদার্দ্দা ইহাতেই নিহত হইয়াছেন।"

এই হাদিছে জানা যায়, আবুদর্দ্দা হজরতের পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে, হজরতের মৃত্যুর বহু বৎসর পরে, ৩য় খলিফা ওছমানের খেলাফৎকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। (এছাবা, ৬১১২ নং) অতএব যুক্তির হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, হাদিছটী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তাই হাফেজ এবনে-হাজর অগত্যা বলিতেছেন—হাদিছটীর ছহী-ছনদ পাওয়া গেলেও, উহার একটা তাবিল করার আবশ্যক হইবে।

বোখারীর সৃষ্টি-প্রকরণে, আবুহোরায়রা কর্ত্তৃক কথিত একটী হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে—হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহ যখন আদমকে সৃষ্টি করেন, তখন তাঁহার দেহের দৈর্ঘ্য ছিল ৬০ হাত। (১৩—২২১)।

ষষ্ঠ প্রমাণ।

হাফেজ এবনে-হাজর ইহার টীকায় লিখিতেছেন :—"এখানে একটা সমস্যা উপস্থিত হইতেছে যে,—আদিম জাতি সমূহের যে সকল স্মৃতিচিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে—যেমন ছামুদীয়দিগের গৃহাদি—তাহা হইতে তাহাদের দেহ পরিমাণের একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। তাহারা বহু প্রাচীন যুগের লোক, আমাদের সহিত তাহাদের যে কাল ব্যবধান, তাহাদের সহিত আদমের কাল ব্যবধান তদপেক্ষা অল্প। কিন্তু ছমুদ জাতির যে সকল চিহ্ন পাওয়া যায় তাহার দ্বারা তাহাদের শরীরের (আমাদের দেহ অপেক্ষা অধিক) দীর্ঘতা আদৌ প্রমাণিত হয় না। এই পরম্পরা ধরিয়া আদম পর্য্যন্ত চলিলে, তাঁহার দেহ যে ৬০ হাত দীর্ঘ ছিল, একথা কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না। এইরূপ মন্তব্য প্রকাশের পর তিনি নিরুপায় হইয়া বলিতেছেন :—

ولم يظهرلی الی الان ما يزيل هذا الاشكال * (فتح - ١٣ - ٢٢١)

"এই সমস্যার যে কি সমাধান হইতে পারে, তাহা আজ পর্য্যন্ত আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।" (১৩—২২১)।

দর্শন বিজ্ঞানের এবং পুরাতত্বের আধুনিক আবিষ্কারে এই সমস্যার সমাধান সম্পূর্ণ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐতিহাসিক এবনে-খল্লদুন তাঁহার ইতিহাসের সুবিখ্যাত

ভূমিকা খণ্ডে নানাপ্রকার দার্শনিক যুক্তি প্রমাণ দ্বারা এই সকল অন্ধ বিশ্বাসের কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছেন।

এই হাদিছে আর একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, কোন্ মাপের ৬০ হাত? হজরতের সময়কার হাতের, না আদমের সময়কার হাতের? এবনে-হাজর মীমাংসা করিয়া দিয়াছেন যে, আদম নিজের হাতের ৬০ হাত দীর্ঘ ছিলেন। কিন্তু আমরা দাদা ছাহেবের দেহের এই স্বরূপটী কল্পনা করিতে পারিতেছি না। আমরা এই কলিকালের মানুষ নিজেদের দেহের হিসাবে, আর পূর্ব্বকালের নরদেহ ও নরকঙ্কাল দেখিয়া জানি যে, মানুষ নিজের হাতের (মোটামুটি) ৩৮ হাত দীর্ঘ হইয়া থাকে। (১) নিজের হাতের ৬০ হাত দীর্ঘ হইলে ব্যাপারটা যে কিরূপ বেখাপ ও বেমানান হইয়া দাঁড়াইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। পক্ষান্তরে যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, ক্রমে ক্রমে আমরা খর্ব্বাকৃতি হইয়া পড়িয়াছি, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য হইবে যে, অনুপাতে হাতের দীর্ঘতার এত তারতম্য হওয়ার কারণ কি?

বোখারীর বিভিন্ন অধ্যায়ে আবু-হোরায়রা কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে:— হজরত বলিয়াছিলেন—হজরত এবরাহিম কিয়ামতের দিন স্বীয় পিতা আজরকে দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেখিয়া, তাহার মুক্তির জন্য আল্লার নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিবেন যে— 'কিয়ামতে আমাকে অবমানিত করিবে না, হে আল্লাহ! তুমি আমার সহিত এই ওয়াদা করিয়াছ' ইত্যাদি। (তাফছির, শোয়ারা ১৯—১৮৮) মোহাদ্দেছ এছমাইলী (জন্ম ২৭৭ হিজরী) বলেন:—এই হাদিছটী কখনই ছহি হইতে পারে না। কারণ, হজরত এবরাহিম জানিতেন যে, আল্লাহ তাআলা ওয়াদা খেলাফ করিবেন না:— মোশরেক্‌কে আল্লাহ ক্ষমা করিবেন না। অতএব ইহাকে তিনি কখনই নিজের অবমাননা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন না। অন্যান্য কতিপয় মোহাদ্দেছ বলেন,—এই হাদিছটী কোরআনের স্পষ্ট শিক্ষার বিপরীত। কারণ, ঐ আয়তে বলা হইয়াছে যে, এবরাহিম স্বীয় পিতার সহিত ওয়াদা করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারেন যে, সে আল্লার শত্রু, তখন হইতে তিনি তাহার সহিত সমস্ত সম্বন্ধ ছেদ করিলেন।—ইহা দুন্‌য়ার কথা, সুতরাং কিয়ামতে আবার তাহার জন্য প্রার্থনা বা তাহার দুর্দ্দশাকে নিজের অপমান বলিয়া ধারণা করা, সঙ্গত বা সম্ভব নহে। হাফেজ এবনে-হাজর ইহার উত্তর দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু এই বাদবিতণ্ডার সহিত আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের কোন সম্বন্ধ নাই। আমরা কেবল এইটুকু দেখিতেছি যে,

সপ্তম প্রমাণ।

---

(১) মিসরীয় মমীগুলি ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

কেবল যুক্তির হিসাবে অন্ততঃ কতিপয় বিখ্যাত মোহাদ্দেছ এই হাদিছের প্রামাণিকতা অস্বীকার করিয়াছেন।

বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ ও নাছাই প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, একজন লোক দ্বিতীয় খলিফা ওমরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—'আমার গোছলের হাজত হইয়াছিল, কিন্তু পানি পাই নাই।' ওমর তাঁহাকে বলিলেন—(গোছল না করিয়া) নামাজ পড়িও না। আম্মার নামক ছাহাবী সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন—"আপনি একি বলিতেছেন? আপনি ও আমি, এক সঙ্গে এক অভিযানে প্রেরিতে হইয়াছিলাম, সেখানে আমাদের উভয়ের গোছলের হাজত হয়, কিন্তু পানি পাওয়া গেল না। ইহাতে আপনি নামাজ পড়িলেন না, আর আমি মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া উঠিয়া নামাজ পড়িলাম। তাহার পর আমি হজরতের নিকট এই বিবরণ বর্ণনা করায় তিনি বলিলেন—"তায়াম্মোম্ করিয়া লইলেই তোমার পক্ষে যথেষ্ট হইত।" ওমর ইহা শুনিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন :—

অষ্টম প্রমাণ।

اتق الله يا عمار! فقال ان شئت لم احدث به فقال نوليك ما توليت -

(تيسير الوصول ٢ ص ٥٧)

'আম্মার! আল্লার ভয় করিয়া কথা বল।' আম্মার ইহাতে বলিলেন—'যদি আপনার এইরূপই অভিপ্রেত হয়, তবে আমি আর এই হাদিছ বর্ণনা করিব না।' তখন ওমর বলিলেন—অন্যথায় আমি তোমাকে ইহার জন্য উপযুক্ত দণ্ড প্রদান করিব। (তাইছিরুল-অছুল ২, ৫৭) মোছলেমের আর একটী রেওয়ায়তে জানা যায়; আবুমূছা, আবদুল্লাহ এবনে মাছউদের নিকট আম্মারের এই হাদিছের উল্লেখ করিলে, আবদুল্লাহ প্রতিবাদ স্থলে ওমরের উপরোক্ত মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেন।

এই হাদিছ অনুসারে স্বীকার করিতে হইবে যে, হজরত ওমর, আম্মার (ছাহাবী) এর বর্ণনা অবিশ্বাস্য মনে করিয়াছেন, অথবা বলিতে হইবে যে হাদিছের রাবীগণের মধ্যে কেহ রেওয়ায়তে অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাতরূপে একটা ভয়ঙ্কর বিভ্রাট ঘটাইয়া দিয়াছেন।

ছহি মোছলেমের একটী হাদিছ এখানে বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। এবনে-ওমর কোন একজন সদ্য-বিয়োগ-বিধুর আত্মীয়ের মুখে ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া একজন লোক দ্বারা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া দেন। নিষেধের সময় তিনি বলেন—'আমি হজরতের মুখে শুনিয়াছি, আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দনের জন্য মৃত ব্যক্তির উপর আজাব (সাজা) হয়।' বিভিন্ন রাবী এবনে-ওমর হইতে এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন। বিবি আয়েশা এই কথা শুনিয়া বলিলেন—'কখনই না, আল্লার দিব্য, হজরত কখনই

প্রথম প্রমাণ।

এইরূপ কথা বলেন নাই যে, অন্য একজনের ক্রন্দনের জন্য মৃত ব্যক্তির আজাব হয়।.........
তিনি প্রমাণ স্থলে বলেন, আল্লাহ কোরআনে বলিয়াছেন— لا تــزر وازرة وزر أخــرى
"একজনের পাপফল অন্য জন ভোগ করিবে না।........ওমর ও এবনে-ওমরের এই রেওয়ায়ত
শ্রবণ করিয়া বিবি আয়েশা আরও বলিলেন :—

انكم لتحدثوني عن غير كاذبين و لا مكذبين و لكن السمع يخطي -
(مسلم ١ - ٣-٣٠٢)

"তোমরা যাঁহাদের নিকট হইতে আমার কাছে হাদিছ বর্ণনা করিতেছ, তাঁহারা মিথ্যাবাদী নহেন। কিন্তু কথা এই যে, অনেক সময় মানুষের শ্রুতিবিভ্রম ঘটিয়া থাকে।" (মোছলেম ১ম, ৩০২—৩ পৃষ্ঠা)। বিবি আয়েশা যুক্তির হিসাবে এই হাদিছটাকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কারণ, অন্যথায় স্বীকার করিতে হইবে যে, হজরত নিজেই কোরআনের শিক্ষার বিপরীত কথা বলিয়াছেন। বিবি আয়েশার সিদ্ধান্ত এই যে, রাবী সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত হইলেই হাদিছ বিশ্বস্ত হয় না, হাদিছ শুনিতে বুঝিতে অনেক সময় ভ্রম হইয়া থাকে। এই শ্রুতিবিভ্রমের কথাটা সাক্ষ্য আইনের সর্ব্বত্র সমান ভাবে প্রযোজ্য। প্রত্যেক রাবীর হাদিছ শ্রবণ ও বর্ণনার সময় শ্রুতি ও জ্ঞান বিভ্রম ঘটিতে পারে। বিদুষী বিবি আয়েশা যখন শুনিলেন, এবনে-ওমর বলিতেছেন, হজরত বলিয়াছেন, 'আমি যাহা বলি, বদর যুদ্ধের শহীদগণ তাহা শ্রবণ করিয়া থাকেন'—তখন তিনি দেরায়তের এই Principle অনুসারে স্পষ্টভাবে বলিয়া দিলেন যে, ইহা এবনে-ওমরের ভুল, কারণ ইহা কোরআনের বিপরীত কথা। কোরআনে আছে :— انك لا تسمع الموتى হে মোহাম্মদ! তুমি মৃতগণকে নিজের কথা শুনাইতে সমর্থ নহ। (রূম ২১—৮, নামল ২০—২) *

বাইহাকী বর্ণনা করিয়াছেন যে, এমাম শাফেয়ী খলিফা হারুনর-রাশীদের নিকট

---

* আমরা যাহা বলি, কবরস্থিত মৃত ব্যক্তি বা তাহার আত্মা সমস্তই শুনিতে পায়, এই বিশ্বাসটাই হইতেছে মুছলমানদিগের কবর-পূজার মূলভিত্তি। বোজর্গ লোকেরা সুপারিশ করিবেন, কোরআন নিজেই ইহার প্রতিবাদ করিয়াছে, আল্লার কি স্বর্গ মর্ত্তের কিছু অজানা আছে যে, সেজন্য একজন উকীল বা মোক্তারের দরকার? এখানে একটী মাত্র আয়ত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

و يعبدون من دون الله ما لا يضرهم و لا ينفعهم و يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ؕ
قل اتنبـــئون الله بما لا يعلـــم في السموات و لا في الارض ؕ سبحانه و تعـــالى
عمـــا يشـــركون - (يونس - ٢٥)

—এবং আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া, তাহারা এমন সকল (বস্তু বা ব্যক্তির) এবাদত করে, যাহা তাহাদিগের কোন ক্ষতি করিতে পারে না ও উপকারও করিতে পারে না; অথচ তাহারা বলিয়া থাকে 'ইহারা আল্লার সমীপে আমাদের সুপারিশকারী'। (হে মোহাম্মদ,) তুমি বল, তোমরা কি স্বর্গ ও মর্ত্তের সেই বিষয়গুলি আল্লাহকে জানাইয়া দিতেছ—যাহা তিনি জ্ঞাত নহেন? ইহাদের বর্ণিত অংশীবাদ (শেরেকর অপবাদ) হইতে তিনি পবিত্র। (ছুরা ইউনছ, ২৫ রূকু)। শের্ক মানে শরীক করা অস্বীকার করা নহে, অস্বীকার করা বা অমান্য

উপস্থিত হইলে, এমাম মোহাম্মদ-বেন-হাছান, তাঁহাকে হত্যা করার জন্য খলিফাকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। খলিফা হারুনর-রাশীদের সময় এমাম আবু-ইউছফের সহিত এমাম শাফেয়ীর সাক্ষাৎ (তর্ক বিতর্ক ও আবু-ইউছফের ঘোরতর পরাজয়) হইয়াছিল, ইত্যাদি। এমাম বাইহাকী, এমাম শাফেয়ীর প্রশংসা-কীর্ত্তনের জন্য ঐ সকল 'হাদিছ' বর্ণনা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, উহাতে এমাম মোহাম্মদ ও এমাম আবু-ইউছফের মর্য্যাদার হানিকর অনেক কথাই আছে। অধুনা এই গল্পগুলির ব্যবহার প্রায়ই দেখা যায়। যাঁহারা এমাম আবু হানিফা এবং তাঁহার শিষ্য-গণকে জনসমাজে খর্ব্ব করিতে চাহেন, তাঁহারা প্রায়ই ঐ শ্রেণীর বহু গল্পের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কিন্তু মজার কথা এই যে, ঐ গল্পগুলির ষোল কড়াই কাণা। কারণ, এমাম শাফেয়ী হারুনর-রাশীদের নিকট আসিয়াছিলেন এমাম আবু ইউছফের মৃত্যুর পর; সুতরাং রাশীদের দরবারে তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ ও তর্ক বিতর্কের কথা সমস্তই মিথ্যা। এমাম শাফেয়ীকে হত্যা করার জন্য এমাম মোহাম্মদের সঙ্কল্পের কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা অপবাদ মাত্র। এবনে-হাজর বলিতেছেন ঃ—

দশম প্রমাণ।

" وان اخرجها البيهقي في مناقب الشافعي وغيره فهي موضوعة مكذوبة — "

যদিও বাইহাকী, শাফেয়ী প্রভৃতির গুণানুবাদ স্থলে এই হাদিছের উল্লেখ করিয়াছেন, তবুও উহা জাল ও মিথ্যা। (১)

এমাম আবু-হানিফার প্রশংসা কীর্ত্তন ও এমাম শাফেয়ীর নিন্দা প্রচার করার জন্যও পক্ষান্তরে এই প্রকার মিথ্যা হাদিছ প্রস্তুত করারও ক্রটী হয় নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, হানাফী মজহাবের শ্রেষ্ঠতম ফেক্‌হের (ফেকার) কেতাবেও ঐ সকল জাল হাদিছের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এক রেওয়ায়তে প্রকাশ— ছাহাবী আবু হোরায়রা বলিতেছেন, হজরত বলিয়াছেন—

একাদশ প্রমাণ।

করাকে 'কোফ্‌র' বলা হয়। যে আল্লাহকে স্বীকার করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লার 'গুণে' অন্যকে অংশী বা শরীক করে, সেই মোশ্‌রেক। সমস্ত দুনয়ার এবং সকল যুগের মোশরেকগণের প্রধানতম যুক্তি এই যে, আল্লাহ ত আছেন, তবে—'যেমন দুনয়ার হাকিমের এজলাসে কোন দরখাস্ত করিতে হইলে উকীল মোখতার দিতে হয়, সেইরূপ আল্লার দরবারেও পীর মোর্শেদ ও মুনি ঋষিগণের সুপারিশ লইতে হয়। কোরআন এই আয়তে (ও অন্যান্য আয়াতে) শের্কের এই মূল ভিত্তির উপর কুঠারাঘাত করিতেছে। যেখানে বিচারকের দক্ষতা ও জ্ঞানের অভাব, উকীল মোখতার লাগে সেখানে। কোরআনে অন্যত্র বলা হইয়াছে—মোশরেকগণ, যুক্তির নিকট পরাজিত হইয়া বলে,—আমরা প্রকৃতপক্ষে ঐগুলির পূজা করি না, তবে আমাদের উদ্দেশ্য, উহাদের পূজা নজর দিলে তাঁহারা আমাদিগকে আল্লার নিকটবর্ত্তী করিয়া দিবেন। পাঠকগণকে আয়তের তাৎপর্য্য ও মুছলমান সমাজের বর্ত্তমান সাধারণ অবস্থা, চিন্তা করিয়া দেখিতে বলিতেছি।

(১) মাউজুআতে কাবির, ৮৪, ৮৫ পৃষ্ঠা। বায়হাকি এত বড় মোহাদ্দেছ হওয়া সত্ত্বেও এমাম শাফেয়ীর অযথা গুণানুবাদ এবং এমাম আবুহানিফার অযথা দোষকীর্ত্তনের উদ্দেশ্যে এই শ্রেণীর বহু প্রমাণহীন বিবরণের উল্লেখ করিয়াছেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن ادريس - اضر علي أمتي من ابليس -
و يكون في أمتي رجل يقال له ابوحنيفة - هو سراج أمتي -

অর্থাৎ আমার ওম্মতে "মোহাম্মদ বেন ইদ্রিছ (এমাম শাফেয়ীর নাম) নামে একটী লোক জন্মিবে, সে আমার ওম্মতের পক্ষে ইবলিছ অপেক্ষাও অধিক অনিষ্টকারী হইবে। পক্ষান্তরে আমার ওম্মতে আর একটী লোক হইবেন, তাঁহাকে আবু হানিফা বলিয়া সম্বোধন করা হইবে, তিনি হইতেছেন আমার ওম্মতের প্রদীপ।" (খাতিব)। এই 'সেরাজো ওম্মতির' হাদিছ লইয়া কত কাটাকাটি মারামারি! কিন্তু মূলে ইহারও যোল কড়া কাণা—হাদিছটী একদম জাল। (দেখ, আল্‌ফাওয়ায়েদুল মাজমুআহ ১৫৩, মাউজুআতে কবির ১২৮, মাওলানা আবদুল হাই কৃত হেদায়ার ভূমিকা প্রভৃতি)। দুঃখের বিষয় অনেকেই ভুলিয়া যান যে, এই 'হাদিছ' অনুসারে এমাম আবু হানিফাকে 'এই ওম্মতের চেরাগ' বানাইতে হইলে, উহার প্রথমাংশ অনুসারে এমাম শাফেয়ীকেও 'ইবলিছের অধম' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে হয়!

প্রকৃত কথা এই যে, প্রাথমিক যুগে যখন এমাম শাফেয়ী ও এমাম আবু হানিফার অনুরক্ত ও শিষ্যসেবকগণের মধ্যে, এমামদ্বয়ের নানাপ্রকার মত-বিরোধ উপলক্ষে, কলহ বিবাদ এমন কি ভীষণ শোণিতপাত পর্য্যন্ত হইতেছিল, সে সময় উভয় দলের গোঁড়া লোকেরা প্রতিপক্ষকে অপদস্থ করার জন্য জেদের বশবর্ত্তী হইয়া নিজেদের এমামের প্রশংসা ও বিপক্ষ এমামের কুৎসা মূলক এই সকল মিথ্যা হাদিছ জাল করিয়াছিলেন। তাহার পর কয়েক শতাব্দী পরে, রাজকীয় চেষ্টার ফলে ইহাদের কলহ বিবাদের মিটমাট হইয়া যায়, এবং সেই হইতে লেখকগণ উহার প্রথম অংশটা বাদ দিয়া শেষের অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।

মোহাদ্দেছ এবনে-আবি-খায়ছামা তাঁহার তারিখে, নিম্নলিখিত হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন—আবুবাকর-এবনে-আইয়াশ বলিতেছেন,—তিনি আওফের মুখে শুনিয়াছেন যে, খারেজী সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁহার—আওফের—উপর আপতিত হইয়া তাঁহাকে নিহত করে। (ফৎহুলমুগীছ, ৬৮)। এই হাদিছটা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, স্বীকার করিতে হইবে যে, আওফ নিহত হওয়ার পর, নিজেই নিজের হত্যা ব্যাপারটা আবুবাক্‌রকে বলিয়া গিয়াছিলেন। রেওয়ায়তের সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ কালে এই প্রকার আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণ যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায়।

দ্বাদশ প্রমাণ।

বোখারীর একটী হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত এবরাহিম তিনবার মিথ্যা কথা বলিয়াছেন। এমাম ফাখরুদ্দিন রাজী এই উপলক্ষে বলিতেছেন, হজরত এবরাহিমের

ত্রয়োদশ প্রমাণ।

ন্যায় একজন মহামহিম নবীকে মিথ্যাবাদী বলিয়া স্বীকার করা অপেক্ষা এই হাদিছের কোন একজন রাবীকে মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করা সহজ। ফলতঃ বোখারীর হাদিছ যুক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া এমাম ছাহেব তাহা অগ্রাহ্য করিতেছেন। (তফ্‌ছীর কবির)।

চতুর্দ্দশ প্রমাণ।

বোখারীতে জমায়াত সহকারে নফল নামাজ-পাঠ-প্রকরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, মাহমুদ বেন-রবী' বলিতেছেন—হজরত বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি আন্তরিক ভাবে লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ বলিবে, সে বেহেশ্‌তে যাইবে।" আবু আইউব আন্‌ছারী এই হাদিছ শুনিয়া বলিলেন—আমার বিশ্বাস, হজরত কখনই এরূপ কথা বলেন নাই। বোখারীর হাদিছ সুতরাং রেওয়ায়তের হিসাবে ইহা নির্দ্দোষ। কিন্তু তবু আবুআইউব আনছারীর ন্যায় মহামান্য ছাহাবী ঐ হাদিছটাকে যুক্তি বা দেরায়তের হিসাবে অবিশ্বাস করিতেছেন। কারণ তাঁহার মতে বিশ্বাসের সঙ্গে আমলের আবশ্যক।

পঞ্চদশ প্রমাণ।

হজরত কাফেরদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য অথবা শয়তান কর্তৃক বাধ্য হইয়া, কোরআন আবৃত্তি করিতে করিতে, তাহার আয়তের মধ্যে কোরেশদিগের ঠাকুর লাৎ ও ওজ্জার নামে তাহাদের প্রশংসা বাচক দুইটী জাল আয়ত পাঠ করেন, এবং পাঠান্তে যেন লাৎ ও ওজ্জাকেই ছেজদা করিতেছেন এইরূপ ভাবে ছেজদা করেন। কাজেই কোরেশগণ মনে করিল, মোহাম্মদ লাৎ ও ওজ্জার নামে ছেজদা করিতেছেন, এই ভাবিয়া তাহারা সকলে হজরতের সঙ্গে ছেজদা করিল। দীর্ঘ সময় পরে, জিব্রিল ফেরেশ্‌তা আসিয়া এই অন্যায় কার্য্যের জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিলে পর, তবে ঐ অংশটা বাদ দেওয়া হয়। এই হাদিছটী তফছির ও হাদিছের অনেক কেতাবেই আছে। এবনে-হাজর রেওয়ায়তের সম্মান রক্ষার জন্য এহেন হাদিছকেও সমূলক প্রমাণ করার জন্য ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু অনেক এমাম ও আলেম এই হাদিছকেও এছলাম বৈরীদিগের তৈরী জাল ও ভিত্তিহীন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ইহার বিস্তৃত আলোচনা যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

ষোড়শ প্রমাণ।

একটী হাদিছে আছে :— الباذنجان شفاء من كل داء অর্থাৎ 'বেগুন সকল রোগের ঔষধ'। মোহাদ্দেছগণ বলিতেছেন, ইহা নিত্য প্রত্যক্ষীভূত সত্যের বিপরীত, সুতরাং অবিশ্বাস্য। (মাউজুআৎ, ১১০)। সুতরাং আমরা বুঝিলাম যে, প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কোন রেওয়ায়ত গ্রাহ্য হইতে পারে না।

সপ্তদশ প্রমাণ।

একটী হাদিছে আছে :—কথার সময় হাঁচি পড়িলে জানিতে হইবে যে, কথাটা ঠিক। মোল্লা আলী কারী লিখিতেছেন :—

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

هذا و ان صحح بعض الناس سنده ' فالحس يشهد بوضعه فانا نشاهد العطاس و الكذب يعمـــل عمله -

অর্থাৎ 'কেহ কেহ এই হাদিছটীকে ছহি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত। কারণ মিথ্যা কথার সহিত হাঁচি একই সময় পড়িয়া থাকে, ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়া থাকি'। সুতরাং প্রত্যক্ষ সত্যের দ্বারা সপ্রমান হইতেছে যে এই হাদিছটী জাল। (ঐ, ঐ)

অষ্টাদশ প্রমাণ।

হাদিছের কেতাবগুলির মধ্যে বোখারীর পরই মোছলেমের স্থান। শায়খুল-এছলাম এমাম এবনে-তাইমিয়া ঐ গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

فانه نوزع في عدة احاديث مما خرجهـــا ' و كان الصواب فيها مع من نازعه - كما روى حديث الكسوف ان النبى صلعم صلى بثلث ركوعات ' و كما روى انه صلى بر كوعين و الصواب انه لم يصل الابر كوعين ' و انه لم يصل الكسوف الا مرة واحدة يوم مات ابراهيم - و قد بين ذلك الشافعى و هو قول البخارى و احمد بن حنبـــل (الى قوله) و معلوم انه لم يمت فى يومى كسوف ولا كان ابراهيمان -

(كتاب التوسل و الوسيله ' مطبعة المنار ' ٣-١٠٢)

অর্থাৎ—মোছলেম যে সকল হাদিছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কতকগুলির বিশ্বস্ততা অস্বীকার করা হইয়াছে, এবং তাহাই ন্যায়সঙ্গত। যেমন এমাম মোছলেম রেওয়ায়ত করিতেছেন যে, হজরত সূর্য্যগ্রহণের নামাজে তিনবার 'রূকু' দিয়াছিলেন। দুই রূকু দেওয়ার রেওয়ায়তও তিনি বর্ণনা করিয়াছেন। দুই রূকুর হাদিছটাই কিন্তু ঠিক। ইহা নিশ্চিত যে, হজরত তাঁহার জীবনে একবার মাত্র—যেদিন তাঁহার পুত্র এবরাহিমের মৃত্যু হয়—সূর্য্যগ্রহণের নামাজ পড়িয়াছিলেন। শাফেয়ী স্পষ্টাক্ষরে ইহার বর্ণনা করিয়াছেন, বোখারী ও আহমদ-বেন-হাম্বলও ইহাই বলেন। .... ইহাও নিশ্চিত যে, এক এবরাহিম (বিভিন্ন সূর্য্যগ্রহণের দিনে) দুই দিন করিয়া মরেন নাই, অথবা এবরাহিম দুইটী ছিলেন না। কেতাবুল অছিলা, মিছরী, ১০২-৩।

উনবিংশ প্রমাণ।

বর্ণিত সূর্য্যগ্রহণ, মাসের কোন তারিখে হইয়াছিল,—ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে,—

و كان ذلك يوم عاشر الشهر كما قاله بعض الحفاظ و فيه رد لقول اهل الهيئة الخ -

"চান্দ্রমাসের ১০ই তারিখে ঐ সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল—কোন কোন 'হাফেজ; এই কথা বলিয়াছেন। অতএব চান্দ্রমাসের শেষ (অমাবস্যা) দিবস ব্যতীত যে সূর্য্যগ্রহণ হইতে পারে না,

জ্যোতিষ শাস্ত্রের এই দাবী এতদ্দ্বারা বাতেল হইয়া গেল।" (১) কোন কোন হাফেজ বলিলেন—আর অমনি যুগযুগান্তের পরীক্ষিত সব প্রত্যক্ষ সত্য একদম বাতেল হইয়া গেল। যাহাহউক সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতগণ যুক্তির দিক দিয়া এইরূপ বর্ণনার ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। এমাম এবনে-তাইমিয়া উল্লিখিত পুস্তকে বলিতেছেন :—

ومن نقل انه مات فی عاشر الشهر فهو کذب -

অর্থাৎ যে ব্যক্তি একথা বলে যে মাসের দশম তারিখে এব্রাহিমের মৃত্যু ঘটিয়াছিল, সে মিথ্যাবাদী।

মোছনাদে বাজ্জারে, এবনে মাছউদ হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত ১১ই রমজান তারিখে পরলোক-গমন করেন। (ফৎহুলবারী ১৮—৯৮) কিন্তু এব্নে-শাইবা, আবু ছাইদ খুদরির প্রমুখাৎ রেওয়ায়ত করিয়াছেন—১৮ই রমজান তারিখে আমরা হজরতের সঙ্গে খাইবর অভিযানে বহির্গত হইয়াছিলাম। স্বয়ং এব্নে হাজর বলিতেছেন, হাদিছটী হাছান বটে কিন্তু তবুও ইহা ভ্রম। কারণ রমজান মাসে হজরত মক্কা বিজয় অভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন। (ঐ, ১৬-৩)

বিংশতি প্রমাণ।

এই দুইটী হাদিছ ছাহাবীগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত। কিন্তু, যে হেতু ঐ বিবরণগুলি প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত, সেই জন্য আমরা ঐ গুলিকে অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইতেছি।

একটী হাদিছে বর্ণনা করা হইয়া থাকে যে, 'হজরত খাইবারের এহুদীদিগকে 'যিজ্য়া' কর হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন এবং এজন্য তাহাদিগকে একখানা ছনদও লিখিয়া দিয়াছিলেন।' মোল্লা আলী কারী (২) যুক্তির হিসাবে নিম্নলিখিতরূপ কারণ দর্শাইয়া এই হাদিছটীকে অসত্য ও বাতিল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন :—

(১) বর্ণিত ছনদ বা দলিলে ছায়াদ-বেন-মায়াজ সাক্ষর করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ হাদিছে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু তিনি পরীখা সমরের সময় পরলোক গমন করেন। অর্থাৎ বর্ণিত ঘটনার পূর্ব্বে ছায়াদের মৃত্যু হইয়াছে।

(২) মাআবিয়াকে এই দলিলের লেখক বলিয়া হাদিছে বর্ণনা করা হইয়াছে। অথচ তিনি এই ঘটনার (এক বৎসর) পরে মক্কাবিজয়ের পর—৮ম সনে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার লেখক হওয়া অসম্ভব। অতএব হাদিছটী মিথ্যা।

(৩) ইহা সপ্তম সনের ঘটনা। যিজ্য়ার হুকুম তখনও হয় নাই! তাবুক যুদ্ধের পর নবম হিজরীতে যিজয়ার আয়ত নাজেল হয়। সুতরাং হাদিছটী অসত্য।

(৪) ঐ দলিলে লেখা আছে (বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে) যে, এহুদীদিগকে বেগার খাটান হইবে না। অথচ হজরতের সময় বেগার লইবার পদ্ধতি আদৌ প্রচলিত ছিল না।

(১) মেস্কাত—সূর্য্যগ্রহণের নমাজ-প্রকরণ। (২) মাউজুআৎ ১০৩ পৃষ্ঠা।

(৫) বিশেষ করিয়া খাইবারের এহুদীদিগকে যিজ্‌য়া হইতে মুক্তি দেওয়ার কোন কারণ নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, সমালোচনার এই ধারা অধুনা এক প্রকার পরিত্যক্ত হইয়াছে।

এই সকল উদাহরণ দ্বারা আমরা দেখিলাম যে ঃ—

(ক) আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য ও যুক্তি প্রমাণের দ্বারা যদি কোন হাদিছের অবিশ্বাস্যতা প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে, তাহার ছনদ ছহি হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে অগ্রাহ্য কারতে হইবে।

(খ) যুক্তির হিসাবে, এইরূপে হাদিছ অগ্রাহ্য করা আধুনিক লেখকগনের নূতন আবিষ্কার নহে। ছাহাবীগণের যুগ হইতে বিজ্ঞ মোহাদ্দেছগণের সময় পর্য্যন্ত এই ধারা অনুসারে হাদিছের বিচার করার প্রথা প্রচলিত ছিল।

এখানে আর একটা নিবেদন এই যে, শেষোক্ত উদাহরণ গুলির মধ্যে কোন কোনটী সম্বন্ধে, যাঁহারা রেওয়ায়ত গ্রাহ্য করেন, এবং যাঁহারা অস্বীকার করেন এই দুই দলে বাদানুবাদ চলিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, আমরা ঐ মতানৈক্যের বিচার ও মীমাংসা করার জন্য উদাহরণগুলি উপস্থিত করি নাই। আমাদের একমাত্র প্রতিপাদ্য এই যে, বহু গণ্যমান্য মোহাদ্দেছ ও এমাম, যুক্তির হিসাবে হাদিছের বিশ্বস্ততা অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যেক স্থলে সঙ্গত কিনা—এক্ষেত্রে তাহা আমাদের দ্রষ্টব্য নহে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হাদিছের শ্রেণী বিভাগ।

হাদিছের পরিভাষা, বিভাগ ও তাহার নিয়মাবলী সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ না করিয়া লইলে, এছলামের ইতিবৃত্ত বা হজরতের জীবনী যথাযথভাবে আলোচনা করা, বা তৎসংক্রান্ত সূক্ষ্ম আলোচনাগুলি সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হইবে না। কেবল ইতিহাস ও জীবনীই নহে—এছলামের কোন একটা অংশ সম্বন্ধে উত্তমরূপে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, হাদিছের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। তাই আমরা নিম্নের কয়েক অধ্যায়ে, হাদিছ সংক্রান্ত কতকগুলি আবশ্যকীয় কথা প্রকাশ করার চেষ্টা করিব। বিভিন্ন পুস্তকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং নানাপ্রকার মতানৈক্য ও জটিল তর্ক-বিতর্কের স্তূপের মধ্য হইতে, সেগুলিকে সংগ্রহ করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশ করিতে যাওয়া যে কতটা শ্রমসাধ্য ব্যাপার, অভিজ্ঞ পাঠক তাহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিতেছেন। যাহা হউক, আল্লাহ যতটুকু শক্তি দিয়াছেন, সেই অনুসারে, সঠিক নোখ্‌বাতুল্‌ফেক্‌র, মোকদ্দমা এবনুছ-ছালাহ, ফৎহুল মুগীছ, মোকদ্দমা মোহাক্কেক দেহলবী, শাহ আবদুল আজিজ কৃত ওজ্জালায় নাফেয়া এবং বিভিন্ন হাদিছ ও তাহার টীকা সমূহের উপক্রমণিকা হইতে নিম্নে কতকগুলি জ্ঞাতব্য সংগ্রহ করিয়া দিতেছি।

প্রাথমিক বিভাগ।—সর্ব্ব প্রথমে হাদিছ তিন ভাগে বিভক্ত :—

১ম, হজরত যে সকল কথা বলিয়াছেন,—ইহাকে 'কাওলী' قولي হাদিছ বলা হয়।

২য়, হজরত যে সকল কাজ করিয়াছেন,—এগুলির নাম 'ফেলী' فعلي হাদিছ।

৩য়, হজরতের সম্মুখে যে কোন কাজ করা হইয়াছে, অথচ হজরত তাহার কোনরূপ প্রতিবাদ করেন নাই। অর্থাৎ হজরত মৌনাবলম্বন দ্বারা সেই কার্য্যে প্রকারান্তরে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন। এই শ্রেণীর হাদিছগুলিকে 'তাক্‌রিরী' تقريري বলা হয়। (১)

---

(১) তাক্‌রিরী হাদিছ সম্বন্ধে বিশেষরূপে প্রতিপন্ন হওয়া চাই যে, হজরতের সম্মুখে ঐ কাজ করা হয় ও হজরত তাহা সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইয়াছিলেন, এবং সে সময় বা তাহার পরবর্ত্তী কোন সময়ে সেই কাজের বা সেই শ্রেণীর কাজের প্রতি কোন প্রকার অসন্তোষ বা বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করেন নাই। বর্ণিত গ্রন্থকারগণের পুস্তকে আমরা যতদুর দেখিতে পারিয়াছি—ঐ প্রকার কোন নিয়ম স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ না থাকায়, ই ধারাটী স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হইত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হাদিছের সংজ্ঞা।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, **হজরত যাহা বলিয়াছেন বা করিয়াছেন, অথবা মৌনাবলম্বনে যে কার্য্যে প্রকারান্তরে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন, সেইরূপ কাজ ও কথার বিবরণের নাম—'হাদিছ'।** কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে এই 'হাদিছ' শব্দের ব্যবহার এত সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে যে, ছাহাবীদিগের কথা ও কাজ, এমনকি ক্রমে তাঁহাদের বহু পরবর্ত্তী লোকদিগের উক্তিও হাদিছ নামে কথিত হইয়া থাকে।

ছনদ হিসাবে বিভাগ।

ছনদ হিসাবেও হাদিছ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। হাদিছের ছনদ বা সূত্র-পরম্পরা যদি হজরত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া থাকে;—যেমন ছাহাবী বলেন, হজরত এইরূপ করিয়াছেন বা বলিয়াছেন,—তাহা হইলে সেই হাদিছকে 'মারফু' مرفوع বলা হয়। যদি ছাহাবীর পরবর্ত্তী লোকেরা—তাবেয়ীগণ—বলেন যে, অমুক ছাহাবী এইরূপ করিয়াছেন বা এই কথা বলিয়াছেন, তাহা হইলে এই বিবরণের নাম 'মৌকুফ' হাদিছ। যেমন তাবেয়ী বলেন, ওমর এইরূপ বলিয়াছেন, আবুবকর ইহা করিয়াছেন, ইত্যাদি। যে হাদিছের শেষসীমা কোন তাবেয়ী পর্য্যন্ত গিয়া স্থগিত হইয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যাহাতে কোন তাবেয়ীর কথা বা কাজের বর্ণনা করা হয়, তাহাকে 'মাকৃতু' مقطوع হাদিছ বলা হয়। যেমন, "কেহ বলে, হাছন বাছারি ইহা বলিয়াছেন, বা কা'ব-আহবার ইহা করিয়াছেন।" ইত্যাদি।

হাদিছের শেষ রাবী হইতে প্রথম বা মূল রাবী পর্য্যন্ত, একজন রাবীও যদি পরিত্যক্ত না হয়, তাহা হইলে সেই হাদিছকে 'মোত্তাছাল' متصل হাদিছ বলা হয়। আর যদি উহার মধ্য হইতে কোন রাবী পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে 'মোন্‌কতা' منقطع বলা হয়। ইহার আবার তিন শ্রেণী আছে। আমাদের তাহার আবশ্যক নাই। আমরা মোটের উপর মোত্তাছাল ও গায়র-মোত্তাছাল متصل و غير متصل বা সংলগ্ন সূত্র ও অসংলগ্ন সূত্র বলিয়া দুই ভাগ করিয়া উপস্থিত ক্ষান্ত থাকিতে পারি। এখানে আমরা দেখিতেছি, পূর্ব্বোক্ত মারফু মাউকুফ ও মাকতু' হাদিছগুলি আবার সংলগ্ন ও অসংলগ্ন এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

ছাহাবী ও তাবেয়ীর সংজ্ঞা।

ছাহাবী শব্দে দীর্ঘ ইকার বা ي সম্বন্ধ বাচক অব্যয়। যাঁহারা হজরতের 'ছোহবৎ' বা সাহচর্য্য লাভ করিয়াছেন, অভিধানের হিসাবে তাঁহাদের সমষ্টিগত নাম 'ছাহাবা'। এই সমষ্টির প্রত্যেক ব্যষ্টিকে স্বতন্ত্রভাবে ছাহাবী বলা যাইতে পারে। ছাহাবীর শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা লইয়া ঘোর মত-বিরোধ দেখা যায়। অধিকাংশের মত এই যে, "যে কোন মুছলমান—মুছলমান থাকার অবস্থায়—হজরতের সাহচর্য্য লাভ

করিয়াছিলেন, এবং মুছলমান থাকার অবস্থায় তাঁহার মৃত্যুও হইয়াছিল, ছাহাবী বলিতে তাঁহাকে বুঝাইবে।" (নোখবা, ৮১)

"যে কোন ব্যক্তি (মুছলমান হওয়ার শর্ত্ত এখানে নাই!) কোন ছাহাবার সহিত সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন, তিনি তাবেয়ী।" (ঐ, ৮৪)

অতএব যে কোন এহুদী, খৃষ্টান, অগ্নিপূজক ও পৌত্তলিক কোন একজন ছাহাবাকে দেখিয়াছে, সেও তাবেয়ী।

ছাহাবীদিগের ঠিক সংখ্যা কত, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব। হজরতের পরলোক গমনের পূর্ব্বে সমগ্র হেজাজ, এমন, ওম্মান, বাহরায়ন, এমামা, হাজরামাওত, নাজদ, নাজরান, দাওমাতুল-জান্দাল, খায়বার, তাবুক, গাছ্ছান প্রভৃতি আরবের প্রায় সমুদয় প্রদেশের যাবতীয় লোক, এছলামে দীক্ষিত হইয়াছিল। ইউরোপীয় লেখকগণের মতেও তাহাদের সংখ্যা দশ লক্ষের কম হইবে না। এই দশ লক্ষের মধ্যে ১ লক্ষ ১৪ হাজার জন হজরতের সাহচর্য্য বা দর্শন লাভ করিয়াছিলেন, মোহাদ্দেছ আবুজারআ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (১) যাহা হউক, মোটামুটি ভাবে আমরা ছাহাবীদের সংখ্যা এক লক্ষ বলিয়া ধরিয়া লইতেছি। (২) ইহাদের মধ্যে সর্ব্বশেষে পরলোক গমন করিয়াছেন—আবুতোফেল আমের-এবনে-ওয়াছেলা। ইহার মৃত্যু হয় হিজরী ১০২ সনে। (১) হিজরীর প্রথম শতাব্দীতে মুছলমানগণ কোন কোন দেশ জয় করিয়াছিলেন, এবং এই লক্ষাধিক ছাহাবী কিরূপে দেশ দেশান্তরে ছড়াইয়া পড়িয়াছিলেন, অভিজ্ঞ পাঠককে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। এখানে এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, ইহা মহামতি খলিফা ওমর-বেন-আবদুল-আজীজের রাজত্বের শেষ সময়। এই সময়, মধ্য-এশিয়ার প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে বহু ছাহাবা ছড়াইয়া পড়েন, ঐ সকল প্রদেশের সমস্ত মুছলমান ও অমুছলমান, যাঁহারা কখনও কোন মতে জনৈক ছাহাবীর দর্শন লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই যখন তাবেয়ী পদবাচ্য, তখন এই তাবেয়ীদিগের সংখ্যা যে কত, এবং তাঁহাদের বর্ণিত মাউকুফ এবং মাক্‌তু হাদিছের গুরুত্ব যে কিরূপ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

রাবী হিসাবে বিভাগ। সূত্র-পরম্পরায় যে সকল রাবীর নাম আছে, তাঁহাদের ব্যক্তিত্বের হিসাবে হাদিছ আবার তিন প্রকার—ছহি, হাছান ও জঈফ।

ছহি হাদিছের সংজ্ঞা ও সর্ত্ত। ছহি হাদিছের প্রত্যেক রাবীই নিম্নলিখিত গুণ সম্পন্ন ও দোষ বর্জ্জিত হইবেন :—

(১) মোকদ্দমা এবনুছ-ছালাহ ১৫১; তাদরিব ২০৬।

(২) বিস্তৃত আলোচনার জন্য মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল-বাকী বিরচিত 'ছাহাবীর সংখ্যা ও শ্রেণী' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন,—আল-এছলাম, ১৩২৩ সাল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

১ম। আদালৎ বা সাধুতা এবং ন্যায়নিষ্ঠা ও ধর্ম্মভীরুতা তাঁহাদের প্রকৃতিগত হইবে। অর্থাৎ তাঁহারা কোন অবস্থায় কোন প্রকার শের্ক (অংশীবাদ) বেদ্আৎ (ধর্ম্মের অতীত আচার বা বিশ্বাস) ও 'ফেছকে' স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অনুসারেই লিপ্ত হইবেন না।

২য়। কাপুরুষতা, নীচ প্রকৃতি, সুরুচিহীনতা এবং এই শ্রেণীর সকল প্রকার ঘৃণিত কার্য্য ও ভাব হইতে তাঁহারা দূরে থাকিবেন। অর্থাৎ ধর্ম্মের ন্যায় রুচির দিক দিয়াও কোন প্রকার নীচকার্য্যে তাঁহারা লিপ্ত হইবেন না।

৩য়। প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ মাত্রায় ধারণা শক্তি সম্পন্ন تام الضبط হইবেন :—অর্থাৎ—

(ক) বিবরণগুলিকে এমন সতর্কতার সহিত স্মরণ করিয়া রাখিবার পূর্ণশক্তি তাঁহাতে থাকিবে, যাহাতে যে কোন সময় আবশ্যক, তিনি সেই সম্পূর্ণ বিবরণটী যথাযথ ভাবে আবৃত্তি করিতে পারেন। অথবা—

(খ) বিবরণ শ্রবণের সময় হইতে তাহা বিবৃত করার সময় পর্য্যন্ত, নিজের পুস্তকে এমন সাবধানতা ও যোগ্যতার সহিত তিনি সেগুলিকে সঙ্কলিত করিয়া রাখিয়াছেন যে, তাহাতে কোন প্রকার ভ্রমপ্রমাদ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

মনে করুন,—'ক' একজন রাবী এবং তিনি যে সত্যবাদী ও নীতিবান, তাহাও সর্ব্ববাদীস্বীকৃত। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবে কিম্বা বার্দ্ধক্য রোগ শোক বা অন্য কোন প্রকার আকস্মিক কারণে, তাঁহার স্মৃতিশক্তি বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে—অথবা তিনি অন্ধ হইয়া যাওয়ায় বা অন্য কোন কারণে তাঁহার পুস্তক সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে—অথবা অন্য কোন লোকের পক্ষে সেই মুসাবিদায় কোন কথার যোগ বিয়োগ করার সুবিধা ঘটিয়াছে ;—এ অবস্থায় সত্যবাদী ও নীতিবান 'ক'-এর হাদিছ 'ছহি' বলিয়া পরিগণিত হইবে না।

৪র্থ। হাদিছটী মোত্তাছাল ছনদ (সংলগ্নসূত্র) সহকারে বর্ণিত হওয়া চাই। সুতরাং যে হাদিছের রাবী-পরম্পরা হইতে এক বা একাধিক রাবী পরিত্যক্ত হইয়াছে, তাহা 'ছহি' সংজ্ঞাভুক্ত হইবে না।

৫ম। সেই রেওয়ায়তটী 'মোআল্লাল' معلل হইবে না।

'মোআল্লাল' সেই হাদিছকে বলা হয়, যাহাতে প্রকাশ্যতঃ কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না, বরং 'ছহি' হওয়ার সমস্ত শর্ত্তই তাহাতে পাওয়া যায়। কিন্তু তৎসত্বেও তাহাতে এমন সকল প্রচ্ছন্ন ও মারাত্মক দোষ ত্রুটী থাকে যে, বিশেষজ্ঞ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ ব্যতীত

(১) এছাবা, ২য় খণ্ড ৬৭০ ও মাউজুআৎ।

(২) যাহা ধর্ম্মতঃ অবশ্য-কর্ত্তব্য—ওয়াজেব, তাহা ত্যাগ করা বা যাহা অবশ্য-ত্যাজ্য (হারাম) তাহা করা "ফেছ্ক"। যেমন নামাজ রোজা ত্যাগ বা মদ্যপান, নরহত্যা, ব্যভিচার ইত্যাদিতে লিপ্ত হওয়া। যে এইরূপ করে সে "ফাছেক্"।

অন্যের পক্ষে সে দোষগুলির অনুধাবন করা অসম্ভব। যেমন, হাদিছের বর্ণিত বিষয়টী প্রকৃতপক্ষে ছাহাবীর উক্তি, কিন্তু পরবর্ত্তী রাবী ভুলক্রমে (বা অন্য কোন কারণে) তাহাকে হজরতের উক্তি বলিয়া বর্ণনা করিতেছেন। বহু অনুসন্ধান ও অভিজ্ঞতার ফলে এই সকল সূক্ষ্ম ও মারাত্মক ক্রটীগুলি ধরা পড়ে।

৬ষ্ঠ। ঐ হাদিছ 'শাজ' شاذ হইবে না ;—অর্থাৎ আলোচ্য হাদিছের রাবী নিজ অপেক্ষা বিশ্বস্ততম রাবীর বর্ণিত হাদিছের বিপরীত কোন বিষয়ের বর্ণনা করিবেন না।

এই ছয়টী কঠোর শর্ত্ত যে হাদিছের মধ্যে পূর্ণভাবে পাওয়া যাইবে, তাহাকে 'ছহি' বলা হইবে।

যদি রেওয়ায়তে ছহি হাদিছের অন্য সকল শর্ত্ত পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকে, কেবল ৩য় দফার বর্ণিত শর্ত্ত সম্বন্ধে কিছু ক্রটী থাকে। কিন্তু নানা সূত্রে ঐ হাদিছের রেওয়ায়ত হওয়ায় ঐ ক্রটীর ক্ষতিপূরণ হইয়া যায়। তাহা হইলে ঐ হাদিছকে صحيح لغيره (অন্যের সাহায্যে ছহী) বলা হয়। আমরা ইহাকে ২য় শ্রেণীর ছহি বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি।

হাছান্ হাদিছ।

কিন্তু যদি ঐ প্রকারে ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে সেই হাদিছকে 'হাছান্' বলা হয়।

ছহি ও হাছান হাদিছ সম্বন্ধে বর্ণিত এক বা একাধিক শর্ত্তের অভাব হইলে সেই হাদিছকে 'জঈফ' বা দুর্ব্বল বলা হয়। বলা বাহুল্য যে, যে হাদিছে যত অধিক সংখ্যক শর্ত্তের অভাব হইবে, সে হাদিছ তত অধিক জঈফ (দুর্ব্বল) বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে।

জঈফ হাদিছ।

এই বর্ণনায় আমরা দেখিলাম যে, রাবীর প্রতি দুই দিক দিয়া দোষারোপ হইতে পারে। প্রথম, তাঁহার নৈতিক অবস্থার দিক দিয়া এবং তাহার পর (হাদিছ গ্রহণ ও তাহা যথাযথ ভাবে বর্ণনা বিষয়ে) তাঁহার স্মরণশক্তি ও সতর্কতার দিক দিয়া। এই সকল দোষারোপকে মোহাদ্দেছগণের ভাষায় 'তাআন্' طعن বলা হয়।

রাবীর প্রতি তাহার ধর্ম্ম ও নীতির দিক দিয়া পাঁচ প্রকার এবং স্মরণ ও ধারণা শক্তি ইত্যাদির হিসাবে পাঁচ প্রকার, একুনে ১০ প্রকার, 'তাআন্' বা দোষারোপ হইতে পারে। প্রথম পাঁচ প্রকার হইতেছে ঃ—

রাবীর ১০ প্রকার দোষ বা 'তাআন্'।

[১] যদি প্রমাণিত হয় যে, কোন হাদিছের রাবী কখনও হাদিছ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিয়াছে, তাহা হইলে সেই হাদিছকে 'মাউজুঅ' موضوع প্রক্ষিপ্ত বা জাল আখ্যা দেওয়া হইবে। যেমন, প্রমাণিত হইল যে, আবদুল্লাহ এক সময় নিজে একটা মিথ্যা হাদিছ তৈরী করিয়াছিল, বা জ্ঞাতসারে সে কোন মিথ্যা হাদিছকে বেমালুম ভাবে চালাইয়া দিবার চেষ্টা

করিয়াছিল। তাহা হইলে সে জীবনে যখন যে কোন হাদিছ বর্ণনা করিবে, তাহা জাল বা 'মাউজুঅ' বলিয়া পরিগণিত হইবে। (১)

[২] যদি রাবীর বিরুদ্ধে কথিত মতে হাদিছ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলার কোন প্রমাণ না থাকে, কিন্তু তদ্ব্যতীত সাধারণভাবে তাহার মিথ্যা কথা বলার অখ্যাতি থাকে, তাহা হইলে এইরূপ রাবী কর্ত্তৃক বর্ণিত হাদিছ 'মাৎরূক্' বা পরিত্যক্ত বলিয়া কথিত হয়।

ওছুল-শাস্ত্রকারেরা বলেন,—প্রথম দফার বর্ণিত রাবীর হাদিছ কস্মিনকালেও কোন অবস্থাতেই গৃহীত হইতে পারিবে না। কিন্তু দ্বিতীয় দফার বর্ণিত রাবী যদি 'তওবা' করে এবং তাহার পর সত্যবাদীর সমস্ত লক্ষণ ও প্রমাণ তাহাতে পূর্ণভাবে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার—সংশোধনের পরে বর্ণিত—হাদিছগুলি গ্রহণ করা যাইতে পারে। ক্বচিৎ কদাচিৎ যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলিয়াছে, তাহার হাদিছকে মাৎরূক্ বা পরিত্যক্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে একদল মোহাদ্দেছ প্রস্তুত নহেন।

[৩] যদি হাদিছের মধ্যে এক বা একাধিক রাবী এরূপ থাকে যে, রেওয়ায়তে তাহাদের নাম ও পরিচয়ের উল্লেখ নাই এবং অপর কোন বিশ্বস্ত-সূত্র দ্বারা ঐ পরিত্যক্ত-নামা রাবীর পরিচয় জ্ঞাত হওয়াও সম্ভবপর নহে, তাহা হইলে ঐ হাদিছকে 'মোবহাম' مبهم বা অস্পষ্ট বলা হয়। অস্পষ্ট হাদিছ অগ্রাহ্য। কারণ রাবী বিশ্বস্ত কি না, হাদিছ সম্বন্ধে ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রথম আবশ্যক। কিন্তু রাবীর নাম ধাম জানা না থাকিলে সে পরীক্ষা অসম্ভব। অনেক সময়, বিশেষতঃ ইতিহাসে, রাবীগণ বলেন—'আমি একজন ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছি, একজন বিশ্বস্ত লোক আমাকে বলিয়াছে'—ইত্যাদি, ইহাও অগ্রাহ্য। কারণ যে রাবী ঐ কথা বলিতেছেন, তাঁহার জ্ঞান বিশ্বাস মতে অপ্রকাশিত নামের রাবীটী ভাল ও বিশ্বস্ত হইতে পারেন। কিন্তু এমনও হইতে পারে যে, তাঁহার বিশ্বাস ভুল, তিনি যাঁহাকে বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করিতেছেন, বাস্তবিক তিনি বিশ্বস্ত নহেন। (২)

কোন কোন লেখক বলিয়াছেন—যদি রেওয়ায়তে ছাহাবার নাম পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতে কোন দোষ হইবে না। কারণ সেখানে পরীক্ষার কোন আবশ্যক নাই। —ছাহাবা ত সকলেই বিশ্বস্ত। কিন্তু আমাদের মতে ইহা সমীচীন সিদ্ধান্ত নহে। ইহাতে বর্ণিত এক লক্ষ ছাহাবীর প্রত্যেককে সর্ব্বতোভাবে বিশ্বস্ত (বা প্রকারান্তরে মা'ছুম) বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, ছাহাবার নাম জানা না থাকিলে, সেই রেওয়ায়ত কথনই বিশ্বাস্য

(১) মাউজু' হাদিছ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

(২) ইহার একটা স্পষ্ট উদাহরণ দিতেছি:—ঐতিহাসিক এবনে-এছহাক একস্থানে বলিতেছেন আমি একজন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু তদন্তে জানা যায় যে, এয়াকুব নামক এহুদী তাঁহার সেই বিশ্বস্ত লোক। মীজান—মোহাম্মদ এবনে এছহাক।

বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। হয়ত, তাবেয়ী এমন ছাহাবীর বরাত দিয়া হাদিছ বর্ণনা করেন, যে ছাহাবীর সহিত তাঁহার কস্মিনকালেও সাক্ষাৎ হয় নাই। অথবা অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্তসূত্রে সেই ছাহাবী হইতে ইহার বিপরীত হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। কিম্বা যে ছাহাবীর কথা উহ্য রাখা হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে হাদিছের বর্ণিত ঘটনায় উপস্থিত থাকা অসম্ভব। পক্ষান্তরে, সেই ছাহাবীর বিচক্ষণতা কতদূর, তাঁহার স্মরণশক্তি কিরূপ, ইত্যাদি ২য় দফার কোন ত্রুটী তাঁহাতে আছে কি না, তাহা জানিবারও কোনই উপায় থাকে না।

(৪) রাবী কোন প্রকার 'ফেছ্‌ক্' কাজে লিপ্ত হইবেন না।

এছলাম ধর্ম্মানুসারে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য (যেমন নামাজ রোজা ইত্যাদি) তাহা ত্যাগ করা—অথবা যাহা অবশ্য পরিহার্য্য বা হারাম, (যেমন মিথ্যা কথা বলা, পর-দার গমন, মদ্যপান, নরহত্যা ইত্যাদি) তাদৃশ কোন কাজ করাকে 'ফেছ্‌ক্' বলা হয় ; ইহার আভিধানিক অর্থ—ব্যভিচার।

(৫) রাবী কোনরূপ 'বেদ্‌আতে' সংশ্লিষ্ট হইবেন না।

ধর্ম্মতঃ যে সকল কাজ করিলে কোন পুণ্য নাই বা না করিলে কোন পাপ নাই, এহেন কাজকে অবশ্য-কর্ত্তব্য বা অবশ্য-পরিহার্য্য অর্থাৎ পুণ্য ও পাপের কারণ বলিয়া মনে করা—এবং এছলাম যেরূপ বিশ্বাস পোষণ করিতে বলে নাই বা নিষেধ করে নাই, এরূপ বিশ্বাষ বা অবিশ্বাস পোষণ করা ; এই শ্রেণীর আমল ও আকিদা অর্থাৎ অনুষ্ঠান ও বিশ্বাসের নাম—'বেদ্‌আৎ'। বলা আবশ্যক, বেদ্‌আতের সংশ্রব অধিকতর বিশ্বাসের (আকিদার) সহিত। কুসংস্কার ও দেশাচার কালক্রমে ধর্ম্মের আসন অধিকার করিয়া বসে এবং ইহার ফলে মানুষের যে ক্ষতি হয়, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এছলাম প্রথম হইতে উহার মূলোৎপাটন করিয়া রাখিয়াছে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা কঠোর তাকিদ সহকারে মুছলমানদিগকে ঐ 'বেদ্‌আৎ' হইতে আত্মরক্ষা করিতে আদেশ দান করিয়া গিয়াছেন। এই নিরক্ষর সংস্কারক, সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধেও যে কিরূপ গভীর জ্ঞান ও সর্ব্বদর্শী অন্তর্দ্দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই ব্যাপার হইতেও তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

বেদ্‌আতের সংজ্ঞা।

রাবীর চরিত্রাদির দিক দিয়া তাহার প্রতি যে পাঁচ প্রকার দোষারোপ হইতে পারে, তাহা উপরে বর্ণিত হইল। এখন স্মৃতি ও যোগ্যতাদির দিক দিয়া তাহার প্রতি যে পাঁচ প্রকার দোষারোপ হওয়া সম্ভব, নিম্নে তাহা বিবৃত হইতেছে :—

১। অবহেলা—রাবী হাদিছ শ্রবণ করার সময় বা তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতে অবহেলা করিতেন।

২। ভ্রমপ্রমাদ—অন্য লোকের নিকট হাদিছ বর্ণনা করিবার বা হাদিছ শুনাইবার সময় তাঁহার অনেক ভুল হইত।

৩। রাবী হাদিছের 'ছনদে' বা 'মতনে' বিশ্বস্ত রাবীদিগের বিপরীত কথা বলিয়া থাকেন।

৪। হাদিছ বর্ণনায় রাবীর মনে অধিক সন্দেহের উদ্রেক হওয়া, অথবা এক হাদিছের ছনদ বা মতনকে অন্য হাদিছের ছনদ বা মতনে ঢুকাইয়া দেওয়া, মাউকুফ হাদিছকে মারফু' বলিয়া বর্ণনা করা, ইত্যাকার 'অহম্' বা বিভ্রম যদি কোন রাবী সম্বন্ধে সপ্রমাণ হয়।

৫। রাবীর স্মরণশক্তিতে দোষ থাকে।

আমাদের মোহাদ্দেছগণ, হাদিছ পরীক্ষার জন্য যে প্রকার কঠোর ও সূক্ষ্ম আইন কানুন প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন এবং এ সম্বন্ধে তাঁহারা যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন, জগতের কোন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যও কেহ তাহার শতাংশের একাংশ সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। যে সকল খৃষ্টান-লেখক হাদিছের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত করার জন্য আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাঁহারা হাদিছের সহিত তাঁহাদের মূল ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেলের ঐতিহাসিক ভিত্তির তুলনায় সমালোচনা করিলে বাধিত হইব।

উপরে যে পরিভাষাগুলি বর্ণিত হইল, উপস্থিত আমাদের জন্য তাহাই যথেষ্ট হইবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

"মার্‌ফু' হুকমী"।

আমরা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে 'মার্‌ফু' হাদিছের সংজ্ঞা অবগত হইয়াছি। হজরত যাহা বলিয়াছেন বা করিয়াছেন, অথবা তাঁহার সম্মতিক্রমে যাহা করা হইয়াছে, সেইরূপ কাজ ও কথার বর্ণনা যে হাদিছে আছে, তাহাকে মার্‌ফু' হাদিছ বলা হয়। বলা বাহুল্য যে, যে হাদিছ মার্‌ফু' নহে অর্থাৎ রছুলুল্লাহ পর্য্যন্ত যাহার সূত্র পৌঁছে না, এছলামের হিসাবে তাহার সহিত আমাদের বিশেষ কোন বাধ্যবাধকতা নাই। ছাহাবী বা তাবেয়ীদিগের প্রত্যেকেই আমাদের নবী বা রছুল নহেন বা তাঁহাদিগকে আমরা অভ্রান্ত নিষ্পাপ ও মা'ছুম বলিয়া মনে করি না। সুতরাং তাঁহাদের কথা বা কাজকে আল্লার কোর্‌আন ও রছুলের হাদিছের ন্যায় অবশ্য-মান্য বলিয়া আমরা স্বীকার করি না। কেবল স্বীকার করি না—তাহাই নহে, বরং এইরূপ স্বীকার করাকে এছলামের অতীত ও অতিরিক্ত একটা নূতন ধর্ম্মের সৃষ্টি ও ধর্ম্মদ্রোহ বলিয়া বিশ্বাস করি। আশা করি, আমাদের সহিত অনেকেই—অন্ততঃ বাহ্যতঃ—ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

হাদিছের কেতাবে এবং ইতিহাস ও তফছির গ্রন্থে, এমন বহু হাদিছ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাতে ছাহাবী ও তাবেয়ী একটা ঘটনার উল্লেখ করেন মাত্র। কিন্তু ঘটনাটা যে তিনি কি সূত্রে অবগত হইলেন, সে কথা আদৌ প্রকাশ করেন না। অনেক সময়ই এরূপ দেখা যায় যে, ঐ হাদিছের মূল বর্ণনাকারী যিনি, বর্ণিত ঘটনায় তাঁহার উপস্থিতি সম্পূর্ণ অসম্ভব। মনে করুন—এবনে-আব্বাছ বহু হাদিছে হজরতের জন্ম সময়ের অবস্থা এবং তৎকালে নানা প্রকার অলৌকিক কাণ্ডকারখানা সংঘটিত হওয়ার কথা বর্ণনা করিতেছেন। এবনে-আব্বাছ এই সকল বিবরণ কাহার মুখে শুনিয়াছেন, তিনি তাহা কিছুই বলেন না। অথচ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, হজরতের ৫০ বৎসর বয়সের সময় এবনে-আব্বাছের জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং প্রশ্ন উঠিতেছে যে, এরূপ অবস্থায় ঐ হাদিছগুলিকে কোন শ্রেণীভুক্ত করা হইবে? মোহাদ্দেছগণ সাধারণ ভাবে বলিতেছেন যে, ঐগুলিও 'মার্‌ফু' হাদিছ, অর্থাৎ উহাও হজরতের কথা ও কাজের ন্যায় গণ্য হইবে। দুই একজন মোহাদ্দেছ, যাঁহারা এই দলছাড়া হইয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন,—

মার্‌ফু হুকমী হাদিছের ব্যাখ্যা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

এ কেমন কথা ? ঘটনার সাক্ষ্য যিনি তাঁহার জন্ম হইল ঘটনার ৫০ বৎসর পরে, তিনি কাহার নিকট হইতে শুনিয়াছেন তাহাও তিনি বলিবেন না, অথচ আপনারা বলিতেছেন—ধরিয়া লইতে হইবে যে, তিনি হজরতের নিকট হইতে শুনিয়াই বলিয়াছেন ; এ কেমন যুক্তি ! কিন্তু অধিকাংশ যে দলে তাঁহারা বলিতেছেন—ঘটনার সময় উপস্থিত থাকা অসম্ভব হইলেও এবং 'হজরতের মুখে শুনিয়াছি', ইহা না বলিলেও, মনে করিয়া লইতে হইবে যে, তিনি নিশ্চয়ই হজরতের বা অন্য কোন প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবার মুখে শুনিয়াই বলিয়াছেন।

তাঁহারা বলিতেছেন :—

(১) যে সকল ছাহাবা এহুদী বা খৃষ্টানদিগের পুথিপুস্তকাদি হইতে কোন বিবরণ গ্রহণ বা বর্ণনা করেন না, তাঁহারা যদি এমন কোন বিষয়ের সংবাদ দেন যাহাতে 'এজতেহাদ' * করার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহা হইলে তাঁহাদিগের বর্ণনাগুলিও মারফু' হাদিছ বলিয়া গণ্য হইবে। যেমন পয়গম্বরগণের অতীত কেচ্ছা-কাহিনী, দুনয়ার সৃষ্টি সম্বন্ধে পুরাতত্ত্ব, অথবা ভবিষ্যতে যে সকল যুদ্ধ বিগ্রহ, বিপ্লব বিদ্রোহ, ফেৎনা ফছাদ ইত্যাদি সংঘটিত হইবে ; কিম্বা যেমন কেয়ামতের ময়দানের বিভীষিকার বর্ণনা ; অথবা কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য কোন বিশেষ ছওয়াব বা আজাবের (পুণ্যের বা দণ্ডের) প্রতিশ্রুতি, এই সকল বিষয় হজরতের মুখ হইতে না শুনিয়া বলিবার কোন উপায় নাই।

মারফু হুকমীর শর্ত্ত চতুষ্টয়।

(২) অথবা, ছাহাবী যদি এমন কোন কাজ করেন যে, এজতেহাদ দ্বারা সেরূপ কাজ করা অসম্ভব—অর্থাৎ, হজরতকে সেইরূপ কাজ করিতে না দেখিলে, তাঁহারা সেইরূপ কাজ করিতেন না —তাহা হইলে ছাহাবীর সেই কাজও হজরতের কাজের ন্যায় বলিয়া পরিগণিত হইবে।

(৩) অথবা, ছাহাবী যদি প্রকাশ করেন যে, হজরতের সময় আমরা এইরূপ করিতাম বা এইরূপ করা হইত—ইত্যাদি, তবে তাহাও মারফু' হাদিছবৎ পরিগণিত হইবে। সাধারণতঃ মনে করা হইয়া থাকে যে, ঐ কাজ মন্দ হইলে হজরত তাহা নিষেধ করিয়া দিতেন। পক্ষান্তরে উহার নিবারণ আবশ্যক হইলে আল্লাহ্ হজরতকে ঐ সকল কাজের বিষয় জানাইয়া দিতেন।

(৪) অথবা, ছাহাবী বলেন—'ছোন্নৎ এইরূপ'—ইত্যাদি।

(শেখ আবদুল্‌হক্—মোকদ্দমা)।

হাফেজ এবনে-হাজর এতদসম্বন্ধে এইরূপ যুক্তি দিতেছেন :—

لان اخباره بذلک يقتضي مخبرا له ' وما لا مجال للاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقايل به ' ولا موقف للصحابة الا النبي صلعم او بعض من يخبر من الكتب القديمة ' فلهذا وقع الاحتراز عن القسم الثاني - (شرح نخبه - ص ٧٧)

* দার্শনিকভাবে, যুক্তিতর্কের হিসাবে সকল দিক আলোচনা পূর্ব্বক একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াকে 'এজতেহাদ' বলা হয়।

অর্থাৎ, যে সকল কথা নিজে বিবেচনা করিয়া বা যুক্তি খাটাইয়া বলা চলে না, ছাহাবীগণ যখন সেইরূপ কথা বলিবেন, তখন নিশ্চয় জানিতে হইবে যে অন্য একজন কাহারও মুখে শুনিয়াই তাঁহারা বলিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, ছাহাবীগণ হয় হজরতের মুখে শুনিবেন, অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে যাঁহারা গল্প বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের কাহারও মুখে অবগত হইবেন—ইহা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। সেই জন্য শেষোক্ত শ্রেণীকে বাদ দেওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ শ্রেণীর হাদিছ 'মারফু হুকমী' বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। (নোখবা—৭৭)।

এতদ্দ্বারা আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের পূর্ব্ব যুগের পণ্ডিতমণ্ডলী ছাহাবীগণের সমস্ত কথা ও কাজকে একেবারে বিনা শর্ত্তে (Unconditionally) 'মারফু হুকমী' বা প্রকারতঃ মরফু বলিয়া মানিয়া লন নাই। তাঁহারা বহু আলোচনা ও গবেষণা দ্বারা এমন কতকগুলি নিয়ম গঠন করিয়া দিয়াছেন, যাহার দ্বারা 'প্রকারতঃ মারফু' হাদিছগুলিকে ছাহাবীগণের ব্যক্তিগত কার্য্যকলাপ হইতে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই সকল নিয়মের মূলেও যে যুক্তিবাদ, তাহা আমরা অল্প পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। সুতরাং তাঁহাদের উল্লিখিত যুক্তিগুলি আমরাও পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি।

উপরোক্ত আলোচনার সার।

তাঁহারা যে সকল নিয়ম গঠন করিয়াছেন, তাহা হইতে আমরা সহজে এই সার সংগ্রহ করিতে পারি যে, ঐ হাদিছগুলিকে হজরতের হাদিছবৎ মান্য করার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ না থাকায় তাঁহারা যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ফলে যে হাদিছগুলি তাঁহাদের মতে যুক্তির হিসাবে 'মারফু' বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য, সেগুলিকে তাঁহারা 'মারফু' বা প্রকারতঃ হজরতের হাদিছ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। "যেখানে প্রত্যক্ষ শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাব, সেখানে যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে" এই যে মূলধারা বা Principle—সকলেই ইহা গ্রহণ করিয়াছেন। তবে যুক্তির হিসাবে তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তটী এবং তদুদ্ভূত নিয়মগুলি সঙ্গত কি না, সে স্বতন্ত্র কথা। আমরা এখন এই বিষয়টীর আলোচনা করিব।

ওছুল-লেখকগণের সমস্ত যুক্তির মূল ভিত্তি নিম্নলিখিত ধারণাগুলির উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে :—

(ক) ছাহাবীগণের পক্ষে মিথ্যা বলা অসম্ভব—তাঁহাদের প্রত্যেকই আদল্।

(খ) কতকগুলি কথা বা সংবাদ এরূপ আছে, যাহা অবগত হইতে হইলে, হয় তাহা হজরতের মুখে শুনিতে হইবে ; অথবা এহুদী ও খৃষ্টানদিগের পুস্তকাদি পাঠে বা তাহাদিগের প্রমুখাৎ অবগত হইতে হইবে ; এই দুই সূত্র ব্যতীত তাহা অবগত হইবার উপায়ান্তর নাই !

(গ) কোন ছাহাবী যখন ঐরূপ কোন কথা বলিবেন অথবা কোন অতীত বা ভবিষ্যৎ সংবাদ প্রদান করিবেন, তখন নিশ্চিতরূপে মনে করিতে হইবে যে, হয় তিনি

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রাচীন ধর্ম্ম শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া বা এহুদী ও খৃষ্টানদিগের প্রমুখাৎ শুনিয়া তাহা অবগত হইয়াছেন, অথবা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার মুখে তিনি ঐ সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়াছেন।

অতএব যখন কোন ছাহাবী ঐরূপ কোন কথা বলিবেন, এবং তিনি যে তাহা এহুদী বা খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া না যাইবে,—তখন, পূর্ব্ব-সিদ্ধান্ত অনুসারে, অগত্যা আমাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে যে, ছাহাবী হজরতের নিকট হইতে অবগত হইয়াই ঐ সকল বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। কাজে কাজেই প্রত্যক্ষভাবে না হইলেও, প্রকারতঃ ঐগুলি হজরতের উক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

আমাদের মতে, এই যুক্তি পরম্পরার মধ্যে লুক্কায়িত প্রধান অন্যায়-সিদ্ধান্ত (Fallacy) এই যে, কথিত লেখকগণ কোন কাজ করার প্রমাণাভাবকে, সেই কাজ না করার যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। আবদুল্লাহ্ এহুদীদিগের নিকট হইতে রেওয়ায়ত গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, অতএব (তাঁহাদের মতে) ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হইল যে, তিনি এহুদীদিগের রেওয়ায়ত কখনই গ্রহণ করেন নাই। ইহা অন্যায় ও অদার্শনিক সিদ্ধান্ত, সুতরাং যুক্তির হিসাবে অগ্রহণীয়। জগতে এরূপ অনেক লোক আছেন, যাঁহাদের দানশীলতার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, অথচ লোক-চক্ষের অগোচরে তাঁহারা দানশীল। এরূপ অনেক ব্যভিচারী লোক আছে, যাহাদের ব্যভিচারের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ফলতঃ عدم ثبوت الاخذ গ্রহণ করা প্রমাণিত না হওয়াকে, ثبوت عدم الاخذ গ্রহণ না করার প্রমাণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না।

অন্যায় সিদ্ধান্ত।

হজরতের লোকান্তর গমনের পূর্ব্বে এবং খলিফা চতুষ্টয়ের সময়ে, কোন্ কোন্ দেশ ও কোন্ কোন্ জাতি এছলামের পতাকাতলে সমাগত হইয়াছিল, পাঠক মনে মনে তাহার একটা হিসাব অনুমান করিয়া লউন। তাহার পর ঐ সকল দেশের অধিবাসিগণের ধর্ম্মবিশ্বাস সংস্কার এবং তাহাদের মধ্যে প্রচলিত পুরাণ-কাহিনী রূপকথা ও কিংবদন্তি ইত্যাদির অনুসন্ধান করিয়া দেখুন। তাহা হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, হজরতের সমসাময়িক অন্ততঃ দশ লক্ষ মুছলমান ও এক লক্ষ ছাহাবী, এবং এই ছাহাবীগণের সমসাময়িক লক্ষ লক্ষ মুছলমান, পূর্ব্বে পৌত্তলিক পার্সিক এহুদী বা খৃষ্টান ছিলেন। এহুদী ও খৃষ্টানদিগের বহু পুস্তক-পুস্তিকায় এবং পুরাণ-পুথিতে লিখিত এবং বাচনিক ভাবে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত বিশ্বাস ও সংস্কার এবং অতীত ও ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত কিংবদন্তি ও রূপকথা-গুলির প্রভাব, ইঁহাদিগের মধ্যে বিশেষ স্পষ্ট ও অত্যন্ত সাধারণভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। তৌরেৎ ও ইঞ্জিল ব্যতীত এহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে ধর্ম্মগ্রন্থ পুরাণশাস্ত্র পরকালতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে আরও যে বহু সংখ্যক পুস্তক-পুস্তিকা প্রচলিত ছিল, আমাদের পূর্ব্বতন পণ্ডিতবর্গ সম্ভবতঃ তাহা

এই সিদ্ধান্তের অযৌক্তিকতা।

যথাযথভাবে অবগত হইবার সুযোগ পান নাই। কিন্তু আজ ইউরোপের জ্ঞানলিপ্সার কল্যাণে ঐ সকল পুস্তকের অধিকাংশেরই উদ্ধার এমন কি অনুবাদ পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। যে সকল হাদিছকে মারফু হুকমী—সুতরাং হজরতের উক্তি—বলিয়া বর্ণনা করা হইতেছে এবং যে সকল হাদিছই আজ এছলামের অশেষ কলঙ্ক ও নানাবিধ আপদের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এহুদী-দিগের তালমুদ ইত্যাদি ও খৃষ্টানদিগের মধ্যে প্রচলিত ঐ শ্রেণীর পুস্তকাদিতে তাহার অধিকাংশের মূল প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। এই তালমুদের ইংরাজী অনুবাদ এখন প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং আমরা সহজে উহার মর্ম্ম অবগত হইতে পারিতেছি। উজ-বেন-ওনকের গল্পটী যে কিরূপে এহুদীদিগের বাজে মার্কা গল্পের পুথি হইতে গৃহীত হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। যাহা হউক, এখানে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, বংশগত ও পারিপার্শ্বিক বিশ্বাস ও সংস্কার এবং স্বদেশে ও স্বসমাজে বহুলভাবে প্রচারিত কিংবদন্তিগুলি নবদীক্ষিত মুছলমানদিগের মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। যে সকল এহুদী ও খৃষ্টান প্রকাশ্যভাবে এছলামের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হয় নাই—অথচ তাহারা মনে মনে এছলাম সম্বন্ধে যথেষ্ট বিদ্বেষ পোষণ করিত, তাহারা মুছলমানদিগকে এছলামধর্ম্মে বিশ্বাসহীন ও নিজেদের ধর্ম্মে আসক্ত করার জন্য, প্রচুর টীকা টিপ্পনী সহযোগে ঐ শ্রেণীর বিবরণগুলি প্রচার করিত। এই ভাবে নানা কারণে ঐ সকল বিবরণ জ্ঞাত থাকা বা হওয়া ছাহাবীগণের এবং তাঁহাদের সমসাময়িক অন্যান্য মুছলমানদিগের পক্ষে খুবই সম্ভব ছিল। বরং অবস্থা গতিকে সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ প্রকার বিবরণগুলি অবগত না হওয়াই অস্বাভাবিক। অধিকন্তু আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, খৃষ্টান ও এহুদীদিগের নিকট হইতে রেওয়ায়ত গ্রহণ বা বর্ণনা করা, শরানুসারে সিদ্ধ বলিয়া নির্দ্ধারিত ছিল ঃ— حدثوا عن بني اسرائيل و لا حرج *

খৃষ্টান-রাজ্য সমূহ জয় করার সময়, বিভিন্ন স্থান হইতে নানা প্রকার শাস্ত্রগ্রন্থ ও পুরাণপুথি ছাহাবীদিগের হস্তগত হয়, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা হইতে ভূত ভবিষ্যতের নানারূপ বিবরণ ও তথ্য সমসাময়িক মুছলমানদিগের মধ্যে বর্ণনা করিতেন। উদাহরণ স্বরূপ আবদুল্লাহ-বেন-আমর-বেন-আছের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিখ্যাত মোহাদ্দেছ 'ছাখাভী' তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেছেন ঃ—

فانه كان قد حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب اهل الكتاب ‘ و كان يخبر بها من الامور المغيبة ‘ حتى كان بعض اصحابه ربما قال حدثنا عن رسول الله صلعم و لا تحدثنا عن الصحيفة ـ (حاشيه ا نخبة الكفر)

* বোখারী, তেরমিজি—আবদুল্লাহ-বেন-আমর-বেন-আছ হইতে। তবে হজরত ইহাও বলিয়াছেন যে, তাহাদের পুরা-কাহিনীগুলি সম্বন্ধে সত্য বা মিথ্যা বলিয়া কোন প্রকার মতামত পোষণ করিও না। আজ কাল সেইগুলিকে সত্য বলিয়া না মানিলেই কাফের হইতে হয়।

অর্থাৎ, এরমুক যুদ্ধে এহুদী ও খৃষ্টানদিগের বহু পুস্তক তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি সেই সকল পুস্তক অবলম্বন করিয়া বহু অজ্ঞাত ঘটনা বর্ণনা করিতেন। এমন কি, তাঁহার কোন কোন শিষ্য অনেক সময় তাঁহাকে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, হজরতের হাদিছ বর্ণনা করুন—ঐ সকল কেতাবের বিবরণ বর্ণনা করিবেন না।

উপরের বর্ণিত যুক্তিগুলির দ্বারা আমরা সহজে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, এহুদী ও খৃষ্টানদিগের বংশগত কিংবদন্তি ও প্রবাদ এবং তাহাদের বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি স্বতঃ বা পরতঃ ছাহাবীদিগের অধিকাংশেরই জানা ছিল। এ অবস্থায়, ছাহাবী ও তাবেয়ীগণ ঐ সকল পুস্তক পুস্তিকা, নিজেদের পরম্পরাগত বিশ্বাস ও সংস্কার এবং স্বদেশে ও স্বসমাজে প্রচলিত জনশ্রুতি ও কিংবদন্তির উপর নির্ভর করিয়া বহু অজ্ঞাত বিবরণ ও ভাবী ঘটনাদি গল্প ছলে বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ প্রকার বর্ণনা করাতে ধর্ম্মতঃ কোন দোষই নাই, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সেগুলিকে সত্য বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করাই যখন হাদিছ অনুসারে নিষিদ্ধ, তখন ঐ গল্পগুজবগুলি সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনের বিশেষ আবশ্যকতাও সাধারণভাবে অনুভব করা হয় নাই। কিন্তু কালক্রমে, অবস্থা একেবারে উহার বিপরীত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং আজ মুছলমান, হজরতের স্পষ্ট আদেশের বিপরীত, ঐ বিবরণগুলিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করাকেই এছলামের প্রধানতম উপকরণ বলিয়া মনে করিতেছে। যাহা হউক, যেহেতু প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ছাহাবা ও তাঁহাদের সমসাময়িকগণ—প্রায় সকলেই—হয় বংশগতভাবে, না হয় পারিপার্শ্বিকতার অখণ্ডনীয় প্রভাবে, অথবা পুরাতন শ্রুতিগ্রন্থাদি অধ্যয়নের ফলে, এহুদী ও খৃষ্টানদিগের সংস্কার ও প্রবাদ (Tradition) সমূহ অল্পাধিক পরিমাণে জ্ঞাত ছিলেন—

অতএব আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে :—

(১) যে সকল ছাহাবী খৃষ্টান ও এহুদী ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের আর অপরের নিকট হইতে "গ্রহণের" কোন আবশ্যক ছিল না।

আমাদিগের সিদ্ধান্ত।

এহুদী ও খৃষ্টানের গৃহে জন্মলাভ করায় ও তথায় সেই অবস্থায় দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হওয়ায়, তাহাদের সংস্কার ও প্রবাদগুলি ইঁহাদের অস্থিমাংসের সহিত জড়ীভূত হইয়া যায়। সুতরাং তর্কীভূত স্থানসমূহে প্রমাণের ভার অন্য পক্ষেরই স্কন্ধে ন্যস্ত হইবে—অর্থাৎ তাঁহাদিগকেই সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, আলোচ্য মরফু হুকমী হাদিছের আখ্যায়ক ছাহাবী, বর্ণিত সকল প্রকার প্রভাব হইতে মুক্ত ছিলেন এবং কথিত সূত্র সমূহের মধ্যে কোন সূত্রে ঐ বিবরণটী অবগত হওয়া তাঁহার পক্ষে কোন মতেই সম্ভবপর ছিল না। বলা বাহুল্য যে, এই ধারণাগুলির মধ্যে এছলাম যেগুলির সংস্কার করে নাই, তাহা সেই ভাবে রহিয়া গিয়াছিল। এবং যেহেতু হজরত ফলিতজ্যোতিষ ইত্যাদির ন্যায়

এগুলিকে অবিশ্বাস করিতে আদেশ প্রদান করেন নাই, অতএব পূর্ব্ববৎ বা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন সহকারে সেগুলি তাঁহাদের মধ্যে রহিয়া যায়। কাজেই অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কেতাব হইতে রেওয়ায়ত না করিলেও, অর্থাৎ রেওয়ায়ত করার প্রমাণ পাওয়া না গেলেও, তাহাদের পৌরাণিক বিবরণ ও সংস্কারাদি ছাহাবীদিগের দ্বারা বর্ণিত হইবার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা বিদ্যমান ছিল। বলা আবশ্যক যে, অধিকাংশ ঘটনায় এইরূপ হইয়াছে এবং এরূপ ক্ষেত্রে ওছুলকারগণের দাবী যে অসঙ্গত ও সেই দাবী অনুসারে দলিল প্রমাণ উপস্থিত করা যে অসম্ভব, বিজ্ঞ পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

(২) যে সকল ছাহাবী এহুদী ও খৃষ্টানধর্ম্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে এবং স্থানবিশেষে জেতা খৃষ্টানদিগের অধীনতার অবশ্যম্ভাবী কুফলে, তাহাদিগের সংস্কার ও পৌরাণিক কাহিনীগুলি—বহু স্থানে বিকৃত অবস্থায়—এই শ্রেণীর নবদীক্ষিত মুছলমানগণের মধ্যেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। হেজাজের দশলক্ষ আরব হজরতের সময় এছলাম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এহুদী ও খৃষ্টানদিগের প্রভাব ইঁহাদের উপর কিরূপ গভীর ও স্থায়ীভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল, পাঠকগণ এই পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে তাহার বিস্তর উদাহরণ দেখিতে পাইবেন। মদিনার আওছ ও খজ্‌রজ্জ বংশীয়রা ঘোর পৌত্তলিক ছিল, তবুও তাহারা বৈরাগ্যের দীক্ষা লাভ করিবার জন্য নিজ পুত্রদিগকে এহুদী পুরোহিতগণের দাসত্বে প্রদান করিয়া আপনাদিগকে খুব সৌভাগ্যশালী ও মহাপুণ্যবান বলিয়া মনে করিত। হেজ্‌রতের পূর্ব্বে প্রথম আকাবার যে বায়আত, তাহার মূলেও মদিনাবাসী এহুদীগণের 'মেছিয়া' (মাছি্‌হ্‌) বা শেষ পয়গাম্বর সংক্রান্ত সংস্কারের প্রভাব কতদূর গাঢ়ভাবে কাজ করিয়াছিল, ইতিহাসের ছাত্রবর্গ তাহা সম্যকরূপে অবগত আছেন।

ওছুলকারগণের বর্ণিত প্রতিজ্ঞার প্রথম অংশটাও যুক্তির হিসাবে অস্বীকার্য্য। প্রথমে, স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক যে, কোন ছাহাবী কোন অবস্থায় মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না। এই কথা মানিয়া লইলে কি ইহাও মানিয়া লইতে হইবে যে, তাঁহাদের প্রত্যেকেই যখন যাহা বলিয়াছেন—তাহা সমস্তই সত্য? আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় এইরূপ ধারণা করা মারাত্মক দার্শনিক ভ্রম। একজন সত্যবাদী লোক অনেক সময় এরূপ কথা বলেন, যাহা সত্যও নহে মিথ্যাও নহে, বরং নানা কারণে উৎপন্ন—তাঁহার দর্শন শ্রবণ বা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বিভ্রম মাত্র। আবদুল্লার অমুক কথা সত্য নহে—অতএব তিনি মিথ্যাবাদী, ইহা অন্যায় যুক্তি। কারণ, সত্য ও মিথ্যার মধ্যে একটা তৃতীয় স্তর আছে—তাহা হইতেছে ভ্রম ও প্রমাদ। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, ছাহাবীগণ মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না, কেবল এইটুকু বলিলেই ওছুলকারদিগের প্রতিজ্ঞা

ছাহাবীগণ ও মিথ্যাকথা।

ও তদ্ভূত সিদ্ধান্ত শুদ্ধ ও সিদ্ধ হইতে পারে না। বরং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে ইহাও সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, তাঁহারা যুগপৎভাবে অভ্রান্ত। যেমন কোন অবস্থায় কোন ছাহাবী মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না, তদ্রূপ কোন অবস্থায় তাঁহাদিগের মধ্যে কাহারও দ্বারা কোন প্রকার ভ্রম-প্রমাদ সংঘটিত হইতেও পারে না। শেখুলএছ্‌লাম এমাম এবনে-তাইমিয়া এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—

و اما الغلط فلا يسلم منـه اكثر الناس بل فى الصحابة من قد يغلط احيانا و فيمن بعدهم - و لهذا كان فيما صنف فى الصحيح احاديث يعلم انها غلط الخ——
(كتاب التوسل ص ٩٦)

"কিন্তু অধিকাংশ লোকই ভ্রম-প্রমাদ হইতে মুক্তি পাইতে পারেন না। ছাহাবীদিগের মধ্যে এরূপ অনেক লোকই ছিলেন, যাঁহারা সময় সময় ভ্রম করিতেন, তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী সময়েরও এইরূপ অবস্থা। এই জন্য 'ছহি' আখ্যায় যে সকল হাদিছ সঙ্কলিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এরূপ হাদিছ সকল আছে, যাহা ভ্রম বলিয়া পরিজ্ঞাত।—— কেতাবুৎ-তাওয়াচ্ছোল—৯৬ পৃষ্ঠা।

ছাহাবীগণ সকলেই 'আদল'—এই দাবীর উপর আলোচ্য প্রতিজ্ঞাটীর ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। প্রতিজ্ঞার এই মূলভিত্তিটী কতদূর দৃঢ়, এখন আমরা তাহা পরীক্ষা করার চেষ্টা করিব।

ছাহাবা ও আদালৎ।

৮ যিনি আদালৎ গুণ সম্পন্ন তাঁহাকে আদ্‌ল বলা হয়। আদলৎ কাহাকে বলে? ওছুলকার-গণের প্রদত্ত সংজ্ঞাতেই বর্ণিত হইয়াছে :—মানুষের মধ্যে এমন একটা স্বাভাবিক শক্তির উদ্বোধন ঘটা যাহাতে তিনি (ক) কোন প্রকারের অংশীবাদ বা শের্কে লিপ্ত হইতেই পারিবেন না, (খ) এবং যাহাতে তিনি কোন অবশ্য কর্ত্তব্য বা ওয়াজেব কাজ ত্যাগ করিতে অথবা কোন অবশ্যপরিহার্য্য বা হারাম কাজ অবলম্বন করিতে পারিবেন না, (গ) যাহাতে তিনি অনৈছলামিক কোন সংস্কার বা বিশ্বাস পোষণ করিতে পারেন না, (ঘ) এবং যাহাতে তিনি ঘৃণিত রুচির কোন কাজ করিতে পারেন না। মানুষের এই গুণের নাম আদালৎ এবং যাহার মধ্যে এই গুণ আছে, তিনিই আদ্‌ল্।

ওছুল লেখকগণ বলিতেছেন, ছাহাবীগণ সকলেই আদালৎ গুণসম্পন্ন। কাজেই উপরি বর্ণিত 'খ' দফার বিবরণ অনুসারে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা কোন প্রকার হারাম কার্য্য করিতে পারেন না। মিথ্যা কথা বলাও হারাম, অতএব তাঁহারা মিথ্যা কথাও বলিতে পারেন না।

এছলামের বিধানানুসারে—মিথ্যা কথা বলা, মদ্যপান, ব্যভিচার, জুয়াখেলা, চুরিকরা, মুছলমানকে গালাগালি দেওয়া, সুদ গ্রহণ, মুছলমানের প্রতি অস্ত্র উত্তোলন, মণ্ডলীর মধ্যে

বিচ্ছেদ ঘটান, আত্মকলহ ইত্যাদি সমস্তই হারাম। কোন মুছলমানকে হত্যা করা হারাম, হত্যাকারী কোফরের সীমায় প্রবেশ করে। যাহা হউক, এই শ্রেণীর অনেক কাজই এছলামে হারাম বা অবশ্যপরিহার্য্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

"ছাহাবীগণ সকলেই আদল্—তাঁহারা মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না—" ইহাই হইতেছে ওছুল লেখকগণের সমস্ত যুক্তির ভিত্তি, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ সম্বন্ধে আমাদের দুইটী কথা আছে। ছাহাবীদিগের মধ্যে একজন লোকও যে, কস্মিন কালে হজরতের নামে (অর্থাৎ হজরত বলিয়াছেন বলিয়া) একটী মিথ্যা হাদিছও বর্ণনা করেন নাই; Pious Fraud বলিয়া খৃষ্টান সাধু ও যাজকগণের মধ্যে যে ধর্ম্মসঙ্গত জালিয়াতির প্রচলন ছিল ছাহাবীগণ যে তাহা জানিতেন না; কোন ন্যায়নিষ্ঠ ঐতিহাসিকই ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু মিথ্যা করিয়া হজরতের নামে জাল হাদিছ প্রচার করা এক কথা, আর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বংশের বিভিন্ন রুচির বিভিন্ন শিক্ষা ও সংস্কারের এবং বিভিন্ন ধর্ম্ম হইতে দীক্ষিত লক্ষাধিক ছাহাবীর প্রত্যেক নরনারী সম্বন্ধে এইরূপ নিশ্চিত Positive দাবী করা যে, তাঁহাদের কেহ জীবনের কোন অবস্থাতেই একটীও মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না, ইহা অন্য কথা। ছাহাবীগণকে ভক্তি করা এবং মোটের উপর সঙ্গত ভাবে তাঁহাদের অনুসরণ করা প্রত্যেক মুছলমানের কর্ত্তব্য। কিন্তু ভক্তি বলিতে অন্ধভক্তি বুঝায় না, অনুসরণের অর্থ ধর্ম্মশাস্ত্র এবং জ্ঞান ও বিবেকের মুণ্ডপাত নহে। দুনয়ার সকল ধর্ম্ম-সমাজের ইতিহাস এক বাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে যে, এই শ্রেণীর অন্ধভক্তি হইতেই তাহাদের মধ্যে নরপূজার সৃষ্টি হইয়াছিল। গায়ের-মা'ছুমকে মা'ছুম বলিয়া বিশ্বাস করাই অর্থাৎ যাঁহাকেই সাধুসজ্জন বলিয়া মনে করা হইবে, তিনিই সম্পূর্ণ ভাবে ভ্রম প্রমাদের অতীত, কোনও অবস্থাতেই ইহার ব্যতিক্রম হইতে পারে না, এইরূপ বিশ্বাসই হইতেছে— নরপূজার ভিত্তি-প্রস্তর।

বড় দুঃখের ও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর লেখকগণ সাধারণ ভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন যে,—আল্লাহ তাআলার পক্ষে মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব নহে। (১) আল্লার মহামহিম নবী, পূর্ণ এছলামের আদি প্রকাশস্থল হজরত এবরাহিম তিনবার মিথ্যা কথা বলিয়াছেন, যাঁহারা বোখারীর হাদিছ এমন কি কোর্‌আন হইতে এই কথা সপ্রমাণ করিয়া থাকেন—শীয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা নবী বংশের দ্বাদশ জন এমামকে অভ্রান্ত ও মা'ছুম বলিয়া বিশ্বাস করার কারণে যাঁহারা শীয়াদিগের প্রতি কঠোর মন্তব্য প্রকাশে একটুও কুণ্ঠিত হন না—তাঁহারা সেই সঙ্গে সঙ্গে কিরূপে ছাহাবীগণের পক্ষে মিথ্যা বলা অসম্ভব

(১) তাঁহারা বলেন—ইহা আল্লার ক্ষমতাতীত নহে,—কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তবে বাস্তবে উহার অস্তিত্ব নাই, কারণ তিনি পবিত্র ও দোষ ত্রুটী হীন।

বলিয়া স্বীকার করিতেছেন, কিরূপে লক্ষাধিক নরনারীকে অভ্রান্ত নিষ্পাপ ও মা'ছুম, এমন কি হজরত এবরাহিমের ন্যায় মহামহিম নবী অপেক্ষাও বহু গুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা আমরা কোন মতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। অভিজ্ঞ পাঠকবর্গকে জিজ্ঞাসা করি—হজরতের জীবনকালে মিথ্যা জেনা চুরি মদ্যপান ও নরহত্যা ইত্যাদি হারাম কার্য্য কোন ছাহাবী কর্তৃক কখনও সম্পাদিত হয় নাই, এ কথা কি কেহ বলিতে পারেন ? ঐ সকল পাপকার্য্যের জন্য কতিপয় ছাহাবী নরনারীর দণ্ডভোগের কথা কি হাদিছে বর্ণিত হয় নাই ? জিজ্ঞাসা করি, ওছমান তাল্হা জোবের প্রমুখ মহামান্য ছাহাবীগণকে হত্যা করা, পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া এবং ছাহাবীদের হস্তেই বহু সংখ্যক ছাহাবী হত্যা—এ সমস্তই কি এছলামের অনুমোদিত হালাল ও পুণ্যকার্য্য ?* এইরূপ কার্য্য সম্পাদন করাতেও কি ছাহাবীর আদালৎগুণের কোনই হানি হয় না ? যদি দুই চারিজন ছাহাবী কর্তৃকও এই শ্রেণীর পাপকার্য্য সম্পন্ন হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে এইরূপ চরম সিদ্ধান্ত করা যে, তাঁহাদের মধ্যে একজনও কোন সময় ও কোন অবস্থায় একটীও মিথ্যা কথা বলিতে পারেন না, কখনও সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এই জন্য আমরা On Principle এই অভিমতকে অস্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি।

ছাহাবীগণ মা'ছুম নহেন।

ফলতঃ ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ছাহাবীগণ সকলেই মানুষ। তাঁহাদের অধিকাংশই অধিকাংশ সময়ে সাধারণভাবে অতি উজ্জ্বল, অতি নির্ম্মল ও অতি মহান চরিত্রের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। মানুষের ও মুছলমানের হিসাবে সেগুলি যে আমাদের ইহ-পরকালের পুণ্যময় আদর্শ স্বরূপ, তাহাতেও কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহারা অভ্রান্ত নহেন, নিষ্পাপ বা মা'ছুম নহেন, নবী বা রছুল নহেন। অতএব সময় সময় মানবীয় দুর্ব্বলতার অলঙ্ঘনীয় প্রভাবে, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও পদস্খলন হওয়া অসম্ভব নহে। অধিকন্তু যে বিশাল সমষ্টি ছাহাবা নামে খ্যাত হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক ব্যষ্টিই ঠিক সমানভাবে এবং যথাযথরূপে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার চরিত্র-মাহাত্ম্যের প্রণিধান ও অনুসরণের—স্থানে স্থানে অনুচিকীর্ষা থাকা সত্বেও—সময় ও সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। আবুবকর ও ওমরকে বা আয়েশা ও আছমাকে, জ্ঞান-গরিমা ও চরিত্র-প্রভাবের দিক দিয়া আমরা যে সম্মান ও ভক্তির চক্ষে দর্শন করিব, এক লক্ষ দশ হাজার ছাহাবীর প্রত্যেক নর-নারীকে—যাঁহাদের মধ্যে অনেকে হয়ত এরূপ আছেন, যাঁহারা জীবনে মাত্র একদিন দূর হইতে মোস্তফা-চরণ দর্শন বা তাঁহার বাণী শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন—সে চক্ষে দর্শন করিতে পারি না। এই মানবীয় দুর্ব্বলতা ও অসতর্কতার জন্য কোন কোন ছাহাবী উম্মুল্‌মোমেনিন (মোছলেম-কুল-জননী) বিবি আয়েশার প্রতি ঘৃণিত অপবাদ দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই ! মছজিদে বসিয়া এক দল ছাহাবী দৃঢ়তার সহিত প্রচার করিয়া দিলেন যে, হজরত তাঁহার সমস্ত স্ত্রীকে তালাক দিয়াছেন। অবশেষে

* কোরআন ও বহু ছহী হাদিছে ইহার উল্লেখ আছে, যথাস্থানে ইহার আলোচনা হইবে।

ওমর এই সংবাদ শ্রবণে স্বয়ং হজরতের নিকট তদন্ত করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সংবাদটা ষোল-আনাই ভিত্তিহীন। (১) হাদিছের কেতাব হইতে এইরূপ বহু উদাহরণ সঙ্কলন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

এই প্রসঙ্গে মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে, ছাহাবীগণ হজরতকে দেখিয়া বা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াই যদি আলোচ্য কাজগুলি করিয়া এবং তর্কীভূত কথাগুলি বলিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা সে কথা প্রকাশ করেন না কেন? একই ছাহাবী অন্যান্য ঘটনা উপলক্ষে বলিতেছেন যে, আমি অমুক সময় হজরতকে এইরূপ বলিতে শুনিয়াছি, অমুক স্থানে তাঁহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়াছি, হজরতের সম্মুখে বা তাঁহার জীবনকালে এইরূপ কাজ করা হইয়াছিল, হজরত তাহাতে নিষেধ করেন নাই। কিন্তু আলোচ্য হাদিছগুলি সম্বন্ধে প্রকাশ্যতঃ বা প্রকারতঃ তাঁহারা এরূপ কোন কথা বলেন না, বা আভাসে ইঙ্গিতে ঘুণাক্ষরেও এমন কোন ভাব প্রকাশ করেন না, যাহা-দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা হজরতের মুখে শুনিয়া বা তাঁহাকে দেখিয়া ঐ কথা বলিতেছেন বা ঐ কাজ করিতেছেন। অধিকন্তু হজরতের কাজ ও কথাগুলিকে স্পষ্টতঃ হজরতের কাজ ও কথা বলিয়া প্রকাশ করিলে, লোকের নিকট তাহার মর্য্যাদা ও গুরুত্ব লক্ষকোটি গুণে বাড়িয়া যাইত। এতৎসত্ত্বেও তাঁহারা কেন যে এত সতর্কতার সহিত তাহা গোপন করিতে যাইবেন, তাহার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ফলতঃ জোর-জবরদস্তি করিয়া লক্ষাধিক 'গায়ের-মা'ছুমের' ক্রিয়া কলাপকে মোস্তফা-চরিত্রের উপর চাপাইয়া দেওয়া এবং লক্ষ ছাহাবীর শতাব্দীব্যাপী কৃতকর্ম্মের গুরুতর দায়িত্বভারকে এছলামের উপর অর্পিত করার কোনই হেতুবাদ, কোনই যুক্তি বা কোনই প্রমাণ নাই। সুতরাং 'মারফু হুকমী' বা প্রকারতঃ 'মারফু' বলিয়া হাদিছের যে প্রকার ওছুলকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন, অধম লেখক তাহা স্বীকার করিতে সক্ষম নহে।

ছাহাবা হজরতের নাম উল্লেখ না করার কারণ কি?

যুগপৎভাবে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ছাহাবীগণের পক্ষে মিথ্যা কথা বলা অসম্ভব, আমরা এই দাবী অস্বীকার করিতেছি মাত্র। কেহ বলিলেন—আবদুল্লাহ খুব সৎলোক, তাঁহার পক্ষে মিথ্যা কথা বলা সম্ভবপর নহে। যিনি এই কথা বলিতেছেন, তাঁহাকেই ইহার প্রমাণ দিতে হইবে। আমি যদি বক্তার এই দাবী অস্বীকার করি, তবে তাহার মানে এ হয় না যে, আমি আবদুল্লাহকে মিথ্যাবাদী বলিতেছি। মানুষের পক্ষে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করা অসম্ভব নহে, অথচ কোটি কোটি নর-নারী বিষও খাইতেছে না—আত্মহত্যাও করিতেছে না। অর্থাৎ আমার

অসম্ভব ও অবশ্যম্ভাবী।

(১) বোখারী, ১—১৫। বিজ্ঞ পাঠকগণকে এই প্রসঙ্গে 'কেতাবুল-আগানী' পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

পক্ষে যাহা অসম্ভব নহে তাহা যুগপৎভাবে অবশ্যম্ভাবীও নহে;—আমি জীবনে কখনই তাহা নাও করিতে পারি।

কোন হাদিছকে 'মারফু' বলিয়া হুকুম দিবার জন্য ওছুলকারগণ দুইটা শর্ত নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। প্রথম এই যে, রাবী আহলে-কেতাব হইতে রেওয়ায়ত গ্রহণ করেন না। ইহার বিস্তারিত আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। দ্বিতীয় শর্ত এই যে, ছাহাবীর সেই কথায় এজতেহাদ করার সম্ভাবনা না থাকে,—অর্থাৎ যুক্তিতর্কদ্বারা বিবেচনা করিয়া তাদৃশ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর না হয়। এই দুই শর্ত্তে ঐ হাদিছটী 'মারফু' বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই "এজতেহাদের গুঞ্জায়েশ" কথাটার অর্থও আমরা সম্যকরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। এজতেহাদ বলিতে, আজি কালিকার পরিভাষায় যাহা বুঝাইয়া থাকে, তাহার তিন শ্রেণীর ও বহু শর্ত্তের সকলগুলি খাটাইয়া দেখিয়া এজতেহাদ করিয়া বলা সম্ভব কি না—তাহা যে কিরূপে নির্দ্ধারিত হইবে, আমরা তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই। ওছুলকারগণ—আমরা যতদুর সন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—বর্ণিত এজতেহাদের কোন সংজ্ঞা প্রদান করেন নাই। তাঁহারা বলিতেছেন,—এজতেহাদের সম্ভাবনা নাই, যেমন মালাহেম। কিন্তু ইহা ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা নহে—উদাহরণ। ইহার একটা ধরাবাঁধা নিয়ম না হইলে প্রত্যেক বিষয়ে মতভেদ হইতে পারিবে। তুমি বলিবে, এই বিষয়ে বুদ্ধি বিবেচনার কোন অধিকার নাই; আমি বলিব, খুব আছে। ইহার মীমাংসা কিরূপে হইবে, ওছুলকারগণ তাহার কোন স্পষ্ট নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছেন বলিয়া, আমরা জানিতে পারি নাই। একটা উদাহরণ দিতেছি:—ওছুল-লেখকগন, যে সকল বিবরণে এজতেহাদের কোন সম্ভাবনা নাই, তাহার উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছেন, যেমন মালাহেম—অর্থাৎ ভবিষ্যতের যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি সংক্রান্ত বর্ণনা। তাঁহারা বলিতেছেন, কাহার সহিত কোন্ সময় কোন্ জাতির যুদ্ধ বাধিবে—ইত্যাকার কথা কেহ বুদ্ধি বিবেচনা খাটাইয়া বলিতে পারে না। কিন্তু আমি বলিব, কেন পারিবে না? সময় ও অবস্থা বিশেষে জ্ঞানী ও দুরদর্শী রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিতেরা, ভাবী যুদ্ধবিগ্রহ সম্বন্ধে অনুমান করিয়া অনেক কথা বলিয়া দিতে পারেন। এই চোখের সম্মুখে ইউরোপ জোড়া কাল-সমরের যে নারকীয় অভিনয় হইয়া গেল, বার্ণহার্ডি প্রমুখ লেখকেরা তাহার কথা এবং তাহাতে সংঘটিত বড় বড় ব্যাপারগুলির বিবরণ পূর্ব্ব হইতে অনুমান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। বার্ণহার্ডি কৃত "জর্ম্মনী ও ভাবী যুদ্ধ" পুস্তক (১) পাঠ করিয়া দেখিলেই সকলে আমাদের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

মারফু হুকমীর ২টী শর্ত্ত।

ফলতঃ আমাদিগের পক্ষে নিতান্ত অশোভনীয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও, ন্যায় ও যুক্তির খাতিরে আমরা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, কোন হাদিছকে 'মারফু হুক্‌মী' বলিয়া স্বীকার

(১) ইহার ইংরাজী, বাংলা ও উর্দ্দু অনুবাদ হইয়া গিয়াছে।

করাকে আমরা যুক্তিহীন অসঙ্গত ও অন্যায় বলিয়া মনে করি। অতিভক্তি ও অন্ধবিশ্বাসের মীমাংসা যাহাই হউক না কেন, জ্ঞান ও ধর্ম্মের সমবেত সিদ্ধান্ত এই যে, ছাহাবীগণ যাহা বলিয়াছেন বা করিয়াছেন, তাহার জন্য ছাহাবীগণই দায়ী; হজরতের বা এছলামের তাহার জন্য কোন জওয়াবদিহি নাই। অতএব কোন ঘটনায় অনুপস্থিত কোন ছাহাবী যদি সেই ঘটনা সম্বন্ধে কোন কথা বলেন, তাহা হইলে সাক্ষ্য আইনের দার্শনিক যুক্তিতর্কানুসারে আমরা সাক্ষ্যের হিসাবে তাঁহার কথার ঐতিহাসিক মর্য্যাদা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিব, এবং বিচার ফল অনুসারে তৎসম্বন্ধে মতামত নির্দ্ধারণ করিব, ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। ইহা ইতিহাস, এবং উহা এছলাম। বলা আবশ্যক যে, অন্যায় অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া লক্ষাধিক ছাহাবীর শতাব্দীব্যাপী কার্য্য-কলাপের, তাঁহাদের সংস্কার ও বিশ্বাসের এবং অনুমান ও বিভ্রমাদির দায়িত্ব হজরতের তথা এছলামের স্কন্ধে চাপাইয়া দেওয়ায় এবং সেগুলিকে হজরতের বাক্য ও কার্য্য বলিয়া গণ্য করায়, এছলামের পবিত্র জ্ঞান ভাণ্ডারে যে পিণ্ডীকৃত অন্ধতা এবং পুঞ্জীভূত অন্ধকার সঞ্চিত হইয়া গিয়াছে; বহু শতাব্দীর চেষ্টা ব্যতীত তাহা সম্যকরূপে বিদূরিত হওয়া সম্ভব নহে।

নবম পরিচ্ছেদ।

জাল ও অপ্রামাণিক বা মাউজু' হাদিছ।

যে সকল হাদিছের দ্বারা দিনের কোন মছলা অর্থাৎ হালাল, হারাম, ফরজ, ওয়াজেব প্রভৃতি শরিয়তের কোন আদেশ নিষেধ প্রমাণিত না হয়, আমাদের মোহাদ্দেছগণ, সেগুলি সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা বা কঠোরভাবে তাহার বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। এদিকে এই সতর্কতার অভাব, অন্যদিকে নানা স্বাভাবিক কারণের প্রাদুর্ভাব, এই দুয়ের সম্মিলনে শত সহস্র মিথ্যা এবং জাল ও অপ্রামাণ্য 'হাদিছ' হজরতের ও ছাহাবীগণের নামে—ধর্ম্মের বাজারে চালাইয়া দিবার যে সকল চেষ্টা হইয়াছিল, আমরা এই অধ্যায়ে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিব।

হাদিছের জাল হওয়ার মূল কোথায়?

এমাম ছাখাভী রচিত আল্‌ফিয়ার (আরবী সহস্রপদীর) টীকাকার, হাফেজ জাইনুদ্দীন-এরাকী, ওছুলের একজন বিখ্যাত এমাম। তাঁহার 'ফৎহুল্‌-মুগীছ' নামক পুস্তক হইতে, প্রথমে কয়েকটী মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

ছাখাভীর অভিমত।

"উল্লেখ যোগ্য পণ্ডিতবর্গ একবাক্যে অস্বীকার করিলেও, একদল লোক বলিয়াছেন যে, ترغيب و ترهيب বা লোকদিগকে সৎকার্য্যে রত করার বা অসৎ কার্য্য হইতে নিরস্ত রাখার জন্য, হজরতের নাম জাল করিয়া হাদিছ তৈয়ার করিয়া লওয়া সঙ্গত। কারণ মিথ্যা হাদিছ বানাইতে হজরত যে নিষেধ করিয়াছেন, তাহাতে من كذب علي আছে। 'আলাই-য়্যা' অর্থে 'আমার বিরুদ্ধে' এইরূপ বুঝায়। অতএব অর্থ এই হইল যে, যে ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে কোন মিথ্যা হাদিছ বলিবে। বিরুদ্ধে বলা—যেমন, কেহ তাঁহাকে যাদুকর পাগল ইত্যাদি বলে। আমরা তাঁহার ও তাঁহার ধর্ম্মের সমর্থনেরই জন্য হাদিছ বানাইব, বিরুদ্ধাচরণের জন্য নহে। অতএব ঐ নিষেধ বা তাহার দণ্ড আমাদের প্রতি প্রযোজ্য নহে।" (১)

"জাল হাদিছ প্রস্তুতকারীগণ কয়েকদলে বিভক্ত। একদল নিজেদের সদসৎ উদ্দেশ্য সফল করার জন্য নিজেরাই হাদিছের বাক্যগুলি রচনা করিয়া লইয়াছে। আর একদল, জ্ঞানীব্যক্তিগণের সাধুসজ্জনবর্গের, ছাহাবীগণের অথবা এহুদী ও খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত উক্তি ও

---

(১) ১১০ পৃষ্ঠা। মোকাদ্দামায় এবনুছ-ছালাহ; ৪৪, ৪৫, পৃঃ ও নোখবা, ৫৮, ৫৯ পৃষ্ঠাতেও এই সকল কথা বর্ণিত হইয়াছে।

জালিয়াতগণের শ্রেণী বিভাগ।

কিংবদন্তিগুলিতে, এক একটা মিথ্যা ছনদ বা সূত্র জুড়িয়া দিয়া সেগুলিকে হজরত পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছে। আকীলি, মোহাম্মদ-বেন-ছঈদ হইতে রেওয়ায়ত করিতেছেন :— لا بأس اذا كان كلام حسن ان يضع له إسناد —বাক্যটী যদি সৎ হয়, তবে তজ্জন্য একটা সূত্র-পরম্পরা গড়িয়া লওয়াতে অর্থাৎ মিথ্যা করিয়া তাহাকে হাদিছে পরিণত করাতে কোনই দোষ নাই। 'তিরমিজি' বলেন, আবু মোকাতেল খোরাছানী, লোকমান-হাকিমের উপদেশ সম্বন্ধে, আওন-বেন-শাদ্দাদ হইতে বহুসংখ্যক হাদিছ বর্ণনা করেন। ইহাতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহাকে বলিলেন, আপনি—'আওন আমাকে বলিয়াছেন' এরূপ কথা বলিবেন না। কারণ আপনি আওনের নিকট হইতে ঐ সকল হাদিছ নিশ্চয়ই শ্রবণ করেন নাই। ভ্রাতুষ্পুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া আবুমোকাতেল বলিলেন, ইহাতে দোষ কি, বাবা? এই কথাগুলিত খুবই ভাল। .... জরকশী—আমাদের গুরু ও مفهم রচয়িতা আবুআব্বাছ যাহা বলিয়াছেন, তাহা আরও বিস্ময়জনক। তাঁহারা বলেন,—কিয়াছবাদী ফেকাওয়ালাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, কিয়াছের দ্বারা কোন কথা প্রমাণিত হইয়া গেলে, সেই কথাকে হাদিছে পরিণত করার জন্য, হজরতের নামে—অর্থাৎ হজরত বলিয়াছেন বা করিয়াছেন এইরূপ বলিয়া—একটা মিথ্যা ছনদ গড়িয়া লওয়া জায়েজ। এবং এই নিমিত্ত তাঁহাদের পুস্তকগুলিকে তুমি এহেন হাদিছ সমূহে পরিপূর্ণ দেখিতে পাইবে—যাহার (ছনদ ত দূরের কথা) মতনগুলিই সাক্ষ্য দিতেছে যে, সেগুলি তৈরী ও জাল। সেগুলি ঠিক যেন ফেকহ্ওয়ালাদের ফৎওয়া, নবীরাজের বাক্যের সহিত তাহার কোনই সামঞ্জস্য নাই—এবং এইজন্য তাঁহারা নিজেদের হাদিছগুলির কোন ছনদই দেন না।"

"আলায়ী বলেন,—সকল দলের অপেক্ষা অধিক অনিষ্টকারী اهل الزهد—যাহারা খুব পরহেজগারী দেখাইয়া থাকে, (১) এবনে ছালাহ এই কথা বলিয়াছেন। এবং এইরূপেই অনিষ্টকর সেই সকল المتفقهة ফেকাহ্‌বাদীরা, যাহারা আপনাদের কিয়াছের ফলগুলিতে ছনদ জুড়িয়া দিয়া সেগুলিকে হজরতের হাদিছে পরিণত করাকে সঙ্গত কাজ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই দুই দল (ছুফী ও ফেকাহ্‌বাদী) ব্যতীত আর যাহারা আছে, যেমন জিন্দীকের দল প্রভৃতি—তাহাদিগকে অনায়াসে ধরিয়া ফেলা যাইতে পারে। কারণ, নিতান্ত মূর্খ ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর সকলেই তাহাদের রচিত হাদিছগুলিকে মিথ্যা বলিয়া বুঝিয়া লইতে সক্ষম। এইরূপ, বাদশাহ ও আমীরগণের মোছাহেব এবং কথক বা ওয়াজ ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা বর্ণিত মিথ্যা হাদিছগুলির অবিশ্বাস্যতা সহজে ধরা যাইতে পারে। আমাদের গুরু বলেন, সেই হাদিছগুলিকে ধরিতে পারা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন—যাহার বর্ণনাকারীগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা বলেন না,

(১) এমাম আলায়ী ছুফীদিগের কথা কহিতেছেন। ইহাদের দ্বারা কিরূপ অসংখ্য মিথ্যা হাদিছের সৃষ্টি হইয়াছে, পরে তাহা বিস্তৃত ভাবে উদ্ধৃত হইবে।

কিন্তু ভ্রম বশতঃ ছাহাবা ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের কথাগুলিকে হজরতের কথা বলিয়া বর্ণনা করিয়া বসেন।" (১১১ পৃষ্ঠা)

বর্ণিত ভ্রমপ্রমাদের কতকগুলি নজির দেওয়ার পর, গ্রন্থকার বলিতেছেন—"কতিপয় হাদিছ বর্ণনাকারী এরূপ ছিলেন, যাঁহাদের স্মরণ বা দর্শন শক্তি অথবা পুস্তকের মুসাবেদা নষ্ট হইয়া যাওয়ায় যাহা তাঁহাদের হাদিছ নহে—ভ্রমক্রমে তাঁহারা সেগুলিকে নিজেদের হাদিছ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার ক্ষতি অত্যন্ত মারাত্মক, হাদিছের সূক্ষ্মদর্শী অভিজ্ঞ এমামগণ ব্যতীত অন্য কাহারও পক্ষে এই গলৎগুলি ধরিতে পারা সম্ভবপর নহে।" (১১২ পৃষ্ঠা।)

তফছির ইতিহাস ও অপেক্ষাকৃত অল্পমর্য্যাদার হাদিছগ্রন্থ সমূহের বিবরণগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে তাহাতে এমন বহু হাদিছ দেখিতে পাওয়া যাইবে—যাহা ছাহাবীগণের বা স্বয়ং হজরতের উক্তি বা কার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। অথচ নানা যুক্তি প্রমাণ দ্বারা জানা যায় যে, সেগুলি অসংলগ্ন অবিশ্বাস্য ও অপ্রামাণিক।

ঐতিহাসিক প্রমাদ।

তফছির ও ইতিহাসে—বিশেষ করিয়া এই শ্রেণীর রেওয়ায়তগুলি পুঞ্জীকৃত হইয়া আছে। আমরা আজকাল সেগুলিকে হাদিছ বা শাস্ত্রীয় প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। এই সকল স্থানে আমরা সাধারণতঃ যে সকল ভ্রম প্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়া থাকি, এই সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভে তাহার সবিস্তার আলোচনা অসম্ভব। তাই সর্ব্বজনমান্য দুইজন মোহাদ্দেছের পুস্তক হইতে নমুনা স্বরূপ তাহার দুইটা উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইতেছি।

আল্লামা জাইনুদ্দীন এরাকী বলিতেছেন ঃ—

وقد ترد "عن" ولا يقصد به الرواية ' بل يكون المراد سياق قصة سواء ادركها - ويكون هناك شئ محذوف ' تقديره "عن قصة فلان" وله امثلة كثيرة ' من ابينها ما رواه ابن ابي خيثمة في تاريخه ' ثنا ابي ثنا ابوبكر عن عياش عن ابي الحوص يعني عوف بن مالك انه خرج عليه خوارج فقتلوه - وبه قال موسى بن هارون - نقله ابن عبدالبر في التمهيد عنه ' وكان المشيخة الاولى جايزا عندهم ان يقولوا عن فلان ولا يريدون بذلك الرواية ' وانما معناه عن قصة فلان -

(فتح المغيث ص ٦٨)

ইহার মর্ম্ম এই যে, অনেক সময় রেওয়ায়তে "আন্" শব্দের উল্লেখ থাকে। সাধারণতঃ ইহার অর্থ হইবে,—"হইতে"। যেমন বলা হয়, "আন্-এবনে আব্বাছ" অর্থাৎ এবনে-আব্বাছ হইতে বর্ণিত কিন্তু আবার বহুস্থানে উহার অর্থ "হইতে" না হইয়া "সম্বন্ধে" হইবে। এরূপ স্থলে, "আন্-ওমর" এই পদের অর্থ 'ওমর হইতে বর্ণিত' এইরূপ না হইয়া 'ওমর সম্বন্ধে কথিত' এইরূপ হইবে। ইহার অনেক উদাহরণ দেওয়া

প্রমাদের নমুনা।

যাইতে পারে। তাহার মধ্যে আবুখায়ছামা কর্ত্তৃক, তাঁহার তারিখে বর্ণিত হাদিছটী খুবই স্পষ্ট। আবুখায়ছামা বলেন—আমার পিতা বলিয়াছেন, আবুবাক্র-বেন-আইয়াশ, আওফ বেন মালেক 'সম্বন্ধে' বলিতেছেন যে, খারেজীগণ তাঁহার প্রতি আপতিত হইয়া তাঁহাকে হত্যা করে। এখানে 'আন্' মানে 'সম্বন্ধে' না হইয়া 'হইতে' (অর্থাৎ প্রমুখাৎ বর্ণিত) অর্থ লইলে, হাদিছটীর মর্ম্ম এইরূপ দাঁড়াইবে যে, খারেজীগণ আওফকে হত্যা করিয়া ফেলার পর, সেই আওফই আবার আবুবাক্রের নিকটে নিজের নিহত হওয়ার বিবরণ বর্ণনা করিয়াছেন। বিখ্যাত মোহাদ্দেছ এবনে-আবদুল-বার, মুছা বেন হারূনের এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—প্রাথমিক যুগের পণ্ডিতগণ 'আন্ ফোলানিন' বলিতেন, কিন্তু ইহার 'অমুক হইতে এই রেওয়ায়ত বর্ণিত' অর্থ গ্রহণ না করিয়া, 'অমুকের গল্প সম্বন্ধে এইরূপ কথিত হইয়াছে' এই প্রকার অর্থই গ্রহণ করিতেন। (ফাৎহুল-মুগিছ, ৬৮ পৃষ্ঠা)

শাহ অলিউল্লাহ বলিতেছেন :—

جمعے از قدماے مفسرین آن تعریض را پیشواے خود سازند و محملے مناسب آن تعریض فرض کنند و آنرا در رنگ احتمال تقریر کنند - متاخرین در شبهه افتند و چون اسالیب تقریر دران زمان منقح نشده بود ' تقریر علي سبيل الاحتمال بتقرير بالجزم بسیارست که مشتبه شود ' یکے را بجاے دیگر گیرند - و این امر مجتهد فیه است - نظر و عقل را درین گنجایش است ...... (فوز الکبیر ص ۴۱)

ইহার সার মর্ম্ম এই যে, প্রাচীন তফ্‌ছিরকারগণের মধ্যে অনেকের ধরণ এই যে, তাঁহারা এক একটা বিষয় ও এক একটা বিবরণ সম্বন্ধে পরোক্ষরূপে (Allusively) বর্ণিত একটা আনুমানিক ঘটনার সামঞ্জস্য উদ্ভব করার চেষ্টা সর্ব্বদাই করিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহারা এক একটা সম্ভব্য ঘটনা খুঁজিয়া বাহির করেন, এবং 'ঐরূপ হওয়া সম্ভব' মনে করিয়া পরোক্ষভাবে সেইরূপে তাহার বর্ণনা করেন। সে কালে বর্ণনা প্রণালী পরিমার্জ্জিত না হওয়াতে, পরবর্ত্তী যুগের লেখকগণ ঐসকল সম্ভব্য-বলিয়া-বর্ণিত ব্যাপারকে নিশ্চয় ঘটিয়াছে বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এইরূপে বহুস্থলে 'সম্ভব্য ও সংঘটিত' এই দুই শ্রেণীর ব্যাপার গুলিকে এক সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া, গোলযোগের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ফলে লোকে একটাকে অন্যের স্থলে গ্রহণ করিতেছে। কিন্তু এ বিষয়টা হইতেছে এজ্‌তেহাদের, ইহাতে জ্ঞানের যথেষ্ট অধিকার আছে। অর্থাৎ জ্ঞান বা যুক্তিদ্বারা আমরা এই দুই শ্রেণীর হাদিছগুলি আবার বাছাই করিয়া ফেলিতে পারি।

শাহ ছাহেব আরও বলিতেছেন :—

نکتهٔ دوم آنکه نقل از بني اسرائيل بسیارست که در دین ما داخل شده ' بعد از آنکه لا تصدقوا اهل الکتاب و لا تکذبوهم قاعدهٔ مقرره است -

নবম পরিচ্ছেদ।

আর একটী গূঢ়তত্ত্ব এই যে, এহুদী ও খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে (আগত বিশ্বাস সংস্কার ও কিংবদন্তিগুলি) প্রচুরভাবে আমাদের ধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু আমাদের স্বীকৃত শাস্ত্রীয় বিধান এই যে, "এহুদী ও খৃষ্টানদিগের বর্ণনাগুলিকে সত্য বা মিথ্যা কোন প্রকার বলিও না।" অর্থাৎ এই শাস্ত্রীয় বিধান বিদ্যমান থাকা স্বত্বেও লেখকগণ ঐ সকল বিবরণকে সত্যরূপে গ্রহণ ও বর্ণন করিয়াছেন! (ফওজুল-কবির, মোহাম্মদী প্রেস, ৪১ পৃষ্ঠা)।

এছরাইলী রেওয়ায়তের প্রভাব।

আল্লামা এবনে-খলদুন জগতে সর্ব্বপ্রথমে দার্শনিক হিসাবে ইতিহাসের সমালোচনা করেন। ইঁহার ইতিহাসের ভূমিকাখণ্ড (মোকাদ্দামা) বিশ্বসাহিত্যের একটী গৌরবের বস্তু। ঐতিহাসিক প্রবর ঐ ভূমিকায় লিখিতেছেন :—

"আরবদিগের মধ্যে কোন শাস্ত্রগ্রন্থ বা জ্ঞান বিদ্যমান ছিল না। অসভ্যতা ও মূর্খতায় তাহারা আচ্ছন্ন ছিল। সৃষ্টিতত্ত্ব, তাহার পুরা কাহিনী, তাহার বৈচিত্র্য এবং অন্যান্য বিষয়ে যখন তাহাদের কোন কথা জানিবার আবশ্যক হইত, তখন তাহারা আপনাদের প্রতিবাসী এহুদী ও খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে জ্ঞান আহরণ করিত। কিন্তু সে সময়ে আরবে যে সকল এহুদী বাস করিত, মূর্খতায় তাহারাও আরবদিগের সমান ছিল। ঐ শ্রেণীর জনসাধারণের পক্ষে তৌরেৎ সম্বন্ধে যেরূপ এবং যতটা জ্ঞান লাভ করা সম্ভব, তাহারা তদতিরিক্ত কিছুই জানিত না।" অর্থাৎ তৌরেৎ সম্বন্ধেও তাহাদের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ ও নানা কাল্পনিক কাহিনীতে পর্য্যবসিত ছিল। ইহাই হাত ফেরতা হইতে হইতে আমাদের ইতিহাস ও তফছিরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, ঐতিহাসিক প্রবর এই আলোচনা প্রসঙ্গে আরও বলিতেছেন :—

তফছির ও ইতিহাসে ঐ রেওয়ায়তগুলির প্রাদুর্ভাব।

و ملؤا كتب التفسير بهذه المنقولات ، و اصلها كما قلنا ـ عن اهل التوراة الذين يسكنون البادية و لا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلون بذلك الخ

(مقدمه ابن خلدون)

অর্থাৎ, আমাদের লেখকগণ ঐ সকল কিংবদন্তি ও গল্প নকল করিয়া তফছিরের কেতাবগুলিকে পূর্ণ করিয়া ফেলিয়াছেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সকল গল্পের মূল মূর্খ ও অজ্ঞ মরুপ্রান্তরবাসী এহুদীগণের নিকট হইতে গৃহীত। অথচ তাঁহারা যাহা নকল করিতেছেন, তাহার সত্যাসত্য তাঁহারা পরীক্ষা করিয়াও দেখেন নাই।

দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের প্রাথমিক যুগের পণ্ডিতগণ, ধর্ম্মের হিসাবে অনাবশ্যক বলিয়া যে সকল হাদিছের পরীক্ষা সম্বন্ধে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন, অতিরঞ্জন-পটু লেখকগণের কৃপায় এবং অতিভক্ত মুছলমানদিগের কল্যাণে, কালে তাহাই এছলামের সর্ব্বাপেক্ষা

আবশ্যক বিশ্বাস্য ও অবশ্যমান্য অংশে পরিণত হইয়া গিয়াছে। উপরের বর্ণিত সূক্ষ্ম বিষয়গুলির প্রতিও মধ্যযুগে সাধারণভাবে অন্যায়রূপে অবহেলা প্রদর্শন করা হইয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী কুফল এই দাঁড়াইল যে, সে সময় ধর্ম্মের নামে এমন কি ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে, যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছিল, তাহার প্রত্যেক পুস্তকের প্রত্যেক কথাকেই পরবর্ত্তী যুগের লেখকগণ চোখ বন্ধ করিয়া প্রামাণ্য শাস্ত্রোক্তিরূপে গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই দুরবস্থার শোচনীয় ও পূর্ণ পরিণতি দুই শতাব্দী পূর্ব্বে হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন কেবল 'রেওয়ায়ত হায়' বা 'কেতাবে খবর' এই কথাটুকু বলিয়া ছাপার অক্ষরে তুমি যাহা ইচ্ছা প্রকাশ কর না কেন, অতিভক্ত ও অন্ধভক্ত মুছলমান তাহা স্বীকার করিয়া লইতে কুণ্ঠিত হইবে না। এমন কি, আমরা এরূপ অনেক লোক দেখিয়াছি, যাহাদিগের জ্ঞানের সহিত তাহাদের বিশ্বাসের সামঞ্জস্য নাই। (১) তাহাদের জ্ঞান বলিতেছে, ঐ গুলা মিথ্যা। কিন্তু অন্ধবিশ্বাসের ভূত এমন ভাবে তাহাদের ঘাড়ে চাপিয়া আছে যে, তাহার ফলে তাহারা নিজেদের জ্ঞানফলকে মস্তকের এক কোণে ধামাচাপা দিয়া আত্মবঞ্চনাপূর্ব্বক স্বস্তি লাভ করিয়া থাকে। তাই আজ উর্দ্দু কেচ্ছা কাহিনী এবং মৌলুদ কাউওয়ালী প্রভৃতিতে, এমনকি ওয়াজ নছিহত শিক্ষার পুস্তক সমূহে, এই রেওয়ায়তের কল্যাণে এমন হাজার হাজার অনৈছলামিক অপ্রামাণিক অনৈতিহাসিক, গাঁজাখুরি গালগল্প ও মূর্খ-জন-মনঃপুত হাস্যজনক জনশ্রুতি সমূহ স্তূপীকৃত হইয়া আছে যে, জ্ঞান, বিবেক ও ঐতিহাসিক সত্যের—এমন কি বহুস্থলে এছলামের মূলনীতির সহিত স্থায়ী ভাবে অবনিবনাও না করিয়া, কেহ সেগুলিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না। হায়, হায়! যে মহিমাময় মহাপুরুষের পবিত্র হৃদয় আকাশের ন্যায় প্রশস্ত, সমুদ্রের ন্যায় গভীর এবং পর্ব্বতের ন্যায় অটল; সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার অধিকারবাণী দ্বারা বিশ্বজনগণের অন্তরে অন্তরে জীবনের মূর্চ্ছনা জাগাইবার জন্যই যাঁহার আবির্ভাব; এহেন "মোস্তফা-চরিত" এই শ্রেণীর হতভাগ্য লেখকগণের কৃপায়, আজ অন্ধকারে অজ্ঞানে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছে! আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, বিজ্ঞ ও সূক্ষ্মদর্শী মোহাদ্দেছগণের অবলম্বিত নীতি (Principle) ও ধারাগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সূক্ষ্ম গবেষণায় প্রবৃত্ত হইলে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সংঘর্ষে বা বিধর্ম্মী লেখকগণের আক্রমণে আমাদের গ্রন্থকারগণকে বর্ত্তমানের ন্যায় মর্ম্মবিদারক আকুলি ব্যাকুলি করিয়া, জ্ঞানী সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে না।

---

(১) জ্ঞান ও বিশ্বাস (Knowledge and belief) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস।

দশম পরিচ্ছেদ।

হাদিছ মৌজু' হওয়ার কারণ কি?

প্রাথমিক যুগের বিচক্ষণ মোহাদ্দেছগণ, হাদিছ-শাস্ত্রের পবিত্রতা ও প্রামাণিকতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য, জ্ঞানের সেবায় নিজেদের অমূল্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, অথচ এই সকল হাদিছ সম্বন্ধে তাঁহারা এরূপ উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন, বাস্তবতঃ ইহা খুবই আশ্চর্য্যের কথা বলিয়া মনে হয়। সাধারণ পাঠকবর্গের এই কৌতুহল চরিতার্থ করার জন্য নিম্নে এতাদৃশ অবহেলার কারণ সম্বন্ধে কয়েকজন সর্ব্বজনমান্য মোহাদ্দেছের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

"মাউজু' বা জাল হাদিছ ব্যতীত, অন্য সকল প্রকারের দুর্ব্বল (জঈফ) হাদিছ সম্বন্ধে এমামগণ ঢিল দিয়াছেন। তাঁহারা ঐ সকল হাদিছের সূত্র মাত্র বর্ণনা করিয়া অর্থাৎ দুর্ব্বলতার বিষয় বিশেষরূপে প্রকাশ না করিয়া দিয়া ক্ষান্ত থাকেন। অবশ্য ওয়াজ-নছিহৎ, ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব, কার্য্যবিশেষের পাপ বা পুণ্য এবং এই প্রকারের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে এই কথা। কিন্তু যেখানে হাদিছের দ্বারা হালাল হারাম, ফরজ ওয়াজেব, কোন আকিদা এবং শরিয়তের এইরূপ অন্য কোন হুকুম প্রমাণিত হয়, সেখানে কেবল হাদিছের ছনদ বর্ণনা-পূর্ব্বক ক্ষান্ত না হইয়া, অভ্যন্তরস্থ দোষ-দুর্ব্বলতাগুলি সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করিয়া দেওয়াও তাঁহারা হাদিছ সঙ্কলকের কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন।"

মূলের ভুল।

"এই প্রকারে, হাদিছের অবস্থা-ভেদে পরীক্ষার শৈথিল্য বা কঠোরতা অবলম্বন, এমাম আহমদ-বেন-হাম্বল, এহ্য়া-বেন-মুইন, এবনে-মোবারক প্রভৃতি বহু এমাম কর্ত্তৃক বর্ণিত ও সমর্থিত হইয়াছে। এমন কি, বিখ্যাত মোহাদ্দেছ আবু-আহমদ-বেন-আদি ঐ শৈথিল্যের সিদ্ধতা সপ্রমাণ করার জন্য একটী স্বতন্ত্র ভূমিকা লিখিয়াছেন। খতিব তাঁহার 'কেফায়া' পুস্তকের একটী স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এ বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। মোহাদ্দেছ এবনে-আবদুল-বার বলিতেছেন ঃ—ফাজাএল (কোন সময়ের ব্যক্তির বা কার্য্যাদির সুখ্যাতি ও পুণ্য) সংক্রান্ত হাদিছগুলি কিরূপ লোকের নিকট হইতে গ্রহণ করা হইতেছে, (অর্থাৎ তাহারা বিশ্বাস্য কি না) তাহার তদন্ত করা আমরা আবশ্যক বলিয়া মনে করি না। হাকেম, আবু-জাকারিয়ার মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন ঃ—যখন

মারাত্মক অবহেলা।

হাদিছের দ্বারা কোন হালাল, হারাম না হয়; বা কোন হারাম, হালাল না হয়; এবং তাহা দ্বারা শরিয়তের কোন প্রকার আদেশ নিষেধও প্রতিপন্ন না হয়, তখন তাহার 'ছনদ' সম্বন্ধে আমরা শিথিলতা প্রদর্শন করিব এবং কে তাহার রাবী তাহাও ততটা দেখিতে যাইব না। বাইহাকী তাঁহার 'মাদখাল' গ্রন্থে মোহাদ্দেছ এবনে-মাহদীর প্রমুখাৎ বর্ণনা করিতেছেন:— যখন হজরতের নাম করিয়া হালাল হারাম বা শরিয়তের অন্য কোন হুকুম সংক্রান্ত কোন হাদিছ রেওয়ায়ত করা হইবে, তখন আমরা যথেষ্ট সতর্কতা ও কঠোরতার সহিত সেই হাদিছের ছনদ বা সূত্র পরম্পরার ব্যক্তিগণের বিশ্বাস্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিব। কিন্তু তদ্ব্যতীত ফাজায়েল ছওয়াব আজাব প্রভৃতি সম্বন্ধে যখন হজরতের নামে কোন হাদিছ বর্ণনা করা হইবে, তখন আমরাই সেই হাদিছের ছনদ সম্বন্ধে শৈথিল্য প্রদর্শন করিব। .... এমাম আহমদ বলিতেছেন —এবনে-এছহাক (১) এরূপ ব্যক্তি যে, হজরতের জীবন-চরিত যুদ্ধবিগ্রহ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক বিষয় সংক্রান্ত হাদিছগুলি তাঁহার নিকট হইতে লিখিয়া লওয়া যাইতে পারে, কিন্তু যেখানে হালাল হারাম আসিয়া উপস্থিত হয়, সেখানে আমরা (দৃঢ়ভাবে মুষ্টিবদ্ধ করিয়া দেখাইলেন) এইরূপ (মজবুত ও কঠোর) লোকদিগকে চাই।" (২) —

সর্ব্বজনমান্য মোহাদ্দেছগণের এই সকল মন্তব্য পাঠে আমরা জানিতে পারিলাম যে, তাঁহারা হালাল হারাম, ফরজ ওয়াজেব বা আকিদা (ধর্ম্মবিশ্বাস) সংক্রান্ত হাদিছগুলি ব্যতীত, অন্যান্য হাদিছের রাবী বা সাক্ষী-পরম্পরার ব্যক্তিবর্গের বিশ্বস্ত হওয়া না হওয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন না। এ সম্বন্ধে শিথিলতা অবলম্বন, প্রথম হইতে নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। ফল কি হইয়াছে, কয়েকজন গণ্যমান্য মোহাদ্দেছের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছি। যাহা হউক, তফছির ইতিহাস ইত্যাদি পুস্তকের পুরা-কাহিনী এবং ঐ সকল পুস্তকে ভবিষ্যৎ ঘটনাদি সম্বন্ধে উদ্ধৃত বিবরণগুলি, প্রথম হইতে কিরূপ অবিশ্বস্ত ও অপ্রামাণিক কিংবদন্তি সমুহের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া আছে, এবং আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ এমাম ও আলেমগণ, প্রথম হইতে ঐগুলিকে কিরূপ উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করিয়া আসিতেছেন, তাহার কয়েকটা উদাহরণ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। এখন আমরা এমাম আহমদ-বেন-হাম্বলের একটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। এমাম ছাহেব বলিতেছেন:—

তফছির ও ইতিহাস সম্বন্ধে চিরাচরিত উপেক্ষা।

ثلثة كتب ليس لها اصول — المغازي و الملاحم و التفسير

(১) ইনি একজন প্রাচীনতম জীবনী-লেখক, এবনে-হেশামের একমাত্র অবলম্বন ইনিই। বিস্তৃত বিবরণ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

(২) ফৎহল-মুগীছ—১২০ পৃষ্ঠা, ইত্যাদি।

দশম পরিচ্ছেদ।

অর্থাৎ, তিন শ্রেণীর পুস্তকের কোনই মূল নাই—প্রথম হজরতের জীবনী ও যুদ্ধ বিবরণ, দ্বিতীয় জগতের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সংক্রান্ত বর্ণনা, তৃতীয় তফছির। খতিব

এমাম আহমদের মত।

বলেন, "ইহা বিশেষ শ্রেণীর পুস্তকের কথা। ঐ সকল পুস্তকের রাবী-দের 'আদালৎ' না থাকায়, যাঁহারা নানাপ্রকার গল্প-গুজব করিয়া ওয়াজের মজলিস জমাইয়া থাকেন, তাঁহারা আবার উহার সহিত নানাপ্রকার নকল যোগ করিয়া দেওয়ায় এইরূপ অঘটন ঘটিয়া গিয়াছে। জগতের ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী সম্বন্ধে যে সকল পুস্তক রচিত হইয়াছে, তাহার সবগুলিরই এই অবস্থা। যে সকল ঘটনা ঘটিবার অপেক্ষা করা হইতেছে এবং যে সকল 'ফেৎনার' এন্তেজার করা হইতেছে, সে সম্বন্ধে অল্প কয়েকটা হাদিছ ব্যতীত, আর সমস্তই ভিত্তিহীন অপ্রামাণিক" এখন তফছিরের কথা। তাহার মধ্যে খুব বিখ্যাত কাল্‌বী ও মোকাতেলের তফছির। এমাম আহমদ কাল্‌বীর তফছির সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে—উহার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সমস্তই মিথ্যা। তিনি ঐ তফছির পাঠ করাও হারাম বলিয়া ফৎওয়া দিয়াছিলেন। জোরকানী বলেন—মোকাতেলের তফছিরও তাহারই কাছাকাছি। জীবনী বা মাগাজীর মধ্যে মোহাম্মদ-বেন-এছহাকের পুস্তকই সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত, কিন্তু তিনিও খৃষ্টান ও এহুদীদিগের নিকট হইতে রেওয়ায়ত গ্রহণ করিতেন। মাউজুআতে মোল্লা আলী, ৮৬ পৃষ্ঠা।

কিরূপে এবং কি উদ্দেশ্যে, জাল ও মিথ্যা হাদিছগুলির প্রচলন হইয়াছিল এবং হাদিছ-শাস্ত্র-বিশারদ মহাপণ্ডিতগণ ঐ সকল জাল ও মিথ্যা হাদিছকে চিনিয়া লইবার ও ধরিয়া ফেলার জন্য,

জাল হাদিছের লক্ষণ।

কি কি নিয়ম ও উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, নিম্নে অতি সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিব।

বিজ্ঞ পাঠকগণ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করিয়াছেন যে, আমরা বরাবরই "জাল ও মিথ্যা" এই দুইটী শব্দ এক সঙ্গে ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অধিকাংশ মোহাদ্দেছ, হাদিছের জাল হওয়া সপ্রমাণ না হইলে, অর্থাৎ 'অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে অমুক কারণে জাল করিয়াছে' এইরূপ নিশ্চিত (Positive) প্রমাণ না পাওয়া পর্য্যন্ত, কোন হাদিছকে জাল বা মাউজু' বলিয়া আখ্যাত করেন না। সেই জন্য আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই, তাঁহারা এক একটা হাদিছকে لا اصل له باطل ভিত্তিহীন ও বাতিল বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু তাহাকে মাউজু বলিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত! এমাম এবনে-জওজী-প্রমুখ পণ্ডিতবর্গের সহিত, সাধারণ মাউজুআৎ সঙ্কলকগণের যে স্থানে স্থানে মতভেদ দেখা যায়, তাহার অধিকাংশের মূল এইখানে। অবশ্য, এই বিতর্কের পক্ষদ্বয়ের মধ্যে যে মতপার্থক্য, তাহা প্রধানতঃ শব্দের কলহ; উভয় দলের মতে জাল ও মিথ্যা হাদিছগুলি সমান ভাবে অবিশ্বাস্য ও অগ্রহণীয়। কিন্তু, ফলাফলের দিক দিয়া পার্থক্যটা কাল্পনিক হইলেও, কতকগুলি আনুষঙ্গিক বিষয়ে, মোহাদ্দেছগণ উভয়ের

অবস্থানগত প্রভেদ নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। যেমন তাঁহারা বলিতেছেন—'জাল বা মাউজু' হাদিছ কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে লেখককে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতে হইবে যে, হাদিছটা জাল। কিন্তু বাতেল ও ভিত্তিহীন ইত্যাদি—দোষযুক্ত দুর্ব্বল (জঈফ) হাদিছগুলি সম্বন্ধে তাঁহারা এইরূপ কঠোর আদেশ প্রদান করেন নাই।

কারণ ও উদ্দেশ্য। নিম্নলিখিত শ্রেণীর লোকেরা বর্ণিত উদ্দেশ্য সকল সফল করার জন্য মিথ্যা হাদিছ প্রস্তুত করিয়াছে :—

১। **জিন্দীকগণ।**—মুছলমানদিগের মধ্যে এক দল লোক ছিল, যাহারা বাহ্যতঃ আপনাদিগকে মুছলমান বলিয়া পরিচিত করিত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে নানাসূত্রে এছলামের ক্ষতি সাধন করার চেষ্টায় রত থাকিত। এই সমস্ত লোক এছলামের মূলনীতি এবং বিশ্বাসগুলির প্রতি লোকদিগকে শ্রদ্ধাহীন করার জন্য বা প্রকারতঃ এছলামের প্রতি বিদ্রূপ করার নিমিত্ত, হজরতের নাম করিয়া বহু সহস্র হাদিছ জাল করিয়াছিল। (১)

২। **অতিপরহেজগারগণ।**—অতিরিক্ত পরহেজগারীর দাবীদার এক দল তথাকথিত ছুফী নানাপ্রকার অভিনব এবাদত গড়িয়া লইয়া তাহার ছওয়াব ও ফজিলৎ সম্বন্ধে বহু জাল হাদিছ তৈয়ার করিয়াছেন। এই জাল হাদিছগুলির সমর্থনের জন্য তাঁহারা যে যুক্তি দিয়া থাকেন তাহা আরও বিস্ময়কর। (এব্‌নুছ-ছালাহ, নোখ্‌বা প্রভৃতি।)

৩। **মোকাল্লেদগণ।**—কতিপয় মোকাল্লেদ নিজ নিজ মজহাবের এমামের গুরুত্ববর্দ্ধন অথবা প্রতিপক্ষ মজহাবের এমামের গৌরবহানি করার জন্য, অতি ঘৃণিত গোঁড়ামীর বশবর্ত্তী হইয়া নানাপ্রকার জাল হাদিছ ও রেওয়ায়ত গড়িয়া লইয়াছেন। এমাম আবু-হানিফার প্রশংসা ও এমাম শাফেয়ীর নিন্দাবাদের জন্য প্রস্তুত জাল হাদিছের নমুনা পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে।

৪। **মোছাহেবগণ।**—রাজা বাদশাহ্ ও আমীর-ওমরার মোছাহেবগণ প্রভুদিগের খোশ-খেয়ালের সমর্থন বা তাঁহাদের স্বার্থোদ্ধারের নিমিত্ত বহু মিথ্যা কথাকে হজরতের হাদিছ বলিয়া চালাইয়া দিয়াছে।

৫। **ওয়ায়েজগণ।**—নিজেদের ওয়াজের (কথকতার) অভিনবত্ব ও চমৎকারিত্ব প্রদর্শন করিয়া মূর্খ জনসাধারণের নিকট যশার্জ্জন বা তাহাদিগের নিকট হইতে অর্থোপার

---

(১) জিন্দের ধর্ম্ম বা পার্সিক ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের মধ্যে অনেকে প্রকাশ্যতঃ মুছলমান হইয়াছিল, এবং এছলামের আচ্ছাদনে আপনাদের ধর্ম্ম চালাইবার ও এছলামের অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করিয়াছিল। অনেক বেদ্‌আতের মূল এইখানে।

করার নিমিত্ত, একদল ওয়াজ-ব্যবসায়ী—নানাপ্রকার আজগবী ও ভিত্তিহীন গল্প-গুজবকে হাদিছ বলিয়া চালাইয়া দিতেন। আজকালও ওয়াজ ও মৌলুদের মজলিসে 'রেওয়ায়ত হায়' বলিয়া এই শ্রেণীর গণ্ডা গণ্ডা মিথ্যা কথা হাদিছের নামে চালাইয়া দেওয়া হয়।

মোকদ্দামা—এবনুছ-ছালাহ্, নোখ্‌বাতুলফেক্‌র, ফৎহুলমুগীছ প্রভৃতি ওছুল-গ্রন্থ হইতে উপরে লিখিত বিষয়গুলি সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। বর্ণিত পাঁচ প্রকার জালিয়াতের কর্ম্ম-ফলের বিস্তৃত আলোচনা করা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অসম্ভব। তবে এখানে এইটুকু বলিয়া রাখিতে হইতেছে যে, আমাদিগের প্রাথমিক যুগের মোহাদ্দেছগণ এই সকল জালিয়াতের দুষ্কর্ম্মগুলিকে ধরিয়া ফেলিবার জন্য যে সকল অনুবীক্ষণ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন, জগতে তাহার তুলনা নাই। এখন সেই অনুবীক্ষণগুলিকে ঝাড়িয়া পুছিয়া—এবং আবশ্যক ও সম্ভব হইলে, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহার উপযোগিতাকে অপেক্ষাকৃত বাড়াইয়া লইয়া—জাল হাদিছগুলি বাছাই করিবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা কথনই বিফলে যাইবে না। কতিপয় হাদিছ-বিশারদ পণ্ডিত কেবল মাউজু বা জাল হাদিছ সঙ্কলন করার জন্য, এক একটী স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এবনে জওজীর মাউজুয়াত, العلل المتناهية ঐ পুস্তক সম্বন্ধে ছয়ুতীর সমালোচনা, এমাম এব্‌নুলমাদিনী, এবনে-তাইমীয়াহ্, এব্‌নুল-কাইয়েম, মাক্‌দেসীর পুস্তক সকল, ছয়ুতীর আল্-লোআলী-উল-মসনুআহ্, এমাম শওকানীকৃত আলফাওয়াএদুলমাজমুয়া, মোল্লা আলীকারী-কৃত মাউজুআতেকবির, আল্লুলুওল মারছু', তামইজুৎ-তাইয়েবে মেনাল্-খাবিছ প্রভৃতি পুস্তক দ্বারা সত্য ও মিথ্যা হাদিছ পরীক্ষা কত সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিজ্ঞ পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

কেরামিয়া ও ভণ্ড-ছুফীগণের অভিমত।

ওছুললেখকগণ বলিতেছেন—"কতিপয় কেরামিয়া এবং ছুফী বলিয়া দাবীদার ব্যক্তি ব্যতীত, আর সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, যে কোন উদ্দেশ্যে হউক না কেন, মিথ্যা হাদিছ তৈয়ার করা বা তাহার প্রচারে সাহায্য করা হারাম।" (নোখ্‌বা, ৫৮) "ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষতিকর সেই সমস্ত অতি-পরহেজগার দল, যাহারা আপনাদের খেয়াল অনুসারে সদুদ্দেশ্যে মিথ্যা হাদিছ জাল করিয়া লইয়াছে।" (এব্‌নুছ-ছালাহ, ৪৪) কিন্তু লেখকের মতে যে সকল লোক মিথ্যা হাদিছ প্রস্তুত করাকে বাহ্যতঃ হারাম ও নিষিদ্ধ এবং মোহাদ্দেছগণের নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীকে অবশ্য-মান্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিল এবং এইরূপে মোহাদ্দেছ-গণের ও মুছলমান জনসাধারণের সন্দেহদৃষ্টির বাহিরে থাকিয়া অতি সঙ্গোপনে জাল হাদিছ প্রস্তুত করতঃ মুছলমানদিগের মধ্যে তাহা চালাইয়া দিবার চেষ্টায় থাকিত, তাহাদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে। ইহাদের মধ্যে একদল লোক অতিশয় মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা প্রথমে বহু ছহী ও নির্দ্দোষ ছনদ স্মরণ করিয়া লইত। এমন

কি, এই শ্রেণীর কোন কোন লোক, কোন কোন এমামের নিকট হইতে দুই চারিটা ছহী হাদিছের রেওয়ায়তও সত্য সত্যই গ্রহণ করিত। তাহার পর, ঐ সকল ছনদের মধ্য হইতে এক একটা ছনদ গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত দুই একটা করিয়া জাল হাদিছও জুড়িয়া দিত। প্রাথমিক যুগেই এই ব্যাধি যে কিরূপ মারাত্মক হইয়াছিল, হাদিছ সংক্রান্ত ইতিবৃত্তে তাহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠকগণকে প্রকৃত অবস্থা জানাইবার জন্য নিম্নে তাহার মধ্য হইতে দুই একটা ঘটনার উল্লে করিতেছি।

এমাম আহমদ অনেক জালিয়াত।

আহমদ-বেন-হাম্বল ও এহ্য়া-বেন মুইন এমামদ্বয় রসাফা মছজিদে নামাজ পড়িয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন কথক—ওয়াজ ব্যবসায়ী লোক—দাঁড়াইয়া ওয়াজ আরম্ভ করিল। ওয়াজ জুড়িয়া দিবার অল্পক্ষণ পরেই সে নিম্নলিখিতরূপে হাদিছ বর্ণনা করিতে লাগিল :—আহ্মদ বেন-হাম্বল ও এহ্য়া এবনে-মুইন আমাকে এই হাদিছ বলিয়াছেন ; তাঁহারা বলেন—আবদুর রাজ্জাক আমাদিগকে হাদিছ বলিয়াছেন, তিনি বলেন—আমাকে মা'মর বলিয়াছেন, এবং মা'মর কাতাদা হইতে ও কাতাদা আনাছ হইতে বর্ণনা করেন। আনাছ বলেন—হজরত বলিয়াছেন, মানুষ যখন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমা পাঠ করে, তখন আল্লাহ্ তাহার প্রত্যেক শব্দ হইতে এক একটা পাখী সৃষ্টি করেন, ঐ পাখীগুলির সোণার ঠোঁট আর মণিমুক্তার পালক, ইত্যাদি। এইরূপে সে অবলীলাক্রমে এক পাতা দীর্ঘ একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়া ফেলিল। এমামদ্বয় অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া আছেন—তাঁহারা স্বপ্নেও যে হাদিছের কথা চিন্তা করেন নাই, আজ তাঁহাদের সম্মুখে এবং তাঁহাদেরই নামে, আল্লার মছজেদে এবং ওয়াজের মজলিসে তাহা অবলীলাক্রমে চালাইয়া দেওয়া হইতেছে, ইহা দেখিয়া এমামদ্বয় একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়েন। অবশেষে এমাম আহমদ, এমাম এহ্য়াকে বলিলেন, আপনি কি উহাকে বলিয়াছেন? বলা বাহুল্য যে, তিনি দৃঢ়তার সহিত উহা অস্বীকার করিলেন। যাহা হউক ওয়াজ শেষ হইলে, এহ্য়া-বেন মুইন তাহাকে নিকটে ডাকিয়া বলিলেন—আপনি এই হাদিছটী কাহার নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন?

উত্তর :—আহমদ বেন হাম্বল ও এহ্য়া বেন মুইনের নিকট হইতে।

এহ্য়া :—এহ্য়া বেন মুইন আমারই নাম, আর ইনিই এমাম আহ্মদ।

বক্তা :—আপনি এবনে মুইন?

এহ্য়া :—হাঁ আমিই।

বক্তা :—ওঃ, আমারই ভুল। লোকের মুখে শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, এহ্য়া-বেন মুইন একটী নিরেট হস্তীমূর্খ, এতদিন পরে আজ আমারও তাহাতে বিশ্বাস হইল।

এমাম এহ্য়া :—আচ্ছা বেশ! আমি যে একটা নিরেট হস্তীমূর্খ, এ জ্ঞানটা জনাবের আজ জন্মিল, ইহার কারণ কি?

বক্তা :—তোমাদের কথায় বোধ হয়, যেন তোমরা দুইজন ব্যতীত আহ্‌মদ-বেন-হাম্বল আর এহ্য়া-বেন-মুইন আর কেহই হইতে পারে না। আমি ১৭ জন আহমদ-বেন হাম্বলের নিকট হইতে হাদিছ গ্রহণ করিয়াছি। এই কথা বলিয়া লোকটা এমামদ্বয়কে নানাপ্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিতে করিতে সে স্থান হইতে চলিয়া গেল।

এবনে জারিরের বিপদ

এইরূপে একজন ওয়ায়েজ একদিন বাগদাদে এক ওয়াজের মজলিছে—

عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا

এই আয়তের ব্যাখ্যা করিতে করিতে বলিল যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আল্লার সঙ্গে আরশের উপর উপবেশন করিবেন। তফ্‌ছির ও ইতিহাসের বিখ্যাত এমাম, এবনে-জরির তাবরী ইহার প্রতিবাদ করায়, বাগ্দাদের জনসাধারণ তাঁহার বিরুদ্ধে একেবারে ক্ষেপিয়া উঠে, এবং ইহার ফলে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত তাঁহাকে বাটীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া লুকাইয়া থাকিতে হয়। ইহাতেও লোকের ক্রোধের পরিসমাপ্তি হয় নাই, তাহারা এমাম ছাহেবের বাটীতে এত প্রস্তর বর্ষণ করিয়াছিল যে, তাঁহার দরজার সম্মুখে প্রস্তরখণ্ডগুলি স্তূপাকারে জমিয়া গিয়াছিল। (মাউজুয়াতে কবির, ১০—১৪)

৬। **সদুদ্দেশ্যে**।—লোকদিগকে ভয় বা প্রলোভন দেখাইয়া সৎকর্ম্মে লিপ্ত করার বা অসৎকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত রাখার জন্য বহু হাদিছ জাল করা হইয়াছে।

৭। **তর্ক-বিতর্কে**।—অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত তর্ক স্থলে হজরতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন কল্পে, নানাপ্রকার মিথ্যা হাদিছ বর্ণনা করা হইয়াছে। হজরত কিয়ামতের দিন আল্লার সহিত আরশে উপবেশন করিবেন, খৃষ্টানদিগের সহিত তর্ক বিতর্কের ফলে এই হাদিছটীর সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

৮। **যুদ্ধ-বিগ্রহে উত্তেজিত করার জন্য**।—লোকদিগকে বিজাতীয়দিগের সহিত জেহাদে উৎসাহিত করার নিমিত্ত, অথবা মুছলমান আমীর ও বাদশাহ্‌গণের আত্মকলহে ব্যক্তি বা দলবিশেষের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য, বহু জাল হাদিছের প্রচলন করা হইয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর হাদিছের প্রচলন দেখা গিয়াছে! স্বনামখ্যাত মোজাদ্দেদ মহাত্মা ছইয়দ আহমদ ছাহেব শহীদ হওয়ার পর, তাঁহার কতিপয় ভক্ত, শীয়াদিগের অনুকরণে কতকগুলি হাদিছ তৈয়ারী করিয়া প্রচার করেন যে, ছইয়দ ছাহেব এখন গায়েব আছেন। কিছুদিন পরেই তিনি আবার জাহের হইবেন

فيقتل كفرة لاهور এবং লাহোরের কাফেরদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন। এই উপলক্ষে যে, اربعين বা 'চল্লিশ হাদিছ' নামক পুস্তিকার প্রচার করা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে অনেক হাদিছই যে জাল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

৯। এক শ্রেণীর আলেমরূপী লোক।—ইহাদের যোগ্যতা কিছুই ছিল না। কিন্তু তবুও জন-সমাজে মোহাদ্দেছগণের মর্য্যাদা দর্শনে ইহাদেরও সেইরূপ সম্মান অর্জ্জনের খুব আকাঙ্ক্ষা হইত। কাজেই নানাপ্রকার আজগৈবী ও মূর্খজন-চমকপ্রদ মুখরোচক মিথ্যা হাদিছ প্রস্তুত করিয়া তাহারা অজ্ঞ জনসাধারণের ভক্তি আকর্ষণের চেষ্টা করিত।

১০। ছুফীগণ।—ইহাদের একদল 'সদুদ্দেশ্যে' বহু হাদিছ জাল করিয়া সমাজে তাহার প্রচলন করিয়াছে, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পক্ষান্তরে ইহারা খুব দৃঢ়তার সহিত প্রকাশ করে যে, স্বপ্নযোগে অথবা কাশ্‌ফ মোরাকাবা ইত্যাদির দ্বারা ইহারা সর্ব্বদাই হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকে। এই সময় তাহারা হজরতের মুখে বহু হাদিছ শ্রবণ করিয়া থাকে। বলা আবশ্যক যে, ইহা ঐ শ্রেণীর ছুফীদিগের সাধারণ বিশ্বাস এবং পীরের বারজাখ, মৃত পীরের সাক্ষাৎ লাভ, তাছাউওরে-শেখ বা গুরু-ধ্যান ইত্যাদি বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের মূলভিত্তিও এইখানে। এইরূপে তাহারা যে কথাগুলিকে স্বপ্নযোগে বা কাশ্‌ফ ইত্যাদির দ্বারা হজরতের নিকট হইতে অবগত হইয়াছে বলিয়া মনে করে, সেইগুলি বর্ণনা করার সময় ভিতরের কথা ভাঙ্গিয়া না বলিয়া কেবল 'হজরত বলিয়াছেন' একটুকু মাত্র বলিয়া সেগুলিকে প্রকাশ করে। তাহার পর লোকে উহাকে হাদিছ মনে করিয়া ঐগুলির রেওয়ায়তও করিতে থাকে। এবনুল-আরবী ছুফীদিগের শেখে-আকবর বা মহাগুরু বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। তিনি ফতুহাতে-মাক্কিয়া প্রভৃতি পুস্তকে বিস্তৃতভাবে এই কথার আলোচনা করিয়াছেন। ইহারা যে কেবল কতকগুলি মিথ্যা হাদিছের প্রচলন করিয়াছে তাহাই নহে, বরং বহু ছহী ও প্রামাণ্য হাদিছকে নিজেদের স্বপ্নাদি লব্ধ জ্ঞানের দোহাই দিয়া মিথ্যা ও অপ্রামাণ্য বলিয়াও ঘোষণা করিয়াছে। মোহাদ্দেছগণ যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, অমুক হাদিছটী মিথ্যা বা জাল। কিন্তু তাহারা বলিতেছে—জাল বলিলেই জাল? আমরা স্বপ্নযোগে বা কাশ্‌ফ দ্বারা হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া লইয়াছি। হজরত স্বয়ং আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে ঐ হাদিছটী কখনই মিথ্যা নহে, বরং উহা খুব সত্য হাদিছ, আমি ঐরূপ বলিয়াছি। পক্ষান্তরে তাহারা এইরূপে আবার বহু সত্য হাদিছকে অবিশ্বাস্য ও জাল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া থাকে। (১)

---

(১) জাতি বা ব্যবসায় বিশেষকে সমাজে ঘৃণিত করিবার জন্য হজরতের নামে বহু মিথ্যা হাদিছ জাল করা হইয়াছে। তন্তবায় (কারিকর) রংরেজ ও নাপিত সমাজের গ্লানিকর হাদিছগুলি জাল ও অবিশ্বাস্য।

দশম পরিচ্ছেদ।

১১। অসতর্কতা ও অন্ধভক্তি।—এক শ্রেণীর লোক অসতর্কতা ও অন্ধ ভক্তির বশীভূত হইয়া বহু মিথ্যা হাদিছের প্রচলন করিয়াছেন। কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তির কোন কথা, তাঁহাদের বিশ্বাস অনুসারে মূল্যবান বলিয়া প্রতীত হইলে, তাঁহারা মনে করিয়া লন যে, হজরত ব্যতীত এমন সুন্দর কথা আর কে বলিবে? এই খেয়াল মাত্রের বশবর্ত্তী হইয়াই তাঁহারা ঐ প্রবচনগুলিকে অসঙ্কোচে হজরতের উক্তি বলিয়া চালাইয়া দিয়াছেন। শাহ্ আবদুল আজীজ ছাহেব বলেন—এই শ্রেণীর লোকদিগের সীমাসংখ্যা নাই, জনসাধারণের অধিকাংশই এই অনাচারে লিপ্ত ছিলেন। (১)

মোহাদ্দেছগণ মিথ্যা ও জাল হাদিছের সৃষ্টি ও প্রচলন সম্বন্ধে যে সকল যুক্তি ও কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, আমরা উপরে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম। এ কথাগুলির সমস্ত একত্র একখানা পুস্তকে পাওয়া যাইবে না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উপরের বর্ণিত কেতাবগুলির মাউজু' হাদিছ সংক্রান্ত অধ্যায় সমূহ পাঠ করিয়া দেখিলে এই সমস্ত বিবরণের মূল প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

মোল্লা আলীকারী হানাফী, মাউজুআতে কাবির পুস্তকে احوال الوعاظ বা 'ওয়াজকারী-দিগের অবস্থা' শীর্ষক যে অধ্যায়টী লিখিয়াছেন, আমরা আরবী-অভিজ্ঞ পাঠকগণকে একবার তাহা পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। এই সুদীর্ঘ অধ্যায় হইতে কয়েকটা কথা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে:—

ওয়াজ ব্যবসায়ী-দিগের দুরবস্থা।

১। মহাত্মা আবুবাক্‌র ও ওমর, কাহারও মুখে কোন হাদিছের বর্ণনা শুনিতে পাইলে, বর্ণনাকারীকে সেই হাদিছ সংক্রান্ত অন্য সাক্ষী উপস্থিত করিতে আদেশ করিতেন। মহাত্মা আলী রাবীকে হলফ দেওয়াইতেন।

এখানে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা ছাহাবীদিগের কথা। একজন ছাহাবী হাদিছ বলিতেছেন, আর এছলামের মহামান্য খলিফাগণ তাঁহাকে নিজ কথার সমর্থনের জন্য অন্য সাক্ষী প্রমাণ উপস্থিত করিতে আদেশ প্রদান করিতেছেন, হলফ দেওয়াইতেছেন—অন্যথায় কঠোর দণ্ড প্রদানের ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। এছলামের সেই সুবর্ণযুগে স্বয়ং খোলাফায়ে-রাশেদীন, ছাহাবীদিগের হাদিছ সম্বন্ধেই যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বহু দিক্ দিয়া বিশেষভাবে ভাবিবার বিষয়। সেই স্বর্ণযুগের—সত্যযুগের অবস্থা যখন এই, তখন অন্যে পরে কা কথা?

২। অধিকাংশ কথক ও ওয়ায়েজ তফছির ও তাহার রেওয়ায়ত এবং হাদিছ ও তাহার মর্য্যাদার ক্রম সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন।

(১) ওজালা—১৩ পৃষ্ঠা।

৩। ইহাদের একটা আপদ এই যে, ইহারা অজ্ঞ জনসাধারণের নিকট এমনভাবে কতক-গুলি কথা বলে, জ্ঞান বুদ্ধির দ্বারা যাহার মর্ম্ম গ্রহণ করা অসম্ভব। প্রামাণ্য ও ছহী হইলেও ঐ সকল উক্তি দ্বারা নানাপ্রকার বাতেল আকিদা বা ভ্রান্ত বিশ্বাসের সৃষ্টি হইয়া থাকে।

৪। এমাম আহ্‌মদ কৃত মোছনাদে ছহী ছনদে, তবরাণীতে جيد ছনদে এবং অন্যান্য বহু হাদিছ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, তামীমেদারী নামক জনৈক ছাহাবী কেচ্ছা বয়ান করার জন্য মহাত্মা ওমরের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলে, প্রথমে তিনি অনুমতি প্রদান করেন নাই। শেষে, তামিমের বিশেষ অনুরোধে, ওমর তাঁহাকে একবার মাত্র অনুমতি দিয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রথম মজ্‌লেছের পরই আবার ওমর তাহা বন্ধ করিয়া দেন। সেই মজ্‌লেছে তিনি যে সকল কেচ্ছা বর্ণনা করেন, তজ্জন্য ওমরের আদেশে তামীমকে দোর্‌রা (দের্‌রাহ্‌) বা কোঁড়া মারা হয়। দোর্‌রা মারার কথা স্বয়ং তামীমের প্রমুখাৎ এবনে-আছাকের কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

তামীম একজন খৃষ্টান-সন্ন্যাসী ছিলেন, হিজরীর নবম সনে এছলাম গ্রহণ করেন। ইনি প্যালেষ্টাইন বা ফিলিস্তিনের অধিবাসী। এই খৃষ্টান-সন্ন্যাসী এছলাম গ্রহণ করার পর, দাজ্জাল প্রভৃতির বিবরণ ও পুরাণ কাহিনী, জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং নবীগণের কেচ্ছা কাহিনী ইত্যাদি নিজের সংস্কার ও বিশ্বাস মতে মুছলমানদিগের মধ্যে বর্ণনা করেন। এই জন্যই হজরত ওমর তাঁহাকে দোর্‌রা মারিবার হুকুম দিয়াছিলেন। মছজিদে প্রদীপ জ্বালাইবার প্রথা প্রথমে এই তামীম কর্তৃকই প্রচলিত হয়। ত ওছমানের শহীদ হওয়ার পর ইনি সিরিয়ায় চলিয়া যান। (১) কা'ব আহবারের অধিকাংশ রেওয়ায়তই এই শ্রেণীভুক্ত।

গ্রীক, রোমান, পার্সিক, সিরিও, খৃষ্টান ও এহুদী প্রভৃতি ধর্ম্ম হইতে দীক্ষিত মুছলমানদিগের পূর্ব্ব-সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রভাবে, নির্ম্মল সুন্দর এছলামে কলঙ্ক কলুষ স্পর্শিবার আশঙ্কা করিয়াই, দূরদর্শী খলিফাগণ ঐ সকল গল্প ও সংস্কার গুলির প্রচারপথ রুদ্ধ করার নিমিত্ত এইরূপ কঠোরতা অবলম্বন করিয়া ছিলেন। দুঃখের বিষয়, পরবর্ত্তী যুগে, বিশেষতঃ মামুন ও মো'তাছেমের সময়ে, বিজাতীয় বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি নানা রূপ ধরিয়া ও বহুবিধ ছদ্মবেশে আত্মগোপন করিয়া, সাধারণ মুছলমানদিগকে অতি মারাত্মক ভাবে প্রবঞ্চিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। মুছলমানদিগের মধ্যে যে এত মত বিরোধ ও এত সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব, তাহার প্রধান কারণ এই যে, খৃষ্টান এহুদী এবং গ্রীক ও পার্সিক প্রভৃতি জাতির বহুসংখ্যক লোক বাহ্যতঃ মুছলমান সাজিয়া সাধুতার ভান দ্বারা জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করিয়া রাখিয়া, অতি সন্তর্পণে, এছলামের সর্ব্বনাশ করতঃ গোপনে

নবদীক্ষিত কপট মুছলমানদিগের কীর্ত্তি।

(১) এছাবা, ৮৩৩ নং ও একমাল প্রভৃতি।

অবিশ্রান্তভাবে নিজেদের পূর্ব্বমতগুলিকে প্রবল করার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, পারস্য বিজয়ের পর এই গুপ্তবিপ্লব পূর্ণতা লাভ করে! বাতেনী প্রভৃতি অধ্যাত্মিক সম্প্রদায় ও মনছুর প্রমুখ সাধু নামধারী ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক উপস্থাপিত উপপ্লবাদির চরম লক্ষ্যও ইহাই ছিল। এসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনার জন্য শাহরস্তানী ও এবনে-হাজ্‌ম কর্ত্তৃক ملل و نحل এবং ওস্তাদ আবুমানছুর বাগদাদী কর্ত্তৃক الفرق بين الفرق প্রভৃতি পুস্তক দ্রষ্টব্য। এই সময় বরামেকা বংশীয়েরা নিজেদের পুরাতন অগ্নিপূজাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে মক্কার মছজিদে প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার-পাত্র স্থাপন এবং তাহাতে সুগন্ধি দ্রব্য নিক্ষেপ করার জন্য হারুন রশীদকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। (১)

(৫) আবুদাউদ ও নাছাই পুস্তকদ্বয়ে ছহী ছনদে বর্ণিত হইয়াছে যে, ছাহাবীদিগের সময় খলিফা বা তৎকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্যের পক্ষে এই প্রকার ওয়াজ করা নিষিদ্ধ ছিল। তাবরানীর এক রেওয়াতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত বলিয়াছেন, —এছরাইল বংশীয়েরা এই সকল পৌরাণিক গল্পগুজবে মত্ত হইয়াই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

(৬) এবনে-মাজা, এবনে ওমর হইতে বর্ণনা করেন যে, হজরতের বা আবুবাক্‌র ও ওমরের সময়, এই সকল গল্পের প্রচলন ছিল না। আখেরী জামানায় (পরবর্ত্তী যুগে) মুছলমানগণও যে ঐ সকল গল্পগুজবে মজিয়া ধ্বংস হইতে বসিবে, হজরত তাহারও স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। (তাবরানী)

এই হাদিছগুলি বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। পৌরাণিক উপকথা ও কল্পিত কিংবদন্তিগুলি কালক্রমে যখন কোন জাতির প্রধান আলোচ্য শাস্ত্ররূপে পরিণত হয়, তখন সে জাতি ক্রমে ক্রমে নিজের মূল শাস্ত্রের শিক্ষা এবং তাহার নবীর প্রকৃত ও মহান্ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া, নিজের জাতীয় বিশেষত্ব হইতে দূরে সরিয়া পড়িতে থাকে। এহুদীজাতি এইরূপে তালমুদের মোহে মজিয়া তৌরাৎকে বিস্মৃত হইয়াছিল। তাই স্বাধীনতা সংক্রান্ত তৌরাতের ও হজরত মূছার গৌরব-গর্ব্ব উদ্ভাসিত মূল শিক্ষা ও প্রকৃত আদর্শ হইতে দূরে অপসৃত হইয়া, আজ তাহারা চিরকালের জন্য পরপদানত ও দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ—সুতরাং মনুষ্যত্বের সকল গরীয়ান সম্পদ হইতে বিচ্যুত—হইয়া পড়িয়াছে। খৃষ্টান, যীশু সংক্রান্ত

পৌরাণিক গল্পগুজবগুলি ধ্বংসের কারণ হয় কেন?

(১) শেষোক্ত পুস্তকের ১৭০ পৃষ্ঠা দেখুন। এই পুস্তকের চতুর্থ খণ্ডে এছলাম সংক্রান্ত নানাবিধ ঐতিহাসিক দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক আলোচনা করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে এছলামের উপর বিজাতীয় প্রভাবের মারাত্মকতা যে কতদূর শোচনীয়, তাহা ঐ খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

আজগৈবী গল্পগুজবগুলির মধ্যে প্রকৃত যীশুকে হারাইয়া বসিয়াছে। তাই আজ কোটি কোটি খৃষ্টান, মুখে যীশুর নামে সহস্র প্রকার গোঁড়ামীর প্রশ্রয় দিয়াও, সামান্য সামান্য রাজসিক স্বার্থের অনুরোধে কঠোর জড়বাদী হইয়া, বুভুক্ষুশার্দ্দুলের ন্যায় একে অন্যের কণ্ঠনালী ছিন্ন করিয়া নিজ ভ্রাতার তপ্ত শোণিতপানে তৃপ্তিলাভ করিতেছে। তাই আজ কলের কামান, হাউজার তোপ, ট্যাঙ্ক, এবং নানা শ্রেণীর মারণযন্ত্র ও সমর-পোতগুলি, ক্ষিত্যপতেজঃমরুদ্ব্যোম বিক্ষুব্ধ করিয়া লক্ষ বজ্র-নিনাদে যীশুর প্রেমশিক্ষার বর্ত্তমান মর্ম্মবিদারক পরিণতির মাতম করিতেছে! জগতের প্রাচীনতম ও সভ্যতম জাতি বলিয়া দাবিদার হিন্দুকে দেখ—পুরাণ মহাভারতাদির কাল্পনিক কাহিনীগুলিতে এবং কৃষ্ণলীলার গল্পগুজবে তন্ময় হওয়ার ফলে, বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া দুনয়ার সমস্ত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার, তাহাদের উপর কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে,—এবং বেদ বেদান্ত ও গীতাদি শাস্ত্রের মহীয়সী শিক্ষা হইতে তাহাদিগকে কত দূরে সরাইয়া দিয়াছে! যে হিন্দুজাতির প্রাচীন সাহিত্য ও দর্শনবিজ্ঞান বস্তুতই জগতের প্রাচীনতম জ্ঞানভাণ্ডার, তাহারই কোটি কোটি সন্তান নিজেদের জন্য সন্তুষ্টচিত্তে এই মীমাংসা করিয়া লইয়াছে যে, 'ঐশিক বাণী বেদের' একটা বর্ণ—উচ্চারণ করা ত দূরে থাকুক—তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিলেও, তাহারা তজ্জন্য মহাপাতকের ভাগী হইবে। এইযে আত্মবিস্মৃতির দ্বারা মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠতম সম্পদকে—আল্লার মহত্তম দানকে—এমন কঠোর ভাবে প্রত্যাখান, ইহাই হইতেছে মনুষ্যত্বের চরম পতন। সহস্র বৎসরের সাধনায় হিন্দুর এই আত্মকৃত আত্মবিস্মৃতি দূরীভূত হইবে কি না, তাহা বলা যায় না। এখানে অশেষ পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, আজ মুছলমানেরও এই দশা ঘটিতে আরম্ভ হইয়াছে। এ সম্বন্ধে গভীর বা সূক্ষ্মতত্ত্বের উদ্রেক করার আবশ্যক নাই। বাজারে প্রচলিত মৌলুদের কেতাবগুলিতে মোস্তফা চরিত্রের প্রকৃত মাহাত্ম্যের কতটুকু আভাস পাওয়া যায়, আর ঐ শ্রেণীর মিথ্যা গল্পগুজবের পরিমাণ কত, পাঠকবর্গ নিজেরাই একবার তাহার তুলনা করিয়া দেখিলেই যথেষ্ট হইবে। মুছলমান আজ কিসে সন্তুষ্ট, কেন তাহার মস্তিষ্ক এমন ভাবে অভিশপ্ত হইল?—'বিশ্বের জ্ঞান মাত্রই' 'মুছলমানের হারানিধি, 'যেখানে পাইবে, সেখান হইতেই তাহা কুড়াইয়া লইবে', (১) স্বর্গের এই পুণ্য আলোক যে জাতির পথ-প্রদর্শক, সে আজ দুনয়ার অন্ধকার মাত্রকেই, অজ্ঞান মাত্রকেই, নিজের ধর্ম্মজীবনের একমাত্র উপকরণ ও অবলম্বন বলিয়া, এমন অবোধের ন্যায় আঁকড়াইয়া ধরিতেছে—দীর্ঘকাল অন্ধকারে অবস্থান হেতু, আজ আলোকের আভা মাত্রেই তাহার চোখ ঝলসিয়া যাইতেছে—কোনও সৎ কোনও মহৎ, কোনও বিশাল কোনও বিরাট ভাবই আজ তাহার সেই অভিশপ্ত মন ও

(১) كلمة الحكمة ضالة المؤمن الخ এই মর্ম্মের হাদিছটীর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

মস্তিষ্ককে যে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না—ইহার মূলেও সেই সত্যের প্রত্যাখ্যান, সেই আত্মের বিস্মৃতি! কোরআন ও মোস্তফাকে ত্যাগ করিয়া, কোরআন ও মোস্তফা-সংক্রান্ত কিংবদন্তি ও কাল্পনিক কেচ্ছা কাহিনীতে তন্ময় হওয়ার অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য কর্ম্মফল!! ইঞ্জিনের আগুন নিবিয়া গেলে তাহার সমস্ত কল কব্জা—সুতরাং গোটা ট্রেনটা—যেমন সম্পূর্ণরূপে নিস্পন্দ ও অচল হইয়া পড়ে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্থগিত হইয়া গেলে জীবদেহের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গই যেমন মুহূর্ত্তে আড়ষ্ট ও অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়—ঠিক সেইরূপ, মানবীয় মস্তিষ্কও যখন অন্ধবিশ্বাসে ও কুসংস্কারে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন জ্ঞানের বিদ্যুৎ আর সেখানে কোন দ্যোৎনা জাগাইতে পারে না। তাই এছলাম বলিতেছে—কর্ম্মেই তোমার মুক্তি। জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্ম এই তিন হইতেছে তোমার চলন্ত ইঞ্জিন! জ্ঞান—মূল শক্তি-কেন্দ্র—আগুন; ভক্তি—উত্তপ্ত বাষ্পীভূত—জল; আর কর্ম্ম হইতেছে তোমার ইঞ্জিনের কলকব্জা। ইঞ্জিনের আগুনের স্থলে কয়েক ঝুড়ি গোবর আর জলের স্থলে কতকগুলি উপলখণ্ড রাখিয়া দিলে, তাহা দ্বারা কখনই কি ইঞ্জিনের কলকব্জায় স্পন্দন আসিতে পারিবে? না, কখনই নহে। স্মরণ রাখিও, অন্ধবিশ্বাস জ্ঞান নহে, কুসংস্কার ভক্তি নহে এবং বিকারের আক্ষেপ কর্ম্ম নহে। তাই হজরত বলিয়া দিতেছেন, القاص ينتظر المقت 'পুরাণকাহিনী-কথক ধ্বংসেরই অপেক্ষা করিয়া থাকে'। কারণ যত অন্ধবিশ্বাসের মূল ঐখানে। ব্যক্তিগণের সমষ্টির নাম জাতি, সুতরাং ব্যক্তি সম্বন্ধে যাহা সত্য, জাতি সম্বন্ধেও তাহা সত্য। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের জাতীয় ও ধর্ম্ম জীবনের পরিচালক যাঁহারা —তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও অবস্থার অনুভূতি হইলেও—ইহার মূল কারণ আবিষ্কারে তাঁহারা সমর্থ হইতেছেন না। তাই আজ তাঁহারা ইঞ্জিনের সংস্কার না করিয়া—তাহাতে আগুন জ্বালাইয়া বাষ্পসৃষ্টির চেষ্টা না করিয়া, ষ্টেশনের কুলিদিগের ন্যায় পিছন হইতে ঠেলা দিয়া, ট্রেণটা চালাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং অবশেষে ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িতেছেন, আর পণ্ডশ্রমের যত রাগ হতভাগ্য ট্রেণটার উপর ঝাড়িয়া বলিতেছেন—'না, একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছে—এ গাড়ী আর চলিবে না!'

জাল হাদিছের লক্ষণ।

শেখুল এছলাম তাকিউদ্দীন এবনে-ছালাহ্, এমাম এবনে-জাওজী, এমাম এবনুল কাইয়েম, হাফেজ জাইনুদ্দীন-এরাকী, হাফেজ এবনে-হাজর, মোল্লা আলীকারী, শাহ্ আবদুল আজীজ, প্রভৃতি পণ্ডিতগণ প্রক্ষিপ্ত বা মাউজু' হাদিছগুলির কতকগুলি সাধারণ লক্ষণনির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এই লক্ষণগুলি দ্বারা আমরা সহজেই জাল হাদিছ চিনিয়া লইতে পারি। বহু পণ্ডিত, জাল হাদিছগুলি পুস্তকাকারে একত্রে সঙ্কলন করিবার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। এই সকল পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিলে, প্রচলিত

বহু অপ্রামাণিক ও আজগৈবী হাদিছের মূল অবগত হইতে পারা যায়। নিম্নে পণ্ডিতগণের বর্ণিত লক্ষণগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত হইতেছে :—

(১) স্বীকারোক্তি।—যে বা যাহারা হাদিছ জাল করিয়াছে, তাহার বা তাহাদের স্বীকারোক্তির দ্বারা জানা যায় যে, ঐ হাদিছটি 'মাউজু'। এইরূপ স্বীকারোক্তির বহু নজির তাঁহাদিগের পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(২) যে সকল হাদিছে প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কোন কথা বর্ণিত হয়, যেমন 'বেগুন সকল রোগের ঔষধ।' এই প্রকার হাদিছ মৌজু' বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে।

(৩) এছলামের স্বীকৃত মূল নীতির বিপরীত। যেমন বলা হইয়াছে যে, 'হজরত কোরআন পড়িতে পড়িতে লাৎ ওজ্জাদি কোরেশদিগের ঠাকুরগণের স্তুতিবাচক দুইটী আয়ৎ তাহার সঙ্গে মিশাইয়া দিয়াছিলেন।' অথবা যেমন, কারিকর বংশের বিরুদ্ধে নানা প্রকার গ্লানিকর কথা হাদিছের নামে প্রচার করা হয়। এগুলি হজরতের হাদিছ হইতেই পারে না, কারণ উহা যথাক্রমে এছলামের সারাৎসার একেশ্বরবাদ ও সাম্যনীতির বিপরীত।

(৪) যাহা কোরআন, ছহী হাদিছ ও اجماع قطعي কৎঈ-এজ্‌মার (১) বিপরীত। অথচ তাহার অন্য কোনরূপ ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

(৫) যে সকল হাদিছে সামান্য সামান্য কাজের জন্য খুব বড় বড় ছওয়াবের (পুণ্যের) বা তাদৃশ কাজের জন্য কঠোর দণ্ডের ওয়াদা দেওয়া হইয়াছে।

(৬) যে হাদিছে কোন জঘন্য ভাবের সমাবেশ আছে।

(৭) যে হাদিছের ভাষা অসাধু।

(৮) যে হাদিছে এমন কোন ঘটনার বর্ণনা করা হইয়াছে, বস্তুতঃ যদি তাহা ঘটিত তাহা হইলে সে ঘটনার সময়ে বর্ত্তমান সমস্ত লোকই নিশ্চয় তাহা জানিতে পারিত। অথচ একজন মাত্র লোক সেই ঘটনার কথা ব্যক্ত করিতেছেন।

(৯) যে হাদিছে এমন ঘটনার উল্লেখ আছে যে, তাহা ঘটিয়া থাকিলে, বহু লোক তাহার বর্ণনা করিত। অথচ একজন মাত্র রাবী ব্যতীত আর কেহই তাহার উল্লেখ করেন না।

(১০) যে হাদিছে অনর্থক ও বাজে কথার সমাবেশ আছে।

(১১) যে হাদিছের বর্ণনা সত্য নহে, অর্থাৎ যাহা Factএর বিপরীত। যেমন বলা হইয়াছে 'সূর্য্যতাপ-তপ্ত জলে স্নান করিলে কুষ্ঠ রোগ হয়।'

(১২) খওয়াজা খেজুর সম্বন্ধে বর্ণিত সমস্ত হাদিছ। (২)

(১) বিশ্বস্ত পণ্ডিতগণের সমবেত অভিমত।
(২) ইহা সম্বন্ধে সকলে একমত নহেন।

(১৩) কোরআনের প্রত্যেক ছুরার নির্দ্দিষ্টরূপে বিশেষ বিশেষ ফজিলতের কথা যে হাদিছে আছে। কাশ্শাফ, বাইজাভী, আবুছউদ প্রভৃতি তফছিরকারেরা চোখ বন্ধ করিয়া এই জাল হাদিছগুলিকে নিজেদের পুস্তকে স্থান দান করিয়াছেন।

(১৪) যে সকল হাদিছে জ্ঞান-বিরুদ্ধ কথা আছে।

(১৫) জীবনে একবারও হাদিছ জাল করিয়াছে বা জানিয়া শুনিয়া জাল হাদিছের প্রচার করিয়াছে, এরূপ ব্যক্তি কোন হাদিছের রাবী হইলে সেই হাদিছ জাল বলিয়া পরিত্যক্ত হইবে।

(১৬) যুক্তি, সূক্ষ্ম সমালোচনা ও আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারা জানা যায় যে, এই হাদিছটী ভিত্তিহীন, মিথ্যা ও জাল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

উপসংহার।

এই দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা আমরা দেখিলাম যে—

অষ্টম, নবম ও দশম পরিচ্ছেদের সার সঙ্কলন।

(১) হাদিছ বলিয়া যে সকল বিবরণ প্রচলিত আছে, তাহাতে প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক উভয় প্রকারের রেওয়ায়তই বিদ্যমান রহিয়াছে।

(২) প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক হাদিছগুলি বাছাই করার জন্য, আমাদের প্রাচীন পণ্ডিতগণ ঐতিহাসিক প্রমাণ ও সূক্ষ্ম সমালোচনার (Textual and Higher Criticism) হিসাবে, যে সকল নিয়ম-পদ্ধতি প্রণয়ন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা বিজ্ঞ সমালোচকের পক্ষে প্রকৃত ও প্রক্ষিপ্ত হাদিছগুলিকে বাছিয়া লওয়া অসম্ভব নহে।

(৩) ইতিহাসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করাও মুছলমানেরা ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া মনে করিতেন। *

(৪) এছলামিক ইতিহাসের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার জন্য, মুছলমানগণ প্রথম হইতেই যেরূপ বিচক্ষণতা ও সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার জন্য তাঁহারা যেরূপ সার্থক পরিশ্রম করিয়াছেন, জগতে তাহার তুলনা নাই।

(৫) বিধর্ম্মী লেখকগণ বিদ্বেষে অন্ধ হইয়া যে সকল মিথ্যা জাল ও অপ্রামাণ্য হাদিছ অবলম্বন করিয়া, হজরতের চরিত্রের ও এছলামের শিক্ষার প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন এবং পক্ষান্তরে অন্ধভক্তগণের আবিষ্কৃত ও অন্ধানুকরণ-প্রিয় মুছলমান লেখকগণ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত যে সকল তথাকথিত হাদিছ দ্বারা প্রকারতঃ হজরতের ও এছলামের গৌরব হানি করা হইতেছে, পরীক্ষার তুলাদণ্ডে তুলিয়া আমরা ঐ উভয় শ্রেণীর হাদিছগুলির গুরুত্ব ও মর্য্যাদা যাঁচাই করিয়া লইতে এবং এইরূপে অতি সহজে সেগুলির প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে পারি।

(৬) মুছলমান পণ্ডিতগণ ইতিহাস-দর্শনের জন্মদাতা ও পরিপোষক। গোঁড়ামী তাঁহাদিগকে কখনই স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিংবদন্তি ও জনশ্রুতি এবং ইতিহাস যে দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস, তাঁহারা তাহা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতেন। অধিকন্তু ধর্ম্মের

* বোখারী ও মোছলেমের হাদিছ বর্ণনা ও এছনাদ সংক্রান্ত পরিচ্ছেদগুলি দ্রষ্টব্য।

নামে গোঁড়ামী ও ভাব-প্রবণতার হুজুকে মাতিয়া তাঁহারা নিজেদের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হন নাই। যতই কেন চমকপ্রদ কথা হউক না কেন আর বক্তা যতই বড়লোক হউন না কেন, কঠোর পরীক্ষার বিষয়ীভূত না হইয়া তাঁহাদের কোন কথাই গ্রহণ করা হয় নাই। অবশ্য ইহা বিচক্ষণ অভিজ্ঞ ও ন্যায়নিষ্ঠ মোহাদ্দেছগণের কথা। ইঁহাদের অবলম্বিত নীতি বা ওছুলের (Principle) অনুসরণ করিলে আমরা এখনও সহজে সত্য ও মিথ্যা হাদিছের পরীক্ষা করিয়া লইতে পারি।

(৭) হজরতের জীবন-চরিত অবগত হইবার প্রথম সূত্র কোরআন, ২য় সূত্র বিশুদ্ধ ও বিশ্বস্ত হাদিছ এবং ৩য় সূত্র পরীক্ষিত ঐতিহাসিক বিবরণ।

(৮) আমাদের তফছির ও ইতিহাসে অনেক বাজেমার্কা ও ভিত্তিহীন গল্পগুজবও বিদ্যমান আছে। পক্ষান্তরে এহুদী খৃষ্টান পার্সিক প্রভৃতি জাতির অনেক সংস্কার এবং বিশ্বাসও নানা কারণে ঐ সকল পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়া গিয়াছে। অতএব এতৎসম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনী লেখকগণ।

মুছলমান ও অমুছলমান উভয়ই হজরতের বহু জীবনী লিখিয়াছেন। মুছলমান লেখকগণের পুস্তকগুলি সাধারণতঃ আরবী ভাষায় লিখিত। ফার্সীতে মওলানা শেখ আবদুল হক্ মোহাদ্দেছ দেহলবীর 'মাআরেজুন-নবুঅৎ' ব্যতীত এই বিষয়ে লিখিত অন্য কোন পুস্তক আমার নজরে পড়ে নাই। যাহা হউক, এই পুস্তকখানি পূর্ব্ববর্ত্তী আরবী কেতাবের আক্ষরিক অনুবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃত অপ্রকৃত এবং প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক সকল প্রকার বিবরণই এই পুস্তকে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

উর্দ্দু পুস্তকের মধ্যে যেগুলি আমার নজরে পড়িয়াছে, তাহার মধ্যে সার ছৈয়দ আহ্মদ কর্ত্তৃক 'খোতবাতে আহ্মদিয়া' সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। মুইর ও স্প্রেঙ্গারের আক্রমণগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া ছৈয়দ ছাহেব বিশেষ দক্ষতার সহিত প্রাগ-এছলামিক যুগের আরব ও আরব্য দেশ, কোরেশ গোত্রের বংশপরিচয়, হজরতের বাল্যজীবনী এবং কোরআন হাদিছ ও তফছির সংক্রান্ত আলোচনা অতিশয় সূক্ষ্মভাবে করিয়াছেন। বলা আবশ্যক যে, মুইর প্রমুখ ধূর্ত্ত ইউরোপীয় লেখকগণের আরোপিত অভিযোগগুলির উত্তর দেওয়াই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার শ্রম যে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে, ইহা দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে। তবে, তাঁহার সমস্ত লেখার ন্যায়, ইহাতেও একটা মারাত্মক দোষ বিদ্যমান আছে। তিনি যেন প্রথম হইতে স্বীকার করিয়া ল'ন যে, জ্ঞান বিজ্ঞান, নীতি ধর্ম্ম এবং ইতিহাস প্রভৃতি সম্বন্ধে ইউরোপের আদর্শ নিখুঁৎ এবং তাহার সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল।

মনে মনে পাকাপাকিভাবে এই সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়ার পর, তিনি এছলামকে ঐ সকল আদর্শ ও সিদ্ধান্তের সহিত সমঞ্জস্য করার জন্য যুক্তি প্রদান করিতে থাকেন। ইউরোপের প্রত্যেক সিদ্ধান্তই যে প্রমাণসাপেক্ষ, নিত্য পরিবর্ত্তনশীল, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি যে ভ্রমাত্মক হইতে পারে, এদিক দিয়া কোন কথা তিনি বলেন না। এই দোষটী ব্যতীত পুস্তকখানি সর্ব্বতোভাবে অতিশয় মূল্যবান। 'Essays on the life of Mohammed' ইহারই ইংরাজী সংস্করণ।

কাজী মোহাম্মদ ছোলেমান ছাহেব কৃত "রাহ্‌মাতুল্-লিল্-আলামীন" পুস্তকখানি হজরতের সম্পূর্ণ জীবনীস্বরূপে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কাজী ছাহেব আধুনিক প্রণালীতে এবং কোরআন ও হাদিছকে প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া বেশ সুশৃঙ্খলার সহিত অপেক্ষাকৃত স্বাধীনভাবে পুস্তকখানি রচনা করিয়াছেন। সাধারণ পাঠকের পক্ষে, মোটের উপর এই পুস্তকখানি বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। ইহার আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও সরল, সঙ্গে সঙ্গে মূল পুস্তকের বরাতও (Reference) সর্ব্বত্র দেওয়া হইয়াছে।

মওলানা শিবলী মরহুম কর্ত্তৃক উর্দ্দু জীবনী এক বিরাট ব্যাপার। কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহার উদ্যোগপর্ব্ব চলিতে থাকে, বহুসহস্র টাকা ব্যয় করিয়া নানাভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও আলেমগণকে সমবেত করিয়া দীর্ঘকালের পরিশ্রমের ফলে মওলানা মরহুমের সম্পাদকতায় এই পুস্তকের মুসাবিদা তৈয়ার হয়। সেও আজ ৬।৭ বৎসরের কথা, ইহার মধ্যে আজ পর্য্যন্ত পুস্তকের পাঁচ খণ্ডের মধ্যে মাত্র দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব এখন তাহার বিস্তারিত সমালোচনা করা অসম্ভব। আমরা বিশেষ আগ্রহের সহিত ইহার প্রথম খণ্ডটী পাঠ করিয়াছি। দুঃখের বিষয় এই যে, ভূমিকার কয়েকটা অধ্যায় ব্যতীত, ইহাতে বিশেষত্ব কিছুই দেখিতে পাইলাম না। আরও পরিতাপের কথা এই যে, সম্ভবতঃ বর্ত্তমান সম্পাদকগণের উপেক্ষার ফলে, পুস্তকে ছোটবড় অনেক ভ্রমপ্রমাদও রহিয়া গিয়াছে। মওলানা মরহুমের ধর্ম্মসংক্রান্ত সমস্ত লেখায় একটা সাধারণ ত্রুটি এই যে, তিনি যাহা বলিতে চাহেন, সাহস করিয়া যেন তাহার সমস্তটা বলিতে পারেন না। এই পুস্তকের দুই এক স্থানে বর্ণিত ত্রুটি সংক্রান্ত দুই একটা উদাহরণের উল্লেখ আছে। ফলতঃ মওলানা মরহুম কর্ত্তৃক পুস্তক এখনও অপ্রকাশিত। পুস্তকের অন্য খণ্ডগুলি যে বিশেষ মূল্যবান হইবে, সকলেই এইরূপ আশা করিয়াছেন।

ইহা ব্যতীত আর কতকগুলি পুস্তকও প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ বিশৃঙ্খল অনুবাদ বা বেমালুম নকল মাত্র। মৌলবী এবরাহিম সিয়ালকোটীর 'তারিখে-নববী' এই শ্রেণীর পুস্তক। তিনি ভূমিকায় অন্যরূপ লিখিলেও, উহা খলিফা মোহাম্মদ হোছেন কৃত এ'জাজুৎ তান্‌জিল পুস্তকের অংশ বিশেষের অবিকল নকল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মুছলমানগণ কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকের মধ্যে, সার ছৈয়দ কৃত Essays বাদে, ছৈয়দ আমীর আলী কৃত জীবনী উল্লেখযোগ্য। তবে ইহার ইতিহাস-ভাগ খুবই সংক্ষিপ্ত, এই অংশে প্রচলিত আরবী ইতিহাসগুলির বিবরণ সংক্ষেপে উদ্ধৃত করা হইয়াছে মাত্র, তাহার দার্শনিক আলোচনা উহাতে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।

এই প্রসঙ্গে, মৌলবী চেরাগ আলী কর্ত্তৃক "Critical Exposition of the Jihad" নামক পুস্তকখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। লেখক হজরতের জীবনীর কয়েকটা ঘটনা প্রসঙ্গে, ইউরোপীয় লেখকগণের প্রতিবাদকল্পে ইহাতে যে সকল সন্দর্ভের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত সারগর্ভ এবং দার্শনিক যুক্তি-প্রমাণে পরিপূর্ণ। আমরা স্থানে স্থানে এই পুস্তক হইতে উপকার লাভ করিয়াছি।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়ের 'মহম্মদ-চরিত' ব্যতীত, বাংলা ভাষায় লিখিত অন্য কোন জীবনী পাঠ করার সুযোগ আমার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠে নাই, সুতরাং সেগুলি সম্বন্ধে কোন প্রকার মতামত প্রকাশ করার অধিকারও আমার নাই। ইহা এক হিসাবে আমার দুরদৃষ্ট হইলেও, এতদ্দ্বারা উপস্থিত আমি অনেকটা স্বস্তি লাভ করিতে পারিয়াছি। যাহা হউক, কৃষ্ণকুমার বাবু একজন ভক্ত, ভাবুক ও সুলেখক। মোহাম্মদ-চরিতে ইঁহার যথেষ্ট অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

আরবী ভাষায় লিখিত ইতিহাস ও জীবনী।

আরবী ভাষায় লিখিত ইতিহাস ও জীবনীগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইয়াছে :—

এছলামের স্বনামধন্য রাজর্ষি খলিফা, ওমর-বেন-আবদুল্‌আজিজের অনুরোধ মতে 'আছেম' নামক জনৈক আন্‌ছার বংশীয় আলেম, দেমশ্‌কের জামে-মছজিদে লোকদিগকে হজরতের জীবনী এবং সেই সময়কার মাগাজী বা যুদ্ধবিগ্রহাদির বিবরণ শিক্ষা দিতে থাকেন। (১) কিন্তু হজরতের জীবনী স্বতন্ত্রভাবে পুস্তকাকারে সঙ্কলন—যতদূর জানিতে পারা যাইতেছে—এমাম জোহরীর পূর্ব্বে কেহই করেন নাই। এমাম ছাহেব সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ মহাপণ্ডিত বলিয়া খ্যাত ছিলেন। খলিফা ওমর-বেন-আবদুল আজিজ ইঁহার পরম ভক্ত ছিলেন। (২) 'কেতাবুল মাগাজী' লিখিবার জন্য ইনি পরিশ্রমের একশেষ করেন। হজরত সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করার জন্য ইনি মদিনার গৃহে গৃহে গমন করিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, এবং যিনি যতটুকু বলিতে পারিয়াছেন, তাহা তখনই লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। এমাম ছাহেব এমাম বোখারীর গুরুপর্য্যায়ভুক্ত। হিজরী ৫০ সনে ইঁহার জন্ম এবং ১২৪ সনে মৃত্যু হয়। খলিফা আবদুল মালেক বেন-মর্‌ওয়ান ও ওমর-বেন আবদুল্‌আজিজ প্রভৃতির নিকট ইঁহার যেরূপ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল এবং ওমর-বেন আবদুল আজিজের 'মাগাজী' সংগ্রহে যেরূপ আগ্রহাতিশয্য ছিল, তদ্দর্শনে ইহা অনুমান করা হইয়া থাকে যে, শেষোক্ত খলিফার নির্দ্দেশক্রমেই এমাম ছাহেব 'কেতাবুল মাগাজী' রচনা করিয়াছিলেন।

খলিফাগণের সহানুভূতি লাভে এমাম জোহরীর শিক্ষাধীন মোস্তফা-চরিতের এই অংশটী এছলামিক সাহিত্যে একটা বিশেষ Subjectএর আকার ধারণ করিয়াছিল। এবং ইহার ফলে এমাম মুছা-বেন-ওকবা ও মোহাম্মদ-বেন-এছহাকের ন্যায় জীবনী-লেখক, এমাম জোহরীর শিষ্যগণের মধ্য হইতে বাহির হইতে লাগিলেন।

মুছা-বেন-ওকবা একজন বিখ্যাত মোহাদ্দেছ—এমাম মালেকের ওস্তাদ। জীবনী লেখার সময়ও তিনি মোহাদ্দেছ-জনোচিত সতর্কতা অবলম্বন করিতে বিস্মৃত হন নাই। ছেহা-ছিত্তা ও অন্যান্য হাদিছের টীকাকারগণ ও পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকবর্গ, বহুস্থলে তাঁহার পুস্তক হইতে অনেক

(১) তাহ্‌জিব, আছেম-বেন-ওমর-বেন-কাতাদা। (২) একমাল—১১, তাহ্‌জিব।

মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। কিন্তু অশেষ দুঃখের বিষয় এই যে, মূল পুস্তকখানি বহুদিন প্রচলিত থাকার পর, এখন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। মুছা, হিজরীর ১৪১ সালে পরলোক গমন করেন। (১)

এমাম জোহরীর দ্বিতীয় শিষ্য মোহাম্মদ-বেন-এছহাক। মুছা-বেন-ওকবার ন্যায় ইনিও একটী দাসবংশ হইতে সমুদ্ভূত। আবদুল্ মালেক-বেন-হেশাম নামক হিম্‌য়র রাজ-বংশের জনৈক পণ্ডিত মোহাম্মদ-বেন-এছহাকের পুস্তকের কঠিন শব্দের অর্থাদিমূলক কতকগুলি টীকা সঙ্কলিত করিয়া উহা সম্পাদন করেন। ইহাই এখন 'ছিরতে-এবনে-হেশাম' নামে বিখ্যাত। ২১৩ হিজরীতে এবনে-হেশামের মৃত্যু হয়। (২)

এবনে-এছহাকের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে কঠোর মতবিরোধ দেখা যায়। আল্লামা জাহাবী বিভিন্ন অভিমতগুলিকে একত্র সঙ্কলন করিয়া দিয়াছেন। তাহাতে দেখা যায় যে, এমাম মালেক প্রমুখ বহু বিজ্ঞ এমাম ও মোহাদ্দেছ, এবনে-এছহাককে "অবিশ্বাস্য, মিথ্যাবাদী, এহুদী ও খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে পুরাকাহিনী গ্রহণকারী এবং নিতান্ত অবিশ্বস্ত দাজ্জাল" বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এমাম আহমদ বলিয়াছেন, "ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন হাদিছ তাঁহার নিকট হইতে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তবে ইতিহাস ইত্যাদি সংক্রান্ত রেওয়ায়ত গ্রহণ করা যাইতে পারে।" এবনে-এছহাকের প্রতি বহু কঠোর অভিযোগের আরোপ করা হয়। হেশাম-এবনে-ওর্‌ওয়া তাঁহাকে মিথ্যাবাদী বলিতেন—কারণ, এবনে-এছহাক তাঁহার (হেশামের) স্ত্রীকে ফাতেমার নিকট হইতে হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করেন। হেশাম দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন—ইহা একেবারেই মিথ্যা কথা। তাঁহার ধর্ম্ম-মত লইয়াও অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা করা হইয়াছে। তিনি কাদ্‌রিয়া (قدریہ) মতের অনুসরণ করিতেন এবং এই অভিযোগে আমীর এবরাহিম কর্ত্তৃক দণ্ডপ্রাপ্তও হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি তৃতীয় অভিযোগ এই যে, তিনি এহুদী ও খৃষ্টানদিগের মুখে শুনিয়া বা তাহাদের পুস্তকাদি হইতে সঙ্কলন করিয়া জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব, পূর্ব্বতন নবীদিগের বিবরণ ও ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী নিজের পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া থাকেন। তাঁহার খুব গোঁড়া সমর্থকও একথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। মজার কথা এই যে, বহুস্থানে এই রেওয়ায়ত গুলিতে রাবীদিগের নাম প্রদান না করিয়া ইহার পূর্ব্বে 'বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি' বা 'বিশ্বস্ত রাবীগণ বর্ণনা করিয়াছেন,' ইত্যাদি কথাগুলি যোগ করিয়া দিতেও তিনি কুণ্ঠিত নহেন। যাহা হউক এবনে-এছহাকের স্ব-পক্ষীয়গণ বলিতেছেন—ইহাতে দোষ কি ?

স্বয়ং জাহাবী বলিতেছেন :—

(১) তাহ্‌জিব, মুছা-বেন-ওক্‌বা।
(২) ছোহেলী-রওজুল-ওনফ, হেশামের ভূমিকায় ; এবনে-খাল্লকান হইতে উদ্ধৃত।

قلت ' مالمانع من رواية الاسرائيليات عن اهل الكتاب مع قوله صلعم حدثوا عن بني اسرائيل و لا حرج - و قال اذا حدثكم اهل الكتاب فلا تصدقوهم و لا تكذبوهم - فهذا اذن نبوي في جواز سماع ما ياثرونه في الجملة ' كما نسمع منهم ما ينقلونه من الطب - و لا حجة في شيئ من ذلك ' انما الحجة في الكتاب و السنة -

(ميزان الاعتدال ' ج ٢ ص ٣٤٤)

"আমি বলি, এহুদী ও খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে তাহাদের কিংবদন্তি ও পৌরাণিক কাহিনী-গুলি গ্রহণ করায় বাধা কি আছে? হজরত বলিয়াছেন, উহাদের বিবরণ গ্রহণ করাতে কোন দোষ নাই। তিনি আরও বলিয়াছেন, তাহাদের মুখে যাহা শ্রবণ করিবে, তাহাকে সত্য বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিও না। ইহা হজরতের অনুমতি, তাহাদের সকল প্রকারের কিংবদন্তি শ্রবণ করার সিদ্ধতা ইহাদ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। যেমন, আমরা তাহাদের চিকিৎসা সংক্রান্ত উক্তিগুলি শ্রবণ করিয়া থাকি। কিন্তু ঐগুলির একটাও প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না। 'প্রমাণ' একমাত্র কোরআন ও হাদিছের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়।" (মীজান, ২য় খণ্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা)।

মুছলমানগণ ইহার প্রথম অংশ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ২য় অংশটী সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়াছেন। অর্থাৎ এহুদী ও খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে তাহাদের পৌরাণিক কাহিনীগুলি গ্রহণ করার যে অনুমতি আছে, একথাটা তাঁহারা খুবই শুনিতে পান; কিন্তু তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করা যে সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ হইয়াছে—একথাটা তাঁহাদের কর্ণকুহরে আদৌ প্রবেশ করে না। অথচ অনুমতির অর্থ এই যে, তাহা করিলে পাপ হইবে না, এবং না করিলেও ক্ষতি নাই। কিন্তু যাহা নিষিদ্ধ, তাহা পরিত্যাগ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই, অন্যথায় নিষেধ অমান্য করার জন্য পাপী হইতে হইবে। পুরাণ পূজার মোহে মত্ত হইয়া মুছলমান আজ এই মোটা কথাটাও বুঝিতে সমর্থ হইতেছে না। নচেৎ হজরতের স্পষ্ট নিষেধ সত্বেও সেগুলিকে অবশ্য বিশ্বাস্য বলিয়া তাঁহারা কখনই গ্রহণ করিতেন না। এই সময় হইতে যে সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়াছিল, পারস্য-বিজয়ের পর জিন্দীকদিগের প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন প্রভাবে তাহা পূর্ণ পরিণত হইয়া যায়। যাহা হউক, এবনে এছহাকের পক্ষ-সমর্থনের জন্য যাহা বলা হইয়াছে, তাহাদ্বারা তাঁহার প্রতি আরোপিত অভিযোগগুলির সম্পূর্ণ খণ্ডন হইতেছে না। আমরা দেখিতেছি, তিনি বলিতেছেন—حدثني الثقة 'বিশ্বস্ত রাবীগণ আমার নিকট এই হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন'—অথচ পরে তদন্তের দ্বারা জানা গেল যে, এয়াকুব নামক জনৈক এহুদী তাঁহার সেই বিশ্বস্ত রাবী! জাহবীর কৈফিয়তে অন্যান্য অভিযোগেরও উত্তর হইতেছে না। (১)

(১) বিস্তারিত বিবরণের জন্য—মীজানুল-এ'তেদাল, ২য় খণ্ড, ১৪৩ পৃষ্ঠা হইতে ১৪৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

এবনে হেশাম কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবনে এছহাকের এই পুস্তকখানি, হজরতের জীবনী সংক্রান্ত প্রচলিত পুস্তকগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। চরিত-অভিধান সমূহে বর্ণিত এই সকল কঠোর মন্তব্যের ও মতবিরোধের সার এই যে, এই পুস্তকে প্রকৃত এবং এহুদী ও খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে গৃহীত সকল প্রকারের বিবরণই আছে। তাঁহার প্রদত্ত বিবরণগুলিকে—বিশেষ করিয়া যখন সেগুলি লইয়া আমাদের ভিতরে বাহিরে বিসম্বাদ ঘটিবার সম্ভাবনা হয়—কঠোর দার্শনিক পরীক্ষার বিষয়ীভূত করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। "এবনে এছহাক লিখিয়াছেন,"—এই কথাটুকু বলিয়া প্রমাণস্থলে তাঁহার কথামাত্রকে অবলম্বন করা, সত্যসন্ধ ঐতিহাসিকের পক্ষে সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। (১) এখানে ইহাও বলিয়া দেওয়া আবশ্যক হইতেছে যে, মোহাম্মদ-এবনে-এছহাকের পুস্তকের স্থানে স্থানে বিভিন্ন ছাহাবীর উক্তি বলিয়া যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল। ইতিহাসে ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে, এবনে-এছহাক সাময়িক কবিদিগের নিকট ফরমাইশ করিয়া ঐ কবিতাগুলি লেখাইয়া লইয়াছিলেন। স্থানে স্থানে এবনে-হেশামের মন্তব্যেও ঐ পদ্যগুলির ভিত্তিহীনতা সম্যক্‌রূপে প্রমাণিত হইতেছে।

কোন কোন মোহাদ্দেছ এবনে এছহাকের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। এমন কি এমাম বোখারী তাঁহার 'যুজ্‌উল-কেরআৎ' পুস্তিকায় এবনে-এছহাকের রেওয়ায়ত গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার 'তারিখ' পুস্তকদ্বয়ের অধিকাংশ রেওয়ায়তই এবনে-এছহাক হইতে গৃহীত। তবে ছহী বোখারীতে এবনে-এছহাকের একটী রেওয়ায়তও গৃহীত হয় নাই।

ঐতিহাসিক পরম্পরার হিসাবে, এবনে-এছহাকের পর, ওয়াকেদীর নাম উল্লেখ করিতে হয়। ইঁহার নাম মোহাম্মদ-বেন-ওমর, কিন্তু ইনি ওয়াকেদী নামেই অধিক খ্যাত। পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকদ্বয়ের ন্যায় ওয়াকেদীর পূর্ব্বপুরুষও দাসবংশ হইতে সমুদ্ভূত। ১৩০ হিজরীতে ইঁহার জন্ম হয় এবং ২০৭ হিজরীতে তিনি পরলোক গমন করেন। প্রাচীন পণ্ডিত ও মোহাদ্দেছগণ একবাক্যে তাঁহাকে অবিশ্বস্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এমাম আহমদ ইঁহাকে "ঘোর মিথ্যাবাদী" বলিয়া উল্লেখ করতঃ বলিতেছেন যে, ওয়াকেদী ইচ্ছাপূর্ব্বক হাদিছগুলি ওলট্ পালট্ করিয়া থাকে। এবনে মুইন, দারকুৎনী, এবনে-আদী প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ তাঁহাকে "অপ্রামাণ্য ও জঈফ" বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। এমাম নাছাই, আবু-হাতেম ও এবনুল-মাদিনীর ন্যায় মোহাদ্দেছগণ দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, ওয়াকেদী নিজেই মিথ্যা করিয়া হাদিছ জাল করিতেন। এমাব জাহবী বলিতেছেনঃ— قد استقر الاجماع على وهنه ওয়াকেদীর দুর্ব্বলতা (অপ্রামাণ্যতা) সম্বন্ধে আলেমমণ্ডলী সম্পূর্ণ একমত। এমাম আবু

---

(১) ১৫১ হিজরীতে মোহাম্মদ-এবনে-এছহাকের মৃত্যু হয়। একমালে '১০৫ সাল' লেখা হইয়াছে, ইহা ভুল। মীজান, ঐ, ৩৪৭ পৃষ্ঠা।

দাউদ এবনে-মাদিনীর প্রমুখাৎ বলিতেছেন যে, ওয়াকেদী ত্রিশ হাজার অভিনব (গরীব) হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। (১)

ফলতঃ মুছলমান গ্রন্থকার ও ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে ওয়াকেদীর স্থান অতি নিম্নে। মোহাদ্দেছগণ ও সাধারণ পণ্ডিতবর্গ, চিরকালই তাঁহাকে অবিশ্বস্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্টান লেখকগণের প্রধান অবলম্বন—এই ওয়াকেদী। রেভারেণ্ড টি, পি, হিউজ তাঁহার Dictionary of Islam পুস্তকে লিখিতেছেন—

Al-Waqidi .... A celebrated Moslem Historian, much quoted by Muir in his "LIFE OF MAHOMET".

অর্থাৎ ওয়াকেদী একজন যশস্বী মুছলমান লেখক। মুইর সাহেব তাঁহার 'মোহাম্মদ-চরিতে' ইঁহার উক্তি বহুলভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। (২)

ওয়াকেদী হজরতের জীবনী সম্বন্ধে দুইখানা পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। একখানির নাম 'কেতাবুছ-ছিরাৎ' كتاب السيرة অন্যখানা কেতাবুৎ-তারিখ অল্-মাগাজী অল্-মাবআছ্ كتاب التاريخ و المغازي و المبعث নামে খ্যাত। এমাম শাফেয়ী বলিয়াছেন—"ওয়াকেদীর পুস্তকগুলি পুঞ্জীকৃত মিথ্যা"—পৌরাণিক কাহিনী এবং ইতিহাস ও জীবনীসংক্রান্ত পুস্তকগুলিতে যে সকল আজগৈবী ও জঘন্য রেওয়ায়ত দেখিতে পাওয়া যায়, ওয়াকেদীই তাহার অধিকাংশের মূল।

মোহাম্মদ-বেন-ছাআদ নামক ওয়াকেদীর সমসাময়িক আর একজন ঐতিহাসিক ছিলেন। ইনি সাধারণতঃ এবনে-ছাআদ ও কাতেবুল-ওয়াকেদী নামে পরিচিত। ওয়াকেদীর সেক্রেটারীরূপে কাজ করিলেও, ইনি স্বাধীনভাবে الطبقات الكبير নামে একখানা বিরাট চরিত অভিধান রচনা করেন। এই পুস্তকখানি সাধারণতঃ 'তাবকাতে এবনে-ছাআদ' طبقات ابن سعد নামে খ্যাত। এই পুস্তকখানিও বিলুপ্ত হইয়া যাইবার উপক্রম হয়, কিন্তু জর্ম্মণীর হতভাগ্য কাইছার, নিজে এক লক্ষ টাকা চাঁদা দিয়া এই পুস্তকখানির উদ্ধার সাধনের চেষ্টা করেন, এবং এজন্য বহু বিজ্ঞ লোকের সমবায়ে একটী কমিটী গঠিত হয়। কমিটী আরও অনেক অর্থসাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার চেষ্টায় জগতের বিভিন্ন পুস্তকালয় হইতে ইহার বিক্ষিপ্ত অংশগুলি (কারণ সম্পূর্ণ পুস্তক কোথায়ও বর্ত্তমান ছিল না,) সংগৃহীত হয়। ইউরোপের ১২ জন আরবীবিশারদ পণ্ডিত বহু পরিশ্রমসহকারে এই পুস্তকের ১২ খণ্ডের সংশোধনাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন, অবশেষে পণ্ডিতপ্রবর এডওয়ার্ড সাখুর (Von Edward Sachau) সম্পাদকতায়

(১) মীজান, ২—৪২৫-২৬ পৃষ্ঠা।
(২) ৬৬৪ পৃষ্ঠা। ইউরোপীয় লেখকগণের পুস্তকগুলি সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

১৯০৯ সালে হল্যাণ্ডের রাজধানী লিডেন নগর হইতে উহা প্রকাশিত হয়। ইহার প্রত্যেক খণ্ডের সহিত জর্ম্মণ ভাষায় নানা আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনামূলক বিস্তৃত ভূমিকাও প্রদত্ত হইয়াছে। এবনে-ছাআদ এই পুস্তকের প্রথম তিন খণ্ডে, হজরতের জীবনী বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। অন্য খণ্ডগুলি ছাহাবী ও তাবেয়ীদিগের বিস্তৃত চরিত-অভিধান। হজরতের জীবনী সম্বন্ধে এই খণ্ডগুলি হইতেও বিশেষ সাহায্য পাওয়া যায়।

এবনে-ছাআদ নিজে একজন মোহাদ্দেছ, অন্যান্য মোহাদ্দেছগণ সাধারণতঃ তাঁহাকে বিশ্বস্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। (১) এবনে-এছহাকের পুস্তকের ন্যায় ইঁহার গ্রন্থখানিও যথেষ্ট সুশৃঙ্খলাসম্পন্ন। এবনে-ছাআদ এই পুস্তকে ওয়াকেদী হইতে অনেক বিবরণ গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি প্রত্যেক বিবরণের সহিত তাহার সূত্র প্রদান করায় ওয়াকেদীর রেওয়ায়তগুলি অনায়াসে বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। (২)

উপরে যে সকল পুস্তকের উল্লেখ করা হইল, তাহা কেবল হজরতের জীবনী ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদি বা ছিরাৎ ও মাগাজী সম্বন্ধে লিখিত। ইহা ব্যতীত মুছলমান পণ্ডিতগণ সাধারণতঃ ইতিহাস হিসাবে যে সকল পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার মধ্যে সময়ের হিসাবে এমাম বোখারী কৃত 'ছগীর' ও 'কবির' নামক ইতিহাসদ্বয় সর্ব্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। 'কবির' বা বৃহৎ ইতিহাস ভারতবর্ষের কোন পুস্তকালয়ে আছে কিনা—জানি না। ইউরোপের জ্ঞানপিপাসু পণ্ডিতগণ উহা প্রকাশিত করার চেষ্টা আজও করেন নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, এহেন এমামের এমন একখানা মূল্যবান পুস্তক আজও মুদ্রিত হইতে পারে নাই। মাওলানা শিবলী মরহুম, তুরস্ক-ভ্রমণের সময় আয়াসুফিয়ার স্বনামখ্যাত জামে-মছজিদে উহার অনুলিপি দর্শন করিয়াছেন। (৩) এমাম বোখারীর 'ছগীর' বা ছোট ইতিহাসখানি মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাস বা হজরতের জীবন সম্বন্ধে উহাতে জানিবার বেশী কিছু নাই। এমাম ছাহেব ১৯৪ হিজরীর শাওয়াল মাসের (শুক্রবারের) পূর্ণিমা রজনীতে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ২৫৬ হিজরীর, ১লা শাওয়ালে ঈদ রজনীতে ৬২ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেন। (৪)

এমাম বোখারীর অব্যবহিত পরে, সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ও তফছিরকার এমাম আবুজা'ফর মোহাম্মদ এবনে-জরির তাবরীর অভ্যুদয় হয়। ইঁহার تاریخ الملوک و الامم তারিখুল-মুলুকে অল্-উমাম বা রাজন্যবর্গও জাতি সমূহের ইতিহাস, ১২শ খণ্ডে সমাপ্ত এক বিরাট ইতিহাস। ইহার কয়েক খণ্ডে হজরতের জীবনী বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিও ইউরোপের জ্ঞানবন্ধু পণ্ডিতগণের যথেষ্ট পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে

(১) মীজান ও তাহ্‌জিব—'মোহাম্মদ-বেন-ছাআদ'।

(২) এবনে-ছাআদ ১৬৮ সনে বছরায় জন্মগ্রহণ করেন, এবং ৬২ বৎসর" বয়সে—২৩০ হিজরীতে বাগদাদে পরলোক গমন করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক বলাজরী তাঁহার শিষ্য।

(৩) ছিরৎ শিবলী—১৮ পৃষ্ঠা। (৪) একমাল—৪২ পৃষ্ঠা।

ধ্বংসের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ইতিহাসের ন্যায়, এমাম ছাহেবের তফছিরখানিও কোরআনের ব্যাখ্যাসংক্রান্ত একখানি বিশাল বিশ্বকোষ। ৩১০ হিজরীতে এমাম ছাহেব পরলোক গমন করেন। মোহাদ্দেছগণ সকলেই ইঁহার গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের প্রশংসা করিয়াছেন। এমাম ছাহেব একটু শীয়াভাব-সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া, কোন কোন ব্যক্তি (১) গোঁড়ামীর বশবর্ত্তী হইয়া, তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এমাম জাহাবী তাহাকে 'অন্যায় গালাগালি' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ধর্ম্ম বা অন্য কোন বিষয়ে সমস্ত কথায় যদি কেহ আমার সহিত একমত হইতে না পারে, তাহা হইলে ইতিহাসের সাক্ষ্যস্বরূপেও তাহার আর কোনই মূল্য ও গুরুত্ব থাকিবে না, এই সঙ্কীর্ণতার ভাব মধ্য-যুগের মুছলমানদিগের মধ্যে খুবই প্রবল হইয়া উঠে। শীয়া বা ছুন্নীদিগের হাদিছ গ্রন্থ সমূহের চিরবিচ্ছেদের একটি প্রধান কারণ—এই অনৈছলামিক সঙ্কীর্ণতা। এমাম জাহাবী এই সকল কথার আলোচনা করার পর বলিতেছেন যে, এবনে-জরির একজন ثقة صادق বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী গ্রন্থকার। কিন্তু তাই বলিয়া ما ندعي عصمته من الخطاء তাঁহার যে ভুল ভ্রান্তি হইতে পারে না—এমন দাবী আমরা কথনই করি না। (২) জাহাবীর এই মন্তব্য যে নিতান্ত সঙ্গত, তাহা বলাই বাহুল্য। এমাম এবনে-জরির তাঁহার ইতিহাসে যে সকল বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, দার্শনিক গবেষণা বা সূক্ষ্ম সমালোচনার দ্বারা যদি তাহার কোনটী ভ্রান্ত বা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে আমরা অনায়াসে সেটাকে বাদ দিতে পারি। জরিরের ন্যায় সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত গ্রন্থকারের পুস্তক সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা, কিন্তু ওয়াকেদীর ন্যায় লেখকদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের সমস্ত কথাই মোটের উপর অবিশ্বাস্য বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। তবে তাহার মধ্যে যদি কোনটা বিশ্বস্ত বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে কেবল সেইটী গ্রহণীয়।

জীবনী ও ইতিহাস-সংক্রান্ত যে সকল পুস্তকের নাম উপরে বর্ণিত হইল, পরবর্ত্তী লেখকগণের ইহাই প্রধান অবলম্বন। তবে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্থানে স্থানে ঐতিহাসিক বিবরণ উপলক্ষে হাদিছ ও শরিয়ৎ সংক্রান্ত নানাবিধ আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। এসম্বন্ধে এমাম এবনে-কাইয়েম বিরচিত "জাদুলমাআদ" পুস্তকখানি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন গ্রন্থকারগণের একটী মূল্যবান বিশেষত্ব এই ছিল যে, তাঁহারা আপনাদের পুস্তকে প্রত্যেক বিবরণের সূত্র-পরম্পরা প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ, গ্রন্থকার সেই বিবরণ বা রেওয়ায়তটী—কাহার নিকট হইতে অবগত হইয়াছেন এবং তিনি কাহার মুখে শুনিয়া গ্রন্থকারকে বলিয়াছেন—ইত্যাকারে ঊর্দ্ধতন রাবীর নাম, প্রত্যেক বিবরণের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত হইয়াছে। অন্য দিকে

(১) হাফেজ আহমদ-বেন-আলী ছোলায়মানী। ইনি বলিতেছেন, এবনে-জরির শীয়াদিগের জন্য জাল হাদিছ প্রস্তুত করিতেন।—মীজান। (২) মীজান, ২—৩৫৭।

'রেজাল'শাস্ত্রকার পণ্ডিতবর্গ, হাদিছ, জীবনী ও ইতিহাস পুস্তক সমূহের বর্ণিত প্রত্যেক যুগের রাবীগণের সূক্ষ্ম সমালোচনামূলক জীবনী তাঁহাদের পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া রাখিয়াছেন। সূত্র বা ছনদের হিসাবে কোন্ বিবরণটা কতদূর বিশ্বাস্য বা অবিশ্বাস্য, ঐ সকল চরিত-অভিধানের সমালোচনার সহিত এক একটী সূত্রের নামগুলিকে মিলাইয়া দেখিলে, তাহা অতি সহজে অবগত হওয়া যাইতে পারে। কিন্তু পুস্তকের দীর্ঘ সূত্রতা হইতে বাঁচিবার জন্য পরবর্ত্তী লেখকগণ ছনদের উল্লেখ ত্যাগ করেন। ইহার ফলে কিছুকালের মধ্যেই পরবর্ত্তী যুগে রচিত ইতিহাস ও জীবনীগুলি ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তখন তাহার কোন্‌টা সত্য আর কোন্‌টা মিথ্যা, তাঁহাদিগের পুস্তক পাঠে তাহার মীমাংসা করাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। এই সময় হইতে যে জঘন্য গড্ডলিকা-প্রবাহের সূত্রপাত হয়, তাহাতে পরবর্ত্তী অনেক বিজ্ঞতম লেখককেও 'হাবুডুবু' খাইতে দেখা যাইতেছে। এই সময় যেন সাধারণভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল যে, লেখকের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন গ্রন্থকার নিজের পুস্তকে যাহা কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাই ঐতিহাসিক সত্য, তিনিও নির্বিঘ্নে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে পারেন। বোখারীর টীকাকার ক'স্তলানীর ন্যায় মোহাদ্দেছের 'মাওয়াহেবে-লাদুন্নিয়া'ও এই কারণে বহু সংখ্যক মিথ্যা ও মাউজু' হাদিছের আকরে পরিণত হইয়াছে। অন্যে পরে কা কথা?

হেরা-পর্ব্বতগুহার সেই প্রথম প্রতিধ্বনি হইতে মোছলেম অধঃপতনের এই শোচনীয়তম যুগ পর্য্যন্ত, কোরআনের প্রত্যেক ছুরা প্রত্যেক আয়ৎ প্রত্যেক শব্দ প্রত্যেক বর্ণ এবং প্রত্যেক বিন্দুবিসর্গ পর্য্যন্ত কিরূপ কঠোরতম সাধনা দ্বারা রক্ষা করা হইয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। অতএব চন্দ্র সূর্য্যের অস্তিত্বে যেমন সন্দেহ নাই, দুই আর দুইএ মিলিয়া চা'র হয়—ইহাতে যেমন সন্দেহ নাই, তদ্রূপ প্রচলিত কোরআন যে বর্ণে বর্ণে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সময়কার ঠিক সেই কোরআন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ খৃষ্টান লেখকগণও, এছলামীয় শাস্ত্রাদির সূক্ষ্ম ও স্বাধীন আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে, তাহা স্পষ্টরূপে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছেন। লিডেন ইউনিভার্সিটীর আরবী অধ্যাপক (Professor C. Snouek Hurgronje) সি, স্নাউক হারগ্রোঞ্জে, মুছলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমেরিকায় যে সকল বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা ১৯১৬ সালের শেষ ভাগে মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যে একজন গোঁড়া খৃষ্টান, তাঁহার পুস্তকের কয়েক পৃষ্ঠা পাঠ করিলেই তাহা জানা যায়। আরবী সাহিত্য ও এছলামিক শাস্ত্রাদিতে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করার জন্য ইনি জীবনব্যাপী সাধনা করিয়াছেন। এমন কি এইজন্য নিজের প্রাণের মায়া না করিয়া তিনি ছদ্মবেশে কয়েক মাস পর্য্যন্ত জেদ্দা ও মক্কায় অবস্থান করেন, (১৮৮৪-৮৫) এবং হাজীদিগের সহিত মিলিয়া হজ পর্ব্বও সমাধা করেন। অধ্যাপক পল ক্যাসানোভা (Paul Casanova) (১) উইলের (Weil) অন্ধ অনুকরণে

---

(১) প্রথম সংস্করণ ৩১৭ পৃষ্ঠা।

কোরআনের দুইটী আয়াতের বিশ্বস্ততায় সন্দেহ করিয়াছেন। প্রফেসর হারগ্রোঞ্জে বলিতেছেন, Noldeke আজ হইতে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার Geschichte des Quran (১) নামক পুস্তকে ঐ ভিত্তিহীন সন্দেহের অপনোদন করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপক মহাশয় ক্যাসানোভার কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতেছেন:—

In our sceptical times there is very little that is above criticism, and one day or other we may expect to hear Mohammed never existed. The arguments for this can hardly be weaker than those of Casanova against the authenticity of the Qoran. (Ps 16-17).

অর্থাৎ আমাদের এই সন্দেহবাদের যুগে সমালোচনার অতীত বড় কিছুই নাই। এবং একদিন না একদিন আমাদিগকে ইহাও শুনিতে হইবে যে, কখনও 'মোহাম্মদ' বলিয়া কোন লোকের অস্তিত্বই ছিল না। ইহার যে 'যুক্তি', তাহা কোরআনের প্রামাণিকতার বিরুদ্ধে ক্যাসানোভার যুক্তি অপেক্ষা কোন অংশেই দুর্ব্বল হইবে না। (১৬—১৭ পৃষ্ঠা)।

(১) তাঁহার পুস্তকের নাম Mohammed et la fin du monde, Parts, 1911.

সাধারণতঃ ইউরোপীয় লেখকগণের পুস্তকগুলি দর্শন করিলে, অজ্ঞতা অসমসাহসিকতা ও গোঁড়ামীতে তাঁহাদের মধ্যে যে, কে বড় কে ছোট, তাহা নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। হিডেন্‌বার্গের প্রফেসর Weil কর্ত্তৃক প্রণীত পুস্তক ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। উইল অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ও ঐতিহাসিক ভাব সম্পন্ন হইলেও, কি কারণে জানি না, তাঁহার মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, "কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের ঘটনা ও শেষ বিচার, মোহাম্মদের জীবনকালেই অনুষ্ঠিত হইবে, এই মর্ম্মের কয়েকটা আয়াত 'কোরআনে' ছিল। কিন্তু মোহাম্মদের মৃত্যু হইয়া গেলে যখন দেখা গেল যে, ঐ পদগুলি মিথ্যা হইয়া যাইতেছে, তখন নবীন দলের নেতারা কয়েকটা আয়াতের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া মোহাম্মদও যে মরিবেন এবং মৃত্যুর পর আবার তিনি (যীশুর ন্যায় স্বর্গ হইতে) ফিরিয়া আসিবেন, লিখিত ও মুখস্থ কোরআনগুলিতে এই সকল কথা যোগ করিয়া দিয়া, ভক্তগণের বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।" মেঘের আড়ালে আড়ালে যীশুখৃষ্টের স্বর্গাধিরোহণ ও গগনমার্গে প্রতিষ্ঠিত 'পিতার সিংহাসনে' উপবেশন এবং পুনরায় তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি গল্পগুলি সৃষ্টি করিবার আবশ্যক হইয়াছিল এই জন্য যে, যীশু কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পরিব্যক্ত স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহাকে লোকান্তরিত হইতে হয়। প্রাথমিক যুগের মেষশাবকগণ, এই জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে প্রভুর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষা করিতেন। বাইবেল-উক্ত এই বিশ্বাস লেখকের মাথার মধ্যে 'বন্‌-বন্‌' করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, আলোচ্য প্রলাপোক্তি ঐ বিশ্বাসের জঘন্য অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। মহাজনগণ সম্বন্ধে প্রচলিত অতিমানুষিকতার অন্ধবিশ্বাসের মূলোৎপাটন করাই যে কোরআনের একটী প্রধানতম শিক্ষা, কোরআনের যে কোন অধ্যায় পাঠ করিলেই ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীত হইবে। হজরতের জীবনকালেই কিয়ামত হইবে, এরূপ কথা কোরআনে কস্মিনকালেও স্থানলাভ করে নাই—করিতেও পারে না। অধিক আয়াস স্বীকার না করিয়াও, কোরআন ও হাদিছ হইতে ইহার বিপরীত সহস্র সহস্র প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। অধিকন্তু অধ্যাপক উইল ও ক্যাসানোভার সমস্ত অনুমানই তাঁহাদের কথা মতেই মাঠে মারা যাইতেছে। কারণ, তাঁহাদের কথা মতে 'মৃত্যুর পর মোহাম্মদ আবার দুনয়ায় ফিরিয়া আসিবেন' এরূপ উক্তি নবীন মণ্ডলীর নেতৃবর্গ কোরআনে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছিলেন—কিন্তু বস্তুতঃ এরূপ কোন উক্তি কোরআনের কোথায়ও নাই। অতএব তাঁহাদের এই গল্পটী যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হঠোক্তি, তাহা নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কোরআনের পর হাদিছের কথা। হাদিছ সঙ্কলন, হাদিছ সংরক্ষণ, হাদিছের বিশুদ্ধতা, মৌলিকতা ও প্রামাণ্যতা (Authenticity) রক্ষা ও পরীক্ষা করার জন্য মোহাদ্দেছগণের শ্যেন দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম দার্শনিক সমালোচনা; অপ্রামাণ্য ও দুর্ব্বল হাদিছগুলিকে বাছাই করিয়া ফেলার জন্য প্রাচীন যুগ হইতে পণ্ডিত মণ্ডলীর ধারাবাহিক ও অবিশ্রান্ত চেষ্টা; প্রত্যেক হাদিছের সহিত সাক্ষীপরম্পরার বর্ণনা, প্রত্যেক পরম্পরা বা ছনদের রাবী (বর্ণনাকারী) দিগের সকল প্রকার অবস্থা সম্যক্‌রূপে যাঁচাই করার জন্য বিরাট রেজাল (চরিত-অভিধান) শাস্ত্রের সৃষ্টি ও তাহার পূর্ণতাসাধন; এই সমস্ত বিষয় স্মরণ রাখিয়া, এবং আবশ্যক মনে করিলে জগতের সমস্ত Tradition ও Mythology এমন কি মূল ধর্ম্মশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্যের সহিত তুলনায় সমালোচনা করিয়া, নিরপেক্ষ পাঠক নিজেই স্থির করুন যে, আমাদের দাবী অনুসারে বাস্তবিক ইহা অতুলনীয় কি না, বাস্তবিক ইহার অতিরিক্ত মানবসাধ্যের অতীত কি না?

কোরআনের পর, এছলামের ইতিবৃত্ত ও হজরতের জীবন-চরিতের প্রধান অবলম্বন —এই হাদিছগুলি। সুতরাং ঐ গুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি যে কত দৃঢ়, কত মহান, কেমন নিখুঁত ও অবিমিশ্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সহজেই তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

আমাদিগের ৩য় শ্রেণীর অবলম্বন, ইতিহাস ও জীবনী সংক্রান্ত প্রাচীন পণ্ডিতমণ্ডলীর সঙ্কলিত গ্রন্থগুলি। আমরা পূর্ব্বে ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। বর্ণিত ইতিহাসগুলিতে প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক সকল প্রকারের বিবরণ আছে বটে, কিন্তু ঐগুলির বিশেষত্ব এই যে, তাহার কোন্ বিবরণটী অপ্রামাণিক তাহা ধরিবার যথেষ্ট উপকরণ সেই পুস্তকেই সন্নিবেশিত হইয়া আছে। উহা ধরিবার জন্য আমাদিগকে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে না। কোরআন ও হাদিছের প্রামাণিকতার সঙ্গে, একত্র বিচার করিতে যাওয়ায়, এই ইতিহাসগুলির মর্য্যাদা কতকটা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে বটে, কিন্তু কোরআন হাদিছ-নিরপেক্ষ হইয়া, প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম্মসংক্রান্ত ইতিবৃত্ত সমূহের সহিত উহার তুলনায় সমালোচনা করিলে, দৃঢ় প্রতীতি জন্মিবে যে, জগতে উহারও তুলনা নাই। বাইবেল-আদি মূল শাস্ত্রগুলির প্রামাণিকতা ও Authenticity, ইহা অপেক্ষা অতি নিকৃষ্ট এবং তাহাদের ঐতিহাসিক মর্য্যাদা ইহার বহু নিম্নে অবস্থিত।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

খৃষ্টান ধর্ম্মগ্রন্থ সমূহের সহিত তুলনা।

মুইর প্রমুখ খৃষ্টান লেখকগণ বড় ডাগর গলা করিয়া, কোরআন ও হাদিছের প্রামাণ্যতার সমালোচনা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা নিজেদের চোখের কড়ি-কাঠটা কিন্তু দেখিতে পান না। সদুদ্দেশ্যে ধর্ম্মশাস্ত্রে যদৃচ্ছা পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করার বা Pious fraudএর প্রচলন প্রথম হইতেই তাঁহাদের মধ্যে কতদূর সাংঘাতিকভাবে প্রচলিত ছিল—বাইবেল পাঠেই তাহার আন্দাজ পাওয়া যাইতে পারে। তাই সাধু পল বলিতেছেন—"কিন্তু আমার মিথ্যায় যদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্থে উপচিয়া পড়ে, তবে আমিও বা এখন পাপী বলিয়া আর বিচারিত হইতেছি কেন?" বাইবেল, (রোমীয় ৩—৭)। বলা বাহুল্য যে, বর্ত্তমান খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে যীশুর নামে এই পলেরই ধর্ম্ম। সাধু পলের এই নীতিবাক্যটা খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকগণ কর্ত্তৃক বহু শতাব্দী ধরিয়া বিশেষ আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে অনুসৃত হইয়াছিল। বিশপ Eusebius খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রধান স্তম্ভস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার ন্যায় জালিয়াত এই ঘোর কলিকালেও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। তিনি নিজেই বলিতেছেন—"I have related whatever might be rebounded to the glory, and I have suppressed all that could tend to the disgrace, of our religion," অর্থাৎ যাহা কিছু দ্বারা আমাদের ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে আমি সে সমস্তই বাইবেলে সন্নিবেশিত করিয়া দিয়াছি, এবং যাহা কিছু দ্বারা আমাদের ধর্ম্মের গৌরবহানি হইতে পারে, আমি সে সমস্তকেই গোপন করিয়া ফেলিয়াছি। (৬৬) সাধু পলের অনুসরণ করিয়া সাধু ইসোবিয়স মূল ধর্ম্মশাস্ত্র বইেবেলের উপর কিরূপ হাত ছাফ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজ মুখের এই স্বীকারোক্তি দ্বারাই জানা যাইতেছে। মোশিমের (Mosheim) প্রামাণিকতা খৃষ্টানমণ্ডলীর কর্ত্তারাও অস্বীকার করেন না। তিনি বলিতেছেন:—"প্লেটো ও পিথাগোরাসের মতানুবর্ত্তীরা সদুদ্দেশ্যে বা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করাকে সঙ্গত বলিয়া মনে করিত। যীশুর আগমনের পূর্ব্বে মিসরবাসী এহুদীগণ তাঁহাদিগের নিকট হইতে এই মত Maximটী যেরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল, বহু সংখ্যক প্রাচীন পুস্তকাদি দ্বারা তাহা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে। And the Christians were infected from both these

sources with the same pernicious error, as appears from the number of books attributed falsely to great and venerable names এবং প্লেটো ও পিথাগোরাস এবং এহুদীদিগের বর্ণিত উভয় সূত্র হইতে এই মারাত্মক প্রমাদটী খৃষ্টানদিগের মধ্যেও সংক্রামক হইয়া পড়ে, সে সময় (মোশিম এখানে ২য় শতাব্দী পর্য্যন্তের কথা কহিতেছেন) মহাজনদিগের নামে মিথ্যা করিয়া যে সকল পুস্তক (ধর্ম্মশাস্ত্র) প্রচলিত করা হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা হইতেই ইহা সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে।"

"——But in the fourth century .... it was an act of highest merit to deceive and lie whenever the interests of the priesthood be promoted thereby." কিন্তু ৪র্থ শতাব্দীতে, যখনই প্রবঞ্চনা ও মিথ্যা কথার দ্বারা পাদরীদিগের কোন প্রকার স্বার্থোদ্ধারের সম্ভাবনা হইত, তখনই ঐরূপ প্রবঞ্চনা ও মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা একটা মহত্তম গুণ বলিয়া বিবেচিত হইত।

ব্লণ্ডেল Blondel, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর অবস্থা সম্বন্ধে বলিতেছেন—

Whether you consider it the immoderate impudence of imposters, or the deplorable credulity of believers, it was a most miserable period, and exceeded all others in *pious frauds*. প্রতারকদের অপরিমিত ধৃষ্টতা কিম্বা বিশ্বাসীদের শোচনীয় বিশ্বাসপ্রবণতা, যাহাই বিবেচনা কর না কেন, সে এক অতীব শোচনীয় কালই ছিল, এবং তখন ধার্ম্মিকতার জুয়াচুরি অপর সকল (রকমের জুয়াচুরি) কে অতিক্রম করিয়াছিল।

(Casaubon) ক্যাসাউবন বলিতেছেন,—I am much grieved to observe, in the early ages of the *church*, that there were very many who deemed it praiseworthy to assist the divine word with their own fictions, that their new doctrine might find a readier admittance among the wise men of the Gentiles. (80-82).

"অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াই আমাকে বলিতে হইতেছে যে, (খৃষ্টান) ধর্ম্মমণ্ডলীর প্রাথমিক যুগে, তাহাদের ধর্ম্ম-মতগুলি বিজ্ঞ অখৃষ্টান সম্প্রদায় কর্ত্তৃক যাহাতে সত্বর গৃহীত হয়, এই উদ্দেশ্যে স্বর্গের বাণী (আল্লার কালাম) কে নিজেদের কল্পিত মিথ্যা রচনার দ্বারা সাহায্য করাকে, অনেকেই গৌরবজনক কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন।"

"——And whenever it was found the New Testament did not at all points suit the interests of its Priesthood, or the views of political

rulers in league with them, necessary alterations were made, and all sorts of pious frauds and forgeries were not only common but justified by many of the fathers." (52)

"——এবং যখনই দেখা যাইত যে, নূতন-নিয়ম বাইবেল, ইহার পুরোহিতদিগের স্বার্থের কিম্বা তাহাতে তাহাদের দলস্থ রাজনৈতিক শাসনকর্ত্তৃগণের উদ্দেশ্যের অনুকূল হইতেছে না, তখনই তাঁহাদের আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিয়া দেওয়া এবং শুধু যে সকল প্রকার সাধুতার জুয়াচুরি কিম্বা জালিয়তি করাই সাধারণ হইয়া পড়িয়াছিল তাহা নহে, বরং অনেক পুরোহিত কর্ত্তৃক তাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রমাণও করা হইয়াছিল। (১)

অন্যের কথা বলিতেছি না, স্বয়ং প্রাথমিক যুগের খৃষ্টান সাধু ও পাদরীগণ সামান্য স্বার্থের খাতিরে মূল ধর্ম্মশাস্ত্রে কিরূপ নির্ম্মম প্রবঞ্চনা ও জঘন্য জাল জুয়াচুরি করিয়াছেন; এবং বর্ত্তমান (নূতন-নিয়ম) বাইবেল পুস্তকাকারে সঙ্কলিত হওয়ার পরও, বহু শতাব্দী ধরিয়া এই জালিয়াতির স্রোত কিরূপ প্রবলভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল—প্রাথমিক খৃষ্টীয় চার্চের ইতিহাস পাঠ করিলে তাহা সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায়। এ সম্বন্ধে ইউরোপে স্বাধীনভাবে যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহার কথা ছাড়িয়া দিলেও, গোঁড়া পাদরী ও খৃষ্টানদিগের রচিত পুস্তকগুলিতেও ইহা স্পষ্টতঃ স্বীকৃত হইয়াছে। John William Burgon, B. D. তাঁহার "The Causes of the Corruption of the Traditional Text of the Holy Gospels" নামক পুস্তকে (২) বাইবেল-বিকৃতির অন্যান্য বহু কারণ দিবার পর 'বিশ্বাসীদিগের দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বিকৃতি' শীর্ষক অধ্যায়ের ভূমিকায় লিখিতেছেন ঃ—'অত্যন্ত প্রাথমিক যুগে বাইবেল পুস্তকগুলি যে অতি সাংঘাতিকভাবে কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার আর একটী কারণ—স্বধর্ম্মের পবিত্রতা রক্ষার্থ বিশ্বাসীদিগের ভ্রান্ত উৎকণ্ঠা। These persons.........evidently did not think it at all wrong to tamper with the inspired Text. If any expression seemed to them to have a dangerous tendency, they altered it, or transplanted it, or removed it bodily from the sacred page........ .... About the immorality of the proceeding, they evidently did not trouble themselves at all. On the contrary, the piety of the motives seems to have been held to constitute a sufficient excuse for any amount of license. এই সকল লোক যে ধর্ম্মপুস্তকগুলিকে বিকৃত করা আদৌ কোন দোষের কাজ বলিয়া মনে করিতেন না, তাহা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে। ঐ সকল পুস্তকের কোন উক্তি

(১) এই মন্তব্যগুলি "Christian Mythology Unveiled" নামক পুস্তক হইতে সঙ্কলিত।

(২) এডওয়ার্ড মিলার এম-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, লণ্ডন ১৮৯৬, ২১১ পৃষ্ঠা।

তাঁহাদের পক্ষে মারাত্মক বলিয়া বিবেচিত হইলে, তাঁহারা তাহা বদলাইয়া দিতেন, তাহা স্থানান্তরিত করিয়া অথবা সম্পূর্ণ পদটী শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে একেবারে অপসারিত করিয়া ফেলিতেন। ....ইহা যে নীতিবিগর্হিত অসৎকার্য্য, তাহা চিন্তা করার কষ্ট তাঁহারা আদৌ স্বীকার করিতেন না। বরং পক্ষান্তরে সাধু উদ্দেশ্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ঐরূপ করা হইতেছে—এই খেয়ালকেই তাঁহারা নিজেদের কার্য্যের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

"The First Christians were reproached with having forged several acrostic verses upon the name of Jesus Christ, which they attributed to an ancient Sybil. They were also accused with having forged letters purporting to be from Jesus Christ to the King of Edessa, at the time no such king was in existence, those of Mary, others from Seneca to Paul; letters and acts of Pilate; false gospels, false miracles, and a thousand other impostures, so that the number of books of this description, in the first two or three centuries after Christ, was enormous."

"The great questions which agitated the Christian Church, touching the divinity of Christ, was settled by Council of Nicea, convoked by the Roman Emperor, Constantine, in 324 after Christ. The fact of Christ's divinity was denied and disputed at this Council by not less than eighteen Bishops and two thousand inferior Clergy; but after many angry discussion and disputes, Jesus was declared to be the only son of God, begotten by God, the father. Arius, one of the eighteen dissenting bishops, headed the Unitarian party, namely, those who denied Christs divinity, and being, on the account, considered as heterodox, he was sent into exile, but was, soon after, recalled to Constantinople, and having succeeded in making his doctrines paramount, they became established throughout all the Roman Provinces, notwithstanding the efforts of his determined and constant opponent, Athanasius, who headed the Trinitarian party. It is recorded in the suppliment of the proceedings of the same Council of Nicea the Fathers of the Church being considerably embarrassed to know which were the genuine and which the non-genuine books of the Old and New Testament, placed them altogether indiscriminately upon an alter, when those to be rejected are said to have fallen upon the ground!"

"The second Council was held at Constantinople in 381 A. D. in which was explained whatever the Council of Nicea had left undeter-

mined with regard to the Holy Ghost, and it was upon this occasion that there was introduced the Formula, declaring that the Holy Ghost is truly the Lord proceeding from the Father, and is added to and glorified together with the Father and the Son. It was not till the ninth century that the Latin Church gradually established to the dogma that the Holy Ghost proceeded from the Father on the Son. In 431 the third general Council assembled at Ephcsus, decided that Mary was truly the mother of God, so that Jesus had two natures and one person. In the ninth century occurred the great schism between the churches, after which no less than twenty-nine sanguinary schismatic Latin and Greek contests took place at Rome to the possession of the Papal chair."

(Voltaire) Quoted by Sir Syed, 6th Essay, 23—24.

আদি খৃষ্টানেরা যীশুখৃষ্টের নামের কতকগুলি (Acrosric) পদ বা আয়ৎ জাল করার অপরাধে ভৎ'সিত হইয়াছিলেন—কিন্তু তাঁহারা একজন প্রাচীন সাইবিলের উপরই এই দোষের আরোপ করিয়াছেন। যীশুখৃষ্টের নিকট হইতে ইডিসার রাজার নামে কতকগুলি পত্র জাল করিবার অভিযোগেও তাঁহারা অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। কারণ, যীশুর সময় বস্তুতঃ ঐ নামে কোন রাজার অস্তিত্বই ছিল না! মেরীর পত্র সমূহ, সেনেকা হইতে পলের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্র সমূহ, পীলেটের পত্র এবং ব্যবস্থা সমূহ তাঁহারা জাল করিয়াছিলেন। মিথ্যা বাইবেল, মিথ্যা কেরামত এবং অন্যান্য হাজার হাজার প্রতারণা তাঁহাদের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল। সুতরাং খৃষ্টের পর প্রথম দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে বর্ণিতরূপ পুস্তকের সংখ্যা বহুতর ছিল।

খৃষ্টের ঈশ্বরত্ব লইয়া যে বিরাট প্রশ্নটি খৃষ্টান ধর্ম্মমণ্ডলীর হৃদয় আন্দোলিত করিতে ছিল, খৃষ্টের পর ৩২৪ অব্দে রোমক সম্রাট কনষ্টেণ্টাইন কর্ত্তৃক আহূত নিসিয়া সভায় তাহা মীমাংসিত হয়। এই সভায় অন্ততঃ অষ্টাদশ জন বিশপ এবং দুই সহস্র সাধারণ পাদরী যীশুর ঈশ্বরত্ব অস্বীকার করেন এবং তাহা লইয়া বিরুদ্ধ-তর্ক করেন। কিন্তু অনেক ক্রুদ্ধ বাদানুবাদ ও বিরুদ্ধ তর্কবিতর্কের পর, যীশুকে 'পিতা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক জাত তাঁহার একমাত্র পুত্র' বলিয়া ঘোষণা করা হয়। বিরুদ্ধবাদী অষ্টাদশ বিশপের অন্যতম এরিয়াস একত্ববাদী অর্থাৎ খৃষ্টের ঈশ্বরত্বে আস্থাহীন ব্যক্তিদিগকে পরিচালিত করেন, এবং এই কার্য্যের জন্যই ধর্ম্মদ্রোহী বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তিনি নির্ব্বাসিত হন। কিন্তু অবিলম্বেই কনষ্টাণ্টিনোপোলে পুনরাহূত হইয়া নিজের ধর্ম্ম-মতকে প্রবল করিতে সমর্থ হন। ত্রিত্ববাদীগণের নেতা—তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নিত্য-অরি এথানাসিয়াসের প্রতিকূলতা সত্বেও তাঁহার ধর্ম্ম-মত সমূহ সমস্ত রোম দেশ জুড়িয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ নিসিয়া সভার কার্য্য-বিবরণীর অতিরিক্ত পত্রে লিখিত হইয়াছে যে, খৃষ্টান ধর্ম্ম-মণ্ডলীর পুরোহিতগণ

তৌরাৎ ও ইঞ্জিলের মধ্যে কোন্‌টী খাঁটি এবং কোন্‌টী নকল, তাহা স্থির করার জন্য অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যাকুল হইয়া সকলগুলি একসঙ্গে বেদীর উপর এলোমেলো ভাবে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। উহার মধ্যে যেগুলি গড়াইয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, সেগুলি অপ্রকৃত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। (১)

খৃষ্টান পুরোহিতগণের দ্বিতীয় সভা কনষ্টাণ্টিনোপোলে তিনশত একাশী খৃষ্টাব্দে বসিয়াছিল। নিসিয়া সভায় "পবিত্র-আত্মা" সম্বন্ধে যাহা অমীমাংসিত রহিয়া গিয়াছিল, এই সভায় তাহা পরিষ্কার করিয়া লওয়া হয়। এবং এই সভাতেই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল যে, প্রভু পবিত্র আত্মাই বস্তুতঃ পিতা হইতে সমুৎপন্ন এবং পিতা ও পুত্রের সহিত একত্র সম্মিলিত এবং একই সঙ্গে গৌরবান্বিত হইয়াছেন। পবিত্র-আত্মা পিতা এবং পুত্র হইতে জাত হইয়াছেন,—এই ধর্ম্ম-মত, নবম শতাব্দীর পর হইতে ক্রমশঃ লাটিন ধর্ম্মসম্প্রদায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ৪৩১ খৃষ্টাব্দের ইফিসিয়াসে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সাধারণ সভায় ইহা নির্দ্ধারিত হয় যে, মেরী প্রকৃতই ঈশ্বরের জননী, সুতরাং যীশুর দুইটী স্বভাব এবং একটী দেহ। নবম শতাব্দীতে লাটিন এবং গ্রীক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষম মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহার পর পোপের পদ লইয়া মতভেদের জন্য রোম শহরে অন্যূন ঊনত্রিশটি মারাত্মক যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। —ভল্‌টেয়ার।

আমাদের যেমন কোরআন, হিন্দুর যেমন বেদ, খৃষ্টানের তেমনই বাইবেল। তাঁহারা বাইবেলের প্রত্যেক বর্ণকে স্বর্গীয় আপ্ত বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করেন। সেই স্বর্গীয় বাণী মূল ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল সম্বন্ধে তাঁহারা যে ব্যবহার করিয়াছেন—স্বনামখ্যাত খৃষ্টান সাধু ও পাদরী মহাশয়েরা, নিজেদের নীচ স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া যেরূপ নির্ম্মম ও জঘন্যভাবে তাহাকে কলুষিত করিয়াছেন—তাহার দ্বারা তাঁহাদের অন্যান্য পৌরাণিক পুস্তক ও ইতিহাস গ্রন্থ এবং খৃষ্টীয় সমাজে প্রচলিত কিংবদন্তিগুলির শোচনীয় দুরবস্থার কথা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে (২)। আমরা নিরপেক্ষ পাঠকগণকে, এছলামের তৃতীয় শ্রেণীর ইতিহাসগুলির সহিত খৃষ্টানদিগের মূল-ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণিকতার তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

(১) শাস্ত্র পরীক্ষার কি অদ্ভুত দার্শনিক উপায়। কতকগুলি পুস্তক বিশৃঙ্খলভাবে বেদীর উপর গাদি মারিয়া দেওয়া হইল, যেগুলি গড়াইয়া পড়িয়া গেল, সেগুলি মিথ্যা !! এই নিসিও বা নিকীও সভায়, ভোট দিবার পুর্ব্বে একজন পাদরীর মৃত্যু হয়, তাঁহার কবরের উপর এইরূপে পুস্তকের গাদি দিয়া তাঁহার ভোট লওয়া হইয়াছিল।

(২) এই পুস্তকে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা অসম্ভব। আমরা উপরে যাহা উদ্ধৃত করিলাম, তাহা বাইবেল-বিকৃতির এক অংশের অতি সংক্ষিপ্ত নমুনা মাত্র। এ বিষয়ে স্বতন্ত্র পুস্তক রচিত হওয়া আবশ্যক। এ সম্বন্ধে Rational Press Association কর্ত্তৃক প্রচারিত বাইবেল সংক্রান্ত পুস্তকাবলী, Ency. Br. একাদশ সংস্করণ, Ecc. History, Bible Untrustworthy, সার উইলিয়ম মূর কর্ত্তৃক 'তারিখে-কালিছা', প্রোফেসর ছৈয়দ নওয়াব আলী এম-এ কর্ত্তৃক 'তারিখে কোতবে ছামাভী' প্রভৃতি পুস্তক দ্রষ্টব্য।
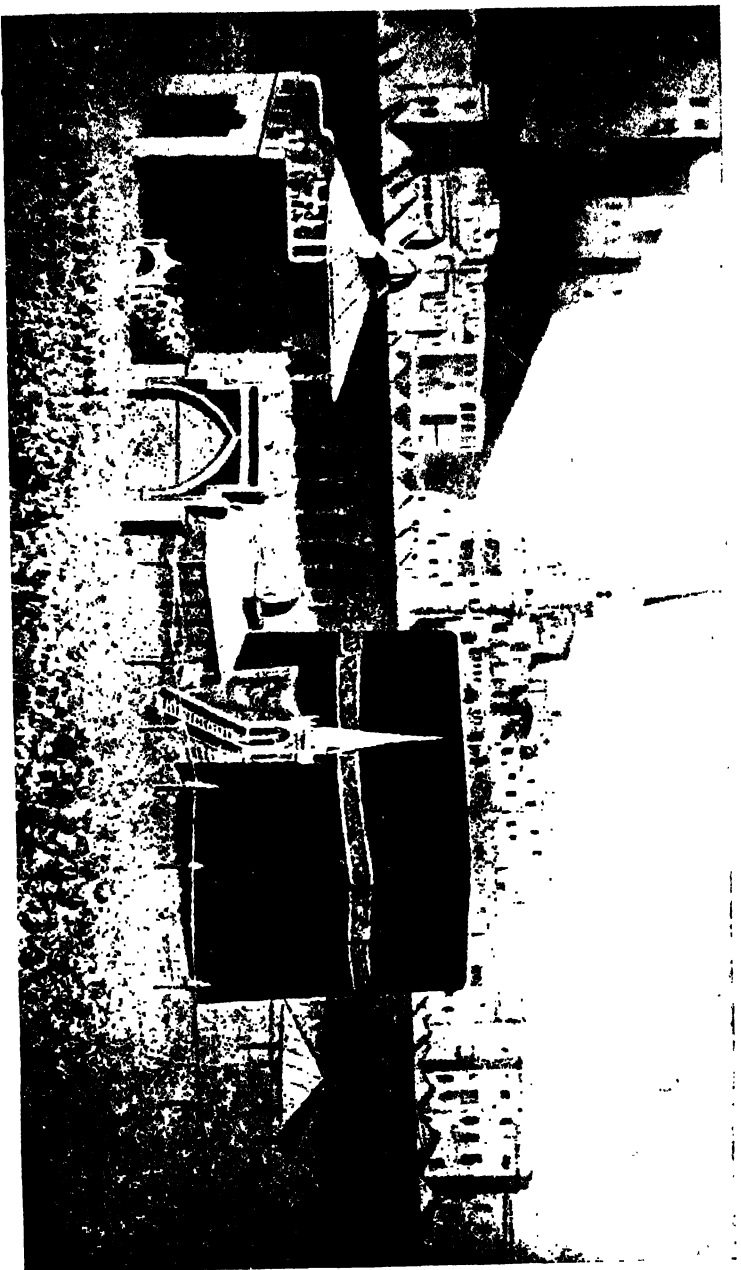
কা'বা—হজ-মওছমে

হজের মওছমে লক্ষ লক্ষ ভক্ত মুছলমান মক্কায় সমবেত হইয়া কা'বার তওয়াফ করিতেছেন। হজের সময় দিবারাত্রি এই বিপুল জনস্রোত অযুত-কণ্ঠে আল্লার নামে জয়ধ্বনি তুলিয়া অবিরাম গতিতে এইরূপে কা'বার তওয়াফ করিতে থাকে।

মোস্তফা-চরিত।

ইতিহাস ভাগ।

মোস্তফা-চরিত।

ইতিহাস ভাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রাক্-এছলামিক যুগের আরব।

প্রকৃতির কোন্ শুভ প্রভাতে—সৃষ্টির কোন্ শুভ্র উষার প্রথম আলোক-রেখা, এই ভূমণ্ডলের গাঢ় তিমিরজালকে অপসৃত করিয়াছিল; এবং কবে ও কিরূপে মানব আসিয়া এখানে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া বসিয়াছিল; জগতের জ্ঞানিজনগণ অতীতের অন্ধকারময় রহস্য-ভাণ্ডার হইতে, এই তত্ত্বের উদ্ধারসাধনের জন্য আবহমানকাল অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সত্য কথা এই যে, এই অনুসন্ধানের ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে রহস্যের জটিলতাও যেন ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে এবং মানবের অভিমান-ক্ষুব্ধ জ্ঞান, অবশেষে ক্লান্ত কলেবরে সেই অসীম অতীতের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলিতে বাধ্য হইতেছে যে—উহা যুগপৎভাবে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

এই ভূমণ্ডলে প্রথম মানব-আবির্ভাবের কতদিন পরে—দূর অতীতের কোন্ অজ্ঞাত যুগে, আরবের চির-উষর মরুপ্রান্তর ও চিরধূসর অচল চূড়াগুলি মানব সন্তানের প্রথম সাক্ষাৎলাভে পুণ্য হইয়াছিল, ইতিহাস তাহার বিশেষ কোন সন্ধান দিতে পারে না। সেই

মোস্তফা-চরিত।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতি প্রাচীনকালের যে সকল বিবরণ আরবীয় কিংবদন্তিগুলির মধ্যবর্ত্তিতায় আমাদের হস্তগত হইয়াছে, এই পুস্তকে তাহার বিস্তৃত আলোচনার স্থানাভাব। পক্ষান্তরে তাহার কোন আবশ্যকতাও নাই, কারণ আরবদেশের ও আরবীয় জাতি সমূহের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত সঙ্কলন ও তাহার সত্যাসত্যের আলোচনা—এই পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। তবে, ইতিহাসের যে সুবর্ণযুগের, এবং সেই যুগের যে মহাপুরুষের জীবনী এই পুস্তকের একমাত্র আলোচ্য, তাঁহার বংশপরিচয় জ্ঞাত হইবার জন্য, তাহার যতটুকু আবশ্যক, আমরা সংক্ষেপে তাহারই বর্ণনা করিব।

কোন দেশের প্রাক-ঐতিহাসিক যুগের কোন তত্ত্ব অবগত হইতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে সেই দেশের প্রচলিত ও পরম্পরাগত কিংবদন্তিগুলির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ইহার

ইতিহাসের উপকরণ।

পর সেই দেশের প্রচলিত আচার ব্যবহার, প্রাচীন সাহিত্য, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং বিভিন্ন বংশীয় লোকদিগের বর্ত্তমান অবস্থা ও অনুষ্ঠান ইত্যাদির অনুসন্ধান করিতে হয়। ভূগর্ভগত নানা উপকরণের উদ্ধার করিয়াও এসম্বন্ধে অনেক নূতন তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। ফলতঃ এই শ্রেণীর প্রমাণপুঞ্জের উপর নির্ভর করিয়াই সমস্ত দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সঙ্কলিত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, ইহাই ইতিহাসের প্রকৃষ্টতম সম্বল, এবং এই গুলিকে অবিশ্বাস্য বলিয়া উড়াইয়া দিলে, জগতের প্রাচীন জাতি সমূহের সমস্ত পুরাতত্ত্বই অবিশ্বাস্য হইয়া যাইবে।

আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন জনপদের অধিবাসীদিগের প্রাক্-এছলামিক যুগের অবস্থাদি সম্যকরূপে আলোচনা করিলে, কয়েকটা উজ্জ্বল ও দৃঢ় সত্য এবং কয়েকটী স্বতঃসিদ্ধ

আরবের বিশেষত্ব।

বিশেষত্ব আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবে। সর্ব্বপ্রথমে আমরা দেখিতে পাইব যে, আরবের বিভিন্ন প্রদেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ জনপদগুলি, এক একটা বংশ বা গোত্রের স্বতন্ত্র আবাসভূমি—অর্থাৎ কেবল সেই বংশের বা গোত্রের লোকেরা সেই সকল জনপদে বাস করিয়া থাকে। অন্য কোন বংশের বা গোত্রের লোকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া একত্র বাস করিতে আরবগণ সাধারণতঃ অনভ্যস্ত। আমরা ইহাও দেখিতে পাইব যে, বংশের প্রথম পুরুষ বা কোন প্রধান ব্যক্তির নামে, সেই সকল বংশের এবং বহুস্থলে সেই সকল জনপদেরও নামকরণ হইয়া থাকে।

কোন বিদেশী জাতির জ্ঞানের প্রভাব বা সেই প্রভাবগত মানসিক দাসত্ব আরব দেশে সাধারণভাবে কখনই প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বহু শতাব্দী অবধি তাহারা জগতের অজ্ঞাত এবং

আরবের ২য় বিশেষত্ব।

জগত তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। তদনন্তর বহির্জ্জগতের সহিত পরিচয় হওয়ার পরও বিদেশের কোন প্রভাব আরব দেশে কখনই প্রতিষ্ঠিত হয়

নাই। তাই খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে আমরা সমগ্র আরব উপদ্বীপে, মোটামুটি অক্ষর জ্ঞানবিশিষ্ট কয়েকজন মাত্র লোকের সন্ধান পাইতেছি।

৩য় বিশেষত্ব।

আরবের তৃতীয় বিশেষত্ব—তাহার কবিত্ব। আরবের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই স্বভাব কবি। সম্পদে বিপদে আনন্দ বা শোক প্রকাশের সময়, সমরক্ষেত্রে নিজের বীরত্ব প্রতিপাদন করার সময়, উৎসবে ও বার্ষিক মেলায় নিজের বংশ-গৌরব ও প্রতিপক্ষ বংশের কুৎসা করার সময়, উত্তেজিত আরব যাহা কিছু বলিত, তাহাই কবিতা। কেবল কবিতাই নহে, বরং বর্ত্তমান বিশ্ব-সাহিত্য-ভাণ্ডারের অমূল্য রত্ন। বিশেষ করিয়া শোক ও ক্রোধের সময়, আরব নরনারী হঠাৎ (Extempore) যে সকল গাথা আবৃত্তি করিত, সেগুলিকে যথাক্রমে পর্ব্বতগাত্র-নির্গতা তরতর-প্রবাহিতা নির্ম্মল নির্ঝরিণীর এবং আগ্নেয়গিরির ভীষণ ভৈরব অগ্ন্যুৎপাতসম্ভূত অনল-প্রবাহের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

৪র্থ বিশেষত্ব।

আরবের চতুর্থ এবং প্রধানতম বিশেষত্ব—তাহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি। এছলামের প্রথম আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব্ব-যুগে, আরবদিগের মধ্যে, প্রাচীন ও মধ্য-যুগের যে সকল কবিতা প্রচলিত ছিল, তাহা এক লক্ষের অধিক হইবে। (১) আরবগণ তাহাদের অসাধারণ স্মৃতিশক্তিবলে, এগুলিকে আবহমানকাল যথাযথভাবে রক্ষা করিয়া আসিয়াছে। আরবগণ সাধারণতঃ এইরূপ স্মৃতিশক্তির অধিকারী ছিল বটে, কিন্তু ইহার জন্য আরবে কতকগুলি লোক বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট হইতেন। তাঁহারা সাধারণতঃ (১) খতিব বা বক্তা, (২) শায়ের বা কবি এবং (৩) নোচ্ছাব বা বিভিন্ন গোত্রের বংশপরিচয় বিশারদ, এই সকল নামে অবিহিত হইতেন। বাৎসরিক উৎসব মেলা ও হজ উপলক্ষে বিভিন্ন গোত্রের লোক একত্র সমবেত হইলে, প্রত্যেক গোত্রের বক্তা কবি ও বর্ণবিবরণ-বেত্তাগণ নিজেদের জ্ঞান ও শক্তির পরিচয় দিতেন, এবং তাহা লইয়া প্রকাশ্য সম্মিলনক্ষেত্রে তুলনায় সমালোচনা, তর্ক বিতর্ক এমন কি শান্তিভঙ্গ পর্য্যন্ত হইয়া যাইত।

বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞতম খৃষ্টান লেখক, মিসরবাসী পণ্ডিত জর্জী জিদান বলিতেছেন—"আরবগণ নিজেদের পিতা-পিতৃমহাদির নাম বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া রাখিতেন। আরবে এমন একটী সম্প্রদায় ছিল, এই সমস্ত বংশ-বিবরণ স্মরণ করিয়া রাখাই যাহাদের বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইত। লোকে নিজেদের বংশ-বিবরণ তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইত। আরবগণ নিজেদের পূর্ব্বপুরুষগণের নামানুসারে কোন কোন নগরের নামকরণও করিয়াছিল।"

---

(১) ওলুমুল-আরব পুস্তকে বর্ণিত 'আরবদিগের কবিত্ব' শীর্ষক অধ্যায় বিশেষতঃ উহার ২৪ পৃষ্ঠা, এবং এবনে খালকান ১-১২১, আনুনজুমুজ-জাহেরা ১-৪২০, তাবকাতুল-ওদাবা ১৫১, প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

"প্রাথমিক যুগ হইতে এছলামের পূর্ব্ববর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত, নিজেদের বংশ-পরিচয় ও তাহার মূল এবং শাখা প্রশাখার সম্পূর্ণ বিবরণ যথাযথভাবে রক্ষা করার জন্য, প্রত্যেক গোত্রের লোকই বিশেষরূপে আগ্রহ প্রকাশ করিত। এইজন্য প্রত্যেক গোত্রে অন্ততঃ দুই একজন নোচ্ছাব বা বংশ-বিবরণবিৎ ব্যক্তি বেতনভুক্ কর্ম্মচারীরূপে নিযুক্ত থাকিতেন।" (ওলুমুল্-আরব ৩৮ পৃষ্ঠা) (১)।

আরবে কখনও কোন রাজশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কাজেই অধিবাসীদিগের ধন-প্রাণ কখনই নিরাপদ ছিল না। পক্ষান্তরে এমন কোন নৈতিক অনুশাসন বা সর্ব্বজনমান্য সামাজিক নিয়মপদ্ধতিও তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না, যাহা দ্বারা লোকের ধনপ্রাণ ও মানসম্ভ্রম কথঞ্চিতভাবে নিরাপদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত। এই কারণে তাহারা ব্যক্তিগত বা বংশগত ভাবে, অন্য গোত্রের বা গোত্রস্থ ব্যক্তিবিশেষের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইত। কেহ কাহারও প্রতি কোন প্রকার অত্যাচার করিলে, উৎপীড়িত ব্যক্তি বা তাহার স্বজনগণ, অত্যাচারীর নিকট হইতে তাহার ক্ষতিপূরণ আদায় করার চেষ্টা করিত। এজন্য তাহারা স্বগোত্রের প্রধান দিগের দ্বারা, অত্যাচারীর স্বগোত্রস্থ প্রধানদিগের নিকট অভিযোগ করিত, এবং এইরূপে আপোষে ইহার মীমাংসা না হইয়া গেলে, 'তরবারিই আমাদের উত্তম বিচারক' বলিয়া, উভয় গোত্রের লোক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইত। অনেক সময় এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ অতিশয় ব্যাপক ও দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়া দাঁড়াইত। কারণ, যুযুধান গোত্রদ্বয়ের মিত্র গোত্রগুলিও, সন্ধিশর্ত্তে বাধ্য হইয়া ক্রমে ক্রমে ঐ সকল যুদ্ধ-বিগ্রহে যোগদান করিত। এই সকল সংঘর্ষের আশু জয়পরাজয় দ্বারা মূল কলহের কোনই মীমাংসা হইত না। বরং পরাজিত জাতির লোকেরা, বহুযুগ পরে, সময় পাইলেই, তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের চেষ্টা করিত। কোন গোত্রের একজন লোক অপর গোত্রের লোক দ্বারা নিহত হইলে, 'রক্তের ক্ষতিপূরণ'-দাবী ও প্রতিশোধস্পৃহা, নিহত ব্যক্তির স্বগোত্রীয়দিগকে বংশপরম্পরাক্রমে অস্থির করিয়া রাখিত এবং যুগযুগান্তর পরে যখনই তাহারা বিপক্ষ গোত্রের কোন লোককে হাতে পাইত, তখনই তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিত। এই সকল কারণে আরবগণ তাহাদের বংশ ও গোত্রের মূল এবং তাহার শাখাপ্রশাখাগুলির বিবরণ যথাযথভাবে স্মরণ রাখিবার জন্য এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করিত।

৫ম বিশেষত্ব স্বাধীনতা।

আরবের এই সকল বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করার পর, আমাদিগকে এখানে আরও দুই একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

(১) ইহা উক্ত গ্রন্থকার প্রণীত 'তামাদ্দ্মুল-এছলাম' পুস্তকের ৩য় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

'জাতিভেদ' বলিতে আমাদের দেশে যাহা বুঝায়, আরবে ঠিক সেইরূপ জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত না থাকিলেও, প্রাক্-এছলামিক যুগে, সেখানে যে বংশগত ও গোত্রগত কৌলিন্য প্রথার প্রভাব অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল, সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। এই বংশ-মর্য্যাদা লইয়া বিভিন্ন গোত্রের লোকদিগের মধ্যে, অহঙ্কার ঘৃণা ও হিংসাবিদ্বেষ যথেষ্টরূপে বিদ্যমান ছিল। এই কৌলিন্য রক্ষার জন্য কুলের যত প্রকার আঁটা-আঁটি, গোত্রগোষ্ঠির সিড়ি-পিঁড়ির ও শাখাপ্রশাখার হিসাব রক্ষা; কোথায় সেগুলির মূল এবং ক্রমে ক্রমে কিরূপে শাখাপ্রশাখা বা গোত্র ও গোষ্ঠিগুলির সৃষ্টি হইল, ইত্যাদি তথ্য তাহাদিগকে খুব আগ্রহের সহিত সংরক্ষণ করিতে হইত। নচেৎ কৌলিন্যের তুলনায়-সমালোচনা অসম্ভব হইয়া পড়িত, এবং কবে কাহার দোষে কোন্ গোত্র 'পতিত' হইয়া গেল, তাহা স্থির করাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত।

জাতিভেদ।

বিভিন্ন গোত্রের জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঠাকুর-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার প্রথা আরব দেশে সাধারণ ভাবে প্রচলিত থাকিলেও, মক্কানগরে প্রতিষ্ঠিত কা'বা মন্দিরকে তাহারা সকলেই নিজেদের সাধারণ ও শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম মন্দির বলিয়া বিশ্বাস করিত। তাহারা বৎসর বৎসর নির্দ্দিষ্ট সময় তীর্থার্থে মক্কায় উপস্থিত হইয়া, কা'বা মন্দির প্রদক্ষিণ, বলিদান ইত্যাদি বহুপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান পালন করিত। পুরুষানুক্রমে তাহারা এই রূপ তীর্থযাত্রা করিয়া আসিতেছিল। এই তীর্থে যে সকল ধর্ম্মগত অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হইত, মক্কাবাসী বংশ-বিশেষের লোক তাহার পৌরোহিত্য করিতেন। সমগ্র আরবের এই মহামান্য মন্দিরটির রক্ষণাবেক্ষণের এবং মন্দিরস্থিত ঠাকুর-দেবতাগণের পূজা করার ও তাহাদিগকে ভোগাদি প্রদানের সমস্ত অধিকারও ঐ বংশের একচেটিয়া ছিল। যাত্রীদিগের তত্ত্বাবধান সংক্রান্ত সকল প্রকারের কাজই বর্ণিত বংশ-বিশেষের একচেটিয়া অধিকার ভুক্ত ছিল। এই সেবায়েত বংশের লোকেরা যে এতৎপ্রকার গৌরবজনক অধিকার লাভ করিলেন, এবং আরবের অন্যান্য সকল বংশের ও সকল গোত্রের লোকেরা যে তাঁহাদিগের সেই অধিকার লাভে আবহমানকাল সম্মতিদান করিয়া আসিল, ইহার কারণ কি? কথিত সেবায়েত-বংশীয়েরা দাবী করিলেন যে, তাঁহাদেরই পূর্ব্বপুরুষ মহাত্মা হজরত এছমাইল ও তাঁহার পিতা এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এবং সেই এছমাইল তাঁহার প্রথম সেবায়েত। অতএব তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার সেবাধীনে রক্ষিত এই মন্দিরের সকল প্রকার তত্ত্বাবধানের ও পৌরোহিত্যের একমাত্র অধিকারী তাঁহারাই। তাঁহারা আরও বলিতেন যে, যেহেতু আরব দেশে এই ধর্ম্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠারূপ মহত্তম কার্য্য আমাদেরই পূর্ব্বপুরুষ এছমাইল কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে, যেহেতু মক্কাতীর্থের সমস্ত অনুষ্ঠানই এছমাইল

পুরোহিত বংশ।

ও তাঁহার পিতা এবরাহিম কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এবং যেহেতু আমাদের আদি পিতা এছমাইল, অভূতপূর্ব্ব আত্মবলিদান দ্বারা আল্লার আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন; অতএব বংশ-মর্য্যাদায় ও কৌলীন্য-গৌরবে—সুতরাং পৌরোহিত্যের সকল প্রকার অধিকারে—আমাদিগের সহিত অন্য কাহারও তুলনা হইতে পারে না। সুতরাং সেবায়েত ও পুরোহিত হইবার অধিকার আমাদিগের ব্যতীত অন্য কাহারও নাই এবং থাকিতেও পারে না। অন্যান্য বংশের লোকেরাও, সেবায়েত বংশের এই সকল বিবরণকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিত। কারণ তাহারাও আবহমানকাল হইতে নিজেদের পূর্ব্বপুরুষগণের প্রমুখাৎ এছমাইল-বংশীয়দিগের সম্বন্ধে ঐ পুরাবৃত্তগুলি শ্রবণ করিয়া আসিতেছে;—এবং যুগপৎভাবে তাহারা ইহাও দেখিয়া আসিতেছে যে, তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ স্মরণাতীত যুগ হইতে ঐ বৃত্তান্তগুলিকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া, এছমাইল ও তৎপিতা এবরাহিম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত বহু অনুষ্ঠানের স্মৃতি রক্ষার জন্য ছাফা-মারওয়া পর্ব্বতদ্বয়ের মধ্যে প্রধাবন, বলিদান বা কোরবানী, মেনায় শয়তানের প্রতি কঙ্কর নিক্ষেপ, মস্তক মুণ্ডন, ইত্যাদি কার্য্যগুলিকে ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিয়া আসিতেছে।

হজরত এছমাইলের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হজরত এছহাকের সন্তানগণ, পূর্ব্বে বাণি-এছরাইল বলিয়া আখ্যাত হইত। ইহারা সকলেই এহুদী ধর্ম্মাবলম্বী ছিল। বলা বাহুল্য যে, আরবের

আরবের এহুদী।

এহুদী অধিবাসীবৃন্দ, প্রচলিত তৌরেত নামক পুস্তকের প্রক্ষিপ্ত বর্ণনানুসারে বিশ্বাস করিত যে, প্রতিজ্ঞার সন্তান এছমাইল নহেন—বরং এছহাক, এবং পিতা এবরাহিম এছহাককেই বলিদানের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু, এছমাইল যে আরবে আসিয়া বসতি স্থাপন করেন এবং কা'বা মন্দিরের সেবায়েতগণ যে এছমাইলেরই বংশধর, সে সম্বন্ধে তাহারা কখনই কোন প্রকার সংশয় উপস্থিত করে নাই।

আরবের যে সকল বিশেষত্ব ও বিবরণ উপরে বর্ণিত হইল, সেগুলি একত্রে আলোচনা করার পর, প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ পাঠককেই স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের বংশবিবরণ ইত্যাদি ইতিবৃত্ত অবগত হইবার যেরূপ বিশ্বস্ত উপকরণ ও প্রামাণ্য সূত্র আরবদিগের নিকট ছিল, জগতে তাহার তুলনা নাই। অন্ততঃ পক্ষে এতটুকু স্বীকার করিতেই হইবে যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ও অপরাপর জাতির পুরাতত্ব সম্বন্ধে যে শ্রেণীর প্রমাণ ও যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রচলিত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তগুলি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, আরব-পুরাতত্ত্ব সংক্রান্ত যুক্তি-প্রমাণগুলি তাহা হইতে কোন অংশে দুর্ব্বল নহে।

আরবের সমস্ত পুরাবৃত্ত, সমস্ত জনশ্রুতি, সকল প্রকার কিংবদন্তি, সমস্ত সাহিত্য, সমস্ত ধর্ম্মগত ও সামাজিক অনুষ্ঠান, এবং আরববাসী সকল বংশের ও সকল গোত্রের

প্রথম পরিচ্ছেদ

পুরুষানুক্রমিক পরম্পরাগত ও বহু যত্নে সংরক্ষিত সমস্ত বংশবিবরণ, স্মরণাতীত কাল হইতে একবাক্যে এই সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছে যে, হজরত এবরাহিমের পুত্র এছমাইল ও তাঁহার মাতা হাজেরা আরবদেশে আসিয়া বসতি স্থাপন এবং কা'বার প্রথম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন— কোরেশগণ সেই হজরত এছমাইলের বংশধর। যে জরহম বংশে হজরত এছমাইলের বিবাহ হইয়াছিল, তাহারাও বংশপরম্পরাক্রমে এই বিবরণে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আসিয়াছে। অতএব ঐ বিবরণের সত্যতা ও প্রামাণিকতা অস্বীকার করার ন্যায় হঠোক্তি আর কি হইতে পারে, পাঠকগণ তাহা বিচার করিয়া দেখুন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পাদরীদিগের প্রমাদ।

বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে কতিপয় খৃষ্টান লেখক, নানা কারণে এই সুর ধরিয়াছেন যে, 'মোহাম্মদের বংশ পরিচয় সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়া থাকে, সেগুলি অপ্রামাণ্য উপকথা মাত্র'। তাঁহারা বলেন যে, হজরত এবরাহিম বা এছমাইল মক্কায় আগমন করেন নাই, এবং কা'বা প্রতিষ্ঠার সহিত তাঁহাদের কোনই সংশ্রব নাই। অধিকন্তু এবরাহিম এছমাইলকে কথনই কোরবানীর জন্য উপস্থিত করেন নাই, এবং 'সদা প্রভু যিহোবা আবরাহামের সহিত যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা এছহাকে এবং পরে তাঁহার পুত্রগণে বর্ত্তায় এবং ক্রমে ক্রমে বংশপরম্পরাক্রমে সেই নিয়ম ও আশীর্ব্বাদ দাউদের মধ্যবর্ত্তিতায় প্রভু যীশুখৃষ্টে গিয়া বর্ত্তায়।'

খৃষ্টান লেখকগণের যে এ সম্বন্ধে এতটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, তাহার এক মাত্র কারণ—তাঁহাদের প্রভু যীশুখৃষ্টের কৌলীন্য প্রতিপাদন করা। কারণ, বাইবেলের বরাত দিয়া যীশুকে দাউদ বংশ-সম্ভূত—সুতরাং বংশপরম্পরাক্রমে এবরাহিমের সহিত সংস্থাপিত ঐশিক নিয়মের ও তৎপ্রতি সমাগত আশীর্ব্বাদের অধিকারী প্রমাণ করা ব্যতীত (বাইবেল অনুসারে) যীশুর অন্য বিশেষত্ব কিছুই নাই।

চাঞ্চল্যের কারণ।

এ সম্বন্ধে এছলামের শিক্ষা কি, কোরআনের নিম্নলিখিত আয়তগুলি হইতে তাহা স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে :—

و اذا ابتلى ابراهيــم ربه بكلمت فاتمهن ' قال إني جاعلك للناس إماما '
قال و من ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين - (البقرة - ١٦ع)

تلك أمة قد خلت ' لها ما كسبت و لكم ما كسبتـــم ' و لا تسئلـــون عما
كانوا يعملـــون - (البقـــرة - ١٦ع)

"—এবং যখন তিনি (আল্লাহ) কতিপয় বাক্যের দ্বারা এবরাহিমকে পরীক্ষা করিলেন, আর সে তাহা পূর্ণরূপে সম্পাদন করিল, তখন তিনি (এবরাহিমকে) বলিলেন—আমি তোমাকে লোকদিগের এমাম বানাইব। এবরাহিম বলিল—আর আমার বংশধরদিগের মধ্য

হইতে ?—(আল্লাহ এবরাহিমের এই প্রার্থনার উত্তরে) বলিলেন—অত্যাচারী ব্যক্তিগণ কখনই আমার প্রতিশ্রুতি পাইতে পারে না।

সুরা বকরা ১৬ রুকু।

"(এবরাহিম, এছমাইল ও এছহাক) সে সমস্ত লোক (নিজেদের কাজ সম্পন্ন করিয়া) চলিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের কর্ম্মফল তাহারা ভোগ করিবে, এবং তোমাদের কর্ম্মফল তোমরা ভোগ করিবে, আর তাহাদের কার্য্যকলাপের জওয়াবদিহি তোমাদিগকে করিতে হইবে না।"

সুরা বকরা ১৬ রুকু।

এছলামের শিক্ষা।

এই দুইটী আয়ত দ্বারা আমরা দেখিলাম যে, বংশপরম্পরাগত কৌলীন্য, এবং উত্তরাধিকারসূত্রে আল্লার প্রতিশ্রুতি ও আশীর্ব্বাদ লাভের যে সকল উপকথা খৃষ্টান ও এহুদীগণ রচনা করিয়াছিলেন, এছলাম দৃঢ়তার সহিত তাহার প্রতিবাদ করিতেছে। অর্থাৎ যীশুখৃষ্টের ঐ 'উত্তরাধিকারসূত্রে আশীর্ব্বাদ ও প্রতিশ্রুতি' লাভের যে হাস্যজনক উপকথাটী খৃষ্টানধর্ম্মের মূলভিত্তি—মুছলমানগণ এছমাইলের পক্ষ হইতে যে 'আশীর্ব্বাদ ও প্রতিশ্রুতির' জ্যেষ্ঠাধিকার লইয়া স্বত্ব সাব্যস্ত করিয়া বসিবেন বলিয়া তাঁহারা এতদূর চঞ্চল হইয়া পড়িতেছেন ;—এছলাম তাহাকে মূর্খতা ও অজ্ঞতার একটা জাজ্বল্যমান নিদর্শন বলিয়া মনে করিয়া থাকে। এই আয়তগুলি স্পষ্টতঃ বলিয়া দিতেছে, মানুষের মাহাত্ম্য তাহার মর্য্যাদা এবং আল্লার সমীপে তাহার সম্মান—এক মাত্র তাহার স্বকৃত কর্ম্মফলের দ্বারা অর্জ্জিত হইয়া থাকে। ধর্ম্মের হট্টগোলে মরামানুষের হাড় আনিয়া, ভানুমতীর ভেল্কি দেখাইয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে এছলাম কখনই সম্মত নহে।

যাহা হউক, যখন আমরা খৃষ্টান লেখকগণকে জিজ্ঞাসা করি,—'মহাশয়েরা যে সকল দাবী করিতেছেন, তাহার প্রমাণ কি ?' তাঁহারা তখন আনন্দ-উৎফুল্ল-চিত্তে বলিয়া উঠেন,—'প্রমাণ বাইবেল, পুরাতন নিয়ম।'

বর্ত্তমান তাওরাতের ঐতিহাসিক মূল্য।

বাইবেল, বিশেষতঃ তাহার পুরাতন নিয়ম Old Testamentsএর ঐতিহাসিক ভিত্তিতে এবং তাহার প্রামাণিকতায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে, জগতে অপ্রামাণিক বলিয়া আর কিছুই থাকে না। খৃষ্টান লেখকগণ রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি হিন্দুর পৌরাণিক গ্রন্থগুলিকে, অবিশ্বাস্য উপকথা ও আরব্য-উপন্যাসের সমশ্রেণীর কাল্পনিক গল্প বলিয়া প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু, ঐ পুস্তক গুলির বর্ণিত মূল উপাখ্যান সমূহের ঐতিহাসিক ভিত্তি যাহাই হউক না কেন, তাহার একটা বিশেষত্ব এই যে, ঐ সকল উপাখ্যান-রচয়িতাগণের বর্ণনা, আজ পর্য্যন্ত সাধারণতঃ অবিকৃত অবস্থায় রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বাইবেল বিশেষতঃ তাহার 'পুরাতন

নিয়ম' সংজ্ঞাভুক্ত পুস্তকগুলি সম্বন্ধে একথাও বলা যাইতে পারে না। খৃষ্টান লেখকগণ সর্ব্বপ্রথম ঐ পুস্তকগুলির প্রামাণিকতা প্রতিপন্ন করুন, তাহার পর তাহার উপর নির্ভর করিয়া অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে পরাজিত করার চেষ্টা করিবেন।

যথাক্রমে এহুদী জাতি ও তাহাদিগের ধর্ম্ম-পুস্তকগুলির, বহু শতাব্দীব্যাপী পাপাচার ও দুর্দ্দশার ইতিহাস পাঠ করিলে, বর্ণিত পুস্তকগুলির অপ্রামাণিকতা সম্যকরূপে জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারিবে। ঐ সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে, স্বতন্ত্র পুস্তক প্রণয়ন করার আবশ্যক হয়। আমরা এখানে সংক্ষেপে দুই একটী কথার উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

'সোলেমান এহুদীদিগের রাজা। তাঁহার মৃত্যুর পর এহুদী জাতি দ্বাদশ দলে বিভক্ত হইয়া পড়িল। ইহার মধ্যে দুইটী দল—এহুদা ও বেনয়ামিন—সোলেমানের পুত্র বহূবিয়ামকে আপনাদের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। এবং অবশিষ্ট দশ দল উত্তরদিকে সামারিয়া নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিয়া সুবর্ণনির্ম্মিত গো-বৎসের পূজা আরম্ভ করিয়া দিল। (১) শেষে খৃষ্টপূর্ব্ব ৭২২ অব্দে আসিরিওগণই এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাহা ধ্বংস করিয়া ফেলে, এবং এহুদীদিগকে বন্দী করিয়া নিনেভায় লইয়া যায়। এই দশটী বংশ এইরূপে ধ্বংস বা পৌত্তলিকদিগের মধ্যে লীন হইয়া, একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে বহবিয়াম-প্রতিষ্ঠিত রাজত্বও খৃষ্টপূর্ব্ব ৫৮৬ অব্দে বাবেলিয়ান-রাজ (বখতে-নছর بخت نصر) নবুখদনিৎসর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। যেরুশেলম বা বাইতুল-মোকাদ্দাছ মন্দিরে তখন তৌরাতের মুসাবিদা এবং অন্য পবিত্র পদার্থগুলি সংরক্ষিত হইত। এই আক্রমণে, নবুখদনিৎসর রাজার আদেশে, ঐ মন্দিরটীতে অগ্নি প্রদান করিয়া তৌরাত ইত্যাদি সহ তাহাকে একেবারে ভস্মাবশেষে পরিণত করা হয়। রাজসৈন্যগণ এই সময় এহুদীদিগকে অতি নির্ম্মমভাবে হত্যা করিতে থাকে, এবং হতাবশিষ্ট সমস্ত এহুদী নরনারীকে তাহারা বন্দী করিয়া লইয়া যায়। তাহার পর, খৃঃ পূঃ ৫৩২ অব্দে, পারস্যরাজ কোরসের দয়ায় আবার ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং শেষে রাজা আর্ত্তখস্তের আমলে ইস্রা বা আজরা নামক এক ব্যক্তি পারস্যরাজ কর্ত্তৃক, (যে কোন কারণে হউক) নানাপ্রকার সাহায্য লাভ করিয়া, বাবিল হইতে যেরুশেলমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং এহুদীদিগের সম্মুখে কতকগুলি কাগজ পত্র উপস্থিত করিয়া বলিলেন যে, এইগুলি মোশির ব্যবস্থা বা তৌরাত। (২)

প্রথম পঞ্চ পুস্তক এইরূপে সঙ্কলিত হওয়ার পর, নহিমিয়া নামক আর এক ব্যক্তি 'নবিম' نبيم নামক দ্বিতীয় ভাগের পুস্তকগুলি সঙ্কলন করেন, অর্থাৎ কতকগুলি লেখা

---

(১) ১ম রাজাবলী, ১২, ১৮—৩০ পদ।

(২) রাজাবলী, ইস্রা ও নহিমিয় ৭ম অধ্যায় দেখ।

উপস্থিত করিয়া ইনি বলেন যে, এইগুলি নবিম বা বাইবেলের ২য় ভাগ। (মাকাবিয় ২য় পুস্তক ২—১৩ দেখ)।

ইহার পর, কিছু দিন যাইতে না যাইতে, এহুদীদিগের উপর গ্রীকরাজাদিগের আক্রমণ আরম্ভ হয়। আলেকজাণ্ডার ও তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের সময়, এহুদীগণ একরূপ অর্দ্ধ-স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করিয়াছিল বটে, কিন্তু পুনঃ পুনঃ বিদেশী ও বিধর্ম্মী রাজাগণের আক্রমণ, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং আভ্যন্তরিক বিপ্লবের ফলে, এহুদীদিগের ধর্ম্ম কর্ম্ম ও পুরাতন ধর্ম্মশাস্ত্রাদির যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, খৃঃ পূঃ ১৬৮ অব্দে আন্তাকিয়ার রাজা এন্টিনিউস এহুদী জাতি, তাহাদের ধর্ম্ম ও জাতীয়তা এবং তাহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রগুলিকে ধ্বংস ও চিরতরে বিলুপ্ত করার দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া আবার এহুদীদিগকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণের ফলে এহুদীদিগের দুর্দ্দশার আর সীমা রহিল না। রাজাদেশে প্রথমে ধর্ম্মপুস্তকগুলি পোড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া ফেলা হইল। তাহার পর কঠোর রাজাদেশ প্রচারিত হইল যে, অতঃপর আর কেহ এহুদী ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতে পারিবে না। এইরূপে মুখে মুখে পাঠও বন্ধ হইয়া গেল। পক্ষান্তরে রাজার আদেশে যেরুশেলমে জয়ীস زئیس দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার পূজা চলিতে লাগিল। ইতোমধ্যে মাকাবী নামক জনৈক দেশহিতৈষী ব্যক্তির উদ্যোগে এন্টিনিউস রাজকে পরাজিত হইতে হয়। এইরূপে স্বজাতিকে পরাধীনতা মুক্ত করার পর মাকাবী কতকগুলি বহি পুস্তক এহুদীদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া সেগুলিকে আজরা ও নহিমিয়ার সঙ্কলিত তোরাঃ ও নবিম توره و نبیم বলিয়া প্রকাশ করেন। কেবল ইহাই নহে, তিনি এই সঙ্গে کتبیم কাতবিম নামক ৩য় ভাগটী যোজনা করিয়া দেন।

কিছুকাল এইভাবে অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর, এহুদীদেশে রোমানদিগের প্রচণ্ড আক্রমণ আরম্ভ হইল। টাইটেস নামক রোমান রাজা ৭০ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে যেরুশেলম জয় করিয়া, সম্পূর্ণ নগরটি সহ বাইতল মোকাদ্দছ বা সোলেমানের ধর্ম্মমন্দিরটী পুনরায় ধ্বংস করিয়া ফেলেন। মন্দিরে যে সকল ধর্ম্মপুস্তক ছিল, বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তৎসমুদয় রোমীয় রাজধানীতে লইয়া যাওয়া হয়। এদিকে রাজাদেশে এহুদীদিগকে যেরূশেলম হইতে দেশান্তরিত করিয়া দেওয়া হয়, এবং এহুদী ব্যতীত অন্য জাতীয় লোকদিগকে তাহাদের দেশে বসাইয়া দেওয়া হয়। ১৩৪ খৃষ্টাব্দে এহুদীগণ আবার বিদ্রোহী হইলে, তখনকার রাজা কাইসর-হেডরিণের সহিত তাহাদের আবার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধেও এহুদীগণ পরাজিত হয়। তাহাদের প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। যুদ্ধের ফলে, এহুদীদিগের পক্ষে বৎসরে মাত্র এক দিন ব্যতীত—যেদিন টাইটিউস যেরুশেলম ও সোলেমানের মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন—যেরূশেলমে প্রবেশ করাই নিষিদ্ধ হইয়া যায়।

এইরূপে এহুদীদিগের ধর্ম্মপুস্তকগুলি পুনঃ পুনঃ বিনষ্ট ও ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়। সে যুগের বর্ত্তমান এহুদী পণ্ডিতগণ, নিজেদের খেয়াল ও আবশ্যক মতে সময় সময় কতকগুলি পুস্তক পুস্তিকা রচনা করিয়া সেগুলিকে ধর্ম্মপুস্তকরূপে উপস্থিত করিতেন। এই সময় যাজকদিগের স্বার্থপরতা ও নীতিহীনতা এবং জনসাধারণের মূর্খতা ও পাপাচার, বহু শতাব্দী ধরিয়া এহুদী-ইতিহাসের বিশেষত্ব হইয়া দাঁড়ায়। এইরূপে কালক্রমে প্রকৃত তৌরাৎ সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং তাহার বর্ণনার সহিত নানা প্রকার কিংবদন্তি জনশ্রুতি উপকথা ও যাজকগণ কর্ত্তৃক জালকৃত বিবরণ ও ব্যবস্থাদি, অনুমান ও কল্পনা মাত্রের সহায়তায় মিশ্রিত হইয়া 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হইতে বর্ত্তমান বাইবেল আকারে পরিণত হইয়া যায়।

এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, বাবিলের বন্দীদশা হইতে মুক্তি লাভের সময় এহুদীজাতি নিজেদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও জাতীয়তা প্রভৃতির ন্যায় তাহাদের মাতৃভাষা 'হিব্রু' (এবরাণী) হইতেও বঞ্চিত হইয়া পড়ে। (নহিমিয় ১৩, ২৩—২৫)। এদিকে, প্রথম হইতেই এহুদীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া ঘোর বিসম্বাদ উপস্থিত হয়। একদল বলিতে লাগিল—মোশির (মুছার) পঞ্চপুস্তক ব্যতীত আর কিছুই মানিব না। কারণ ঐ গুলি revelation বা ঈশ্বরপ্রকটিত বাক্য বা অহি নহে। ইহারা সাদুকী নামে পরিচিত। দ্বিতীয় দল ফরিশীয়দিগের তাহারা বলিতে লাগিল,—তোরাঃ বা তাওরাৎ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম تورة شبكتب (وحي مكتوب) বা লিখিত ঐশিক বাণী। মোসির লিখিত প্রথম পঞ্চপুস্তক এই শ্রেণীভুক্ত। দ্বিতীয় শ্রেণীকেই তাহারা تورة شبعلفه (وحي لساني) বা বাচনিক ভাবে রক্ষিত ঐশিক বাণী বলিত। তাহাদের সংস্কার এই যে, এই শ্রেণীর 'বাণী'গুলি হারুণ ও তাঁহার বংশধরগণের মধ্যবর্ত্তিতায়, ছিনা-ব-ছিনা ইস্রা পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিল। ইস্রা মছা যাজকমণ্ডলীর ১২০ জন যাজককে তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। ২৫০ বৎসর পর্য্যন্ত এই বাণীগুলি ঐ যাজকদিগের বংশধরগণের মধ্যে রক্ষিত হয়। শামাউন (মৃত্যু খৃঃ পূঃ ৩০০) ইহাদের শেষ ব্যক্তি। سفريم বা ধর্ম্মগ্রন্থ-লেখকগণ শামাউনের নিকট হইতে এবং তাহাদিগের নিকট হইতে تنائم বা পণ্ডিতগণ (৭০—২২০ খৃষ্টাব্দে) তাহা গ্রহণ করেন। (১)

এইরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, এবং প্রত্যেক শতাব্দীতে, নানা কারণে, খৃষ্টান ও এহুদীদিগের ধর্ম্মপুস্তকগুলির কেবল পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধনই নহে, বরং শত শত জাজ্জ্বল্যমান মিথ্যাকে, স্বার্থের খাতিরে বা অজ্ঞতার কারণে, ধর্ম্মশাস্ত্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে—অসংখ্য জাল ও মিথ্যা পুস্তককে ধর্ম্মশাস্ত্রের স্বর্গীয় ভাববাণীর অন্তর্ভুক্ত করিয়া

(১) Jewish Encyclopædia ১০ম খণ্ড ৩৬১ পৃষ্ঠা; Chagiga Talmud, Rev. A. Streane কর্ত্তৃক অনুবাদিত, ভূমিকা ৭৩৮ পৃষ্ঠা।

দেওয়া হইয়াছে। 'সাত নকলে আসল খাস্তা' হইয়া শেষকালে বাইবেলের যে আকার দাঁড়াইয়াছিল, বিগত অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তাহাতেও কাটছাট ও রদ-বদল চলিয়াছে।

উদাহরণ-স্থলে Aphocrypha এ্যাপোক্রাইফা নামে পরিচিত ৩৫ খানা পুস্তকের নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। সম্প্রতি প্রোটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানগণ এগুলিকে জাল বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু রোমান ও গ্রীক সম্প্রদায় আজ পর্য্যন্ত সেগুলিকে অপরগুলির ন্যায় নিতান্ত বিশ্বস্ত ঐশিক বাণী ও স্বর্গীয় আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। এই ৩৫ খানা পুস্তকে আবার এমন বহু পুস্তকের নাম জানিতে পারা যায়, যাহার অস্তিত্ব সেই সময়ই বিলুপ্ত হইয়াছে। (Aphocrypha চার্লস বিরচিত, অক্সফোর্ড প্রেস, ১৯১৩ দেখ)।

বাইবেল পুরাতন নিয়মে, স্থানে স্থানে এমন বহু পুস্তকের নাম পাওয়া যায়, যাহার অস্তিত্ব জগত হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়াছে। মোশির 'নিয়ম পুস্তক' (যাত্রা পুস্তক ২৪-৭) 'সদাপ্রভুর যুদ্ধ-পুস্তক' (গণনা ২১-১৪) 'যাশের পুস্তক' (চিহোশুর ১০-১৩) 'নাথন ভাববাদীর পুস্তক, শীলোনীয় অহিয়ের ভাববাণী, ইদ্দো দর্শকের পুস্তক, (২ বংশাবলী ৯-২৯) হানানির পুত্র যেহুর পুস্তক, (ঐ ২০-৩৪) আমোসের পুত্র যিশাইর ভাববাদীর পুস্তক (ঐ ২৬-২২) শোলোমনের 'তিন সহস্র প্রবাদ বাক্য' ও 'এক সহস্র পাঁচটি গীত (১ রাজাবলী ৪-৩২) 'শোলোমনের-বৃত্তান্ত পুস্তক (ঐ ১১-৪২) উদাহরণ স্থলে এই গুলির নাম করা যাইতে পারে। বর্ত্তমান বাইবেলের স্বীকার-উক্তি মতেই এই পুস্তকগুলি প্রথমে ধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যে কোন কারণে হউক, কালে তাহা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

খৃষ্টানদিগের ব্যাপার আরও আশ্চর্য্যজনক। ইঁহারা বাইবেলে কিরূপ জালিয়াতি করিয়াছেন, উপক্রমণিকায় তাহার যৎসামান্য পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এখানে তাঁহাদের নূতন নিয়ম New Testament বা ইঞ্জিলের ঐতিহাসিক ভিত্তির আর একটু আভাস দিয়া রাখিতেছি।

ইঞ্জিলের ঐতিহাসিক মূল্য।

বর্ত্তমানে খৃষ্টানদিগের মধ্যে মথি, মার্ক, লুক ও যোহনের নামে প্রচারিত চারিখানি মাত্র ইঞ্জিল, প্রেরিতদিগের কার্য্য-শীর্ষক একখানা পুস্তক, বিভিন্ন মণ্ডলী বা বিশ্বাসীদিগের নিকট লিখিত ২১ খানি পত্র এবং শেষে প্রেরিত-যোহনের প্রকাশিত বাক্য, একুনে ৬ খানি পুস্তক ও ২১ খানি পত্র প্রচলিত আছে। কিন্তু ইতিহাস একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে যে, পূর্ব্বে তাঁহাদের ইঞ্জিলের সংখ্যা ছিল ৩৬ খানি এবং ১১৩ খানি পত্র প্রেরিতদিগের পত্র বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। পাঠকগণ Encyclopaedia Britanica, art, Aphocryphal literature শীর্ষক সন্দর্ভে এই সকল পুস্তকের নাম ও বিস্তৃত বিবরণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

যাহা হউক, ৩২৫ খৃষ্টাব্দে নিকিও কাউন্সিলে বর্ত্তমান সমস্ত পুস্তক-পুস্তিকা লইয়া অবিন্যস্ত ও এলোমেলোভাবে বেদীর উপর গাদা করিয়া দেওয়া হইল, এবং তাহার মধ্য হইতে যেগুলি পড়িয়া গেল সেগুলিকে মিথ্যা বলিয়া সাব্যস্ত করা হইল। এই সভায় মরা মানুষের কবর হইতে ভোট আদায় করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপুস্তক সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে যে সকল মতবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল, বর্ণিত কাউন্সিলে ভোটের আধিক্য দ্বারা তাহার ন্যায়ান্যায় নির্দ্ধারণ করা হয়। এই নব সঙ্কলনই বর্ত্তমান নূতন নিয়ম নামে পরিচিত হয়। বিখ্যাত পোপ গ্লাসিওস (৪৯২ হইতে ৪৯৬ খৃষ্টাব্দ) ইহার প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া সরকারী ছনদ দান করেন, এবং ৩২৫ বৎসর পর্য্যন্ত বাইবেলরূপে গৃহীত ২৮ খানি পুস্তক ও ৯২ খানা পত্র অপ্রামাণিক এবং মাত্র ৬ খানা পুস্তক ও ২১ খানা পত্র প্রামাণিক বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়া গেল।

দীর্ঘ ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত খৃষ্টান সমাজ এই পুস্তকগুলিকে প্রত্যক্ষ ঐশিক বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে, ইউরোপে স্বাধীন ও দার্শনিক ভাবে ইতিহাস আলোচনার সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বর্ত্তমান বাইবেল সম্বন্ধে অনুরূপ আলোচনা হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে অষ্টাস তাঁহার 'যীশুজীবনী' নামক পুস্তকখানি প্রকাশ করেন। হিগেলের ইতিহাস-দার্শনানুসারে, বাইবেলের (নূতন নিয়মের) বর্ণিত বিবরণগুলির সূক্ষ্ম আলোচনা করিয়া তিনি প্রতিপন্ন করেন যে, যীশুর জন্মবৃত্তান্ত ও তাহার নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্য সম্পাদন ইত্যাদি ইঞ্জিলের সমস্ত বিবরণ কল্পিত উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। (১) খৃষ্টান জগতে ইহা লইয়া একটা ভয়ানক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। অতঃপর ১৮৭৮ সালে ব্রোণোবায়স্, তাঁহার 'ক্রিষ্টস' নামক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া প্রতিপন্ন করেন যে, প্রচলিত ইঞ্জিলগুলি ঐতিহাসিক হিসাবে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অবিশ্বাস্য। অধিকন্তু তিনি ইহাও দাবী করেন যে, বাইবেল-বর্ণিত যীশুর অস্তিত্বই সন্দেহস্থল। তিনি প্রাচীন পুস্তকাদি অবলম্বনে ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যীশুর পার্ব্বতীয় উপদেশ প্রভৃতি যে শিক্ষাগুলিকে বাইবেলের বিশেষত্ব বলিয়া প্রকাশ করা হয়, সেগুলি গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতদিগের উক্তির অবিকল নকল ব্যতীত আর কিছুই নহে। (২) স্বনামখ্যাত পণ্ডিত ওয়েলহাসন Wellhausen তৎরচিত বাইবেলের টীকায় প্রায় এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তবে যীশু বলিয়া যে একজন লোক ছিলেন, এ বিষয়ে তিনি সন্দেহ করেন না। (৩)

(১) কিন্তু Weincle ও Widgery কর্ত্তৃক Jesus in the 19th century and after দেখুন।

(২) দুঃখের বিষয় বর্ণিত লেখকগণ বৌদ্ধ ও পারসীদিগের ধর্ম্মপুস্তকগুলির সহিত খৃষ্টানী বাইবেলখানা মিলাইয়া দেখেন নাই, অন্যথায় তাঁহারা এ সম্বন্ধে অনেক অকাট্য অভিনব তত্ত্বের সন্ধান পাইতেন।

(৩) অধুনা এই মত প্রবল হইতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের ক্যাণ্টরবেরী নগরে খৃষ্টান পণ্ডিতগণের এক সভায় স্থির করা হয় যে, ১৬১১ খৃষ্টাব্দে (প্রথম জেম্‌সের সময়) 'বাইবেলের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহার সংশোধনের আবশ্যক হইয়াছে'। কারণ জ্ঞান বিজ্ঞানের নানারূপ অভিনব আবিষ্কারের ফলে, পুরাতন বাইবেলকে লইয়া পার পাওয়া কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। যাহা হউক, সভার পক্ষ হইতে এই কার্য্যের জন্য একটী কমিটী গঠিত হয়, ২৭ জন পণ্ডিত এই কমিটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন। কমিটী পূর্ণ দশ বৎসর পরিশ্রম করার পর ১৮৮২ সালে, বাইবেলের এক নূতন সংস্করণ বাহির করেন, ইহা এখন Revised Version বলিয়া পরিচিত।

এই কমিটীর সমস্ত সদস্য, বাইবেলের যে স্থানগুলিকে, একবাক্যে জাল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদান করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব ঃ—

যীশুর প্রার্থনা।

১। মথি, ৬-১৩। ২। মার্ক, ১৬, ৯ হইতে ২০ পদ।	ইহাতে যীশুর মৃত্যুর পর পুনরায় জীবন্ত হইয়া শিষ্যগণের সহিত সাক্ষাৎ এবং সশরীরে স্বর্গারোহণের কথা বর্ণিত হইয়াছে।
৩। যোহন, ৫, ৩-৪ পদ।	স্বর্গীয় দূত কর্ত্তৃক 'বৈথেস্‌দা' পুষ্করিণীর জলকম্পন।
৪। যোহন, ৮-১১।	ব্যাভিচারিণী নারীর বিনা দণ্ডে মুক্তিলাভ।
৫। প্রেরিত ৮-৩৭।	যীশু খৃষ্ট ঈশ্বরের 'পুত্র'—এই বিশ্বাস।
৬। যোহনের ১ম পত্র, ৫—৭।	ত্রিত্ববাদ।

বাইবেল সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক আছে। কিন্তু এই পুস্তকে সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা অসম্ভব। উপরে যাহা বর্ণিত হইল, তাহা এই আলোচনার অতি সংক্ষিপ্ত আভাস মাত্র। বাইবেলের ঐতিহাসিক ভিত্তি যে কতদূর দুর্ব্বল, তাহার বর্ণিত বিবরণগুলি যে কিরূপ ভিত্তিহীন উপকথার সমষ্টি, আশা করি, এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা পাঠকগণ তাহা সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিয়াছেন।

সার উইলিয়ম মুইর ও পাদরী জে, ডি, বেট প্রমুখ খৃষ্টান লেখকগণের এ বিষয়ে এতদূর অধৈর্য্য হওয়ার প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা এছহাককে 'প্রতিজ্ঞার সন্তান' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া এবং বংশ পরম্পরাক্রমে সমাগত সেই প্রতিজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ যীশুতে বর্ত্তাইয়া, আত্মরক্ষা করিতে চাহেন। যে সকল দলিলের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহারা এই দাবী করিয়া থাকেন, তাহার ঐতিহাসিক মূল্য

সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ।

ও প্রামাণিকতা যে কতদূর, তাহা আমরা দেখাইয়াছি। এক্ষণে, বাইবেলের বর্ণনা মতেই, যীশুর পূর্ব্বপুরুষগণ, সদাপ্রভুর কথিত আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য কিরূপ ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, তাহারও একটু নমুনা দিতেছি।

'মথি লিখিত' ইঞ্জিলের প্রথম অধ্যায়ে এবং লুকের ইঞ্জিলের ৩য় অধ্যায়ের ২৩ হইতে ৩৮ পদে, যীশুর 'বংশাবলী পত্র' প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাতে জানা যায় যে, যীশুজননী মরিয়ম যোসেফ নামক এক ব্যক্তির স্ত্রী। এই যোসেফ দাউদের সন্তান, এবং দাউদ ইছহাকের পুত্র—যাকোবের সন্তান। অতএব, এবরাহিমের নিকট 'সদাপ্রভু যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পুত্র ইছহাক ও পৌত্র যাকোবের মধ্যবর্ত্তিতায় বংশ-পরম্পরাক্রমে দাউদে, দাউদ হইতে যোসেফে এবং যোসেফ হইতে যীশুতে বর্ত্তিয়াছিল। অতএব ঐ আশীর্ব্বাদ, প্রভু যীশু খৃষ্টেরই জন্ম ও শোণিতগত অধিকার।'

কিছুক্ষণের জন্য আমরা বাইবেল-বর্ণিত এই 'বংশাবলী পত্র' খানি প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছি। সঙ্গে সঙ্গে তর্কশাস্ত্রের সমস্ত বিধিব্যবস্থাকে মস্তিষ্কের এক কোণে চাপা দিয়া রাখিয়া, খৃষ্টান লেখকদিগের এই যুক্তিটীর সারবত্তাও স্বীকার করিয়া লইতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাতেও তাঁহাদের দাবীটী সপ্রমাণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। স্বীকার করিলাম—যোসেফ দাউদের সন্তান এবং ইহাও স্বীকার করিলাম যে, পিতৃশুক্রের সঙ্গে সঙ্গে সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদও বংশ-পরম্পরাক্রমে যোসেফে আসিয়া বর্ত্তিয়াছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—যীশু যোসেফের কে? যীশুজননী মরিয়ম গর্ভবতী হইলেন—হোলি-ঘোষ্ট বা পবিত্র-আত্মা হইতে; আর তাঁহার পিতা হইলেন—সদাপ্রভু স্বয়ং। মরিয়মের সহিত যোসেফের "সহবাসের পূর্ব্বে জানা গেল, তাঁহার গর্ভ হইয়াছে—পবিত্র আত্মা হইতে।" (যোহন, ১৮ ইত্যাদি)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যীশুর শরীরে যোসেফের শোণিত একবিন্দুও বিদ্যমান ছিল না। সুতরাং যথাক্রমে এবরাহিম, ইছহাক, যাকোব ও যোসেফের বংশানুক্রমিক ও জন্মগত অধিকার—সদাপ্রভুর আশীর্ব্বাদ—যীশুতে বর্ত্তায় নাই। কারণ তিনি যোসেফের সন্তানই নহেন। আশা করি এই সহজ কথাটা লইয়া অধিক আলোচনা করার আবশ্যক হইবে না।

যোসেফ ও যীশু।

যীশুর জননীর স্বামী যোসেফ, যাকোবের সন্তান। যাকোব ইছহাকের পুত্র। আর এছহাকই প্রথমে আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পুত্র যাকোবও এই আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন; এবং ঐ আশীর্ব্বাদ, ৪২ পুরুষ পরে যোসেফে বর্ত্তিয়াছিল। বেশ কথা, কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, যাকোবই ত আর এছহাকের একমাত্র পুত্র ছিলেন না। আদি পুস্তক (২৫, ২৪-২৬ পদ) পাঠে জানা যাইতেছে যে, যাকোব ও এষৌ দুই যমজ ভ্রাতা। অতএব এষৌকে বাদ দিয়া

যীশুর আশীর্ব্বাদ প্রাপ্তি।

যাকোব কিরূপে এই অধিকারটী একচেটিয়া করিয়া লইলেন, এই প্রশ্নটী বাইবেল-লেখকগণের অজ্ঞাত ছিল না। তাঁহারা অতি আশ্চর্য্যরূপে এই সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন।

বাইবেলের বর্ণনানুসারে এষৌ প্রথমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (ঐ ২৬)। আর এই হিসাবে পুত্রত্বের সমান অধিকার ব্যতীত এষৌএর একটা স্বতন্ত্র জ্যেষ্ঠাধিকারও ছিল। পিতা ইছহাক এষৌকেই অধিক ভাল বাসিতেন, কিন্তু যাকোব মাতার প্রিয়পাত্র ছিলেন (ঐ, ২৯ পদ)। পিতার স্নেহ ও জ্যেষ্ঠাধিকার থাকা সত্ত্বেও হতভাগ্য এষৌকে কিরূপে 'আশীর্ব্বাদ' হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল, পাঠকগণ, বাইবেল-রচয়িতার মুখে তাহার বিবরণ শ্রবণ করুন ঃ—

যাকোবের নৃশংসতা।

"একদা যাকোব দাইল পাক করিয়াছেন, এমন সময় এষৌ ক্লান্ত হইয়া প্রান্তর হইতে আসিয়া যাকোবকে কহিলেন, আমি ক্লান্ত হইয়াছি, বিনয় করি, ঐ রাঙ্গা রাঙ্গার দ্বারা আমার উদর পূর্ণ কর।...যাকোব কহিলেন, অদ্য তোমার জ্যেষ্ঠাধিকার আমার কাছে বিক্রয় কর। এষৌ বলিলেন, দেখ, আমি মৃতপ্রায়, জ্যেষ্ঠাধিকারে আমার কি লাভ ?" যাকোব কিন্তু নাছোড়বান্দা, বিশেষ এমন সুবর্ণসুযোগ আর পাওয়া যাইবে না। তিনি মৃতপ্রায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাতরোক্তির প্রতি একটুও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বেশ দৃঢ়তার সহিত "কহিলেন, তুমি অদ্য আমার কাছে দিব্য কর।" এইরূপে জ্যেষ্ঠাধিকার ত্যাগের দিব্য করাইয়া যাকোব এষৌর প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন (আদি পুস্তক, ২৫ অধ্যায়, ২৯—৩৪)। এইত হইল যাকোবের জ্যেষ্ঠাধিকার প্রাপ্তির স্বর্গীয় বিবরণ। এখন, মূল আশীর্ব্বাদটী কিরূপে তাঁহার হস্তগত হইল, তাহা দেখা আবশ্যক।

প্রবঞ্চনাপূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ লাভ।

বাইবেল, আদি পুস্তকে 'যাকোব ছল পূর্ব্বক পিতার আশীর্ব্বাদ লন' শীর্ষক একটী (২৭) অধ্যায় আছে। ঐ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, বৃদ্ধ বয়সে এছহাকের চক্ষু নিস্তেজ হইয়া গেলে, জীবন সম্বন্ধে তিনি হতাশ হইয়া পড়িলেন। এই সময় তিনি জ্যেষ্ঠপুত্র এষৌকে ডাকিয়া বলিলেন—"দেখ, আমি বৃদ্ধ হইয়াছি ; কোন্ দিন আমার মৃত্যু হয় জানি না। এখন বিনয় করি,...আমার জন্য মৃগ শিকার করিয়া আন। আর আমি যেরূপ ভালবাসি, তদ্রূপ সুস্বাদু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আমার নিকটে আন, আমি ভোজন করিব ; যেন মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার প্রাণ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করে।" মাতা রিবিকা এই কথা জানিতে পারিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। হইবারই কথা, তাঁহার প্রিয়পুত্র যাকোব আশীর্ব্বাদ হইতে বঞ্চিত হইয়া যাইতেছেন, ইহা একটা সামান্য কথা নহে। কাজেই তিনি যাকোবকে সমস্ত কথা বলিয়া পাল হইতে শীঘ্র একটা ছাগ-বৎস আনিয়া দিতে বলিলেন। মাতৃ-আজ্ঞা ত্বরায় পালিত হইল এবং রিবিকা স্বামীর পছন্দমত খুব উত্তমরূপে তাহা রাঁধিয়া দিলেন ; এবং পিতার নিকট এষৌ

বলিয়া পরিচয় দিয়া, তাঁহাকে তাহা খাওয়াইয়া আশীর্ব্বাদটা পূর্ব্ব হইতে অধিকার করিয়া লইতে আদেশ করিলেন। মাতা-পুত্রের ত্বরিত চেষ্টার ফলে, সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়া গেল। কিন্তু যাকোবের মনে তখন একটা খটকা উপস্থিত হইল। তাঁহার ভ্রাতা এষৌর সর্ব্বাঙ্গে অনেক লোম ছিল, আর তিনি নির্লোম, "কি জানি, পিতা আমাকে স্পর্শ করিবেন, আর আমি তাঁহার দৃষ্টিতে প্রবঞ্চক বলিয়া গণ্য হইব; তাহা হইলে আমি আমার প্রতি আশীর্ব্বাদ না বর্ত্তাইয়া অভিশাপ বর্ত্তাইব।" কিন্তু মাতা রিবিকার বুদ্ধির অভাব ছিল না। তিনি এষৌর ভাল ভাল বস্ত্রগুলি দিয়া যাকোবকে সাজাইয়া দিলেন। আর শরীরের যেস্থানগুলি ইছহাক স্পর্শ করিতে পারেন, সে সকল স্থানে ছাগলছানার চামড়া বাঁধিয়া দিলেন। এইরূপে আটঘাট বাঁধিয়া যাকোব ছাগমাংস লইয়া পিতৃ-সমীপে উপস্থিত হইয়া নিজকে এষৌ বলিয়া পরিচিত করেন, এবং তিনি যে পিতার উপদেশ মতে প্রান্তর হইতে মৃগ শিকার করিয়া পিতার আহারের জন্য তাহা রন্ধন করিয়া আনিয়াছেন, বেশ সপ্রতিভভাবে তাহা ব্যক্ত করিলেন। তখন ইছহাক আপন পুত্রকে কহিলেন, "বৎস, কেমন করিয়া এত শীঘ্র উহাকে পাইলে?" যাকোব পূর্ব্ববৎ সপ্রতিভভাবে উত্তর করিলেন,—"আপনার ঈশ্বর সদাপ্রভু আমার সম্মুখে শুভফল উপস্থিত করিলেন।" কিন্তু ইহাতেও বৃদ্ধের সন্দেহ অপনোদিত হইল না। বাস্তবিক এষৌ কিনা তাহা স্পর্শ করিয়া বুঝিবার জন্য তিনি যাকোবকে নিকটে আসিতে বলিলেন। তাহার পর তিনি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলেন, **স্বর ত যাকোবের স্বর, কিন্তু হস্ত এষৌর হস্ত।** বাস্তবিক তিনি তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না।" তাহার পর ঐ এষৌরূপী যাকোব কর্ত্তৃক পালরূপ প্রান্তর হইতে আনিত ছাগরূপ মৃগমাংস ভক্ষণ করিয়া তিনি তৃপ্ত হইলেন, এবং পুত্রকে আশীর্ব্বাদরূপ পদার্থটী প্রদান করিলেন।

যাকোব আশীর্ব্বাদ লইয়া যাইতে না যাইতেই এষৌ মৃগয়া হইতে বাটী ফিরিলেন। তিনি মৃগমাংস রন্ধন করিয়া পিতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইলে, সমস্ত রহস্য ভেদ হইল। "এই কথা শুনিবা মাত্র এষৌ সাতিশয় ব্যাকুলচিত্তে মহা চীৎকার করিতে লাগিলেন।" এবং 'তাঁহাকেও আশীর্ব্বাদ করার জন্য অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতা তাঁহার জন্য কিছুই আশীর্ব্বাদ রাখেন নাই।' এষৌর অনুতাপের আর সীমা রহিল না, তিনি গুণধর ভ্রাতা সম্বন্ধে বলিতে লাগিলেন—"তাঁহার নাম কি যাকোব (বঞ্চক) নয়? বাস্তবিক সে দুইবার আমাকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে, আমার জ্যেষ্ঠাধিকার হরণ করিয়াছিল, এবং দেখুন, আমার আশীর্ব্বাদও হরণ করিয়াছে।

যীশুর মাতার স্বামী যোসেফের আদি পুরুষ কি মহৎ উপায়ে কিরূপ মূল্যবান "আশীর্ব্বাদ" লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই হইতেছে তাহার স্বর্গীয় বিবরণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এছমাইল ও এছহাক।

বাইবেলের প্রামাণিকতা, যীশুর সহিত দাউদ বংশের সম্বন্ধ, এবং দাউদের পূর্ব্বপুরুষ যাকোবের আশীর্ব্বাদ লাভের মূল্য সম্বন্ধে, প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যে সকল কথার আলোচনা করা হইয়াছে, কিছুক্ষণের জন্য সেগুলিকে বিস্মৃত হইয়া, আমরা এখন দেখিবার চেষ্টা করিব যে, বাইবেল হইতে এই বিষয়টী কতদূর সপ্রমাণ হইতেছে।

হজরত এবরাহিম তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে কাহাকে কোরবানী করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, ইহার বিচার করার জন্য, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার পুত্র বলিদানের স্থান নির্ণয় করা আবশ্যক। খৃষ্টান ভ্রাতাদিগের দাবী অনুসারে, যদি যেরূশেলম কোরবানীস্থল বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, এছহাককেই কোরবানী করার আদেশ হইয়াছিল। আর যদি এই দাবী প্রমাণিত না হয়, অথবা পক্ষান্তরে আরবদিগের দাবী ও বর্ণনা দৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর স্থাপিত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, হজরত এছমাইলই কোরবানীর জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

এই স্থান-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে বাইবেল বলিতেছে যে, পুত্র বলিদানের জন্য এবরাহিমের প্রতি 'মোরিয়া দেশে' যাইবার আদেশ হইয়াছিল, এবং তিনি দুইদিন পথ পর্য্যটনের পর, ৩য় দিন দূর হইতে সেই স্থানটী দেখিতে পাইলেন। (১)

কোরবানীর স্থান নির্ণয়।

এখানে প্রথম তর্ক এই মোরিয়া দেশ লইয়া। মোরিয়া কোথায়, এ প্রশ্নের সদুত্তর আজ পর্য্যন্ত কেহ দিতে পারিলেন না। বহু অনুসন্ধান ও গবেষণার পর ইউরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, তথাকথিত মোরিয়া প্রদেশের বাস্তবিক কখনও কোন অস্তিত্ব ছিল কি না, তাহাই সন্দেহ স্থল। তাঁহারা স্পষ্টতঃ বলিতেছেন যে, Great Obscurity hangs about this name......That the Editor of J. E. who gave Gen, 22,1—19 its present form, meant to attach the interrupted sacrifice to the temple mountain is highly probable ; but he suggests rather than states this, and the fact that he does not make Abraham call

(১) আদি পুস্তক ২২, ১—৬ পদ।

the sacred spot 'the Moriah' bnt (if the text is right) 'yahwe yiri' ought to have opened the eyes of the Critics (১) ইহার সার মর্ম্ম এই যে, মোরিয়ার ভৌগলিক তথ্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। বাইবেলের বর্ত্তমান J. E. মুসাবিদার সম্পাদক যে, যেরূশলমের মন্দির-পর্ব্বতের সহিত প্রস্তাবিত কোরবানীর ঘটনাটা জুড়িয়া দিয়াছেন, ইহা খুবই সম্ভবপর। তবে, (যেরূশেলমের পর্ব্বত যে কোরবানী স্থল) বাইবেলের বর্ণিত সম্পাদক এই মত প্রকাশ করিতেছেন না, বরং ইহা তাঁহার একটা Suggession মাত্র। সমালোচকদের ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, এই মুসাবিদার সম্পাদক, ঐ পর্ব্বতের নাম যে মোরিয়া, এবরাহিমের প্রমুখাৎ তিনি তাহা বলাইতেছেন না। বরং—যদি মুসাবিদা সত্য হয়—তিনি ঐ স্থানটাকে 'য়্যাহোউই য়'রি' বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন।

বিখ্যাত খৃষ্টান লেখক ওয়েলহাওসেন Wellhausen স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন যে, ইহা বাইবেল সম্পাদকের ইচ্ছাকৃত জালমাত্র। তিনি হিব্রু ح "কে" ঃ বর্ণে পরিণত করিয়া ح م ري م কে ঃ م ري ঃ তে পরিণত করিয়াছেন, এবং এইরূপে the Homorites হইতে the Moriah নাম গড়িয়া লওয়া হইয়াছে। অন্যান্য লেখকগণ অন্য কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই নামটী যে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়, অথবা যেরূশেলমের মহত্ত্ব প্রতিপাদিত করার জন্য ইচ্ছা করিয়াই যে এক শব্দের স্থানে অন্য শব্দ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, মোটের উপর এ বিষয়ে সকলে এক মত। বিস্তৃত আলোচনার জন্য Enc. Biblica "মোরিয়াহ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

হজরত এবরাহিম পুত্রকে কোরবানী করার মানসে, বিরশেবা হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, এবং তৃতীয় দিবসে দূর হইতে কোরবানী স্থল দেখিতে পাইয়াছিলেন। আমাদের প্রতিপক্ষ বলিতেছেন—যেরূশেলমই কোরবানী স্থল। কিন্তু তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত যে একেবারেই অসমীচীন, মানচিত্র দেখিলে তাহা সহজেই জানা যাইবে। পক্ষান্তরে বাইবেলের সামরতীয় অনুলিপিতে "মোরিয়ার" স্থলে 'মোরা' লিখিত হইয়াছে। তাহা হইলে ঐ কোরবানীস্থল যেরূশেলম হইতে ন্যূনাধিক আরও ত্রিশ মাইল উত্তরে শেচিম পর্য্যন্ত সরিয়া যায়। বাইবেল সাইক্লোপিডিয়ার লেখক বলিতেছেন—সামরতীয়গণ দাবী করে যে, তাহাদের দেশে শেচিমের নিকটবর্ত্তী মোরাঃ পর্ব্বতে হজরত এবরাহিমের এই বলি-যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়াছিল। তাহাদের বাইবেলে Moriah স্থলে Moreh লিখিত আছে। তবে সাধারণ বিশ্বাস এই যে, যেরূশেলমের যে পর্ব্বতে এখন ওমরের মছজিদ নির্ম্মিত হইয়াছে, সেই পর্ব্বতই মোরিয়া ও কোরবানী স্থল। ইহা লিখিয়াই লেখক বলিতেছেন :—This supposition is attended with some difficulties. অর্থাৎ এই অনুমান সম্বন্ধে যে সকল সমস্যা উপস্থিত হয়, তাহার সমাধান করিতে কতকটা

(১) Ency. Biblica, Art Moriah, ৩য় খণ্ড ৩২০০ পৃষ্ঠা।

বেগ পাইতে হয়। কিন্তু সামরতীয়দিগের বাইবেল ও তাহাদের দাবী সম্বন্ধে লেখক বলিতেছেন ঃ—

This......supposition is entitled to some consideration......The distance from Beersheba is rather in favour of Samaritan version, it being a good three days Journey between that place and Moreh, while the distance between Beersheba and Jerusalem is too short, unless some delelaying circumstance occured on the road.

অর্থাৎ, এই অনুমানটা কতকটা বিবেচনার যোগ্য বটে। বিরশেবা ও মোরার মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা সামরতীয় অনুলিপিরই অনুকূলে যাইতেছে। কারণ ঐ দুই স্থানের মধ্যে তিন দিনের পথ। কিন্তু বিরশেবা ও যেরূশেলমের মধ্যে খুব কমই ব্যবধান। যদি পথে বিলম্ব করার কোন কারণ না হইয়া থাকে, তবে ঐটুকু পথ যাইতে তিন দিন লাগিতেই পারে না। (বাইবেলে বিলম্বের কোন কারণই বর্ণিত হয় নাই)। (১)

প্রথমোক্ত ইনসাইক্লোপিডিয়ার লেখক স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, মোরিয়া শব্দটা is certainly the corruption of a proper name যে কোন স্থান বিশেষের নামের পরিবর্ত্তিত আকার, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। (২)

ফলতঃ হজরত এবরাহিম যে, কোথায় নিজ পুত্রকে কোরবানী করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, খৃষ্টানেরা তাহা বলিতে পারিতেছেন না। পক্ষান্তরে বাইবেলে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, 'আবরাহাম সেই স্থানের নাম 'যিহোবা-চিরি' (সদাপ্রভু যোগাইবেন) রাখিলেন।' (৩) কিন্তু যাত্রা পুস্তকে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের ৩য় পদে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে, যিহোবা নাম আবরাহাম ইছহাক ও যাকোবের নিকট অজ্ঞাত ছিল। সুতরাং যে বিবরণে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত এবরাহিম মোরিয়া পর্ব্বতে পুত্র কোরবানী করিতে সঙ্কল্প করেন, অবশেষে মেষ বলি দিয়া 'যিহোবা-চিরি' বলিয়া সেস্থানের নাম রাখেন, সেই বিবরণটা বাইবেল অনুসারেই মিথ্যা ও কল্পিত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে। ইউরোপের বহু খৃষ্টান লেখক, নানাবিধ সূক্ষ্ম-সমালোচনা ও বিভিন্ন প্রকারের যুক্তি প্রদর্শন করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, যেরূশলমের মন্দিরের গৌরব বর্দ্ধনের জন্য, এবরাহিমের পুত্র-বলিদানের ইতিবৃত্তকে যেরূশেলমের নামের সহিত সংসৃষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। বিস্তৃত আলোচনার জন্য পাঠকগণ Ency. Biblica গ্রন্থের বর্ণিত সন্দর্ভগুলি, ও Isaac শীর্ষক প্রবন্ধের (২য় খণ্ড ২১৭৪-৭৯ পৃষ্ঠা) দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটী দর্শন করিবেন। আমরা নিম্নে তাহা হইতে দুই একটী ছত্র উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

---

(১) Bible Cyclopædia, ২য় খণ্ড, ২৪০ পৃষ্ঠা।
(২) Moreh শীর্ষক প্রবন্ধ। (৩) আদি ২২—১৪।

The most remarkable of the editorial changes concerns thc locality of the sacrifice. It is obvious that such a sentence as 'Go in to the land of Moreiah......on one of the mountains which I will tell thee of,' is no longer in its original form, and most critics have thought that 'the Moriah' was inserted (together with the divine name Yahwe-in vv 11-14) by the Editor of J. E. This writer was probably a Judahite, and it is supposed that he wished to do honour to the temple of Jerusalem by localising on the hill where it was built one of the greatest events in the life of Abraham.

অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে সম্পাদকগণ কর্ত্তৃক বাইবেলে যে সকল রদ-বদল করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে বলিদানের স্থান নির্ণয় সংক্রান্ত পরিবর্ত্তনটী বিশেষরূপে আলোচ্য। ইহা সুস্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, 'মোরিয়া দেশে যাও এবং তথাকার যে এক পর্ব্বতের কথা আমি তোমাকে বলিব' এতাদৃশ পদ এখন আর পূর্ব্বের আকারে নাই। এবং প্রায় সকল সমালোচকই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে বর্ত্তমান বাইবেলের (জে-ই অনুলিপির) সম্পাদকই মোরিয়া শব্দ (এবং সঙ্গে সঙ্গে ১১-১৪ পদের যিহোভা-শব্দ) যোগ করিয়া দিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই লেখক এহুদী ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং ইহা মনে করা হইয়াছে যে, যেরূশেলমের মন্দিরটী যে পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত হইয়াছিল, আবরাহামের জীবনের এই মহত্তম ঘটনাকে তাহার সহিত সংসৃষ্ট করিয়া, তিনি ঐ মন্দিরের সম্মান বর্দ্ধনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

বাইবেল পাঠে স্পষ্টরূপে জানা যায় যে, কোরবানী ও নজর ইত্যাদি প্রথমজাত পুরুষ সন্তানের দ্বারা সমাধা হওয়াই তথনকার কঠোর নিয়ম ছিল। উত্তরাধিকারে ও সামাজিক সম্মানে জ্যেষ্ঠ পুত্রের যে কিরূপ দাবী, তাহা বাইবেলের বিভিন্ন স্থান পাঠ করিলে জানা যায়। এমন কি অপ্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত জ্যেষ্ঠপুত্র যে প্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া নিজের পুত্রত্বের এক অংশ ও জ্যেষ্ঠাধিকার-জনিত এক অংশ, একুনে পিতার যথাসর্ব্বস্বের দুই অংশ, এবং কনিষ্ঠ মাত্র একাংশ প্রাপ্ত হইবে, ইহাও বাইবেল লেখক স্পষ্টাক্ষরে ব্যবস্থা দিয়াছেন। (১)

জ্যেষ্ঠপুত্রের অধিকার।

গণনা পুস্তকের ৮ম অধ্যায়ের ১৭শ পদে এই ঐশিক আদেশ স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে :—"কেননা মনুষ্য হউক কিম্বা পশু হউক, ইস্রায়েল-সন্তানগণের সমস্ত প্রথমজাত

(১) ২য় বিবরণ, ২১ অ: ১৫—১৭।

আমার।" অতএব, আমরা দেখিতেছি যে, সদাপ্রভুর নামে উৎসর্গ করার জন্য, এবরাহিমের পুত্রগণের মধ্যে যিনি প্রথমজাত, তিনি ব্যতীত অন্য কাহাকেও নির্ব্বাচিত করা যাইতে পারে না; ইহাই শাস্ত্রের কঠোর ব্যবস্থা। পক্ষান্তরে আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, হজরত এবরাহিম নিজের যে **"অদ্বিতীয় পুত্র"কে** ভাল বাসিতেন, তাঁহাকেই কোরবানী করার আদেশ হইয়াছিল। (১)

হজরত এছ্‌মাইল, হজরত এবরাহিমের সন্তানগণের মধ্যে প্রথমজাত পুত্র। "আব্রাহামের ছিয়াশী বৎসর বয়সে হাগার আব্রাহামের নিমিত্তে ইস্মায়েলকে প্রসব করিল।" (আদি ১৫ অঃ ১৬ পদ) "আব্রাহামের এক শত বৎসর বয়সে তাঁহার পুত্র ইস্‌হাকের জন্ম হয়।" (ঐ ২১, ৬ পদ) সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে হজরত এছ্‌মাইল হজরত এছ্‌হাকের ১৪ বৎসরের বড় ছিলেন। অতএব এছ্‌মাইলই প্রথমজাত পুত্র, এবং আচার, শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা ও ঐশিক আদেশ মতে একমাত্র প্রথমজাত পুত্রই—সুতরাং এছ্‌মাইলই—কোরবানীর যোগ্যপাত্র ছিলেন।

এছহাককে কোরবানী করার আদেশ হইলে, "অদ্বিতীয় পুত্র" এই বিশেষণের প্রয়োগ একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়। কারণ জ্যেষ্ঠ হজরত এছ্‌মাইল তখন জীবিত ছিলেন। অতএব এ হিসাবেও আমরা দেখিতেছি যে, হজরত এছহাককে কোন মতেই কোরবানীর আদেশের লক্ষীভূত বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে না। পুরাতন নিয়মের লেখক ও সম্পাদকগণ এবং স্বার্থপর যাজক ও রব্বিবর্গ যেরূপ সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে, বাইবেলের আরও শত সহস্র স্থানে জাল করিয়া নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন—এক্ষেত্রেও সেই প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, এছহাক ও তাঁহার বংশধরদিগকে বাড়াইবার ও যেরূশালেমকে কোরবানীস্থল বলিয়া প্রতিপন্ন করার জন্য, তাঁহারা এখানেও এছহাকের নাম জাল করিয়াছেন। জাল করিতে করিতে তাঁহাদের এমনই দশা হইয়াছে যে, আজ কোরবানীস্থলের প্রকৃত নাম বাইবেল হইতে উদ্ধার করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হজরত এছহাকের কোরবানী সম্বন্ধে খৃষ্টানদিগের সিদ্ধান্ত যে কতদূর অপ্রামাণিক অসঙ্গত অসমীচীন এবং স্বয়ং বাইবেলের স্পষ্ট শিক্ষার বিপরীত, উপরে সংক্ষেপে তাহার যতটুকু আলোচনা করা হইল, আশা করি, এই পুস্তকের জন্য তাহাই যথেষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে।

সার উইলিয়ম মুয়র ও পাদরী জে, ডি, বেট প্রমুখ খৃষ্টান লেখকগণ, এই প্রসঙ্গে কোরআন ও হাদিছের নাম করিয়া নিজেদের যে অসাধারণ অজ্ঞতা, গোঁড়ামী ও বিদ্বেষের পরিচয় দিয়াছেন, এই পুস্তকে তাহার বিস্তারিত আলোচনা হওয়া অসম্ভব। তবে মুয়র সাহেবের বাজে কথা

(১) আদি পুস্তক ২২ অঃ ২ ও ১২।

ও আদর্শ পাদরী বেট সাহেবের বর্ব্বরোচিত (১) গালাগালিগুলি বাদ দিয়া, তাঁহাদের আসল যুক্তি তর্কগুলি সম্বন্ধে আগামী পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব।

(১) আমাদের অনেক পাঠক বোধ হয় এই বিশেষণটী পাঠ করিয়া দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া নহে, বরং প্রকৃত অবস্থার অভিব্যক্তি করার জন্য, আমরা সাধ্যপক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা মোলায়েম বিশেষণের প্রয়োগ করিয়াছি। পাদরী সাহেবের ভূমিকার প্রথম ছত্র হইতেছে :— "The reason for writing this book needs to be stated.—It might well be asked in reference to it —What is the use of crushing dead flies? প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এইরূপ দুর্ম্মুখভাবে তিনি আপন খৃষ্টান জীবনের প্রকৃত আদর্শ প্রকাশ করিয়াছেন। পুস্তক উন্মোচন করিতেই (অনিচ্ছা সত্ত্বেও) যে স্থানটি বাহির হইল, নমুনা স্বরূপ তাহাও এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :— "When the Koran and Mecca shall have disappeared from Arabia, then, and then only, can we expect to see the Arab—." The Claims of Ishmael, ২৪১ পৃষ্ঠা।

জামরা বা শয়তান মারার স্থান

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এছ্‌মাইলের কোরবানী সম্বন্ধে কোর্‌আনের উক্তি।

খৃষ্টান লেখকগণের প্রধান দাবী এই যে, হজরত এছ্‌মাইলকে যে কোরবানী করার সঙ্কল্প করা হইয়াছিল, কোরআনে তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইহার উত্তরে অধিক সময় নষ্ট না করিয়া আমরা নিম্নে কোরআনের কয়েকটী আয়াত উদ্ধৃত ও অনুদিত করিয়া দিতেছি :-

قال رب هب لي من الصلحين - فبشرناه بغلم حليم * فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني اري في المنام اني اذبحك فانظر ماذا تري ط قال يا ابت افعل ما تومر ط ستجدني ان شاء الله من الصابرين * فلما اسلما و تله للجبين * و ناديناه ان يا ابراهيم - قد صدقت الرؤياء انا كذلك نجزي المحسنين * ان هذا لهو البلاء المبين * و فديناه بذبح عظيم * و تركنا عليه في الاخرين * سلم على ابراهيم * كذلك نجزي المحسنين * انه من عبادنا المؤمنين * و بشرناه باسحق نبيا من الصلحين * و بركنا عليه و على اسحق ط و من ذريتهما محسن و ظالم لنفسه مبين *

(والصفت - ٣ ركوع)

এবরাহিম (প্রার্থনা করিয়া) কহিল ; 'হে আমার প্রভু ! একটী সৎ (সন্তান) দান কর !' ইহাতে আমরা তাহাকে এক ধৈর্য্যশালী বালকের সুসংবাদ দান করিলাম। অতঃপর সেই বালকটী যখন এবরাহিমের সহিত চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল (অর্থাৎ যুবা বয়সে পদার্পণ করিল), তখন এবরাহিম তাহাকে বলিল, 'হে আমার প্রিয় পুত্র ! আমি স্বপ্নে দেখিতেছি যে (যেন) আমি তোমাকে 'জবাহ' করিতেছি ; অতএব তুমিও ভাবিয়া দেখ এ সম্বন্ধে তোমার কি মত ?' সে কহিল, 'হে আমার পিতা ! আপনি যাহা আদিষ্ট হইয়াছেন (তাহা) করিয়া ফেলুন, আল্লার ইচ্ছা হইলে, আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীলই পাইবেন'। অতঃপর যখন উভয় (পিতাপুত্র) আত্মসমর্পণ করিল এবং পিতা পুত্রকে অধঃমুখে পাতিত করিল, তখন আমরা তাহাকে আহ্বান করিলাম,—'হে এবরাহিম ! তুমি স্বীয় স্বপ্ন সত্য করিয়া দেখাইলে, এইরূপেই

আমরা সৎকর্ম্মশীল ব্যক্তিগণকে পুরস্কৃত করিয়া থাকি। আর আমরা এক মহান্ কোরবানীকে তাহার (ঐ পুত্রের) স্থলাভিষিক্ত করিলাম, এবং সেই (মহান্ কোরবানীতে) পরবর্ত্তী লোক-দিগের মধ্যে তাহার (স্মৃতি চির-জাগরুক করিয়া) ছাড়িলাম। এবরাহিমের প্রতি ছালাম।—এইরূপেই আমরা সৎকর্ম্মশীল লোকদিগকে পুরস্কার দিয়া থাকি। এবং আমরা তাহাকে এছহাকের (জন্মের) সুসংবাদ দিলাম, যে নবী হইবে সৎলোকদিগের মধ্য হইতে। এবং আমরা তাহাকে (কোরবানীর জন্য উপস্থাপিত প্রথম পুত্রকে) ও এছহাককে বরকৎ (আশীষ) দান করিলাম ;—কিন্তু তাহাদের উভয়ের বংশধরগণের মধ্যে কেহ কেহ সৎকর্ম্মশীল, আবার কেহ কেহ নিজের আত্মার প্রতি স্পষ্ট অত্যাচার পরায়ণ।

(ছাফফাৎ ৩য় রূকু)।

এই আয়তে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, হজরত এবরাহিমের এই পরীক্ষার পর তাহার পুরস্কার স্বরূপে ২য় পুত্র এছহাকের সুসংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, সুতরাং কোরবানীর সময় যে হজরত এছহাকের জন্ম হয় নাই, তাহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হইল।

হজরত এবরাহিম স্বজনগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হওয়ার পর, পুত্র লাভের জন্য আল্লার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, এবং সেই প্রার্থনা মতেই যে সন্তান লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাকেই বলি দিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। ইহা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, প্রার্থনার সময় তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। হজরত এছমাইলই যে, সেই প্রার্থনার ফলস্বরূপ জন্মগ্রহণ করেন, তাহা তাঁহার নাম হইতেই জানা যাইতেছে। আরবীর ন্যায় হিব্রু ভাষাতেও سمع শব্দের অর্থ 'শুনিলেন', এবং 'ঈল' ایل শব্দের অর্থ আল্লাহ। অর্থাৎ আল্লাহ এবরাহিমের প্রার্থনা শুনিলেন। আরবী তৌরাতে লিখিত আছে ঃ—

و ستلدين ابنا و تدعين اسمه اسماعيل لان الرب قد سمع تعبدك *

"তাহার নাম ইশ্মায়েল—ঈশ্বর শুনেন—রাখিবে।" আদি পুস্তক ১৫—১১।

কোরআনের টীকাকারগণ এহুদী ও খৃষ্টানদিগের পুস্তক পুস্তিকা ও বাচনিক কিংবদন্তি-গুলিকে কিরূপ নির্ম্মমভাবে, কোরআনের তফছিরে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন, উপক্রমণিকায় আমরা তাহার আভাস দিয়াছি। আলোচ্য প্রসঙ্গেও একদল লোক, এহুদী ও খৃষ্টানদিগের অন্ধানুকরণের ফলে বলিয়াছেন যে, কোরবানীর জন্য হজরত এছমাইলকে নহে বরং হজরত এছহাককে উপস্থাপিত করা হইয়াছিল। (১) তফছিরকারগণের এই শ্রেণীর কথার যে কোনই মূল্য নাই, তাহাও আমরা পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি।

তফছিরকারগণের ভ্রম।

(১) দেখ—জাদুল-মাআদ, ১ম খণ্ড, ১৫—১৭ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উপর্য্যুক্ত আয়তে, এই প্রসঙ্গে, দুইটী বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করার আছে। এই আয়তে বলা হইয়াছে যে, এক মহিমান্বিত কোরবানীকে, বলিদানার্থ-উৎসর্গিত পুত্রের স্থলাভিষিক্ত করা হইয়াছিল। আমাদের তফছিরকারগণ সাধারণভাবে বলিয়া থাকেন যে, হজরত এবরাহিম চোখ খুলিয়া একটী মেষ বা ছাগ দেখিতে পাইলেন এবং তাহাকে বলিদান করিলেন। ইহাও এহুদী ও খৃষ্টানদিগের অন্ধ অনুকরণ মাত্র। বাইবেলে লিখিত আছে:—"তখন আব্রাহাম চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন, আর দেখ, তাঁহার পশ্চাদ্দিকে একটী মেষ, তাহার শৃঙ্গ ঝোপে বদ্ধ; পরে আব্রাহাম গিয়া সেই মেষটীকে লইয়া আপন পুত্রের পরিবর্ত্তে হোমার্থ বলিদান করিলেন"। (১)

এই প্রসঙ্গে কাহারও অনুকরণ করার বা প্রকারান্তরে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বে, বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, 'আজিম' শব্দ এখানে কোরবানীর বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে; উহার অনুবাদ, 'মহিমা সম্পন্ন।' কোরআনে বহুস্থলে এই আজিম শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। অত্যন্ত বৃহৎ, মহৎ শ্রেষ্ঠ ও মহিমা সম্পন্ন—স্থান বিশেষে ইহার এতাদৃশ অর্থই করা হইয়া থাকে। 'মহিমাময়' এই জন্য আল্লার এক নাম 'আজিম'। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন, বাইবেলের বা আমাদের কতিপয় তফছিরকারগণের বর্ণিত ঐ মেষ বা ছাগ, এই আজিম শব্দের বিশেষ্যরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে কি না? পরবর্ত্তী যুগে হজরত এবরাহিমের এই মহাকীর্ত্তির স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে কোরআনে যে ওয়াদার উল্লেখ হইয়াছে, তাহাও যুগপৎ ভাবে এই সঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

হজরত এবরাহিমের পবিত্র স্মৃতি, তাঁহার সেই মহাপরীক্ষার প্রথম দিবস হইতে, আজ পর্য্যন্ত মুছলমানগণ কর্ত্তৃক কি ভাবে রক্ষা হইয়া আসিতেছে, বোধ হয় তাহা বলিয়া দিবার আবশ্যক নাই। এই হজ্ হজরত এবরামের অনুষ্ঠান ও তাহার প্রত্যেক স্তরে তাঁহার পবিত্র স্মৃতি উজ্জ্বল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে (২)। হজরত এবরাহিমের পুত্র বলিদানের পরিবর্ত্তে, যে মহান কোরবানীকে তাহার স্থলাভিষিক্ত করার কথা কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ঈদুল-আজহা' বা বকর-ঈদের কোরবানী ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই জন্যই ত হজরত ঈদুল-আজহার কোরবানী করার সময়, على ملة ابراهيم (এবরাহিমের পদ্ধতি মতে) এই অংশটুকুও দোওয়ার সামিল যোগ করিয়া দিতেন। (৩) হজরত স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, এই কোরবানী سنة ابيكم ابراهيم তোমাদের পিতা এবরাহিমের প্রতিষ্ঠিত অনুষ্ঠান। (৪)

---

(১) আদি, ২২, ১৩ পদ।
(২) কোরআন, ছুরা হজ্জ, ৩য় রূকু দেখ।
(৩) আহমদ, এবনে-মাজাঃ, দারমী, আবুদাউদ, জাবের হইতে; মেশকাত, বাবুল-উজ্‌হিয়া।
(৪) আহমদ, এবনে-মাজাঃ ঐ।

খৃষ্টান লেখকগণের দ্বিতীয় দাবী এই যে, হজরত কখনই নিজকে এছমাইল বংশের বলিয়া প্রকাশ করেন নাই। انا ابن الذبيحين 'আমি দুইজন বলিরূপে উৎসর্গিত ব্যক্তির পুত্র' (১) এই হাদিছের সন্ধান পাইয়া পাদরী বেট আমতা আমতা করিয়া বলিতেছেন, নরবলির প্রথা আরবে প্রচলিত ছিল না, থাকিলেও ক্বচিৎ কেহ তাহার আয়োজন করিয়াছে। অর্থাৎ একই নিশ্বাসে তিনি উহা স্বীকার ও অস্বীকার করিয়াছেন। নরবলি দানের প্রথা যে আরবে প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। হজরতের পিতামহ তাঁহার পুত্র বা হজরতের পিতা আবদুল্লাহ্‌কে বলি দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গেই হজরত বলেন যে, আমি বলিরূপে সঙ্কল্পিত দুই ব্যক্তির সন্তান। এখানে দুই ব্যক্তির অর্থে হজরত এছমাইল ও আবদুল্লাহ্‌কে বুঝাইতেছে। মাআবিয়া বলিতেছেন—আমরা হজরতের নিকটে বসিয়াছিলাম, এমন সময় একজন দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট বিদেশী আরবী আসিয়া হজরতকে يا ابن الذبيحين "হে যুগল কোরবানের পুত্র" বলিয়া সম্বোধন করিল। হাকেম তাঁহার মোস্তাদ্‌রাক গ্রন্থে এই হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। হজরত এবরাহিম, পুত্র এছমাইলের পরিবর্তে যে মেষ বলিদান করিয়াছিলেন, তাহার শিং হজরতের সময় পর্য্যন্ত ঐ ঘটনার পুণ্য স্মৃতি স্বরূপ কাবায় সযত্নে রক্ষিত হইয়াছিল। (২) এছলাম এই নরবলির প্রথা রহিত করার চেষ্টা করে বটে, কিন্তু হজরতের পরবর্ত্তী যুগেও যে মধ্যে মধ্যে নরবলি দানের সঙ্কল্প করা হইয়াছিল, হাদিছ গ্রন্থেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। (৩) অভিজ্ঞ পাশ্চাত্য লেখকগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, The Arabs ...... took by preference a human victim (৪) অর্থাৎ আরবগণ নরবলিদানকে প্রকৃষ্টতর বলিয়া মনে করিত।

দ্বিতীয় সংশয়।

অতএব আমরা দেখিলাম যে, হজরত এছমাইলই যে, কোরবানীর জন্য উপস্থাপিত হইয়াছিলেন, হজরত তাহা প্রকাশ ও স্বীকার করিয়াছেন।

আধুনিক খৃষ্টান লেখকগণের প্রধান দাবী এই যে, হজরত এবরাহিম বা এছমাইল আরব দেশে আগমন ও অবস্থান কিম্বা কা'বা-গৃহের নির্ম্মাণ করেন নাই। এ সম্বন্ধে দুই প্রকারের প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়া থাকে। একদল খৃষ্টান লেখক বাইবেলের বচন উদ্ধৃত করিয়া মুছলমানদিগের এই সিদ্ধান্তের অসমীচীনতা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়া থাকেন। আর এক শ্রেণীর লোক, ইতিহাস-দর্শনের নামে যুক্তি খাটাইয়া নিজেদের

খৃষ্টানের প্রধান দাবী।

(১) এবনে-জওজীর ন্যায় কঠোর সমালোচকও এই হাদিছকে ছহি বলিয়াছেন।

(২) মোস্তাদ্‌রক, ২—৫৫৪ পৃষ্ঠা। ছয়ূতী কৃত খাছাএছ ১—৪৫; তাফছির কাবির ও এবনে-জরির—ছাফ্‌ফাত ৩য় রুকু দেখুন।

(৩) হাফেজ এবনে-আছির কৃত তাইছিরুল্‌ওছুল—নজর—২য় খণ্ড, ৩৪৪ পৃষ্ঠা দেখুন।

(৪) Ency. Biblica, Art, Sacrifice, ৪র্থ খণ্ড, ৪১৮৮ পৃষ্ঠা দেখুন।

অভিমত সপ্রমাণ করার প্রয়াস পান। ইহার উত্তরে সংক্ষেপে আমাদের বক্তব্য এই যে, যুক্তি এবং ধর্ম্মের হিসাবে, মুছলমানগণ বাইবেলকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ও অপ্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। অতএব তাহার প্রামাণিকতা সাব্যস্ত করার পূর্ব্বে বাইবেলকে তাহাদিগের নিকট 'দলিল'রূপে উপস্থাপিত করা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, আরবদেশে আবহমান কাল যে সকল কিংবদন্তি অনুষ্ঠান ও প্রথা পদ্ধতি এবং সংস্কার ও ধর্ম্ম বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে, পরিবর্ত্তন বা প্রক্ষেপের কোন সুযোগ আবশ্যকতা ও সম্ভবপরতা তাহাতে ঘটে নাই। অতএব বহু লিখিত ইতিবৃত্ত অপেক্ষা তাহার ঐতিহাসিক মূল্য অত্যন্ত অধিক। এ অবস্থায় বাইবেলের ন্যায় অপ্রামাণিক ও একতরফা পুস্তকের কথা, ঐ সকল আরবীয় কিংবদন্তির বিরুদ্ধে কখনই প্রমাণরূপে উপস্থাপিত হইতে পারে না।

অধিকন্তু এই প্রসঙ্গে অন্য পক্ষ হইতে ভৌগলিক ভাবে যে সকল কুটতর্ক উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহা যে অন্যায় যুক্তি বরং হঠোক্তি মাত্র, মরহুম স্যর ছৈয়দ আহমদ কৃত 'খোতাবাতে আহমাদিয়া' বা Essays on the life of Mohammed এবং Rev. C. Forster, B. D. কৃত Historical Geography of Arabia পুস্তকে অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। সেই সকল কুটতর্ক পাঠকগণের পক্ষে বিরক্তিকর হইবে ভাবিয়া আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম না। তবে খৃষ্টান লেখকগণ ইতিহাস-দর্শনের নামে যে সব 'যুক্তি' প্রদর্শনপূর্ব্বক আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া থাকেন, সে সম্বন্ধে দুই একটা কথা না বলিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না।

তাঁহারা বলিতেছেন (১) :—

There is no trace of anything Abrahamic in the essential elements of the superstition. To kiss the Black Stone, to make the circuit of the Kaaba and perform the other observances at Mecca Arafat and the vale of Mina, to keep the sacred months and to hallow the sacred territory, have no conceivable connection with Abraham, or with the ideas and principles which his desendants would be likely to inherit from him.

ইহার ভাবার্থ এই যে, আরবদিগের মধ্যে এমন কোন সংস্কার প্রচলিত ছিল না, যাহার সূত্র-পরম্পরা এবরাহিম পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে। কৃষ্ণপ্রস্তর চুম্বন, কা'বা-গৃহের প্রদক্ষিণ (তওয়াফ) এবং মক্কা আরাফাত ও মিনার অন্যান্য যে সকল অনুষ্ঠান প্রতিপালন করা হইত, এবরাহিমের সহিত সেগুলির কোন সম্বন্ধ নাই, এবং এবরাহিমের বংশধরগণের পক্ষে

(১) মুয়র, উপক্রমণিকা ১২—১৪।

উত্তরাধিকারিত্বে যে সকল Idea ও Principles প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব, তাহার সহিতও ঐগুলির কোনই সংস্রব নাই।

এই দাবীটী অলীক ভিত্তিহীন এবং প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত হঠোক্তি মাত্র। প্রাগ্-এছলামিক আরবদিগের প্রধান প্রধান সংস্কার ও অনুষ্ঠানগুলির সহিত যে প্রাচীন এছহাক বংশীয়দিগের সংস্কার ও অনুষ্ঠানের বিশেষ সামঞ্জস্য আছে, এহুদী জাতির সংস্কার ও অনুষ্ঠান-গুলির প্রাচীন ইতিহাস এবং তাহাদিগের ব্যবস্থা-সংহিতা সমূহ পাঠ করিলে তাহা সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায়। নিম্নে কয়েকটী উদাহরণ দিতেছি :—

(১) আরবগণ আবহমানকাল তাহাদের প্রধান ধর্ম্ম মন্দির কা'বার চতুষ্পার্শ্বস্থ কতকটা স্থানকে হারাম বা পবিত্র স্থান বলিয়া বিশ্বাস ও সেই বিশ্বাস অনুসারে কাজ করিয়া আসিতেছে।

আরব ও এছরাইল বংশের সামঞ্জস্য।

এছরাইল বংশীয়গণও ঠিক সেইরূপ তাহাদের প্রধান ধর্ম্মমন্দির, বাইতুল-মোকদ্দছের চারিপার্শ্বস্থ কতকটা স্থানকে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করিত; এবং তাহারাও ঐ নির্দ্দিষ্ট স্থানকে Haram হারম বলিয়া আখ্যাত করিত। (Ency. Biblica Art. Jerusalem, ৮ম প্যারা, ২য় খণ্ড, ২৪১২ পৃষ্ঠা)।

(২) আবহমানকাল আরবেরা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে যে, মক্কায় হজ্ ব্রতের প্রচলন, হজরত এবরাহিম কর্ত্তৃক আরব্ধ হইয়াছিল। (কোরআন, ছুরা হজ্, ৪র্থ রুকু)। এছরাইল-বংশীয়দিগের মধ্যেও এইরূপ বহুজন-সম্মিলন-জনক 'হজ্'ব্রতের প্রচলন ছিল। বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে তাহারাও এই ব্রতকে ঠিক এই 'হজ্' নামেই আখ্যাত করিত। আরবগণ যেমন হজে পশু কোরবানী করিত, এহুদীগণও ঠিক সেইভাবে কোরবানী করিত। (ঐ Art. Sacrifice, ৪র্থ প্যারা ; ৪—৪১৮৬)।

(৩) এছলামের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত, আরবদেশে 'আতীরা ও ফারা' নামক দুই শ্রেণীর বলি-উৎসর্গ বা বিশেষ প্রকারের কোরবানী প্রথা প্রচলিত ছিল। রজব মাসে বিশেষ করিয়া যে কোরবানী করা হইত, তাহাকে 'আতীরা বলা হইত। গৃহপালিত পশুর প্রথমজাত শাবককে তাহারা ঠাকুর দেবতার জন্য বলিদান করিত, ইহাকে 'ফারা' বলা হইত। (বোখারী-মোছলেম —আবুহোরায়রা হইতে)। রজব মাসে অনুষ্ঠিত হইত বলিয়া আতীরাকে 'রাজাবিয়াঃ'ও বলা হইত। (তেরমিজি, আবুদাউদ, নাছাই, এবনে-মাজাঃ)। রজব মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে ইহা অনুষ্ঠিত হইত। যে ঠাকুরের (অর্থাৎ প্রস্তর বা প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তির) নামে ঐ বলি উৎসর্গীত হইত, বলিদানের পর নিহত পশুর রক্ত লইয়া তাহার উপর নিক্ষেপ বা লেপন করা হইত। (মাজমাউল-বেহার, ২য় খণ্ড, ৩৪৫ পৃষ্ঠা)। ঠিক আরবদিগেরই ন্যায়, প্রথমজাত শাবক বলিদান করার প্রথা এছরাইল বংশীয়দিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। বাইব্লিকার (বিশ্বকোষের) লেখক প্রাচীন এহুদীদিগের ঐ প্রথার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন :—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

A similar custom existed among the heathen Arabs; the first birth (called Fara) ...... was sacrificed, frequently. অর্থাৎ পৌত্তলিক আরবদিগের মধ্যে ঠিক ইহার সদৃশ প্রথা প্রচলিত ছিল, পশুর প্রথম বৎস (ইহাকে 'ফারা' বলা হইত) এই উপলক্ষে সচরাচরই বলিদান করা হইত।' নির্দ্দিষ্ট করিয়া রজব মাসে যে কোরবানী করার প্রথা পৌত্তলিক আরবদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, বনি-এছরাইলদিগের মধ্যেও ঠিক সেই-রূপ বলিদানেরও যথেষ্ট প্রচলন ছিল। আধুনিক পরিভাষায় উহাকে Spring Sacrifice বলা হয়। ঐ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, The first eight days of the mont . Rajab ...... in the old calender fell in the spring. অর্থাৎ পুরাতন পঞ্জিকা অনুসারে রজব মাসের প্রথম অষ্টাহ বসন্তকালে পড়িত। (৩য় ও ৪র্থ প্যারা)। এহুদীরাও আরবদিগের ন্যায়, বলি প্রদত্ত পশুর শোণিত লইয়া, তাহাদের বেদীর (১) উপর নিক্ষেপ করিত। — (৪৩ প্যারা)।

(৫) ঐ পুস্তকের Sacrifice শীর্ষক প্রবন্ধটীর সহিত হাদিছ গ্রন্থের 'কেতাবুল-মানাছেক্'এর হাদিছগুলিকে এবং পৌত্তলিক আরবদিগের বলিদান সংক্রান্ত বিবরণগুলিকে এক সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে, উভয়ের মধ্যে বর্ণিতরূপ বহু সামঞ্জস্য দৃষ্টিগোচর হইবে। আরবের هدى আর এহুদী منحه একই (২)। অনেকে হয়ত শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, ذبح জব্হ্, قربان কোরবান, نذر নজর প্রভৃতি ধর্ম্মানুষ্ঠানের নির্দ্দিষ্ট পারিভাষিক শব্দগুলিও উভয় জাতির মধ্যে আবহমানকাল অভিন্ন আকারে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সে সময় বলিদানই প্রধান ধর্ম্ম কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। বিভিন্ন বলিদানের উদ্দেশ্য ও তৎসংক্রান্ত সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনা করিলেও প্রাচীন আরব ও এহুদীদিগের মধ্যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হইবে।

(৬) ক্ষেত্রজাত শস্যের দশমাংশ ধর্ম্মার্থে দান করার প্রথা, আরবদিগের ন্যায় বনি-এছরাইলের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। তাহারাও ইহাকে আরবদের ন্যায় ঠিক 'ওশর' নামেই অভিহিত করিত। ঐ, ঐ, ১৪ প্যারা এবং Taxation ও Tithe দ্রষ্টব্য।

(৭) শাসন ও বিচার পদ্ধতিতেও উভয় জাতির মধ্যে বিশেষ সামঞ্জস্য দেখা যায়। প্রাচীন আরবের ন্যায় প্রাচীন এহুদীর মধ্যে 'চোখের পরিবর্ত্তে চোখ ও দাঁতের পরিবর্ত্তে দাঁত' নীতির প্রচলন ছিল। 'রক্তের পরিশোধ' রক্ত ব্যতীত আর কিছু দ্বারা গৃহীত হইতে পারিত না। কিন্তু বিচার মীমাংসার ফলে আত্মীয়বর্গকে, উহার পরিবর্ত্তে অর্থ দিয়া নিরস্ত করাও হইত।

(১) মূল হিব্রুতে مذبح শব্দের অর্থ বলির স্থান।
(২) হিউজ, Sacrifice, ৫৫১ পৃষ্ঠা।

সাধারণতঃ গোত্রপতিরাই স্বগোত্রস্থ ব্যক্তির অপরাধের বিচার করিতেন। উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও উভয় জাতির প্রথার সামঞ্জস্য দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। স্ত্রী ও কন্যাদিগকে পিতৃসম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা, এমন কি পিতার বিবাহিত স্ত্রীদিগকে উষ্ট্র মেষাদি অস্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে, উত্তরাধিকার সূত্রে 'ভোগ দখল' করার কুৎসিত প্রথাও, এই দুই জাতির মধ্যে সমান ভাবে বিদ্যমান ছিল। Ency. Biblica, Law & Justice প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৮) আরবদিগের মধ্যে খৎনা করার (সাধারণ ভাষায় মুছলমানী দেওয়ার) প্রথা আবাহমানকাল হইতে প্রচলিত ছিল। তাহারা বিশ্বাস করিত যে, কা'বার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা হজরত এবরাহিমের সময় হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। বাইবেলও বলিতেছে যে, সদাপ্রভু আবরাহামের প্রতি আদেশ করিয়াছিলেন,—"তোমাদের প্রত্যেক পুরুষের ত্বকচ্ছেদ হইবে। .... পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রত্যেক পুত্র সন্তানের আট দিন বয়সে ত্বকচ্ছেদ হইবে।" (১) আদি পিতা এবরাহিমের "ছুন্নাৎ" মনে করিয়া আরবগণও, ঠিক এছরাইল-বংশীয়দিগের ন্যায়, সপ্তম দিনে, সন্তানের মস্তক মুণ্ডন, নামকরণ ও আকীকা ইত্যাদি করিত। (২) সাধারণতঃ সপ্তম দিবসে ত্বকচ্ছেদ করাই তাহারা প্রকৃষ্টতর বলিয়া মনে করিত। এছলাম সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরও, সপ্তম দিবসে 'খৎনা' বা ত্বকচ্ছেদ করাকে অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মনে করা হইত। (৩)

(৯) হজরত এবরাহিমের নিয়ম ছিল,—তিনি যেখানে ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন অনুষ্ঠান বা কোরবানী করিতেন, সেখানে স্মৃতিফলক স্বরূপ একখণ্ড প্রস্তর স্থাপন বা ধর্ম্মমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতেন। এই সকল ধর্ম্ম-মন্দিরকে بيت ايل 'বয়ত-ইল' বলা হইত। (৪) বয়ত অর্থে গৃহ এবং ইল্ অর্থে আল্লাহ, অর্থাৎ আল্লার ঘর। ফলতঃ এবরানীর বয়তীল এবং আরবী বায়তুল্লাহ একই শব্দ। পূর্ব্বে কোন কোন বাইবেলে, বয়তীল শব্দের পরিবর্ত্তে Makkidah মাক্কিদাঃ শব্দের প্রয়োগও দেখা যায়। (৫) বিজ্ঞতম খৃষ্টান লেখকগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মক্কা শব্দ মূলে আবিসিনীয় (হাবাশী) ভাষা হইতে সমুদ্ভূত, উহার অর্থ আল্লার ঘর বা বায়তুল্লাহ। (৬) এখানে পাঠকগণ হজরত এবরামের স্মৃতিফলক স্বরূপ প্রস্তরখণ্ড প্রতিষ্ঠার সহিত ক'বার (হাজ্‌রে আছওয়াদ্) কৃষ্ণ প্রস্তর স্থাপন এবং বায়তিল ও বায়তুল্লার সামঞ্জস্য ইত্যাদি বিষয় এক সঙ্গে আলোচনা করিয়া বলুন যে, মক্কা ও মাক্কিদার এই যে আশ্চর্য্য মিল, এস্রাইলীয় ও আরবীয় জাতিদিগের সমবংশোদ্ভব হইবার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

(১) আদি পুস্তক, ১৭ অঃ, ৯—১৪ পদ।
(২) আবু-দাউদ, রাজিন,—মেশকাৎ-আকীকা।
(৩) মাজ্‌মাউল-বেহার, ১—৩৩০।
(৪) আদি পুস্তক, ১২-৮ প্রভৃতি।
(৫) Biblica, প্রথম খণ্ড, ৫৫২।
(৬) জর্জ্জী-জিদান, العرب قبل الاسلام

(১০) প্রাচীন এছরাইলীয়দিগের মধ্যে এই প্রথা বিদ্যমান ছিল যে, তাঁহারা কাহারও নাম বলিবার বা লিখিবার সময়, তাহার পিতার নামও এক সঙ্গে উল্লেখ করিতেন। যেমন এলিজা-বেন-এয়াকুব, এহুদা-বেন-তাব্বী প্রভৃতি। (১) আরবদিগের মধ্যেও এই প্রথা বহুল-ভাবে প্রচলিত ছিল; সমস্ত আরবী সাহিত্য এক বাক্যে ইহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই জাতীয় বিশেষত্বেও আরব ও প্রাচীন এছরাইলীয়গণের মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে।

এছহাক ও এছমাইল বংশের আচার ব্যবহার, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং বিশ্বাস ও সংস্কারাদিতে যে যথেষ্ট সামঞ্জস্য আছে, উপরে নমুনা স্বরূপ উদ্ধৃত দশটী প্রমাণের দ্বারা তাহা সন্তোষজনক-রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব স্যর উইলিয়ম মূয়র প্রমুখ খৃষ্টান লেখকগণের সংশয়টী যে একেবারে ভিত্তিশূন্য কল্পনা মাত্র, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। এখানে পাঠকগণকে ইহাও স্মরণ করিয়া দিতেছি যে, কেবল ন্যায় ও সত্যের অনুরোধে আমরা এই সকল তর্কবিতর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, নচেৎ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার মহিমা প্রতিপন্ন করার জন্য তাঁহার কুল-শীলের আলোচনা অনাবশ্যক। কুল মানুষকে বড় করিতে পারে না, মানুষ বড় হয় তাহার নিজের গুণে—ইহাই এছলামের শিক্ষা।

মাওলানা শিবলী মরহুম, এই প্রসঙ্গে যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, এবং তজ্জন্য যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, দুঃখের বিষয় তাহার অধিকাংশকেই আমরা সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। তাঁহার মতে, হজরত এবরাহিমের প্রতি প্রকৃত পক্ষে পুত্র বলিদানের আদেশ হয় নাই, বরং কা'বার খেদমতের জন্য পুত্রকে উৎসর্গ করিতে বলা হইয়াছিল মাত্র। হজরত এবরাহিম ভ্রমক্রমে ইহার এই অর্থ বুঝিলেন যে, তাঁহাকে পুত্র বলি দিতে বলা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই অসমসাহসিকতার সমর্থনের জন্য লেখক কোন প্রমাণ উপস্থিত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন যে,—

মাওলানা শিবলীর সিদ্ধান্ত।

قدیم زمانه میں بت پرست قومیں اپنے معبدوں پر اپنی اولاد کو بهینٹ چڑها دیا کرتي تهیں ——— مخالفین اسلام کا خیال هے که حضرت اسمعیل کي قرباني بهي اسي قسم کا حکم تها ' لیکن یه سخت غلطي هے -

অর্থাৎ "ঠাকুর দেবতার সন্তোষ সাধনের জন্য নিজ সন্তানদিগকে বলি দিবার প্রথা পৌত্তলিকদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল ...... এছলামের বিপক্ষগণ মনে করেন যে, এছমাইলের কোরবানীও এই প্রকারের আদেশ ছিল, কিন্তু ইহা মস্ত ভুল।"

(১) Rev. A. W. Streane, M.A. কর্ত্তৃক Chagigah প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

'ঠাকুর দেবতার সন্তোষ সাধনের জন্য' এবং 'পৌত্তলিকদিগের ন্যায় তাহাদের নামে' বলি দিবার জন্য হজরত এবরাহিম আদিষ্ট হইয়াছিলেন, এরূপ কথা আজ পর্য্যন্ত কোন মুছলমান বা অমুছলমান বলে নাই, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তবে এ সম্বন্ধে যাঁহারা কিছু বলিয়াছেন, মুছলমান অমুছলমান নির্ব্বিশেষে, সকলের সমবেত অভিমত এই যে, পরীক্ষার জন্য এবরাহিমকে পুত্র বলিদান করিতে বলা হইয়াছিল, প্রকৃত পক্ষে বলিই উদ্দেশ্য ছিল না। ফলতঃ আমরা মাওলানা মরহুমের এই সকল উক্তির কোন তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঐ পুস্তকে এই প্রসঙ্গে যে সকল যুক্তি তর্কের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই অসঙ্গত ও অসংলগ্ন। লেখক বলিতেছেন ;—বাইবেলে 'মোরা' নামক স্থানের উল্লেখ আছে, এই মোরার আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া মোরি হইয়া গিয়াছে। অধিকন্তু এই মোরাই আরবের মারওয়া পর্ব্বত, ইহাই এবরাহিমের কোরবানীস্থল। কিন্তু মারওয়া যে হজরত এবরাহিমের কোরবানীস্থল নহে, বহু ছহি হাদিছ হইতে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। নচেৎ হজরত এবরাহিম পুত্রকে লইয়া তিন মাইল দূরে গমন করিবেন কেন ? "রাময়ুল-জেমার" বা কঙ্কর নিক্ষেপ করার প্রথার মূল কোথায়, তাহাও এই প্রসঙ্গে বিবেচিত হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে লেখক বাইবেলের উল্লিখিত যে 'মোরি' পর্ব্বতের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, অন্যত্র ইহার অবস্থান স্থানের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সেখানে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, আলোচ্য মোরি পর্ব্বত শিখিম নামক স্থানে অবস্থিত। (১) সুতরাং যে সার ষ্ট্যান্লীর প্রতিবাদার্থে উহার উল্লেখ করা হইয়াছে, বাইবেলের এই নির্দ্দোষ মতে, এতদ্দ্বারা তাহার সমর্থনই হইয়া যাইতেছে। তিনি গ্রিজিমের নাম করিয়াছেন বটে, কিন্তু গ্রিজিম ও শিখিম পরস্পর সংলগ্ন।

এছহাক বংশের আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের সহিত যে আরবদিগের আচারাদির সামঞ্জস্য আছে, ইহা প্রতিপন্ন করার জন্য লেখক যে তিনটী প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার কোনটীই সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি বলিতেছেন,—'লেবীয় ৮—২৭ পদের দ্বারা জানা যায় যে, হজরত এবরাহিমের শরিয়তের ব্যবস্থানুসারে, যাহাকে বলি বা উৎসর্গের জন্য মনোনীত করা হইত, সে পুনঃ পুনঃ মন্দির বা কোরবানীস্থল প্রদক্ষিণ করিত।' কিন্তু বাইবেলের ঐ পদে প্রদক্ষিণের নাম গন্ধও নাই। নজর বা মানস পূর্ণ না করা পর্য্যন্ত এহুদীগণ, মাথার চুল কাটিত না, এই দাবীরও কোনই প্রমাণ দেওয়া হয় নাই।

সে যাহা হউক, প্রকৃত কথা এই যে, বাইবেলের অন্যান্য বিবরণের ন্যায় তাহার ভৌগলিক বৃত্তান্তগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি নানা প্রকার অনাচার অত্যাচার এবং স্বেচ্ছা ও অজ্ঞতা প্রযুক্ত

(১) বিচারকর্ত্তৃগণ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভৌগলিক ভ্রম।

জালীয়াতের জন্য, সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য এমন কি অবোধগম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই আমরা দেখিতেছি, এই "মরিয়া" শব্দ লইয়া এহুদী, সামরতীয় এবং খৃষ্টানদিগের মধ্যেই এমন মত বিরোধ। ইউরোপের আধুনিক পণ্ডিতগণ, বহু অনুসন্ধান এবং নানাবিধ গবেষণার ফলে এই সকল অনাচারের অনেক সন্ধান বাহির করিয়াছেন। তাঁহারা সকলে এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, বাইবেলের ভৌগলিক বিবরণগুলি নানাবিধ ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ। এই সকল অনুসন্ধানের ফলে তাঁহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, লেখক ও সম্পাদকগণের স্বার্থপতা ও অসাধুতার ফলেই মূলের Musri শব্দ ক্রমে মোরিয়াতে পরিণত হইয়াছে। তাঁহাদের দৃঢ় অভিমত এই যে, সিরিয়ার দক্ষিণ প্রদেশের Musri এবং আরব দেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত Musri দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রদেশ। অর্থাৎ এজিপ্টের মুছরি ও আরবের মুছরি এই উভয় স্থানের নাম একরূপ হওয়ায়, বাইবেলের লেখক ও সম্পাদকগণ প্রাচীন আরবের 'মুছরী'কে এজিপ্টের মুছরীর সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া নানা প্রকার গণ্ডগোলের সৃষ্টি করিয়াছেন। বহুস্থলে, হজরত এছমাইল বা তাঁহার মাতা বিবি হাজেরা সম্বন্ধে যে মুছরি প্রদেশের উল্লেখ আছে, প্রকৃতপক্ষে তাহা আরবীয় মুছরী প্রদেশের কথা। বাইবেলের লেখকগণ, সম্ভবতঃ অজ্ঞতাবশতঃ, সেই সকল বিবরণকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া এজিপ্টের সহিত সমঞ্জস করার চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক খৃষ্টান লেখকগণ, এহেন বাইবেলের উপর নির্ভর করিয়া প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে, মুছলমানদিগের দাবী অসংলগ্ন ও অসঙ্গত। কারণ তাহারা যে সকল স্থানের কথা বলে, তাহা ত এজিপ্ট বা মিশরে অবস্থিত। (১)

হিব্রু বা এবরানী ভাষায় ص ছাদ ও ض জাদ বর্ণের লিখন প্রণালীতে কোনই পার্থক্য নাই, মুছরী ও মুজরী উভয় শব্দ একই 'ছাদ' বর্ণ দ্বারা লিখিত হইয়া থাকে। সুতরাং বর্ণিত শব্দটিকে আমরা মুছরী বা মুজরী উভয় প্রকারে পাঠ করিতে পারি। আরবের ভৌগলিক ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, আদনানীয় আরবগণ, আরব দেশের চরম উত্তর সীমান্তেও বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। আদনানীয় গোত্র সমূহের মধ্যে مضر মুজর অতি প্রাচীন, মুজরের পিতা নাজার نزار আদনানের পৌত্র। দক্ষিণ অঞ্চলের 'কাহতানী' আরবদিগের সহিত বাইবেল লেখকগণের কোন সম্বন্ধ ছিল না। উত্তর অঞ্চলে আদনানী বা ইছমাইলী আরবদিগের সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে মধ্যে মধ্যে দুই একটা কথা বলিতে হইয়াছে। আদনানী আরবদিগের মধ্যে মুজর-বংশই প্রবল জনবহুল ও নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া, উত্তর আরবের অধিকাংশ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। (২)

(১) Ency. Biblica Ishmael, Mizraim, Moriah প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।
(২) العرب قبل الاسلام ১ম খণ্ড, ১৬৮—৮০ পৃষ্ঠা।

বর্ণিত যুক্তিগুলি দ্বারা আমরা সহজে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, মুজর বংশীয়দিগের আবাসস্থল বলিয়া লেখকগণ তাহাকে 'মুজরী' নাম দিয়াছেন। যেহেতু মুজরী ও মুছরীর বর্ণমালা হিব্রু ভাষায় অভিন্ন, সুতরাং সহজেই তাহা মুছরী উচ্চারিত হইয়া যায়। এবং অচিরাৎ (North Syrian Musri) উত্তর সিরিয়ার মুছরী আর আরবের মুজরী অভিন্ন আকার ধারণ করিয়া বাইবেলের সমস্ত ভৌগলিক ইতিবৃত্তকে নানাপ্রকার ভ্রম-প্রমাদে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। (১) আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার সূক্ষ্ম আলোচনা ও দার্শনিক গবেষণার ফলে, ক্রমে ক্রমে বাইবেলের ঐ ভ্রম প্রমাদগুলির আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেছেন। (২)

(১) Ency. Biblica, Mizraim, Moriah, Moreh, Ishmael প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২) পাঠকগণ, এছহাক বংশের স্থলে এছরাইলীয় বা এছরাইল বংশীয় এতাদৃশ পদ বহু স্থানে দেখিতে পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে উভয় এক বংশীয়। পূর্ব্বে যে মহিমান্বিত যাকোবের কথা বলিয়াছি, ইনিই শেষে এছরাইল নাম প্রাপ্ত হন। উহার অর্থ 'ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধকারী'। সদাপ্রভু বা খোদাতাআলা এক রাত্রিতে যাকোবকে একাকী পাইয়া তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সদাপ্রভু তখন নরাকার ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যাকোবকে কোন মতেই আঁটিয়া উঠিতে না পারায়, 'তাহার শ্রোণীফলকে' আঘাত করায় বেচারার উরুর হাড় সরিয়া যায়। 'পরে সেই' (পুরুষরূপী সদাপ্রভু) কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেন না প্রভাত হইল। কিন্তু যাকোব নাছোড়বান্দা, তিনি দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন—'আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না।' যাহা হউক, অবশেষে সদাপ্রভু স্বয়ংই তাঁহার এই যাকোব বা প্রবঞ্চক নাম বদলাইয়া দিয়া বলিলেন, তুমি এখন হইতে এছরাইল নামে খ্যাত হইবে 'কেননা তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ।' ইহার পর অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর সদাপ্রভু যাকোবের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। (আদি পুস্তকের ৩২ অঃ ২২—৩০ পদ) অতএব হজরত এছহাকের পুত্র যাকোবই এছরাইল।

এই প্রসঙ্গে বিশেষরূপে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, যে প্রতিজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া খৃষ্টানগণ এত লাফালাফি করিয়া থাকেন, সদাপ্রভু হজরত এবরাহিমকে তাহার লক্ষণ ও শর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। আশীর্ব্বাদ পাইবার লক্ষণ ও শর্ত্ত এই যে, তাহারা ত্বকছেদ বা খৎনা করিবে, খৎনা না করিলে এই আশীর্ব্বাদ পাইবে না, এবং এবরাহিম বংশের মধ্যে যাহারা খৎনা করিবে, সদাপ্রভুর নিয়ম বা প্রতিজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ তাহারাই প্রাপ্ত হইবে। (আদি পুস্তক ১৭ অধ্যায়)। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, যীশু ও খৃষ্টানগণ সদাপ্রভুর সেই আশীর্ব্বাদ কোন মতেই পাইতে পারেন না। কারণ তাঁহারা ত্বকচ্ছেদ বা খৎনা না করিয়া এই আশীর্ব্বাদ লাভের একমাত্র শর্ত্তকে—যাহা পালন না করিলে ঐ আশীর্ব্বাদ পাওয়া যাইবে না—ভঙ্গ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে হজরত এবরাহিমের পুত্র হজরত এছমাইলের বংশধরগণ আবহমানকাল এই 'নিয়ম' প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন।

বর্ণিত যুক্তিগুলি দ্বারা আমরা সহজে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, মুজর বংশীয়দিগের আবাসস্থল বলিয়া লেখকগণ তাহাকে 'মুজরী' নাম দিয়াছেন। যেহেতু মুজরী ও মুছরীর বর্ণমালা হিব্রু ভাষায় অভিন্ন, সুতরাং সহজেই তাহা মুছরী উচ্চারিত হইয়া যায়। এবং অচিরাৎ (North Syrian Musri) উত্তর সিরিয়ার মুছরী আর আরবের মুজরী অভিন্ন আকার ধারণ করিয়া বাইবেলের সমস্ত ভৌগলিক ইতিবৃত্তকে নানাপ্রকার ভ্রম-প্রমাদে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। (১) আধুনিক ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ নানাপ্রকার সূক্ষ্ম আলোচনা ও দার্শনিক গবেষণার ফলে, ক্রমে ক্রমে বাইবেলের ঐ ভ্রম প্রমাদগুলির আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেছেন। (২)

---

(১) Ency. Biblica, Mizraim, Moriah, Moreh, Ishmael প্রভৃতি প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(২) পাঠকগণ, এছহাক বংশের স্থলে এছরাইলীয় বা এছরাইল বংশীয় এতাদৃশ পদ বহু স্থানে দেখিতে পাইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে উভয় এক বংশীয়। পূর্ব্বে যে মহিমান্বিত যাকোবের কথা বলিয়াছি, ইনিই শেষে এছরাইল নাম প্রাপ্ত হন। উহার অর্থ 'ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধকারী'। সদাপ্রভু বা খোদাতাআলা এক রাত্রিতে যাকোবকে একাকী পাইয়া তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। সদাপ্রভু তখন নরাকার ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যাকোবকে কোন মতেই আঁটিয়া উঠিতে না পারায়, 'তাহার শ্রোণীফলকে' আঘাত করায় বেচারার উরুর হাড় সরিয়া যায়। 'পরে সেই' (পুরুষরূপী সদাপ্রভু) কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেন না প্রভাত হইল। কিন্তু যাকোব নাছোড়বান্দা, তিনি দৃঢ়তার সহিত উত্তর করিলেন—'আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না।' যাহা হউক, অবশেষে সদাপ্রভু স্বয়ংই তাঁহার এই যাকোব বা প্রবঞ্চক নাম বদলাইয়া দিয়া বলিলেন, তুমি এখন হইতে এছরাইল নামে খ্যাত হইবে 'কেননা তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ।' ইহার পর অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর সদাপ্রভু যাকোবের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। (আদি পুস্তকের ৩২ অঃ ২২—৩০ পদ) অতএব হজরত এছহাকের পুত্র যাকোবই এছরাইল।

এই প্রসঙ্গে বিশেষরূপে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, যে প্রতিজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ লইয়া খৃষ্টানগণ এত লাফালাফি করিয়া থাকেন, সদাপ্রভু হজরত এবরাহিমকে তাহার লক্ষণ ও শর্ত্ত নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন। আশীর্ব্বাদ পাইবার লক্ষণ ও শর্ত্ত এই যে, তাহারা ত্বকছেদ বা খৎনা করিবে, খৎনা না করিলে এই আশীর্ব্বাদ পাইবে না, এবং এবরাহিম বংশের মধ্যে যাহারা খৎনা করিবে, সদাপ্রভুর নিয়ম বা প্রতিজ্ঞা ও আশীর্ব্বাদ তাহারাই প্রাপ্ত হইবে। (আদি পুস্তক ১৭ অধ্যায়)। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, যীশু ও খৃষ্টানগণ সদাপ্রভুর সেই আশীর্ব্বাদ কোন মতেই পাইতে পারেন না। কারণ তাঁহারা ত্বকচ্ছেদ বা খৎনা না করিয়া এই আশীর্ব্বাদ লাভের একমাত্র শর্ত্তকে—যাহা পালন না করিলে ঐ আশীর্ব্বাদ পাওয়া যাইবে না—ভঙ্গ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে হজরত এবরাহিমের পুত্র হজরত এছমাইলের বংশধরগণ আবহমানকাল এই 'নিয়ম' প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন।

আরবদেশের
মানচিত্র
মদিনা
মক্কা
তাবুক
বদর
তায়েফ
বনি আমের
বনি কলব
বনি তাই
বনি আসাদ
বনি আমির
বনি জোলাএম
বনি হানিফা
বনি কাহতান
বনি হামাদান
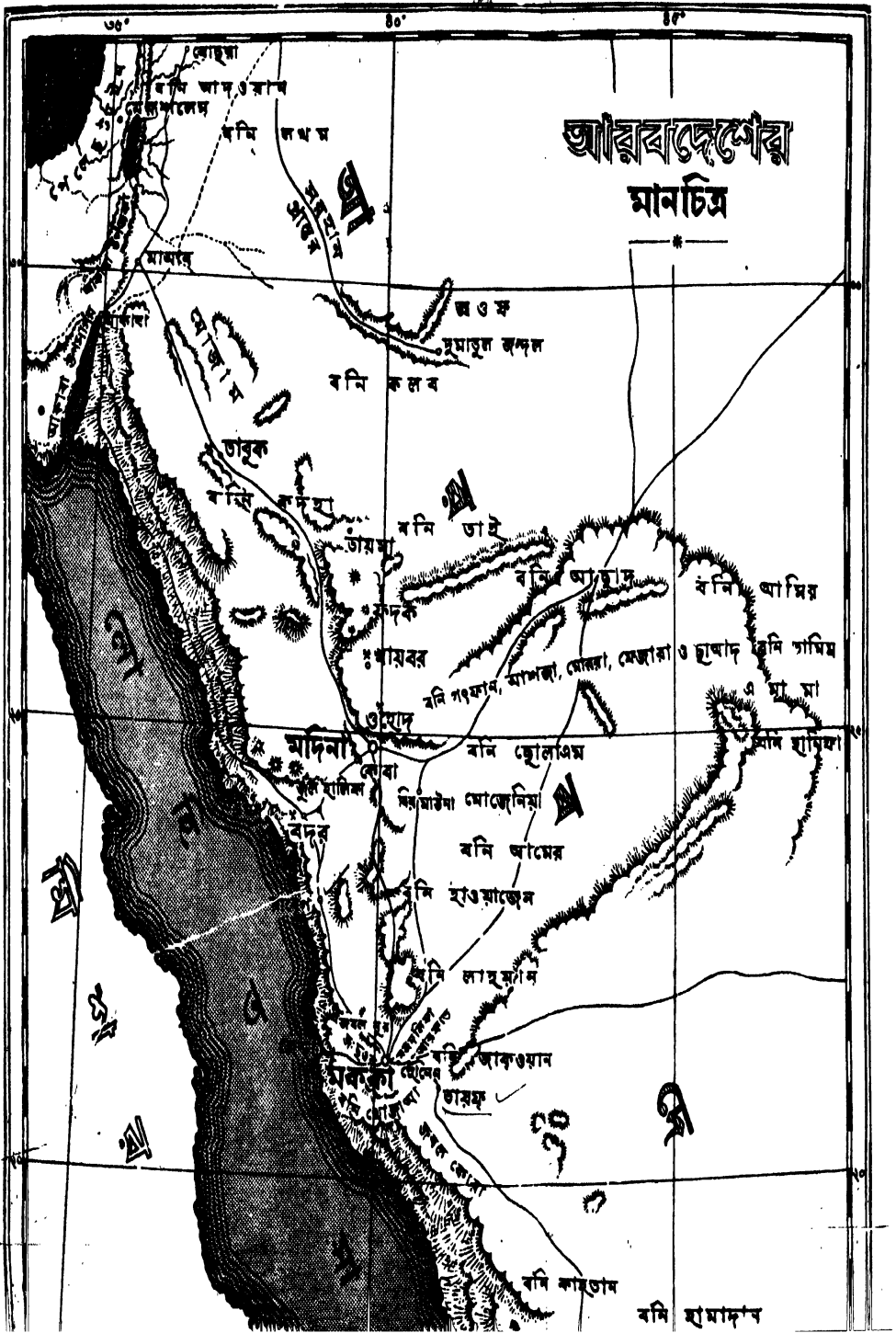
পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"ধরিয়াছ বক্ষে মাগো! কার পদ লেখা,
হে আরব! মানবের আদি মাতৃ-ভূমি।"

পাঠক! একবার মানচিত্রের প্রথম পৃষ্ঠা উন্মোচন করুন। আফ্রিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যস্থলে যে একটী ক্ষুদ্র দেশ, যেন কোন মহানের কোন মহামহিমের দক্ষিণপদ চিহ্নরূপে, ঐ মহাদেশত্রয়কে জল ও স্থল পথে পরস্পর সংযোজিত করিয়া অবস্থান করিতেছে, উহার নাম আরব দেশ। সপ্ত-সাগর-চুম্বিত-চরণা হইলেও আরব ভূমিকে অনুর্ব্বরা করিয়া রাখাই যেন বিধাতার ইচ্ছা। তাহার কোথায় বিশাল ঊষর মরু-প্রান্তর মহাকালের প্রথম প্রভাত হইতে প্রখর মার্ত্তণ্ড কিরণে ঝলসিত হইয়া কেবলই অনল-নিশ্বাস নিক্ষেপ করিতেছে। আর কোথায়ও বা ক্ষুদ্র বৃহৎ ধূসর পর্ব্বত পুঞ্জ, কোন স্মরণাতীত যুগ হইতে, নীরব নিস্পন্দ যোগীর ন্যায় যেন কাহার ধ্যানে তহরিমা বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আরব দেশের অধিকাংশ অঞ্চলই জলহীন তরুহীন মরু-প্রান্তর ও অনুর্ব্বর পর্ব্বতমালায় পরিপূর্ণ হইলেও, প্রকৃতি আবার—বোধ হয় নিজের অসাধ্য-সাধন-পটীয়সী মহীয়সী শক্তির পরিচয় দিবার জন্য—ঐ সকল মরু-প্রান্তরে মধ্যে মধ্যে দুই একটী ক্ষীণস্রোতা প্রবাহিনী ও স্বচ্ছ সলিলা নির্ঝরিণীরও সৃষ্টি করিয়া দিয়াছে। তাই মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড কিরণ ও মরুর অনল-নিশ্বাসকে উপেক্ষা করিয়া মধ্যে মধ্যে দ্রাক্ষা-দাড়িম্বাদি নানা শ্রেণীর সুমধুর মেওয়া জাত, সকল প্রকারের শাক সব্জি এবং উর্ব্বর শস্য-ক্ষেত্ররাজি, সেই অসীম শক্তিময়ের অনন্ত মহিমার জয়জয়-কার করিতেছে।

আরাবর ভৌগলিক বর্ণনা।

আরব দেশের পূর্ব্ব-উত্তর সীমায় দজলা বা টাইগ্রীস নদ এবং পারস্য উপসাগর ও আরব মহাসাগর; এবং পশ্চিমে লোহিত সাগর অবস্থিত। সিরীও মরুভূমি ইহার উত্তরে অবস্থান করিয়া আরব ও সিরিয়া (শাম) দেশকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু এই দিককার সীমা কখনই সূক্ষ্মভাবে নির্দ্ধারিত হইতে পারে নাই। কাজেই ভৌগলিকগণের পক্ষে সিরিয়া ও আরবের সীমান্ত রেখা যথাযথভাবে নির্দ্ধারণ করা কখনই সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। প্রকৃতির বিভিন্ন স্বরূপের বিকাশ ক্ষেত্র এই আরব ভূমিতে, অতি প্রাচীন কাল হইতেই মানবের অধিবাস স্থাপিত হইয়াছে। আরবের প্রচলিত কিংবদন্তি ও কোরআনে বিবরণ দ্বারা জানিতে পারা যাইতেছে যে,

প্রাচীন আরব।

বর্ত্তমানের আদিম ও প্রবাসী আরবদিগের পূর্ব্বে ঐ দেশে আদ্ ছমূদ প্রভৃতি বহু প্রাচীন জাতির অভ্যুদয় ও পতন হইয়াছিল। নানা প্রকার পাপাচারের ফলে, সেই জাতিগুলির অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আরব ভৌগলিক ও ঐতিহাসিকবর্গ এই জাতিগুলিকে العرب البايدة 'বায়দা' নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন। কোরআন শরীফে ইহাদিগের সম্বন্ধে যে সকল উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, সংশয়বাদী পাশ্চাত্য লেখকগণ, বহুদিন পর্য্যন্ত তাহার সত্যতায় অনাস্থা প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু, জগতে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, কোরআনের বর্ণিত অন্য বহু বিষয়ের সত্যতাও যেমন ক্রমশঃ অধিকতর দৃঢ় হইতেছে; সেইরূপ পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্বান্বেষী কর্ম্মীবর্গের অসাধারণ পরিশ্রমের ফলে, বহু প্রাচীন নগরের ধ্বংস-স্তূপ হইতে যে সকল প্রমাণ সঞ্চিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহাতে কোরআনের ঐ বিবরণগুলির সত্যতাও অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠতম খৃষ্টান ঐতিহাসিক পণ্ডিত জর্জি জিদান এই প্রসঙ্গে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, "تويد الاكتشافات الحديثة بل تجد ما ذكره القران صحيحا——" "কোরআনে আদ ছমূদ প্রভৃতি জাতির যে সকল বিবরণ বা এমনের রাজন্যবর্গের যে সকল অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে অতিরঞ্জনের নাম গন্ধ মাত্রও নাই। বরং বর্ত্তমান যুগের নূতন আবিষ্কারগুলির সহিত তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।" (১) বায়েদা বা ধ্বংস প্রাপ্ত আরব জাতি সমূহের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত প্রদান এক্ষেত্রে আবশ্যক নহে। তবে প্রসঙ্গক্রমে এখানে তাহাদিগের পরিণতি সম্বন্ধে দুই একটা কথা না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না।

আমরা সাধারণতঃ এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকি যে, প্রত্যেক জাতির পক্ষে উত্থানের পর পতন এবং পতনের পর উত্থান—অবশ্যম্ভাবী অপরিহার্য্য। স্বাভাবিক ভাবে এইরূপ হইয়া থাকে ও হইতে থাকিবে। বিলুপ্ত আরবীয় জাতি সমূহের এবংবিধ বিবরণগুলি দ্বারা কোরআন এই ভ্রান্ত ধারণার প্রতিবাদ করিতেছে। জগতের ইতিহাসে, আদ ও ছমূদ প্রভৃতির ন্যায় এরূপ বহু জাতির নাম পাওয়া যায়—যাহাদের জাতীয় জীবনে ভাটার পর আর জোওয়ার আসে নাই, পতনের পর যাহাদের আর উত্থান হয় নাই। বরং পতনের গতি স্বাভাবিকরূপে পর পর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়—কিংবদন্তি ও ধ্বংসস্তূপের কতকগুলি নিদর্শন ব্যতীত—তাহারা এবং তাহাদের যথা-সর্ব্বস্ব চিরকালের জন্য লোপ পাইয়াছে। আসল কথা এই যে, পতনের পর যদি তাহার যথাযথ কারণ নির্ণয় ও জাতীয় সমষ্টির অধিকাংশ ব্যষ্টির মধ্যে তাহার অনুভূতি এবং তজ্জনিত আত্মগ্লানির সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে জাতির স্তরে স্তরে আত্মকৃতের

জাতি সমূহের উত্থান-পতনের ধারা।

(১) আল-আরব, প্রথম, ১০ পৃষ্ঠা।

জন্য প্রায়শ্চিত্তের একটা স্বর্গীয় ভাব আপনা আপনিই জাগিয়া উঠে, এবং এইরূপে পতনের পর জাতির উত্থান সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু যেখানে পতনের অনুভূতি নাই, যেখানে জাতির আপাদমস্তক প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, পক্ষাঘাতকে বিশ্রামের আরামদায়ক অবকাশ বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছে, যেখানে আত্ম-গ্লানির পরিবর্ত্তে আত্ম-বিস্মৃতি, যেখানে লোকে নিজেদের বর্ত্তমান অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে অভ্যস্ত—সেখানে সেখানে কেবলই পতন, সে পতনের আর উত্থান নাই। সহৃদয় মুছলমান পাঠকগণ এখানে স্বজাতির বর্ত্তনান অবস্থাটা এক মুহূর্ত্তের জন্য চিন্তা করিয়া দেখুন!

বায়েদা আরবগণের সকল গোত্রের সমস্ত লোকই যে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়াছিল, ইহা মনে করা উচিত নহে। নানাপ্রকার নৈসর্গিক আপদ বিপদে ইহাদিগের অধিকাংশ লোকই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়। অবশিষ্ট যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা পরে নবাগত জাতি সমূহের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে বিলীন হইয়া গিয়াছে। বায়েদাগণের লোপপ্রাপ্তির পর, যাহারা প্রথমে আরবদেশে অধিবাস স্থাপন করিয়াছিল, তাহাদিগকে আরবে-আরেবা বা আদিম আরব বলা হয়। ইহারা আপনাদিগকে কাহ্‌তান বা য়োকতানের বংশধর বলিয়া বলিয়া মনে করে। অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে আরবগণ, অনেক সময় য়োকতান (Joktan) কে কহ্‌তানরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া উচ্চারণ করিত বটে, কিন্তু য়োকতান ও কাহ্‌তান যে একই ব্যক্তি, তাহা তাহারাও অবগত ছিল, এবং প্রাচীনতম আরব ঐতিহাসিকগণও তাহা সম্যকরূপে জ্ঞাত ছিলেন। এবনে-এছহাক এই দুই নামেরই উল্লেখ করিয়াছেন। (১) রেভারেণ্ড ফরেষ্টার বলিতেছেন যে, 'টলেমী' (بطلميوس) কৃত প্রাচীন ভূগোলে আমরা কাহ্‌তান নাম এবং কাহ্‌তান বংশের বিবরণ আবিষ্কার করিয়াছি। এই কাহ্‌তান যে আরবীয় কাহ্‌তান এবং বাইবেলের (Joktan) য়োকতান, তাহাও জানা যাইতেছে। (২) লেখক অন্যত্র (৩) বলিতেছেন ঃ—

আরব আরেবা।

The antiquity and universality of the national tradition which indentifies the Cahtan of Arabs...... with the Joktan ...... of Scripture if familiar to every reader.

অর্থাৎ 'বাইবেলের (Joktan) য়োকতান ও আরবের কাহ্‌তান যে অভিন্ন, আরবদেশের এই জাতীয় বিবরণটী, অতি প্রাচীনকাল হইতে সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে চলিয়া আসিতেছে।'

আরবীয় কিংবদন্তি ও বাইবেলের বর্ণনা সমস্বরে বলিতেছে যে, নূহের পুত্র শেম বা শাম,

(১) এবনে-হেশাম, ১—৩৭ Forster ৮৮।
(২) ৮০ পৃষ্ঠা।
(৩) ৮৮ পৃষ্ঠা।

শামের পুত্র আর্‌ফখশদ এবং ইহার পুত্র শালহ। শালহের পুত্র আবের, আবেরের পুত্র য়োকতান। (১)

বাইবেলে কথিত হইয়াছে যে, এই য়োকতানের ১৩টী পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, ইহাদিগের নামগুলি এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুলিপি করিতে করিতে, এমনই বিগড়াইয়া গিয়াছে যে, বাঙ্গালা ইংরাজী বাইবেল দেখিয়া সেগুলির প্রকৃত উচ্চারণ নির্ণয় করা অসম্ভব। এই নামগুলির সহিত আলোচ্য সন্দর্ভের বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, আমরা প্রথমে আরবী ও পরে বাংলা বাইবেল হইতে সেগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

(১) المودا د অল্‌মোদদ্ (২) سالف শেলক (৩) حصرموت হৎসর্মাবৎ (৪) يارح যেরহ (৫) هدورم হদোরাম (৬) اوزل উষল (৭) دقلا দিক্ল (৮) عوبال ওবল (৯) ابيمايل অবীমায়েল (১০) سابا শিবা (১১) اوفير ওফীর (১২) حويلا হবীলা (১৩) يوباب যোবব। অধিকাংশ নামগুলি কিরূপে ক্রমে ক্রমে নূতন আকার ধারণ করিয়াছে, ইহা হইতে তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। আরবী অনুবাদক যে শব্দের অনুলিপি করিয়াছে حصرموت হছরামওছ, বাংলা অনুবাদক তাহাকে হৎসর্মাবৎ করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু মজার কথা এই যে, হিব্রু ভাষায় ث 'ছে' বর্ণই নাই। মূলে আছে বিন্দুহীন 'তা' ت সুতরাং তাহার প্রকৃত উচ্চারণ হইবে—থ, "th as in three" (২) সুতরাং আরবী অনুলিপিতে 'ছে' বর্ণের পরিবর্ত্তে ته বা থ হওয়া উচিত ছিল। (৩) ইহা স্বীকার না করিলে 'তে' বর্ণ লিখিতে হইবে, ছে কোন মতেই আসিতে পারে না। তাহা হইলে উহার প্রকৃত অনুলিপি হইবে حصرموته হছরামওথ অথবা حصرموت হছরামওৎ। পক্ষান্তরে 'জাদ' বর্ণ হিব্রু ভাষায় নাই, জাদ লিখিতে ছাদ বর্ণেরই ব্যবহার হইয়া থাকে। সুতরাং حصرموت হছরামওৎ ও حضرموت হজরামওৎ লেখায় কোন পার্থক্য নাই। সেই জন্য ইংরাজী অনুবাদকগণ 'Z জেড্' দ্বারা ঐ বর্ণের অনুলিপি করিয়াছেন। অতএব নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইতেছে যে, ঐ শব্দটী বাংলা অনুবাদকের অবোধগম্য হৎসর্মাবৎ নহে, বরং হজরামওৎ। য়োকতানের পুত্র এই হজরামওৎ 'এমন' ও 'ওম্মানি'র মধ্যবর্ত্তী যে স্থানে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, অদ্যাবধি সেই প্রদেশটী তাঁহারই নামে আখ্যাত হইয়া আসিতেছে। (৪)

---

(১) এবনে-হেশামের ভূমিকা এবং বাইবেলের আদি পুস্তক ১০ম অধ্যায়ের ২১ হইতে ৩১ পদ এবং ১ম বংশাবলীর ১ম অধ্যায়ের ১৭ হইতে ২৩ পদ দ্রষ্টব্য। পাঠকগণ ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, Y ও J এই দুই বর্ণের একটী প্রায়ই অন্যটীর স্থানে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বাইবেলের সর্ব্বত্র এই পরিবর্ত্তন দেখা যায়, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত নিয়ম।

(২) Hebreu Grammar—by Dr. I: R: Wolf ১ম পৃষ্ঠা।

(৩) এই হিসাবে 'বৌথল' লেখা হয়।

(৪) মা'জামুল-বোলদান, হাজরামাওৎ।

য়োক্‌তানের বংশধরগণ প্রায় সকলেই আরবে বাস করেন। আল্‌মোদাদের বংশধরগণের কথা টলেমীর প্রাচীন ভূগোলেও বর্ণিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—আল্‌মোদায়ী গোত্র Arabia Felix বা এমনের মধ্যদেশে বাস করে। হিব্রু ভাষায় দাল ও জাল বর্ণের পার্থক্য নাই, সুতরাং হাদোরাম বা হাজোরাম অভিন্ন। য়োক্‌তানের পুত্রগণের মধ্যে অধিকাংশই যে আরব দেশে বাস করিয়াছিলেন, একটু মনোযোগ সহকারে আলোচনা করিয়া দেখিলে, তাহা স্পষ্টতঃ জানা যাইবে। আলোচনার দীর্ঘসূত্রতা বর্জ্জন করার জন্য আমরা নমুনা দিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

য়োক্‌তান ফেলেগের ভ্রাতা, সুতরাং বাইবেল অনুসারে মোটামুটি ভাবে ধরা যাইতে পারে যে, খৃষ্টের ন্যূনাধিক ২২০০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, আজ হইতে চারি সহস্র এক শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে য়োক্‌তান বা তাঁহার পুত্রগণ আরবদেশে অধিবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। য়োক্‌তানী বা কাহতানী বংশীয়গণ, ক্রমে ক্রমে বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। হজরত এছমাইলের আগমনের পূর্ব্বে ইঁহারাই আরবের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসী হইয়াছিলেন। তাহার পর যখন বিবি হাজেরা হজরত এছমাইলকে লইয়া মক্কায় আগমন করিলেন এবং হজরত এবরাহিম ও এছমাইলের উদ্যোগে তথায় কা'বার প্রতিষ্ঠা হইল, এবং পরে হজরত এছমাইলের সন্তানাদি দ্বারা তাঁহার বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল, তখন নবাগত প্রবাসিগণকে আদিম অধিবাসীরা العرب المستعربة আরবে মোস্তা'রেবা Alieus or naturalized Arab. অর্থাৎ প্রবাসী বা অভ্যাগত আরব বলিয়া আখ্যাত করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, সঙ্গে সঙ্গে আরবদেশে দুইটী স্বতন্ত্র 'জাতির' সৃষ্টি হইয়া দাঁড়াইল। আদিম ও প্রবাসীদিগের মধ্যে পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য চিরকালই বিশেষ যত্ন সহকারে রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। আদিম অধিবাসিগণ নবাগতদিগকে মোস্তা'রেবা বা প্রবাসী বলিয়া অখ্যাত করিত, এবং ইহারা আবার পূর্ব্বেকার অধিবাসীদিগকে আদিম বা আরেবা বলিয়া বর্ণনা করিত। দুই জাতির মধ্যে ভাষা ও আচার ব্যবহারেরও যথেষ্ট পার্থক্য ছিল।

হজরত এবরাহিম ও হজরত এছমাইল উভয়ে মিলিয়া কা'বার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। সুতরাং খৃষ্টপূর্ব্ব ন্যূনাধিক ১৯শত বৎসর পূর্ব্বে মক্কায় কা'বা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এখন হইতে হিসাব ধরিলে ৩৮০০ বৎসর হইবে। এই ৩৮শত বৎসর পূর্ব্বে কা'বার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, বাইবেল অনুসারেও ইহা সপ্রমাণ হইতেছে। হজরত এছমাইলের বংশধরগণও বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়েন। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা যে কোরেশবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাও এছমাইল বংশের একটী শাখা-গোত্র।

একমাত্র আল্লার পূজা করিবার জন্য, জগতে সর্ব্বপ্রথমে পবিত্র কা'বা মন্দিরের

প্রথম মছজেদ।

প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, মুছলমানগণ এইরূপ দাবী করিয়া থাকেন। কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে :—

ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا و هدى للعلمين - فيه آيات بينات مقام ابراهيم - (آل عمران)

অর্থাৎ—নিশ্চয়ই সর্ব্বপ্রথম (উপাসনা) গৃহ, যাহা মানব সাধারণের নিমিত্ত নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা সেই—যেটী মক্কাতে (অধিষ্ঠিত), যাহা কল্যাণ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং যাহা জগৎবাসীর জন্য (মুক্তির) পথ প্রদর্শক। তাহাতে বহু স্পষ্ট নিদর্শন আছে। (যেমন) এবরাহিমের দাঁড়াইবার স্থান, এবং যে ব্যক্তি তাহাতে প্রবেশ করে সে নিরাপদ হয়।—আলে এমরাণ, ১০ম রুকু। হজরত এবরাহিম ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হজরত এছমাইল, সর্ব্বপ্রথমে আল্লার এবাদতের জন্য কাবাগৃহের প্রতিষ্ঠা করেন। আরবের সমস্ত জাতীয় কিংবদন্তি এবং কোর-আনের স্পষ্ট বিবরণ দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। কা'বার হজ্ ইত্যাদি প্রাগ্-এছলামিক প্রথাগুলির দ্বারাও এই সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রতিপাদিত হইতেছে। উপরে আলে-এমরাণ ছুরার যে আয়তটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, কা'বার একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান, আবহমান কাল হইতে 'মাকামে এবরাহিম' নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে। হজরত এবরাহিম ঐ স্থানে দাঁড়াইয়া এবাদত করিতেন বলিয়া তাহার এই নাম হয়। কা'বা যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ধর্ম্ম মন্দির, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কারণ যেরূশেলেমের মন্দির বা বাইতুল মোকাদ্দাছ হজরত এবরাহিমের বহু পরে, হজরত ছোলায়মান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বাইবেলে বর্ণিত হইয়াছে যে, "মিসর দেশ হইতে ইস্রায়েল সন্তানদের বাহির হইয়া আসিবার পর চারিশত আশি বৎসরে...শলোমন সদা প্রভুর উদ্দেশ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন।" (১) এদিকে হজরত এবরাহিমের সময় হইতে ইস্রায়েল সন্তানগণের মিসর বাসের সময় ৪৩০ বৎসর ধরা হয়। (২) সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, হজরত এবরাহিমের সময়ের ৯১০ বৎসর পরে যেরূশালেমের মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। জগতের অন্যান্য দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম মন্দিরগুলির অবস্থাও এইরূপ।

দুইটী সমস্যা।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে দুইটী অভিনব সমস্যার উদয় হইতেছে। মুছলমান ঐতিহাসিকের পক্ষে তাহার সমাধান না করিয়া অগ্রসর হওয়া, ন্যায় সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কোরআন শরীফের একটী আয়তে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত এবরাহিম প্রার্থনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—

ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع عند بيتك المحرم - (ابراهيم)

---

(১) রাজাবলি ৬ অধ্যায়।

(২) যাত্রা পুস্তক, ১২ অধ্যায়, ৪০ পদ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

"হে আমাদের প্রভু! আমি আমার সন্তান বিশেষকে, তোমার মহিমান্বিত গৃহের (কাবার) নিকটস্থ শস্যহীন প্রান্তরে অধিনিবেশিত করিয়াছি।" (১) মুয়রের ছুরভিসন্ধি দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া, আমাদের কোন কোন সম্ভ্রান্ত লেখক (২) বলিতেছেন যে, এবরাহিমের সময়ের পূর্ব্বেই যে কাবা মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল, এই আয়ত হইতে তাহা জানা যাইতেছে। কারণ, তাঁহার প্রার্থনা হইতে জানা যাইতেছে যে, আল্লার ঘর বা কা'বা এছমাইলের অধিবাস স্থাপনের পূর্ব্ব হইতেই তথায় অবস্থিত ছিল। ছুরা বকরে (১৫ রুকু) বর্ণিত হইয়াছে— و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل - (بقره) —বর্ণিত লেখক পূর্ব্ব কথিত সিদ্ধান্তের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য, ইহার অর্থ করিতেছেন—

حضرت ابراهيم اور اسماعيل بنيادوں كو اٹھاتے تھے - يعنے اسے دوبارہ بنارہے تھے -
(نكات القرآن - ص ۹۲)

অর্থাৎ :—হজরত এবরাহিম ও এছমাইল তাহার ভিত তুলিতেছিলেন—অর্থাৎ তাহাকে পুনরায় নির্ম্মাণ করিতেছিলেন।" সুতরাং তিনি প্রতিপাদন করিতেছেন যে কাবার মন্দির জীর্ণ বা ভগ্নাবস্থায় ছিল, হজরত এবরাহিম ও এছমাইল তাহার পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছেন মাত্র। অবশ্য লেখক এতদ্দ্বারা কাবার প্রাচীনত্ব প্রমাণ করিতে চাহেন। 'কাবা এবরাহিমের পূর্ব্বেকার মন্দির বলিয়া মনে হয়'—মুয়র সাহেবের এইরূপ কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তিনি আরবের প্রচলিত কিংবদন্তি ও সমস্ত ছহি হাদিছকে—যাহাতে বলা হইয়াছে যে হজরত এবরাহিম ও এছমাইল সর্ব্বপ্রথমে কাবা মন্দির নির্ম্মাণ করেন,—একদম অবিশ্বাস্য বলিয়া প্রমাণ করিতে চাহেন। হজরত এবরাহিমের প্রার্থনার স্থান ও কাল নির্ণয়ে গোলযোগ ঘটায়, বর্ণিত লেখক মহাশয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

মক্কায় হজরত এবরাহিমের আগমন সংক্রান্ত কোরআনের বিভিন্ন আয়ত ও সমস্ত হাদিছ, একসঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টতঃ জানা যাইবে যে, তিনি পুনঃ পুনঃ মক্কায় আগমন করিয়াছিলেন। কাবা নির্ম্মাণের পর, যেবার তিনি মক্কায় আগমন করেন, আলোচ্য প্রার্থনাটী সেই বারের। সুতরাং আর কোন সমস্যাই থাকিতেছে না। লেখক মহাশয় নিজের সিদ্ধান্ত সপ্রমাণ করার জন্য, আবু-জর কর্ত্তৃক বর্ণিত যে হাদিছের প্রথমাংশের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই হাদিছটী সম্পূর্ণ পড়িয়া দেখিলেই তাঁহার মতের অসমীচীনতা অবগত হওয়া যাইবে। আবু-জর বলিতেছেন, আমি হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, হে রছুলুল্লাহ! **পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথমে কোন্ মছজিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? হজরত বলিলেন—কা'বা।** আমি বলিলাম—তাহার পর কোন্‌টী? তিনি উত্তর করিলেন—বাইতুল-মোকাদ্দাছের (যেরূশালেমের)

---

(১) ছুরা এবরাহিম, ৬ রুকু।
(২) মৌলবী মোহাম্মদ আলী এম-এ, কোরআনের উর্দ্দু টীকা ২২৬ পৃষ্ঠা।

মছজিদ। আমি বলিলাম—এতদুভয়ের নির্ম্মাণ কালের ব্যবধান কত? তিনি বলিলেন—৪০ বৎসর। (১) 'এই ৪০ বৎসরের' মীমাংসা আমরা পরে করিব। এখানে পাঠক এইটুকু দেখিয়া রাখুন যে, লেখক যে হাদিছের অংশ বিশেষ (মোটা অক্ষরে মুদ্রিত) নিজের পক্ষের প্রমাণ স্থলে উদ্ধৃত করিতেছেন, তাহা হইতেই জানা যাইতেছে যে, যেরূশালেমের 'মছজেদে আকছা' নির্ম্মিত হওয়ার ৪০ বৎসর মাত্র পূর্ব্বে, কা'বার মছজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। (২)

কা'বাগৃহের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে আমরা যে দুইটী সমস্যার উল্লেখ করিয়াছিলাম, তাহার দ্বিতীয়টী এই যে, বায়তুল-মোকাদ্দছের মছজিদ বা মছজিদে-আকছা সর্ব্বপ্রথমে হজরত ইয়াকুব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, এবং হজরত ইয়াকুব হজরত এবরাহিমের কা'বা নির্ম্মাণের ৪০ বৎসর পরে এই প্রকার কাজ করার মত উপযুক্ত বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন। (৩) এই সিদ্ধান্ত দুইটী যথাক্রমে শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণের বিপরীত কথা।

দ্বিতীয় সমস্যা।

নাছাই আবদুল্লাহ-বেন-আমর-বেন-আছ হইতে, একটী ছহি (৪) হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ হাদিছে হজরতের প্রমুখাৎ উক্ত হইয়াছে যে, হজরত ছোলায়মানই বাইতুল-মোকাদ্দাছের মছজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইয়াকুবের প্রথম নির্ম্মাণ বা ছোলায়মানের পুনর্নির্ম্মানের কোন উল্লেখ সেখানে এবং (আমরা যতটা অনুসন্ধান করিতে পারিয়াছি) অন্য কোন হাদিছে নাই। তবরাণীও রাফে'-বেন-ওমায়রা হইতে, এই মর্ম্মের হাদিছই বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং এই পুনঃ নির্ম্মাণ কথাটার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে ছোলায়মান ইয়াকুবের নির্ম্মিত মছজিদের পুনর্নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই সিদ্ধান্তটীকে শাস্ত্রের হিসাবে সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিলেও, হজরত এবরাহিমের কা'বা নির্ম্মাণের ৪০ বৎসর পরে তাঁহার পৌত্র ইয়াকুব যে বায়তুল-মোকাদ্দছের মছজিদ নির্ম্মাণের যোগ্য হইয়াছিলেন, ঐতিহাসিক হিসাবে তাহা প্রমাণিত হয় না।

পূর্ব্বে কোরআনের আয়ত হইতে আমরা দেখিয়াছি যে, কা'বা নির্ম্মাণের পর, হজরত এবরাহিম যে দিন এছমাইলকে কোরবানী করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, সেই দিন তাঁহাকে ইয়াকুবের পিতা এছহাকের জন্মলাভের ভবিষ্যদ্বাণী জ্ঞাপন করান হয়। ইহার কিছুকাল —অন্ততঃ এক বৎসর পরে হজরত এছহাক জন্মগ্রহণ করেন। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ২৪ বৎসর বয়সে হজরত এছহাকের বিবাহ হইয়াছিল এবং বিবাহের এক বৎসর পরেই হজরত ইয়াকুব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন;—তাহা হইলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, কা'বা নির্ম্মাণের অন্ততঃ ২৬ বৎসর পরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। সুতরাং ৪০ বৎসরের হিসাব ধরিলে বলিতে

(১) বোখারী ১৩, ২৩৫ হইতে ২৪০ পৃষ্ঠা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।
(২) বোখারী, মোছলেম—মেশকাত ৭২ পৃষ্ঠা।
(৩) ফৎহুল-বারী—ঐ হাদিছের ব্যাখা, ১৩ খণ্ড ২৪০—৪১ পৃষ্ঠা।
(৪) এবনে-হাজর—ফৎহুল-বারী, ১৩—২৪০।

হইবে যে, চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের বালক ইয়াকুব, বাইতুল-মোকাদ্দাছের বিখ্যাত মছজেদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। 'অন্ততঃ পক্ষের' হিসাব ধরিলে এই কথা, নচেৎ নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে যে, কা'বা নির্ম্মাণের ৪০ বৎসর পরবর্ত্তী সময়ের মধ্যে ইয়াকুবের জন্মই হয় নাই, এমন কি তাঁহার পিতা হজরত এছহাক তখনও বালক মাত্র ছিলেন।

এখন স্বভাবতঃ এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে যে, তাহা হইলে কি বোখারীর বর্ণিত হজরতের এই উক্তিটী ভুল? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, হজরতের উক্তি কখনই ভুল নহে, তবে ৪০ বৎসর ব্যবধানের এই উক্তিটীকে হজরতের উক্তি বলিয়া নির্দ্ধারণ করা নিশ্চয়ই ভুল। বোখারীর এই হাদিছটী, মোছলেম ও এবনে খোজায়মা কর্ত্তৃক, বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। এই রেওয়ায়তগুলি একত্রে পাঠ করিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃ জানা যাইবে যে, ছাহাবী আবুজারের পূর্ব্ববর্ত্তী রাবী এবরাহিম তাইমী ও তাঁহার পিতা এবনে-এজিদের কথোপকথনের কতকটা অংশ, এমনই ভাবে হাদিছে সন্নিবেশিত হইয়া গিয়াছে যে, দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা একটু চিন্তা ও আলোচনা সাপেক্ষ। মূল ঘটনা এই যে, এবরাহিম ও তাঁহার পিতা, একদিন পথে বসিয়া পরস্পর কোরআন পাঠ ও শ্রবণ করিতেছিলেন। পিতা এবনে-এজিদের পাঠকালে একটা ছেজদার আয়ত বাহির হইয়া পড়ে। তিনি এই আয়ত পাঠ করিয়া সেই পথেই ছেজদা করিলে, পুত্র এবরাহিম ইহাতে আপত্তি করিলেন। এই ঘটনার পর পিতা এই হাদিছটী বর্ণনা করেন:—'রাবী এবনে-এজিদ বলিতেছেন, আমি আবুজরকে বলিতে শুনিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন—আমি হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, পৃথিবীর কোন মছজেদটী প্রথম? তিনি বলিলেন—মছজেদে-হারাম বা কা'বার মছজিদ। **আমি** বলিলাম—তাহার পর কোন্‌টী? **তিনি** বলিলেন—বাইতুল-মোকাদ্দাছের মছজিদ। **আমি** বলিলাম—উভয়ের মধ্যে কত দিনের ব্যবধান? **তিনি** বলিলেন—৪০ বৎসর। অতঃপর যেখানে তোমার নামাজের সময় উপস্থিত হয়, সেখানেই তাহা সমাধা করিবে, কারণ আসল পুণ্য হইতেছে নামাজ পড়াতে।' এখানে শেষের চারি স্থানে আমি ও তিনি সর্ব্ব নামের বিশেষ্য লইয়াই যত গোল বাধিয়াছে। সাধারণতঃ ইহা ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, এখানে আমি অর্থে মূল রাবী আবুজর, এবং তিনি অর্থে হজরত। কিন্তু আমাদের মত এই যে, এখানে প্রথম আমি অর্থে আবুজর এবং প্রথম তিনি অর্থে হজরতকে বুঝিতে হইবে, আর দ্বিতীয় আমি অর্থে পরবর্ত্তী রাবী এবনে-এজিদ এবং দ্বিতীয় তিনি অর্থে প্রথম রাবী আবুজরকে বুঝাইতেছে। অর্থাৎ প্রথম মছজিদ কাবা এবং দ্বিতীয় বাইতুল-মোকাদ্দাছ, এই দুইটী হজরতের উক্তি—সুতরাং অবশ্য বিশ্বাস্য হাদিছ। কিন্তু "আমি বলিলাম—উভয়ের মধ্যে কত কাল ব্যবধান?" ইহা এবনে-এজিদের উক্তি। এবনে-এজিদের এই প্রশ্নের উত্তরে আবুজর বলিতেছেন—'৪০ বৎসর', সুতরাং ইহা হাদিছ নহে।

সমস্যার সমাধান।

হাদিছ বর্ণনার সাধারণ নিয়ম এই যে, প্রথম রাবী বা ছাহাবী যখন নিজের ও হজরতের সহিত কথোপকথনের উল্লেখ করেন, তাঁহার পরবর্ত্তী রাবী তাহার বর্ণনা কালে "তিনি বলিলেন, —আমি বলিলাম" قال قلت এইরূপ ভাবে তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন। বোখারীর রেওয়ায়তে সর্ব্বপ্রথমে একবার মাত্র এইরূপ উল্লেখ আছে, পরন্তু আলোচ্য দুই স্থানে 'আমি বলিলাম' পদের পূর্ব্বে 'তিনি বলিলেন' এই পদের উল্লেখ নাই। কিন্তু যেহেতু মোছলেমের রেওয়ায়তে আলোচ্য উক্তিদ্বয়ের প্রথম উক্তির পূর্ব্বে قال قلت ثم اى "তিনি (প্রথম রাবী আবুজর) বলিলেন, আমি বলিলাম"—এই পদের উল্লেখ আছে, এই জন্য আমরা দুই কেতাবের রেওয়ায়ত একত্র মিলাইয়া, এই সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইতেছি যে, সেখানেও 'আমি বলিলাম'—এই পদটী প্রথম রাবী আবুজরের এবং তাহার উত্তর—অর্থাৎ 'তাহার পর বাইতুল-মোকাদ্দাছের মছজেদ' এই অংশটী—হজরতের উক্তি। বলা আবশ্যক যে, মোছলেমে ঐরূপ না থাকিলে, এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত হইত না। কিন্তু আমাদের মূল আলোচ্য শেষোক্ত স্থলে মোছলেমের বর্ণনাতেও 'আমি বলিলাম' পদের পূর্ব্বে قال বা 'তিনি বলিলেন' পদের উল্লেখ নাই। সুতরাং চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই বলিতে বাধ্য হইবেন যে, এখানে আমি অর্থে এবনে-এজিদ এবং 'তিনি বলিলেন' অর্থে প্রথম রাবী আবুজর বলিলেন, এরূপ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব আমরা দেখিলাম যে, 'কাবা ও বাইতুল-মোকাদ্দাছ নির্ম্মাণের মধ্যে ৪০ বৎসরের ব্যবধান'—এই উক্তিটী রাবী আবুজরের, ইহা কথনই হজরতের উক্তি নহে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এছলামের পূর্ব্বের অবস্থা।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জন্মকালে, ধর্ম্ম নীতি ও সভ্যতার দিক দিয়া, জগতের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় ছিল, পৃথিবীর তিন মহাদেশ এসিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপ যে তখন কিদৃশ লোমহর্ষণ মহাপাতকে জর্জ্জরিত হইতেছিল, জগদ্বাসী তখন ধর্ম্মের নামে যে কি প্রকার অনাচার ও অত্যাচারের সৃষ্টি করিয়া নিজেদের মানব জীবনকে অভিশপ্ত ও কলুষিত করিতেছিল; ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহার বিস্তৃত বিবরণ বিদ্যমান রহিয়াছে। এছলাম আসিয়া জগতের—বিশেষতঃ আরবের—কি সংস্কার সাধন করিয়াছিল, তাহার আলোচনা আমার এই পুস্তকের উপসংহার ভাগে করিব। হজরতের জন্মকালে পৃথিবীর মহাদেশ ও মহাজাতিগুলির ধর্ম্মগত এবং নৈতিক ও সামাজিক জীবন যে কিরূপ অধঃপতিত ও কলুষিত হইয়াছিল, সেখানে তাহারও সম্যক আলোচনা করা হইবে। এই পরিচ্ছেদে, অতি সংক্ষেপে তাহার আভাস দিয়া রাখিব মাত্র।

খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে, জগতে ধর্ম্ম নীতি ও মানবতার যাবতীয় মহান বৃত্তি, পাপের অনাচারের ও আত্মবিস্মৃতির বিভীষিকাময় তমসাজালে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই ঘোর অন্ধকার যুগে পাপ দুর্নীতি ও অন্ধবিশ্বাসের নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া মানবের সমস্ত জ্ঞান সমস্ত বিবেক ও তাহার সকল প্রকারের ন্যায়ান্যায় বিবেচনা—সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তথাকথিত ধর্ম্মশাস্ত্র ও মহাজনগণের জীবনীর উপকথাগুলি লইয়া জগৎময় কেবলই শয়তানের জয়জয়কার হইতেছিল।

শিক্ষা সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের প্রাচীনতম আবাসভূমি ভারতবর্ষ, তখন বেদের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া, নিজের নিমিত্ত কোটি কোটি ঈশ্বরের সৃষ্টি করিয়া লইয়াছিল।

ভারতবর্ষ।

প্রাচীন মুনি ঋষিগণের সেই উদার ও মহান্ সাম্যবাদের উপর, সংহিতাকারগণের কঠোর নির্ম্মম শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে অধিকার বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল। "সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং" বলিয়া, সাম্যের অতিরঞ্জনে, যাহারা সমস্ত সৃষ্টিতেই ব্রহ্মত্বের আরোপ করিয়া 'নর নারায়ণের' সেবাকেই মুক্তির মহত্তম উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছিল,

তাহাদের দেশে এবং তাহাদেরই সন্তানগণ, মনু অত্রি প্রভৃতি সংহিতাকারের ব্যবস্থামতে, আল্লার কোটি কোটি সন্তানকে শৃগাল কুকুর ভেক মূষিক এবং শূকর গর্দ্দভ অপেক্ষাও ঘৃণিত বলিয়া মনে করিতেছিলেন। পুরোহিত যাজকগণকে তখন 'পরমব্রহ্মের' আসনে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, এবং তাঁহারা যাহা বলিতেন—নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে নির্ম্মম ব্যবস্থা প্রদান করিতেন, তাহাই তখন ঈশ্বরের আদেশ ও 'বেদবাক্য' বলিয়া গৃহীত হইত। সেই অন্ধকার-যুগে শূদ্র ও অন্ত্যজ বলিয়া মানব সন্তানের প্রতি যে সকল নির্ম্মম ও পাশবিক ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। যে বেদকে তাঁহারা জ্ঞানময় পরম ব্রহ্মের মহীয়সী বাণী বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, শূদ্র অন্ত্যজ এবং নারীগণের পক্ষে তাহার একটী বর্ণ উচ্চারণ করার, এমন কি শুনিবারও অধিকার ছিল না। তপজপ, তীর্থযাত্রা সন্ন্যাস মন্ত্রসাধন দেবতার আরাধনা—স্ত্রী শূদ্রাদি ইহা করিলে পতিত হইয়া যাইবে, এমন কি রাজা অবিলম্বে তাহাকে বধ করিবেন। (১) শূদ্র ক্রীতদাসাপেক্ষা ঘৃণিত জীবন যাপন করিবে, ব্রাহ্মণের সেবা করিবে। 'অর্থোপার্জ্জনে সক্ষম হইলেও সে তৎসঞ্চয়ার্থ যত্নবান হইতে পারিবে না।' মানবতার কোন উত্তম কাজে বা মহৎ চিন্তায় তাহার অধিকার নাই। বেদ শ্রবণ করিলে তাহার কানে সীসা গলাইয়া ঢালিয়া দিবার কঠোর ব্যবস্থা। রাজনীতির হিসাবে ঘোষণা করা হইল যে 'ন শরীরো ব্রাহ্মণস্য দণ্ডঃ'—অতএব ব্রাহ্মণ শূদ্রকে হত্যা করিলে কার্য্যতঃ তাহার দণ্ড নাই, কিন্তু শূদ্র যদি ব্রাহ্মণের দিকে একটু মাথা উঁচু করিয়া তাকায়, তাহা হইলেই তাহার মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা। এইরূপে ভারতের কোটি কোটি মানবকে স্থায়ীভাবে দাস জাতিতে পরিণত করা হইয়াছিল। ক্রীতদাসের প্রভু যদি তাহাকে মুক্তিদান করেন, তাহা হইলে তাহার স্বাধীনতার আর কোন বাধা থাকে না। কিন্তু ভারতবর্ষের ব্যবস্থা ছিল যে, হতভাগ্য 'শূদ্র স্বামী কর্ত্তৃক মুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবেনা।' মুষ্টিমেয় স্বার্থপর শাস্ত্র-কারেরা এই দেশের মনুষ্যত্বের অধিকারকে এমনই নির্ম্মমভাবে ক্ষুণ্ণ করিয়াছিল যে, নিজের গৃহপালিত গাভীর দুগ্ধটুকুও সে বা তাহার সন্তাগণ পান করিতে পারিবে না। কারণ শাস্ত্রে আছে, ব্রাহ্মণ সুরাপান করিলে যেরূপ দণ্ডের যোগ্য হইবেন, পঞ্চগব্য পান করিলে শূদ্রেরও সেইরূপ দণ্ড হইবে। এই সকল ছিল সে যুগের ব্যবস্থা। নীতির দিক দিয়া সে সময় ভারত-বর্ষের যে পতন হইয়াছিল, সেই সকল বীভৎস বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করিব না।

ধর্ম্মের দিক দিয়া ভারতবর্ষ তখন ঘোর পৌত্তলিক ও জড়োপাসক হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা গুরুপুরোহিতের পূজা করিত, চন্দ্র-সূর্য্যের পূজা করিত, ইট পাথরের পূজা করিত, স্বহস্ত নির্ম্মিত পুতুলে ঈশ্বরত্বের আরোপ করিয়া তাহার পূজা করিত। এই পূজার জন্য তাহারা অসংখ্য দেবদেবী কল্পনা করিয়া লইয়াছিল। ইহা ব্যতীত, তাওহিদ বা একত্ববাদকে

(১) অত্রি সংহিতা, ১৩৫ ও ১৯।

ত্যাগ করিয়া তাহাদের মন ও মস্তিষ্ক এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল যে, তাহারা আপনাপেক্ষা শক্তিশালী বা বড় রকমের কিছু একটা দেখিলে, তাহার পূজা করিতে আরম্ভ করিত। একটা বড় গাছ দেখিলে, একটা শক্তিশালী ষাঁড় দেখিলে, একটা উচ্চ পর্ব্বত দেখিলে, একটা বৃহৎ নদী দেখিলে, একটা অনিষ্টকারী সর্প দেখিলে, অমনি তাহার মাথা নীচু হইয়া আসিত। তাহাদের কন্যা-হত্যা নারী-হত্যা ইত্যাদি সামাজিক অধঃপতন ও কুসংস্কারাদির কথা সকলেই অবগত আছেন।

কনফিউসস চীনের প্রথম ও প্রধান সংস্কারক বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। কিন্তু আলোচ্য সময়ে তাঁহার শিক্ষার সমস্ত প্রভাবই সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছিল। বুদ্ধদেবের দুর্ব্বোধ্য ঈশ্বরবাদ বা অবোধ্য নিরীশ্বরবাদ ও নির্ব্বাণতত্ত্ব, তখন কতিপয় তার্কিকের বাদ প্রতি-

চীনের অবস্থা।

বাদের উপকরণে পরিণত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার সমস্ত শিক্ষার সার ও নির্য্যাস স্বরূপ—সেই 'অহিংসা পরমোধর্ম্মের' ঝঙ্কার কার্য্যতঃ থামিয়া গিয়াছিল। যে বহু ঈশ্বরবাদের বিষময় ফল নিবারণ করার নিমিত্ত তিনি আপেক্ষাকৃত নিরাপদ নিরীশ্বরবাদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কতিপয় ভিক্ষুর পুঁথি পত্রে তাহা সীমাবদ্ধ হইয়া রহিল—এবং দূর প্রতীচ্যের এই সকল অধিবাসী অংশীবাদ বহুঈশ্বরবাদ এবং পৌত্তলিকতার বাজারে দুনয়ার সমস্ত পৌত্তলিক জাতিকে পরাজিত করিয়া ফেলিল। অন্যান্য দেশের পৌত্তলিকগণ মানুষকে আল্লার অবতার বলিয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহারা দেশের রাজাদিগকে বংশপরম্পরাক্রমে স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। কেবল ইহাই নহে, বরং মানবের প্রত্যেক অভাব অভিযোগের প্রতিকারের জন্য ঐ রাজার অধীনে বহু সহকারী ঈশ্বরও গড়িয়া লওয়া হইয়াছিল। দেশে ঠাকুর-দেবতাদিগের যত প্রতিমূর্ত্তি ছিল, সে সমস্তই ক্রমে ক্রমে 'রাজা ঈশ্বরের' মন্ত্রণাসভা ও শাসন-পরিষদের সদস্যরূপে মনোনীত হইল। তাঁহাদের কোন বিষয়ে ত্রুটী হইলে, 'রাজা ঈশ্বর' স্ব-পরিষদের অধস্তন ঈশ্বররূপী পুতুলগুলিকে দণ্ড দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

পারস্যের অবস্থাও তখন ঠিক এইরূপ। ইরাণের ধর্ম্মবিপর্য্যয়ের ইতিহাসে 'মজদিস্তনী' ধর্ম্মের নাম দেখা যায়। এই ধর্ম্মাবলম্বীরা অহুরা মজদা বা জ্ঞানময় পরমব্রহ্ম বলিয়া একটী ঈশ্বরকে স্বীকার করিতেন। তবে, তাঁহাদের মতে বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াদি কার্য্য اسپنتا مینیو বা ষড় দেবাত্মার উপর নির্ভর করিতেছে। এই ষড় দেবাত্মা যে আল্লারই সৃষ্ট, আবেস্তায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। (১) রাজা খোর্স পারস্যের উত্তর বিভাগ বা মিডিয়া জয় করার পর, এই বিশ্বাসের বিপর্য্যয় ঘটিতে আরম্ভ হয়। পৌত্তলিকদিগের সহিত প্রতিবেশ

পারস্য।

ঘটার ফলে, এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতিক প্রভাবে, তখন জড়পূজা অতি প্রচণ্ড বেগে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ লাভ করে;—অগ্নি ও সূর্য্য তখন তেজময় জ্যোতির্ম্ময় পরম

(১) আবেস্তা প্রথম—১, ১০—১৯।

ব্রহ্মের আসন অধিকার করিয়া বসে। ক্রমে তাহাদের মধ্যে এই যুক্তিবাদের সৃষ্টি হইল যে, মঙ্গল ও অমঙ্গল একই ঈশ্বরের সৃষ্টি হইতে পারে না। কাজেই তখন স্থির করিয়া লওয়া হইল যে, মঙ্গল ও অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্ত্তা দুই জন স্বতন্ত্র ঈশ্বর। যিনি মঙ্গলের সৃষ্টিকর্ত্তা, তাঁহার নাম হইল—ইজদ আর অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের নাম দেওয়া হইল— আহরমন। এইরূপে মজদিস্তানী ধর্ম্মের জ্ঞানময় অদ্বিতীয় পরমব্রহ্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া লওয়া হইল।—

ব্রহ্মজ্ঞানের বা তাওহিদের এতাদৃশ ব্যভিচার ঘটিলে, মানবের মন ও মস্তিষ্ক আলোক এবং শক্তির মূলকেন্দ্র আল্লাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে, এবং তাহার উপর শয়তানের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব বিরাজ করিতে থাকে। ইহা স্বাভাবিক ও ঐতিহাসিক সত্য। পারস্যবাসীরাও কর্ম্মফলের এই প্রাকৃতিক প্রতিক্রিয়ার হাত এড়াইতে পারে নাই,—এবং ইহারই ফলে জগতের সকল প্রকার অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কার ও দুর্নীতি আসিয়া তাহাদের দুর্ব্বল হৃদয়গুলিকে একেবারে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। এই সময় পারস্যে মজদকীয় নামক এক অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। এই ধর্ম্মের প্রধানতম সাধ্য ও প্রতিপাদ্য বিষয় এই ছিল যে زر زمین زن জন, জমিন জর বা কামিনী-কাঞ্চন ও ভূমিতে পুরুষ মাত্রেরই সমান অধিকার। এই শ্রেণীর আন্দোলনের ফলে তখন পারস্যের ধর্ম্মনীতি ও মানবতা যে কিরূপ শোচনীয় ও কলুষিত হইয়া পড়িয়াছিল, সেই রোমাঞ্চকর বীভৎস ব্যাপারগুলির বিস্তৃত বিবরণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হইয়া আছে।

এহুদী জাতি।

এহুদী জাতির অবস্থাও তখন শোচনীয়। এক দিকে তাহারা কর্ম্ম বিমুখ হইয়া অহর্নিশ কেবল মসিহের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। মসিহ আসিয়া তাহাদের মুক্তিসাধন করিবেন, সমস্ত জগতের উপর আবার এহুদীদিগের রাজত্ব ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন, এই আশায় অলসভাবে বসিয়া আছে। অন্য দিকে এই আলস্য ও কর্ম্ম বিমুখতার ফলে স্বর্গের সমস্ত অভিশাপ আসিয়া তাহাদিগের মধ্যে পুঞ্জীকৃত হইয়া যাইতেছে। তাহারা তখন নিজেদের ধর্ম্মশাস্ত্র হারাইয়া, হজরত মুছার মূল উপদেশ বিস্মৃত হইয়াছে। বস্তুতঃ তখন তাহারা আত্মহারা হইয়া সর্ব্বস্বহারা হইয়া পড়িয়াছে। পৌরহিত্য ধর্ম্ম ও পৌরাণিক আজগৈবী গল্পগুজব লইয়া নাড়া চাড়া করা, নিত্য নিত্য ব্যবস্থা শাস্ত্রের বজ্র-বাঁধনকে কঠোর হইতে কঠোরতরে পরিণত করা, তখন তাহাদের ধর্ম্মের প্রধান সাধনা। এজন্য আত্মদ্রোহ, বিসম্বাদ ও শাস্ত্রীয় জালীয়াতীর-ব্যবসা তাহাদের মধ্যে উৎকট হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। খৃষ্টানদিগের সহিত বাদ প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, যীশুর জন্ম ও স্বর্গারোহণ ইত্যাদি সংক্রান্ত খৃষ্টানী কুসংস্কারগুলি সম্বন্ধে তাহারা অতি কঠোর ও তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল। জারজ, শাস্ত্রদ্রোহী কাফের ইত্যাদি বলিয়া—ধর্ম্মদ্রোহের নিমিত্ত অভিশপ্ত মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পাপাত্মা বলিয়া, যীশু সম্বন্ধে তাহারা অতি নিকৃষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করিতেছিল। পুরোহিত বা রাহেবগণই তখন তাহাদের ঈশ্বর, তাহাদের রচনাগুলিই তখন তাহাদের শাস্ত্র, এবং মানুষের জ্ঞান বিবেক ও

স্বাধীন চিন্তা তখন ঐ কল্পিত ঈশ্বর ও কল্পিত শাস্ত্রের নিস্পেষণে পড়িয়া, মুমূর্ষু অবস্থায় মুক্তিদাতার জন্য আর্ত্তনাদ করিতেছিল।

খৃষ্টান-জগতের অবস্থা তখন আরও শোচনীয়। যীশুর প্রকৃত শিক্ষা তখন জগৎ হইতে লুপ্ত হইয়াছে এবং কতিপয় কল্পিত কিংবদন্তি মাত্র সম্পূর্ণরূপে তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে।

খৃষ্টান ধর্ম্ম।

তাহারা তখন শাস্ত্রের নামে এবং সাধুগণের দোহাই দিয়া এই বিশ্বাসের প্রচার করিতেছে যে, পিতা সম্পূর্ণ ও একজন স্বতন্ত্র ঈশ্বর, পুত্র যীশু একজন স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ ঈশ্বর, এবং পবিত্রাত্মা আর একটী স্বতন্ত্র ও সম্পূণ ঈশ্বর। এক নম্বর ঈশ্বরের আদেশ মতে, দুই নম্বর ঈশ্বর যীশুর মাতা মেরী তিন নম্বর ঈশ্বর পবিত্রাত্মা কর্ত্তৃক গর্ভবতী হইয়া যীশুকে প্রসব করিয়াছিলেন। অথচ এই তিনটী স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ ঈশ্বর আবার একত্রে এক সম্পূর্ণ ঈশ্বর! তখন পৌত্তলিকতার স্রোত অতি প্রচণ্ড বেগে তাহাদিকে অধঃপাতের দিকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছিল। যীশুর সঙ্গে তাঁহার মাতা মেরীর মূর্ত্তিপূজা, এবং ক্রমে ক্রমে পল পিটার্স প্রভৃতি 'সাধুগণের' প্রতিমূর্ত্তিও ভজনালয়ে স্থাপিত এবং প্রকাশ্য ভাবে পুজিত হইতে লাগিল। নামে খৃষ্টান হইলেও প্রকৃত পক্ষে তাহারা পোল-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। খাদ্যাখাদ্যের বিচার তাহাদিগের মধ্য হইতে একেবারে উঠিয়া গিয়াছিল। তখন সভা করিয়া ভোট লইয়া শাস্ত্র নির্ব্বাচন করা হইত। স্বর্গের পাসপোর্ট (ছাড়পত্র) একমাত্র পোপের আলমারীর মধ্যে বন্ধ করা ছিল। পোপ ঈশ্বরের অবতার বা স্বয়ং ঈশ্বর, সর্ব্বময় কর্ত্তা। খৃষ্টানদিগের দ্বারা সৃষ্ট পুষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত মিথ্যা ও মূর্খতার বিপক্ষে টুঁ শব্দটী করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। এজন্য ধর্ম্মের নামে যে সকল নরহত্যা এবং অত্যাচার করা হইয়াছে, সেই সকল লোমহর্ষণ ব্যাপার পাঠ করিতে শরীর শিহরীয়া উঠে। জগতে অনাচারের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের জন্য, ইহারা এই অভিনব মতের সৃষ্টি করে যে, ইহ-জগতে কি আর পর-জগতে কি, কর্ম্মফল বলিয়া কিছুই নাই, পাপ পুণ্যের দণ্ড বা পুরস্কার নাই। যীশু সকলের পাপভার লইয়া আত্মবলিদান করিয়াছেন, তাহাতেই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে। ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করিলেই—একদম মুক্তি। লক্ষ মহাপাতকের জন্যও আর তোমাকে ইহ-পরকালে একবিন্দুও বেগ পাইতে হইবে না। এই সকল বিশ্বাস লইয়া তাহারা দুনিয়াময়, অজ্ঞানতার গাঢ় অন্ধকারকে গাঢ়তম করিতেছিল। ক্রীতদাসদিগের প্রতি তাহাদের ব্যবহার কিরূপ নির্ম্মম ছিল, নারীজাতিকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করিয়া কিরূপে তাহাদিগকে মনুষ্যত্বের সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছিল এবং এছলাম প্রচারিত হওয়ার পর (একমাত্র এছলামেরই পুণ্য প্রভাবে) খৃষ্টান ধর্ম্মে, তাহাদিগের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে এবং বর্ণিত অনাচার অত্যাচারের কিরূপ সংস্কার হইয়াছিল, যথাস্থানে তাহা প্রমাণাদিসহ সম্যকরূপে প্রদর্শিত হইবে।

ফলতঃ জগতে তখন গাঢ় অন্ধকার—ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন অমানিশার সর্ব্বব্যাপী সূচীভেদ্য

অন্ধকার! সে অন্ধকারে সহস্র প্রকার হিংস্র জন্তুর শয়তানী বুভুক্ষা, জ্বালাময় বিষ নিশ্বাস,—লক্ষ দৈত্য দানবের তাণ্ডব নৃত্য—'আজাজীলের' বীভৎস লীলা। নিজের সমস্ত অকল্যাণ ও বিভীষিকা লইয়া যখন এই অন্ধকার সকল অমঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছিল, তখন প্রকৃতি স্বরচিত ইতিহাসের একটি পুরাতন পৃষ্ঠা উন্মোচন করিয়া, শূন্য স্থানে নূতন নাম বসাইবার জন্য আবেশ-অবশদেহে আরব দেশ-মাতৃকার মুখপানে তাকাইলেন। অমাবস্যা যেন বলিল, আমি নকিব—নবীন সুধাকরের আগমন বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছি।

আরবের শোচনীয় অবস্থা।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরবদেশের অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, এবং হজরত তাহার সংস্কার সাধন করিয়া তাহাকে ব্রহ্মজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, মনুষ্যত্ব ও মহত্বের কোন্ উচ্চতম আসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, ইহার বিস্তৃত আলোচনা উপসংহার ভাগে করা হইবে। আরবদেশের অতি প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক ভৌগলিক বৃত্তান্তের আলোচনায়ও, আমরা সময়ক্ষেপ করিব না। কারণ, আমাদিগের আলোচ্য বিষয়ের জন্য তাহার বড় একটা দরকার নাই। বিশেষতঃ পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, আরবের বিভিন্ন ভগ্নস্তূপ ও বিভিন্ন স্থলের ভূগর্ভ হইতে যে সকল শিলালিপি ও অন্যান্য নিদর্শন আবিষ্কার করিয়াছেন (১) তৎসংক্রান্ত আলোচনা ও বাদানুবাদ এখনও শেষ হয় নাই। কোরআনের অনুবাদে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

হজরতের জন্ম গ্রহণের প্রাক্‌কালে, সমস্ত আরব ধর্ম্মহীনতা এবং নানা প্রকার অনাচার অত্যাচারে জগতের সমস্ত অনাচারকে পরাজিত করিয়া ফেলিয়াছিল। পৌত্তলিকতা জড়পূজা ও অংশীবাদ বহুদিন হইতেই তাহাদের মধ্যে প্রসার লাভ করিয়াছিল। তাহারা আল্লার নাম অনবগত ছিল না বটে, কিন্তু সকল দেশের পৌত্তলিকগণ যেমন, মাথার উপর একজন 'উপর-ওয়ালা'তে মুখে বিশ্বাস করিয়াও, পৌত্তলিকতায় ও অংশীবাদে লিপ্ত হইয়া থাকে, আরববাসী-গণও সেইরূপ মুখে আল্লার নাম করিলেও, নিজেদের স্বহস্ত নির্ম্মিত পুতুল প্রতিমাতে ঈশ্বরত্বের সকল গুণের ও সমস্ত শক্তির আরোপ করিয়া তাহার পূজা করিত। এই পূজাতে তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল,—পার্থিব আপদ বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া বা পার্থিব কল্যাণ লাভ করা। পরকাল বা পরজীবনে তাহারা বিশ্বাস করিত না। আত্মা যে অবিনশ্বর এবং মৃত্যুর পরও যে তাহা মানবজীবনের কর্ম্মফল-জনিত সুখ-দুঃখ ভোগ করে, পরকাল বলিয়া যে একটা কিছু আছে, পাশবিক বৃত্তি সমূহের চরিতার্থ করা ব্যতীত মানবজাতির জন্য যে একটা নীতি ও ধর্ম্মের শাসন আছে, এ সকল কথা তাহারা জানিত না,—বুঝিত না। কোরআনে আরববাসীদিগের প্রতিবাদ ছলে যে সকল আয়াৎ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠে জানা যায় যে, তখনকার আরব কতকটা

(১) জর্জিজিদান, আল-আরব ভূমিকা।

নাস্তিক কতকটা পৌত্তলিক এবং কতকটা অংশীবাদী ছিল। পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্মান করিতে করিতে, ক্রমে তাহাদের সেই সম্মান ও ভক্তি ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। এমন কি, কালে অংশীবাদ ও পৌত্তলিকতার প্রধানতম শত্রু হজরত এবরাহিমের প্রস্তরমূর্ত্তিও তৌহিদের আদিকেন্দ্র কা'বা-মছজিদে প্রতিষ্ঠিত ও পুজিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। কথিত আছে যে, সে সময় কা'বায় ৩৬০টী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

মক্কাবাসী নিত্য নূতন বিগ্রহের পূজা করিত। কা'বা হইতে দূরে অবস্থিত পল্লীর লোকেরা, সেখান হইতে প্রস্তরখণ্ড লইয়া গিয়া আপনাপন গ্রামে বা গৃহে সেগুলিকে 'প্রতিষ্ঠিত' করিত এবং আমাদের দেশের শালগ্রাম শিলার ন্যায় সেগুলির পূজা করিত। গ্রহবৈগুণ্যাদির শান্তির জন্য কল্পিত ভূত-প্রেতাদি পূজা পদ্ধতিও আরবদেশে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। পুতুল-পূজা প্রেত-পূজা ইত্যাদি ব্যতীত বড় বড় গাছপালার পূজা করার প্রথাও তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। (১) মন্ত্র, তন্ত্র, যাদু, টোটকা দ্বারা এবং তাবিজ ও কবচ ধারণ করিয়া 'উপরি দৃষ্টি' হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাহারা সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত থাকিত। ধর্ম্মের ও পূজা-পাঠের আবশ্যক তাহাদের কেবল এই সকল কারণেই ছিল। নচেৎ তাহাদের ধর্ম্মের সহিত পরকালের, আধ্যাত্মিকতার এবং মুক্তির বা নীতির কোনই সম্বন্ধ ছিল না। দুনয়ার যত কুসংস্কার, যত অন্ধবিশ্বাস, সমস্তই তাহাদের মধ্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল। দেশাচার তাহাদের প্রধান ধর্ম্ম, তাহা যতই মন্দ হউক না কেন, তাহারা তাহা ত্যাগ করিতে পারিত না। 'আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এইরূপ করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং তাহা কোন মতেই ত্যাগ করা যাইতে পারে না'—জ্ঞান ও বিবেকের এই শোচনীয় অধঃপতনের সমস্ত লা'নতই তাহাদিগের মন ও মস্তিষ্ককে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছিল।

যাহাদের ধর্ম্মজীবনের অবস্থা এরূপ, তাহাদিগের নৈতিক অবস্থা যে কতদূর শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। অধিক কথা কি, ব্যভিচার যে দূষণীয়, এইরূপ চিন্তাও বোধ হয় তাহারা করিতে পারিত না। পুং মৈথুন, নারীর অস্বাভাবিক মৈথুন ও পশু মৈথুন, এ সকল তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ও নির্দ্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত। একদিকে একজন পুরুষ অসংখ্য নারীর পাণিগ্রহণ করিয়া বা তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক স্ত্রী ও দাসীতে পরিণত করিয়া আপনার পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিত—অন্যদিকে একই নারী একই সময় বহু পুরুষের সহিত পরিণীতা হইয়া পৃথিবীতে নরকের সৃষ্টি করিত। স্বীয় গর্ভধারিণী জননী ব্যতীত, অপর কোনও নারী, এমন কি সহোদরা ভগ্নী ও বিমাতা পর্য্যন্ত তাহাদের অগম্য ছিল না। পিতার মৃত্যুর পর, তাহার অন্যান্য তৈজষপত্র ও পশুপালের ন্যায়, পুত্রগণ তাহার স্ত্রী কন্যাদিগকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইত এবং অবাধে সেগুলিকে 'ভোগ' দখল করিত। ফলতঃ ব্যভিচার

(১) বলুগুল-আরব, ১—৩৮২।

তখন নির্দ্দোষ বলিয়া পরিগণিত হইত এবং তখনকার আরবগণ এই ব্যভিচারেরও এমন শোচনীয় পরিণতি করিয়াছিল, যাহা দেখিয়া শয়তানের শরীরও বুঝি রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত!

সেকালে, অন্যান্য দেশের ন্যায়, আরবেও দাসদাসীদিগের অবস্থা অত্যন্ত মর্ম্মবিদারক হইয়াছিল। কোন নরনারী ও বালকবালিকাকে, বলপূর্ব্বক ধরিয়া বা চুরি ও লুণ্ঠন করিয়া আনিতে পারিলেই, সে বংশপরম্পরাক্রমে লুণ্ঠনকারীর দাসদাসীতে পরিণত হইয়া যাইত। এই দাসদাসীগুলি প্রভুদিগের খেয়াল ও পাশবপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য, তাহার প্রত্যেক আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইত। প্রভু ইচ্ছা করিলে, কোন বন্দী দাসকে লইয়া ঠাকুর বিগ্রহের দরবারে বলিদান করিতে পারিত। তাহাদিগের দ্বারা সকল প্রকার পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিতে পারিত। প্রভুর ইচ্ছাক্রমে আবার ঐ হতভাগ্য নরনারী ও বালকবালিকাগণ, আরবের হাট বাজারে ছাগ-মেষাদি পশুর ন্যায় বিক্রীত হইয়া যাইত। একদিকে এই অবস্থা, অন্যদিকে এই হতভাগাদিগকে কঠোর পরিশ্রমের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইত। তাহারা বংশানুক্রমে কঠোর পরিশ্রম করিয়া যে আয় করিত, তাহাতে তাহাদের কোনই অধিকার ছিল না, সে সমস্তই প্রভুর। কদর্য্য খাদ্য ও সামান্য পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে চিরকালই সন্তুষ্ট থাকিতে হইত। ইহাতে আবার যদি কোনক্রমে কোন কার্য্যে সামান্য একটুও ক্রটী হইয়া যাইত, তাহা হইলেই কোঁড়ার আঘাতে তাহাদের পিঠের চামড়া ফাটিয়া দর-বিগলিতধারে রুধির-ধারা নির্গত হইতে থাকিত।

নারী-নির্য্যাতনের এই নির্ম্মম চিত্র এবং নিজেদের পাশবতার এই সব বীভৎস আদর্শ যুগপৎভাবে তাহাদিগের চক্ষুকে ঝলসিত করিয়া দিত কেবল সেই সময়, যখন তাহারা এই অবস্থার মধ্য দিয়া নিজেদের কন্যাদিগের ভবিষ্যৎ দুর্গতির স্পষ্ট দৃশ্য দর্শন করিতে পারিত। কাজেই কন্যাদিগকে হত্যা করিয়া, তাহাদিগকে জীবন্ত ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়া তাহারা এই আপদের দায় হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিত। এজন্য পিতা, পল্লী হইতে দূরবর্ত্তী প্রান্তরে পূর্ব্ব হইতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখিত এবং হতভাগিনী জননীকে প্রবঞ্চিত করিয়া কন্যাকে লইয়া সেই গর্ত্তে ফেলিয়া দিত। তাহার পর উপর হইতে গুরুভার প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া তাহার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া দিত। আতঙ্কে আড়ষ্ট শিশুকন্যা রক্ষা পাইবার জন্য বাপ বাপ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে, আর পশ্বাধম পিতা উপর হইতে পাথর মারিয়া তাহার মস্তক চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতেছে, এই মর্ম্মবিদারক দৃশ্যের বহু বিস্তৃত বিবরণ হাদিছে বর্ণিত আছে। কালে তাহাদের রুচি এতই বিকৃত হইয়া যায় যে, কেবল ভরণ পোষণের ঝঞ্ঝাট এড়াইবার জন্যও তাহারা শিশু কন্যাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিত।

মদ্যপান ও জুয়াখেলা আরবের আনন্দ ও আমোদের বস্তু—সর্ব্বপ্রধান উপকরণ। সে সময় মদ্যের স্রোতে সমস্ত আরবদেশই ভাসিয়া যাইতেছিল। মদ্যপান ও জুয়াখেলার

প্রাদুর্ভাবের স্বাভাবিক কুফলগুলি তাহাদের মধ্যে স্থায়ী হইয়া বসিয়াছিল লুণ্ঠন ও নরহত্যা তাহাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবসায়। এই সকল কারণে গৃহ-যুদ্ধ তাহাদের মধ্যে লাগিয়াই ছিল।

খৃষ্টান ও এহুদিগণ বহুদিন হইতে আরবদেশে অধিবাস স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্ম আরবের কোনই সংস্কার করিতে পারে নাই। বরং ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, তাহাদিগকে প্রতিবেশ ফলে, আরবের অন্ধকার অধিকতর গাঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

এই সকল দোষের সঙ্গে সঙ্গে আরবের যে কয়েকটা গুণ বা বিশেষত্ব ছিল, যথাস্থানে তাহার কিঞ্চিত আভাস দেওয়া হইয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ذات پاک تو چو در ملک عرب کرده ظهور
زان سبب آمـــده قرآن بزبان عربـــي

শেষ নবী আরবে আসিলেন কেন?

এইরূপে, অন্ধকার যখন পূর্ণ-পরিণত হইয়া পাপের সকল বিভীষিকা লইয়া পৃথিবীতে নামিয়া আসিয়াছিল—যখন শয়তানের তাণ্ডবলীলায় জগতের প্রত্যেক মহাদেশ অতি জঘন্য ভাবে কলঙ্কিত ও কলুষিত হইতেছিল—যখন মিথ্যা আসিয়া সত্যের, অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার আসিয়া জ্ঞানের, পুরোহিত ও যাজকের বাক্য আসিয়া শাস্ত্রের, পাপ আসিয়া পুণ্যের এবং ব্যভিচার আসিয়া প্রেমের আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিল—যখন এশিয়া আফ্রিকা ও ইউরোপ, একই সময়ে এবং একই দুরবস্থায় পতিত হইয়া আপনাদের ত্রাণকর্ত্তার অপেক্ষায় একই ভাবে কাতর নয়নে স্বর্গের দিকে তাকাইয়া ছিল,—এবং যখন দুর্দ্ধর্ষ মনুষ্যত্ব-বিবর্জ্জিত আরবীয়-দিগের পাশব-জীবনের বিভীষিকা সমূহ শয়তানকেও ভীত, ত্রস্ত ও লজ্জিত করিয়া তুলিতেছিল—সেই সময় খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে, মানবের এই শোচনীয় অধঃপতন এবং ধর্ম্মের এই মর্ম্মন্তুদ গ্লানি দর্শন করিয়া, স্বর্গের সিংহাসন—আল্লার আরশ—প্রেমের অভিনব পুলকে স্পন্দিত হইয়া উঠিল। সেই প্রেমময়ের মঙ্গল করাঙ্গুলি, আবার এই ধরাধামে প্রেম পুণ্যের সাম্রাজ্য স্থাপন করার জন্য—স্বর্গের পুণ্যালোকে ধরার বিভীষিকাময় তিমির-পটলকে বিদূরিত করার জন্য—তপ্ত-তাপিত ধরাধামে, মরণের বিষবাত বিক্ষুব্ধ পৃথিবীতে, কল্যাণের জীবনের, প্রেমের পুণ্যের, ন্যায়ের ধর্ম্মের, জ্ঞানের বিশ্বাসের এবং শক্তির ও মুক্তির স্নিগ্ধ-মধুর ও শান্ত-শীতল-পুণ্য-পীযুষধারা প্রবাহিত করার জন্য সঙ্কেত করিতেছিল।

একই সঙ্গে এবং একই ভাবের বন্যায় ইউরোপ আফ্রিকা ও এশিয়াকে মাতোয়ারা করিয়া তুলিতে হইবে। ইহার জন্য সেই করুণাময়ের ন্যায়-দৃষ্টি আরবের উপরই নিপতিত হইল। কারণ. জগতের ভাবী ত্রাণকর্ত্তা মুক্তিদাতা ও শান্তিকর্ত্তার জন্য আরবই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান ছিল। আরব ব্যতীত অন্য কুত্রাপি তাঁহার অবির্ভাব হইলে এই উদ্দেশ্য কখনই সফল হইতে পারিত না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

একবার মানচিত্রের দিকে তাকাইয়া দেখিলেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, ভৌগলিক হিসাবে আরবদেশ বিশেষতঃ মক্কা নগরী ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলে অবস্থিত। মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে আমরা ইহাও দেখিতে পাইব যে, আরবদেশ হইতে যত সহজে ও যেরূপ অল্প সময়ে, উভয় জলপথ ও স্থলপথ দ্বারা পৃথিবীর সকল প্রান্তে গমনাগমন করা যায়, অন্য কোন দেশ হইতে তাহা আদৌ সম্ভবপর নহে। এই জন্য জগতের মুক্তিদাতার পক্ষে ভূমণ্ডলের মধ্যস্থলস্থিত আরবদেশে আবির্ভূত হওয়াই সঙ্গত হইয়াছিল।—

মক্কা পৃথিবীর মধ্যস্থলে অবস্থিত।

এস্থলে আর একটী কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হইতেছে। যে সময়ে পৃথিবীতে একজন সংস্কারক ও ত্রাণকর্ত্তার আবশ্যক হইয়াছিল, তখন আরব ব্যতীত জগতের প্রত্যেক জাতিই মানুষের রচিত এক-একটা ধর্ম্মপদ্ধতি বা ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুসরণ করিতেছিল। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে জগতে যতগুলি প্রধান প্রধান জাতি ছিল, তাহাদের প্রত্যেকটীই মানুষের রচিত কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাসপূর্ণ তথাকথিত ধর্ম্মের চাপে আপনাদের মনুষ্যত্বকে পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়াছিল। আরবেও কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের ইয়ত্তা ছিল না সত্য, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ বিদ্যমান ছিল। ইতিহাস আলোচনা করিলে স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, আরবগণ কোনকালেই বর্ণিতরূপ ধর্ম্মশাস্ত্র বিশেষের ব্যবস্থা মান্য করিয়া চলে নাই। তাহারা প্রকৃতির ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া তাহার বৈচিত্র্যগুলিকে বিস্মিত নয়নে অবলোকন করিত এবং আপনাদের সামান্য সীমাবদ্ধ জ্ঞানে তাহার যে তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে পারিত, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিত। প্রাক্-এছলামিক যুগের আরবদিগের সকল প্রকার জ্ঞান ও শিল্পের মূলে এই তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে। ফলতঃ আরব ভ্রান্ত ও কুসংস্কারগ্রস্ত এবং নানাবিধ মহাপাতকে জর্জ্জরিত হইলেও, তাহাদের ঐ ভ্রান্তি ও কুসংস্কার মহাপাতকরূপে বিদ্যমান ছিল। এ অবস্থায় মানবের রোগ কঠিন এবং দুঃসাধ্য হইলেও সম্পূর্ণ নিরাশা-ব্যঞ্জক নহে। কিন্তু তখন অন্যান্য দেশের অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। সেই সমস্ত দেশের লোকে যে সকল পাপে ও অনাচারে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহার মূলে ছিল গুরু পুরোহিত ব্যবস্থাপক ধর্ম্মযাজক ও গ্রন্থকারগণের দাসত্ব। বিবেক বলিয়া তাহাদের কিছুই ছিল না, স্বাধীন চিন্তার অধিকার পর্য্যন্ত তাহাদের ছিল না। অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে, শাস্ত্রের নামে কথিত এবং ধর্ম্মের অন্তরালে প্রচারিত প্রত্যেক অনাচার ও মহাপাতককে তাহারা ঘাড় হেঁট করিয়া অবশ্য প্রতিপাল্য অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত। এমন কি, স্বাধীনভাবে সকল বিষয়ের ন্যায় অন্যায় আলোচনা করিয়া দেখিবার অধিকার যে মানুষের আছে, এ চিন্তাও তাহারা কখনও করিতে পারিত না। বিবেকের এই ঘৃণিত দাসত্বই মানবের সকল প্রকার অধঃপতনের মূলীভূত

আরবের অন্যান্য বিশেষত্ব।

কারণ। পৃথিবীর প্রাচীন জাতি সমূহের উত্থানপতনের ইতিহাস পাঠ করিয়া দেখ, ঘটনা-পরম্পরার আবর্জ্জনারাশিকে বাদ দিয়া তদন্তরালে নিহিত ইতিহাসের সার শিক্ষাগুলির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে এই উক্তির সত্যতা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিবে।

পৃথিবীর সকল অনাচার ও অবিচারের প্রতিকার ও প্রতিবিধান করিবার জন্য যিনি আসিবেন, তাঁহার এমন দেশে আবির্ভূত হওয়া চাই যেখানে তিনি অল্প চেষ্টাতেই আপনার উদ্দেশ্য সফল করার জন্য কতিপয় উপযুক্ত সহচরকে সহায়রূপে পাইতে পারেন। আরব ব্যতীত আর কুত্রাপি ইহা সম্ভব ছিল না। অন্য সকল দেশে তখন পাপের ও পুরোহিতগণের প্রচণ্ড প্রতাপে, মানুষের জ্ঞান ও বিবেক সম্পূর্ণরূপে পক্ষাঘাতগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছিল,—তাই সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহ-তাআলার মঙ্গলাশীর্ব্বাদে আরবদেশ-মাতৃকাই অভিষিক্ত হইলেন।

মানুষ নিজ পাপের প্রতিফল স্বরূপ যত প্রকারে অভিশাপগ্রস্ত হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে পরাধীনতাই সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট এবং মনুষ্যত্বের দিক দিয়া তাহার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর। পরাধীন ব্যক্তির বাহিরের মানুষটী জীবন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, তাহার ভিতরের মানুষটী—একেবারে মরিয়া না গেলেও—অসাড় নিস্পন্দ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া সম্পূর্ণ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। বিদেশী জাতির বা বিজাতীয় রাজার অধীনতায় কালযাপন করিলেই যে কেবল মানব এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া থাকে, তাহা নহে। বরং স্বজাতির কোন ব্যক্তি বিশেষের বা স্বদেশের একটা সম্প্রদায়-বিশেষের স্বেচ্ছাচারমূলক শাসননীতির অধীনতায় বহুদিন অবস্থান করিতে থাকিলেও মানব-সমাজকে এই শোচনীয় দুর্দ্দশায় উপনীত হইতে হয়। কিন্তু সৃষ্টির প্রথম প্রভাত হইতে, আরবদেশ ও আরবীয় জাতিসমূহকে কখনই কোন প্রকারের হীন ও অধীন জীবন যাপন করিতে হয় নাই, তাহারা চিরস্বাধীন চিরমুক্ত। আরব সম্বন্ধে যত প্রকার ইতিহাস ও পুরান কথা পৃথিবীতে প্রচলিত আছে, তৎসমুদয় সমস্বরে এই উক্তির সত্যতা ঘোষণা করিতেছে। এমন কি, যে সকল 'মহানুভব' খৃষ্টান লেখক, নিজেদের গুপ্ত অভিসন্ধি সফল করার জন্য, আরবদেশ এবং মুছলমান জাতির ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও এই কথাটী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পাঠকগণ ইহার বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, অন্য কোন দেশ এ বিষয়ে আরবের সমকক্ষ হইতে পারে না।

আরবের স্বাধীনতা।

যিনি জগতের মানব সমাজের মুক্তির জন্য—যুগপৎ ভাবে তাহাদের দেহ ও মনকে—এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য যাবতীয় পার্থিব শক্তির অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার জন্য আভির্ভূত হইবেন, আরবের ন্যায় সম্পূর্ণ মুক্ত ও চিরস্বাধীন দেশ ব্যতীত অন্য কুত্রাপি তাঁহার প্রথম আবির্ভাব হইতে পারে না। স্বাধীন দেশ-মাতৃকার ক্রোড়ে প্রতিপালিত স্বাধীন আরব, স্বাধীন আরবের অনবনমিত মস্তক, তাহার গৌরব-গরিমায় স্ফীত স্বাধীন বক্ষ, তাহার স্বাধীন বক্ষের কঠোর

কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং তাহার অবিচল কর্ম্মশক্তি প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণ লইয়া এমন এক সাধকদল গঠনের আবশ্যক ছিল, যাহারা সেই ভাবী মুক্তিদাতার অগ্রে পশ্চাতে ও দক্ষিণে বামে দণ্ডায়-মান হইয়া বলিবে—আমরা আপনাদিগকে স্বর্গের আহ্বানে—সত্যের সেবার জন্য তাঁহার দূতের মারফতে বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। তখন আরব ব্যতীত আর কুত্রাপিও এইরূপ লোকমণ্ডলীর আবির্ভাব আশু সম্ভবপর ছিল না। তাই আল্লার ন্যায় বিচারে আরবই জগতের মুক্তিদাতারূপে নির্ব্বাচিত হইল। এই নিমিত্ত যুগ-যুগান্তর হইতে পৃথিবীর সকল ভাববাদী সেই পুণ্য-জ্যোতিঃ সন্দর্শন মানসে ফারাণের পবিত্র পর্ব্বত শিখরের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া শান্তি কর্ত্তার সন্ধান দিয়া গিয়াছেন। (১)

مرحبا سید مکی مدني العربي
دل وجان باد فدایت چه عجب خوش لقبي

(১) দেখ—সেলের কোরআন, ভূমিকা ১০ পৃষ্ঠা ও বাইবেল প্রভৃতি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ولد الحبيب و مثله لا يولد
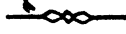
ہوئے پہلوئے آمنہ سے ہویدا
دعائے خلیل و نوید مسیحا

হজরতের আবির্ভাব।

৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে, বানি-হাশেম গোষ্ঠি কোরেশবংশের মধ্যে সর্ব্ব প্রকারে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল। এই সময় কা'বা মন্দিরের সেবায়েতের সকল প্রকার দায়িত্ব ও কর্ত্তৃত্ব ঐ গোষ্ঠির স্কন্ধে ন্যস্ত হইয়াছিল। আরবের দুইটা প্রধান বংশ, বানি-এছমাইল বা বানি-আদনান, এবং বানি-কাহতান বা বানি-একতান। বানি-আদনান হজরত এছমাইলের মধ্যবর্ত্তিতায় হজরত এবরাহিমের বংশধর, সুতরাং হজরত এবরাহিমের সেই সকল প্রার্থনা—হজরত এবরাহিমের প্রথমা মহিষী এছমাইল-জননী বিবি হাজেরার প্রতি আল্লার সেই প্রতিজ্ঞা—বানি-এছরাইল বংশের ভ্রাতাদিগের (বানি-এস্মাইহগণের) মধ্য হইতে "মুছার ন্যায়" ভাববাদী উত্থাপিত করিবার সেই প্রতিশ্রুতি, নিজের পরলোক গমনের পর শান্তি কর্ত্তার আগমন সম্বন্ধে মহাত্মা যীশুর সেই ভবিষ্যদ্বাণী—

সোমবার, ৯ই রবিউল্-আউওল, ২০শে এপ্রিল ৫৭১ খৃষ্টাব্দ, ১লা জ্যৈষ্ঠ ৬২৮ সংবৎ, ব্রহ্ম মুহূর্ত্ত বা ছোবহছাদেকের অব্যবহিত পরে জন্মগ্রহণ করিলেন।

জন্মের তারিখ।

হজরতের জন্ম তারিখ নির্দ্ধারণে ঐতিহাসিকগণ নানাপ্রকার বিভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাবরী, এবনে-খাল্লদুন, এবনে-হেশাম, কামেল প্রভৃতি ১২ই রবিউল আউওল তারিখ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু আবুল-ফেদা বলেন, ঐ মাসের ১০ই তারিখে হজরতের জন্ম হইয়াছিল। তবে সমস্ত লেখকই এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, রবিউল আউওল মাসে সোমবারে হজরতের জন্ম হয়। আধুনিক মুছলমান লেখকগণ সূক্ষ্মভাবে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ১২ই বা ১০ই তারিখে সোমবার

পড়িতে পারে না। (১) উহা ৯ই ব্যতীত অন্য কোন তারিখ হইতে পারে না। মিসরের স্বনামখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিত মাহমুদ পাশা ফলকী, স্বতন্ত্র একখানা পুস্তিকা রচনা করিয়া ইহা আকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। পাশা মহোদয়ের প্রমাণগুলির সংক্ষিপ্ত সার নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তিনি বলেন,—

(১) ছহি হাদিছে (২) বর্ণিত আছে যে, হজরতের শিশুপুত্র এবরাহিমের মৃত্যুর দিন সূর্য্য গ্রহণ হইয়াছিল।

(২) হিজরী ৮ম সালের জিলহজ্জ মাসে এবরাহিমের জন্ম হয়, ১৭ বা ১৮ মাস বয়সে হিজরীর দশম সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। (৩)

(৩) অঙ্ক কসিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, উল্লিখিত সূর্য্যগ্রহণ ৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ৭ই নবেম্বর তারিখে ৮টা ৩০ মিনিটের সময় লাগিয়াছিল।

(৪) এই তারিখ ধরিয়া হিসাব করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, হজরতের জন্ম সনে-১২ই এপ্রিল তারিখে রবিউল আউওল মাসের ১লা তারিখ আরম্ভ হইয়াছিল।

(৫) জন্মদিনের তারিখ নির্দ্দেশ সম্বন্ধে মতভেদ আছে বটে, কিন্তু রবিউল-আউওল মাসের ৮ম হইতে ১২ই পর্য্যন্ত এই মতভেদ সীমাবদ্ধ রহিয়াছে। সোমবার সম্বন্ধেও কাহারও মতভেদ নাই। (মোছলেম)

(৬) ৮ই হইতে ১২ই রবিউল আউয়ালের মধ্যে ৯ই ব্যতীত সোমবার নাই।

অতএব নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, ৯ই রবিউল-আউওল, ২০শে এপ্রিল সোমবার হজরত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সকল অকাট্য প্রমাণ বর্ত্তমান থাকিতেও, যে সকল খৃষ্টান লেখক ঐতিহাসিক গবেষণার লম্বা লম্বা দাবী করিয়া ৫৭০ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট তারিখকে হজরতের জন্মদিন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং যে সকল মুছলমান লেখক তাঁহাদের অন্ধ অনুকরণ করিয়া ঐ ভ্রান্তমত সমাজে প্রচারিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহাদের অসম সাহসিকতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। এই শ্রেণীর লেখকদিগের পুস্তক পাঠ করিয়া সাধারণ পাঠকগণ এছলাম সম্বন্ধে মতামত নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন।

হজরতের পিতা, আবদুল-মোত্তালেবের যুবক পুত্র—আবদুল্লাহ, তাঁহার জন্মগ্রহণের কয়েক মাস পূর্ব্বেই লোকান্তরিত হইয়াছিলেন। সুতরাং পিতৃহীনের পিতা মোহাম্মদ মোস্তাফা মাতৃগর্ভেই পিতৃহীন হইয়াছিলেন। পিতামহ আবদুল-মোত্তালেব কা'বা মন্দিরে বসিয়া কোরেশ দলপতিগণের সহিত কথোপকথন

মাতৃগর্ভে পিতৃহীন।

(১) تاریخ دول العرب و الاسلام — محمد طلعت بک حرب
(২) বোখারী—মোছলেম প্রভৃতি। (৩) এছাবা ও বোখারী।

ছিলেন, এমন সময় সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার বিধবা পুত্রবধূ আমেনা, একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন। অশীতিপর বৃদ্ধ এই শুভসংবাদ শ্রবণ মাত্রই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহার হৃদয় শোক ও আনন্দে যুগপৎ আলোড়িত হইতে লাগিল। তিনি অবিলম্বে সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া শিশু পৌত্রকে কোলে তুলিয়া লইলেন, এবং সেই অবস্থায় কা'বা মন্দিরে আনিয়া তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিলেন।

আরবের চিরাচরিত প্রথা অনুসারে সপ্তম দিনে আবদুল-মোত্তালেব আত্মীয় স্বজনকে আকিকার ভোজে নিমন্ত্রণ করিলেন। আহারাদি সমাপন করিয়া কোরেশ প্রধানগণ আবদুল মোত্তালেবকে শিশুর নাম জিজ্ঞাসা করিলে, বৃদ্ধ আনন্দোৎফুল্ল বদনে উত্তর করিলেন—"মোহাম্মদ।" সমবেত স্বজনগণ এই অভিনব নাম শুনিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"মোহাম্মদ!" এমন নাম ত আমরা কখনও শুনি নাই। আপনি স্বগোত্রের প্রচলিত সমস্ত নাম পরিত্যাগ করিয়া এই অভিনব ও অশ্রুতপূর্ব্ব নাম রাখিতে গেলেন কেন?

আকিকা ও নামকরণ।

چه نام ست این که در دیوان هستي
برو نامے نبرده پیشدستي

বৃদ্ধ আবদুল-মোত্তালেব উত্তর করিলেন—আমার এই সন্তানটী যুগে যুগে পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রশংসিত হউক, তাই আমি তাহার এই নাম রাখিয়াছি। বিবি আমেনা গর্ভাবস্থায় যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, সেই অনুসারে তিনি পুত্রের নাম রাখিলেন—"আহমদ।" (১)

মোহাম্মদ ও আহমদ এই উভয় নামই হজরতের বাল্যকাল হইতে প্রচলিত ছিল (২) কোরআন শরীফেও এই উভয় নামের উল্লেখ আছে।

"محمد رسول الله و الذين آمنوا" الايه — "و ما محمد الا رسول"

"আল্লার রছুল মোহাম্মদ এবং যে সকল লোক ঈমান আনিয়াছে"—

"মোহাম্মদ একজন প্রেরিত বই আর কিছুই নহেন।"

و اذ قال عيسے بن مريم يا بني اسرائيل اني رسول الله اليكم مصدقاً لما بين يدي من التوراة و مبشراً برسول ياتي من بعدي اسمه احمد -

"মরিয়মের পুত্র যীশু যখন কহিলেন, হে এস্রাইল বংশীয়গণ, আমি (আল্লার পক্ষ হইতে) তোমাদিগের দিকে প্রেরিত—আমি আমার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ তাওরাতের সত্যতা ঘোষণা করিতেছি এবং আমার পর আহম্মদ নামে যে প্রেরিত পুরুষ (রছুল) আসিবেন, তাঁহার (আগমনের) সুসংবাদ প্রদান করিতেছি।

(১) কামেল, ১—১৬৩। এবনে-হেশাম, ১—৫৪। খাছাএছ, ১—৭৮। মোস্তাদ্রক, ২—২০৩ প্রভৃতি। আবুল-ফেদা, ১—১১০ পৃষ্ঠা। (২) বোখারী মোছলেম প্রভৃতি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হজরতের এই উভয় নামই যে তাঁহার শৈশবকাল হইতে প্রচলিত ছিল, ইহা অস্বীকার করার ন্যায় হঠকারিতা আর কি হইতে পারে? কোন কোন স্বনামখ্যাত খৃষ্টান লেখক এই প্রসঙ্গে যেরূপ চিত্তচাঞ্চল্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া হাস্য সম্বরণ করা কষ্টকর। এই চাঞ্চল্যের কারণ পাঠকগণ একটু পরে জানিতে পারিবেন।

বিবি আমেনা তাঁহার গর্ভস্থ সন্তান সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। কিন্তু স্বপ্নবৃত্তান্তে কথিত হইয়াছে যে, বিবি আমেনা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন—

আমেনার স্বপ্ন।

যেন খোদার এক দূত আসিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, তোমার গর্ভে এক অসাধারণ সন্তান বিদ্যমান হইয়াছে, তুমি তাহার নাম রাখিও "আহমদ"। বিদ্বেষ-বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইহাতে অস্বাভাবিক বা অসত্য কিছুই নাই। কিন্তু ইহাতেও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করার লোক জগতে বিরল নহে। অথচ তাঁহাদেরই ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে যে, যীশুর মাতা মেরীর স্বামী, সহবাসের পূর্ব্বে জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্ত্রীর গর্ভ হইয়াছে—"পবিত্র আত্মা হইতে" (১) "তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন আর তিনি পুত্র প্রসব করিবেন, এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু (ত্রাণকর্ত্তা) রাখিবে। (মথি ১—২১)।

ইহা ত গেল স্বপ্নের কথা। বাইবেল পুরাতন নিয়মের আদি পুস্তকে সদা প্রভুর দূতকে জাগ্রত অবস্থায় হজরত এছমাইলের জননী বিবি হাজেরার সহিত কথোপকথন করিতে দেখা যায়। "—সদা প্রভুর দূত তাহাকে আরও কহিলেন, দেখ, তোমার গর্ভ হইয়াছে। তুমি পুত্র প্রসব করিবে ও তাহার নাম ইসমাইল (ঈশ্বর শুনেন) রাখিবে।" (১৬—১১)

এই পুস্তকের ১৭—১৯ পদে স্বয়ং সদা প্রভুই হজরত এবরাহিমের সহিত কথোপকথন করিয়া বলিতেছেন "—এবং তুমি তাহার (সারার) গর্ভজাত পুত্রের নাম এছহাক (হাস্য) রাখিবে।"

আমরা মহানুভব খৃষ্টান লেখকগণকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, তাঁহাদের বর্ণিত এই ঘটনাগুলি যদি অসত্য ও অস্বাভাবিক বলিয়া বিবেচিত না হয়, তাহা হইলে বিবি আমেনার স্বপ্ন দর্শনের কথা শুনিয়া বিস্ময় প্রকাশ করা কি তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে?

এখানে একটা অবান্তর কথার অবতারণা করার জন্য আমরা পাঠকগণের অনুমতি

---

(১) এই পবিত্রাত্মাটী খ্রীষ্টান ধর্ম্মের রক্ষা কবচ। এই অংশটুকু যে অনুবাদকগণের কারচুপি তাহা বলাই বাহুল্য। নচেৎ এ কথাটী বিচারী যোসেফের জানা থাকিলে তিনি মেরীকে ত্যাগ করিতে চাহিবেন কেন?

প্রার্থনা করিতেছি। যীশুর মাতার স্বামী যোশেফকে, সদা প্রভুর দূত স্বপ্নযোগে তাহার স্ত্রীর গর্ভস্থ সন্তানের নাম যীশু (ত্রাণকর্ত্তা) রাখিবার জন্য আদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া মথির বর্ণিত উদ্ধৃতাংশে কথিত হইয়াছে। যীশু শব্দের অর্থ যে ত্রাণকর্ত্তা, তাহা বাইবেলের অনুবাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন। অনুবাদে গোলযোগ ঘটিতে পারে বটে, কিন্তু Proper Nameএ কোন প্রকার গোলযোগ হওয়া সম্ভবপর নহে।

যীশুর নাম করণ।

যিশাইয় ভাববাদীর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, "দেখ সেই কন্যা গর্ভবতী হইবে এবং পুত্র প্রসব করিবে, আর তাহার নাম রাখা হইবে ইম্মানুয়েল।" (৭—১৪) বাইবেলের বাংলা ও ইংরাজী অনুবাদক মথির ঐ বর্ণিত অধ্যায়ে এই ইম্মানুয়েল নামের কোন অর্থ দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে না করিলেও, ঐ পুস্তকের আরবী অনুবাদক ঐ স্থানে লিখিতেছেন—

و يدعون اسمه عمانويل الذي تفسيره الله معنا

বঙ্গানুবাদে যিশাইয় ভাববাদীর উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণীর অনুবাদকালে উহার অর্থ দেওয়া হইয়াছে—তাঁহার নাম ইম্মানুয়েল (আমাদের সহিত ঈশ্বর) রাখিবে।

যীশু ও ইম্মানুয়েল এই শব্দদ্বয়ের ধাতুতে বা অর্থে কোন প্রকার সামঞ্জস্যই নাই। ইহাকেই বলে :—

কাহাঁকা ইঁটা কাহাঁকা রোড়া—
ভানমতীনে খাম্বা জোড়া!

ইহা ব্যতীত যীশুর নাম প্রথমে যোশুয়া রাখা হইয়াছিল, যে কোন কারণে হউক, পরে এই নাম বদলাইয়া তাঁহার নাম যীশু রাখা হয়। বিখ্যাত গ্রন্থকার রেনান (Renan) যীশুর জীবন চরিতে লিখিতেছেন :—

"The name of Jesus, which was given him, is an alteration from Joshua. It was a very common name; but afterwards, mysteries, and an allusion to his character of Saviour were, naturally, sought for in it."

অর্থাৎ—"প্রথমে যীশুর নাম যোশুয়া ছিল, পরে তাহা বদলাইয়া যীশু করা হইয়াছে।"

হজরত তাঁহার পিতা মাতার একমাত্র পুত্র ছিলেন। (১)

(১) দেখ, যিশাইয় ৯—৬, সেই একমাত্র পুত্রের নাম হইবে আশ্চর্য্য.........শান্তিরাজ বাইছুছ-ছালাম। পিতা মাতার একমাত্র পুত্র এবং ছালামের বা এছলামের প্রধান হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ব্যতীত আর কে হইতে পারে? তাহার নাম শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিয়াছিল—এ কি অভিনব নাম! আবুল্‌ফেদা, ১১০ পৃষ্ঠা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

وشق له من اسمه ليجله

فذوالعرش محمود و هذا محمد (حسان)

বাইবেল পুরাতন নিয়মে মোহাম্মদ নামটী আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সোলেমানের পরমগীত ৫ম অধ্যায়ের ১০—১৬ পদের অনুবাদে নানা প্রকার অসামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকিলেও মূল হিব্রু বাইবেলে এস্থলে "মোহাম্মদীম" এই নামটী আজও স্পষ্টাক্ষরে বর্ত্তমান আছে। মোহাম্মদ শব্দের ধাতু আরবী ও হিব্রু উভয় ভাষায় হ-ম-দ, এবং উহার অর্থ প্রশংসা বা স্তুতি ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। কিন্তু বাইবেলের অনুবাদকেরা উহার অর্থ করিয়াছেন— كله شهوة He is altogether lovely. তিনি সর্ব্বতোভাবে মনোহর, ইত্যাদি।

মোহাম্মদ-আহমাদ।

মোহাম্মদ শব্দের পর 'ইম' বা ي م এই অক্ষর দুইটী তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। হিব্রু ভাষায় উহা বহু বচনের লক্ষণ, কিন্তু সম্মান বা মহত্ব প্রদর্শন স্থলে এইরূপ বহুবচন ব্যবহারের নিয়ম আরবী ও হিব্রু ভাষাতেও চিরকাল প্রচলিত আছে। এই নিয়ম অনুসারে Elloha (ঈশ্বর) শব্দের সহিত ই-ম যোগ করিয়া Ellohim ইলোহিম শব্দ সিদ্ধ হইয়াছে। বহুবচনের লক্ষণ আছে, এই হেতুবাদে এখানে "বহু ঈশ্বর" বলিয়া উহার অর্থ করা সঙ্গত হইবে না, বরং উহার অর্থ হইবে, মহিমময় ঈশ্বর। সেইরূপ মোহাম্মদিম শব্দের অর্থ হইবে—মহিমান্বিত মোহাম্মদ। এইরূপ সম্মানার্থে বহু বচন ব্যবহার দুনয়ার সকল সভ্য ভাষাতেই প্রচলিত আছে।

'আহ্‌মদ্' নামও বাইবেলের নূতন নিয়মে বিদ্যমান ছিল, Periklutos শব্দে সামান্য একটু পরিবর্ত্তন করিয়া বাইবেল অনুবাদক Parakeletos বানাইয়া লইয়াছেন। প্রথম শব্দটীর অর্থ প্রশংসিত ও স্তুতীকৃত অর্থাৎ মোহাম্মদ বা আহ্‌মাদ্। কেহ ইহার অনুবাদ করিয়াছেন 'সহায়' আবার কেহ 'শান্তিদাতা' বলিয়া উহার অনুবাদ করিতেছেন। ইংরাজীতে Comforter এবং আরবীতে فارقليط বলিয়া উহার অনুবাদ করা হইয়াছে। যাহা হউক, আমরা অন্যত্র এ সকল বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিব। এখানে এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে সার উইলিয়ম মূয়রের ন্যায় খৃষ্টান লেখকও নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে স্বীকার ও করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, প্রাথমিক যুগের আরবী অনুবাদে, যে কোন গতিকে হউক, Parakeletos শব্দের অর্থে নিশ্চয়ই আহম'দ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল। (১)

(১) ১ম অধ্যায়, ৫ পৃষ্ঠা। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের প্রথম সংস্করণের সহিত মিলাইয়া পড়িলে সার উইলিয়মের চিত্তচাঞ্চল্য সম্যক উপলব্ধি করা যাইবে।

নবম পরিচ্ছেদ।

হজরতের জন্মোপলক্ষে অলৌকিক ব্যাপার।

আমাদের এক শ্রেণীর লেখক ও কথক قصاص অদূরদর্শিতার বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বদাই মনে করিয়া থাকেন যে, অলৌকিক ও অস্বাভাবিক ক্রিয়াকাণ্ড যাঁহার দ্বারা যত অধিক পরিমাণে সংঘটিত হইয়া থাকে, তিনি ততই মহৎ এবং ততই প্রশংসিত হইবার অধিকারী। খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের এই ধারণা, ক্রমে আমাদের মধ্যে অতি মারাত্মকরূপে সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী কুফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, হজরতের চরিত্রের প্রকৃত মহত্ত্ব এবং তাঁহার জীবনের অতুলনীয় স্বর্গীয় মহিমাগুলির অনুভূতি হইতেও সমাজ ক্রমশঃ বঞ্চিত হইতে বসিয়াছে। মনুষ্যত্বের যে পূর্ণ আদর্শ এবং মহিমার যে চরম ও পরম পরিণতি, মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনের প্রত্যেক ঘটনার মধ্য দিয়া উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, এখন কেহই প্রায় তাহা দেখিতে চাহে না—দেখিতে পারেও না। আমরা কতকগুলি আজগৈবী উপকথার সৃষ্টি করিয়া নিজেদের জ্ঞানকে প্রবঞ্চিত করিয়াই সন্তুষ্ট। পাঠক, মনে করিবেন না যে, আমরা এতদ্দ্বারা 'মো'জেজা' অস্বীকার করিতেছি। মো'জেজা নিশ্চয়ই সত্য এবং তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করাও নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু বিশ্বস্তরূপে তাহা প্রমাণিত হওয়া চাই। এজন্য আমাদের পূর্ব্বতন পণ্ডিত ও এমামগণ রেওয়ায়ত ও দেরায়ৎ সম্বন্ধে যে সকল নিয়ম প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, সত্যকে মিথ্যার আবর্জ্জনা রাশির মধ্য হইতে বাছিয়া লইবার যে পথ আমাদিগকে দেখাইয়া দিয়াছেন, সেই যুক্তিসঙ্গত নিয়মাবলী অনুসারে সত্য মিথ্যা এবং বিশ্বস্ত ইতিবৃত্ত ও কল্পিত উপকথাগুলি বাছাই করিয়া লইবার অধিকার আমাদের আছে। বরং কোরআনের আদেশ অনুসারে প্রত্যেক মুছলমান এইরূপ করিতে বাধ্য। ان جائكم فاسق بنبا فتبينوا الاية (১) অভিজ্ঞ পাঠকগণ অবগত আছেন যে, হজরতের পবিত্র চরিত্রের বা এছলামের শিক্ষা দীক্ষার প্রতি, আজ পর্য্যন্ত যত দিক দিয়া ও যত প্রকারে দোষ ত্রুটীর আরোপ করা হইয়াছে, আমাদের এই শ্রেণীর অতিভক্ত লেখকগণের উপকথা এবং অসতর্ক ঐতিহাসিকবর্গের বহু ঘটনা সঙ্কলন-স্পৃহা ও গড্ডলিকা প্রবাহই তাহার জন্য দায়ী।

---

(১) কোরআন—২৬ পারা, ১৩ রুকু।

নবম পরিচ্ছেদ।

কথিত আছে যে, হজরত যখন মাতৃগর্ভে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার গর্ভ-ধারিণী বিবি আমেনা এবং তাঁহার পিতামহ আবদুল মোত্তালেব ও অন্যান্য স্বজনগণ নানাপ্রকার অলৌকিক কাণ্ডকারখানা দর্শন করিয়াছিলেন। হজরতের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় সূতিকা গৃহ হইতে এক আশ্চর্য্য 'নূর' বা জ্যোতিঃ বাহির হইয়াছিল, সিরিয়ার 'বোছরা' (১) নগর পর্য্যন্ত সেই আলোকের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল। পারস্যের বাদশা নওশেরওয়াঁর সৌধচূড়াগুলি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অগ্নিপূজকদিগের যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত অগ্নিকুণ্ডগুলি অবলীলাক্রমে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। জগতের সমস্ত পশু সেদিন মানুষের মত কথা কহিয়াছিল। দুনয়ার যাবতীয় রাজসিংহাসন উল্টাইয়া পড়িয়াছিল। সেদিন কা'বা মন্দিরের ৩৬০টা বোৎ এবং পৃথিবীর সমস্ত ঠাকুর বা প্রতিমা অধঃমুখে ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল। নূতন নূতন গ্রহ নক্ষত্রাদির উদয় হইয়াছিল। স্বর্গ হইতে দেবদূতগণ আসিয়া সূতিকাগৃহে জটলা পাকাইতেছিলেন। এমন কি, বলিতে লজ্জা হয়, তাঁহারা বিবি আমেনাকে প্রসব করাইবার জন্য তাঁহার স্ত্রী-অঙ্গে ডানার পালক বুলাইতেছিলেন। ইহা ব্যতীত তুষারধবল পালকবিশিষ্ট স্বর্গীয় শ্বেতপক্ষীর আবির্ভাব—ইত্যাদি। এই গল্পগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং কল্পিত উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। ধর্ম্মের কথা'ত দূরে থাকুক, ইতিহাসের হিসাবেও এই কিংবদন্তিগুলির এক কানা কড়িরও মূল্য নাই। (২)

অলৌকিক ব্যাপার।

আমাদের মনে হয়, এই উপকথাগুলির আলোচনার জন্য আমাদিগকে ইতিহাসের সূক্ষ্ম গবেষণায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে না। কথিত লেখকগণের প্রমাণহীন বর্ণনাগুলিকে যদি সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও ঐগুলির প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিতে কাহাকেও বেগ পাইতে হইবে না। ঐ বর্ণনাগুলির মূল ভিত্তির অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, বিবি আমেনা স্বপ্নযোগে ঐ সকল ঘটনা সন্দর্শন করিয়াছেন বলিয়া সকলে সমস্বরে স্বীকার করিতেছেন।

আমেনার স্বপ্ন।

বানিআমের বংশের জনৈক প্রাচীনের সহিত হজরতের কথোপকথন উপলক্ষে, শাদ্দাদ-বেন-আওছের যে বর্ণনাটী ইতিহাসে উদ্ধৃত হইয়াছে, (তাহা বিশ্বস্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও) তাহাতে স্বয়ং হজরত বলিতেছেন :— ثم رات في مناميها

"তাহার পর আমার মাতা স্বপ্ন দেখিলেন—"(৩)।

হাদিছে বিবি আমেনার এই স্বপ্ন দর্শন সম্বন্ধে এইটুকু উল্লেখ আছে। ছারিয়ার পুত্র এরবাছ বলিতেছেন, হজরত বলিয়াছেন—

---

(১) মূয়র সাহেব সর্ব্বত্রই বোস্ত্রা লিখিয়াছেন, উহা ভুল।
(২) মাদারেজ, ২—১৬, ১৭ পৃষ্ঠা ; দালাএল প্রভৃতি।
(৩) কামেল, ১—১৬৩ পৃষ্ঠা, সমস্ত ইতিহাসেই স্বপ্নের কথা স্বীকৃত হইয়াছে।

انا دعوة ابراهيم و بشارة عيسى و رويا امي اللتي رات حين وضعتني و قد خرج لها نور اضاء لها قصور الشام - (شرح السنه و رواه احمد عن ابي امامه)

"আমি এবরাহিমের প্রার্থনা, যীশুর সুসংবাদ এবং আমার মাতা আমাকে প্রসব করার সময় যে স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন—একটা জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া শামের (সিরিয়ার) সৌধগুলি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে—সেই সকলের সফলতার নিদর্শন।

(শারহুস্ ছুন্না ও মোছনাদ আহমদ)।

কাজেই আমরা দেখিতেছি যে ইহা স্বপ্ন মাত্র। আমাদের এক শ্রেণীর কথক কল্পনাবলে এই স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বরং উহার সঙ্গে সঙ্গে যথাসাধ্য আরও বহু কল্পিত অলৌকিক ঘটনা যোগ করিয়া দিয়া, বিবি আমেনার এই স্বপ্নের ব্যাপারটাকে একেবারে অবিশ্বাস্য করিয়া তুলিয়াছেন। সাধারণ ইতিহাস লেখকগণ, প্রামাণ্য ও প্রক্ষিপ্ত সকল প্রকার বিবরণ ও কিংবদন্তিগুলিকে তাঁহাদের পুস্তকে সঙ্কলন করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। খৃষ্টান লেখকগণ, তাহা হইতে দুই চারিটা অপ্রামাণ্য প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া, অনভিজ্ঞ পাঠকের চক্ষে ধাঁ ধাঁ লাগাইয়া দিয়া, হজরতের চরিত্রের প্রকৃত মাহাত্ম্যবাচক নিতান্ত বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকেও প্রমাণহীন বলিয়া উড়াইয়া দিয়া থাকেন। অথচ ইঁহারাই আবার "ওয়াকেদী" প্রভৃতির ন্যায় সর্ব্ববাদীসম্মত-অবিশ্বস্ত লেখকের প্রদত্ত বিবরণের—এমন কি কেবল ভিত্তিহীন অনুমানের—উপর নির্ভর করিয়া, হজরতের চরিত্রে কোনগতিকে একটু দোষারোপ করার সামান্য সুযোগও পরিত্যাগ করেন নাই। সার উইলিয়ম মুয়র, ডাক্তার স্প্রিঙ্গার, মারগোলিয়থ D. S. Margolioth প্রভৃতি খৃষ্টান লেখকগণের পুস্তকের যে কোন অংশ পাঠ করিলে, ন্যায়দর্শী পাঠক আমাদিগের এই উক্তির সত্যতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। মুছলমানদিগের ইতিহাস ও হজরতের জীবনী লেখার নিয়ম ও পদ্ধতি যে কিরূপ অতুলনীয়, এই পুস্তকের উপক্রমখণ্ডে তাহা বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। এখানে এইটুকু জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, এই সকল কিংবদন্তির মূল প্রবর্ত্তক আবুনইম ও ছওর-বেন এজিদ প্রভৃতি, রেজাল শাস্ত্রের পণ্ডিতগণের নিকট কখনই বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য বলিয়া বিবেচিত হন নাই। ছওরের ধর্ম্মমতের জন্য, তখনকার মুছলমানগণ কর্ত্তৃক তাঁহাকে দেশান্তরিত হইতে হয় এবং তাঁহার ঘর দুয়ার জ্বালাইয়া দেওয়া হয়। আবুনইম ও একজন অসতর্ক অবিশ্বাস্য এমন কি, (কোন কোন সমসাময়িক পণ্ডিতের মতে) মিথ্যাবাদী বলিয়া কথিত হইয়াছেন। (১) ঐতিহাসিক তুলাদণ্ডে সূক্ষ্মরূপে ওজন করিয়া লইবার পূর্ব্বে এই শ্রেণীর কথকগণের প্রদত্ত বিবরণ—বিশেষতঃ অস্বাভাবিক ও আজগৈবী কিংবদন্তিগুলিকে—সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না।

কল্পিত গল্প।

(১) মীজান প্রভৃতি।

হজরতের জন্মকালে পৃথিবীর সমস্ত বোৎ হেঁটমুখে ভূপতিত হইয়াছিল, সমস্ত রাজসিংহাসন উল্‌টাইয়া পড়িয়াছিল, পশু মাত্রই মানুষের মত কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, রোমরাজের ক্রুশ খসিয়া পড়িয়াছিল ইত্যাদি বিবরণগুলিকে বিনা বিচারে মিথ্যা বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। ইতিহাসের সহিত যাঁহার একটুও সম্পর্ক আছে, তিনি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, হজরত ওমরের খেলাফত যুগে, পারস্য বিজয়ের পূর্ব্বে পারস্যের অগ্নিকুণ্ডগুলি একদিনের তরেও নির্ব্বাপিত হয় নাই। হজরতের সময় মক্কা বিজয়ের পূর্ব্বে কা'বা মন্দিরের একটী বোৎও স্থানচ্যুত বা ভূপতিত হয় নাই। (১) পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ঠাকুর প্রতিমা বা বোৎগুলির এবং রাজসিংহাসন সমূহের ভূপতিত হওয়ার বা চতুষ্পদ জন্তুদিগের কথা বলার ঘটনা কোন দেশের কোন ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।

ফলতঃ দুই একজন অনভিজ্ঞ কথকের কল্পনামাত্র ব্যতীত, ধর্ম্মশাস্ত্রে বা বিশ্বস্ত ইতিহাসে উহার কোন উল্লেখ নাই। বরং একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে,

অনৈছলামিক কল্পনা।

এই শ্রেণীর কিংবদন্তিগুলির মধ্যে এমন অনেক বিবরণ আছে—এছলাম যাহার কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছে। পাঠকগণের সন্দেহ নিরাকরণ মানসে এখানে একটী উদাহরণ দিতেছি। হজরতের জন্মের অসাধারণত্ব প্রতিপাদন করার জন্য, আমাদের এই শ্রেণীর কথকগণ বলিতেছেন যে, তাঁহার জন্মকালে নূতন গ্রহ-নক্ষত্রের উদয় হইয়াছিল এবং তাহা দেখিয়া পরজাতীয় ও বিদেশীয় গণকবর্গ হজরতের জন্মের কথা বুঝিতে পারিয়াছিল। এই সকল কথা প্রমাণ করার জন্য তাঁহারা অবাধে ভবিষ্যদ্বক্তা, জ্যোতিষী ও গণকঠাকুরদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। (২) কিন্তু আমরা ছহী মোছলেম, আবুদাউদ, মোছনাদে আহমাদ প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে দেখিতে পাইতেছি; হজরত বলিতেছেন :——(ক) لا تاتوا الكهان

কাহেন বা গণকদিগের নিকটে যাইও না!

(খ) ليسوا بشي

উহারা কিছুই নহে অর্থাৎ উহাদের কথার কোনই মূল্য নাই।

(গ) من اتي فسئله عن شي لم يقبل له صلواة اربعين ليلة

যে ব্যক্তি ভবিষ্যদ্বক্তাগণের নিকটে গিয়া তাহাদিগকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে—তাহার ৪০ দিনের নামাজ নষ্ট হইয়া যায়।

(ঘ) من اتي كاهنا فصدقه بما يقول …… فقد بري مما انزل علي محمد

(১) অথচ বলা হইতেছে যে, হজরতের জন্মকালে কা'বার বোৎগুলি টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। —মাদারেজ, ২২১।

(২) দেখ—মাদারেজ, ১৯—২০ পৃষ্ঠা, দালাএলুন-নবুয়াঃ, খাছাএছুল-কুবরা, হজরতের জন্ম-বৃত্তান্ত।

যে ব্যক্তি গণক ও ভবিষ্যদ্বক্তার নিকট যায় এবং তাহার কথায় বিশ্বাস করে, কোরআনের ধর্ম্মের সহিত তাহার কোন সংশ্রবই থাকে না।

হজরত স্বয়ং স্পষ্টাক্ষরে এই সকল কুসংস্কারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন—

لا يرمي بها لموت احد و لا لحياتها

অর্থাৎ গ্রহ নক্ষত্রাদির উদয় বা গতিবিধি দ্বারা—'কাহারও মৃত্যু বা জন্মের নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। (১) বিশ্বস্ততম হাদিছে জানা যায় যে, হজরত এই শ্রেণীর লোকদিগকে আল্লার বিদ্রোহী (কাফের) ও নক্ষত্রপূজক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (২) অন্য এক হাদিছে হজরত বলিতেছেন—

انما يفترون على الله الكذب و يتعللون بالنجوم

অর্থাৎ উহারা নক্ষত্রাদিকে এক একটা ঘটনার কারণ ও লক্ষণরূপে নির্দ্ধারণ করিয়া আল্লার প্রতি মিথ্যার আরোপ করিয়া থাকে। (৩) হজরতের শিশুপুত্র এবরাহিমের মৃত্যুদিবসে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল, মহাপুরুষের পুত্রবিয়োগ ঘটায় আজ সূর্য্যগ্রহণ লাগিয়াছে। এই সকল কথা হজরতের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ইহা একটা কুসংস্কার মাত্র। চাঁদ ও সূর্য্য আল্লা সম্বন্ধে দুইটী অভিজ্ঞান মাত্র (অর্থাৎ সৃষ্টির এই শ্রেষ্ঠ পদার্থ দুইটী সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ তাআলার নিদর্শন স্বরূপ) কাহারও জন্ম বা মৃত্যুতে তাহাতে গ্রহণ লাগিতে পারে না। (৪)

ফলতঃ এই শ্রেণীর উপকথাগুলি কেবল অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিকই নহে, বরং যুগপৎ-ভাবে এছলামের দৃষ্টিতে উহা ভয়ঙ্কর কুসংস্কারমূলক পাপ। স্বয়ং হজরতই ঐ সকল কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

(১) মোছলেম।
(২) বোখারী, মোছলেম।
(৩) বোখারী।
(৪) বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি।

দশম পরিচ্ছেদ।

يا ربنا ابق لنا محمدا !

ধাত্রীগৃহে।

শিশুদিগের লালন-পালন ও স্তন্যপ্রদান করার ভার ধাত্রীদিগের হস্তে প্রদান করার নিয়ম, তখন ভদ্র ও অবস্থাপন্ন আরব-গোত্রগুলির মধ্যে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। নাগরিক ও ভদ্রসমাজের আরব মহিলাগণ, নিজ সন্তানদিগকে স্তন্য দান করা নিজেদের পক্ষে অগৌরবের কথা বলিয়া মনে করিতেন। (১) মধ্যে মধ্যে নিকটবর্ত্তী আরব গোষ্ঠি সমূহের স্ত্রীলোকেরা মক্কায় আগমন করিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগকে লালন-পালন করার জন্য লইয়া যাইতেন। অবশ্য শিশুর অভিভাবকগণ এজন্য তাঁহাদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও পুরস্কার দানে কুণ্ঠিত হইতেন না আরবীয় ভদ্রসমাজে বহুদিন পর্য্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত ছিল। উমাইয়া বংশের খলিফা-গণের মধ্যেও,—যখন তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও প্রতাপের নিকট পৃথিবীর অন্যান্য নরপতিগণের প্রতিপত্তি ম্লান হইয়া পড়িয়াছিল, তখনও—এই প্রথার কোন ব্যতিক্রম ঘটে নাই। তখন এই দেমাশ্‌ক রাজবংশের শিশুগণ যথানিয়মে বেদুইন আরবদিগের নিকট প্রেরিত হইতেন, এবং নির্ম্মল জলবায়ু ও বিশুদ্ধ ভাষার প্রভাব তাঁহাদের জীবনে প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হইত। ইতিহাসে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, উমাইয়া বংশের খলিফাগণের মধ্যে একমাত্র অলিদই কোন বিশেষ কারণে রাজকীয় প্রাসাদে লালিত পালিত হইয়াছিলেন। ইহার ফলে, আরবী সাহিত্যে তাঁহার জ্ঞান ও অধিকার অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। (২) মক্কায় 'শরীফ'দিগের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত এই প্রথা প্রচলিত আছে। আট দশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহাদের সন্তানগণ দূর আরব পল্লীসমূহের 'বেদুইন' মহিলাদিগের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া থাকে। বার্কহার্ডি এইরূপ কতকগুলি 'বেদুইন' বংশের নাম করিয়াছেন। বানিছায়াদ বংশের—হজরত যে বংশে লালিত পালিত হইয়াছিলেন—নামও তিনি এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। (৩)

আবুলাহাবের ছোওয়ায়বা নাম্নী এক দাসী প্রথমে হজরতকে স্তন্য পান করাইয়াছিলেন। (৪)

---

(১) ছোহেলী এইরূপ অনুমান করেন। শীবলী, ১—১২৫ পৃষ্ঠা-টীকা।
(২) ছিরত, ১—১২৫ পৃষ্ঠা। (৩) মূয়র, নূতন সংস্করণ ৫ পৃষ্ঠা-টীকা।
(৪) কামেল, ১—১৬২ ইত্যাদি। এবনে-হেশাম ও এবনে-খলদুনে ইহার উল্লেখ নাই।

কথিত আছে যে, হজরতের জন্মসংবাদ এই ছোয়ায়বাই প্রথমে আবুলাহাবকে দান করেন, ইহার ফলে আবুলাহাব পুরস্কার স্বরূপ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করিয়া দেয়। (১) কিন্তু এই মতটি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কারণ বিবি খ'দিজার সহিত হজরতের বিবাহের পর, তিনি (বিবি খ'দিজা) ছোওয়ায়বকে মুক্ত করিয়া দিবার জন্য আবুলাহবের নিকট হইতে ক্রয় করার চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং আবুলাহাব তাহাতে সম্মত হয় নাই, ইত্যাকার বিবরণ বহু ইতিহাসে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। (২) উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা পোষণ হজরতের চরিত্রের একটি অন্যতম বিশেষত্ব। তিনি যাহার নিকট কোন প্রকারে সামান্য একটুও উপকার লাভ করিয়াছেন, জীবনের প্রত্যেক অবস্থাতেই তাহা বিশেষ-রূপে স্মরণ রাখিয়াছেন। ছোওয়ায়বা অল্প সময়ের জন্য তাঁহাকে স্তন্য দান করিয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি চিরকালই তাঁহাকে বিশেষ সম্ভ্রম ও ভক্তির চক্ষে দর্শন করিতেন। মদিনায় হেজ্‌রতের পূর্ব্বে, বিবি খ'দিজার আনুকূল্যে, তিনি ছোওয়ায়বাকে মুক্ত করার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। ছোওয়ায়বার দর্শন পাইলেই, হজরত ও বিবি খাদিজা উভয়ই তাঁহার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন, এবং হেজ্‌রতের পরেও হজরত প্রায়ই বস্ত্রাদি উপঢৌকন পাঠাইয়া ছোওয়ায়বার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিতেন। খায়বার হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হজরত জানিতে পারিলেন যে, ছোওয়ায়বা পরলোকগমন করিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া হজরত তাঁহার পুত্র মাছরূহের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন, মাতার পূর্ব্বেই পুত্রের মৃত্যু ঘটিয়াছে। মাতা ছোওয়ায়বার অন্য কোন আত্মীয় স্বজন আছে কি না, তাহার অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের স্বজন বলিয়া কেহই বিদ্যমান নাই। (৩)

পিতৃব্য পরিবারের একটী লাঞ্ছিতা উপেক্ষিতা প্রপীড়িতা ক্রীতদাসী, জগতের সমস্ত নির্ম্মম ও কঠোর দুর্ব্ব্যবহার সহ্য করিবার জন্য যাহার জন্ম, দুই এক দিনের জন্য অথবা দুই একবার মাত্র স্তন্যপান করাইয়াছিল, ইহাতে—সংসারের প্রচলিত হিসাবে—তাহার প্রতি কৃতজ্ঞ হইবার কিছুই নাই। কিন্তু মনুষ্যত্বের, প্রেম ও পুণ্যের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ সংস্থাপনের জন্য যে মহিমান্বিত মহা-পুরুষের আবির্ভাব, তিনি এই সাধারণ নিয়মের অধীন নহেন। (৪) তাঁহার হৃদয় প্রত্যেক সৎ ও মহৎ ভাবের পূর্ণ বিকাশস্থল! অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, সেই মোহাম্মদ মোস্তফার অনুরক্ত ও ভক্ত বলিয়া, তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণকারী দাসানুদাস বলিয়া যাঁহারা দাবী ও স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন, সেই মুছলমান সমাজই আজ তাঁহার মহান আদর্শ হইতে অধিকতর দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। নবীর জাহেরী ছুন্নৎগুলি লইয়া মারামারি কাটাকাটি করার লোকের

প্রথম ধাত্রী।

(১) মাদারেজ, ২—২৩। (২) কামেল, ১—১৬২। (৩) কামেল, ১—১৬২।

(৪) বাইবেলে বর্ণিত, স্বীয় গর্ভধারিণী জননীর প্রতি যীশুর দুর্ব্ব্যবহার ইহার সহিত তুলনা করিবেন।

অভাব নাই, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার মুখ্য ও মূল ছুন্নতগুলি আজ সাধারণ ভাবে উপেক্ষিত হইতেছে!

হজরতের জন্মগ্রহণের পরেই, যথানিয়মে বেদুইন গোত্রের স্ত্রীলোকেরা প্রতিপাল্য শিশুদিগকে লইয়া যাইবার জন্য মক্কায় আগমন করিলেন। অনাবৃষ্টি ইত্যাদির জন্য সে বার দেশে ভয়ঙ্কর দুর্ব্বৎসর উপস্থিত হইয়াছিল। ধাত্রীব্যবসায়ী স্ত্রীলোকেরা প্রথমে এই পিতৃহীন শিশুর প্রতি বড় একটা লক্ষ্য করিলেন না। এই পিতৃহীন বালককে প্রতিপালন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে যথেষ্ট পারিশ্রমিক ও পুরস্কার পাওয়া যায় কি না, এই স্বাভাবিক সন্দেহই ইহার কারণ ছিল। সকলে এক একটা শিশুর প্রতিপালন ভার প্রাপ্ত হইল, কিন্তু ভাগ্যবতী হালিমার ভাগ্যে এই এতিম (১) ব্যতীত অন্য কোন শিশু জুটিল না। তিনি শেষে, নিজ স্বামীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া অগত্যা শিশু মোস্তাফার লালনপালন ভার গ্রহণ করিলেন। (২) আরবের হাওয়াজেন বংশের বানি-ছায়াদ গোত্র, বিশুদ্ধ আরবী ভাষার জন্য আরবের সর্ব্বত্রই বিখ্যাত ছিল। হজরত নিরক্ষর হওয়া সত্বেও এমন বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় কথোপকথন করিতেন যে, তাহা শ্রবণ করিয়া আরবের প্রধান প্রধান কবি ও সাহিত্যিকগণকেও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইত। হজরত নিজেই বলিয়াছিলেন যে এই ছায়াদ বংশে বৰ্দ্ধিত হওয়া ইহার অন্যতম কারণ। বুঝিয়া দেখিলে ইহা কম মো'জেজা নহে! বিভিন্ন গোত্রের ধাত্রী ত অনেক আসিয়াছিল, কিন্তু পিতৃহীন বলিয়া সকলের তাঁহাকে পরিত্যাগ করা, হালিমার পক্ষে অন্য কোন শিশু মিলিয়া না ওঠা এবং অবশেষে হজরতকে গ্রহণ করা, এ সমস্তের মধ্যে একটা গূঢ়রহস্য লুক্কায়িত ছিল।

বিবি হালিমা।

সার উইলিয়ম মুয়র ছায়াদ বংশের এবং হজরতের বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন সত্য, (৩) কিন্তু তাঁহার ঐ প্রশংসার অন্তরালে যে গভীর দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত আছে, একটু তলাইয়া দেখিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মুয়র সাহেব কিছুক্ষণ পরে কোরআনকে হজরতের নিজস্ব রচনা বলিয়া প্রমাণ করার জন্য বহু চাতুরী প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি ছায়াদ বংশের উল্লেখকালে পূর্ব্বাহ্নেই তাহার ভিত্তি প্রস্তুত করিয়া রাখার জন্যই উপরোক্তরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। হজরতের উক্তিগুলি যে, ভাষা ও সাহিত্যের হিসাবে অতিশয় বিশুদ্ধ প্রাঞ্জল এবং আদর্শরূপে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। খৃষ্টান লেখকগণও ইহা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। কিন্তু আরবী ভাষা ও আরবী সাহিত্যে যাঁহার সামান্য একটুও জ্ঞান আছে, তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, হজরতের উক্তি

(১) এতীম অর্থে পিতৃহীন ও অমূল্য রত্ন।
(২) এবনে-খলদুন কামেল ঐ এবনে-হেশাম ৫৫-২৩-৯০ প্রভৃতি।
(৩) এবনে-ছায়াদ, ১—৭১ পৃষ্ঠা। (৪) মুয়র, ৭ পৃষ্ঠা।

ও কোরআনের ভাষায় আকাশ পাতাল প্রভেদ, উভয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্যই নাই। আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ কোরআন ও হাদিছের অনুবাদ পড়িয়াও এই পার্থক্য সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

হালিমার পিতার নাম আবু জুয়াএব এবং স্বামীর নাম হার্স বা হারেছ। হালিমার এক পুত্র আবদুল্লা ও তিন কন্যা—আনিছা, হোজায়ফা ও হোজাফা। এই হোজাফা শায়মা নামেই অধিকতর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এই হোজাফা বা শায়মা হজরতের প্রতিপালনে তাঁহার মাতাকে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়াছে। (১)

বিবি হালিমা যে, হজরতের জীবিত কালেই এছলাম অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে। এবনে আবি-খোছায়মা, এবনে যাওজী, এবনে হাজর প্রভৃতি মোহাদ্দেছবর্গ, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। হাফেজ মোগলতাই "আত্তোহফাতুল যাছিমাঃ ফি এছলামে হালিমাঃ" নামে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিয়া বিবি হালিমার এছলাম গ্রহণের কথা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। রেজাল সংক্রান্ত পুস্তকে ইহারও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, আবদুল্লাহ-বেন-যাফর বিবি হালিমার নিকট হইতে হাদিছ রেওয়ায়েৎ করিয়াছেন। (২) বিবি হালিমার স্বামী হারেছও যে মুছলমান হইয়াছিলেন তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার এছলাম গ্রহণের সময় নির্ণয় সম্বন্ধে 'চরিত'কারদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। (৩) হালিমার সন্ততিবর্গের মধ্যে আবদুল্লাহ ও শায়মার মুছলমান হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, আর দুইজনের এছলাম গ্রহণ করার কোন উল্লেখ আমি প্রাপ্ত হই নাই।

হালিমার কন্যাদিগের নাম ও সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ দেখা যায়। এবনে-হেশামের মতে হালিমার এক পুত্র ও দুই কন্যা। তিনি শায়মার মূল নাম খোজামা خذامة বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে এইরূপ অসামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। স্যার ছাইয়াদ শাইবাকে Sheman বলিয়া তাহার মূল নাম দিয়াছেন Hazama হাজামা حذامة। মাওলানা শিবলী মরহুম তাঁহার জীবনীর প্রথম খণ্ডেও حذافة ও حذيفة হোজাফাকে হাজিফা ও হোজাফা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমি এবনে-ছায়াদ ও এছাবা প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়াছি।

ডাঃ স্প্রেঙ্গার বলিতেছেন যে, অন্তসত্বা অবস্থায় বিবি আমেনার কণ্ঠদেশে ও বাহুতে এক এক খণ্ড লৌহ বিলম্বিত ছিল। ইহা দ্বারা তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে, তিনি মৃগী বা

(১) এবনে-হেশাম, ১—৫৫ ইত্যাদি।
(২) এছাবা, ৮—৫৩; জোর্কানী, ১—১৭০।
(৩) ঐ, ১—২৯৬।
(৪) ঐ, ৫—৮১ ও ৮—১২৩।

দশম পরিচ্ছেদ

ডাঃ স্প্রেঙ্গারের অদ্ভুত মত।

মূর্চ্ছা বায়ু Epilepsy, falling disease পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই শ্রেণীর বিদ্বেষ-বিষ-জর্জ্জরিত অসাধু লোকদিগের কথার প্রতিবাদ করিয়া শ্রম ও সময়ের অপব্যয় করা উচিত নহে। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগেও প্রায় সকল দেশের ও সকল জাতির লোকেরা, বিশেষতঃ তাঁহাদের গর্ভবতী স্ত্রীলোকেরা, কুসংস্কার বশতঃ এইরূপ কবচ মাছুলি এবং লৌহ বা অন্যান্য ধাতব পদার্থ শরীরে ধারণ করিয়া থাকেন। নৈসর্গিক আপদ বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য একখণ্ড লৌহ সঙ্গে রাখার প্রথা, আজও পৌত্তলিক জাতি সমূহের মধ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ডাঃ স্প্রেঙ্গারের প্রদত্ত বিবরণটীকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও, তাহা দ্বারা বিবি আমেনার মৃগী বা মূর্চ্ছা রোগগ্রস্ত হওয়া কোন মতেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু এই শ্রেণীর লেখকেরা এই মিথ্যার ভিত্তির উপর ভবিষ্যতে প্রবঞ্চনার একটা বিরাট সৌধ নির্ম্মাণ করিতে চাহেন। সেইজন্য তাঁহারা প্রথমে এইরূপে প্রস্তুত হইতেছেন। একটু পরেই আমরা এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

হজরত দুই বৎসর বয়স পর্য্যন্ত বিবি হালিমার স্তন্য-পান করিয়াছিলেন। দুই বৎসর পরে তাঁহার "দুধ ছাড়াইয়া" হালিমা তাঁহাকে মাতা আমেনার সমীপে লইয়া আসিলেন। মোস্তফার অপরূপ রূপলাবণ্য এবং স্বাস্থ্যব্যঞ্জক অনুপম দেহকান্তি দর্শনে, তাঁহার স্বজনগণের বিশেষতঃ বিবি আমেনার চোখ জুড়াইয়া গেল। এই সময় মক্কার জল-বায়ু অত্যন্ত দুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, এমন কি তথায় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবও ঘটিয়াছিল। মাতা দেখিলেন, হালিমার যত্নে এবং মরুপ্রান্তের জল-বায়ুর গুণে, তাঁহার দুলালের শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট ও কান্তিবিশিষ্ট হইয়াছে। পক্ষান্তরে মক্কায় সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব। কাজেই তিনি পুনরায় এই শিশুর লালন-পালন ভার হালিমার হস্তে প্রদান করাই সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন।

সৌভাগ্যবতী হালিমা, হজরতকে সঙ্গে লইয়া সানন্দে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। অবশ্য তিনি যথানিয়মে মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে মাতৃসদনে আনয়ন করিতেন।

পাঁচ বৎসর এই ভাবে কাটিয়া গেল (১)—উপরে সুনীলস্বচ্ছ অনন্ত আকাশ, নিম্নে দূর বিস্তৃত মুক্ত প্রান্তর। অদূরে, উপত্যকা ও অধিত্যকার ক্রোড়ে—মৌনী মহাসাধকের ন্যায় স্তব্ধ মৌন বিরাট পর্ব্বতমালা, কোন্ দূর অতীতের মহাস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে। প্রকৃতির চিত্র-বৈচিত্র্য, স্বভাবের মনমুগ্ধকর সঙ্গীত, নির্ম্মল আকাশে ও অকলুষ বায়ুতে, স্বভাবের ক্রোড়ে, বাসন্তী শুক্লপক্ষের বালসুধাকরের ন্যায়, শিশু মোস্তফা দিনে দিনে কলায় কলায় বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। হজরত নিজ ভ্রাতা ভগ্নীদিগের সঙ্গে মিশিয়া, কখনও বা মুক্তপ্রান্তরে ছাগপাল চরাইয়া বেড়াইতেন, আর কখনও বা এই রাখাল-রাজ উচ্চ পর্ব্বতে

(১) মতান্তরে ছয় বৎসর—এবনে-এছহাক।

আরোহণ করিয়া বিস্মিতভাবে সম্মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। দূরে, অতি দূরে, দৃষ্টির অন্ত-স্থলে—চক্রবালে সান্তের সহিত অনন্তের কোলাকুলি—তিনি নির্ণিমেষ-নেত্রে চাহিয়া থাকিতেন, আর স্থির হইয়া কি এক গভীর অথচ অজানা ভাবনায় অভিভূত হইয়া পড়িতেন। ধাত্রী হালিমা বলিতেন—আমি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, উত্থানে উপবেশনে, কথোপকথনে বা মৌনাবলম্বনে, মোহাম্মদের শৈশব-জীবনের প্রত্যেক কাজেই একটা অতি অসাধারণ মহত্ত্বের ভাব স্বততই যেন ফুটিয়া উঠিত। (১) ভ্রাতা ভগ্নীরা তাঁহাকে আপনাদের সহোদর ভ্রাতার ন্যায় ভালবাসিতেন। মোস্তফার চরিত্র-মাধুর্য্যে তাঁহারা সকলেই তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত বয়ঃজ্যেষ্ঠা শায়মা অতি শৈশবে হজরতকে লইয়া নাচাইতেন, আর হজরতের নৃত্যের তালে তালে নিম্নলিখিত সঙ্গীতটার আবৃত্তি করিতেন :—(২)

يا ربنا ابق لنا محمدا   حتى اراه يافعا امردا

ثم اراه سيدا مسودا   واكبت اعاديه معا والحسدا   واعطه عزا يدوم ابدا

(১) এবনে-হেশাম ১—৫৫, কামেল ১—১৬২, ১৬৩, খলদুন ২।০—১১।

(২) মোহাম্মাদ-বেন-মো'লাল আজদী তাঁহার তারিখ ترقيص নামক পুস্তকে এই সঙ্গীতের উল্লেখ করিয়াছেন। এছাবা ৮—১২৩—২৪।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

الم نشرح لك صدرك ؟

বক্ষ-বিদারণ ব্যাপার।

হজরতের শৈশবকালের ঘটনা বর্ণনাকালে, তাঁহার বক্ষ-বিদারণ বা "শাক্কোচ্ছাদ্‌র" সংক্রান্ত বিবরণটি উপলক্ষ্য করিয়া খৃষ্টান লেখকগণ হজরতের চরিত্রের প্রতি নানাপ্রকার অপ্রীতিকর দোষের আরোপ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, আজিকালিকার নব্যশিক্ষিত মুছলমান যুবকগণ, এই সকল ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া, স্বধর্ম্মের প্রতি—অবশ্য অজ্ঞতা বশতঃ—অনাস্থা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কাজেই আমরা এই বিষয়টী লইয়া বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিতে বাধ্য হইতেছি।

প্রাচীন ইতিহাস লেখকগণ, প্রায় সকলেই একবাক্যে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। বোখারীতে না থাকিলেও, ছহী মোছলেম নামক বিখ্যাত হাদিছ গ্রন্থেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে। এমন কি, কোন কোন লেখক কোরআন হইতেও এই ঘটনার ঐতিহাসিকতা সপ্রমাণ করার চেষ্টা করিয়াছেন।

আমরা প্রথমে ছহী মোছলেম হইতে এই বিবরণটীর অনুবাদ করিয়া দিতেছি ঃ—

"আনাছ বলিয়াছেন—একদা হজরত বালকগণের সহিত খেলা করিতেছিলেন, এমন সময় জিব্রাইল (ফেরেশ্‌তা) তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, হজরতকে ধরিয়া চিৎভাবে শায়িত করিলেন, তাঁহার বুক চিরিয়া ফেলিলেন, তাহার পর তথা হইতে তাঁহার হৃদয় (বা হৃদ্‌পিণ্ড—কাল্‌ব) বাহির করিয়া তাহার মধ্য হইতে কতকটা জমারক্ত বাহির করিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন "শয়তানের অংশ যাহা তোমার মধ্যে ছিল, তাহা এই।" অতঃপর জিব্রাইল হজরতের হৃদয় (বা হৃদ্‌পিণ্ডটাকে) একখানা সোণার তশ্‌তরিতে রাখিয়া জম্‌জমের পানিদ্বারা ধুইয়া ফেলিলেন, পরে হৃদ্‌পিণ্ডের ফাটা অংশ জোড়া লাগাইয়া দিলেন, এবং উহাকে যথাস্থানে সংস্থাপন করিলেন। এই সময় বালকগণ দৌড়িয়া হজরতের মাতার অর্থাৎ ধাত্রীর নিকটে গিয়া বলিল, দেখ, মোহাম্মদ নিহত হইয়াছেন। অতঃপর সকলে তাঁহার নিকটে চলিয়া আসিল—তখন হজরতের চেহারা বিবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। আমি হজরতের বক্ষে সিলাইয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইতাম। (১)

উল্লেখযোগ্য ও বিশ্বস্ত হাদিছ গ্রন্থে এই ঘটনা সম্বন্ধে যতগুলি বিবরণ পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে মোছলেমের এই বিবরণটীতে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, এই ব্যাপার ধাত্রী হালিমার তত্ত্বাব-

(১) মোছলেম ১—৯২।

প্রমাণের আলোচনা।

ধানে অবস্থান কালে সংঘটিত হইয়াছিল। অথচ এই আনাছ কর্ত্তৃক মে'রাজের যে সকল বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, এবং বোখারী ও মোছলেমে তৎসংক্রান্ত তাঁহার যে সকল 'হাদিছ' বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, এই ঘটনা মে'রাজ-রজনীতে সংঘটিত হইয়াছিল। বোখারী ও মোছলেমে এই আনাছ হইতে বর্ণিত একটী হাদিছে ইহাও জানা যাইতেছে যে, হজরত মক্কায় কা'বা মন্দিরে নিদ্রিত ছিলেন। এই অবস্থায় এই ঘটনা সম্বন্ধে তিনি স্বপ্ন দেখেন, পরে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। (১) সুতরাং এই রেওয়ায়তগুলিকে প্রমাণ স্বরূপে গ্রহণ করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, হজরতের বক্ষবিদারণের ঘটনা মে'রাজের রাত্রে মক্কানগরে সংঘটিত হইয়াছিল। ঐ সকল বিবরণের প্রধান রাবী আনাছের বর্ণনা মতে ইহাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, ইহা তাঁহার নিদ্রাবস্থার ঘটনা বা স্বপ্ন মাত্র। তাহা হইলে বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে জাগ্রত অবস্থায় হজরতের বক্ষবিদারণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া যে অভিমত পোষণ করা হইয়া থাকে, তাহা একেবারে মাঠে মারা যাইবে। এই সকল কারণে স্বয়ং এমাম মোছলেম আনাছের শেষোক্ত রেওয়ায়ত সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, আনাছের পরবর্ত্তী রাবী قدم فيه شيأ و اخر و زاد و نقص হাদিছের অগ্রের কতকাংশ পরে এবং পরের কতকাংশ অগ্রে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি হাদিছে কতক কথা বাড়াইয়া ও কতক কথা কমাইয়া দিয়াছেন। অথচ এই হাদিছটী উভয় বোখারী ও মোছলেম কর্ত্তৃকই বর্ণিত হইয়াছে।

ছহি মোছলেমের একটী হাদিছে জানা যায় যে, আনাছ এই ঘটনার বিবরণ আবুজর ছাহাবীর নিকট হইতে অবগত হইয়াছেন। আবুজর স্বয়ং হজরতের মুখে ঐ ঘটনার কথা জ্ঞাত হইয়াছেন। কিন্তু এই হাদিছ হইতেও জানা যাইতেছে যে, আলোচ্য বক্ষ-বিদারণের ঘটনা মে'রাজের রাত্রে—সুতরাং হজরতের নবী হওয়ারও কিছুকাল পরে—মক্কানগরে তাঁহার নিজ গৃহেই সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং বিবি হালিমার গৃহে অবস্থানকালে বক্ষ-বিদারণ হওয়ার কোন প্রমাণই এই হাদিছ হইতে পাওয়া যাইতেছে না। বরং এতদ্দ্বারা ঐ বিবরণের ভিত্তিহীনতাই প্রতিপন্ন হইতেছে। মে'রাজের হাদিছগুলি সম্বন্ধে যথাস্থানে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা হইবে।

এই ঘটনা সম্বন্ধে বিভিন্ন সূত্রে যে সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, সেগুলির মধ্যে স্থান কাল ও অন্যান্য বৃত্তান্ত (Fact) সম্বন্ধে এত অধিক অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয় যে, পরবর্ত্তী যুগের টীকাকারেরা, বহু চেষ্টা সত্বেও, এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া অবশেষে বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে—

---

(১) বোখারী, তাওহাদ—১৩—৩৭৫। মে'রাজের দীর্ঘ বিবরণ দিবার পর এখানে স্বয়ং আনাছ বলিতেছেন :— استيقظ হজরত নিদ্রা হইতে জাগরিত হইলেন। বোখারী ও মোছলেমের অন্য রেওয়ায়তেও ইহার সমর্থন হইতেছে। অহির প্রারম্ভ নামক অধ্যায়ে স্বয়ং হজরতের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে—"আমি অর্দ্ধ জাগ্রত অর্দ্ধ নিদ্রিতাবস্থায় শুইয়াছিলাম .... "।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

قد وقع الشق له صلعم مرارا فعند حليمة و هو ابن عشر سنين ثم عند مناجاة جبريل عليه السلام له بغار حرا ثم في المعراج ليلة الاسراء -

অর্থাৎ হজরতের বক্ষ-বিদারণ ব্যাপার কয়েকবার সংঘটিত হইয়াছিল :—(১) একবার হালিমার নিকট অবস্থানকালে (২) একবার তাঁহার দশ বৎসর বয়ক্রম কালে (৩) একবার হেরাপর্ব্বত-গুহায় জিব্রাইলের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও কথোপকথনের সময়ে (৪) এবং একবার মে'রাজের রাত্রে। (১)

ইহাতেও বৃত্তান্ত ঘটিত সমস্ত অসামঞ্জস্য দূর হয় না। কাজেই "মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়া" প্রভৃতি গ্রন্থের লেখকগণ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, পঞ্চমবার আর একদফা এইরূপ বক্ষ-বিদারণ ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার স্থান কালাদি নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে।

প্রথমে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে যে, এই বক্ষ-বিদারণ ব্যাপারের উদ্দেশ্য কি ছিল? সকল রাবী একবাক্যে বলিতেছেন যে,—

(১) হজরতের শরীরে বা তাঁহার অন্তঃকরণে শয়তানের অংশ ছিল—

(২) খোদা কর্ত্তৃক নিয়োজিত জিব্রিল ফেরেশতা বা অন্যান্য ফেরেশতাগণ, তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ড চিরিয়া তাহার মধ্য হইতে জমাট রক্তরূপী ঐ শয়তানের অংশ—বা মতান্তরে কু-প্রবৃত্তি—বাহির করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

(৩) উহার কোন অংশ হৃদ্‌পিণ্ডের গায়ে জড়াইয়া না থাকিতে পারে, এজন্য বেহেশত হইতে আনীত সোণার রেকাবীতে রাখিয়া জমজমের পানিদ্বারা তাহা উত্তমরূপে ধুইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

(৪) ফেরেশতাগণ বেহেশ্‌ত হইতে একখানা সোণার তশ্‌তরী পুরিয়া জ্ঞান ও বিশ্বাস—হেকমত ও ঈমান—আনিয়াছিলেন, এবং হজরতের বুক চিরিয়া তাহার মধ্যে ঐ হেকমত ও ঈমান পুরিয়া দিয়া আবার তাহা বন্ধ করিয়া দেন।

এই বিবরণ সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে :——

(১) হজরত জন্মতঃ বা আদৌ মা'ছূম ছিলেন না।

(২) শয়তানের অংশ তাঁহার মধ্যে অত্যন্ত বলবৎ ছিল।

(৩) এই শয়তানের অংশ, শয়তানীভাব বা কু-প্রবৃত্তি তাঁহার মধ্যে এত প্রবল ছিল যে, তজ্জন্য পাঁচবার তাঁহার বক্ষ-বিদারণ করিয়া তাহা নিরাকরণের জন্য স্বয়ং খোদা-তাআলাকে নিজের ফেরেশতাগণের দ্বারা চেষ্টা করিতে হইয়াছিল।

(৪) হজরত নবুয়ৎ পাওয়ার পরেও তাঁহার এই শয়তানী ভাব ও কু-প্রবৃত্তি দমিত না হওয়ায় মে'রাজের রাত্রিতেও আবার তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ডে অস্ত্রচিকিৎসার আবশ্যক হইয়াছিল।

(৫) নবুয়তের পরও হজরতের হৃদয় ঈমান-শূন্য অবস্থায় ছিল।

(১) মেরকাত। মেশকাতের হাশিয়া ৫২৪ পৃষ্ঠা, এবং মাওয়াহেব ও মাদারেজ প্রভৃতি।

হজরতের প্রতি একটুও ভক্তি শ্রদ্ধা যাহার আছে, এমন কোন মুছলমান কি এই কথাগুলি স্বীকার করিতে সাহসী হইবে? আমরা ভূমিকায় অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে এরূপ ক্ষেত্রে রেওয়ায়েতের হিসাবে হাদিছ ছহী বলিয়া পরিগণিত হইলেও তাহা পরিত্যক্ত হইবে। কারণ ইহা স্পষ্ট সত্য ও এছলামের মূলনীতির বিপরীত কথা। এখানে পাঠকগণকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আলোচ্য বিবরণটী রছুলের হাদিছ নহে—আনাছ নামক জনৈক ছাহাবীর উক্তি মাত্র।

আমাদের পণ্ডিতগণ স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছেন যে, কোরআনের দুইটী আয়ৎ যদি পরস্পর বিরোধী হয় এবং যদি তাহাদের মধ্যে সামঞ্জস্য অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উভয় আয়তই পরিত্যজ্য হইবে। اذا تعارضا تساقطا (১)

কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এমন অসমাধ্য গরমিল ও আত্মবিরোধ থাকা সত্ত্বেও, মানুষের বর্ণিত এই বিবরণগুলিকে অগ্রাহ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেছেন। কল্পিত গরমিলের জন্য কোরআনের আয়াৎ—আল্লার বাণী অবাধে পরিত্যক্ত হইতে পারে, কিন্তু আজগৈবী ব্যাপারের এমনই মোহ যে, অসমাধ্য অসামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও, এই বিবরণগুলি পরিত্যক্ত হইতে পারে না! ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের ও আশ্চর্য্যের কথা আর কি হইতে পারে?

ঐতিহাসিক সমালোচনা।

আসুন পাঠক! এখন আমরা অন্যদিক দিয়া আনাছের বর্ণিত এই বিবরণটীর বিশ্বস্ততা পরীক্ষা করিয়া দেখি।

আনাছ বলিতেছেন—একদা হজরত বালকগণের সহিত খেলা করিতেছেন ....আমি তাঁহার বক্ষে সিলাইয়ের চিহ্ন দেখিতে পাইতাম।

আনাছের পরবর্ত্তী রাবীর কথা অনুসারে আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম যে, বস্তুতঃ আনাছ এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, আনাছ কি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী না তিনি আর কাহারও মুখে শুনিয়া উহা প্রকাশ করিতেছেন? যদি তিনি অন্য কাহারও মুখে শ্রবণ করিয়া বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই প্রথম 'রাবী'র নাম জানা আবশ্যক। তিনি কে, কি ভাবের লোক, মুছলমান কি অমুছলমান, বিশ্বস্ত কি না, তাঁহার পক্ষে এই ঘটনা জানা সম্ভবপর ছিল কি না, এ সকল প্রশ্নের মীমাংসা অগ্রে হওয়া আবশ্যক। কিন্তু আনাছ এই প্রসঙ্গে তাঁহার উপরিতন রাবীর নাম উল্লেখ করেন নাই।

"আনাছ হজরতের মুখে শুনিয়া বলিয়া থাকিবেন"—এইরূপ সিদ্ধান্তও যুক্তিহীন। কারণ (উপক্রম খণ্ড দ্রষ্টব্য)।

---

(১) নুরুল-আনওয়ার। লেখক এই মত স্বীকার করেন না, কারণ এই প্রকার আত্মবিরোধ কোরআনে থাকাই অসম্ভব।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

(১) হজরতের মুখে শুনিয়া থাকিলে তিনি নিশ্চয় সে কথার উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইতেন না।

(২) মে'রাজ সংক্রান্ত তাঁহার এক বর্ণনায় আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই বক্ষ-বিদারণ বা শাক্‌কুচ্ছাদ্‌রের বিবরণ তিনি আবুজর গেফারীর মুখে শুনিয়াছেন বলিয়া নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। (১) এই হাদিছের আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। আবুজর গেফারীর বর্ণনা অনুসারে আনাছের এই বিবরণ অসত্য বলিয়া সপ্রমাণ হইতেছে।

(৩) আনাছ যে সময়কার ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন, তখন তাঁহার জন্মই হয় নাই। (২) হজরত ৫৩ বৎসর বয়সে মদিনায় হেজরৎ করেন, এই সময় আনাছের বয়স ১০ বৎসর মাত্র ছিল। কাজেই বিবি হালিমার নিকট হজরতের অবস্থান তাঁহার জন্মের ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আনাছ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীরূপে পরিগণিত হইতে পারেন না।

(৪) রাবী ছাবেৎ বলিতেছেন,—আনাছ বলিলেন, আমি হজরতের বক্ষে সিলাইয়ের চিহ্ন লক্ষ্য করিতাম।

বালক আনাছ হজরতের বক্ষে যে সিলাইয়ের চিহ্ন দর্শন করিতেন, হজরতের আর কোন সহচর কি তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন? কোন ছহি রেওয়ায়তে ইহার কোন প্রকার প্রমাণ পাওয়া যায় কি? না, কখনই নহে। হজরতের কেশাগ্র হইতে পদ নখ পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিস্তৃত ও বিশদ বিবরণ, তাঁহার বহু সহচর কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে, এবং বহু হাদিছ ও ইতিহাস গ্রন্থে ঐ সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়া আছে। কিন্তু অন্য কেহই এই সিলাইয়ের চিহ্নের উল্লেখ করেন নাই। অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা না করিয়া কোন কোন লেখক বলিয়াছেন যে, ঘটনার পর সাময়িকভাবে অল্পদিনের জন্য এই চিহ্নটী পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, এবং পরে তাহা বিলুপ্ত হইয়া যায়! এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আনাছের পক্ষে ত ঐ চিহ্ন দর্শন করা একেবারে অসম্ভব। কারণ আনাছ এই ঘটনার ৪০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পরে যে চিহ্ন দেখিতে পাইলেন এবং দশ বৎসরের বালক আনাছ যে চিহ্নকে সিলাইয়ের চিহ্ন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লইলেন, আজন্ম হজরতের সহচরগণ এবং তাঁহার অতি নিকটাত্মীয়বর্গ, তাহা জানিতে দেখিতে বা চিনিতে পারিলেন না, ইহা কি কম আশ্চর্য্যের কথা?

সিলাইয়ের চিহ্ন।

ভূমিকায় আমরা দেখাইয়াছি যে, যে কোন বিবরণ জ্ঞান চাক্ষুষ সত্য বা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিপরীত, হাদিছ শাস্ত্রের সর্ব্বজনমান্য পণ্ডিতগণ সেগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বা জাল ও

---

(১) মোছলেম, ১—৯২।

(২) বোখারী, একমাল, এছাবা,—"আনাছ", হজরতের মৃত্যুসময় তাঁহার বয়স ২০ বৎসর মাত্র।

মৌজু' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। যে সকল হাদিছের দ্বারা এছলাম ধর্ম্মের কোন নীতি (Principle) বা হজরতের মহিমার খর্ব্ব হওয়া সম্ভবপর হয়, তাহাও ঐ শ্রেণীর অবিশ্বাস্য ও প্রক্ষিপ্ত হাদিছের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন ঃ——কু-প্রবৃত্তি ও শয়তানী ভাব নামক জড় পদার্থটী—যাহা হৃদ্‌পিণ্ডের মধ্যে জমাট বাঁধা রক্ত বা কাল বিন্দুর ন্যায় অবস্থান করিয়া থাকে —বাহির করিবার জন্য ফেরেশতাগণের 'অপারেশন কেস' লইয়া ধরাধামে উপস্থিত হওয়া, তাহা বাহির করিয়া ফেলিয়া দেওয়া, সোণার তশ্‌তরি করিয়া 'নুর ও ঈমান' (জ্যোতিঃ ও বিশ্বাস) নামক পদার্থদ্বয়কে বুকের মধ্যে পুরিয়া দেওয়া, এবং এই ঘটনা উপলক্ষে বর্ণিত অন্যান্য বিবরণ পূর্ব্বোক্ত মোহাদ্দেছগণের সর্ব্ব-বাদী-সম্মত-সিদ্ধান্ত অনুসারে অবিশ্বাস্য ও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইতে পারে কি না ?

কোরআন শরীফে "আলাম্‌ নাশ্‌রাহ্‌" ছুরায় বর্ণিত হইয়াছে ঃ——

الم نشرح لک صدرک - الخ

"হে মোহাম্মদ ! আমি কি তোমার হৃদয়কে উন্মুক্ত করি নাই ?" অর্থাৎ করিয়াছি।

'শার্হ্‌' শব্দের অর্থ উন্মুক্ত করা, প্রশস্ত করা। উন্মুক্ত বা প্রশস্ত হৃদয় বলিলে, জগতের সমস্ত ভাষায় তাহার যে অর্থ হইতে পারে, কোরআনের এই আয়তেও একমাত্র সেই অর্থেই ঐ শব্দের ব্যবহার হইয়াছে। ইহার জন্য আমাদিগকে বড় বড় অভিধান হাঁটকাইতে বা টীকাকারগণের মতামত উদ্ধৃত করিতে হইবে না, কোরআনেই ইহার প্রমাণ আছে। ঠিক এই 'শার্হে ছাদ্‌র' পদ, কোরআনের আরও তিন স্থানে বর্ণিত হইয়াছে ঃ——

আয়তের ভ্রান্ত অর্থ।

يشرح صدره للاسلام - و لكن من شرح للكفر صدرا - افمن شرح الله صدره للاسلام -

অর্থাৎ "আল্লাহ তাহার হৃদয়কে এছলামের জন্য উন্মুক্ত করিয়া দেন" (১) "পরন্তু যে ব্যক্তি কোফরের জন্য নিজের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে" (২) "আল্লাহ যাহার হৃদয়কে এছলামের জন্য উন্মুক্ত করিয়াছেন" (৩) এই সকল স্থানে শার্হে ছাদ্‌র পদের যে অর্থ, আলোচ্য আম্‌পারার আয়তেও তাহা ব্যতীত অন্য কোন অর্থ গৃহীত হইতে পারে না।

দুই বৎসর বয়সে হজরতের 'দুধ ছাড়ান' হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই হালিমা তাঁহাকে মাতৃসদনে লইয়া যান এবং তাঁহার উপদেশ মতে আবার স্বস্থানে ফিরাইয়া আনেন। ইহার "কয়েক মাস পরেই" এই ঘটনা ঘটে বলিয়া কথিত হইয়াছে। (৪) এইরূপ অনূর্দ্ধ তিন বৎসরের

(১) ৮ পারা, ২ রুকু। (২) ১৪ পারা, ২০ রুকু।
(৩) ২৩ পারা, ১৭ রুকু। (৪) কামেল, ১—১৬৪।

শিশু ভাল করিয়া কথা বলিতেই পারে না। অথচ ভূতগ্রস্ত বলিয়া যখন লোকে তাঁহাকে গুণীনের নিকট লইয়া যাইবার পরামর্শ দিতেছিল, সে সময় তিনি—

ما هذه ليس بي شي مما يذكر - ان ارادتي سليمة و فوادي صحيح - الخ

"ব্যাপার কি? যাহা তোমরা বলিতেছ, আমাতে সে সব কিছুই নাই। দেখ, আমার জ্ঞানের কোন তারতম্য ঘটে নাই, আমার মন সুস্থ ও অচঞ্চল, তাহার কোনই ব্যত্যয় ঘটে নাই" (১) ইত্যাদি বলিয়া পিতামাতা ও স্বজনবর্গকে আশ্বস্ত করিতেছেন। আবার বক্ষ-বিদারণ ব্যাপারের সমস্ত ইতিবৃত্তের আবৃত্তিও করিতেছেন, ইহাও কি কম অস্বাভাবিক কথা?

যাহাহউক, বিবি হালিমার গৃহে অবস্থান কালে ফেরেশতাগণ হজরতের বক্ষ বিদারণ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগের কথকগণ যে গল্পটী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার সহিত সত্যের কোনই সম্বন্ধ নাই। অসতর্ক রাবীদিগের কল্যাণে, মে'রাজ সংক্রান্ত হজরতের বর্ণিত স্বপ্নের বিবরণটী নানা অত্যাচারের পর বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে মাত্র।

(১) কামেল—হেশামী প্রভৃতি।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মৃগী বা মূর্চ্ছারোগ—ভিত্তিহীন কল্পনা।

খৃষ্টান লেখকগণ সাধারণতঃ অসাধারণ আগ্রহের সহিত বর্ণনা করিয়া থাকেন যে, হজরত আশৈশব Epilepsy (falling disease) বা মৃগী ও মূর্চ্ছা রোগে পীড়িত ছিলেন। পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত গল্পটাকে সূত্ররূপে অবলম্বন করিয়া, বহু মিথ্যা ও কষ্ট-কল্পনার সাহায্যে তাঁহারা এই জাজ্জল্যমান মিথ্যাকে জগতময় প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা বলেন—হালিমার গৃহে অবস্থানকালে যে ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহা হজরতের ঐ মূর্চ্ছা রোগেরই ফল। এই রোগগ্রস্ত হওয়াতে সময় সময় তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন, এবং এই রোগের বিকারেই তিনি মনে করিতেন যে, খোদার নিকট হইতে তিনি 'বাণী' বা অহি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

স্যর উইলিয়ম মূয়র একজন ভদ্র ও উচ্চপদস্থ ইংরাজ। এদেশে উচ্চতম রাজপদে অধিষ্ঠান করার সময় তিনি সরকারী তহবিলের মারফতে মুছলমানেরও অনেক 'নুন' খাইয়াছিলেন।

মূয়রের পুস্তক।

তাঁহার লেখা পড়িয়া অনুমান করা যায় যে, তিনি অল্প বিস্তর আরবীও জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকের ফরমাইশ মোতাবেক এবং তাঁহাদের দুরভিসন্ধি সফল করার জন্যই যে পুস্তক প্রণয়ন করা হইয়াছে, তাহাতে ন্যায় ও সত্যের মস্তকে পদাঘাত না করাই আশ্চর্য্যের কথা। স্যর উইলিয়ম মূয়রের লিখিত Life of Mahomet বা মোহাম্মদের জীবন-চরিত নামক পুস্তকের দুইটী সংস্করণ (১৮৫৭ ও ১৮৬১ সালে) প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের শেষ সংস্করণ প্রচারিত হওয়ার পর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে স্বনামধন্য মহাত্মা ছৈয়দ আহমদ ছাহেব লণ্ডন হইতে Essays on the life of Mohammed নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। মহাত্মা ছৈয়দ বিশেষ করিয়া মূয়র সাহেবের মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা এবং তাঁহার উল্লিখিত সূত্রগুলির অকিঞ্চিৎকরতা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দেন। ইহার পর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে মূয়র সাহেবের পুস্তকের এক নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়। মূয়র সাহেব কোন্ গুপ্ত ও গোপনীয় কারণে বাধ্য হইয়া যে এই পুস্তকে পূর্ব্ব সংস্করণের প্রাগৈছলামিক যুগের আরবীয় ইতিহাস এবং "Most of the notes, with all the reference to original authorities have been omitted......throughout amended"(১) প্রায় সমস্ত টীকা

---

(১) নূতন সংস্করণ—ভূমিকা।

ও মূল পুস্তকের—যাহা হইতে বিবরণগুলি সংগৃহীত হইয়াছে—'বরাত'গুলি একদম হজম করিয়া দিয়াছেন, এবং কেনই বা পুস্তকখানা সম্পূর্ণভাবে সংশোধিত হইয়াছে, ছৈয়দ ছাহেব মরহুমের পুস্তকের সহিত মূয়র সাহেবের পূর্ব্ব-সংস্করণের পুস্তকখানা মিলাইয়া দেখিলে তাহা সহজে বোধগম্য হইতে পারিবে।

আলোচ্য প্রসঙ্গেও ছৈয়দ ছাহেব মরহুম মূয়র সাহেবকে এমনই করিয়া চাপিয়া ধরিয়াছিলেন যে, তিনি পূর্ব্ব সংস্করণের লেখাটা সংযত করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। তবে তাহা স্বীকার করার মত সৎসাহস তাঁহার নাই বলিয়া নীরবে এই কার্য্যটা সম্পন্ন করা হইয়াছে।

মূয়রের চরম অজ্ঞতা।

স্যর উইলিয়ম মূয়র ইংলণ্ডের একজন অদ্বিতীয় আরবী ভাষাবিদ ও এছলামিক বিদ্যা-বিশারদ পণ্ডিত! হেশামীর বর্ণিত উছিবা اصيب কে উমিবা اميب বলিয়া উল্লেখ করিয়া এবং এই উমিবা শব্দের কল্পিত অনুবাদ করিয়া তিনি পূর্ব্ববর্ণিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন।

তিনি পূর্ব্ব সংস্করণে বলিয়াছিলেন:——হেশামী ও তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকগণ বলেন, অবস্থা দর্শনে হালিমার স্বামী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, বালকটী (হজরত) "had a fit" মূর্চ্ছা গিয়াছিল। তিনি পাদটিপ্পনীতে বলিতেছেন যে, আরবীতে এখানে اميب 'উমিবা' শব্দ আছে, উহার অর্থ মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়াছে। (১)

স্যর উইলিয়ম মূয়রের এই উক্তির প্রত্যেক বর্ণই ভিত্তিহীন কল্পিত ও জাজ্বল্যমান মিথ্যা। কারণ:——

১। হেশামী বা তাঁহার পরবর্ত্তী কোন লেখকই বলেন নাই যে, 'বালক মূর্চ্ছাগ্রস্ত হইয়াছিল' (had a fit)। হালিমার স্বামী ঐ কথা বলিয়াছেন বলিয়া কোথাও ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ নাই।

২। ইউরোপের ও মিছরের মুদ্রিত হেশামী আমাদের সম্মুখে আছে, কোথাও 'উমিবা' শব্দ নাই। বরং সকল সংস্করণে اصيب 'উছিবা' শব্দই বিদ্যমান আছে। (২)

৩। 'উছিবা' শব্দের আভিধানিক অর্থ—"প্রাপ্ত হইয়াছে"। আরবী ভাষায় এরূপ স্থলে উহার অর্থ হয়—"ভূত প্রেত কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হইয়াছে"। সহজ বাংলায় আমরা যেমন বলিয়া থাকি—'রামকে ভূতে পাইয়াছে'।

৪। আরবী ভাষায় আমাদের সামান্য যতটুকু জ্ঞান আছে, এবং প্রধান প্রধান আরবী অভিধানগুলি বিশেষভাবে তন্ন তন্ন করিয়া যতটুকু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহার উপর নির্ভর করিয়া আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, স্যর উইলিয়মের উদ্ধৃত এই 'উমিবা' শব্দের অর্থও কোন

(১) ১—২১। (২) Gottingen 1858, বুলাক ১২৯৫ হিজরী।

মতেই "মূর্চ্ছা (Epilepsy) রোগগ্রস্ত হইয়াছে" হইতে পারে না। বরং খুব সম্ভব ম-ও-ব বা ম-য়-ব صوب و صيب ধাতুমূলক কোন ক্রিয়াবাচক শব্দই আরবী ভাষাতে নাই।

৫। এই বিবরণ সত্য বলিয়া গৃহীত হইলেও, হালিমার স্বামীর কথায় এই মাত্র জানা যাইতেছে যে, হজরত 'ভূতাবিষ্ট' হইয়াছেন বলিয়া তিনি (হালিমার স্বামী) 'আশঙ্কা' করিয়াছিলেন :—— و قال لي ابوه يا حليمة لقد خشيت ان يكون هذ الغلام قد اصيب "—হে হালিমা! আমার ভয় হইতেছে যে, বালক (মোহাম্মদ) হয়ত ভূতাবিষ্ট হইয়াছে।" হেশামী ও তাঁহার পরবর্ত্তী লেখকগণ এই কথারই উল্লেখ করিয়াছেন।

৬। হেশামী এই বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, হালিমা হজরতকে লইয়া বিবি আমেনার নিকটে উপস্থিত হইলে এবং এই সকল কথা কহিলে, তিনি (আমেনা) হালিমাকে বলিলেন :——

افتخوفت عليه الشيطان ؟ قالت قلت نعم قالت كلا ! ما للشيطان عليه من سبيل - و ان لابني لشانا -

"তুমি কি ভয় করিতেছ যে, উহার উপর শয়তানের প্রভাব হইয়াছে?" হালিমা বলিলেন, "হাঁ, তাহাই বটে।" হালিমার উত্তর শুনিয়া আমেনা বলিলেন, 'অসম্ভব! উহার উপর শয়তানের প্রভাব হইতেই পারে না। আমার পুত্রের মধ্যে একটা মহত্ত্বের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।'

এই উক্তির দ্বারা অকাট্যরূপে জানা যাইতেছে যে, মূর্চ্ছা মৃগী বা অন্য কোন রোগের আশঙ্কা কেহই করে নাই। বরং নিজেদের কুসংস্কারবশতঃ—সম্ভবতঃ হজরতের চরিত্রের অসাধারণ ভাব লক্ষ্য করিয়া—তাঁহাদের মনে এইরূপ একটা আশঙ্কা হইয়াছিল। (১)

৭। 'হেশামীর পরবর্ত্তী লেখকগণ' এই ঘটনা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ প্রদান করিতেছেন :——"হালিমা বলিতেছেন, তাঁহার স্বজনগণ বলিলেন, এই বালকটীর 'নজর লাগিয়াছে' অথবা 'এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়' এরূপ কোন জেনে উহাকে পাইয়াছে। অতএব উহাকে আমাদিগের 'গুণীনের' নিকট লইয়া যাও, তিনি দেখিয়া শুনিয়া উহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিবেন। (হজরত বলিতেছেন, তাহাদের এই সকল অকারণ আশঙ্কা ও অলীক ধারণার বিষয় অবগত হইয়া) আমি তাহাদিগকে বলিলাম, এ সকল কি (ফাজিল বকাবকি হইতেছে)? যাহা বলা হইতেছে, আমাতে তাহার কিছুই নাই। (তোমরা দেখিতে পাইতেছ না?) আমার জ্ঞানের কোন বৈলক্ষণ্য বা মনের কোনই বিকার ঘটে নাই, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। তখন (হালিমার স্বামী) আমার দুধবাপ বলিলেন—তোমরা দেখিতেছ না, সে

(১) কামেল, ১—১৭৪ পৃষ্ঠা।

কেমন নির্ব্বিকারভাবে (জ্ঞানের) কথা কহিতেছে, আমার নিশ্চিত আশা এই যে, আমার পুত্রের কোনই ভয় নাই।

স্যর উইলিয়ম মূয়র ও তাঁহার সমপ্রকৃতিস্থ খৃষ্টান লেখকগণ এই প্রক্ষিপ্ত ও অবিশ্বস্ত বিবরণের বিকৃত শব্দের ভ্রান্ত অর্থের উপর নির্ভর করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বরং, তাঁহাদের উদ্দেশ্যের বিপরীত মনে করিয়াই হউক আর অন্যের অন্ধ অনুকরণের ফলেই হউক, আমাদের ছয় ও সাত দফার উদ্ধৃত কথাগুলিকে তাঁহারা একেবারে বেমালুম হজম করিয়া ফেলিয়াছেন। অথচ ঐ কথাগুলি তাঁহাদের উদ্ধৃত বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে—মাত্র তাহার দুই ছত্র পরে—বর্ণিত হইয়াছে !

খৃষ্টান লেখকগণের অসাধুতা।

মূয়র সাহেব তাঁর নূতন সংস্করণে অনেকটা আমতা আমতা করিয়া বলিয়াছেন :——"It was probably a fit of Epilepsy" সম্ভবতঃ ইহা মৃগী-রোগজনিত মূর্চ্ছা। এই অনুমান যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। কারণ, এই বক্ষ-বিদারণ ব্যাপারটীই আদৌ ভিত্তিহীন ও অপ্রামাণিক কল্পনা মাত্র।

পুত্রের পঞ্চম বা ষষ্ঠ বৎসর বয়সে, মাতা তাঁহার প্রতিপালন ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই ; এবং এই ব্যাপারের কারণ নির্দ্দেশ করার জন্য কোন লেখকের শিরঃপীড়া হওয়ারও কোন হেতু ছিল না। কিন্তু মূয়র প্রমুখ খৃষ্টান লেখকেরা ইহারও কারণ আবিষ্কার করিতে ক্রুটী করেন নাই। মূয়র সাহেব বলিতেছেন :—

But uneasiness was again excited by fresh symptoms of a *suspicious nature* ; and she set out finally to restore the boy to hls mother, when he was about five years of age. (Page 7).

মর্ম্মানুবাদ—কিছুকাল পরে মোহাম্মদের পাঁচ বৎসর বয়সে আবার কতকটা গোলমেলে গোছের রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ায়, হালিমা অবশেষে বালককে তাহার মাতার নিকট প্রত্যর্পণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। (৭ পৃষ্ঠা)

ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, ইহা মহানুভব লেখকের সম্পূর্ণ স্বকপোল কল্পিত মিথ্যা উক্তি। প্রক্ষিপ্ত ও অবিশ্বস্ত বলিয়া নির্দ্ধারিত উপকথাগুলিতেও এই বিবরণের কোনই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

খৃষ্টান লেখকগণ প্রায় সকলেই হজরতের এই Epilepsy—falling disease মৃগী ও মূর্চ্ছা বায়ু রোগের কথা বলিয়াছেন, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কোথায়ও ইহার সূত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু ছৈয়দ আহমদ মরহুম, বহু পরিশ্রম করিয়া এই সকল মিথ্যার মূল উৎস খুঁজিয়া বাহির করিয়াছেন। আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তাঁহার মন্তব্যের অনুবাদ করিয়া দিতেছি :——

মিথ্যার মূল উৎস।

"বহু গবেষণার ফলে আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, এই ধারণার মূল কারণ, প্রথমতঃ গ্রিক্ খৃষ্টানদিগের কুসংস্কার এবং দ্বিতীয়তঃ লাটিন ভাষায় আরবী পুস্তকের ভ্রান্ত অনুবাদ।

"প্রিডো Prideaux, Life of Mahomet বা 'মোহাম্মদের জীবনী' নাম দিয়া যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, এবং যাহা ১৭১২ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরে মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে এই ধারণার সূত্রপাত করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ডাঃ পোকক আবুল্‌ফেদার ইতিহাসের কতকগুলি অংশের যে ভ্রান্ত অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেও এই মিথ্যা ধারণার মূল ভিত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার মূল আরবী Manuscript এই অনুবাদ সহ ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে অক্সফোর্ড হইতে প্রকাশিত হয়। আমরা প্রথমে ঐ পুস্তক হইতে মূল আরবী এবং পরে ডাঃ পোককের অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :——

فقال زوج حليمة لها قد خشيت ان هذا الغلام قد اصيب بالحقية باهله
فاحتملته حليمة و قدمت به الي امه -

(এখানে فالحقيه 'ফা-আল্‌হেকিহে' পরিবর্ত্তিত হইয়া بالحقية 'বিল্‌-হাক্কিয়াতে' শব্দে পরিণত হইয়াছে।—লেখক)

পোকক সাহেব লাটিন ভাষায় ইহার অনুবাদ করিয়াছেন :——

Tune maritus Halimœ; multum vereor, inquit, ne puer inter populares suos morbum Hypochondriacum contraxerit......"

মূলের প্রকৃত অনুবাদ হইতেছে :——"হালিমার স্বামী তাহাকে বলিলেন, আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, বালকটী (কোন দুষ্টযোনি কর্ত্তৃক) প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব তুমি তাহাকে তাহার পরিজনবর্গের নিকট রাখিয়া আইস।" কিন্তু সাংঘাতিক প্রমাদ ঘটায়, ডাঃ পোকক যে অনুবাদ করিয়াছেন, বাংলায় তাহার শাব্দিক অনুবাদ এইরূপ হইবে :——"তখন হালিমার স্বামী কহিলেন—আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে যে, বালকটী তাহার সঙ্গীগণের নিকট হইতে Hypochondrical রোগে আক্রান্ত হইয়াছে।" এই 'হাইপোকন্‌ড্রিকাল' পীড়া দ্বারা অবসাদ রোগ ও বায়ুরোগকেই বুঝাইতেছে !

পূর্ব্বকথিত মতে 'ফা-আল্‌হেকিহে'কে 'বিল্‌-হাক্কিয়াতে' শব্দে পরিণত করিয়া, এই অঘটন ঘটান হইয়াছে। 'ফা-আল্‌হেকিহে' ক্রিয়ার অর্থ তাহাকে পৌঁছাইয়া দাও, আর হাক্কিয়াৎ স্বত্ব বা নিশ্চয়তা বোধক শব্দ। বাঙ্গালী পাঠকের নিকটও এই 'হাক্কিয়াৎ' শব্দ অপরিচিত নহে। হকিয়তের মোকদ্দমার কথা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু এই বিকৃত পদটীর প্রকৃত অর্থ করিতে গেলে তাহা মোটেই খাপ খায় না, কাজেই তিনি কল্পনার সাহায্যে ইহার

ঐরূপ একটা অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। জন ড্যাভেনপোর্ট তাঁহার Apology নামক পুস্তকে তীব্র কঠোর ভাষায় এই ধারণার ভিত্তিহীনতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বিখ্যাত ইতিহাসলেখক গিবনও এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া গ্রীক লেখকগণকে এই ধারণার সূত্রপাতকারী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। (১)

প্রথম হইতে আজ পর্য্যন্ত খৃষ্টান লেখকগণের অঘটনঘটনপটীয়সী অসাধারণ প্রতিভার ফলে জগন্ময় মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার কিরূপ সম্প্রসারণ হইয়াছে, আমরা উপরে সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করিলাম।

আরবী ভাষাভিজ্ঞ পাঠক, দেখিতে পাইতেছেন যে, "বে-আহলিহী" শব্দের 'বে'র অনুবাদ করা হইয়াছে from বা হইতে এবং সম্ভবতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক মূলের حسنات শব্দকে خشيات শব্দে পরিণত করা হইয়াছে। বস্তুতঃ এই সকল কথার উল্লেখ করিতেও লজ্জা বোধ হয়।

(১) ছৈয়দ, শেষ প্রবন্ধ, ১৫ হইতে ২০ পৃষ্ঠা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিপদের উপর বিপদ

মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই হজরতের পিতার মৃত্যু হইয়াছিল, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি ধাত্রী হালিমার নিকট হইতে মাতৃসদনে নীত হওয়ার পর, ষষ্ঠ বৎসর বয়সে জননী তাঁহাকে লইয়া মদিনায় যাত্রা করিলেন। বিবি আমেনার এই মদিনাযাত্রার কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়া থাকে যে, হজরতের পিতামহের মাতামহী মদিনার নাজ্জার বংশের কন্যা ছিলেন। বিবি আমেনা পুত্রকে লইয়া ঐ আত্মীয়গণের সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কেহ কেহ একথাও বলিয়াছেন যে, সাধ্বী আমেনা স্বামীর সমাধি দর্শন (জিয়ারৎ) করিবার জন্য পুত্রকে লইয়া মদিনায় গমন করিয়াছিলেন। আমাদের মতে এই সকল মতের মধ্যে কোন অসামঞ্জস্য নাই। বিবি আমেনা হয়ত উভয় উদ্দেশ্য সফল করার জন্য মদিনায় গমন করিয়াছিলেন। তবে প্রথমটী যে গৌণ এবং দ্বিতীয়টী যে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

মাতৃবিয়োগ।

কিন্তু পাঠক! এই যাত্রায় আমেনার উদ্দেশ্য যাহাই থাকুক না কেন, স্বর্গের এক মহান্ উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে ওতপ্রোতভাবে লুকাইয়াছিল। সেই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্যই বুঝি আবদুল্লার সমাধির নিমিত্ত মদিনাকে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল।

এই যাত্রায় মাতা আমেনা, ওম্মে-আয়মন নাম্নী তাঁহার পরিচারিকাকেও সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। মদিনা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময়, আবওয়া নামক স্থানে বিবি আমেনার মৃত্যু হয়। এই পিতৃমাতৃহীন বালক, পরিচারিকা ওম্মে-আয়মন কর্ত্তৃক মক্কায় নীত হন এবং এইরূপ পিতৃমাতৃহীন শিশুপৌত্রের প্রতি বৃদ্ধ পিতামহের যেরূপ বাৎসল্য হওয়া স্বাভাবিক, আবদুল মোত্তালেব সেইরূপ বাৎসল্য সহকারে তাঁহার প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।

পাঠক! একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, কি অসাধারণ অবস্থা! মাতৃগর্ভে অবস্থান কালেই আমাদের মোস্তফা পিতৃহীন হইলেন। পিতার স্নেহ ত দূরে থাকুক, তাঁহার মুখ দর্শনের সুযোগও তাঁহার ঘটিল না। তিনি গণিত কয়টী দিন মাত্র মায়ের কোলে অবস্থান করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু আজ দূর মরুপ্রান্তরে আত্মীয়স্বজনবিহীন স্থানে, সেই স্নেহময়ী জননীও শিশু মোস্তফাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। মাতৃ-বিয়োগের কঠোর শোক সম্বরণ করার পূর্ব্বে দুইটী বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতেই,

পিতামহের মৃত্যু।

কালের কঠোর হস্ত তাঁহাকে পিতামহের স্নেহপূর্ণ বক্ষ হইতেও অপসারিত করিয়া দিল। এইরূপে শোকের পর শোক এবং বেদনার পর বেদনা আসিয়া, শিশুর মনকে বিশ্বের বেদনা-হরণের উপযুক্ত করিয়া গড়িয়া তুলিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে, এই বেদনাই আল্লার শ্রেষ্ঠতম দান। তাই 'বালসূর্য্য-কিরণ-উদ্ভাসিত পূর্ব্বাহ্ণের আলোক ও তামসী রজনীর ঘোর অন্ধকারকে সাক্ষ্য করিয়া, আল্লাহ বলিতেছেন—হে মোহাম্মদ! আমি তোমাকে এতীম (পিতৃহীন) রূপে ধরায় প্রেরণ করিয়াছিলাম—যেন তুমি বিশ্বের সমস্ত পিতৃহীনের দুঃখ-বেদনা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে পার। হে মোহাম্মদ! আমি তোমাকে নিরাশ্রয় কাঙ্গাল করিয়া ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছিলাম—যেন তুমি বিশ্বের সকল নিরাশ্রয় নিঃসম্বল ও কাঙ্গালের সমস্ত জ্বালা ও সকল যাতনা বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে পার! (১)

বিপদ স্বর্গের দান।

কবি যথার্থই বলিয়াছেন ;—

"চিরসুখী জন, ভ্রমে কি কখন, ব্যথিত বেদন, বুঝিতে পারে ?"
"কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে, কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

তাই দুঃখের মধ্য দিয়া বেদনার মধ্য দিয়া, প্রেমময় বিশ্বপতির শ্রেষ্ঠতম দান এবং ধর্ম্ম ও মনুষ্যত্বের সার নির্য্যাস—পর-দুঃখ-কাতরতা ও বিশ্ব প্রেম, এইরূপে মোস্তফা-হৃদয়ের স্তরে স্তরে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিতেছিল।

হজরতের বয়স যখন আট বৎসর, তখন ৮২ বৎসর বয়সে আবদুল মোত্তালেবের মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ মৃত্যুর পূর্ব্বে হজরতের পিতৃব্য আবু-তালেবকে, শিশুর প্রতিপালন ভার দিয়া যান। পিতার চরমকালের উপদেশ এবং নিজের স্বাভাবিক স্নেহশীলতাবশতঃ আবুতালেব হজরতের লালন-পালন করিতেছিলেন। কিন্তু বালক মোস্তফার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ও চরিত্র-মাধুরী এমনই ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছিল যে, আবুতালেব তদ্দর্শনে ক্রমশঃ তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আবুতালেব শেষ সময় পর্য্যন্ত, হজরতের প্রতি নিজের এই অনুরক্তির যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, পরের ঘটনাবলী হইতে আমরা তাহা সম্যক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। (২)

আবুতালেব।

হজরতের শৈশবকালের অবস্থা বর্ণনাকালে মুয়র মার্গোলিওথ প্রমুখ লেখকেরা, যেরূপ নীচ ও অসাধু প্রকৃতির বশবর্ত্তী হইয়া লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। কোন গতিকে হজরতের বাল্য-জীবনের উপর কোন প্রকার দোষারোপ করার সুযোগ না পাইয়া, তাঁহারা অবশেষে অতি সামান্য ও স্বাভাবিক ঘটনাগুলিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এমন আকারে দাঁড় করাইবার

খৃষ্টান লেখকগণের নীচতা।

(১) কোরআন—৩০ পারা, ৯৩ ছুরা।
(২) এই বিবরণগুলি কোন কোন হাদিছে এবং সমস্ত ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে।

চেষ্টা করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাদের পাঠকগণের মনে হজরত সম্বন্ধে প্রথম হইতেই একটা ঘৃণার ভাব বদ্ধমূল হইয়া যায়। পিতামহ আবদুল মোত্তালেব শিশু পৌত্রকে অতিশয় ভাল-বাসিতেন, সমস্ত ইতিহাস একবাক্যে ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। কিন্তু মার্গোলিয়থের পক্ষে ইহা অসহ্য। তাই তিনি বলিতেছেন :—

The condition of a fatherless lad was not altogether desirable; and late in life Mohammad was taunted by his uncle Hamzah (when drunk) with being one of his father's slaves.

অর্থাৎ "পিতৃহীন বালকের অবস্থা মোটের উপর প্রীতিকর ছিল না; এবং মোহাম্মদের শেষ বয়সে তাঁহার পিতৃব্য হামজা (মাতাল অবস্থায়) তাঁহাকে নিজ পিতার দাস বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন।" (১)

কিন্তু হামজা যখন এই কথা বলিয়াছিলেন, তখন তিনি মদের নেশায় এমনই উন্মত্ত ও পাশবিকভাবে পরিপূর্ণ যে, তখন তিনি স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আলীর একটী উষ্ট্রের—জীবন্ত অবস্থায়—পেট চিরিয়া তাহার হৃদ্‌পিণ্ড বাহির করিয়া ভক্ষণ করিতেছিলেন। হজরত ইহার প্রতিবাদ করায়, ঐ পাশব প্রকৃতিগ্রস্ত মাতালটী তাঁহাকে আবদুল মোত্তালেবের গোলাম বলিয়া গালি দিয়াছিল। (২) হামজার তাৎকালীন অবস্থায় উপনীত না হইয়া, কোন ভদ্রলোক যে, তাঁহার ঐ উক্তিটাকে হজরতের বিরুদ্ধে প্রমাণরূপে উপস্থিত করিতে পারেন, মার্গোলিয়থ সাহেবের পুস্তক পাঠ করিবার পূর্ব্বে আমাদের সে ধারণা ছিল না।

হামজা বা অপর কেহ ক্রোধ বা বিদ্বেষবশতঃ স্বাভাবিক অবস্থাতেই যদি আবদুল মোত্তা-লেবের দাস বলিয়া হজরতকে গালি দিতেন, তাহা হইলেও কি উহা কোনক্রমে হজরতের সম্মানের হানিকর বলিয়া অবধারিত হইতে পারিত? যীশুর স্বজাতীয় ও সমসাময়িক এহুদিগণ ত তাঁহাকে মেরীর জারজ পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিত, মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক ও শাস্ত্রদ্রোহী বলিয়া তাঁহাকে ক্রুশে আবদ্ধ করতঃ নিহত করিয়া (বাইবেলের কথিত মতে) অভিশপ্ত করিয়াছিল। অধিকন্তু খৃষ্টানের কথিত পবিত্রাত্মা নামক ঈশ্বর কর্ত্তৃক অন্য ঈশ্বরের (যীশুর) মাতার গর্ভধারণ করা চিরাচরিত প্রাকৃতিক নিয়মের ও জ্ঞান বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিপরীত কথা।—কিন্তু তাই বলিয়া কি বিনা তদন্তে যীশুকে মেরীর জারজ পুত্র বলিয়া নির্দ্ধারণ করা সঙ্গত হইবে? যদি না হয়, তাহা হইলে এই নীতিসূত্রটী এস্থলে প্রযুজ্য না হওয়ার কারণ কি?

মাতাল অবস্থায় হামজা যাহা বলিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা হইতে মার্গোলিয়থ সাহেবের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যদি অসঙ্গত নাও হয়, তাহা হইলেও এখানে সর্ব্ব প্রথমে দেখিতে হইবে যে, বস্তুতঃ পিতামহের তত্ত্বাবধানে অবস্থানকালে হজরত প্রকৃত পক্ষেই উপেক্ষিত বা

(১) ৪৬ পৃষ্ঠা। (২) বোখারী।

নির্য্যাতিত হইতেছিলেন কি না? কিন্তু যেহেতু সমস্ত হাদিছ ও সমস্ত ইতিহাস এ সম্বন্ধে একবাক্যে মার্গোলিয়থ সাহেবের উক্তির প্রতিবাদ করিতেছে, তাই তিনি এক্ষেত্রে কোন ইতিহাস হইতে নিজের অভিমতের অনুকূল কোন প্রমাণ প্রয়োগ করিতে সমর্থ হন নাই।

মুয়র সাহেবও এইরূপ কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি প্রকারান্তরে হজরতকে চঞ্চলমতি প্রতিপন্ন করার জন্যই এই ঘটনাগুলির বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন:—

মুয়রের অসাধুতা।

পঞ্চম বর্ষ বয়সে মাতার নিকট রাখিয়া যাইবার জন্য হালিমা তাঁহাকে লইয়া মক্কায় আসিতেছিলেন। মক্কার সীমান্তদেশে পৌঁছিবার সঙ্গে সঙ্গে বালকটী হারাইয়া (হালিমার সঙ্গ ছাড়া হইয়া কোথায় উধাও হইয়া) যায়। হালিমা মহা ফাঁপরে পড়িয়া আবদুল মোত্তালেবকে সংবাদ দিলেন। আবদুল মোত্তালেব নিজের কোন এক পুত্রকে তাঁহার খোঁজ লওয়ার জন্য পাঠাইলেন। উপর-মক্কায় বালকটী তখন এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। সেখানে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা হইল এবং তাহার মাতার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল।"

লেখক যে নিতান্ত অসাধু প্রবৃত্তি কর্তৃক প্রণোদিত হইয়া এই শ্রেণীর ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন, প্রথমেই তাহা নিবেদন করিয়াছি। এই ঘটনা সম্বন্ধে দুইটী বিষয় বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। মুয়র সাহেব, হজরতের মৃগী রোগ প্রমাণ করার জন্য যে হেশামীর (মিথ্যা) বরাৎ দিয়াছিলেন, সেই হেশামীতেই এই বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। হেশামী এই ঘটনার বর্ণনাকারীদের নাম ত প্রকাশ করেন নাই, অধিকন্তু তিনি এবনে এছহাকের উক্তিটী যে ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে সকলে স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, এবনে এছহাক নিজেই ঐ বিবরণটী মিথ্যা বলিয়া মনে করেন। এবনে এছহাক বলিতেছেন:—

زعم الناس فيما يتحدثون و الله اعلم ——

"সত্য মিথ্যা আল্লাহ্ জানেন, কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন" ইত্যাদি। এই বিবরণে ইহাও দেখা যায় যে, রাত্রির অন্ধকারে লোকের ভিড়ে হালিমা তাঁহাকে হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। মুয়র সাহেব ইহাতে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। উপরোক্ত বিবরণে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, মাতৃসদনে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে, হজরত প্রথমে আবদুল মোত্তালেবের নিকট আনীত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে কাঁধে তুলিয়া কা'বা মন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া বেড়াইতে এবং তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। লেখক এই অংশগুলিকে নিজ উদ্দেশ্যের বিঘ্নকারী মনে করিয়া বেমালুম হজম করিয়া ফেলিয়াছেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

অন্যান্য ঘটনা।

হজরত মাতৃগর্ভ হইতে 'মাখ্‌তুন' (ত্বকছেদকৃত) অবস্থায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই বিবরণটী যে ছহী (বিশ্বস্ত) নহে, মুছলমান পণ্ডিতগণ ঐতিহাসিক হিসাবে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এমন কি, সপ্তম দিবসে আবদুল মোত্তালেব যে যথা নিয়মে তাঁহার 'খৎনা' করিয়াছিলেন, হাদিছে ও ইতিহাসে তাহারও প্রমাণ আছে। (১) ফলতঃ মুছলমানগণ এই বিষয়টীকে কোন গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। কিন্তু মুয়র প্রমুখ লেখকগণ এই ব্যাপারটাকে খুব গুরুতর করিয়া তুলিয়াছেন। এবং উহা যে অস্বাভাবিক ও মিথ্যা কল্পনা, ইহা প্রমাণ করার জন্য কালি কলমের যথেষ্ট অপব্যবহার করিয়াছেন।

খৎনা।

এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, ঐরূপ ঘটা আদৌ অস্বাভাবিক নহে। সম্ভবতঃ আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই এরূপ দুই একটী বালককে ব্যক্তিগত ভাবে অবগত আছেন, যাহাদিগের খৎনা করিবার বা 'মুছলমানী' দিবার আবশ্যক হয় নাই। ইহাকে এ দেশের মুছলমানেরা 'খোদাই খাৎনা' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন।

হজরত মাতার সঙ্গে মদিনায় অবস্থান কালে, কবে আত্মীয় বালক বালিকাগণের সহিত খেলা করিয়াছিলেন, কবে ঘরের চালের উপর হইতে পাখী উড়াইয়া দিয়াছিলেন—খৃষ্টান লেখকগণ বহু কষ্টে এইরূপ কয়েকটা ঘটনা আবিষ্কার করিয়া নিজেদের ঐতিহাসিক জীবনকে সার্থক করিয়াছেন! কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত ছিল যে, মুছলমানেরা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে ঈশ্বর, ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরের অবতার বা অতি-মানুষ বলিয়া মনে করেন না। তাঁহাদের পক্ষে, ঘৃণাক্ষরে এইরূপ বিশ্বাস করাও অতি ঘৃণিত মহাপাপ। এই শ্রেণীর নরপূজা ও অতি-মানুষের কল্পনা যাহাতে কখনও এছলামে স্থান লাভ করিতে না পারে, এইজন্য মুছলমানের বীজ মন্ত্রস্বরূপ কলেমায়ে শাহাদতে "মোহাম্মাদন্‌ আব্দুহু অ-রাছুলুহু" অর্থাৎ "মোহাম্মদ আল্লার দাস এবং তাঁহা কর্ত্তৃক নিয়োজিত" এই অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কোরআন এই শ্রেণীর নরপূজা গুরুপূজা ও অতি-মানুষবাদের তীব্রতর প্রতিবাদ করিয়াছে। কোরআনে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে :—

হজরত মানুষ।

(১) মাজমা-উল-বেহার, ১—৩৩০। জাদুল-মাআদ, ১—১৮।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد - فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً و لا يشرك بعبادة ربه احدا -

(মোহাম্মদ !) তুমি সকলকে বলিয়া দাও যে, নিশ্চয়ই আমি তোমাদিগেরই ন্যায় একজন মানব বই আর কিছুই নহি। আমার নিকট এই ভাববাণী আসিয়া থাকে যে, তোমাদিগের প্রভু—একই প্রভু। অতএব যে ব্যক্তি আপন প্রভুর সহিত মিলনের আকাঙ্ক্ষা করে, সে সৎকর্ম্ম সমূহ সম্পাদন করুক এবং তাহার প্রভুর পূজা-উপাসনায় আর কাহাকেও অংশভাগী না করুক। (১)

হজরত স্বয়ং বলিতেছেন :—

" انما انا بشر اذا امرتكم بشئ من امر دينكم فخذوه به و اذ امرتكم بشئ من رائي فانما انا بشر - (مسلم)

"আমি একজন মানুষ বই আর কিছুই নহি। অতএব যখন আমি তোমাদিগকে ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন আদেশ প্রদান করি, তাহা মানিয়া লইবে, (কারণ আমি আল্লার নিকট হইতে প্রেরণা প্রাপ্ত না হইয়া ধর্ম্ম সংক্রান্ত কোন কথা বলি না)। কিন্তু আমি যখন নিজের মত অনুসারে তোমাদিগকে (পার্থিব) কোন বিষয়ের আদেশ করি, তখন আমিও তোমাদিগের ন্যায় একজন মানুষ বই আর কিছুই নহি।" অর্থাৎ তাহাতে তোমাদিগের ন্যায় আমারও কোন সিদ্ধান্ত ঠিক হয়, কোনটা ভুলও হয়।

হজরত বিশেষ তাকিদ সহকারে বলিয়া গিয়াছেন :—'সাবধান ! খৃষ্টানেরা যেরূপ মরিয়মের পুত্র যীশুকে বাড়াইতে বাড়াইতে অসীম ও নিরাকার পরম পিতার আসনে বসাইয়া দিয়াছে, তোমরা যেন আমার সম্বন্ধেও সেইরূপ অতিরঞ্জন করিও না, আমি'ত আল্লার একজন দাস ও তাঁহার বার্ত্তাবহ ব্যতীত আর কিছুই নহি।' (২)

কোরআন ও হাদিছ হইতে এরূপ শত শত প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। এছলামের বিশেষত্ব এইখানে। অতএব, হজরত বাল্যকালে একদিন কোন বালকের সহিত খেলা করিয়াছিলেন বা চালের পাখী উড়াইয়া দিয়াছিলেন অথবা সহচর বালকদিগের সঙ্গে মিলিয়া বন্য বৃক্ষ হইতে "বুচ" ফল পাড়িয়া খাইয়াছিলেন, মানুষের ভিড়ে হারাইয়া গিয়াছিলেন'—ইত্যাদি কথার উল্লেখ করায় এই শ্রেণীর লেখকগণ জগতের সম্মুখে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন মাত্র, উহাতে হজরতের মহিমার কোনই ক্ষতি হইতে পারে না।

আমাদিগের পাঠক পাঠিকাগণ হয়ত ভাবিতেছেন—ধাত্রীর আবাসে মাতার স্নেহপূর্ণ ক্রোড়ে এবং পিতামহ ও পিতৃব্যের যত্নে হজরতের জীবনের প্রথম যুগ অতিবাহিত হইতে চলিল,

(১) কাহফ, ১১ রুকু। (২) মোছলেম—মেশকাত—২৮।

হজরতের শিক্ষা। অথচ তাঁহার শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করা হইতেছে না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের কথা! কিন্তু বস্তুতঃ ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। আরব-দেশে, বিশেষতঃ কোরেশদিগের মধ্যে, সে কালে সন্তানদিগকে লেখাপড়া শিখাইবার নিয়মই ছিল না। এমন কি ইহার চল্লিশ বৎসর পরে, তাহাদের মধ্যে লেখাপড়া জানা লোকের সংখ্যা অঙ্গুলিতে গণনা করা যাইতে পারিত। ফলতঃ আমাদের হজরত সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন। কোরআনের বিভিন্ন স্থানে তাঁহাকে উম্মি বা নিরক্ষর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি যে লিখিতে পড়িতে জানিতেন না, আন্‌কাবুৎ ছুরায় তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। (২১ পারা ১ম রুকু) তিনি কোন পাঠশালায় গিয়া থাকিলে বা কোন গুরুর নিকট লেখাপড়া শিখিলে তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও দেশস্থ লোকদিগের তাহা অবিদিত থাকিত না। তাহা হইলে এই সূত্রে তাহারা কোরআনে অবিশ্বাস করিত এবং হজরতকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রতিপন্ন করার চেষ্টা পাইত। ইহা ব্যতীত হজরতের জীবনের বিশেষতঃ শেষ ২৩ বৎসরের সমস্ত ঘটনা বিশ্বস্ত হাদিছ ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার কুত্রাপিও এমন একটী প্রমাণও পাওয়া যায় না, যাহা দ্বারা তাঁহার অক্ষর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতে পারে। বরং ঐতিহাসিক সাক্ষ্য ব্যতীত, তাঁহার জীবনের বহু ঘটনাদ্বারা ইহার বিপরীত প্রমাণই পাওয়া যায়। ফলতঃ হজরত যে সম্পূর্ণ নিরক্ষর ছিলেন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহই নাই। এমন কি মার্গোলিয়থ প্রমুখ খৃষ্টান লেখককেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে ঃ—

What is known as education he clearly had not received. It is certain that he was not as a child taught to read and write....... The form of education which consisted in learning by heart the tribal lays was also denied him. (Page 69).

অনুবাদ,—শিক্ষা বলিলে যাহা বুঝায়, মোহাম্মদ তাহা আদৌ প্রাপ্ত হন নাই। ইহা নিশ্চিত যে, শৈশবে তাঁহাকে লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষা দেওয়া হয় নাই।......আরবীয় গোত্র সমূহের মধ্যে প্রচলিত 'গাথা'গুলি মুখস্থ করিয়া যে শিক্ষা লাভ হয়, সে শিক্ষাও তিনি প্রাপ্ত হন নাই।

কিন্তু দুই দিন পরে বিশ্বের সমস্ত জ্ঞান ভাণ্ডারই এই নিরক্ষর বালকের পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়া ধন্য হইল। জ্ঞানের এমন তথ্য তিনি প্রচার করিলেন,—এমন অজ্ঞাতপূর্ব্ব সত্য লইয়া জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন, যাহা দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইল, মুগ্ধ হইল। যুগে যুগে জ্ঞানের গবেষণা যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, সেই সকল অজ্ঞাতপূর্ব্ব ও অচিন্তিত পূর্ব্ব তথ্যের সত্যতা ও গুরুত্বও ততই অধিক উপলব্ধ হইতে থাকিবে। এক অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশে,

কুসংস্কার জর্জ্জরিত মূর্খ জাতির মধ্য হইতে এই নিরক্ষর বালক সমুদ্ভূত হইতেছেন—আর রাজ-নীতি সমাজ-নীতি ধর্ম্ম-নীতি আধ্যাত্মিক তত্ব, দেশ শাসন ও প্রজাপালন, যুদ্ধবিগ্রহ ও সন্ধি, দর্শন-বিজ্ঞান কৃষি শিল্প ও বাণিজ্য ইত্যাদি জ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে এমনই সুন্দর ভাবে আপনার মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতেছেন যে, সমস্ত দুনয়া আজ পর্য্যন্ত তাহার একটীর সহিতও প্রতিযোগিতা করিতে পারে নাই, কখনও পারিবে না। (১)

এই নিরক্ষর বালকের হৃদয়ে কোথা হইতে জ্ঞানের উন্মেষ হইল, মোস্তফা-চরিতামৃত সাগরের মূল উৎস কোথা হইতে আসিল? পাঠক, ইহারই নাম 'নবুয়ৎ'। অনন্ত জ্ঞানের সেই মহীয়ান মহাকেন্দ্র হইতে জ্ঞানের পূর্ণজ্যোতিঃ বিচ্ছুরিত হইয়া, মোস্তফার মোবারক হৃদয়কে বিকশিত ও উদ্ভাষিত করিয়াছিল।—ইহারই নাম শাহে্ছাদর, ইহারই নাম হৃদয়ের সম্প্রসারণ।

ইহা অপেক্ষা মহত্তম মো'জেজা আর কি হইতে পারে?

یتیمی که نا کرده قرآن درست ـ کتبخانهٔ چند ملت بشست

(১) পুস্তকের ২য় খণ্ডে এই সকল বিষয় বিশদরূপে বর্ণিত হইবে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সিরিয়া যাত্রা

কথিত আছে যে, হজরতের বয়স যখন ১২শ বৎসর, সেই সময় তিনি স্বীয় পিতৃব্য আবুতালেবের সমভিব্যাহারে শাম বা সিরিয়া দেশে যাত্রা করেন। এই সময় সিরিয়ার বোছরা নগরের এক গির্জায় বাহিরা নামক একজন খৃষ্টান ধর্ম্ম-যাজক অবস্থান করিতেন। নানা প্রকার অলৌকিক ব্যাপার (যেমন বৃক্ষ প্রস্তরাদির ছেজদা করা, মেঘের ছায়া করা, হজরতের দিকে বৃক্ষ-ছায়ার সরিয়া আসা ইত্যাদি) দর্শন করিয়া বাহিরা চিনিতে পারিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে যে শেষ নবী আসিবার কথা ছিল, তিনি আসিয়াছেন; এবং তিনি মক্কাবাসীদিগের এই বাণিজ্য অভিযানের মধ্যেই অবস্থান করিতেছেন। ফলে, বাহিরা কোরেশ বণিকগণকে এক ভোজে নিমন্ত্রণ করিল। হজরত তখন নিতান্ত বালক ছিলেন বলিয়া কোরেশগণ তাঁহাকে নিমন্ত্রণে লইয়া যান নাই। হজরতকে দেখিতে না পাইয়া বাহিরা তাঁহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে, ইহাতে বণিকেরা বলেন যে, "সেই বালকটী আমাদের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ" বলিয়া তাহাকে 'মন্‌জেলে রাখিয়া আসা হইয়াছে।' কিন্তু বাহিরা হজরতের জন্য খুবই ব্যগ্রভাব প্রকাশ করিতে থাকে। ফলে তাঁহাকে নিমন্ত্রণের মজলিসে উপস্থিত করা হয়। ইনিই যে জগতের শেষ নবী এবং বাইবেলের লিখিত সমস্ত লক্ষণই যে ইঁহাতে যথাযথভাবে পাওয়া যাইতেছে, বাহিরা কোরেশ প্রধানদিগকে সে কথা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেয়। অতঃপর অন্য সকল লোক চলিয়া গেলে এই বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক হজরতকে অনেক প্রশ্ন করে এবং তাহার সন্তোষজনক উত্তর পাওয়ায় তাঁহাকে বলে যে, আপনিই জগতের শেষ নবী। অতঃপর বাহিরা আবুতালেবকে ভূয়ঃ ভূয়ঃ নিষেধ করিতে লাগিল যে, এহুদীদিগের দেশে ইঁহাকে লইয়া যাইও না, তাহা হইলে তাহারা লক্ষণ দেখিয়া ইঁহাকে চিনিয়া লইবে এবং ইঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। অগত্যা আবুতালেব শীঘ্র শীঘ্র আপনার কাজ কাম সারিয়া তাঁহাকে লইয়া মক্কায় চলিয়া আসিলেন। (১)

বাহিরা রাহেব।

(১) হেশামী, ৬১—৬২১ প্রভৃতি। হজরতের বয়স তখন ৯—১২ বৎসর। —জাদুল-মাআদ, ২—১৭ পৃষ্ঠা। আমার মতে যাজকের নাম বোহায়রা নহে—বাহিরা। এছাবা প্রভৃতি দেখ।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

এই গল্পটী, একটু পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন সহকারে, প্রায় সমস্ত চরিত পুস্তকে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। এমন কি তেরমিজি নামক হাদিছ গ্রন্থে, আবুমুছা আশ্‌আরী হইতে, এই মর্ম্মে একটী হাদিছও উল্লিখিত হইয়াছে। এই হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবুতালেব হজরতকে সঙ্গে লইয়া বাণিজ্যার্থে সিরিয়া বা শামদেশে যাত্রা করেন। এই যাত্রায় কোরেশ প্রধানগণের মধ্যে অনেকেই আবুতালেবের সঙ্গী হইয়াছিলেন। ইঁহারা পূর্ব্ব বর্ণনা অনুসারে বাহিরা নামক জনৈক খৃষ্টান সন্ন্যাসীর মঠের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজেদের মালপত্র নামাইতেছেন —এমন সময় উক্ত বাহিরা রাহেব সেখানে আসিয়া তাঁহাদের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মক্কাবাসীরা পূর্ব্বেও বহুবার ঐ মঠের সন্নিকটে পড়াও করিয়াছেন; কিন্তু রাহেব কখনও তাঁহাদিগের পানে ফিরিয়া দেখিত না। যাহা হউক, বাহিরা ঘুরিতে ঘুরিতে হজরতের নিকট উপস্থিত হইল এবং তাঁহার হাত ধরিয়া বলিতে লাগিল—"এইত সকল জগতের সরদার, এই'ত আল্লার রছুল—আল্লাহ্ ইঁহাকে সর্ব্বজগতের জন্য নিজের করুণারূপে আবির্ভূত করিবেন।" বাহিরার কথা শুনিয়া কোরেশ প্রধানগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—এ সকল তত্ত্ব আপনি কোথা হইতে অবগত হইলেন? বাহিরা তদুত্তরে বলিল—আপনারা যে মুহূর্ত্তে মক্কা হইতে বহির্গত হইয়াছেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে প্রত্যেক বৃক্ষ ও প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ডই এই বালককে ছেজদা করিবার জন্য অধঃমুখে ভূপতিত হইয়াছে। এমন কি তাহাদিগের মধ্যে একটী বৃক্ষ বা একখানা প্রস্তরখণ্ডও বাদ যায় নাই। আর ইহা স্থির নিশ্চিত যে, বৃক্ষ ও প্রস্তর 'নবী' ব্যতীত অন্য কাহাকেও সেজদা করে না। অধিকন্তু আমি ইঁহাকে 'মোহরে নবুয়ত' দেখিয়াও চিনিতে পারিতেছি। অতঃপর বাহিরা স্বস্থানে ফিরিয়া গিয়া তাঁহাদিগের জন্য একটী ভোজের আয়োজন করিল। বাহিরা খানা আনয়ন করিলে দেখা গেল যে হজরত সেখানে উপস্থিত নহেন। অতএব তাহার অনুরোধ মতে তাঁহাকে ডাকান হইল। এই সময় আর সকলে একটা গাছের ছায়ায় সমবেত হইয়াছেন। হজরত সেখানে আসিতেছেন, এমন সময় দেখা গেল যে একখণ্ড মেঘ, তাঁহার মাথার উপর ছায়া করিয়া আছে। যাহা হউক, হজরত ঐ বৃক্ষের নিকটে উপস্থিত হইলে উহার ছায়া তাঁহার দিকে সরিয়া গেল! তখন বাহিরা রাহেব বলিয়া উঠিল:—দেখুন, দেখুন, গাছের ছায়া উঁহার দিকে সরিয়া গেল। অতঃপর রাহেব কোরেশদিগকে পুনঃ পুনঃ দিব্য দিয়া বলিতে লাগিল, সাবধান সাবধান, উঁহাকে যেন রূম (খৃষ্টান) দিগের নিকট লইয়া যাইবেন না। কারণ রূমীয়গণ তাঁহাকে দেখা মাত্র লক্ষণদ্বারা চিনিয়া ফেলিবে এবং তাঁহার প্রাণ বধ করিবে। রাহেব এই সকল কথা বলিতেছে, এমন সময় তাকাইয়া দেখে, সাতজন রূমীয় তথায় উপস্থিত! তাহারা রূম দেশ হইতে আসিতেছে। বাহিরা আগন্তুকগণকে তাহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা বলিতে লাগিল:— "সেই নবী এই মাসে বহির্গত হইবে—" তাই প্রত্যেক পথে আমাদিগের লোক গিয়াছে এবং

এই জন্য আমরাও তোমার এই পথে আগমন করিয়াছি। যাহা হউক, বাহিরা অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া আগন্তকগণকে নিরস্ত করিল। তাহার পর রাহেবের অবিশ্রান্ত উপদেশ ও অনুরোধের ফলে, আবুতালেব হজরতকে মক্কায় ফিরাইয়া দেন, এবং وبعث معه ابوبكر بلالا, আবুবাকর বেলালকেও তাঁহার সঙ্গে পাঠাইয়া দিলেন।—তিরমিজী, ২য় খণ্ড, নবুয়তের প্রারম্ভ প্রকরণ। ইহা ব্যতীত হাকেম তাঁহার মোস্তাদরক গ্রন্থে এই হাদিছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন। (১) সার উইলিয়ম মুয়র এবং ডাঃ মার্গোলিয়থ প্রভৃতি খৃষ্টান লেখকগণ বিশেষ আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে বাহিরা ও নাস্তরা প্রভৃতি খৃষ্টান যাজকগণের এই সকল গল্পের উল্লেখ করিয়া থাকেন। কারণ এতদ্দ্বারা তাঁহারা প্রতিপন্ন করিতে চাহেন যে, খৃষ্টান যাজকগণের শিক্ষা ও সংসর্গের ফলেই হজরতের মনে নূতন ধর্ম্মভাবের উন্মেষ ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই গল্পটাই যে একেবারে ভিত্তিহীন উপকথা, নিম্নের আলোচনা হইতে তাহা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইয়া যাইবে।

আমরা এই পুস্তকের ভুমিকায় দেখিয়াছি যে, মোহাম্মদ-এবনে-এছহাকের ইতিহাসই বর্ত্তমান ইতিবৃত্তগুলির মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ। এই গ্রন্থকার তাঁহার ইতিহাসে বাহিরা সংক্রান্ত গল্পটী বিস্তারিত আকারে বর্ণনা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তিনি তাহার কোন ছনদ বা সূত্র-পরম্পরার উল্লেখ করেন নাই। অর্থাৎ এবনে এছহাক তাঁহার জন্মের দেড়শত বৎসর পূর্ব্বকার এই ঘটনার বিবরণ যে কোন্ কোন্ রাবীর প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছেন, তাঁহার পুস্তকে তাহার কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং ঐতিহাসিক হিসাবে এই রেওয়ায়তটীর কোনই মূল্য নাই। স্বয়ং এবনে এছহাকই যে এই রেওয়ায়তটীকে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করিতেন, তাহা তাঁহার রেওয়ায়তের ভাবা হইতেই সপ্রমাণ হইতেছে। তিনি এই বিবরণের প্রত্যেক ঘটনার পূর্ব্বে فزعموا এবং فيما يزعمون পদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার অর্থ :—"লোকে মনে করে" অথবা "লোকে যেরূপ অনুমান করিয়া থাকে।" সুতরাং এই রেওয়ায়তটী যে ভিত্তিহীন এবং গ্রন্থকার যে তৎসম্বন্ধে নিজের উপর কোনপ্রকার দায়িত্ব রাখেন নাই, তাহা তাঁহার ভাষা হইতেই প্রতিপাদিত হইয়া যাইতেছে।

গল্পের ঐতিহাসিক ভিত্তি।

এই গল্পে স্বীকার করা হইতেছে যে, বাহিরা রাহেবের মঠ ও কোরেশ বণিকগণের মনজেল পরস্পর সংলগ্ন ছিল। ইহাও স্বীকৃত হইয়াছে যে, যাহাতে একটী লোকও ভোজে অনুপস্থিত না থাকে, সে সম্বন্ধে বাহিরা কোরেশ বণিকগণকে বিশেষরূপে তাকিদ করিয়া গিয়াছিল। তিরমিজীর হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভোজের পূর্ব্বেই বাহিরা কোরেশগণের মধ্যে উপস্থিত হইয়া হজরতকে "নবী" বলিয়া চিনিয়া ছিল

আভ্যন্তরিক প্রমাণ।

(১) ২য় খণ্ড, ৬১৫ পৃষ্ঠা।

এবং সকলের সম্মুখেই তাহা ঘোষণা করিয়াছিল। পূর্ব্বে যে বাহিরা কোরেশদিগকে কোন প্রকার আমল দিত না, তাহাও এই সকল বিবরণে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। এতৎসত্ত্বেও কোরেশগণ সকলেই ভোজ সভায় উপস্থিত হইলেন, আর বালক হজরতকে মনজিলে ফেলিয়া গেলেন—রেওয়ায়তের এই বর্ণনাটাকে কোন মতেই স্বাভাবিক বলিয়া বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ যে আবুতালেব পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রের 'আবদার অগ্রাহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহাকে সুদূর সিরিয়া পর্য্যন্ত সঙ্গে লইয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন,' তিনি যে নিমন্ত্রণ ভোজের সময় তাঁহাকে উটের আস্তবলে ছাড়িয়া যাইবেন, এ কথায় কোন মতেই বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

এই রেওয়ায়তে আরও বর্ণিত হইয়াছে যে, বাহিরা যাজক আবুতালেবকে বিশেষ তাকিদ সহকারে বলে যে, এই বালককে লইয়া সিরিয়ার মধ্যে গমন করিবেন না। অন্যথায় তথাকার এহুদীগণ ইহাকে "সেই নবী" বলিয়া চিনিতে পারিবে—এবং হিংসাবশতঃ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে। কিন্তু তিরমিজী ও মোস্তাদ্‌রাকের বর্ণিত হাদিছে এহুদীর পরিবর্ত্তে খৃষ্টানের কথা বলা হইয়াছে। এবনে এছহাকের রেওয়ায়তে বলা হইয়াছে যে, আবুতালেব শীঘ্র শীঘ্র নিজের কাজ কাম শেষ করিয়া হজরতকে লইয়া মক্কায় ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, বাহিরার উপদেশ মতে আবুতালেব হজরতকে অবিলম্বে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। ইহা ব্যতীত দুই বিবরণে আরও যে সকল অসামঞ্জস্য আছে, বিজ্ঞ পাঠকগণ একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই সেগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

হাদিছের পরীক্ষা।

আসুন পাঠক! এখন আমরা মোহাদ্দেছগণের নির্দ্ধারিত নিয়ম অনুসারে তিরমিজী ও মোস্তাদ্‌রাকের বর্ণিত হাদিছটার পরীক্ষা করিয়া দেখি। এসম্বন্ধে আমাদিগের যুক্তি ও সিদ্ধান্তগুলি নিম্নে যথাক্রমে নিবেদন করিতেছি :—

(১) স্বয়ং এমাম তিরমিজী এই হাদিছটার উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه

অর্থাৎ এই হাদিছটী হাছন ও গরীব, এই ছনদ ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে আমরা এই হাদিছটী অবগত হইতে পারি নাই! এমাম ছাহেব যখন কোন হাদিছকে যুগপৎভাবে 'হাছন ও গরীব' বলিয়া উল্লেখ করেন, তখন তাহার যে কি তাৎপর্য্য হইবে, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কিন্তু এমাম ছাহেব নিজেই বলিতেছেন :—

هو ما لا يكون في اسناده متهم و لا يكون شاذا - او يروي من غير وجه نحوه

سيد شريف جرجاني

এই উদ্ধৃতাংশের সাধারণতঃ যে অর্থ গ্রহণ করা হয়, তাহাদ্বারা অবগত হওয়া যায় যে

(ক) যে হাদিছে দুর্নামগ্রস্ত কোন ব্যক্তি অথবা 'শাজ' রেওয়ায়ত বর্ণনাকারী কোন রাবী নাই এবং (খ) আরও একাধিক রেওয়ায়ত দ্বারা ঐ মর্ম্মের হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে ;—এই দুই প্রকারের হাদিছ 'হাছন' নামে আখ্যাত হইতে পারে। (১) যাহা হউক, এই হাদিছটী যে শেষোক্ত শ্রেণীর হাছন নহে, তাহা তিরমিজীর প্রদত্ত সংজ্ঞার শেষাংশ হইতে স্পষ্টতঃ জানিতে পারা যাইতেছে। কারণ আলোচ্য হাদিছটীর উল্লেখ করিবার পরই তিনি বলিতেছেন যে, অন্য কোন সূত্রে এই হাদিছটী বর্ণিত হয় নাই। তাহা হইলে ধরিয়া লইতে হইবে যে, এমাম ছাহেব এই হাদিছটীকে প্রথমোক্ত প্রকারের 'হাছন' বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন। অর্থাৎ এই হাদিছের রাবীগণের মধ্যে দুর্নামগ্রস্ত বা শাজ হাদিছ বর্ণনাকারী কোন রাবী বিদ্যমান না থাকায় উহা হাছন পর্য্যায়ভুক্ত হইতেছে। কিন্তু আমরা ইহাকে সমীচীন সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। কারণ এই রেওয়ায়তে শাজ হাদিছ বর্ণনাকারী কোন রাবী বিদ্যমান না থাকিলেও, শাজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট মোনকার-হাদিছ বর্ণনাকারী রাবী বর্ত্তমান আছেন। তিরমিজীর প্রথম রাবী—ফজল-বেন-ছহল, ইনি বহু মোনকার হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। (১) তাহার পর এই হাদিছের এক রাবী আবদুর রহমান বেন গজওয়ান, হাকেম ও তিরমিজীর উভয় ছনদই ইহাতে সম্মিলিত হইতেছে। কোন কোন মোহাদ্দেছ ইঁহাকে বিশ্বাস যোগ্য ও সত্যবাদী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু অন্যান্য মোহাদ্দেছগণ ইঁহার সম্বন্ধে বিরুদ্ধ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এমাম আবু হাতেম বলেন—এই লোকটী সত্যবাদী বটে, কিন্তু উহার বর্ণিত হাদিছ প্রমাণরূপে উপস্থিত করা যাইতে পারে না। বিখ্যাত মোহাদ্দেছ এমাম এহ্‌য়া-বেন-ছইদ কাত্তান ও এমাম আহমদ-বেন-হাম্বল এই রাবীকে "অত্যন্ত জঈফ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এমাম আহমদ ইহার হাদিছকে 'মোজ্‌তারব' বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এমাম জাহাবী মীজানুল-এ'তেদাল পুস্তকে বলিতেছেন ঃ——

و انكر ماله حديثه ـــــ في سفر النبي صلعـــم و هو مراهق مع ابي طالب الى الشام و قصة بحيـرا ـ و مما يدل على انه باطل قوله و رده ابو طالب و بعث معه ابوبكر بلالا ـ و بلال لم يكن بعد خلق و ابوبكر كان صبيا ـ ميزان الاعتدال

অর্থাৎ আবদুর রহমানের মোনকার হাদিছ সমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মোনকার সেই হাদিছটী—যাহাতে আবুতালেবের সহিত হজরতের সিরিয়া যাত্রা ও বাহিরার গল্পের উল্লেখ আছে। এই হাদিছটী যে বাতিল তাহার একটা প্রমাণ এই যে, 'আবু বাকর বেলালকে

(১) অছুলে হাদিছ—ছৈয়দ শরিক যোর্জানী।

হজরতের সঙ্গে দিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন'—হাদিছে এইরূপ বিবরণ বিদ্যমান আছে। অথচ বেলালের তখন জন্মই হয় নাই, আর আবু বাকর তখন নিতান্ত বালক ছিলেন। (১)

তিরমিজীর বর্ণিত এই হাদিছের আলোচনা প্রসঙ্গে উপরোক্ত যুক্তি প্রমাণ উল্লেখ করার পর 'লামআত' পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে :—

فلذا ضعفوا هذا الحديث و حكم بعضهم ببطلانه ـ لمعات

এই কারণে মোহাদ্দেছগণ এই হাদিছকে জঈফ বলিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ উহাকে বাতিল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (২)

অতএব উপরের বর্ণিত যুক্তি প্রমাণ সমূহের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে :—

(১) এমাম তিরমিজী এই হাদিছটাকে হাছন বলিয়া উল্লেখ করিলেও প্রকৃত পক্ষে উহা হাছন নহে। কারণ উহাতে এরূপ দুই জন রাবী আছেন—যাঁহারা মোনকার হাদিছ রেওয়ায়ত করেন। অধিকন্তু এই হাদিছের একজন রাবীকে বহু গণ্যমান্য মোহাদ্দেছ 'জঈফ' বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

(২) বহু গণ্যমান্য মোহাদ্দেছ এই হাদিছটাকে মোনকর জঈফ ও বাতিল বলিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন, সুতরাং উহা প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে না।

(৩) আলোচ্য হাদিছটাকে হাছন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, উহা ছহী হাদিছের পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারিবে না। বিশেষতঃ যখন স্বয়ং তিরমিজী ঐ হাদিছটাকে যুগপৎভাবে গরীব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, তখন উহার মর্য্যাদা আরও অনেক পরিমাণে কমিয়া যাইতেছে।

দেরায়ত বা যুক্তির হিসাবেও দেখা যাইতেছে যে, এই হাদিছটার উপর কোনমতেই আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। কারণ উহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবুবাকর বেলালকে হজরতের সঙ্গে মক্কায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। অথচ সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে তখন আবুবাকর দশ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক মাত্র। অধিকন্তু এই ঘটনার সময় বেলালের জন্মই হয় নাই। পক্ষান্তরে আবু বাকর যে এই যাত্রায় হজরতের সঙ্গে ছিলেন না, ইতিহাসের ও হাদিছের রেওয়ায়তে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এদিকে বেলালের সহিত আবুবাকরের সংশ্রব হয়—উভয়ের এছলাম গ্রহণের পর। যে হাদিছে এবং যে রাবীর হাদিছে এহেন নির্ভেজাল মিথ্যা কথা সন্নিবেশিত থাকে, সে রাবীর সাক্ষ্য বা ঐ প্রকার হাদিছ সর্ব্বতোভাবে বাতিল ও অগ্রাহ্য। সুতরাং উহা প্রমাণস্থলে ব্যবহার করা যাইতে পারে না।

হাদিছটা যুক্তির হিসাবেও অগ্রাহ্য।

(১) মীজান, তকরিব প্রভৃতি। (২) তিরমিজীর টীকায় উদ্ধৃত।

এই হাদিছে আরও কথিত হইয়াছে যে, হজরত ও তাঁহার স্বজনগণ মক্কা হইতে বাহির হওয়ার পর হইতে এবং বাহিরার মঠ-সন্নিধানে উপস্থিত হওয়া পর্য্যন্ত এমন একখানা প্রস্তর অথবা এমন একটী বৃক্ষ ছিল না—যাহা হজরতকে ছেজদা করার জন্য ভূপতিত হয় নাই! কিন্তু হজরত ইহা দেখিলেন না, আবুতালেব বা অন্য কোন কোরেশ তাহা দেখিলেন না, দুনয়ার আর একটী প্রাণীও তাহা দেখিতে পাইল না;—তাহা দেখিলেন বহুদূরে অবস্থিত বাহিরা রাহেব—তাঁহার মঠের কোণে বসিয়া! ইহা অপেক্ষা আজগৈবী কথা আর কি হইতে পারে? সে যাহা হউক, আমরা ভূমিকায় দেখাইয়াছি যে এই শ্রেণীর বিবরণ যে হাদিছে বিদ্যমান থাকে, মোহাদ্দেছগণের মতে তাহাও অবিশ্বাস্য ও অগ্রাহ্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বৃক্ষও প্রস্তরের পক্ষে হজরতের ছেজদা করা এবং ছেজদা করার জন্য ভূপতিত হওয়া, যথাক্রমে এছলামের মূল শিক্ষা এবং নিত্য প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত কথা।

এই বাহিরার ব্যাপারটা কল্পনার বাহাদুরী ফলাইতে ফলাইতে অবশেষে এমন জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পরবর্ত্তী লেখকগণ অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াও সে সমস্যার সমাধান করিতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহাদের চির প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে তাঁহারা এখানেও দুই জন বাহিরা রাহেবের কল্পনা করিয়া রক্ষা পাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। (১) সে যাহা হউক, বাহিরা সংক্রান্ত এই বিবরণটী সত্য হইলে উহা হজরতের জীবনের একটা প্রধান এবং চিরস্মরণীয় ঘটনা বলিয়া পরিগণিত হইত। অথচ হজরত তাঁহার জীবনে কস্মিনকালেও ঐ ঘটনার আদৌ কোন উল্লেখ করেন নাই। যে সকল কোরেশ বণিক এই যাত্রায় আবুতালেবের সঙ্গে এবং বাহিরার ভোজাদিতে উপস্থিত ছিলেন—তাঁহারা প্রায় সকলেই ত ক্রমে ক্রমে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সকল প্রত্যক্ষ দর্শীদিগের মধ্যে একজনও আভাসে ইঙ্গিতে এই ঘটনার বা তাহার কোন অংশের কখনই কোন উল্লেখ করেন নাই। এতদ্দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারা যাইতেছে যে, পরবর্ত্তী কোন রাবীর কল্পনাই এই বিরাট বাহিরা-বিভ্রাট টার সৃষ্টি করিয়াছে।

এই আলোচনা প্রসঙ্গে বিপক্ষ পক্ষ হইতে যে সকল যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করা হইয়া থাকে, এখানে সংক্ষেপে তাহারও আলোচনা করা হইতেছে। তাঁহারা বলেন, হাফেজ

অন্যপক্ষের ১ম প্রমাণ ও তাহার খণ্ডন।

এবনে হাজর এই হাদিছ সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, উহার রাবীগণ সকলেই যখন বিশ্বস্ত, তখন হাদিছটাকে একেবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে কেন? তাঁহার মতে হাদিছের শেষাংশটুকু প্রক্ষিপ্ত, সুতরাং সেইটুকু মাত্র বাতিল। অতএব ঐটুকু মাত্র বাদ দিয়া হাদিছের অবশিষ্ট অংশটাকে নির্দ্দোষ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু আমাদিগের মতে হাফেজ ছাহেবের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

---

(১) এছাবা।

এসম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, প্রকৃত পক্ষে এই হাদিছের সমস্ত রাবী ثقة বা বিশ্বস্ত নহে—উপরে ইহা সপ্রমাণ করা হইয়াছে। স্বয়ং হাফেজ এবনে হাজর, আবদুর রহমান-বেন-গজওয়ানের ভ্রমপ্রমাদ ও তাঁহার মামালিক সংক্রান্ত বাতিল রেওয়ায়তের উল্লেখ করিয়া প্রকারন্তঃ আমাদিগের উক্তির সমর্থনই করিয়াছেন। (১) পক্ষান্তরে হাফেজ ছাহেবের সিদ্ধান্ত অনুসারে যদি হাদিছের শেষ অংশটুকুকেই প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলেও হাদিছটাকে নির্দ্দোষ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারিবে না। কারণ তখনও প্রশ্ন হইবে যে, ঐ প্রক্ষিপ্ত অংশটুকুকে হাদিছের মধ্যে কে ঢুকাইয়া দিল? অবশ্য আলোচ্য হাদিছের কোন এক জন রাবীই এই অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছেন। এ অবস্থায় যে রাবী ইচ্ছা পূর্ব্বক বা ভ্রমবশতঃ হাদিছে এমন অসঙ্গত ও অসংলগ্ন কথা ঢুকাইয়া দিতে পারেন, তাঁহার বর্ণিত সমস্ত বিবরণই অবিশ্বাস্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বিপক্ষের ২য় প্রমাণ ও তাহার খণ্ডন।

হাকেম মোস্তাদরক গ্রন্থে এই হাদিছ বর্ণনা করার পর বলিয়াছেন :——

هذا حديث صحيح علي شرط الشيخين

অর্থাৎ বোখারী ও মোছলেমের অবলম্বিত শর্ত্তানুসারে এই হাদিছটী ছহি। অতএব হাদিছটী যখন ছহী এবং মর্য্যাদায় বোখারী ও মোছলেমের হাদিছের সমান, তখন উহার বর্ণিত বিবরণটীও সত্য বলিয়া গৃহীত হইবে। (২)

এ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, আলোচ্য হাদিছটাকে ছহী বলিয়া গ্রহণ করিলে স্বীকার করিতে হইবে যে, আবুবাকর সে যাত্রায় হজরতের সঙ্গে সিরিয়ায় গমন করিয়া ছিলেন, অথচ ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত মিথ্যা। পক্ষান্তরে আরও স্বীকার করিতে হইবে যে, বেলাল নিজের জন্মগ্রহণের বহু বৎসর পূর্ব্বে হজরতের সঙ্গে মক্কায় ফিরিয়া গিয়াছিলেন। আমরা এহেন জাজ্জ্বল্যমান মিথ্যাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে অক্ষম।

এ সম্বন্ধে আমাদিগের দ্বিতীয় নিবেদন এই যে, হাকেমের ছহী বলিয়া সার্টিফিকেট দেওয়ার কোনই মূল্য নাই। অভিজ্ঞ পাঠকগণ অবগত আছেন যে, হাকেম বহু জঈফ এমন কি জাল ও মৌজু হাদিছকে এই প্রকারে ছহী বলিয়া সার্টিফিকেট দান করিয়াছেন। অধিক দূর যাইতে হইবে না, হাকেম তাঁহার মোস্তাদ্রাকের যে পৃষ্ঠায় বাহিরার হাদিছটাকে ছহী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই পৃষ্ঠাতেই আরও তিনটী হাদিছ তাঁহা কর্ত্তৃক ছহী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। অথচ রেজালশাস্ত্রের মহা পণ্ডিত এমাম জাহাবী তাঁহার 'তাল্‌খিছ' পুস্তকে ঐ হাদিছত্রয়কে জাল মৌজু' ও বাতেল বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। বাহিরা সংক্রান্ত হাদিছটীর উল্লেখ করিয়াও এমাম জাহাবী ঐ প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। হাকেমের

(১) তাহ্‌জিবুৎ-তাহ্‌জিব। (২) মোস্তাদ্রক, ২—৬১৫ পৃষ্ঠা।

মোস্তাদরকের সহিত এমাম জাহাবীর তাল্‌খিছ মিলাইয়া পাঠ করিলে এই প্রকার শত শত প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারিবে। ফলতঃ এ সম্বন্ধে হাকেমের সার্টিফিকেটের কোনই মূল নাই। শেখুল-এছলাম এমাম এবনে-তাইমিয়া বলিতেছেন :——

واما تصحيح الحاكم ...... فهذا مما انكره عليه ايمة العلم بالحديث - و قالوا ان الحاكم يصحح احاديث و هى موضوعة مكذوبة عند اهل المعرفة بالحديث ...... و كذالك احاديث كثيرة في مستدركه يصححها و هى عند اهل العلم بالحديث موضوعة - (التوسل و الوسيله)

ইহার সার মর্ম্ম এই যে, হাকেমের ছহী বলার কোনই মূল্য নাই। তিনি অনেক সময় মিথ্যা ও জাল হাদিছকেও ছহী বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। (১) উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বাহিরা সংক্রান্ত বিবরণটী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কল্পনা মাত্র।

---

(১) তাওয়াছছল, ১০১ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

بالاے سرش ز هوشمندي - مي تافت ستارۂ بلندي

যৌবনের প্রথম সাধনা।

বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সময়ে হেজাজ প্রদেশের বিশেষ বিশেষ স্থানে আরবদিগের এক একটা মহা সম্মিলন আরম্ভ হইত। এই সকল সম্মিলনের সময় নিকটবর্ত্তী হইলে লোকের আনন্দ ও উৎসাহের অবধি থাকিত না। আরব জাতির প্রত্যেক গোত্রের এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে তখন সাজ সাজ সাড়া পড়িয়া যাইত। এই সকল সম্মিলনে বাণিজ্য সম্ভারাদির ক্রয় বিক্রয়'ত পুরা দমে চলিতই, ইহা ব্যতীত ঐ সকল মেলার বিভিন্ন অংশে সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব কোন্দল এবং বংশ ও গোত্রের বড়াই লইয়া কবি ও কুলজী বিশারদ পণ্ডিতগণের প্রতিভার পরীক্ষা হইত। বিভিন্ন গোত্রের প্রধান প্রধান কবিগণ কেবল সাহিত্যিক প্রতিযোগিতা হিসাবেও আসরে অবতীর্ণ হইয়া নিজেদের অসাধারণ ধী-শক্তি ও অনুপম প্রতিভার পরিচয় দিতেন। প্রধান প্রধান বীর ও যোদ্ধাগণ নিজেদের শৌর্য্যবীর্য্য ও রণপাণ্ডিত্যের এবং অতীত বিজয় কাহিনীর আবৃত্তি করিয়া সম্মিলন ক্ষেত্রে উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেন। ইহা ব্যতীত বাজী রাখিয়া ঘোড়দৌড় জুয়া খেলা মদ্যপান ইত্যাদি ত হরদম অবিশ্রান্ত গতিতে চলিতে থাকিত। যে সকল স্থানে এই প্রকার বাজার লাগিত, তাহার মধ্যে ওকাজের মেলাটী সর্ব্বপ্রধান। পূর্ব্ব কথিত মতে স্বগোত্রের কৌলিণ্যের স্পর্দ্ধা এবং পরগোত্রীয়গণের কুৎসা কলঙ্ক রটনা, কবিগণের আখড়াই বক্তাদিগের সাহিত্যিক লড়াই ও বীরত্বের বড়াই এবং জুয়া মদ ও ব্যভিচার সেখানকার জাঁকজমকের প্রধান উপকরণ ছিল। অধিকাংশ সময় ইহা দ্বারা যে কত প্রকার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইত, প্রাগ-এছলামিক আরব-ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের পাঠকবর্গ আলোচ্য বৎসরের ওকাজ সম্মিলনের ফলাফলের একটু নমুনা নিম্নে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। (১)

ওকাজ-মেলাক্ষেত্রে আরব।

এই ওকাজের মেলাক্ষেত্র হইতেই ফেজ্জার যুদ্ধের কালানল প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে এবং ক্রমে ক্রমে তাহা হেজাজের প্রায় সমস্ত গোত্র ও গোষ্টিতে ব্যাপ্ত হইয়া

(১) মা'জমুল-বোলদান, ৬—২০৩ প্রভৃতি।

পড়ে। আলোচ্য বৎসরে সমবেত আরবগণের অহঙ্কার এবং তাহাদের মূর্খতা ও দুর্দ্ধর্ষতা নানাপ্রকারে প্রকট হইয়া উঠে এবং নানা উপলক্ষ ও উপকরণের মধ্য দিয়া ফেজ্জার সমরে পরিণত হইয়া যায়। হজরত কৈশোর কাল অতিবাহিত করিয়া যৌবনে পদার্পন করিয়াছেন—এমন সময় ফেজ্জার যুদ্ধের সূত্রপাত হয় এবং পর পর পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত ইহার কাল-অভিনয় অপ্রতিহতভাবে চলিতে থাকে। এই সময় হজরতের বয়স যে কত বৎসর হইয়াছিল—ঐতিহাসিক হিসাবে তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। চরিত কার ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যেও এসম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। এক দল বলিতেছেন —হজরতের দশবৎসর বয়সকালে ফেজ্জার যুদ্ধের সূত্রপাত এবং তাঁহার পঞ্চদশ বৎসর বয়ক্রম কালে তাহার অবসান হইয়াছিল। কিন্তু এবনে হেশাম ও এবনে এছহাক প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, হজরতের ১৪শ বৎসর বয়সে প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং তাঁহার ২০শ বৎসর বয়ক্রমকালে ঐ যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়। (১) আমার মতে শেষোক্ত সিদ্ধান্তটী অধিকতর সমীচীন। কারণ সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে জানা যাইতেছে যে, হজরত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পিতৃব্যগণ শেষ যুদ্ধে তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া গিয়াছিলেন।

ফেজ্জার সমর।

ফেজ্জার সমরের মূল কারণ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অল্পবিস্তর মতভেদ বিদ্যমান থাকিলেও, সকলে একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রথমে কোরেশ ও কাএছ বংশের মধ্যে এই যুদ্ধের সূচনা হয়। তাহার পর আরবের প্রচলিত প্রথানুসারে এই দুই গোত্রের আত্মীয় ও বন্ধু অন্যান্য গোত্রের লোকেরাও দুইপক্ষে যোগদান করিয়া এই ভীষণতার চিত্রকে ভীষণতর করিয়া তুলিতে থাকে। এই যুদ্ধের শেষভাগে হজরতকেও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হয়। এই সময় হজরত যে স্বীয় পিতৃব্যগণের সঙ্গে ছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। হজরত ইহাও বলিয়াছেন যে—

كنت انبل علي اعمامي اي ارد عنهم نبل عدوهم اذا رموهم بها -

"আমি আমার পিতৃব্যগণকে শত্রুপক্ষের 'তীর' হইতে রক্ষা করিতেছিলাম—অর্থাৎ শত্রুপক্ষ তাঁহাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিলে আমি সেই তীর ফিরাইয়া দিতাম।" খৃষ্টান লেখকগণ এই উপলক্ষে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, হজরত এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের প্রতি শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহারা এজন্য যথেষ্ট পণ্ডশ্রম স্বীকারও করিয়াছেন। অথচ যে انبل শব্দের দ্বারা তাঁহারা নিজেদের অভিমত সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন, রেওয়ায়তে তাহার অর্থও সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টাক্ষরে করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত অভিধানই এই অর্থের সমর্থন করিতেছে। এমাম ছোহেলী প্রমুখ পণ্ডিতগণ অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, হজরত এই যুদ্ধে

(১) সাধারণ ইতিহাস গ্রন্থ সমূহের সহিত এবনে-হেশাম ১—৬২, মোস্তাদরক ২—৬০৩ প্রভৃতি মিলাইয়া দেখ।

আদৌ অস্ত্র ব্যবহার করেন নাই। (১) আর যদি সপ্রমাণই হয় যে এই যুদ্ধে হজরত অস্ত্র ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও তাহাদ্বারা কিছুই আসিয়া যাইবে না। সমস্ত ইতিহাসের বর্ণনা হইতে অকাট্যভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোরেশের বিপক্ষগণই নিতান্ত অন্যায় করিয়া এই যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়াছিল। কাজেই কোরেশগণের পক্ষে অস্ত্র ধারণ করাতে ন্যায় ও মনুষ্যত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইয়াছে।

চারিবারের জয়পরাজয় ও বহু বলিদানের পর পঞ্চম বৎসর সন্ধিসূত্রে এই কালসমরের আশু অবসান হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হজরত যুদ্ধক্ষেত্রে একপ্রকার নিস্পন্দভাবে স্বীয় পিতৃব্যগণের সন্নিধানে অবস্থান করিতেছিলেন। ইতিহাসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরতের পিতৃব্য জোবের বেন-আবদুল মোত্তালেব এই যুদ্ধে 'আলম-বরদার' বা পতাকাধারীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই দুইটী ব্যাপারে আল্লার এক মঙ্গল ইঙ্গিত লুকাইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। জোবের ও তাঁহার ভ্রাতৃবর্গ পূর্ব্বেও বহু ন্যায় বা অন্যায় সমরে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বে স্বহস্তে বহু স্বদেশ-বাসী ও আত্মীয় স্বজনকে সম্মুখ সমরে নিহত করিয়াছেন। সমরক্ষেত্রে মরণ বিভীষিকার নিষ্ঠুর নির্ম্মম এবং তাণ্ডব ও বীভৎস দৃশ্য তাঁহারা অনেকবার দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু কস্মিনকালেও তাহাতে তাঁহাদের বুকে একটুও বেদনার সৃষ্টি হয় নাই। বেদনা'ত দূরের কথা, বরং সে দৃশ্য দর্শনে তাঁহাদের পাশব আনন্দ, শতগুণে বাড়িয়াই গিয়াছে।

হজরতের জীবন্ত মোজেজা।

কিন্তু পাঠক! এবার জোবেরের সে পাশবভাব সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইয়াছে। তিনি সমর-ক্ষেত্র হইতে ফিরিয়া আসার অব্যবহিত পর হইতে অত্যাচার ও অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিবার জন্য—সেজন্য শক্তিসংগ্রহের নিমিত্ত—বদ্ধপরিকর হইলেন। এ অভূতপূর্ব্ব এবং কল্পনার অতীত পরিবর্ত্তনের কারণ কি? পক্ষান্তরে তরুণ যুবক মোস্তফাকে সেই পরামর্শ সভার অন্যতম সমর্থকরূপে দেখা যাইতেছে, তিনি আজীবন দৃঢ়তার সহিত সেই সভার সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ রাখিতেছেন—তাহার প্রত্যেক শর্ত্তটী পালন করার জন্য আন্তরিক ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন, ইহারই বা হেতু কি? যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা এবং তথায় হজরতের ও তাঁহার পিতৃব্য জোবেরের অবস্থান ইত্যাদি ঘটনা, সূক্ষ্ম ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে পাঠক মাত্রেই ইহার কার্য্যকারণপরম্পরা আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবেন বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তাহা হইলে লেখকের ন্যায় তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে, সমরক্ষেত্রে দুইটী মাত্র প্রাণী নীরবে তাহার শোচনীয়তার আলোচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহার মধ্যে প্রথম হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা—যিনি যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া ধীর গভীর দৃষ্টিতে এই অহেতুক অনাচার ও তাহার পরিণতি দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় তাঁহাব পিতৃব্য জোবের—পতাকা

(১) হালবী, এবনে-হেশাম, শিবলী প্রভৃতি।

রক্ষার জন্য যিনি নিশ্চয়ই যুদ্ধে যোগদান করিতে সমর্থ হন নাই। উভয় পিতৃব্য ভ্রাতুস্পুত্র যে, যুদ্ধক্ষেত্রে একত্র অবস্থান করিতেছিলেন, ইতিহাসে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। অতএব এই সকল অবস্থার অনুশীলন দ্বারা সঙ্গতভাবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, এবার হজরতের সহিত চিন্তার আদান প্রদানের ফলেই জোবেরের মনে এই নূতন ভাবের অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই জন্যই সমরক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তিনি অনতিবিলম্বে এই অভিনব সত্যসেবক সঙ্ঘ গঠন করিতে বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন।

এই সময় মক্কায় আবদুল্লা এবনে-জদআন নামে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করিতেন। সততা দানশীলতা ও অতিথি সেবার জন্য তিনি আরবময় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

হল্‌ফল ফজুল বা স্যায়নিষ্ঠার প্রতিজ্ঞা।

ছহি মোছলেম প্রভৃতি গ্রন্থে বিবি আয়শার রেওয়ায়তে ইহাঁর এই সকল সদ্‌গুণরাজি সম্বন্ধে হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। যাহাহউক, বাস্তবতঃ জোবেরের আহ্বান মতে হাশেম জোহ্‌রা প্রভৃতি বংশের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি আবদুল্লার গৃহে সমবেত হইলেন। সভার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বে যথেষ্ট আলোচনা করিয়া রাখা হইয়াছিল, কাজেই আহূত ব্যক্তিগণ এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা আবদুল্লার গৃহে সমবেত হইলে সকলে ঐ সকল অনাচারের প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, নিজেদের আত্মীয় স্বজন, স্বগোত্রস্থ বা স্ববংশস্থ কোন ব্যক্তি অথবা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোন গোত্রের কোন লোক শত অন্যায় অত্যাচার করিলেও সকলকে তাহার সমর্থন করিতেই হইবে। ইহাতে অন্যায় অত্যাচারের বিচার করাই অন্যায় বলিয়া নির্দ্ধারিত হইত। আলোচ্য পরামর্শ সভার সদস্যবর্গ স্থির করিলেন—আরবের এই ব্যবস্থা নিতান্ত অন্যায় এবং ইহাই তাহার সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ। অতএব এই অন্যায় ও অধর্ম্মের মূলোৎপাটন করিতে হইবে। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন :—

(ক) আমরা দেশের অশান্তি দূর করার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

(খ) বিদেশী লোকদিগের ধনপ্রাণ ও মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্য আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

(গ) দরিদ্র ও নিঃসহায় লোকদিগের সহায়তা করিতে আমরা কখনই কুণ্ঠিত হইব না।

(ঘ) অত্যাচারীও তাহার অত্যাচারকে দমিত ও ব্যাহত করিতে এবং দুর্ব্বল দেশবাসীদিগকে অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিব। (১)

কোন কোন ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে :—

——— تعاقدوا و تعاهدوا بالله ليكونن مع المظلوم ، حتى يودي اليه حقه ، ما بل بحر صوفة ـ

---

(১) প্রায় সকল ইতিহাসে এই প্রতিজ্ঞার উল্লেখ আছে। এইগুলি সকলের সার সঙ্কলন।

অর্থাৎ সমবেত জনগণ আল্লার নামে হলফ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন যে, তাঁহারা উৎপীড়িত ও অত্যাচারিতের পক্ষ সমর্থন করিবেন এবং অত্যাচারীর নিকট হইতে লোকের স্বত্বাধিকার আদায় না করিয়া দিয়া ক্ষান্ত হইবেন না। যতদিন সমুদ্রে একটী লোম সিক্ত করার মত জল অবশিষ্ট থাকিবে ততদিন পর্য্যন্ত এই প্রতিজ্ঞা বলবৎ রহিবে। (১) এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে কিছুদিন পর্য্যন্ত বেশ কাজ হইয়াছিল, তবে কালক্রমে বিশেষতঃ এছলাম আবির্ভূত হওয়ার পর কোরেশ দলপতিগণ এই প্রতিজ্ঞার কথা একপ্রকার বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি এই নূতন ভাবের প্রথম ভাবুক এবং যিনি এই নবীন প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা, তিনি জীবনের কোন মুহূর্ত্তে এই প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হন নাই। বদর যুদ্ধের বন্দীদিগের সম্বন্ধে ব্যবস্থা করার সময় তিনি এই প্রতিজ্ঞার উল্লেখ করিয়াছিলেন। একদা এই প্রসঙ্গের উল্লেখকালে হজরত জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন :—

لو قال قايل من المظلومين يا آل حلف الفضول! لا جبت - لان الاسلام انما جاء باقامة الحق و نصرة المظلوم -

'আজও যদি কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি বলে—হে ফজুল প্রতিজ্ঞার ব্যক্তিবৃন্দ! আমি নিশ্চয় তাহার সেই আহ্বানে সাড়া দিব। কারণ এছলাম আসিয়াছে'ত কেবল ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করিতে এবং উৎপীড়িত অত্যাচারিতকে সাহায্য করিতে'। (২) —

অনেকে মনে করিয়া থাকেন—কেবল নামাজ রোজা ইত্যাদি কএকটা ফরজ কাজ আঞ্জাম দেওয়ার নামই এছলাম। ইহা ব্যতীত মানুষের প্রতি মানুষের অন্য যে সকল কর্ত্তব্য আছে, সেগুলিকে তাঁহারা দুনিয়াদারী ও রাজনীতি বলিয়া উল্লেখ করেন এবং তাহা হইতে দূরে থাকিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা অনৈছলামিক বরং এছলামের সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষা। নিজের, নিজের স্বজনগণের, প্রতিবেশী ও স্বদেশবাসীদিগের এবং বিশ্বমানবের প্রতি মানুষের যে কর্ত্তব্য আছে, তাহা যথাযথ ভাবে পালন করাই এছলাম। মানুষকে খোদা যে স্বত্ব ও অধিকার দান করিয়াছেন তাহা তাহাকে আদায় করিয়া লইতে হইবে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে অত্যাচারীর নিকট হইতে সেই অধিকার বলপূর্ব্বক আদায় করিয়া দিতে হইবে। এজন্য কর্ম্মীসঙ্ঘ গঠন ও সেবকগণের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত শক্তিকে এক কেন্দ্রে সমবেত করণ এবং সেই সমবেত শক্তিদ্বারা অত্যাচার দমনের চেষ্টাই হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার প্রথম ছোন্নত—তাঁহার জীবনের মহান আদর্শ। পক্ষান্তরে আলোচ্য প্রতিজ্ঞায় নিরপেক্ষতার যে মহান আদর্শটী ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহাও এখানে বিশেষভাবে

এই অধ্যায়ের শিক্ষা।

(১) হালবী, ১—১৩০ ; তাবকাত, ১—৮২, প্রভৃতি।
(২) দাহলান, ১—১০২ ; হালবী, ১—১৩১ পৃষ্ঠা।

লক্ষ্য করিবার বিষয়। শাসন ও বিচারক্ষেত্রে এই নিরপেক্ষতার অভাব ঘটিলে ব্যষ্টি ও সমষ্টিগত ভাবে মানবের ভীষণ অধঃপতন হইয়া থাকে। এই নিরপেক্ষতার অভাব হেতু নেতা ও পরিচালকগণের প্রভাব ও প্রতিপত্তিরও খর্ব্ব হইয়া যায়। জালেম আত্মীয় হউক আর পর হউক, মুছলমান হউক আর অমুছলমান হউক, সেদিকে কোন প্রকার দৃক্‌পাত না করিয়া তাহার মস্তক চূর্ণ করিতে হইবে,) ইহাও এই অধ্যায়ের শিক্ষা। পূর্ব্বে যে দেখিতে দেখিতে দুনয়ার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এছলাম ধর্ম্মের প্রসার ঘটিয়াছিল, ইহা তৎকালীন মুছলমানদিগের গোঁড়ামী ও সঙ্কীর্ণতার ফল নহে। বরং তখন মুছলমান সমাজ এছলাম ধর্ম্মের আদর্শ স্বরূপে দুনয়ার সম্মুখে দেখাইয়াছিল যে, তাহারা কত উদার কত মহান। তাহারা দেখাইয়া ছিল যে, সত্যের সেবা এবং ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষাই তাহাদের মোছলেম জীবনের প্রধানতম কর্ত্তব্য। মোছলেম জাতীয় চরিত্রের এই অনুপম বিশেষত্বই তখন জগতকে মুগ্ধ করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে কোটি কোটি নরনারী স্বেচ্ছায় তওহীদ-মন্ত্র গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিল। কিন্তু এখন এ আদর্শেরও একান্ত অভাব, এবং এই অভাবের কুফলও ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। এখানে সকলের স্মরণ রাখা উচিত যে, দুনয়ার লোক পুথি পুস্তকের স্তূপ হাঁটকাইয়া কোন ধর্ম্মের বিচার করে না। সাধারণতঃ ধর্ম্মের বিচার হয় সেই ধর্ম্ম-অবলম্বী লোকদিগের আচার ব্যবহার, শিক্ষা দীক্ষা এবং তাহাদের ভাব চিন্তা ও মানসিকতার মধ্যদিয়া। চিন্তাশীল পাঠক ও ভক্তিভাজন আলেমবৃন্দকে এই কথাগুলি একটু চিন্তা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

হজরত বাল্যকালে বিবি হালিমার পুত্রগণের সহিত ছাগল চরাইতে যাইতেন, একথা পুর্ব্বেই বলিয়াছি। বোখারী মোছলেম প্রমুখ বিখ্যাত হাদিছ গ্রন্থ সমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিয়াও—সম্ভবতঃ বাণিজ্যে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে —তিনি ছাগ মেষাদি পশুপাল চরাইয়া তাহাদ্বারা জীবিকা অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেন। এই সময় মক্কার এই তরুণ যুবক পশুপাল লইয়া দূর প্রান্তরে এবং উচ্চ উপত্যকা ভূমিতে উপস্থিত হইতেন। ছাগ শিশুগুলি উপত্যকার উপর লাফাইয়া বেড়াইত, আবার মায়ের ডাক শুনিয়া ছুটিয়া তাহার কোলে আসিত। এই অবোধ পশু এবং তাহার সদ্যজাত শিশু, প্রেম ও বাৎসল্যের এই ছবকগুলি কাহার নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছে—এ প্রশ্ন তাঁহার মনে সততই জাগিয়া উঠিত। (কখন তিনি উপত্যকা ভূমি হইতে একটা সুপক্ক ফল আহরণ করিয়া মুখে দিতেন। আহা কত মিষ্ট ইহা, কেমন মধুর ইহা। যিনি এই ফলগুলি পয়দা করিয়াছেন, যিনি তাহার মধ্যে এমন মধু ঢালিয়া দিয়াছেন, না জানি তিনি কত মিষ্ট কত মধুর—এভাব তাঁহার অন্তঃকরণে জাগিয়া উঠিত। দূর চক্রবালে সান্তের সহিত অনন্তের কোলাকুলি দেখিয়া তিনি অনেক সময় ভাবে বিভোর

প্রথম যৌবনের বৃত্তি ও ব্রত।

হইতেন এবং কোন এক অজ্ঞাত অনন্তের পরিচয় পাইবার জন্য বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে সেইদিকে তাকাইয়া থাকিতেন। আবার নগরে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার কর্ম্মযোগের সাধনা আরম্ভ হইত। কোথায় কোন পিতৃহীন অন্নের অভাবে ক্রন্দন করিতেছে, কোথায় কোন বিধবা অনাথা কি বেদনায় চোখের জল ফেলিতেছে, তখন তিনি তাহার সন্ধান লইতেন—তাহার প্রতিকার ও অপনোদনের চেষ্টা করিতেন। ইহাই ছিল তাঁহার তখনকার বৃত্তি এবং ইহাই ছিল তখনকার ব্রত। এই ভাবে তাঁহার জীবনের ২৪টী বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। হজরতের পিতৃব্য আবুতালেব, ভ্রাতুষ্পুত্রের এই সময়কার অবস্থা দর্শনে আনন্দে ও গৌরবে উৎফুল্ল হইয়া বলিয়াছেন :——

وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل

স্ফটিকবর্ণ সে, তাহার বদন মণ্ডলের দোহাই দিয়া মেঘপুঞ্জ জলভিক্ষা করিয়া থাকে। সে যে নিঃস্ব অনাথের শরণ—সে যে দুঃখিনী বিধবার রক্ষক ! (১)

(১) এছলাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে কোরেশগণ হজরতের প্রাণের বৈরী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন আবুতালেব হজরতের গুণগরীমার উল্লেখ করিয়া একটী দীর্ঘ কবিতা আবৃত্তি করেন। উদ্ধৃত অংশটী সেই কছিদার ৯১০টী পদের মধ্যে একটী পদ। মাজমাউল-বেহার ১—১৬৩ পৃষ্ঠা। উদ্ধৃত পদটী যে সেই কবিতার অংশ, হাদিছ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই জন্য এখানে কেবল এইটুকু উদ্ধৃত হইল। দেখ—কান্‌জুল-ওম্মাল, বরা-বেন-আজেবের প্রমুখাৎ বর্ণিত হজরতের উক্তি। ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তাহেরা ও আল্‌আমীন।

عشق اول در دل معشوق پیدا می شود
تا نسوزد شمع کی پروانه شیدا می شود !

বিবি খদিজা প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারিণী। রূপে গুণে এবং বংশমর্য্যাদায়, মোটের উপর তিনি হেজাজের অদ্বিতীয় মহিলা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেন। কোছাই হজরতের

বিবি খদিজা।

ঊর্দ্ধতন পঞ্চম পুরুষ, বিবি খদিজার বংশ-শাখাও এই কোছাইএ গিয়া তাঁহার সহিত মিলিয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে যথাক্রমে আবুহালা ও আতিক নামক দুই ব্যক্তির সহিত বিবি খদিজার বিবাহ হইয়াছিল। কএকটা পুত্র কন্যা রাখিয়া তাঁহারা উভয়ই পরলোক গমন করেন। যে সময়কার কথা বলিতেছি, তখন বিবি খদিজার বয়স চল্লিশ বৎসর। তাঁহার পিতা খোওয়ায়লেদ ফেজ্জার যুদ্ধের পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন। বিশ্বস্ত চরিত-অভিধান সমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, চরিত্রের পবিত্রতা ও স্বাভাবিক শুদ্ধাচারের জন্য বিবি খদিজা আরবময় বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এমন কি এজন্য লোকে শেষে তাঁহাকে নামের পরিবর্ত্তে 'তাহেরা' (শুদ্ধাচারিণী বা সুতী-সাধ্বী) বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল এবং কালে মূল নাম চাপা পড়িয়া এই জনগণ প্রদত্ত উপাধিই তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিল। (১)

হজরত বাল্যকালেই জনসাধারণের নিকট 'ছাদেক' বা সত্যবাদী উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ন্যায়নিষ্ঠা ও সাধুতা এবং স্বভাবগত অন্যান্য মহিমার জন্য তিনি

হজরতের নূতন নাম।

জন সমাজে 'আমিন' বা সাধু বলিয়া খ্যাত হইতে লাগিলেন। আমরা এই অধ্যায়ে যে সময়কার কথা আলোচনা করিতেছি, তখন হজরত পঁচিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। এই সময়ই তাঁহার সদ্‌গুণরাজি এমনইভাবে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়া পড়ে যে ليس له صلعم اسم بمكة الا الامين لما تكامل فيه من خصال الخير - তাহার

(১) এস্তিআব ২—৭১৮, এছাবা ৮—৬০ পৃষ্ঠা, মাওয়াহেব ১—৩৮।

ফলে তাঁহার অন্যান্য নামগুলি ঢাকা পড়িয়া যায় এবং তখন মক্কায় 'আমিন' ব্যতীত তাঁহার অন্য কোন নামই ছিল না। (১) কুদরৎ যেন নিজ হস্তে এমনই করিয়া জগৎ-জননী সাধ্বী তাহেরাকে সাধু আল্‌আমীনের সহধর্ম্মিনীর যোগ্য করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিলেন। এই দুইটী নাম পরিবর্ত্তন বাস্তবিকই দুনয়ার ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার এবং প্রকৃতপক্ষে ইহা স্বর্গের মঙ্গল ইঙ্গিত বা ধরাধামে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বাভাষ মাত্র।

মক্কার বাণিজ্য অভিযানের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সেজন্য সকলে প্রস্তুত হইতেছে। বিবি খদিজার দাস ও কর্ম্মচারীবৃন্দও সেজন্য নিজেদের বিপুল বাণিজ্য সম্ভারাদি গোছগাছ করিয়া লইতেছেন। এমন সময় বিবি খদিজার প্রেরিত একটী লোক আসিয়া হজরতকে তাঁহার অভিবাদন জানাইয়া বলিল—'বিবি খদিজা আপনার সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য ব্যগ্র হইয়া আছেন।' কিছুক্ষণ পরে হজরত বিবি খদিজার বাটীতে উপস্থিত হইলে তিনি সসম্ভ্রমে বলিতে লাগিলেন—'হে পিতৃব্য পুত্র!

খদিজার আহ্বান।

انی دعانی الی البعثة الیک ما بلغنی من صدق حدیثک وعظم امانتک
و کرم اخلاقک - الخ

'আপনার সত্যনিষ্ঠা, আপনার বিশ্বস্ততা ও মহানুভবতা এবং আপনার চরিত্র মহিমা বিশেষ রূপে অবগত আছি বলিয়াই আপনাকে ডাকিতে পাঠাইয়াছিলাম।' আপনি যদি আমার কাফেলার অধ্যক্ষতা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমি যাহার পর নাই বাধিত হইব। অবশ্য এজন্য আমি আপনাকে অন্যাপেক্ষা দ্বিগুণ (বখরা বা পারিশ্রমিক) দিতে প্রস্তুত আছি। হজরত তখনই এই প্রস্তাবের কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। তিনি যথোচিত অভিবাদন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পর স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পিতৃব্য আবুতালেবকে এই সাক্ষাতের সমস্ত বিবরণ জ্ঞাত করতঃ তাঁহার মতামত জানিতে চাহিলেন। হজরতের মুখে বিবি খদিজার প্রস্তাবের কথা অবগত হইয়া আবুতালেব যাহার পর নাই আনন্দিত হইলেন। একে আবু-তালেবের 'পোষ্য পরিবার' অনেক, তাহার উপর সেবারকার মন্বন্তর। আবুতালেব বিবি খদি-জার প্রস্তাবকে 'গায়বী তাইদ' বলিয়া মনে করিলেন। বিবি খদিজার বাণিজ্য অভিযানের কর্ত্তৃত্বভার প্রাপ্ত হওয়া বৈষয়িক হিসাবে কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। এবনে-ছাআদ প্রমুখ চরিতকারগণ বর্ণনা করিয়াছেন যে, সে সময় একা তাঁহার বাণিজ্য সম্ভার মক্কার অন্যান্য সকল বণিকের সমবেত সম্ভারের সমান হইত। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়া আবুতালেব বিবি খদিজার প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন।

কাফেলা প্রস্তুত হইল, বিবি খদিজা তাঁহার সুযোগ্য ও বিশ্বস্ততম দাস মায়ছারাকে সঙ্গে

(১) দালাএল ১—৫৪, হালবী ১—১৩২, খাছাএছ ১—৯০ ও ৯১ পৃষ্ঠা। বাইবেল নূতন নিয়ম, যোহন অধ্যায়, ১১—১২ পদ দেখ।

দিলেন এবং তাহাকে হজরতের আদেশ অনুসারে কাজ করিতে বিশেষ তাকিদ করিলেন। কাফেলা রওয়ানা হইয়া গেল।

সাধারণ ইতিহাসগুলি পাঠ করিলে মনে হয় যে (ক) হজরত একবার বিবি খদিজার বাণিজ্য সম্ভার লইয়া বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন। (খ) ইহাই হজরতের জীবনের প্রথম ও শেষ বাণিজ্য। কিন্তু এই দুইটী সিদ্ধান্তই যে অপ্রকৃত, হাদিছ ও রেজাল শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এছলামের পূর্ব্বে যাঁহারা হজরতের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আবদুল্লা-বেন-আবুল হামছা ও কাএছ-বেন-ছাএব মাখজুমী প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহারা নিজমুখেই হজরতের সাধুতা ও মধুর স্বভাবের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। (১) পক্ষান্তরে বিবি খদিজার বাণিজ্যসম্ভার লইয়া হজরত যে পুনঃ পুনঃ শাম এমন প্রভৃতি অঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন, হাদিছ হইতেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই উপলক্ষে তিনি দুইবার (এমনের) جرش জোরশ নামক স্থানে বাণিজ্য যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত এই উপলক্ষে অন্ততঃ একবার হোবাশা নামক স্থানে যাত্রা করার প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে। হজরত যে মায়ছারার সমভিব্যাহারে দুইবার সিরিয়ায় গমন করিয়াছিলেন, এই সকল বিবরণে আমরা তাহাও জানিতে পারিতেছি। (২) হোবাশার বাজারে হাকিম এবনে হেজামের সহিত ক্রয় বিক্রয়ের সংবাদ ও এই সকল বিবরণে পাওয়া যায়।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার গুণগরিমা অবগত হইয়া সাধ্বী খদিজা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবসায় কর্ম্ম উপলক্ষে তাঁহার অসাধারণ

বিবি খদিজার উপর মোস্তফা চরিত্রের প্রভাব।

প্রতিভা ও বুদ্ধিমত্তা এবং অনুপম চরিত্রমাধুরীর বিষয় সম্যকরূপে অবগত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেই অনুরাগ ক্রমে ক্রমে পবিত্র প্রেমে পরিণত হইল এবং তিনি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সহধর্ম্মিনী হইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। কিন্তু হজরত অবিবাহিত তরুণ যুবক, আর খদিজা কএকটী সন্তানের গর্ভধারিণী চল্লিশ বৎসর বয়স্কা বিধবা। তাঁহার রূপগুণ বিশেষতঃ তাঁহার ধনসম্পদের জন্য কোরেশ প্রধানগণের অনেকেই তাঁহাকে 'পয়গাম' দিয়াছিলেন, কিন্তু বিবি খদিজা সে সকল প্রস্তাবের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করেন নাই। সেই খদিজার মন আজ আশা আশঙ্কায় উদ্বেলিত। বিবি খদিজার সহচরী এবং উভয় পক্ষের আত্মীয়া বিবি নাফিছাকে তখন হজরতের মনের ভাব জানিবার জন্য প্রস্তুত করা হইল।

(১) আবুদাউদ ২য় খণ্ডের বিভিন্ন বাব এবং এছাবা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

(২) মোস্তাদ্রক—জাহবী এই হাদিছকে বিশ্বস্ত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন ২—৬১, আব্দুর্রজ্জাক—মা'জমুলবোলদান ৩—২৩৬, হালবী ১—১২৫, নববী প্রভৃতি।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

বিবি নাফিছা এই ঘটনার কথা নিজেই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—"আমি হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম—আপনি বিবাহ করিতেছেন না কেন? হজরত বলিলেন—বিবাহ করিবার মত সম্বল আমার নাই, কি করিয়া বিবাহ করিব! আমি বলিলাম—তাহার সুব্যবস্থা যদি হইয়া যায়? মনে করুন এমন কোন মহিলা যদি আপনার সহধর্ম্মিনী হইতে চান, যিনি ধনেমানে, কুলেশীলে এবং স্বভাবচরিত্রে অতুলনীয়া। তাহা হইলে আপনি কি তদ্রূপ বিবাহে সম্মত হইবেন? হজরত বলিলেন—তিনি কে, তাহা শুনিতে পারি কি? তখন আমি খদিজার নাম করিলাম। হজরত আমার কথা শুনিয়া বলিলেন—সে কথা আপনি কি প্রকারে বলিতেছেন? আমি বলিলাম—"আমি বলিতেছি এবং আমি ইহা করিয়াও দিব।" এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনে বিবি নাফিছা হজরতের মনোভাব জানিয়া লইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন এবং বিবি খদিজার নিকটে উপস্থিত হইয়া নিজের সফলতার শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিলেন। পক্ষান্তরে হজরতও পিতৃব্য আবুতালেবকে এই সকল ব্যাপার জানাইয়া দিলেন। বিবি খদিজার পক্ষ হইতেও তাঁহার আগ্রহের কথা প্রকারান্তরে আবুতালেবকে জানাইয়া দেওয়া হইল। আবুতালেব তখন যথানিয়মে বিবি খদিজার পিতৃব্য আম্‌রবেন আছাদের নিকট ভ্রাতুষ্পুত্রের বিবাহের পয়গাম পাঠাইলেন, এবং সকলের সম্মতিক্রমে এই মহামিলনের দিন তারিখ ও 'মোহর' ইত্যাদি নির্দ্ধারিত হইয়া গেল।

বিবাহের প্রস্তাব।

যথা সময়ে কোরেশ প্রধানগণ ও উভয় পক্ষের আত্মীয়বর্গ বিবি খদিজার গৃহে উপনীত হইলেন। আবুতালেব ও আমীর হামজা প্রভৃতি হজরতের পিতৃব্য ও দায়াদবর্গও বর লইয়া বিবাহ সভায় সমাগত হইলেন। সকলের যথাযোগ্য আদর অভ্যর্থনার পর আবুতালেব উপস্থিত ব্যক্তিবর্গকে সম্বোধন করিয়া নিম্নলিখিত খোৎবা (অভিভাষণ) দান করেন :——

বিবাহ।

"সেই আল্লাহকে ধন্যবাদ—যিনি আমাদিগকে এবরাহিমের বংশে ও এছমাইলের গোত্রে পয়দা করিয়াছেন, যিনি আমাদিগকে তাঁহার গৃহের অলি রক্ষক ও সেবকরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন......এবং যিনি আমাদিগকে জনসাধারণের নেতা ও নায়করূপে মনোনীত করিয়াছেন! অতঃপর, আমার এই ভ্রাতুষ্পুত্র আবদুল্লাতনয় মোহাম্মদকে আপনারা সকলে বিশেষভাবে অবগত আছেন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, জ্ঞানে গরিমায় এবং মহত্বে ও মহিমায় তাহার সহিত অন্য কাহারও তুলনা হইতে পারে না—যদিও তাহার ধন-সম্পদ অল্প। কারণ ধন সম্পদ নশ্বর ও নগণ্য। সার্দ্ধ দ্বাদশ 'উকিয়া' মোহর বা কন্যাপন দানে মোহাম্মদ আপনাদিগের মহিম-ময়ী কন্যা বিবি খদিজার পাণিপীড়নের প্রস্তাব করিয়াছেন। এখন কন্যাকর্ত্তৃবর্গ সম্প্রদানের কার্য্য সমাধা করুন!"

তখন বহুশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত ওয়ার্কাবেন-নওফল ইহার উত্তরে বলিলেন :—"আপনি আমাদিগের উপর আল্লার যে সকল অনুগ্রহের কথা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। পক্ষান্তরে আপনাদিগের কুলশীলের মর্য্যাদা এবং সমস্ত আরবদেশের উপর আপনাদিগের প্রভাব প্রতিপত্তির বিষয়ও সর্ব্বজন বিদিত। আপনাদিগের সহিত আত্মীয়তা করিবার জন্য আমরা সকলেই আগ্রহান্বিত। অতএব হে কোরেশ সমাজ! সকলে সাক্ষী থাকুন, আমি বর্ণিত মোহরে মোহাম্মদের সহিত খদিজার বিবাহে সম্মতি প্রদান করিতেছি।" ওয়ার্কার আশীর্ব্বাদ শেষ হইলে বিবি খদিজার পিতার সহোদর ভ্রাতা আমর্-বেন আছাদ যথানিয়মে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। মোবারকবাদ ও আনন্দধ্বনির মধ্যে তাহেরা ও আল্আমিনের—সাধু মোহাম্মদ মোস্তফা ও সাধ্বী বিবি খদিজার—শুভ সম্মিলনকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। তখন খদিজার আদেশে পুর-মহিলাগণ গীতবাদ্য আরম্ভ করিয়া দিলেন, হজরতের গৃহেও অলিমার খানা প্রস্তুত হইতে লাগিল। বৃদ্ধ আবুতালেব আনন্দে আত্মহারা হইয়া পুনঃ পুনঃ আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাইতে লাগিলেন। (১)

পাঠকগণ এই পুস্তকের ভূমিকায় কাচ্ছাছ বা কাহিনী কথকগণের কথা বিস্তারিত-রূপে অবগত হইয়াছেন। হিজরী প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ হইতেই মুছলমান সমাজে এই শ্রেণীর কথকগণের প্রবল প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছিল। ইঁহাদিগের বর্ণিত কেচ্ছাকাহিনী গুলি যে নানা অনর্থের মূল কারণ, তাহাও ভূমিকায় বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ ভিত্তিহীন গল্প গুজবগুলির একটা অন্যতম কুফল এই যে, প্রকৃত পক্ষে উহার দ্বারা হজরতের জীবনের বাস্তব মহত্বগুলি চাপা পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। তাঁহাদিগের প্রদত্ত বিবরণগুলি একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, যেখানে হজরতের অসাধারণ মানসিক বলের ফলে অথবা তাঁহার স্বর্গীয় চরিত্রের প্রভাবে কোন মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে, সেই খানেই তাঁহারা কতিপয় অস্বাভাবিক ঘটনার কল্পনা অথবা কতকগুলি জ্বেন, ফেরেশ্তা, নেপথ্যে ঘোষণাকারী হাতেফ, বা নাজদ দেশীয় বৃদ্ধের রূপধারী শয়তান প্রভৃতির আবিষ্কার করিয়া আসল জিনিসটাকে একেবারে মাটী করিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদিগের কল্পিত নাস্তরা রাহেবের কেচ্ছাটীও এই শ্রেণীর একটা ভিত্তিহীন উপকথা মাত্র।

নাস্তরা রাহেবের কেচ্ছা

বিবি খদিজা হজরতের সদ্গুণ রাজি দর্শন করিয়াই তাঁহারপ্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। তাহার পর কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাকে বিশেষরূপে চিনিতে পারিয়া বিবি খদিজার এই অনুরাগ

(১) সমস্ত ইতিহাসে সংক্ষেপে বা বিস্তৃতভাবে এই বিবাহের উল্লেখ আছে। বিশেষ করিয়া দেখ এবনে-খলদুন, এবনুল্ ফায়েছ, হালবী এবং মোছলেম ১—৪৫৮, কান্জুল-ওম্মাল ৮—২৯৬ এবং দারমী ও মাওয়াহেব প্রভৃতি।

পবিত্র প্রেমে পরিণত হয়। স্বয়ং বিবি খদিজা যে নিজের অনুরাগের এই সকল কারণের বিষয় পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন, ইতিহাসে ও ছহি হাদিছে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই সকল কথকের ইহাতে তৃপ্তি হইতে পারে নাই। বিবি খদিজার বাণিজ্য সম্ভার লইয়া হজরত একবার মাত্র বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন, এই সাধারণ ও ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা সেই যাত্রায় হজরতের (বাহিরা রাহেব সম্বন্ধে বর্ণিত) শামদেশের বোছরা নগরে গমন এবং তথায় নাস্তরা নামক এক বৃদ্ধ পাদ্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের একটা গল্প প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। সেই দীর্ঘ কাহিনীর মধ্যে কথিত হইয়াছে যে, হজরতকে একটী বৃক্ষতলে উপবিষ্ট হইতে দেখিয়া নাস্তরা রাহেব বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিল—ইনি কে? বিবি খদিজার গোলাম মায়ছারা উত্তর করিলেন—উনি জনৈক কোরেশ যুবক। তখন নাস্তরা আল্লার কছম করিয়া বলিতে লাগিল, এই যুবক নিশ্চয় এই ওম্মতের নবী হইবেন। কারণ, আজ পর্য্যন্ত নবী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিই এই বৃক্ষতলে উপবেশন করেন নাই। (১) ইহা ব্যতীত এই যাত্রায় হজরতের মাথার উপর সর্ব্বদাই মেঘে ছায়া করিয়া থাকিত। মায়ছারা মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিবি খদিজাকে নাস্তরা সংক্রান্ত সমস্ত বিবরণ অবগত করাইয়া বলিলেন যে, তিনি এই যাত্রায় দুই জন ফেরেশতাকে হজরতের মাথার উপর ছায়া করিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। ইহাতেই বিবি খদিজা হজরতের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়েন। কতকগুলি লোকের ইহাতেও তৃপ্তি হয় নাই। তাঁহারা বলিতেছেন :——"কোন একটী উৎসব উপলক্ষে কোরেশ মহিলাগণ একস্থানে আমোদ আহ্লাদ করিতেছিলেন। এমন সময় সেখানে এক এহুদীর (মতান্তরে এহুদী রূপধারী হাতেফের) আবির্ভাব হইল। সমবেত মহিলাবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া এহুদী বলিতে লাগিল—মোহাম্মদ এই ওম্মতের নবী হইবেন। অতএব তোমাদিগের মধ্যে যাহার সুযোগ হয়, মোহাম্মদের সহিত বিবাহিতা হইবার চেষ্টা কর। এহুদীর এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া, বিবি খদিজা ব্যতীত আর সকলেই তাহাকে গালাগালি দিতে ও ঢেলা খোলা মারিতে আরম্ভ করিলেন। এহুদীর এই কথা শুনিয়াই বিবি খদিজা হজরতের অনুরাগিনী হইয়া পড়েন।" ফলতঃ এই গল্পগুলির দ্বারা প্রকারতঃ ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, বস্তুতঃ কোন প্রকৃতিগত মহিমা ও স্বাভাবিক গুণগরিমার জন্য বিবি খদিজা হজরতের অনুরাগিনী হন নাই। নাস্তরার উক্তি এহুদীর উপদেশ বা ফেরেশতার ছায়া না হইলে এই অনুরাগ সৃষ্টির অন্য কোন কারণ ছিল না!—

(১) একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, একথাটার কোনই তাৎপর্য্য নাই। সে যাহা হউক ঠিক এই গল্পটী বাহিরা সম্বন্ধেও বর্ণিত হইয়াছে। ইহা নাকি হজরতের ১৮ বৎসর বয়সের কথা। এবার হজরত আবুবকর নাকি তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। দেখ—এছাবা ও মাওয়াহেব।

এই গল্পগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রাচীন চরিতকারগণের মধ্যে নামজাদা ওয়াকেদীই ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এবনে ছায়াদের বর্ণনাটীও যে প্রকৃত পক্ষে ওয়াকেদীর নিকট হইতে গৃহীত, তাহা তাঁহার নিজ মুখেই প্রকাশ। এবনে এছহাক ফেরেশ্‌তার ছায়া করার কথা উল্লেখ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই তিনি فيما يزعمون "লোকে যেরূপ মনে করিয়া থাকে তদনুসারে" এই মন্তব্যটী যোগ করিয়া দিয়া ঐ বিবরণের অবিশ্বস্ততাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। হাফেজ এবনে হাজরের ন্যায় মোহাদ্দেছ বলিতেছেন—'নাস্তরা সংক্রান্ত গল্পটী এবনে ছায়াদ ওয়াকেদী হইতে রেওয়ায়ত করিয়াছেন, এই গল্পটী বাহিরা সম্বন্ধেই অধিকতর পরিজ্ঞাত।' এদিকে পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, রেওয়ায়তের মর্ম্মানুসারে হজরতের মাথার উপর ছায়া করিয়াছিল মেঘে। কিন্তু মায়ছারা মেঘের ছায়া করার কোন উল্লেখ না করিয়া বিবি খদিজার নিকট দুইজন ফেরেশতার ছায়া করার কথা বলিতেছেন—পরবর্ত্তী কথকগণ ইহাতে একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই গল্পের সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য তাঁহারা বলিতেছেন—খুব সম্ভব যাইবার সময় মেঘে এবং আসিবার সময় ফেরেশ্‌তায় ছায়া করিয়াছিল। কিন্তু ইহাতেও কতকগুলি সমস্যা থাকিয়া যাইতেছে। মায়ছারা এবং এই বিবরণের রাবী তাহা হইলে কেবল এক এক দিককার ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন কেন? পক্ষান্তরে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করার যুক্তি কি? ইত্যাকার সমস্যাগুলির কোন প্রকার সন্তোষজনক সমাধান করিতে না পারিয়া পরবর্ত্তী কথকেরা একটা অভিনব যুক্তির আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—রেওয়ায়তে যে মেঘের কথা এবং মায়ছারার প্রমুখাৎ যে যে দুইজন ফেরেশ্‌তার বর্ণনা আছে, তাহাত অভিন্ন। অর্থাৎ ঐ মেঘই দুইজন ফেরেশ্‌তা! এই সকল যুক্তির বিচারভার পাঠকগণের উপর অর্পণ করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। (১)

ছইয়দ বংশের উৎপত্তি।

হজরতের কন্যা বিবি ফাতেমার বংশধরগণ ক্রমে ক্রমে মুছলমান সমাজে ছইয়দ (বা ছরদার) নামে অভিহিত হন। বিবি খদিজাই তাঁহার গর্ভধারিণী। হজরতের সমস্ত পুত্র-কন্যাই বিবি খদিজার গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন। বহু হাদিছে এবং প্রায় সমস্ত ইতিহাসে ইহার প্রমাণ বিদ্যমান আছে। (২) আমাদিগের দেশে কিছু আসল এবং বহু নকল ছইয়দ বিদ্যমান আছেন। ছইয়দ ছাহেবগণ ব্যতীত মুছলমান সমাজে আশরাফ ও মথাদীম আখ্যাধারী আরও বহু 'জাতির' সৃষ্টি হইয়াছে। এই ছইয়দ ও শরিফ ছাহেবদিগের মধ্যে অনেকেই বিশেষ গর্ব্ব করিয়া বলেন যে, তাঁহাদিগের বংশে বিধবা বিবাহের প্রচলন নাই। বস্তুতঃ বহু ভদ্র পরিবারে বালবিধাগণের বিবাহ দেওয়াও

(১) এছাবা, এবনে-হেশাম, হালবী প্রভৃতি। (২) একটী পুত্র বিবি মারিয়ার গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া দুই একজন ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করিয়াছেন।

নিতান্ত ঘৃণা ও অপমানের কথা বলিয়া বিবেচিত হয়। তাঁহারা ছৈয়দ বলিয়া বিধবা বিবাহ দিতে পারেন না! কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, তাঁহাদিগের এই বড় গৌরবের ছৈয়দ বংশটী বিধবা বিবাহেরই ফল। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে হজরতের সহধর্ম্মিনিগণের মধ্যে একমাত্র বিবি আয়শা ব্যতীত আর সকলেই বিধবা অবস্থাতেই তাঁহার সহিত বিবাহিত হইয়াছিলেন। বিধবা বিবাহে যদি বংশের পতন হয়, তাহাতে যদি কুলে কলঙ্ক স্পর্শিবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে সেই পতন ও সেই কলঙ্ক কোথায় গিয়া পৌঁছে, সে কথাটা তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না!

হজরতের অসাধারণ সংযম।

এই বিবাহ প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা উচিত যে, পঁচিশ বৎসরের এক নবীন যুবক, যৌবনের প্রথম ও উদ্দাম প্রবৃত্তিগুলিকে হেলায় উপেক্ষা করিয়া এতদিন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযম করিয়া রহিলেন। তাহার পর বিবাহ করিলেন পুত্রকন্যাবতী চল্লিশ বৎসর বয়স্কা এক বিধবাকে। বিবাহের ২৫ বৎসর পরে ৬৫ বৎসর বয়সে তাঁহার এই স্ত্রীর মৃত্যু হয়—এবং তিনি নিজ যৌবনের পূর্ণ ২৫ বৎসর কাল একমাত্র এই বৃদ্ধাকে সহধর্ম্মিণীরূপে গ্রহণ করিয়াই পরিতুষ্ট থাকেন। যাহারা এহেন আদর্শ সংযমী মহাপুরুষের প্রতি কামুকতার অপবাদ দিতে কুণ্ঠিত হয় না, ধরাধামে নরাকৃতি শয়তান ব্যতীত তাহাদিগকে আর কোন্ আখ্যায় আখ্যাত করা যাইতে পারে?

মার্গোলিয়থের হঠোক্তি।

মহানুভব মার্গোলিয়থ সাহেব, যথায় তথায় সংলগ্ন অসংলগ্ন এবং প্রকৃত অপ্রকৃত নানাপ্রকার বরাত দিয়া তাঁহার পুস্তকের পৃষ্ঠাগুলিকে কণ্টকিত করিতে খুবই অভ্যস্ত। অথচ এস্থলে কোন বরাত না দিয়া তিনি লিখিতেছেন যে, এই বিবাহের সময় মোহাম্মদের বয়স অপেক্ষা খদিজার বয়স কিছু অধিক ছিল বটে, তবে তখন তাঁহার (খদিজার) বয়স যে ৪০ বৎসর হয় নাই, ইহা নিশ্চিত। (১) এই লেখকই, সর্ব্ববাদী সম্মত ঐতিহাসিক সত্যগুলিকে একেবারে অস্বীকার করা নিজের উদ্দেশ্যের বিঘ্নকর মনে করিয়া, 'কথিত হইয়াছে' 'সম্ভবতঃ' 'অনুমান করা হয়' ইত্যাদি পদ প্রয়োগ দ্বারা স্বীয় পাঠকবর্গকে প্রবঞ্চিত করিবার একটা সুযোগও পরিত্যাগ করেন নাই। অথচ এমন একটা অভিনব এবং ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের বিপরীত কথা বলার সময় তিনি কোন যুক্তিদান বা প্রমাণ উদ্ধার না করিয়াই, তাহাতে 'নিশ্চিত' বিশেষণ প্রয়োগ করিতে একবিন্দুও দ্বিধা বোধ করিতেছেন না!

এবনে খল্লদুন তাঁহার ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, বিবি খদিজার পিতা তখন জীবিত ছিলেন। (২) ইহাতে ভ্রান্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। কারণ 'আব্' শব্দে আরবীতে পিতা ও পিতৃব্য উভয়কে বুঝায়। কোর-আনে হজরত এবরাহিমের পিতৃব্য আজরকে এবরাহিমের

(১) ৬৬ পৃষ্ঠা। (২) ১—১২।

'আব' বা পিতা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই বিবাহের সময় বিবি খদিজার পিতা যে জীবিত ছিলেন না, তাহার প্রমাণ অনুসন্ধানের জন্য আমাদিগকে অধিক দূরে যাইতে হইবে না। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, তিনি সমস্ত বিষয় কর্ম্ম পরিদর্শন, ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালন, এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রকারের কর্ত্তৃত্ব ও ব্যবস্থা নিজেই করিতেন। সুতরাং ইহা সহজে বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, এই সময়ে তাঁহার পিতা বর্ত্তমান ছিলেন না।

বিবি খদিজার বিবাহের প্রস্তাব সম্বন্ধে এক শ্রেণীর কথক, যুক্তি ও ইতিহাসের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, একটা অতি ঘৃণিত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন; এবং আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ 'কোন কথা বাদ দিব না' এই নীতির অনুসরণকল্পে, সেই গুলিকে আপনাদিগের পুস্তকে স্থান দিয়াছেন। তাঁহারা বলেন—বিবি খদিজার পিতা খোওয়ালেদ এই বিবাহে আদৌ সম্মত ছিলেন না। তাই খদিজা তাঁহাকে বেদম মদ্য পান করাইয়া মাতাল করিয়া ফেলেন, এবং অজ্ঞান অবস্থায় তিনি এই বিবাহে সম্প্রদানের কার্য্য সম্পন্ন করেন। চৈতন্যোদয়ের পর তিনি মহা ক্রুদ্ধ হইলেন, এমন কি ইহা লইয়া বর ও কন্যার বংশের মধ্যে যুদ্ধ বাধে বাধে হইয়া পড়িয়াছিল। এই শ্রেণীর পুস্তকে ইহাও লিখিত হইয়াছে যে, বিবাহের পূর্ব্বে বিবি খদিজা একদিন হজরতের হাত ধরিয়া তাঁহাকে নিজের বুকের ও মুখের উপর টানিয়া আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। এই সময় খদিজা বিবাহের জন্য হজরতকে নানাপ্রকার মিনতিও জানাইয়াছিলেন!

কথকগণের ঘৃণিত গল্প

আমাদের এক শ্রেণীর কথক কিরূপ ভিত্তিহীন ও জঘন্য উপকথা রচনা করিতে অভ্যস্ত, তাহাই দেখাইবার জন্য আমরা এখানে এই বিবরণটী উদ্ধৃত করিলাম। বিবি খদিজার পিতা ফেজারযুদ্ধের পূর্ব্বেই যে পরলোক গমন করিয়াছিলেন, ইহা স্থির নিশ্চিত। কিন্তু সার উইলিয়ম মুয়র (১) এই বিবরণটী উদ্ধৃত করার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারেন নাই। অথচ তিনি যে সকল ইতিহাস হইতে উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেই লিখিত হইয়াছে, এই বিবরণটী সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কল্পনামাত্র। এমন কি তাঁহার বড় আদরের ওয়াকেদী নিজেই বলিয়াছেন যে:—

كل هذا غلط ...... والثبت عندنا ...... ان عمها عمر بن اسد زوجها رسول
الله صلعم وان اباها مات قبل الفجار - (طبري ١٩٧-٢)

"এ সমস্তই ভুল। প্রকৃত কথা এই যে, তাঁহার পিতৃব্য ওমর বেন আছাদ তাঁহাকে হজরতের সহিত বিবাহিত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পিতা ফেজারযুদ্ধের পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। (২)

(১) ২৪ পৃষ্ঠা।   (২) তাবরী ২—১৯৭, এছাবা ৮—৬১ পৃষ্ঠা।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ওয়াকেদীর সেক্রেটারী এবনে ছায়াদ লিখিতেছেন :—

قال محمد بن عمر - فهذا كله غلط و وهل - و الثبت عندنا المحفوظ عن اهل العلم ان اباها خويلد بن اسد مات قبل الفجار و ان عمها عمر بن اسد زوجها رسول الله صلعم -

মোহাম্মদ বেন ওমর বলিয়াছেন :—"এই বিবরণগুলির সমস্তই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন প্রমাদ মাত্র। এবং আমাদিগের প্রামাণ্য ও বিজ্ঞ লোকদিগের নিকট হইতে পরম্পরাক্রমে স্মৃত কথা এই যে, বিবি খদিজার পিতা ফেজারযুদ্ধের পূর্ব্বে পরলোক গমন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পিতৃব্য ওমর তাঁহাকে হজরতের সহিত বিবাহিত করিয়াছিলেন। (১) পাঠক, স্মরণ রাখিবেন যে, এই মোহাম্মদ-বেন্-ওমরই এই বিবরণের মূল রাবী বা বর্ণনাকারী।

বলা বাহুল্য যে, এই সকল গ্রন্থকার, প্রতিবাদ করার জন্যই এই অবিশ্বস্ত ও ভিত্তিহীন বিবরণটী নিজেদের ইতিহাসে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং সার উইলিয়মের পক্ষে তাঁহাদের প্রতিবাদের উল্লেখ না করিয়া, অথচ তাঁহাদের নাম করণে, ঐ বিবরণটী উদ্ধৃত করা এবং বিবি খদিজার পিতার মৃত্যু সংক্রান্ত সর্ব্ববাদী-সম্মত ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের উল্লেখ না করা—সাধুতার কাজ হইয়াছে কি না, পাঠকগণ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

এই বিবাহে সাংসারিক হিসাবে হজরত একটু নিশ্চিন্ত হইলেন এবং প্রকৃত পক্ষে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণতর বিকাশ এখন হইতেই আরম্ভ হইল। অর্থাৎ যে সকল স্বর্গীয় বৃত্তি আশৈশব তাঁহার বিশাল হৃদয়ের স্তরে স্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সেগুলি এখন ক্রমে ক্রমে বিকাশ লাভ করিতে লাগিল—পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পাইল। এই সময় তাঁহার চিন্তার ও সাধনার প্রধান বিষয় ছিল দুইটী। তিনি দেখিলেন, সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহতায়ালার সহিত মানুষের যে কি সম্বন্ধ এবং তাঁহার প্রতি তাহার যে কি কর্ত্তব্য—মানুষ তাহা শুধু বিস্মৃত হয় নাই, বরং তাহার ব্যভিচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি আরও দেখিলেন যে, মানুষের সহিত মানুষের যে কি সম্বন্ধ এবং তাহাদের পরস্পরের প্রতি যে কি কর্ত্তব্য—মানুষ তাহাও সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে, প্রত্যেক পদনিক্ষেপে তাহার অপচয় করিতেছে। জগতের সমস্ত অনাচার অত্যাচার এবং যাবতীয় দুঃখ দুর্দ্দশার ইহাই মূল কারণ, এই কথা মনে করিয়া তাহার প্রতিকারের জন্য তাঁহার করুণ-হৃদয় ও কঠোর কর্ত্তব্যনিষ্ঠা একই সঙ্গে কাঁদিয়া ও জাগিয়া উঠিল।

আধ্যাত্মিক জীবনের বিকাশ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হজরত বাল্যকাল হইতেই একনিষ্ঠ ভাবুক, পরিশ্রমী সাধক ও দৃঢ়সঙ্কল্প কর্ম্মী। কাহার শিশু সন্তান কোথায় কাঁদিতেছে, সে ক্রন্দনের স্বর কর্ণ প্রবেশ করিলে

(১) তাবকাত ১—৮৫।

যাঁহার মন ব্যাকুল হইয়া উঠিত, এবং শেষে সেই 'পরের ছেলে'টাকে মায়ের কোলে তুলিয়া দিয়া যিনি শান্তি পাইতেন—বিধবার বিমর্ষ মুখ ও পিতৃহীনের গভীর বেদনাব্যঞ্জক শূন্য দৃষ্টি দর্শনে যাঁহার ভিতরের মানুষটা আকুলভাবে কাঁদিয়া উঠিত—পতিতের উদ্ধার, ব্যথিতের সেবা, বদ্ধের মুক্তি, মুক্তের শুদ্ধি, পাপের দমন ও পুণ্যের প্রতিষ্ঠা, যাঁহার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য ছিল—তিনি স্বদেশের ও স্বজাতির কর্ত্তব্যহীনতার এই চরম দুর্দ্দশা দর্শনে ব্যাকুল না হইয়া থাকিতেই পারেন না। তাই তাঁহার হৃদয়ে নিত্য নূতন ভাব ও নূতন চিন্তার উন্মেষ হইতে লাগিল এবং তাহার ঘাত প্রতিঘাতে সে পুণ্য হৃদয় অহরহ আলোড়িত বিলোড়িত হইতে আরম্ভ হইল,—কিন্তু তখনও সময় হয় নাই। এই আন্দোলন ও ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া এখনও তাঁহাকে আরও ১৫ বৎসর অতিবাহন করিতে হইবে।

অষ্টদশ পরিচ্ছেদ।

بنائے کعبۂ دیگر ز سنگ طور نہیم !

কা'বার পুনর্নির্ম্মাণ।

কা'বা মন্দির নিম্নভূমিতে অবস্থিত থাকায় বর্ষার জলস্রোত প্রবলবেগে তাহার মধ্যে প্রবেশ করিত। ইহাতে মন্দিরটী প্রায়ই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িত। ইহার নিবারণকল্পে উহার চারিদিকে একটী প্রাচীর নির্ম্মাণ করা হয়, কিন্তু জলস্রোতের প্রবল বেগে তাহাও বিধ্বস্ত হইয়া পড়ে। এই জন্য মন্দিরটী নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করার সঙ্কল্প কিছুদিন হইতে কোরেশপ্রধানগণের মনে স্থান লাভ করিয়াছিল। এই সময় আর একটী দুর্ঘটনার ফলে এই সঙ্কল্পটী আরও দৃঢ় হইয়া উঠে।

পুনর্নির্ম্মাণের আবশ্যকতা।

'কাবা' প্রথমে ছাদ বিশিষ্ট গৃহাকারে নির্ম্মিত হয় নাই, চারিদিকে প্রাচীর দিয়া একটা স্থানকে বেষ্টন করিয়া রাখা হইয়াছিল মাত্র। আমরা যে সময়কার কথা বলিতেছি, তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে কোন একজন লোক প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কা'বা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুরবিগ্রহের বহু মূল্যবান অলঙ্কারাদি চুরি করিয়া লয়, ইহাতে মন্দিরটীতে ছাদ আঁটিবার সঙ্কল্পও সেবায়েতগণের মনে স্থান লাভ করে।

এই প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে একটী কূপ ছিল, পূজার নৈবেদ্যাদি তাহাতে নিক্ষেপ করা হইত। এই আবর্জ্জনারাশি পচিয়া ঐ অন্ধকূপটীর অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। কিছুদিন পরে কোথা হইতে একটী সাপ আসিয়া ঐ কূপে অবস্থান করিতে থাকে, মধ্যে মধ্যে ঐ সাপটীকে প্রাচীরের উপর বেড়াইতেও দেখা যায়। ইহাতে স্থানীয় লোকের মনে বিশেষ ত্রাসের সৃষ্টি হয়। একদিন সাপটী প্রাচীরের উপর বেড়াইতেছিল, এমন সময় একটী বাজপক্ষী 'ছোঁ' মারিয়া তাহাকে লইয়া গেল। ইহাতে সকলে মনে করিল যে, তাহারা মন্দির সংস্কারের সঙ্কল্প করিয়াছে, সেই পুণ্যফলে দেবতা সদয় হইয়াছেন এবং এই বাজকে পাঠাইয়া তাহাদিগকে ঐ সর্পভীতি হইতে পরিত্রাণ দিয়াছেন। (১)

---

(১) এবনে-হেশাম ১—৬৫ হইতে ৬৭ প্রভৃতি, প্রায় সকল ইতিহাসে ইহার উল্লেখ আছে।

যাহা হউক, কোরেশ বংশের সকল গোত্র একত্র হইয়া কা'বা মন্দিরটী নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। এই সময়, গ্রীকদিগের একখানা বাণিজ্য জাহাজ বাত্যাবিতাড়িত হইয়া জেদ্দা বন্দরের নিকটে সমুদ্র উপকূলের সহিত সংঘর্ষিত হয় এবং প্রবল সংঘর্ষের ফলে তাহা ভাঙ্গিয়া যায়। কোরেশের লোকেরা এই সংবাদ জানিতে পারিয়া অলীদ ও অন্য কতিপয় লোককে জেদ্দায় প্রেরণ করেন। অলীদ ও তাঁহার সঙ্গীগণ জেদ্দায় পৌঁছিয়া জাহাজের অনেকগুলি তথ্‌তা কিনিয়া আনিলেন। এই তথ্‌তাগুলি ছাদ নির্ম্মাণের কাজে লাগিয়াছিল।

কোরেশের সম্মিলিত চেষ্টা।

এই সময় সূত্রধরের কাজ কে করিয়াছিল, ইহা লইয়া ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। এবনে ছায়াদ বলিতেছেন যে, বাকুম নামক একজন রুমী ঐ জাহাজের আরোহী ছিল। (১) অলীদ তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনেন। এই বাকুমই যে সূত্রধরের কাজ করিয়াছিলেন, তাহার কোন স্পষ্ট বিবরণ এবনে-ছায়াদের লেখায় পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে এবনে-হেশাম (এবনে এছহাক হইতে) বর্ণনা করিতেছেন যে, এই সময় মক্কায় জনৈক কিব্‌তী জাতীয় সূত্রধর বাস করিত, সেই তাঁহাদিগকে কতকটা যোগাড়-যন্ত্র করিয়া দিয়াছিল। (২)

যাহাহউক, কোরেশ বংশের সকল গোত্রের লোক একত্র হইয়া মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। বলা বাহুল্য যে প্রথম হইতে বেশ একতা ও শৃঙ্খলার সহিত কাজ চলিতে ছিল, দ্বন্দ্ব কলহের কোন লক্ষণই দেখিতে পাওয়া যায় নাই। পূর্ব্বের নির্দ্ধারণ অনুসারে প্রত্যেক বংশের লোকেরা আপন অংশ গাঁথিয়া তুলিল। কিন্তু হজরে আছওয়াদ বা কৃষ্ণ প্রস্তর কাহারা স্থাপন করিবে, ইহা লইয়া এই সময় মহাবিতণ্ডা উপস্থিত হইল। ইহাই হইতেছে আসল প্রাধান্যের নিদর্শন, অতএব প্রত্যেক গোত্রের লোকই দাবী করিতে লাগিল যে, আমরাই প্রস্তর স্থাপনের একমাত্র অধিকারী! এই বিতণ্ডা ক্রমে ঘোর বিবাদে পরিণত হইল এবং দুর্দ্ধর্ষ আরবগণের এই কোন্দল-কোলাহলে মক্কা নগর যেন মহাতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। সামান্য সামান্য কারণে বা বিনা কারণে, যুগযুগান্তর ধরিয়া ও বংশ পরম্পরা-ক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, নরশোণিতের তপ্তধারায় দেশকে প্লাবিত করিয়াও যাহাদের প্রতিহিংসা নিবৃত্তি হইত না, তাহারা সকলে আপনাপন কৌলিন্য গৌরব ও পূর্ব্বপুরুষের মর্য্যাদার নামে সমরে প্রবৃত্ত হইতেছে, না জানি হেজাজ-জননীর ভাগ্যে কি আছে!

ঘোর বিরোধ।

এই কোন্দল-কোলাহলে চারিদিন কাটিয়া গেল, কিন্তু মীমাংসার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। অবশেষে তাহারা দেশ প্রথানুসারে 'রক্ত পূর্ণপাত্রে হাত ডুবাইয়া' মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা করিল। বলা আবশ্যক যে ইহা আরবের ভীষণতম প্রতিজ্ঞা। রোষ কষায়িতলোচন দুর্দ্ধর্ষ আরবদিগের মধ্যে রোল উঠিল—'শাণিত তরবারী শোণিতের অক্ষরে ইহার মীমাংসা পত্র

(১) তাবকাত, ১—৯৩। (২) এবনে-হেশাম, ১—৬৫।

লিখিয়া দিউক, বৃথা বাক-বিতণ্ডায় কাজ নাই।' নিমিষের মধ্যে চারিদিকে অস্ত্রের ঝনঝনা বাজিয়া উঠিল। 'স্থির হও', 'স্থির হও'—শুভ্রশির দীর্ঘশ্মশ্রু আবু-উমাইয়া দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া জলদ-গম্ভীর স্বরে কহিলেন—"স্থির হও, আমার কথা প্রণিধান কর!" বৃদ্ধের গভীর মর্ম্মবেদনা-পূর্ণ গম্ভীর আহ্বানে সকলে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন তিনি সকলকে বুঝাইয়া বলিলেন, এই শুভকর্ম্ম-সমাধানের পর তোমরা অশুভের সূত্রপাত করিও না। বিধাতার উপর নির্ভর কর এবং অপেক্ষা করিয়া থাক। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে কাবা মন্দিরে প্রবেশ করে, এই বিসম্বাদের মীমাংসা-ভার তাহার উপর অর্পণ করিয়া তোমরা ক্ষান্ত হও, শান্ত হও!'

বৃদ্ধের এই সমীচীন প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন, এবং সকলে রুদ্ধশ্বাসে আগন্তুকের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সে সময়কার আশঙ্কা-আতঙ্ক-মিশ্রিত অধৈর্য্য ভাব সহজেই অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কি জানি কে প্রথমে কাবা মন্দিরে প্রবেশ করে, কি জানি সে কাহার পক্ষের লোক হইবে—কি জানি সে কি মীমাংসা করিবে! তাহার মীমাংসা যদি প্রতিকূল হয় তাহা হইলেই বা কি করিয়া তাহা মানা যাইবে! এই উদ্বেগে তাহারা সকলেই পলকহীন নেত্রে কাবা মন্দিরের দ্বারদিকে তাকাইয়া আছে—

আল-আমীনের আবির্ভাব।

এমন সময় হঠাৎ সহস্র কণ্ঠে আনন্দ রোল উঠিল :——

هذا الامين ا قد رضينا

"Lo it is the Faithful One!" They cried, "We are content." (১)

"এই ত আমাদের আমীন! (বিশ্বাস্য)—আমরা সকলেই ইঁহার মীমাংসায় সম্মত।"

হজরত তাঁহাদিগের মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া বলিলেন—যে সকল গোত্র কৃষ্ণ প্রস্তর স্থাপনের অধিকারী হওয়ার দাবী করিতেছেন, তাঁহারা প্রত্যেকে নিজ পক্ষ হইতে এক একজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করুন! অতঃপর হজরতের উপদেশ মত ঐরূপে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইলে, তিনি একখানা উত্তরীয় লইয়া প্রস্তরখানা তাহার উপরে স্থাপন করিলেন এবং ঐ প্রতিনিধিগণকে ঐ বস্ত্রের এক এক প্রান্ত ধরিয়া উর্দ্ধে উত্তোলন করিতে বলিলেন। হজরতের উপদেশ মতে প্রস্তরখানা যখন যথাস্থানের নিকটবর্ত্তী হইল, তখন তিনি চাদরের উপর হইতে তাহা উঠাইয়া সেই স্থলে রাখিয়া দিলেন। (২)

হজরতের বিচক্ষণতার ফলে, এই আসন্ন কাল-সমর এইরূপে মুহূর্ত্তের মধ্যে বন্ধ হইয়া গেল। হজরতের সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে বাল্যকালে আছ্‌ছাদেক বা সত্যবাদী

(১) মূয়র ২৮ ইত্যাদি। (২) তাবরী ২—২০১, এবনে-হেশাম ২—৬৫, তাবকাত ১—১৩, কামেল ২—১৬।

বলিয়া ডাকিত। (১) তাহার পর বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সকলেই তাঁহাকে আল্ আমীন বা বিশ্বাস্ত বলিয়া সম্বোধন করিত, সচরাচর কেহ তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিত না। বর্ত্তমান ঘটনা প্রসঙ্গেও আমরা দেখিতেছি যে, সকলে তাঁহাকে এই 'আল্-আমীন' উপাধি দ্বারা সম্বোধন করিতেছে।

যীশু খৃষ্টের পরলোক গমনের পর, তাঁহার প্রধানতম শিষ্য যোহনকে খোদাপ্রভু ভবিষ্যতের যে সকল চিত্র দেখাইয়াছিলেন, তাহা যোহনের স্বপ্ন বা (বাঙ্গলা বাইবেলে) যোহনের নিকটে প্রকাশিত বাক্য বলিয়া পরিচিত। যোহন তাহাতে ভাবীনবী, শান্তি দাতা ও ত্রাণ কর্ত্তার যে সকল উপাধি ও নামের উল্লেখ করিয়াছেন, আমরা প্রথমে আরবী বাইবেল হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ——

বাইবেলের সাক্ষ্য।

(۱۱) ثم رايت السماء مفتوحة ' و اذا بفرس ابيض و الراكب عليه يسمى الامين الصديق — و بالعدل يقضي و يحارب ۔ (۱۲) و له اسم مكتوب ليس يعرفه الا هو وحده ۔ (الاصحاح التاسع عشر)

(১১) পরে আমি দেখিলাম স্বর্গ খুলিয়া গেল, আর দেখ, শ্বেত বর্ণ একটী অশ্ব, যিনি তাহার উপরে বসিয়া আছেন, তিনি "আমীন ও ছিদ্দিক" বিশ্বাস্ত ও সত্যময় নামে আখ্যাত এবং তিনি ধর্ম্মশীলতায় বিচার ও যুদ্ধ করিবেন। (১২) এবং তাঁহার একটী লিখিত নাম আছে, যাহা তিনি ব্যতীত অপর কেহ জানে না। (১৯ অধ্যায়)।

আরবীতে আজ পর্য্যন্ত ঠিক এই 'আল্-আমীন' ও 'আছ্ছাদিক' শব্দই বর্ত্তমান আছে। (২) যোহন বলিতেছেন যে, ঐ নামে তিনি আখ্যাত হইবেন বটে, কিন্তু ইহা ব্যতীত তাঁহার লিখিত নাম আর একটি আছে, তিনি ব্যতীত সে নামের অধিকারী আর কেহই হয় নাই। বলা বাহুল্য যে ঐ লিখিত নামটি—"মোহাম্মদ।" তাঁহার এই নামকরণের পূর্ব্বে আর কাহারও এই নাম রাখা হয় নাই। 'য়্যাকজি বেল্-আদ্‌লে অ-য়োহারেবো' ইহার অনুবাদ,—'তিনি ন্যায্য-ভাবে বিচার ও যুদ্ধ করিবেন।' তরবারীর সহায়তা ব্যতীত ন্যায়কে জগতে প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব। হজরতই সেই ন্যায় বিচার ও ন্যায় যুদ্ধের কর্ত্তা এবং তিনিই যে সেই শ্বেত অশ্বের আরোহী, ইতিহাসে ও হাদিছে তাহার অসংখ্য প্রমাণ বর্ত্তমান আছে।

হাজ্‌রে আছওয়াদ্ বা কৃষ্ণ প্রস্তর সম্বন্ধে অন্য-ধর্ম্মাবলম্বী লেখকগণ যৎপরোনাস্তি অজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন। হজরত এবরাহিম ও তাঁহার বংশধরদিগের মধ্যে চিরাচরিত পদ্ধতি ছিল যে, প্রান্তরে বা অন্য কুত্রাপি উপাসনা ও বলিদানের স্থান মনোনীত হইলে, তথায় তাঁহারা চিহ্ন স্বরূপ এক এক খানা প্রস্তর স্থাপন করিতেন। বাই-বেলেও ইহার বহু প্রমাণ বিদ্যমান আছে। হজরত এবরাহিম ও এছমাইল

কৃষ্ণ প্রস্তর একটা স্মৃতি-ফলক মাত্র।

(১) অকা-উল-অকা, ১—১৮৬ পৃষ্ঠা। (২) ছাদেক ও ছিদ্দিক সম্বন্ধে ২ খণ্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

মক্কায় উপাসনালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়া যথা নিয়মে সেথানেও এক থানা প্রস্তর রাখিয়াছিলেন। প্রস্তরখানা ঘোর কৃষ্ণবর্ণ হওয়ায় শেষে উহা হাজ্‌রে আছওয়াদ্‌ বা কৃষ্ণ প্রস্তর নামে খ্যাত হয়। বংশের আদি পুরুষের স্মৃতিফলক মনে করিয়া আরবগণ স্বভাবতই ঐ কৃষ্ণ প্রস্তরের সমাদর করিত। কিন্তু ঘোর পৌত্তলিকতার যুগেও কখনই তাহার কোনপ্রকার 'পূজা' হয় নাই। কাবা মন্দিরে পূজার্থে যে সকল বিগ্রহাদি প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাদের নামের দ্বারাই তাহা জানিতে পারা যায়। কিন্তু এই প্রস্তরখানা কখনও বা কেবল 'প্রস্তর' আর কখনও বা 'কৃষ্ণ-প্রস্তর' নামে চিরকাল অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ফলতঃ পৌত্তলিকতার যুগেও ঠাকুর বিগ্রহের আসনের ত্রিসীমায় তাহার স্থান হয় নাই। মক্কা বিজয়ের পর হজরত যখন বোৎবিগ্রহগুলি ক'বা হইতে অপসারিত করিয়া ফেলেন, তখন এই জন্যই ঐ প্রস্তরটীকে স্বস্থানচ্যুত করা আবশ্যক বলিয়া মনে করা হয় নাই। অথচ এই প্রস্তরখানা জগতের একজন আদি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও সংস্কারক এবং কোরেশ বংশের আদি পিতা মহাপুরুষ হজরত এবরাহিমের পুণ্যস্মৃতি ও যুগ-যুগান্তরের মূর্ত্তিমান ইতিহাস বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কাজেই উহা পূর্ব্ববৎ স্বস্থানে রহিয়া গেল। হজরত এবরাহিম প্রথমে হজ্‌ প্রথা প্রচলিত করিয়াছিলেন বলিয়া, মুছলমানগণ এখন হজব্রত যাপনকালে (কা'বা প্রদক্ষিণ করিবার সময়) ঐ প্রস্তরের নিকট হইতে যাত্রা আরম্ভ করেন, আবার তাহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলে একবারের প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) শেষ হইল বলিয়া মনে করেন।

একদা হজ্জের মোসুমে, সমবেত জনমণ্ডলীকে শুনাইয়া হজরত ওমর এই প্রস্তরকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন— (متفق عليه) اني لاعلم انک حجر ما تنفع و لا تضر-
"আমি নিশ্চিতরূপে অবগত আছি যে তুমি একখণ্ড প্রস্তর মাত্র, কাহারও উপকার বা অপকার করার কোন শক্তিই তোমার নাই।" (১)

যাহার উপকার করার ক্ষমতা নাই, যাহার অপকার করার শক্তি নাই, যাহা চিরকালই 'প্রস্তর খণ্ড' বলিয়া অভিহিত হইয়া আসিতেছে, যাহাকে উদ্দেশ করিয়া কখনই কোন প্রার্থনা উপাসনাদি করা হয় না, যাহাকে পৌত্তলিক আরবগণও কখন বিগ্রহ বলিয়া মনে করে নাই,— পরিতাপের বিষয় এই যে, হজরতের প্রতি পৌত্তলিকতার দোষারোপ করার জন্য, অমুছলমান লেখকেরা তাহা লইয়া অন্যায় বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

(১) বোখারী, ৬—১০৮; মোছলেম, ১—৪১২।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

انک لعلی خلق عظیم

সাংসারিক জীবনের কয়েকটা ঘটনা।

জাএদ নামক একটী বালক, তাহার বংশের শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক কোন ক্রমে ধৃত হইয়া বিক্রয়ের জন্য মক্কার 'ওকাজ' মেলায় আনিত হয়। তথনকার নিয়ম ছিল যে, যুদ্ধে বা অন্য কোন প্রকারে কোন বিদেশী অথবা শত্রু জাতীয় নরনারী ও বালক-বালিকাকে ধরিয়া আনিতে পারিলেই তাহারা বংশ-পরম্পরাক্রমে ধৃতকারীর দাসদাসীতে পরিণত হইত। প্রভু ইচ্ছামত তাহাদিগকে যে কোন কাজে লাগাইতে, তাহাদিগের দ্বারা অকথ্য পাশববৃত্তি চরিতার্থ করিতে এবং গরু ছাগলের মত যখন ইচ্ছা তাহাদিগকে অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলিতে পারিত। ইহা কেবল আরব দেশেরই কথা নহে, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই তথন এইরূপ নির্ম্মমতা বিরাজ করিতেছিল।

জাএদের সৌভাগ্য।

জাএদকেও বিক্রয়ার্থ বাজারে আনা হইল। তখন বিবি খদিজার ভ্রাতুষ্পুত্র হাকিম, প্রচলিত চারিশত রৌপ্য মুদ্রা দিয়া তাঁহার জন্য জাএদকে খরিদ করিয়া আনেন। হজরতের সহিত বিবাহের পর বিবি খদিজা, হজরতের সেবার জন্য জাএদকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করেন।

হজরত জীবনে এই প্রথম ক্রীতদাসের প্রভু হইলেন। 'মানুষ এক মাত্র আল্লার দাস বা আল্লাহ মানুষের এক মাত্র প্রভু' বলিয়া যে মহিমময় 'মুক্তিদাতা' তৌহীদের সুগম্ভীর ঝঙ্কারে, মানবের মন ও মস্তিষ্ককে অন্য সমস্ত পার্থিব ও কল্পিত শক্তির দাসত্ব হইতে মুক্ত করিবেন, সেই বিশ্ব-মানবের মুক্তিদাতা মোহাম্মদ মোস্তফার নিকট কি দাস ও প্রভুর পার্থক্য থাকিতে পারে? বলা বাহুল্য যে, জাএদ অবিলম্বে মুক্ত হইলেন। মুক্তি লাভের পর 'জাএদ' হজরতের আশ্রয়ে এমন আদর ও যত্নের সহিত লালিত পালিত হইতে লাগিলেন যে, মক্কাবাসীরা তাঁহাকে 'মোহাম্মদের পুত্র জাএদ (জাএদ-বেন-মোহাম্মদ') বলিয়া আখ্যাত করিতে লাগিল। (১)

---

(১) বোখারী।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

বহুদিন পরে, জাএদের পিতা হারেছ ও তাঁহার পিতৃব্য কাআব মক্কায় আসিলেন, এবং হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন ;—হে আবুতালেবের পুত্র, হে সরদার জাদা ! আমরা জাএদের জন্য আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করুন এবং একটু বিবেচনা করিয়া মুক্তিপণ নির্দ্ধারণ করিয়া দিন !" আগন্তুকগণের পরিচয় পাইয়া ও তাঁহাদের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া, হজরত আনন্দ-বিস্ময়-মিশ্রিত স্বরে বলিলেন— "এই কথা ! ইহা ব্যতীত আর কিছু"—অর্থাৎ এই সামান্য বিষয়ের জন্য এত কাকুতি মিনতি কেন ? অতঃপর হজরত আগন্তুকগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "জাএদ মুক্ত স্বাধীন, আমি এই ব্যাপারে তাহার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে বাধ্য। সে যদি স্বেচ্ছায় আপনাদিগের সহিত যাইতে চাহে, তাহাতে আমার সম্পূর্ণ সম্মতি আছে, অবশ্য সেজন্য কোন প্রকার বিনিময়ের আবশ্যক হইবে না। কিন্তু, সে যদি স্বেচ্ছায় যাইতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কোন মতেই তাহাকে যাইতে বাধ্য করিতে পারিব না।" তখন জাএদকে তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন,—'হজরত !' আপনিই আমার পিতা, আপনি আমার পিতৃব্য, আপনিই আমার যথা সর্ব্বস্ব। 'জাএদ জীবনে-মরণে ঐ রাজীব চরণের শরণ হইতে যেন বঞ্চিত না হয়।' ফলতঃ জাএদ হজরতের চরণসেবা ত্যাগ করিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। অভিভাবকেরাও দেখিলেন যে, স্পর্শমণির সংস্পর্শে যেমন লৌহ কাঞ্চনে পরিণত হয়—এই কয়দিনের সাহচর্য্যে—তাঁহাদের পুত্র সেইরূপ সম্পূর্ণ নূতন মানুষে পরিণত হইয়াছে। অতএব তাঁহারা ইহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলেন। কিন্তু এই সময় হজরত বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের অন্তরের অন্তস্তলে একটা ক্ষুব্ধ অভিমান লুকাইয়া আছে। তাঁহাদের পুত্রকে লোকে দাস বলিবে, এ অপমানের বোঝা তাঁহাদিগকে বংশানুক্রমে সহ্য করিতে হইবে, ইহার প্রতিকার কি প্রকারে হইবে ? (১)

হজরত ইহা অনুভব করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ জাএদকে সঙ্গে লইয়া কা'বা গৃহের নিকট সমবেত জনগণের সমীপে উপস্থিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—

يا من حضر ! اشهدوا ان زيدا ابني يرثني و ارثه

"হে সমবেত জনগণ ! আপনারা সাক্ষী থাকুন, এই জাএদ আমার পুত্র ; সে আমার ও আমি তাহার উত্তরাধিকারী।" (১) অতঃপর বহু সামরিক অভিযানে এই জাএদ সেনাপতির পদে বৃত হইয়াছিলেন। (২) এই জাএদের প্রতি হজরত চিরকালই যেরূপ স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করিয়াছিলেন, হাদিছের পুস্তক সমূহে তাহার অনেক বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

ক্রীতদাস পুত্র হইল।

(১) এছাবা ৩—২৫, একমাল, মাজমা-উল-বেহার, জাদুল-মাআদ :—২৯৬ প্রভৃতি।
(২) বোখারী।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা নবী-জীবনে দাসপ্রথাকে সমূলে উৎপাটিত করার যে সকল চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সেই চেষ্টা যে কতদূর ফলবতী হইয়াছিল, তাহা আমরা যথাস্থানে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব। প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ এখানে এইটুকু দেখিবেন যে, এছলাম স্বীয় আবির্ভাবের পূর্ব্বেই ঘৃণিত উপেক্ষিত ও অত্যাচারে জর্জ্জরিত দাসকে প্রভুর ঔরসজাত পুত্রের আসনে বসাইয়া দিয়াছিল। প্রেমের, সাম্যের ও মহত্ত্বের এমন স্বর্গীয় চিত্র আর কুত্রাপি দেখা যায় কি? ইহা বচনসর্ব্বস্ব উপদেষ্টার অর্থহীন ভাবপ্রবণতা নহে—ইহা কার্য্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের মহান্ আদর্শ—পুণ্যের সার্থক ও জীবন্ত অনুষ্ঠান।

যে ব্যক্তি কখনও সংসারে প্রবেশ করেন নাই, যাঁহাকে কখনও সংসারের নিদারুণ অভাব অভিযোগের কঠোর পরীক্ষায় পড়িতে হয় নাই, তাঁহার সাধু জীবনের মূল্য খুব অধিক বলিয়া বোধ হয় না। আমাদের হজরত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না, তিনি এই কর্ম্মক্ষেত্রকে ধর্ম্মক্ষেত্র বলিয়া মনে করিতেন। এই কর্ম্মক্ষেত্রের কঠোর পরীক্ষাতেই তিনি সাধু সত্যবাদী ও বিশ্বাস্য উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। তাই তাঁহার প্রাণের বৈরীরাও তাঁহাকে 'সাধু আল-আমীন' বলিয়া সম্বোধন করিত। হেজরতের পূর্ব্বাহ্নেও তাহারা নিজেদের মূল্যবান অলঙ্কারাদি ও টাকা কড়ি এই 'অবশ্য বধ্য মহাশত্রুর' নিকটেই গচ্ছিত রাখিত। তাই আবু জেহেলের ন্যায় ভীষণ শত্রুও বলিতে বাধ্য হইয়াছিল—"মোহাম্মদ! আমি তোমাকে কখনই মিথ্যাবাদী বলিয়া মনে করি না, তবে তোমার যাহা ধর্ম্ম, আমার মনে তাহা আদৌ স্থান প্রাপ্ত হয় না।" (১)

কর্ম্ম-জীবনে সাফল্য।

দেশ প্রথা অনুসারে, ব্যবসা বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া হজরত স্বীয় জীবিকা অর্জ্জন করিতেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। মানুষের সাধুতা বা অসাধুতা পরীক্ষা করার জন্য ব্যবসা বাণিজ্যের ন্যায় উপযুক্ত ক্ষেত্র আর কিছুই হইতে পারে না। হাদিছ ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহ একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে যে, এই দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত হজরত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন গোত্রের বিভিন্ন রুচির বহু লোকের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনে এক দিনের জন্যও কাহারও সহিত ঐ উপলক্ষে কোন প্রকার বাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হয় নাই। (২) হজরতের সঙ্গে যাঁহারা ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরই সাক্ষ্যে এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে। (৩)

কা'বা মন্দিরই আরবদেশের প্রধান দেবালয়, ৩৬০টী ক্ষুদ্র বৃহৎ বিগ্রহ (প্রতিমূর্ত্তি ও চিত্র) এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। কোরেশগণ ঐ মন্দিরের সেবায়েৎ। কাজেই তাহাদের মনে একটা

---

(১) শেফা, ৬১।

(২) এছাবা, এস্তিয়াব কাএছ-বেন-ছায়েব।

(৩) আবুদাউদ, এছাবা, এস্তিআব, ছায়েব, আবদুল্লাহ-বেন-আবুহাম্ছা।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

কোরেশ কৌলিন্যের কঠোর প্রতিবাদ।

বড় রকমের প্রাধান্যভাব সদাই বিরাজমান ছিল। কা'বা গৃহ নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করার পর তাহাদিগের এই অহঙ্কারের ভাবটা বহু গুণে বাড়িয়া গিয়াছিল। তাই তাহারা যুক্তি পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, আমরা মন্দিরের সেবক ও বিগ্রহের পূজারী। অতএব পূজা প্রদক্ষিণাদির প্রথা পদ্ধতিতেও আমাদিগের একটা সম্মানসূচক বিশেষত্ব থাকা আবশ্যক। তাই তাহারা ঘোষণা করিয়া দিল যে, হজ্বের সময় কোরেশ বংশের লোকেরা—অন্যান্য লোকের ন্যায়—আরাফাৎ প্রান্তরে যাইবে না। পক্ষান্তরে যে সকল পরজাতীয় লোক হজ্ব করিতে আসিবে, তাহাদিগকে নিজেদের জাতিগত বিশেষত্ব মূলক পোষাক পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া কোরেশের পোষাক পরিধান করিয়া আসিতে হইবে, অন্যথায় তাহাদিগকে উলঙ্গাবস্থায় কা'বা মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। লোকে এখানে আসিয়া বাহিরের বস্ত্র পরিধান করিতে বা বাহিরের খাদ্য খাইতে পারিবে না। এই প্রকার অনেক শর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইল। এছলামের পূর্ণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা অনুসারে কাজ চলিয়াছিল।

কিন্তু এ ব্যবস্থা হজরতের মনঃপুত হইল না, তিনি ইহা মান্যও করিলেন না। তিনি ঘোষণা করিতে লাগিলেন, সকল মানুষের অধিকার এবং দায়িত্ব সমান—জন্ম অর্থ বা পৌরোহিত্যের দাবীতে তাহার ইতর-বিশেষ হইতে পারে না। হজরত প্রতিবাদ স্বরূপ নিজেই আরাফাৎ প্রান্তরে গিয়া জনসাধারণের সহিত মিলিত হইলেন। (১) ইহা একটা সামান্য ঘটনা নহে। অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া জানিতে ও বুঝিতে পারেন অনেকেই। এমন কি অনেকে আবার সময় সময় তাহাকে অন্যায় বলিয়া প্রকাশ করিতেও সঙ্কুচিত হন না। কিন্তু অন্যায়কে অন্যায় বলিয়া বোঝা বা মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করা বিশেষ কোন পৌরুষের কথা নহে। এরূপক্ষেত্রে সমস্ত দেশ ও সমগ্র জাতির আচার ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে—কার্য্যক্ষেত্রে-দণ্ডায়মান হওয়া ও তাহাকে প্রতিহত করার চেষ্টাই হইতেছে মহাপুরুষের কাজ। হজরত ন্যায়ের প্রেমের ও সাম্যের কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি, নিজের সাধ্যানুসারে ন্যায় ও সাম্যের আদর্শ স্থাপন করিলেন।

স্বাধীন চিন্তা ও ভাবুকতা।

স্বাধীন চিন্তা ও ভাবুকতা হজরতের জীবনের একটা উজ্জ্বল বিশেষত্ব। তিনি যখন স্বজাতীয় ও স্বদেশস্থ লোকদিগকে পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার অন্ধবিশ্বাস ও বহুবিধ পাপাচারে লিপ্ত হইতে দেখিতেন, তখন তাঁহার মন নানাপ্রকার চিন্তায় উদ্বেলিত হইয়া উঠিত। তিনি এই সকল পূজার হেতু ও সংস্কারের মূল কারণ চিন্তা করিয়া দেখিতেন, আর চকিতের ন্যায় সেগুলির নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতেন। বাল্যজীবনে ও যৌবনের প্রারম্ভে ও তাঁহার এই অবস্থা ছিল।

(১) এবনে-হেশাম, ১—৬৭, ৬৯ পৃষ্ঠা।

এই সময় জাএদ-বেন-আম্র নামক একজন সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মক্কায় অবস্থান করিতেন। ইনিও পৌত্তলিকতার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদা কোরেশের লোকেরা তাহাদের একটা "স্থানে" ছাগ বলি দিয়া তাহার মাংস রন্ধনপূর্ব্বক হজরতকে এবং জাএদকে খাইতে দেয়, বোধ হয় পরীক্ষা করাই তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। 'হজরত উহা খাইতে অস্বীকার করিলেন।' হজরতের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জাএদ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া দিলেন যে, 'স্থানে' লইয়া গিয়া যে পশু বলি দেওয়া হইয়াছে, আমি তাহার মাংস খাইতে পারি না। (১)

দরগা পূজার প্রতি হজরতের আজীবন ঘৃণা।

মূল হাদিছে 'আনছাব' শব্দ আছে। আমাদিগের দেশে ইট ও মাটির ঢিবা প্রস্তুত করিয়া যেরূপ দরগাহ বানান হয়, এবং তাহাতে যেমন খাসি ও মুর্গির হাজত নায়াজ দেওয়া হয়, তখন আরবেরা ঐরূপ প্রস্তরের দরগাহ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পশু বলি দিত। এই 'স্থান গুলিতে কোন বিগ্রহ বা প্রতিমা থাকিত না। (২)

এই দরগাহে বা 'স্থানে' যে ছাগ বলি দেওয়া হইয়ছিল, হজরত এছলামের পূর্ব্বেও তাহা ভক্ষণ করিতে অসম্মত ছিলেন। (কিন্তু আজকালকার মুছলমানেরা বিশেষতঃ এক শ্রেণীর 'শরীফ' আখ্যাধারী ব্যক্তি, যথায় তথায় ঐ প্রকার 'স্থান' প্রস্তুত করিয়া, খাসি মোরগের রাণ খাইবার জন্য, তীর্থের কাকের মত সেখানে হা করিয়া বসিয়া থাকেন, আর অজ্ঞ মুছলমানদিগকে এই ঘৃণিত পাপানুষ্ঠানে লিপ্ত হইতে উৎসাহিত করেন, ইহা অপেক্ষা পরিতাপের কথা আর কি হইতে পারে ?)

এছলাম প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে, ধর্ম্মের দিক দিয়া হজরতের জীবনেও সাধারণ পৌত্তলিক কোরেশগণের জীবনে যে কোন পার্থক্য ছিল না, ইহা প্রতিপন্ন করার জন্য আমাদিগের খৃষ্টান লেখকেরা যে কিরূপ 'সাধুতার' পরিচয় দিয়াছেন, নিম্নে তাহার একটী নমুনা দিতেছি। এই নমুনা দেখিয়া তাঁহাদের অন্যান্য মন্তব্যগুলির 'গুরুত্ব' উপলব্ধি করা পাঠকগণের পক্ষে সহজ যাইবে।

খ্রীষ্টান লেখকের সাধুতা।

'মার্গোলিয়থ' সাহেব তৎপ্রণীত জীবনীতে লিখিতেছেন :——

"He with Khadijah performed some domestic rite in honour of one of the godesses each night before retiring." (Page 70).

অর্থাৎ 'মোহাম্মদ ও খদিজা উভয়েই নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে, পারিবারিক প্রথানুসারে, প্রতি রাত্রিতে এক দেবীর পূজা করিতেন।' (৭০ পৃষ্ঠা)

মার্গোলিয়থ সাহেব আরবী জানেন বলিয়া নিজেই প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য খৃষ্টান লেখকগণের পুস্তক হইতে তিনি যে সকল কথা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করিয়া

(১) বোখারী, ১৫—৪২৪। (২) ফৎহল বারী।

আমরা কেবল এই বিষয়টীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, এই ঘটনা সম্বন্ধে তিনি এমাম আহমদ হাম্বলের মোছনাদের এক হাদিছের বরাৎ দিয়াছেন। সুতরাং এইটাই আমাদের বিচার্য্য।

আমরা প্রথমে মোছনাদ হইতে মূল হাদিছটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।—

عن عروة قال حدثني جار لخديجة بنت خويلد انه سمع النبي صلعم وهو يقول لخديجة اي خديجة ! " و الله لا اعبد اللات و العزى و الله لا اعبد ابدا " — قال فتقول خديجة "خل اللات خل العزى" قال كانت صنمهم التي كانوا يعبدون ثم يضطجعون -

অনুবাদ :—ওরওয়া বলেন, 'খোওয়াইলেদের কন্যা খদিজার জনৈক প্রতিবাসী আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, তিনি একদা শুনিলেন যে হজরত খদিজাকে বলিতেছেন— 'হে খদিজা! আল্লার দিব্য, আমি লাৎ ও ওজ্জার পূজা করি না, আল্লার দিব্য কখনও করিব না।' ঐ প্রতিবাসী বলেন, খদিজা ইহার উত্তরে বলিলেন—দূর করুন লাৎকে, দূর করুন ওজ্জাকে (অর্থাৎ উহাদের উল্লেখ করার কোন আবশ্যক নাই)। ঐ প্রতিবাসী বলিলেন—উহা তাহাদের সেই বিগ্রহ তাহারা (পৌত্তলিক আরবগণ) শয়ন করিবার পূর্ব্বে যাহার পূজা করিত।

এই হাদিছে كانوا - يعبدون - يضطجعون এই তিনটী ক্রিয়াও هم সর্ব্বনামও বহুবচন মূলক, ইহার স্পষ্ট অর্থ এই যে, পৌত্তলিকগণ শয়ন করিবার পূর্ব্বে তাহার পূজা করিত। হজরত ও খদিজার কথা হইলে বহুবচন মূলক ক্রিয়া প্রযুক্ত না হইয়া দ্বিবচন মূলক শব্দের ব্যবহার করা হইত। হজরত লাৎ ও ওজ্জার পূজা করেন না এবং করিবেন না বলিয়া আল্লার নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছেন, বিবি খদিজা তাঁহার মতে মত দিতেছেন; আবার সেই সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া ঐ বিগ্রহের পূজা করিতেছেন, এ কথার কি কোন অর্থ হইতে পারে?

এই প্রকার অজ্ঞতা বা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জঘন্য প্রবঞ্চনা খৃষ্টান লেখকগণের পুস্তকের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় বিদ্যমান।

সত্যান্বেষী দল।

আমরা যে সময়ের কথা আলোচনা করিতেছি, তখন পৌত্তলিকতা, দেশাচার, কুসংস্কার ও অন্ধ-বিশ্বাস বীভৎস আকারে সমগ্র আরব দেশটাকে একেবারে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছিল! জ্ঞানের এই ঘোর অধঃপতনের দিনেও আরবের কয়েকটি হৃদয় সত্যের আলোক পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আমরের পুত্র জাএদের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইঁহার সহিত হজরতের যে সাক্ষাৎকার ঘটিয়াছিল, পূর্ব্ববর্ণিত বোখারীর হাদিছে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনি ব্যতীত

ইতিহাসে, বিবি খদিজার খুল্লতাত-পুত্র অর্কা, আহশের পুত্র ওবেদুল্লা, হাওয়ারেছের পুত্র ওছমান ও ছায়েদার পুত্র কোছ সম্বন্ধেও বর্ণিত হইয়াছে যে, তাঁহারাও প্রচলিত ধর্ম্ম অস্বীকার করিয়া সত্য ধর্ম্মের অন্বেষণে ব্যাপৃত ছিলেন। অর্কা শেষে খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং তিনি হজরতের 'নবী' হইবার অব্যবহিত পরে পরলোক গমন করেন।

হজরত খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে ধর্ম্মসংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞান—অন্ততঃ তাহার মূল সূত্রগুলি—সঞ্চয় করিয়াছিলেন, ইহা সপ্রমাণ করার জন্য আমাদের খৃষ্টান লেখকগণ অশেষ পণ্ডশ্রম করিয়াছেন। নমুনাস্বরূপ সার উইলিয়ম মূয়রের প্রধান যুক্তিটী সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

সার উইলিয়ম বলিতেছেন ঃ—জাএদের পিতৃমাতৃ উভয় কুলেই খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। এবং যদিও জাএদ এত অল্প বয়সে নিজ গৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পক্ষে বিস্তৃত ও সম্যকরূপে ঐ ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার জ্ঞান অর্জ্জন করা সম্ভবপর ছিল না, তবুও সম্ভবতঃ ঐ ধর্ম্মের শিক্ষার কতকটা 'ছাপ' তাঁহার মনে ছিল, এবং ঐ ধর্ম্মের কতকগুলি কিংবদন্তি ও পুরাকথা তাঁহার স্মরণ রহিয়া গিয়াছিল। পিতা-পুত্রের মধ্যে ইহা লইয়া আলোচনা হইয়া থাকিবে। (৩৩ পৃষ্ঠা)।

মূয়রের প্রগলভতা।

জাএদের পিতৃমাতৃ কুলে খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, এ উক্তিটী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এই ভিত্তিহীন উক্তিকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াও যদি বিচার করা হয়, তাহা হইলেও লেখকের যুক্তির অসারতা তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তি হইতেই স্পষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়া যাইবে। জাএদের পিতামাতা খৃষ্টান ছিলেন, একথা লেখকও সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই। তাঁহার গোত্রের কে কোথায় খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া, যে বালকটী অতি অল্প বয়সে আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া দাসরূপে বিদেশে বিক্রীত হইয়াছিল, বিবি খদিজার সহিত হজরতের বিবাহের সময়ও যে জাএদ অনধিক পঞ্চদশ বৎসরের একটী অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক ছিলেন—তাঁহার পক্ষে খৃষ্টান ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জ্জন করা এবং হজরতের পক্ষে তাঁহার নিকট সেই ধর্ম্ম শিক্ষা করার কল্পনা—হয় পাগলের প্রলাপ—না হয় বিবেকের আত্মহত্যা।

জবলে নূর বা হেরা-পর্ব্বত

হেরা পর্ব্বত-চূড়ায় দীর্ঘ দিবানিশি নিভৃত ধ্যান-ধারণায় তন্ময় থাকার পর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সেই স্বর্গ-মর্ত্তের নূরের প্রথম রূপ দর্শন করেন। এই পর্ব্বত-শিখরে, আল্লার বাণী সর্ব্বপ্রথম তাঁহার মনোপ্রাণে মুখরিত হইয়া উঠে। হেরার এই পর্ব্বত-প্রান্তর হজরতের সাধনা ও সিদ্ধির পুণ্যস্মৃতি।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

آخر شب دید کے قابل تھی بسمــــل کی تڑپ !

সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে।

সময় ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। হজরতের হৃদয় ক্রমশঃ নানা ভাবে বিভোর ও নানা চিন্তায় উদ্বেলিত হইয়া পড়িতেছে। নানাপ্রকার আকুল অথচ অস্ফুট প্রেরণা অহরহ তাঁহার মানসকক্ষে উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে। ৩৫ বৎসর বয়স হইতে তাঁহার জীবনে একেবারে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। আরও দুই বৎসর পূর্ব্ব হইতে তাহার সূচনা হইয়াছিল। এখন হইতে সদাসর্ব্বদা তাঁহার নয়নযুগল কি যেন এক অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যোতিঃ সন্দর্শন করিতে লাগিল, তাঁহার কর্ণকুহরে কি যেন এক অশ্রুতপূর্ব্ব সুললিত স্বরতরঙ্গ বাজিয়া উঠিত, অথচ তিনি কাহাকেও দেখিতে পাইতেন না। (১) এই অবস্থায় অধিকাংশ সময়ই তিনি বিশেষরূপে শুচিসম্পন্ন হইয়া গভীরভাবে ধ্যান ও উপাসনায় নিমগ্ন হইতেন। (২) সময় যখন আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল, তখন নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নযোগে—প্রভাতরশ্মির ন্যায় একটা শুভ্র আলোক, তিনি অনেক সময় দেখিতে পাইতেন।

ভাব ও চিন্তা।

কিছুদিন পরে ভাবের আবেশ যখন আরও গভীর হইয়া উঠিল, তখন লোকালয়ের কোলাহল হইতে দূরে সরিয়া গিয়া 'নিভৃত নিস্তব্ধ স্থানে' ধ্যান মগ্ন হইয়া থাকা তাঁহার নিকট প্রিয় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। (২)

এই সময় হজরত মক্কা হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী হেরা পর্ব্বতের এক অপ্রশস্ত গুহায় বসিয়া গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। বিবি খদিজা প্রকৃত সহধর্ম্মিনীর ন্যায় স্বামীর জন্য কয়েকদিনের আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। হজরত তাহা লইয়া হেরায় গমন করিতেন, কয়েকদিন পরে সেই খাদ্য ও পানীয় ফুরাইয়া গেলে বাটীতে আসিয়া ঐরূপ সামান্য খাদ্য ও পানীয় জল লইয়া আবার হেরার সাধন-গুহায় গমন করিতেন। এই ভাবে দিনের পর দিন ও রাত্রির পর রাত্রি

নিভৃত চিন্তা ও আত্মার বিকাশ।

(১) এবনে-খলদুন, ২—১৪। (২) বোখারী, মোছলেম।

অতিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল।—হজরত নিরবচ্ছিন্নভাবে ধ্যান ধারণায় নিমগ্ন। তখন তাঁহার ভিতরে বাহিরে কেবল 'নূর'—কেবল জ্যোতিঃ! (১)

এই সময় হজরত যে রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহার আত্মার স্তরে স্তরে যে 'জানে জানাঁর'—যে পরমাত্মার প্রত্যক্ষ অনুভূতি জাগিয়া উঠিয়াছিল, যে শান্ত-শীতল করুণ-কোমল করাঙ্গুলি সংস্পর্শে তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রে তন্ত্রে রোমাঞ্চময় অনন্ত সুর বাজিয়া উঠিয়াছিল—সে হইতেছে ভাব রাজ্যের কথা। সংসারের ক্রিমিকীট আমরা—আমাদিগের পক্ষে হয়ত তাহা অবোধগম্য হইতে পারে; কিন্তু তবুও তাহা ধ্রুব সত্য। সে আলোক-রাজ্যের আবেশ-রাজ্যের বিধিব্যবস্থা স্বতন্ত্র—অনভিজ্ঞের পক্ষে অবোধগম্য। তাই আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া, নানাপ্রকার জটীল যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া, ধর্ম্ম শাস্ত্রের স্পষ্ট উক্তিগুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া ও দলিয়া মথিয়া, সমসাময়িক বিজ্ঞানের—অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকদিগের অভিমতের—সহিত সেগুলির সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। আমরা এই শ্রেণীর বন্ধুবর্গকে, কোন প্রকার মতামত প্রকাশের পূর্ব্বে, Theosophy ও Spiritualism সংক্রান্ত অন্ততঃ একখানা পুস্তক পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

আল্লার এই বিশাল সৃষ্টিরাজ্যে এমন কত সত্ত্বা ও কত শক্তি আছে, যেগুলিকে আমরা দেখিতে বা অনুভব করিতে পারি না, কিন্তু বিজ্ঞান তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে। এই যে বিশ্বব্যাপিয়া তড়িত তরঙ্গ, ইথরের প্রবাহ ও অণু-পরমাণুর সংযোগ-বিয়োগের অনন্ত-লীলা, ইহার মধ্যে কয়টার 'তাৎপর্য্য' (ক্রিয়া নহে) আজ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে?

কিন্তু ইহাই আমাদের একমাত্র যুক্তি নহে। 'অহি' (Inspiration), ফেরেশ্‌তা, মে'রাজ ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে আমরা যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দেখাইব যে, উহাতে অসম্ভব বা অস্বাভাবিক কিছুই নাই, বরং উহা প্রত্যক্ষ ও অবিসম্বাদিত বৈজ্ঞানিক সত্য।

হেরা পর্ব্বত।

হেরা পর্ব্বত মক্কা হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত। চারিদিকে জন-মানব-হীন বিস্তৃত মরু-প্রান্তর। সূর্য্যের কিরণ, চাঁদের আলো, আর শীত ঋতুর স্নিগ্ধ মনোরম বাতাস ব্যতীত, সঙ্গী সহচর সেখানে আর কিছুই ছিল না। এই নিভৃত-গিরিগহ্বরে ধ্যানমগ্ন মোস্তফা-হৃদয়ের যে অধীর ব্যাকুলভাব ইতিহাসের সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয়—তাহা কেবল অনুভব করিবার বিষয়, লেখনী দ্বারা তাহা ব্যক্ত করা যায় না। বাষ্পরাশি পুঞ্জীকৃত হইয়া ধরাবক্ষকে কেবলই আলোড়িত করিয়া বেড়াইতেছে, তাহার

(১) বোখারী, মোছলেম, তিরমিজী।

শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে, অথচ তখনও তাহা ধরণীর বক্ষ অভিষিক্ত করিয়া স্নিগ্ধ-মধুর সলিল প্রবাহরূপে আত্মপ্রকাশ করে নাই, ভিতরে কেবলই স্পন্দন—কেবলই কম্পন। সাধনা ও সিদ্ধির সঙ্গমস্থলে উপনীত হইয়া, মোস্তফা-হৃদয়ের অবস্থাও এইরূপ হইয়াছিল।

এইরূপে, যে দিন হজরত চান্দ্রমাসের হিসাবে ৪১ বৎসর বয়ক্রমে পদার্পণ করিলেন, সেইদিন তাঁহার এই সাধনার সিদ্ধি, ধ্যানযোগের পরিসমাপ্তি বা কর্ম্মযোগের প্রারম্ভ। ইহার

সাধনার সিদ্ধি।

তারিখ নির্ণয় উপলক্ষে নানাপ্রকার মতভেদ দেখা যায়। সাধারণ ঐতিহাসিকগণ, প্রচলিত প্রথানুসারে, নিজেরা কোন প্রকার বিচার মীমাংসায় প্রবৃত্ত না হইয়া কেবল পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকজন লোকের মত উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। ঐতিহাসিক, তফছিরকার ও মোহাদ্দেছগণ সকলেই কিন্তু একবাক্যে বলিতেছেন যে, সেদিন সোমবার ছিল। সোমবারের রোজা সম্বন্ধে যে হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা দ্বারাও অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, সোমবারে সর্ব্বপ্রথমে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে ইহা স্বয়ং হজরতের উক্তি। (১)

১ম অহির সময় নির্ণয়।

মাজমাউল-বেহারে রমজান বা রজব কিংবা রবিউল-আউওলের ১২ই বলিয়া প্রথম অহির তারিখ নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। (২)

মওলানা আবদুল হক্ (মোহাক্কেক দেহলবী) বিভিন্ন অভিমতগুলির বিচার করিয়া বলিতেছেন যে, রবিউল-আউওল মাসে প্রথম কোরআন অবতীর্ণ হওয়াই ঠিক কথা। (৩)

এই প্রকার মতভেদ হওয়ার কয়েকটা কারণ আছে। তাহার মধ্যে প্রধান কারণ এই যে, আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ কোরআন শরীফের দুইটী আয়ত হইতে মনে করিয়া লইয়াছেন যে, কোরআন প্রথমে রমজান মাসে অবতীর্ণ হইয়াছিল। আয়ত দুইটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—— شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن

অনুবাদ:—রমজান মাস 'যাহাতে' কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। (২পাঃ ৭রু)

انا انزلناه في ليلة القدر

অনুবাদ:—আমি উহা (কোরআন) শবেকাদ্‌র'তে' অবতীর্ণ করিয়াছি। (৩০ পাঃ "ইন্না আনজালনা" সুরা)

রমজান মাসে যে প্রথম কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছিল, এই অভিমতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্য তাঁহারা অগত্যা বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, হজরতের প্রতি প্রথম অহি রমজান মাসেই নাজেল হইয়াছিল। কিন্তু এই কথা বলিয়া তাঁহারা উদ্ধার পান নাই। পরবর্ত্তী লোকেরা বলিলেন, ইহা হইতে পারে না, কারণ পুরা ২৩ বৎসর ধরিয়া এবং সকল মাসেই

(১) ছহি মোছলেম, তাবকাত ১—১২৭, ২৯; তাবরী ২—২০৩; এবনে-হেশাম ১—৮১; কামেল ২—১৬; জাদুল-মাআদ ১—১৮, হালবী ইত্যাদি। (২) খাতেমা ৫২৮ পৃষ্ঠা। (৩) ২—৩৮।

অবতীর্ণ হইয়া তবে কোরআন পূর্ণ হইয়াছে। অতএব রমজান মাসে অবতীর্ণ হইল, এ কথার কোন মূল্য নাই। অপর একদল মিটমাট করিয়া দিবার জন্য বলিলেন, আসল কথা এই যে সম্ভবতঃ পুরা কোরআন শরীফ 'লওহে মাহফুজ' হইতে নীচের আছমানে রমজান মাসেই অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহার পর আবশ্যকমত অল্প অল্প করিয়া ২৩ বৎসরে দুনিয়ায় অবতীর্ণ হইয়াছে। বলা আবশ্যক যে ইহা তাঁহাদের অনুমান মাত্র, এসম্বন্ধে কোরআন বা হাদিছের কোন প্রমাণই তাঁহাদের কাছে নাই। পক্ষান্তরে তাঁহাদের কথা মতে পুরা কোরআন লওহে মাহফুজ হইতে সাতওঁয়া আছমানে অবতীর্ণ হওয়ার সময় তাঁহারা কেহই লওহে মাহফুজের নিকটে বা সপ্তম আছমানে উপস্থিতও ছিলেন না। আমরা জমিনের ঘটনা লইয়া আলোচনা করিতেছি, লওহে মাহফুজ বা সাতওঁয়া আছমানের সহিত এই আলোচনার কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং ছহি হাদিছের ও স্পষ্ট ঐতিহাসিক সত্যের বিরুদ্ধে তাঁহাদের অনুমানটা কোন মতেই স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। এই প্রকারে মূলে ভুল করিয়া, সেই ভুলের শাখা প্রশাখা বাহির না করিয়া, সূক্ষ্মভাবে হাদিছ তফছিরের আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই সকল কষ্ট কল্পনার কোনই আবশ্যকতা নাই। উল্লিখিত আয়াত দুইটীতে 'ফী' শব্দের অর্থ 'যাহাতে' ও 'যাহার বিষয়ে' উভয় প্রকারই হইতে পারে। হাফেজ এবনে কাইউম বলিতেছেন :——

قالت طايفـــة انزل فيه القرآن اي في شانه و تعظيمه অর্থাৎ একদল পণ্ডিত বলেন, আয়তে 'ফী' শব্দের অর্থ এই যে, রমজানের শান ও তাহার সম্ভ্রম সম্বন্ধে কোরআন নাজেল করা হইল। (১) সুতরাং আয়াত দুইটার ঐরূপ অর্থ হওয়াও সিদ্ধ :——

(১) রমজান মাস যাহার সম্বন্ধে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।

(২) আমি শবেকাদর সম্বন্ধে কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছি।

তফছির বা কোরআনের টীকায় অনেক স্থলে দেখা যায় :——

هذه الاية نزلت في ابي بكر   هذه الاية نزلت في عمـــر

এই আয়তটী আবুবাকর সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে, এই আয়তটী ওমর সম্বন্ধে নাজেল হইয়াছে, এই আয়তটী অমুক ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছে। কোরআন হইতে এরূপ বহু আয়ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যাহাতে তাঁহারা সকলে একবাক্যে 'সম্বন্ধে' বা 'ব্যাপদেশে' বলিয়া 'ফী' শব্দের অর্থ করিয়া থাকেন।

এই সোজা কথাটির দিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া আমাদিগের অধিকাংশ টিকাকার, কেবল অনুমান মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, সমস্ত কোরআন রমজান মাসে

(১) জাদুল-মাআদ, বায়জাভী ও গারাএব প্রভৃতি।

'লওহে মাহফুজ' (১) হইতে নীচের আছমানে অবতীর্ণ হইয়াছিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহা তাঁহাদের আত্মরক্ষার্থ কল্পিত অনুমান মাত্র, শাস্ত্রে ইহার কোনই প্রমাণ নাই।

রমজান মাসে কোরআন নাজেল হইয়াছে, কোরআনের গৌরব ও ফজিলতের প্রমাণ-স্বরূপ তাঁহারা এই কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু আয়তগুলি উপক্রম ও উপসংহার সহ উত্তমরূপে আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, রমজানের বিশেষত্ব বর্ণনা করণার্থ কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছে, আয়তগুলি স্পষ্টতঃ এই ভাব ব্যক্ত করিতেছে। ২য় আয়তে শবেকাদ্‌রের ফজিলতের বর্ণনা ইহার অকাট্য প্রমাণ।

আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা অতিশয় সরল ও সহজ বোধগম্য মোটা কথা। কারণ—

(ক) আমরা যখন স্বীকার করিতেছি যে, রবিউল-আউওল মাসে হজরতের জন্ম হইয়াছিল, তখন (তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী) ছফর মাসেই যে তাঁহার বৎসর পুরিয়া যাইতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কাজেই তাঁহার বয়স ৪০ বৎসর পুরিয়া যাইতেছে—ঐ ছফর মাসে। অতএব রবিউল-আউওল মাসেই যে সর্ব্বপ্রথমে কোরআন নাজেল হইয়াছিল, একথা সকলকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে।

(খ) রবিউল আউওল মাসের ৯ম দিবসে হজরতের জন্ম হইয়াছিল, সুতরাং রবিউল-আউওলের ৮ম দিনে বৎসর পুরিয়া যাইতেছে। সম্ভবতঃ এই হিসাব অনুসারে মোহাদ্দেছ এবনে আবদুলবর প্রমুখ অধিকাংশ মোহাদ্দেছ ৮ই রবিউল-আউওলকে প্রথম অহির তারিখ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। (২) কিন্তু ৮ই পূর্ব্ব বৎসরের শেষ দিবস, ৯ই হইতে পর বৎসরের প্রথম দিবস আরম্ভ হয়। হিসাব করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এতদ্ব্যতীত আলোচ্য বৎসরের ৮ই তারিখে সোমবার পড়ে না, ৯ই তারিখ সোমবার। (৩) অতএব হজরতের ৪১ বৎসর বয়সের প্রথম দিবস, সোমবার ৯ই রবিউল আউওল তারিখে যে সর্ব্বপ্রথমে কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছিল, এবং সেই দিনই যে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার নবুয়ৎ আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। এই ৯ই রবিউল-আউওল সোমবার যে হজরতের জন্মদিন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বর্ণনা করিয়াছি।

---

(১) কোরআনে—ছুরা বুরুজে বর্ণিত আছে :— بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ 'বরং উহা মহিমাময় কোরআন যাহা 'লওহে' লিখিত (এবং যে লওহের) হেফাজত করা হইয়া থাকে।' লওহে-মাহফুজের অর্থ সতর্কতার সহিত সংরক্ষিত 'লওহ'। লওহ অর্থ 'প্রশস্ত অস্থি বা কাষ্ঠখণ্ড যাহার উপর কোরআন লিখিত হইত।' (ছোরাহ, কামুছ, নেহায়া, মাজমাউল-বেহার)। যে সকল অস্থি বা কাষ্ঠখণ্ডের উপর কোরআন লেখা হইত এবং স্বাভাবিক ভাবে সেগুলির যথেষ্ট হেফাজত করা হইত—এখানে লওহে-মাহফুজ বলিতে তাহাই বুঝাইতেছে।

(২) জাদুল-মাআদ ১—১৮, মাওয়াহেব ১—৩৯ পৃষ্ঠা। (৩) শেষোক্ত যুক্তিটী কাজী মোহাম্মদ ছোলেমান ছাহেবের পুস্তক হইতে গৃহীত, আমি উহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারি নাই।

হজরত কোন তারিখে কোরআন ও নবুয়ৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে অবধারণ করা বিশেষ আবশ্যক। এছলামের ইতিহাসের সূত্রপাত হয় এই দিনে। ভবিষ্যতের সমস্ত ঘটনার কালনির্ণয়ও উহার উপর সম্যক্‌রূপে নির্ভর করিতেছে। ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিলে ধর্ম্মের দিক দিয়াও ইহার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। তাই আমরা একটু দীর্ঘসূত্রতার সহিত এই প্রসঙ্গটীর আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম।

হজরতের নবুয়তের প্রারম্ভ উপলক্ষে নানাপ্রকার অশাস্ত্রীয় ও ভিত্তিহীন উপকথা কোন কোন পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। এছলামের ও হজরতের জীবনীর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। এবনে আছির সেগুলিকে "কুল্লোআজিবাতেন" বলিয়া তাহার আলোচনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। (কামেল ২—১৬) পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণার্থে এখানে একটা নমুনা দিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। তাঁহারা বলিতেছেন, শয়তান ও তাহার অনুচরবর্গ পূর্ব্বে আছমানে গিয়া সেখানকার দুই চারিটা কথা শুনিয়া আসিত এবং তাহার প্রত্যেকটীর সহিত ৯৯টী মিথ্যা যোগ করিয়া মানুষের নিকট প্রচার করিত। (এই করিয়াই'ত তাহারা চন্দ্রগ্রহণ সূর্য্যগ্রহণাদির সংবাদ পূর্ব্ব হইতে প্রচার করিয়া দিতে পারিত। নচেৎ এসব গাএবী খবর মানুষ জানিবে কি করিয়া?) যাহাহউক, একদা শয়তানের দল পূর্ব্ব অভ্যাস মতে আছমানে উঠিতে যাইতেছে, এমন সময় তাহাদিগকে উল্কার কোঁড়া ফেলিয়া মারা হইতে লাগিল। শয়তানেরা এই নূতন ব্যাপার দেখিয়া একেবারে অবাক, কারণ ইহার পূর্ব্বে উল্কাপাত হইত না। তখন শয়তানদের সভা বসিল এবং যুক্তি পরামর্শের পর চারিদিকে অনুসন্ধান হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে একটা গোয়েন্দা শয়তান সংবাদ আনিল যে, হজরত নবী হইয়াছেন। তখন সকলে আসল কথা বুঝিতে পারিল। যাহাহউক সেই হইতে শয়তানদের আছমানের খবর আনা বন্ধ হইয়া গিয়াছে! আর দুনয়ার উল্কাপাত যে মাত্র এই সাড়ে তের শত বৎসর হইতে আরম্ভ হইয়াছে, পাঠকগণ তাহাও অবগত হইয়াছেন!!

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

کشف الدجی بجماله

صبح امید که بد معتکف پردهٔ غیب
گو بروں آے ! که کار شب تار آخر شد

সত্যের আত্মপ্রকাশ।

আজ ৯ই রবিউল-আউওল সোমবারের (৬১০ খৃষ্টাব্দ) সুপ্রভাত, জগতের পক্ষে বড়ই শুভ ও বড়ই মহিমময়। আজিকার এই শুভদিনে স্বর্গের পূর্ণ জ্যোতিঃ—আল্লার শেষ বাণী, প্রেমে পুণ্যে উদ্ভাসিত হইয়া পাপতাপদগ্ধ ধরাতলে আত্মপ্রকাশ করিল। আজিকার এই কল্যাণ মুহূর্ত্তে মিথ্যার বিরুদ্ধে সত্যের, পাপের বিরুদ্ধে পুণ্যের এবং শয়তানের বিরুদ্ধে স্বর্গের সমরভেরী বাজিয়া উঠিল। সকল সুষমায় সমস্ত সুধায় এবং যাবতীয় মাধুরীতে ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া হজরত হেরার অপ্রশস্ত গহ্বরে বসিয়া আছেন,—ধ্যানমগ্ন যোগী, যোগমগ্ন সাধক সকল প্রাণ ঢালিয়া দিয়া আবেশ-অবশ চিত্তে, ভাবের কোন আকুল স্রোতে কোন অনন্তের দিকে ভাসিয়া চলিয়াছেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইল। কিছুদিন হইতে তাঁহার ভিতরে বাহিরে—'য়্যা মোহাম্মদ ! আন্তা রছুলুল্লাহ' (হে মোহাম্মদ, তুমি আল্লার রছুল) বলিয়া যে স্বর-তরঙ্গের ধ্বনি প্রতিধ্বনি অহরহ জাগিয়া উঠিতেছিল, রুহুল-আমীনের সেই স্বর আজ একেবারে স্পষ্ট, জ্যোতির্ম্ময়রূপে তিনি আজ প্রত্যক্ষীভূত।

আমরা হাদিছের বিশ্বস্ততম গ্রন্থ বোখারী ও মোছলেম হইতে, এই সময়কার পূর্ণ বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

বিবি আয়েশা বলিতেছেন :—হজরত প্রথম প্রথম স্বপ্নযোগে 'অহি' বা দৈববাণী প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, প্রত্যেক স্বপ্নই প্রভাতের শুভ্র রশ্মির ন্যায় স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষীভূত হইত। তাহার পর তিনি নিভৃতে অবস্থান করিতে ভালবাসিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি হেরার গিরিগুহায় নির্জ্জনে বসিয়া কত দিবস-যামিনী ধ্যান ও চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। তাহার পর খাদ্য ও পানীয় জল শেষ হইয়া গেলে খদিজার নিকট আগমন করিতেন এবং তিনি উহা গোছাইয়া দিলে তাহা লইয়া পুনরায় হেরায় চলিয়া

অহির প্রারম্ভ।

যাইতেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হওয়ার পর, একদা হজরত ঐ গুহায় অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় (হক্) 'সত্য' তাঁহার নিকট আগমন করিল। অতঃপর তাঁহার নিকট ফেরেশতা আসিলেন এবং বলিলেন—'পাঠ কর।' হজরত বলিয়াছেন যে, আমি বলিলাম—'আমি পড়াশুনা জানি না!' তখন তিনি (ফেরেশ্‌তা) আমাকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন, পরে ছাড়িয়া দিয়া আবার বলিলেন—'পাঠ কর।' (পূর্ব্ববৎ তিনবার এইরূপ হওয়ার পর) তিনি বলিলেন :——

اقرأ باسم ربک الذي خلق - خلق الانسان من علق - اقرأ و ربک الاکرم - الذي علم بالقلـــم - علم الانسان مالم يعلـــم -

"তোমার সেই প্রভুর নামে পাঠ কর—যিনি (সমস্তই) সৃষ্টি করিয়াছেন,—

"(যিনি) আলক হইতে মানুষকে সৃষ্টি করিয়াছেন,—

"পাঠ কর—তোমার সেই মহিমময় প্রভু,—

"যিনি (সাধারণতঃ) লেখনীর সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়াছেন,—

"মানবকে (লেখনীর সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত) তাহার অবিদিত-পূর্ব্ব জ্ঞান দান করিয়াছেন।"

হজরত এই বাক্যগুলি লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তখন তাঁহার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হইতেছিল—তিনি খদিজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমাকে বস্ত্রাচ্ছাদিত কর! খদিজা তাহাই করিলেন। অতঃপর সেই ত্রাস দূর হইয়া গেলে, হজরত খদিজাকে হেরার সমস্ত বিবরণ অবগত করিয়া বলিলেন—'আমার নিজের সম্বন্ধে ভয় হইতেছে।' তখন খদিজা বলিলেন—"কখনই নহে, আল্লার দিব্য, তিনি কখনই আপনাকে অপদস্থ করিবেন না। আপনি আত্মীয় স্বজনের উপকার করিয়া থাকেন, অভাবগ্রস্ত লোকদিগের অভাব পূরণ করিয়া থাকেন, উপার্জ্জন করিতে অক্ষম যাহারা—তাহাদিগের উপার্জ্জনকারী আপনি, অতিথির আশ্রয় আপনি, ঘোর বিপদের মধ্যেও আপনি সত্যের সহায়তা করিয়া থাকেন।" অতঃপর খদিজা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া স্বীয় খুল্লতাত-পুত্র অর্কা-বেন-নওফলের নিকট লইয়া গেলেন, এবং বলিলেন, ভ্রাতঃ! তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর। অর্কার প্রশ্নে হজরত হেরার সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে বলিলেন। তখন অর্কা (উচ্ছসিত স্বরে বলিলেন—"কদ্দুস্ কদ্দুস্ (Holy Holy)। মুছার প্রতি আল্লা যে নামুছ (Nomos) প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহা সেই (নামুছ)। "হায় হায়, আজ যদি আমি যুবাবস্থায় থাকিতাম! যখন তোমার স্বজাতীয়রা তোমাকে দেশান্তরিত করিয়া দিবে, তখন যদি আমি বাঁচিয়া থাকিতাম!" এই কথা শুনিয়া হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহারা কি আমাকে স্বদেশ হইতে বাহির করিয়া দিবে? অর্কা বলিলেন—"নিশ্চয়ই, কেবল তোমার বলিয়া কথা নহে। তুমি যে সত্যকে

প্রাপ্ত হইয়াছ, তাহার সেবক মাত্রকেই তদীয় দেশবাসীগণের কোপানলে পড়িতে হয়। হায়, আমি যদি ততদিন বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি নিজের সমস্ত শক্তি লইয়া তোমাকে সাহায্য করিব।" কিন্তু ইহার অল্পদিন পরেই অর্কা পরলোক গমন করিলেন। অতঃপর কিছুদিন পর্য্যন্ত 'অহি' বন্ধ রহিল। (তাবরী ২০—২৭০ প্রভৃতি। বোখারী, মোছলেম, অহির প্রারম্ভ প্রকরণ)।

বোখারীতে এই সঙ্গে সঙ্গে আরও উল্লিখিত হইয়াছে যে, অহি বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর হজরতের ত্রাস ও চিন্তা এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তিনি মধ্যে মধ্যে পর্ব্বত শিখর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন।

আত্ম-হত্যার চেষ্টা।

(১) কিন্তু বোখারীর বর্ণিত হাদিছের এই অংশটুকু হজরতের বা বিবি আয়েশার এমন কি তাঁহার পরবর্ত্তী রাবিরও উক্তি নহে। ইহা তৃতীয় বর্ণনাকারী জোহরীর বর্ণনা। এমাম বোখারী এই অংশটুকু এমনভাবে মূল হাদিছের সহিত সংলগ্ন করিয়া দিয়াছেন যে, তাহাদ্বারা অনভিজ্ঞ লোক সহজেই ভ্রান্ত হইতে পারে। (২) অতএব ঐ অংশটুকু প্রকৃতপক্ষে হাদিছের অন্তর্ভুক্ত নহে।

১২৪ হিজরীতে জোহরীর মৃত্যু হয়। (৩) সুতরাং তাঁহার কথামাত্র সাক্ষ্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না। ইহার কোন ছনদ জানা থাকিলে জোহরী এই বিবরণ বর্ণনা কালে কখনও তাহা গোপন করিতেন না। ফলতঃ পর্ব্বত হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করার গল্পটী একেবারে ভিত্তিহীন। হাদিছের সর্ব্ববাদী-সম্মত নীতি অনুসারে, বিশেষতঃ এইরূপক্ষেত্রে তাহা আদৌ ধর্ত্তব্য ও বিশ্বাস্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

বোখারীতে বিভিন্ন স্থানে এই হাদিছটীর উল্লেখ আছে। (৪) কিন্তু মূল বর্ণনার কোন ব্যতিক্রম না ঘটিলেও বিভিন্ন বর্ণনায় বহু শব্দের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই মূল রাবী বিবি আয়েশা যে ঐ সকল স্থলে ঠিক কোন্ শব্দ ব্যবহার করিয়াছিলেন, অথবা তিনি হজরতের মুখে ঠিক কি শব্দ শুনিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। হাদিছের শব্দ গুলি একটু মনযোগ সহকারে পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, উহার একাংশ বিবি আয়েশার নিজের বর্ণনা এবং অপরাংশ হজরতের কথা। বিবি আয়েশা যতটুকু হজরতের মুখে শুনিয়াছিলেন, 'হজরত বলিলেন' বলিয়া তিনি তাহা স্পষ্টরূপে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছেন।

যাহাহউক, মোটের উপর এই হাদিছ হইতে ইহা জানা যাইতেছে যে, হেরা পর্ব্বত গুহাতেই (ফেরেশ্‌তার মারফৎ) সর্ব্বপ্রথমে কোরআন শরীফের 'একরা - বেএছমে' ছুরার প্রথমার্দ্ধ হজরতের উপর অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই বিবরণ হইতে ইহাও স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে,

(১) ২৮—৪৭৫ পৃষ্ঠা।
(২) ফাৎহুল-বারী, ঐ হাদিছের ব্যাখ্যা দেখ।
(৩) একমাল।
(৪) অহির প্রারম্ভ, তাবির, ঐ ছুরার তফছির।

ত্রস্ত হওয়াই স্বাভাবিক।

হজরত পূর্ব্ব রচিত কোন একটা 'মতলব' লইয়া নিভৃত সাধনায় প্রবৃত্ত হন নাই। হজরত ভাবের আবেশে বিভোর ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি যে কোথায় যাইতেছেন, যাইতে যাইতে কোথায় গিয়া পৌছিয়াছেন, তাহাও তিনি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাই পূর্ণজ্যোতির প্রথম সন্দর্শনে, নামুছে আকবরের প্রথম সাক্ষাৎলাভে তিনি একটু বিচলিত বা ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার নিকট যে সত্য আসিয়াছিল—যে কর্ত্তব্য পালনের জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহা সহজ কাজ নহে। বিশ্ব-মানবের মুক্তিবাণী লইয়া তাঁহাকে জগতে মুক্তির ঘোষণা করিতে হইবে। কেবল ঘোষণাই নহে, অন্যের ন্যায় কেবল বাচনিক কর্ত্তব্য সম্পাদন এবং একটী দেশের একটী জাতির মঙ্গলসাধন জন্য তিনি আসেন নাই। তাঁহাকে মুক্তির পতাকা দিয়া পাঠান হইয়াছিল—বিশ্বের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে। অধিকন্তু তিনি কেবল ভাবের প্রচারক নহেন, তিনি যুগপৎভাবে কর্ম্মযোগেরও মহাসাধক। ভক্তি, জ্ঞান ও কর্ম্মের ত্রিমার্গ গামিনী ত্রীবেণী, একাধারে তাঁহাতে আসিয়া আশ্রয় লইবে। কাজেই এই কঠোর কর্ত্তব্য ভারপ্রাপ্ত হইয়া প্রথমাবস্থায় একটু বিচলিত হইবারই কথা। হাদিছে বা ইতিহাসে যদি ইহার উল্লেখ না থাকিত, তাহা হইলে আমরা তাহা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে করিতাম।

সান্ত্বনা দিবার সময় বিবি খদিজা হজরতকে যে কয়টী বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন এবং যেগুলিকে ভিত্তি করিয়াই তিনি হজরতকে আশ্বাস দিতেছেন, তাহা বিশেষভাবে অবধান করার বিষয়।

বিবি খদিজার হেতুবাদ।

হজরতের কথা শুনিয়া তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিবি খদিজা আল্লার দিব্য করিয়া দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক ভাষায় বলিতেছেন—স্বামিন! আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আনন্দিত হউন! আল্লাহ আপনাকে কখনই বিপর্য্যস্ত করিবেন না। 'স্বজন-বর্গের চিরশুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আপনি—পর দুঃখভার বহনকারী মহাজন আপনি, কাঙ্গালের সেবক আপনি, যাহার কেহ নাই তাহার আপন জন আপনি,—আল্লাহ আপনাকে কখনই বিপর্য্যস্ত করিবেন না'। নবুয়তের পূর্ব্বেও এই প্রেম ও সেবাবৃত্তিই হজরতের জীবনের বিশেষত্ব ছিল। বলা বাহুল্য যে ইহা হজরতের আজন্ম প্রতিপালিত ছোন্নৎ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই শ্রেণীর ছোন্নৎগুলি আজ বাজে কাজ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে!

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! আপনারা এখন একবার এই মহাসেবকের মহিমান্বিত আদর্শের সহিত, নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের এবং মুছলমান সমাজের বর্ত্তমান আদর্শকে মিলাইয়া দেখুন। হায়! হায়!! যাহারা মোহাম্মদ মোস্তফার 'ওম্মতী' বলিয়া গৌরব করিয়া থাকে; তাহাদের মধ্যে আজ কোথাও তাঁহার এই স্বর্গীয় চরিত্রের আভাসও দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ ইহাই হইতেছে হজরতের ৬৩ বৎসর জীবনের প্রধান আদর্শ, এছলামের সকল শিক্ষার সকল অনুষ্ঠানের এবং সমুদয় ব্যবস্থার সার নির্য্যাস।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কোরআন শরীফের যে আয়ত কয়টী সর্ব্বপ্রথমে অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহাও এস্থলে বিশেষ-ভাবে আলোচ্য। প্রথমেই বলা হইতেছে :—

হে ভাবুক! হে প্রেমিক! ভ্রান্ত হইও না। জড়জগতের যা কিছু শক্তি, যা কিছু সৌন্দর্য্য দেখিতেছ, তাহা স্বতঃ নহে, স্বয়ম্ভু নহে। তাহা শক্তি ও সৌন্দর্য্যের অনন্ত কেন্দ্র আল্লাহ হইতেই সমুদ্ভুত। 'তিনিই বিশ্ব-চরাচরের সৃষ্টিকর্ত্তা।' সৃজনকারী ও সৃষ্টির বা কারণ ও কার্য্যের মধ্যে যে কি পার্থক্য এবং তাহাদের মধ্যে যে কি সম্বন্ধ, ভাবুক, জ্ঞানী ও সংস্কারকের পক্ষে তাহা স্থির করা প্রথম কর্ত্তব্য। পৃথিবীতে ধর্ম্মের নামে যত অনাচার অবিচার সংঘটিত হইতেছে, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, মানব সৃষ্টিকর্ত্তাকে তাঁহার আসন হইতে নামাইয়া আনিয়া তাঁহার সৃষ্টিকে লইয়া সেই আসনে বসাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। সমস্ত রোগের এই মূল বীজটাকে ধরিয়া কোরআন এক কথায় বলিয়া দিতেছে—বিশ্ব-চরাচরের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ, বিশ্বের যাহা কিছু সমস্তই একমাত্র তাঁহারই সৃষ্টি। বিশ্বচরাচরের যাহা কিছু সমস্তই যখন তাঁহার সৃষ্টি, তখন সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব ছিল না, সুতরাং তাহা অনাদি নহে, সুতরাং তাহা অবিনশ্বর নহে, সুতরাং সৃষ্টির কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে কোন অবস্থাতেই ঈশ্বরত্বের আরোপ করা অযৌক্তিক অদার্শনিক, কাজেই অন্যায়।

প্রথম অবতীর্ণ অয়াতগুলির বিশেষত্ব।

আল্লার যে গুণবাচক নামটী যে স্থানের ঠিক উপযুক্ত, কোরআন শরীফে সেস্থলে ঠিক সেই নামের ব্যবহার করা হইয়াছে। পাঠক দেখিতেছেন, আলোচ্য আয়তে আল্লাহ বা অন্য কোন গুণবাচক নাম ব্যবহার না করিয়া 'রব্' শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে। কারণ সৃষ্টির বিবরণের সহিত এই নামের বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধ। কোরআন শরীফের ভাষার অন্যতম বিশেষত্ব এইখানে। 'রব্' শব্দের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলেই, পাঠক আমাদিগের কথার সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। বায়জাভী বলিতেছেন—

الرب فى الاصل بمعنى التربية وهي تبليغ الشئ الى كماله شيأ فشيأ

অর্থাৎ মূলতঃ 'রব' শব্দের অর্থ প্রতিপোষণকারী—কোন বস্তুকে ক্রমে ক্রমে, তাহার পূর্ণতায় উপনীত করিয়া দেওয়াকে প্রতিপোষণ বলা হয়।

সুতরাং ঐ পদের অর্থ হইতেছে—যিনি বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্ত্তা ও পদার্থ সমূহের ক্রম-বিকাশ বিধায়ক। সৃষ্টির সহিত ক্রম-বিকাশের যে কি সম্বন্ধ, অন্য কোন নাম ব্যবহার করিলে তাহা অবিদিত থাকিয়া যাইত। পাঠক দেখিতেছেন—সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই অভিব্যক্তিবাদের কথাও কেমন সুন্দররূপে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতঃপর এই অভিব্যক্তিবাদ সম্বন্ধে কালে মানবের সৃষ্টি ইত্যাদি লইয়া নানাপ্রকার ভ্রম প্রমাদের সৃষ্টি করা হইবে। তাই কোরআন

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম সম্পদ মানব সম্বন্ধে বলিতেছে—'যিনি মানবকে 'আলক্' হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন।'

"আলক্"—অভিধানে ইহার অর্থ—শোণিত বা তাহার কোন এক পরিবর্ত্তিত অবস্থা, প্রেম আসক্তি বা প্রেম সহকারে আকর্ষণ, জোঁক বা জোঁক জাতীয় ক্ষুদ্র কীট, মানব-দেহস্থ সূক্ষ্ম কীট, প্রভৃতি। (কামুছ, মাজমাউল বেহার)। এখানে উহার বর্ণিত সমস্ত অর্থ সমানভাবে প্রযুজ্য। এইজন্য আমি উহার বাংলা প্রতিশব্দ দিতে পারি নাই। কেবল 'জমাটরক্ত' বলিয়া উহার অর্থ করিলে যাহার পর নাই অন্যায় করা হইবে বলিয়া আমার বিশ্বাস। আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের মতানুসারে, মানুষের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে 'প্রোটোপ্লাজম্' হইতে—জোঁক বা জোঁক জাতীয় কীটের আকারে। তৎপর তাহার জন্ম হয় পিতামাতার প্রেমাসক্তি ও প্রেমাকর্ষণের ফলে। মাতৃগর্ভে তাহার দেহগঠনের প্রধান উপকরণ হইল—শোণিত ও শুক্র। ইহার মধ্যে আবার শুক্রকীটই তাহার শরীর গঠনের প্রধান উপকরণ। ঐ কীটগুলিও জোঁক জাতীয় এবং সূক্ষ্মদেহ। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, আল'ক শব্দের বর্ণিত সমস্ত অর্থই এখানে সমান-ভাবে প্রযুজ্য হইতেছে। সূফী সম্প্রদায়ের কোন কোন লেখক বলেন—এখানে আল'ক শব্দের অর্থ প্রেম। অর্থাৎ আল্লাহ মানুষের সৃষ্টি করিয়াছেন প্রেম হইতে।

আল্লাহ্ সৃষ্টির পর নিষ্ক্রিয় বা নির্গুণ অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন না, 'তিনি মহিমময়।' মানবের প্রতি তাঁহার মহিমার শ্রেষ্ঠ দান হইতেছে বিদ্যা ও জ্ঞান। বিদ্যা উপলক্ষ ও জ্ঞান তাহার লক্ষ্য। লেখনী অর্থাৎ বহি পুস্তকের সাহায্যে বিদ্যার্জ্জন করিতে হয়, এবং বিদ্যার দ্বারা জ্ঞানলাভ হয়। এই জ্ঞানের সেবা দ্বারা মানুষ অজ্ঞাতপূর্ব্ব সত্যগুলি প্রাপ্ত হয়।

মানুষের মস্তিষ্কের প্রধান বিকার এই ছিল যে, সে লেখনী-প্রসূত কোন বহি পুস্তকে যাহা দেখিয়া লইয়াছে, অতিভক্তি বা পরাম্পরাগত সংস্কার ফলে সে তাহাকে চোখ বুঁজিয়া মানিয়া লইয়াছে। ধর্ম্ম বা অন্য প্রকার জ্ঞানের সকল বিভাগের এই অবস্থা ছিল। জ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তার এই 'পক্ষাঘাতই' মানবের সকল সর্ব্বনাশের মূল কারণ। তাই কোরআন সর্ব্বপ্রথমে এই বিষয়টী পরিষ্কাররূপে বুঝাইয়া দিতেছে। ব্রহ্মতত্ত্ব সৃষ্টিতত্ত্ব বিদ্যা ও জ্ঞান, এই চারিটী মূল বিষয় হইতেছে সকল সংস্কারের বীজ-স্বরূপ। মানবের পুঁথিগত বিদ্যাই জ্ঞান নহে। উহা জ্ঞান লাভের উপলক্ষ হইতে পারে—যদি তাহাতে বা তাহার ব্যবহারে কোন প্রকার বিকার না স্পর্শিয়া থাকে। লেখনীর সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া অর্থাৎ মানবের বিশ্বাস সংস্কার ও ভাবাদির প্রভাব শূন্য হইয়া ঐ উপকরণ ও উপলক্ষগুলির দ্বারা কাম্য লভ্য ও আকাঙ্খনীয় যে জ্ঞান, এইরূপে খোদার দেওয়া বিবেকের—আত্মার আলোকের—দ্বারা তাহাকে চিনিতে ও লাভ করিতে হয়। কোরআনে প্রথম-ক্রমে পুথিগত বিদ্যার উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার পূর্ণতা হইতেছে দ্বিতীয় আয়তে। স্বাধীনচিন্তা, ভাবুকতা ও আত্মার আলোক দ্বারা এখানে

উপনীত হইতে হয়। এই স্তরে উপনীত হইতে পারিলে বিশ্বাস জ্ঞানে পরিণত হয়, তখন আর কোন শঙ্কা বা সন্দেহ থাকে না। ফলতঃ এখানে এছলাম, ঈমান, এলমুল-একিন্ ও আয়নুল একিনের মহান্ তত্ত্বের আভাস দেওয়া হইয়াছে। মনস্তত্ত্বের সহিত যোগের কি গভীর সম্বন্ধ, নির্লিপ্ত ও অনাবিল ভাবুকতার সহিত পরমার্থ জ্ঞানের যে কি অভেদ্য বাধ্য-বাধকতা, কোরআনের এই প্রথম আয়তে মানবকে তাহা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই শিক্ষার বাস্তব শাশ্বত এবং স্বর্গীয় আদর্শ—মহিমময় মোহাম্মদ মোস্তফা। নিরক্ষর মোস্তফা অজ্ঞানতার বিশ্ব-ব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে, কেবল সেই আত্মার আলোককে পথ-প্রদর্শকরূপে গ্রহণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—সকল জ্ঞানের জ্ঞেয় ও সকল সাধনার সাধ্য সেই প্রাণাভিরাম পরম প্রিয় সচ্চিদানন্দকে প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্ত হইবার জন্য। তিনি সিদ্ধি ও সাফল্যের উচ্চতম স্তরে উপনীত হইয়াছিলেন—এই অনাবিল ও মুক্ত ভাবুকতার দ্বারা। পূর্ব্ব-সঞ্চিত সংস্কার বা জ্ঞানহীন বিশ্বাস-স্তূপগুলিকে মস্তিষ্কের ত্রিসীমা হইতে পূর্ব্বাহ্নে দূর করিয়া দিতে না পারিলে, পরম সাধ্য সত্যকে কখনই অনাবিলভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই মস্তিষ্কের দাসত্বই সকল অকল্যাণের মূলীভূত কারণ। হজরত ইহা হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আলোচ্য আয়তে তাঁহার সাধনার এই বিশেষত্বটীর প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

خیز! که شد مشرق و مغرب خراب

সত্য প্রচারের আদেশ।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত আয়তগুলি প্রাপ্ত হওয়ার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত হজরতের নিকট নূতন কোন 'বাণী' আসিল না। চিন্তা, উদ্বেগ ও অধৈর্য্যের মধ্য দিয়া কয়েকদিন এই ভাবে চলিয়া গেল। একদিন হঠাৎ তিনি পূর্ব্ববৎ সেই পরিচিত শব্দ শুনিতে পাইলেন এবং আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দেখিলেন, স্বর্গ মর্ত্তের মধ্যস্থলে এক আসনের উপর উপবিষ্ট—হেরার পূর্ব্ব পরিচিত সেই ফেরেশ্‌তা। তখনও তাঁহার ত্রাস হইল এবং তিনি বাটীতে আসিয়া পূর্ব্ববৎ কাপড় গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িলেন। (বোখারী মোছলেম)। তখন নিম্নলিখিত আয়তগুলি অবতীর্ণ হইল :—

یا ایها المدثر - قم فانذر - و ربک فکبر - و ثیابک فطهر - والرجز فاهجر - و لا تمنن تستکثر - و لربک فاصبر -

হে সংস্কারক! দণ্ডায়মান (প্রস্তুত) হও এবং (মানবমণ্ডলীকে তাহাদের পাপের অবশ্যম্ভাবী কুফল সম্বন্ধে) সতর্ক করিয়া দাও ;—

সত্য প্রচারের আদেশ।

এবং স্বীয় প্রভুর মহত্ত্ব ঘোষণা কর ;—

এবং নিজ পরিচ্ছদগুলিকে শুচি সম্পন্ন কর ;—

এবং সর্ব্বপ্রকার কলুষকে পরিবর্জ্জন কর ;—

—এবং অধিকতর প্রত্যুপকার প্রাপ্তির ইচ্ছায় উপকার করিও না ;—

এবং (সত্যের প্রচারে তোমাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে যে কঠোর পরীক্ষায় পড়িতে হইবে তুমি তাহাতে বিচলিত হইও না, বরং) স্বীয় প্রভুর (সন্তোষ লাভের) জন্য ধৈর্য্যধারণ করিও। (১)

আল্লাহো আকবর এছলামের বীজ মন্ত্র।

জ্ঞানযোগের সিদ্ধির পর, আজ হইতে মহাপুরুষের কর্ম্মযোগের আরম্ভ হইল। মৌনী ভাবুককে স্বীয় কর্ত্তব্য পালনের জন্য দৃঢ়তার সহিত কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে আদেশ আসিল। তাঁহার প্রচারক-জীবনের প্রকৃত স্বরূপ ও প্রচারের মূল বিষয়টাও বর্ণিত আয়াত সমূহে স্পষ্টতঃ বলিয়া দেওয়া হইল। আল্লাই

(১) বোখারী, মোছলেম ; তাবরী, কামেল, এবনে-হেশাম, তায়ালিছী প্রভৃতি।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে শ্রেষ্ঠতম মহত্তম ও বিরাটতম—অর্থাৎ একমাত্র তিনিই বড়, ইহা প্রচার করিবার আদেশ হইল। এছলাম ধর্ম্ম ও মোছলেম জাতীয়তার বীজ মন্ত্র এই—"আল্লাহো আকবর।" এই ধ্বনিই সূতিকাগৃহে মোছলেম শিশুর কর্ণে সর্ব্বপ্রথমে প্রবেশ করে। তাহার পর সকালে সন্ধ্যায়, মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে ও সায়াহ্নে ইহারই প্রতিধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে মুখরিত হইতে থাকে। ঈদে—উৎসবে, হজ্বে-তশরিকে সর্ব্বত্রই এই "আল্লাহো আকবর"—এবং অবশেষে ধর্ম্ম-সমরের মরণ কণ্টকিত জীবনে-প্রাঙ্গণে শাণিত কৃপাণকে বক্ষে ধারণ করিয়া সে যখন পুণ্যময় নিত্যজীবন লাভ করিতে যায়—মোছলেম অস্তিত্বের সেই চরম সফলতার কল্যাণ মুহূর্ত্তেও সে নিজের চারিদিকে উহারই মুখরণ শ্রবণ করিতে থাকে। ইহাই হইতেছে—এছলামের কর্ম্মযোগের আদি মন্ত্র।

"আল্লাহো আকবর"—এই মহামন্ত্রের অর্থ, আল্লাহ বৃহত্তম, মহত্তম। সুতরাং তাঁহা ব্যতীত আর সমস্তই ক্ষুদ্রতম, হীনতম। বৃহত্তম ও মহত্তমকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্রতম ও হীনতমকে গ্রহণ করিবে না। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, জগতের সমস্ত স্বার্থ সমস্ত সম্পদ, সমস্ত ভয় সমস্ত বিভীষিকা তাঁহার মোকাবেলায় হীনতম ও নিকৃষ্টতম—অতএব বৃহত্তমের সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে তাহা অবশ্য পরিত্যাজ্য। কিন্তু পৃথিবীর কোন হীন স্বার্থের লোভে অথবা কোন ক্ষুদ্র বিভীষিকার ভয়ে তাঁহাকে বা তাঁহার কোন আদেশকে পরিত্যাগ করা যায় না। কারণ তাহা হইলে ঐ সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ বা তাঁহার আদেশকে তুমি আর বৃহত্তম বলিয়া স্বীকার করিলে না? এই ভাবে বিভোর ও এই জ্ঞানে তন্ময় না হইতে পারিলে "আল্লাহো আকবর" মন্ত্রের সাধনা সফল হইতে পারে না।

দেশের সেবক ও সমাজের সংস্কারক পদে যিনি বৃত হইবেন, সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে আত্ম-শুদ্ধি করিতে হইবে, সকল প্রকার কলুষ—দৈহিক এবং মানসিক অশুদ্ধি ও বিকার—সম্পূর্ণ-রূপে পরিবর্জ্জন করিতে হইবে, তাঁহাকে নিজে পবিত্রতার আদর্শ হইতে হইবে। পক্ষান্তরে সত্যের সেবক জাতির সংস্কারক ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা যিনি, তাঁহার কর্ত্তব্য-পথ অসংখ্য বিষকণ্টকে পরিপূর্ণ। নিজের কর্ত্তব্য জ্ঞান দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া এবং আল্লার নামে শক্তি সঞ্চয় করিয়া, তাঁহাকে পর্ব্বতের ন্যায় অটল ও আকাশের ন্যায় বিশাল হৃদয় লইয়া দৃঢ়তার সহিত সেই বিষকণ্টক সমাকীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। যে ভণ্ড, যে কপট, অথবা যে নিজেই কর্ত্তব্যের গুরুত্ব ও সাধনার সত্যতা সম্যকরূপে বিশ্বাস করিতে পারে না, তাহার পক্ষে এইরূপ দৃঢ়তা অবলম্বন একেবারে অসম্ভব। ইহার পূর্ণ ও নিখুঁত আদর্শ আমরা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনে দেখিতে পাই।

নেতার কর্ত্তব্য।

এই আয়তে আরবীতে 'মোদ্দাছের' শব্দ আছে। উহার ধাতু 'দাল-ছে-রে'—বস্ত্রের দ্বারা আচ্ছাদন করা এবং এছলাহ বা সংস্কার করা, উহার এই উভয় অর্থই অভিধানে লিখিত আছে।

(۱) دثر الطاير تدثيرا = درست ساخت طائر آشيانهٔ خود را (منتهى الارب)

(۲) دثر الطاير اى اصلح عشه (صحاح)

(۳) مدثر ـ اى الذي دثر هذ الامر العظيم و عصب به (تفسير ابو السعود)

আমরা ঐ শব্দের যে অনুবাদ করিয়াছি, তাহা যে ভুল বা অভিনব ব্যাপার নহে, ইহার প্রমাণ স্বরূপ উপরে তফছির ও অভিধান হইতে কয়েকটী দলিল উদ্ধৃত হইল। আল্লাহ যদি কখনও কোরআনের তফছির লেখার সুযোগ প্রদান করেন, তাহা হইলে যথাস্থানে এ সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিব।

এই আয়তগুলি অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত এই সত্যসমূহ প্রচার করিতে ব্রতী হইলেন। প্রথমে নির্ব্বাচিত লোকদিগের নিকট গোপনে গোপনে প্রচার করা হইতে লাগিল। কয়েকদিনের মধ্যে তাঁহার সহধর্ম্মিণী বিবি খদিজা, তাঁহার খুল্লতাত পুত্র হজরত আলী, তৎকর্ত্তৃক মুক্তিপ্রাপ্ত জাএদ, তাঁহার ধাত্রী উম্মে আএমান, তাঁহার বাল্যবন্ধু আবুবাকর ছিদ্দিক, সেই সত্যকে স্বীকার করিয়া এছলাম গ্রহণ করিলেন।

প্রাথমিক মোছলেম মণ্ডলী।

হজরত বেলাল, আম্বর-বেন আম্বাছা, খালেদ-বেন ছায়াদ, ইহার কিছুদিন পরে এছলাম গ্রহণ করিলেন।

মহিলাগণের মধ্যে বিবি খদিজার পর, আব্বাছের স্ত্রী ওম্মল-ফাজল, আমিছের কন্যা আছমা, আবুবাকরের কন্যা আছমা, ওমরের ভগ্নী ফতেমা—সর্ব্বাগ্রে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সৌভাগ্যশালী মহাজনগণের মধ্যে কবে কে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা প্রসঙ্গে, বিশেষতঃ আলি ও আবুবাকরের মধ্যে কে অগ্রে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা লইয়া ঐতিহাসিক সূত্রগুলির মধ্যে অনৈক্য দেখা যায়। কিন্তু একত্রে ইতিহাস ও রেজ্জাল শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, হজরত আলী, আবুবাকর ছিদ্দিকের পূর্ব্বে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হজরত আবুবাকর তাঁহার পূর্ব্বে প্রকাশ্যভাবে লোকের নিকট নিজের এছলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন। এই মহাজনগণের প্রত্যেকেরই বিশেষত্ব আছে, ইঁহারা সকলেই আমাদের মাথার মণি। সুতরাং ইহা লইয়া কোন্দল পাকাইয়া তাঁহাদের জীবনের আসল আদর্শ বিস্মৃত হইয়া যাওয়া, কোন পক্ষেরই উচিত হইতেছে না।

আলী ও আবুবাকর।

এই সময় আলী হজরতের নিকটই অবস্থান করিতেছিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে মক্কায় দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। আবুতালেবের পরিজন অনেক ছিল, পাছে তাঁহাদের কোন প্রকার

কষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় হজরত পিতৃব্য আব্বাছকে সম্মত করাইয়া আবুতালেবের পুত্র জাফরের ভরণপোষণভার তাঁহার উপরে দিলেন এবং আলীকে নিজে লইয়া আসিলেন। সেই হইতে আলী হজরতের নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন।

হজরত আবুবাকর সচ্চরিত্র, সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য ব্যক্তি ছিলেন। ধীর প্রকৃতি সৎবুদ্ধি ও বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত বলিয়া বহুলোকের সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ কুশল হইত। তিনিও উপযুক্ত পাত্র দেখিয়া এছলামের কথা প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সময় যে সকল মহাত্মা এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের জীবনের পূর্ব্বাবস্থাগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। হজরত আবু-বকর এছলাম গ্রহণের পূর্ব্বেও অতি সচ্চরিত্র সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট ও বিচক্ষণ বলিয়া সর্ব্বত্র খ্যাত ছিলেন। হজরতের সহিত বাল্যকাল হইতে তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ ছিল। তিনি হজরতের দুই বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম আবদুল্লাহ-বেন ওছমান, আবুকোহাফা বলিয়া তিনি খ্যাত ছিলেন। হজরত বেলালকে তিনিই খরিদ করিয়া মুক্ত করেন। ধীর স্থির চিন্তাশীল ও সাধুসজ্জন বলিয়া এছলামের পূর্ব্বেও সকলে তাঁহাকে বিশেষ সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত। তিনি একজন অর্থশালী বণিক ছিলেন।

বিবি খদিজার পূর্ব্ব জীবনের আভাষ আমরা পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছি। জাএদ আশৈশব তাঁহার সেবক, উম্মে আয়মান আজন্ম তাঁহার পরিচারিকা। আলী তাঁহার খুল্লতাত আবুতালেবের পুত্র। ইঁহারা সকলেই হজরতের ভিতর-বাহিরের অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন, ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার প্রচারিত সত্যকে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং জীবনে মরণে কোন প্রকারে তাঁহার অনুসরণে একবিন্দুও ঔদাসিন্য প্রকাশ করেন নাই। ফলতঃ আমরা দেখিতেছি যে, নবুয়তের পূর্ব্বে যাঁহারা হজরতকে বিশেষ ভাবে অবগত ছিলেন, তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছিলেন। হজরতের পূর্ব্বজীবনও যে কতদূর সৎ ও মহৎ ছিল, ইহা দ্বারা তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায়।

তিন বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ সঙ্গোপন ও সন্তর্পণ সহকারে, এই নবধর্ম্মের প্রচার চলিতে লাগিল। ফলে হজরত ওছমান, জোবের আবদুর রহমান-বেন আওফ, তাল্‌হা, ছয়াদ-বেন-অক্‌কাছ, আবুওবায়দা, ওছমান-বেন মাজ্‌উন, ছোহেব রুমী, আবদুল্লাহ বেন মাছউদ প্রভৃতি নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। এই মহানজগণ শেষে কিরূপ লোমহর্ষক কঠোর পরীক্ষায় নিপতিত হইয়া অসাধারণ মানসিক বল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, এই পুস্তকের স্থানে স্থানে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে।

তিন বৎসর
গোপনে প্রচার।

এই সময় এছলামের সমস্ত কাজই অতি সন্তর্পণে সমাধা করা হইত। হজরত মধ্যে মধ্যে বিশ্বাসিগণকে লইয়া দূর পর্ব্বত-প্রান্তরে চলিয়া যাইতেন, এবং সেখানে প্রার্থনা করিয়া আল্লাহর

উপাসনা করিতেন। আবুতালেব এবং আরও কতিপয় কোরেশ ক্রমে ক্রমে ইহা জানিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া ইতিহাসে উল্লেখ আছে।

আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী দুই অধ্যায়ে হজরতের ত্রাসের কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইতে দেখিয়াছি। বোখারীর উল্লিখিত জোহরীর বর্ণনাতে হজরতের আত্মহত্যা করার সঙ্কল্পের কথাও অবগত হইয়াছি। আবার আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, পর পর দুইবার কোর-আন অবতীর্ণ হইবার সময় হজরত ত্রাসে অধৈর্য্য হইয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িতেছেন। ছুরা মোদ্দাচ্ছেরের পর ছুরা মোজ্জাম্মেল, ইহাতেও ত্রাস জনিত বস্ত্রাচ্ছাদিত হওয়ার কথা বলা হইয়া থাকে।

কয়েকটা বিবরণের বিচার।

আমরা কিন্তু এই ত্রাসের ও বস্ত্রাচ্ছাদন সংক্রান্ত বিবরণের তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। টীকাকারেরা বলিতেছেন, নবুয়তের গুরুভার সহিবার শক্তি ক্রমে ক্রমে আসিয়া থাকে। পক্ষান্তরে আর এক দলের কথায় জানা যায় যে, ফেরেশ্‌তা দর্শনই তাঁহার ত্রাসের মূল কারণ। অথচ আমরা তাঁহাদিগের বর্ণনা হইতে জানিতে পারিতেছি যে, বক্ষ-বিদারণ ব্যাপার উপলক্ষে পাঁচবার ফেরেশ্‌তাদিগের সহিত হজরতের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। ২য় বাণিজ্য যাত্রা হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় ফেরেশ্‌তাগণ তাঁহার মাথার উপর ছায়া করিয়াছিলেন। পথে ঘাটে সর্ব্বত্রই বৃক্ষ ও প্রস্তরাদি তাঁহাকে ছালাম ও ছেজদা করিত। অথচ এখন তিনি ফেরেশ্‌তা দেখিয়া ভয়ে কম্পিত এমন কি ভূপতিত হইতেছেন, একথার তাৎপর্য্য কি, আমাদিগের পক্ষে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা সহজ নহে। অধিকন্তু বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া গেল, তবু হজরতের এই ত্রাস ও ভীতি বিদূরিত হইল না, ইহাও সত্যানুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের নিকট বিশেষ আলোচনার বিষয়।

এতদ্‌সংক্রান্ত বর্ণিত হাদিছ ও ঐতিহাসিক বিবরণগুলি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টতঃ জানিতে পারা যায় যে, একই ত্রাস ও বস্ত্রাচ্ছাদনের বিবরণকে রাবীগণ বিভিন্ন ঘটনার সহিত জড়াইয়া দিয়াছেন। বোখারী ও মোছলেমের বর্ণিত এহয়া-বেন-আবিকাছিরের হাদিছে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ হাদিছের বর্ণনাকারিগণ, এই গোলযোগের মধ্যে পড়িয়া হজরতের প্রমুখাৎ উল্লেখ করিতেছেন যে, হেরা পর্ব্বত গুহায় ছুরা মোদ্দাচ্ছেরের আয়তগুলি অবতীর্ণ হইয়াছিল—এক্‌রা-বে'এছমে নহে। অথচ ইহা সকল প্রামাণ্য হাদিছের এবং তফছির ও ইতিহাসের সর্ব্ব-বাদী-সম্মত সাক্ষ্যের বিপরীত কথা। (১)

ইহাও স্থির নিশ্চিত যে, হজরত কখনও পরস্পর বিপরীত দুইটী বিবরণ প্রদান করেন নাই।

(১) জাদুল-মাআদ, ১—১৮ পৃষ্ঠা। বোখারী, মোছলেম, আবুছালমা জাবের হইতে। মাওয়াহেব ১—৪১, তিবয়ান ১১—১৪ পৃষ্ঠা, নওয়াবী ফৎহলবারী প্রভৃতি। এমাম নাবাবী এই কথাকে বাতেল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

রাবীগণের ভ্রম।

বোখারী ও মোছলেমের রাবীগণ মিথ্যাবাদীও নহেন। সুতরাং এই ঘটনা বর্ণনাকালে, বৃত্তান্তঘটিত ভ্রম যে তাঁহাদের হইয়াছে, ইহা বলা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

আমাদের মতে, প্রথমবারেই ত্রাস ও শৈত্যানুভব (১) হইয়াছিল। মোদ্দাচ্ছের শব্দের সাধারণভাবে প্রচলিত অর্থ গ্রহণ করিলেও এইটুকু প্রতিপন্ন হইবে যে, এই শব্দে প্রথমবারের বর্ণিত ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ছুরা মোজ্জাম্মেলের সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। ঐ ছুরার প্রারম্ভে হজরতকে বলা হইয়াছে যে 'হে বস্ত্রাচ্ছাদনকারী, উঠিয়া রাত্রিতে উপাসনা কর।' মানুষ রাত্রে শয়ন করিবার সময় কাপড় গায়ে দিয়া থাকে। হজরতও এইরূপে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া শুইয়া ছিলেন, আয়াতে তাঁহাকে শয্যাতাগ করিয়া উপাসনায় রত হইতে বলা হইতেছে মাত্র। ইহা স্বাভাবিক কথা। প্রথম অহির সময়কার ত্রাস ও বস্ত্রাচ্ছাদনের সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ নাই। (২)

ডাঃ মার্গোলিয়থ তাঁহার স্বাভাবিক অসৎ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া বলিয়াছেন যে—আবু-বাকরের সহিত মোহাম্মদের সৌহৃদ্য ঘটিয়াছিল, মাত্র এক বৎসর হইতে। নিজের মতলবের মত লোক বুঝিতে পারিয়া মানব চরিত্রে অভিজ্ঞ সুচতুর মোহাম্মদ তাঁহাকে বাছিয়া বাহির করিয়াছিলেন। এই উক্তিটী বর্ণে বর্ণে মিথ্যা। বাল্যকাল হইতেই হজরতের সহিত আবু-বাকরের সৌহৃদ্য ছিল। (৩)

(১) বায়জাভী। (২) বায়জাভী। (৩) এছাবা, এস্তিআব প্রভৃতি।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রকাশ্য প্রচারের আদেশ।

তিন বৎসর পর্য্যন্ত গোপনে গোপনে প্রচারের কাজ চলিতে লাগিল। একমাত্র সত্যের অনুসন্ধিৎসা ও ন্যায়ের প্রভাব ব্যতীত এই নব্য দলের সম্মুখে অন্য কোন প্রলোভন বা আকর্ষণ ছিল না। বরং আত্মীয় বিচ্ছেদ, বন্ধু বিচ্ছেদ, পুরুষানুক্রমিক ধর্ম্ম ও সংস্কারাদির বর্জ্জন, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে বিপদের আশঙ্কা—এই সকল বর্ত্তমান ও ভাবী বিপদকে তাঁহারা এছলামের জন্য আনন্দ সহকারে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময় কোরআন শরীফের যে সকল ছুরা বা আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহার মধ্য হইতে দুই একটীর অনুবাদ আমরা পুস্তকের শেষ খণ্ডে প্রদান করিব।

কোরআনের দুইটী আয়ত।

যাহা হউক, তিন বৎসর পরে এই দুইটী আয়াত অবতীর্ণ হইল :——

و انذر عشيرتك الاقربين (ক)

"—এবং তুমি (মোহাম্মদ!) নিজের নিকট আত্মীয়বর্গকে (পাপ ও ঈশ্বরদ্রোহিতার অবশ্যম্ভাবী ফল সম্বন্ধে) সতর্ক করিয়া দাও।" (২৯—১৫)

فاصدع بما تومر و اعرض عن المشركين (খ)

"অপিচ তোমার প্রতি যে আদেশ হয়, তুমি তাহা স্পষ্ট করিয়া শুনাইয়া দাও, এবং অংশী-বাদীদিগের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিও না। (১৫—৬)

এই দুইটী আয়াতের আদেশ ও তাহার প্রকৃতিতে একটু পার্থক্য আছে। ইহার মধ্যে কোন্‌টী অগ্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহার স্পষ্ট কোন নির্দ্ধারণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় আয়তের উপক্রম ও উপসংহার দ্বারা মনে হয় যে, সম্ভবতঃ এই আয়তটীই প্রথম আয়তের পরে অবতীর্ণ হইয়াছিল। কারণ উহাতে জানা যায় যে, মক্কাবাসীরা কোরআন, তাহার আদেশ উপদেশ ও ও বিভিন্ন ছুরার নাম ইত্যাতি লইয়া, উহা অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্ব হইতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিতেছিল। তবে ইহা নিশ্চিত যে, এই দুই আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে অধিক সময়ের ব্যবধান ছিল না।

اصدع শব্দের অর্থ افرق بين الحق و الباطل সত্য ও মিথ্যা (হক্ ও বাতেল) কে অনাবিল ভাবে স্বতন্ত্ররূপে বর্ণন কর। অর্থাৎ সৎকর্ম্মশীল হও, পাপে লিপ্ত হইও না; কেবল

এইরূপ উপদেশ দিলে চলিবে না। বরং কোন্ কাজটা সৎ আর কোন্ কাজটা অসৎ, কোনটী পাপ কোন্‌টী পুণ্য, তাহা স্পষ্টভাবে বলিয়া দিতে হইবে। (১)

এই দুইটী আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলি নিম্নে বিবৃত হইতেছে :——

আল্লার আদেশ মতে, নিকট আত্মীয়গণকে বুঝাইবার জন্য হজরত সর্ব্বপ্রথমে একটা সামাজিক সম্মিলনের ব্যবস্থা করিলেন। মহাত্মা আলী নিমন্ত্রিত আত্মীয়গণের জন্য খাদ্যাদির বন্দোবস্ত করিতে হজরতের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। হজরতের আহ্বানক্রমে হাশেম বংশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, সংখ্যায় ন্যূনাধিক ৪০ জন, রাত্রিকালে হজরতের গৃহে সমবেত হইলেন। হজরত যে কি বলিবেন, তাহা কাহার অন্ততঃ আবুলাহাবের অবিদিত ছিল না। হজরত কথা আরম্ভ করিবেন, এমন সময় সে একটা হট্টগোল বাধাইয়া দিল। সে হজরতকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—'দেখ মোহাম্মদ! তোমার পিতৃব্য ও খুল্লতাত ভ্রাতৃবর্গ সকলই এখানে উপস্থিত, চপলতা ত্যাগ কর। তোমার জানা উচিত যে, তোমার জন্য সমস্ত আরব দেশের সহিত শত্রুতা করার শক্তি আমাদিগের নাই। তোমার আত্মীয়গণের পক্ষে তোমাকে ধরিয়া কারারুদ্ধ করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। তোমার ন্যায় স্ববংশের এমন সর্ব্বনাশ আর কেহ করে নাই।' যাহাহউক, প্রথম দিনের সম্মিলনে হজরত কোন কথা বলিবার সুযোগই পাইলেন না।

প্রচার উদ্দেশ্যে প্রথম সম্মিলন।

হজরত প্রথম দিনের এই অকৃতকার্য্যতায় নিরুৎসাহ হইলেন না, বরং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত আর একদিন ঐ প্রকার ভোজের আয়োজন করিয়া স্বগোত্রস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিলেন। পূর্ব্ববৎ সকলে সমবেত হইলে, আহারাদি শেষ হওয়ার পরই, আবুলাহাবকে কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া, হজরত বলিতে লাগিলেন—'সমবেত ব্যক্তিবৃন্দ! আমি আপনাদিগের জন্য ইহকাল ও পরকালের এমন কল্যাণ লইয়া আসিয়াছি—যাহা আরবের কোন ব্যক্তি তাহার স্বজাতির জন্য কখনও আনয়ন করে নাই। আমি আল্লার আদেশে সেই কল্যাণের দিকে আপনাদিগকে আহ্বান করিতেছি। সত্যের এই মহা সাধনায়, কর্ত্তব্যের এই কঠোর পরীক্ষায়, আপনাদিগের মধ্যে কে আমার সহায় হইবেন, কে আমার সঙ্গী হইবেন?'

দ্বিতীয় সম্মিলন।

স্তব্ধ ও ক্ষুব্ধ সভার একপ্রান্ত হইতে আলী বলিলেন—হজরত, এই মহাব্রত গ্রহণের

(১) কামেল, ২—২২ পৃষ্ঠা। আজকালকার ওয়াজে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় যে, শের্ক বেদ্‌আৎএ লিপ্ত হওয়া মহাপাপ। কিন্তু কোন্ কাজটা শের্ক আর কোন্‌টা যে বেদ্‌আৎ, তাহা বক্তারা সাহস করিয়া খুলিয়া বলিতে পারেন না। এই প্রকার সৎসাহসের অভাবে সমাজে শের্ক ও বেদ্‌আৎ সংক্রামিত ও বদ্ধমূল হইয়া যাইতেছে। আলেমগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোর্‌আনে স্পষ্টাক্ষরে কথিত হইয়াছে—'যাহারা আল্লার বাণীর প্রচারক, তাঁহারা আল্লাহকে ভয় করেন এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাকেও ভয় করেন না।' এখনকার অবস্থা ইহার ঠিক বিপরীত। দুনয়ায় এমন কোন যুযু নাই, যাহার ভয়ে তাঁহাদের হৃদয় বিহ্বল হইয়া না পড়ে!

জন্য 'আমি প্রস্তুত আছি।' আলীর কথা শুনিয়া, সকলে তাঁহার পিতা আবুতালেবকে বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল,—দেখিতেছেন, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কল্যাণে এখন আপনাকে স্বীয় বালক পুত্রের অনুগত হইয়া চলিতে হইবে!' (১) —

যাহাহউক, হজরতের উৎসাহ ও উদ্যমের সীমা নাই। আত্মবিশ্বাসহীন ভণ্ড বা দুর্ব্বলচেতা লোকেরা প্রাথমিক অকৃত-কার্য্যতায় বিহ্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু অনাবিল সত্য ও অবিচল আত্মবিশ্বাস লইয়া যে সকল মহাপুরুষ কর্ত্তব্যের জন্যই কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হন, তাঁহাদের সাফল্যের কল্যাণ-সৌধ অকৃত-কার্য্যতার ভিত্তির উপরই নির্ম্মিত হইয়া থাকে। কারণ, প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণ অকৃতকার্য্যতার প্রাথমিক আঘাতে যখন মুহ্যমান হইয়া পড়ে, তখন সত্যের সেবকগণ অধিকতর উৎসাহ অধিকতর সাহস ও অধিকতর দৃঢ়তা সহকারে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া থাকেন। সত্যের মহাসেবক ও কর্ত্তব্যের মহাসাধক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন ইহার পূর্ণতম আদর্শ। আত্মীয় স্বজনগণের এই উপেক্ষা ও দুর্ব্ব্যবহারে তিনি একটুও চঞ্চল বা ক্ষুব্ধ হইলেন না—বরং তাঁহার উদ্যম আরও বাড়িয়া গেল।

অদম্য উৎসাহ।

তখন আরবের নিয়ম ছিল—কোন ভয়ঙ্কর বিপদের আশঙ্কা হইলে বা কেহ দেশবাসীর নিকট কোন গুরুতর বিষয়ের বিচার-প্রতিকার প্রার্থী হইলে, সে পর্ব্বতের উপর আরোহণ করতঃ, বিশেষ কতকগুলি শব্দ উচ্চারণ করিয়া চীৎকার করিতে আরম্ভ করিত। তাই বিশ্বের বিপদবারণ আর্ত্তশরণ মোস্তফা, আজ প্রভাতে ছাফা পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিয়া ঐরূপ আহ্বান করিতে লাগিলেন। গম্ভীরে করুণে সে আহ্বান মক্কার গৃহে গৃহে প্রতিধ্বনিত হইল এবং যথানিয়মে মক্কাবাসিগণ সকলে ছাফা পর্ব্বতের দিকে ধাবমান হইল। সকলে সমবেত হইলে, হজরত প্রত্যেক গোষ্টির নাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে কোরেশ বংশীয়গণ! আজ (এই পর্ব্বত শিখরে দাঁড়াইয়া) আমি যদি তোমাদিগকে বলি—'পর্ব্বতের অন্যদিকে এক প্রবল শত্রুসৈন্য-বাহিনী তোমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে,'—তাহা হইলে তোমরা আমার এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবে কি? সকলে সমস্বরে উত্তর করিল—নিশ্চয়, বিশ্বাস না করার কোন কারণ নাই। আমরা কখনই তোমাকে মিথ্যার সংস্পর্শে আসিতে দেখি নাই। হজরত তখন গুরু-গম্ভীর-স্বরে বলিতে লাগিলেন—"যদি তাহাই হয়, তবে শ্রবণ কর! আমি তোমাদিগকে (পাপ ও ঈশ্বর-দ্রোহিতার ভীষণ পরিণাম ও তজ্জনিত) অবশ্যম্ভাবী কঠোর দণ্ডের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। হে আবদুল মোত্তালেবের বংশধরগণ! হে আব্দে মোনাফের বংশধরগণ! হে জোহরার

পর্ব্বতের ওয়াজ।

(১) সমস্ত ইতিহাসে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তৃতরূপে এই সকল বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। কামেল ২—২১, তাবরী ২—২১৭, ১৮, খলদুন ২—২৪, তাবকাত ২—১৩২, আবুল-ফেদা ১১৬ ইত্যাদি।

বংশধরগণ! (এইরূপে কোরেশ বংশের প্রত্যেক গোত্রের নাম করিয়া) আমার আত্মীয়স্বজনকে উপদেশ দিবার জন্য আমার প্রতি আল্লার আদেশ আসিয়াছে। তোমাদিগের ইহকালের মঙ্গল ও পরকালের কল্যাণ হইবে না—যতক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ' না বল। ইহা শুনিয়া আবুলাহব বলিয়া উঠিল, 'তোর সর্ব্বনাশ হউক, এইজন্য কি আমাদিগকে সমবেত করিয়াছিলি!' (১)

তাওহীদের
...ম ঘোষণা।

মানসিক বিকাশে ও পরমার্থের উন্মেষে, যে মহাপুরুষ আল্লার অনুগ্রহে মনুষ্যত্বের ঊর্দ্ধতম শিখরে আরোহণ করিয়াছেন এবং তথা হইতে মানব জীবনের উভয় দিক যিনি সম্যকরূপে দর্শন করিতেছেন,—তাঁহার কথা কোরেশের কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিল বটে, কিন্তু তাহাদের মর্ম্মকে স্পর্শ করিতে পারিল না। পুরুষানুক্রমিক সংস্কার, পুরম্পরাগত বিশ্বাস, পৌরোহিত্যের প্রলোভন এবং পারিপার্শ্বিক আচারের মোহ এমনই ভাবে মানুষের হৃদয়কে অন্ধ করিয়া থাকে।

'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ'—আল্লাহই একমাত্র ঈশ্বর, তিনি ব্যতীত অন্য ঈশ্বর নাই। জগতের এই সনাতন ও বিস্মৃতপূর্ব্ব মহামন্ত্রটী বহুদিন পরে আজ আবার নূতন করিয়া ছাফা পর্ব্বতের চূড়া হইতে প্রতিধ্বনিত হইল। 'একম্'কে জগতের সকল জাতিই স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে বিশ্বাস অনেকেই করে না। কারণ, তাঁহাকে অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস না করিলে সেই একম বা 'অহদুহু'র প্রকৃত স্বরূপই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ঈশ্বরত্বের কোন প্রকার গুণ আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাতেও নাই, এই বিশ্বাসের নামই তাওহীদ বা প্রকৃত একেশ্বরবাদ। কে কিরূপ বিশ্বাস করে, তাহার কার্য্যের দ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। হজরত বলিতেছেন, 'ইহ পরকালের সমস্ত কল্যাণ এই মহামন্ত্রের মধ্যে অবস্থান করিতেছে।' কারণ, মানুষের সকল প্রকার কল্যাণের মূল হইতেছে, তাহার মুক্তি ও স্বাধীনতা। এই মুক্তি বা স্বাধীনতা তাহার আত্মার মুক্তি ও বিবেকের স্বাধীনতার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষ প্রত্যেক নগণ্য ও কল্পিত শক্তির দাসত্ব হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিবে, যতক্ষণ সে সকল শক্তির একমাত্র মহাকেন্দ্রের সহিত আপনাকে সংসৃষ্ট করিতে সমর্থ না হইবে, যতদিন সে পৃথিবীর সহস্র সহস্র 'বড়'কে নিজের উপরওয়ালা বলিয়া মানিয়া লইতে থাকিবে, ততদিন তাহার মন ও মস্তিষ্ক সহস্র প্রকার দাসত্বের শৃঙ্খলে বিজড়িত হইয়া থাকিবে, ততক্ষণ সে 'বড়' হইতে পারিবে না,—সে যে বড় এবং বড় হইতে পারে, এমন কি তাহার যে বড় হওয়া উচিত, সে কল্পনাও তাহার হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত হইতে পারে না। চিন্তাশীল পাঠক স্বদেশে বিদেশে স্বসমাজে ও অন্য সমাজে আমাদিগের এই কথার বহু প্রমাণ দেখিতে পাইবেন। অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে,

(১) বোখারী, মোছলেম ও তাবকাত ২—১৩৩ প্রভৃতি।

এছলামের অনুসরণকারিগণের মধ্যে অনেকেই আজ তাওহীদের প্রকৃত তথ্য বিস্মৃত হইতে বসিয়াছেন!

বাস্তুতঃ এই বক্তৃতার দ্বারা উপস্থিতক্ষেত্রে বিশেষ কোন সুফল ফলিল না বটে, কিন্তু ইহার ফলে হজরতের শিক্ষা ও উপদেশ সম্বন্ধে মক্কার গৃহে গৃহে নানারূপ আলোচনা ও আন্দোলন আরম্ভ হইল। এই সময় একদিন হজরত কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে কা'বা মন্দিরে গমন করিয়া, সেখানে এই একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে চাহিলেন। চারিদিকে হুলস্থূল পড়িয়া গেল, সকলে মার মার করিয়া ছুটিয়া আসিল। এই সময় বিবি খদিজার পূর্ব্ব স্বামীর ঔরসজাত পুত্র হারেছ-বেন আবিহালাঃ আসিয়া তাহাদিগকে দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করায়, কোরেশগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিল এবং এই নিরপরাধ মোছলেম যুবকের শোণিতে কা'বার প্রাঙ্গন রঞ্জিত হইয়া গেল। (১) ইহাই এছলামের প্রথম শোণিত-তর্পণ। এছলাম ধর্ম্মের বিস্তার ও প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তাহার ভক্তগণের শোণিতাক্ষরেই লিখিত হইয়াছিল। প্রাথমিক যুগের মুছলমান বচনসর্ব্বস্ব ভণ্ড ছিলেন না, তাঁহারা কর্ম্মপ্রাণ ও আত্মত্যাগী ভক্ত ছিলেন।

এছলামের ১ম শহীদ।

(১) এছাবা।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

সত্যের বিরুদ্ধাচরণ।

পৃথিবীতে যখনই কোন সত্য আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছে, তখনই তাহার বিরুদ্ধাচরণ হইয়াছে। এই বিরুদ্ধাচরণের ধারা ও নীতি মূলতঃ সকল ক্ষেত্রেই অভিন্ন। প্রথম প্রথম যখন সেই সত্য আত্মপ্রকাশ করিতে যায়, তখন বিপক্ষীয়গণ তাহাকে উপেক্ষা করিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চায়। ঠাট্টা তামাসা ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তখন তাহাদের প্রধান অবলম্বন হইয়া থাকে। সত্যের সেবক যখন এই প্রাথমিক বিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতে থাকেন, তখন ঐ উপেক্ষা ক্রোধে পরিণত হয় এবং বিপক্ষীয়েরা তখন নীচ গালাগালি ইত্যাদি দ্বারা সেই ক্রোধের অভিব্যক্তি করিতে থাকে। গালাগালি দিয়াও যখন কোন ফল হয় না, তখন তাহারা সত্যকে প্রতিহত করিবার জন্য দল পাকাইতে এবং অপেক্ষাকৃত নির্ব্বোধ ও গোঁড়া লোকদিগকে ধর্ম্মের নামে উত্তেজিত করিতে থাকে। তখন সত্যের সেবকগণের বিরুদ্ধে সামাজিক শাসনের ব্যবস্থা করা হয়। ইহাও যখন নিষ্ফল হইয়া যায়, তখন নানাপ্রকার শারীরিক শক্তির প্রয়োগ করা হয় এবং সাধ্যে কুলাইলে অবশেষে শাণিত খড়্গ ও বিষাক্ত কৃপাণ দ্বারা সত্যের মুণ্ডপাত করার চেষ্টা করা হয়। অবশেষে সত্যই জয়যুক্ত হয়—কিন্তু সত্যের সেবক যিনি বা যাঁহারা, তাঁহারা বা তাঁহাদের মানসিক বল, আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়সঙ্কল্পের ক্রমানুসারে ঐ জয়ের ক্রম নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। হজরত নূহ্ কত যুগ-যুগান্তর ধরিয়া লোকদিগকে উপদেশ দিলেন, কিন্তু অবশেষে হতাশ হইয়া তিনি এক ধ্বংশকারী প্লাবনকে ডাকিয়া আনিলেন। আর যিশু—খৃষ্টানদিগের কথা অনুসারে—'এলি এলি লামা সাবক্তানি' বলিতে বলিতে এবং মৃত্যুর বিভীষিকা দর্শনে ভীত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে, ক্রুশে নিহত (হইয়া অভিশপ্ত) হইলেন। এই সকল মহাপুরুষগণের সাধনার সাফল্যের সহিত হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার কৃতকার্য্যতার তুলনা করিয়া দেখিলে, তাঁহার সাফল্যের আনুপাতিক ক্রম সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যাইবে।

বিরুদ্ধাচরণের ধারা।

যাহারা সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহারাও নিজেদের কার্য্য-কলাপের সমর্থন করার জন্য নিজ নিজ রুচি ও সুবিধা অনুসারে কতকগুলি যুক্তিপ্রদান ও কারণপ্রদর্শন করিয়া থাকে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, তাহারা প্রকাশ্যভাবে যে সকল কারণ প্রদর্শন করিতেছে, তাহার অধিকাংশই কৃত্রিম—মূর্খ নির্ব্বোধ ও জাত্যাভিমানী গোঁড়া লোকদিগকে প্রবঞ্চিত

করার জন্য একটা ছলনা মাত্র। উহার মূলে আছে অভিমানের আর্ত্তনাদ, কৌলিন্যের ক্রন্দন, স্বার্থহানীর বিভীষিকা আর পৌরোহিত্যের প্রগল্‌ভতা। পৃথিবীর সকল যুগের ও সকল দেশের ইতিহাস একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছে যে, পুরোহিত জাতীয় ও যাজক শ্রেণীর লোকেরাই চিরকাল সমস্ত সংস্কারের প্রধান শত্রুরূপে দণ্ডায়মান হইয়া থাকে।

এই কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করার পর, কোরেশ বংশীয়দিগের বিরুদ্ধাচরণের কারণ এবং তাহাদের শত্রুতার ক্রমবৃদ্ধির হেতু, আমরা সহজেই বুঝিয়া লইতে পারিব। কা'বা সমগ্র আরব উপদ্বীপের একমাত্র দেবমন্দির। ৩৬০টী ঠাকুর-বিগ্রহ এমন কি দেবরাজ 'হোবোল'ও এই মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছেন। সেই মন্দিরের ও ঐ সকল দেব-দেবীর সেবায়েত এবং পূজা-অর্চ্চনার পুরোহিত —কোরেশ। এই দেবদেবীগণের কল্যাণেই তাহারা আজ এক হিসাবে আরব দেশের রাজার আসনে বসিতে পারিয়াছে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ঘোষণা করিতেছেন যে, মানুষের স্বহস্ত নির্ম্মিত এই পুতুলগুলির পূজা করা একেবারে মূর্খতা। তাহারা একটা মক্ষিকা অপেক্ষাও অক্ষম। মানুষের ভালমন্দ করিবার কোন শক্তি তাহাদিগের নাই। কাজেই কোরেশের নিকট হজরত তাহাদের প্রধানতম শত্রুরূপে পরিগণিত হইলেন।

কোরেশের বিরুদ্ধাচরণের কারণ।

হজরত অধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি প্রচার করিলেন যে, জন্ম বংশ বা পৌরোহিত্যের জন্য মানুষের কৌলিন্য বা বিশেষ কোন অধিকার জন্মে না। আল্লাহ সকলের সমান আল্লাহ, তাঁহার ধর্ম্মে ও ধর্ম্মশাস্ত্রে সকলেরই সমান অধিকার। কোরেশ দেখিল, এই নূতন ধর্ম্মের প্রচারক ঘোষণা করিতেছে—'মানুষ সকলেই আল্লার সন্তান'—সকলেই সমান, সকলে পরস্পর ভাই ভাই, ইহাতে কুলীন অকুলীন নাই। বংশ ও জাতির অহঙ্কার এবং তজ্জন্য আল্লার অন্য সন্তানবর্গকে ছোট বলিয়া ধারণা করা মহাপাপ। এছলামের এই নীতিগুলি অবগত হইয়া কোরেশ চমকিত হইল।

পৌত্তলিকতা কোরেশের তথা আরবের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছিল। যুগের পর যুগ ও শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তাহারা এই পাপে লিপ্ত আছে। হঠাৎ তাহারা তাহার বিরুদ্ধে গুরু-গম্ভীর প্রতিবাদ-ধ্বনি শুনিতে পাইল। সে প্রতিবাদের ভাষা এমন তেজপূর্ণ, তাহার যুক্তিগুলি এমন শক্তিশালী ও অকাট্য, প্রতিবাদকারীর চরিত্র এমন নির্ম্মল ও মহিমান্বিত যে কোরেশ দিশাহারা হইয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। বাপ দাদার ধর্ম্ম, পুরুষানুক্রমিক সংস্কার ও মুনিঋষিগণের ব্যবস্থা আজ সমস্তই উল্টাইয়া যাইবে! কি, আমাদিগের ঠাকুর বিগ্রহ ও দেবদেবীরা অক্ষম অসমর্থ পুতুল! এমন দেবনিন্দা!! এত স্পর্দ্ধা!!! আমাদিগের মাননীয় পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্ববর্ত্তী বোজর্গগণ সকলেই তবে মূর্খ ছিলেন, তাঁহারা সকলেই তবে মহাপাতকী নারকী! এই সকল চিন্তা ও আলোচনায় কোরেশের ধমনীতে ধমনীতে

আগুণ জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহাদিগের চিন্তার ও আলোচনার স্রোত দেশময় বিস্তৃত হইয়া পড়িতে লাগিল।

আরব তখন নানা পাপে লিপ্ত, নানা অত্যাচারে জর্জ্জরিত, নানা ব্যভিচারে কলুষিত। হজরত সেই সকল অত্যাচার ও দুর্নীতির প্রতিবাদ করিতে এবং সেগুলির সংস্কার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতেও আরব তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিল। কন্যা হত্যা, দেবতার উদ্দেশে নরবলি, মদ্যপান, জুয়াখেলা, কুষিদ গ্রহণ, লুণ্ঠন, অপহরণ, ব্যভিচার, দাসদাসীদিগের উপর পাশব অত্যাচার প্রভৃতি তখন আরবের নিত্য নৈমিত্তিক কাজ—এমন কি ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। এই সমস্ত দুর্নীতির প্রতিবাদ শ্রবণ করিয়া এবং হজরত সেগুলি রহিত করার চেষ্টা করিতেছেন জানিয়া আরবদিগের মধ্যে যে কিরূপ উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনের ঘটনা বিশেষ উপলক্ষে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

যে দুরাচারগণ এই সকল পাপে লিপ্ত ছিল, তাহারা ক্রোধে অধীর হইয়া এছলামের বিরুদ্ধে উত্থান করিল। মক্কাময় ঘোর কোলাহল উঠিল, সে কোলাহলে আরবের পর্ব্বত-প্রান্তরগুলি প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

একটা প্রশ্ন।

হজরতের জীবনী পাঠের সময় চিন্তাশীল পাঠকের মনে স্বতই এই প্রশ্ন উদিত হইবে যে, মুষ্টিমেয় মোছলমানদিগকে কোরেশগণ নিহত করিয়া ফেলিল না কেন? ইহার একমাত্র উত্তর এই যে, পারিল না তাই করিল না। না পারিবার কতকগুলি কারণ ছিল।

আমরা যখনকার কথা বলিতেছি, তখন গৃহ-বিবাদ ব্যভিচার ও দুর্নীতির অবশ্যম্ভাবী ফলে—আরব জাতি সাধারণভাবে এবং কোরেশ বংশ বিশেষতঃ একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। বংশগত ও গোত্রগত হিংসা বিদ্বেষ তখন চরমে উঠিয়াছিল। কাজেই কোনরূপ সুযোগ পাইলেই এক বংশ ও এক গোত্রের লোকেরা অন্য বংশ বা অন্য গোত্রের উপর আপতিত হইয়া হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিত। বংশগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা এবং অন্য গোত্রের লোক কর্ত্তৃক নিহত স্বগোত্রীয় লোকের শোণিতের প্রতিশোধ বা ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করার জন্য তাহারা বুভুক্ষ শার্দ্দূলের মত সততই সুযোগের অন্বেষণ করিত।

পূর্ব্বাপর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকায় তাহারা যুদ্ধের নামে ভীত হইয়া পড়িয়াছিল, তাহাদের সামরিক শৃঙ্খলা এবং ক্ষাত্র শক্তিও বহু পরিমাণে বিপর্য্যস্ত ও বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল কারণে স্বতন্ত্র বা সম্মিলিত ভাবে, মোছলেম মণ্ডলীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার সাহস ও শক্তি তাহাদের ছিল না। এই ব্যবস্থার দিকে তাহারা যেমন একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, এছলামের শক্তিও তেমনই সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করিয়া বাড়িয়া যাইতেছিল। অবশেষে যখন তাহারা আপনাদিগের ত্রুটীগুলির সংশোধন করিয়া সমবেতভাবে এছলামের বিরুদ্ধে উত্থান করার

জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন মোছলেম মণ্ডলীকে এমন কি স্বয়ং হজরতকে দেশ-দেশান্তরে প্রস্থান করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইয়াছিল। প্রাথমিক অবস্থায় আবু-তালেবের সহানুভূতি দ্বারা এছলামের যে উপকার হইয়াছিল, একটু পরেই আমরা তাহার পরিচয় পাইব।

এইগুলি হইতেছে বাহ্য কারণ। ইতিহাসের বিবরণগুলির প্রতি মনোযোগ প্রদান করিবার সময় এই কারণগুলি সর্ব্বপ্রথমে সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে।

ধৈর্য্যের সমর।

কিন্তু সকলদিককার সমস্ত অবস্থা মনে রাখিয়া একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যাইবে যে, এইগুলি মূল বা প্রধান কারণ নহে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা, মানবের ব্যক্তিগত বা জাতীয় জীবনের প্রত্যেক স্তরের প্রত্যেক অবস্থার জন্য চরম পরম ও পুণ্যতম আদর্শ। (১) যখন শত্রুর শক্তি এত প্রবল যে, তাহার সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়া আত্মাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার সামর্থ্য তোমার নাই, তখন তোমাকে কি করিতে হইবে, কোন্ উপায় অবলম্বনে জয়লাভ করিতে হইবে—মোস্তাফা-জীবনের প্রারম্ভিক অবস্থার আদর্শের দ্বারা তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। এই অবস্থায় উপনীত হইয়া হজরত এবং তাঁহার ভক্তবিশ্বাসীগণ, শত্রুদিগের বিরুদ্ধে ধৈর্য্যের সমর ঘোষণা করিলেন। তাঁহারা অত্যাচার উৎপীড়নকে নীরবে সহ্য করিয়া লইতে লাগিলেন। যে অত্যাচারের নাম করিতেও মানুষের শরীর রোমাঞ্চিত হয়—বুক কাঁপিয়া উঠে, মোছলেম নর-নারীগণ এবং স্বয়ং হজরত অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত সেই অত্যাচারগুলি সহ্য করিয়া লইতে লাগিলেন। এই সকল অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া কুত্রাপিও দৃষ্টিগোচর হইল না। অথচ কেহ একমূহূর্ত্তের জন্য আপনাদিগের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইলেন না। সকল প্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়া যাও, কিন্তু ক্রোধ প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধস্পৃহা যেন এক মূহূর্ত্তের জন্য তোমার ধমনীগুলিকে উত্তেজিত করিতে না পারে। পক্ষান্তরে ঐ সমস্ত সহ্য করিয়াও এক মূহূর্ত্তের জন্য আপনাদিগের কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইও না—ইহাই ছিল তখনকার ব্যবস্থা। আমরা দেখিয়াছি, হারেছকে অন্যায়পূর্ব্বক শহীদ করা হইল, চক্ষুর সম্মুখে এই তরুণ যুবকের তপ্ত তরল শোণিত স্রোত! কিন্তু অধৈর্য্য বা চাঞ্চল্যের চিহ্ন মাত্রও সেখানে পরিলক্ষিত হইল না। সকলে এই মহাপ্রাণ যুবকের প্রাণহীন দেহ স্কন্ধে তুলিয়া 'লা-এলাহা ইল্লাল্লাহ' পবিত্র ধ্বনিতে ৩৬০ বিগ্রহ পূর্ণ কা'বা-মন্দিরকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে সমাধিক্ষেত্রে লইয়া চলিলেন। ইহারই নাম প্রেমের যুদ্ধ, ইহারই নাম ধৈর্য্যের সমর।

যাহাহউক, হজরতের এই অসাধারণ চরিত্রবল ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অদম্য উৎসাহ কোরেশ প্রধানগণের পক্ষে একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল এবং তাহারা যুক্তি পরামর্শ করিয়া তাঁহাকে কোনগতিকে নিবৃত্ত করার উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল।

---

(১) "আল্লার রছুল তোমাদিগের জন্য মহত্তম আদর্শ"—কোরআন।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

یا تن رسد بجانان یا جان ز تن برآید !

মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।

হজরত একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে লাগিলেন, কোরেশ বলিল—মোহাম্মদ আমাদিগের দেবদেবীদিগকে গালি দিতেছে। তিনি পৌত্তলিকতার অসারতা প্রতিপাদন করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিতে লাগিলেন, কোরেশ বলিল—মোহাম্মদ আমাদিগের ধর্ম্মের নিন্দা করিতেছে। তিনি আরবের সমস্ত কুসংস্কার অন্ধ-বিশ্বাস ও অত্যাচার অনাচারের প্রতিবাদ করিলেন, কোরেশ বলিল—মোহাম্মদ আমাদিগের মৃত মহাপুরুষগণকে নারকী বলিতেছে। এইরূপে তাহারা মক্কাময় একটা জটলা ও ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিল, এবং কয়েকজন লোক একদিন আবুতালেবের নিকট আসিয়া হজরত সম্বন্ধে অভিযোগ করিল। আবুতালেব চতুরতার সহিত এদিক ওদিককার দুই চারিটা কথা বলিয়া তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন।

আবুতালেবের উপর তখন তাহাদিগের অসন্তোষের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে একদিন কোরেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ একত্র হইয়া আবুতালেবের নিকট উপস্থিত হইল, এবং পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ মতে বলিতে লাগিল :—"আবুতালেব! আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদিগের দেবদেবীদিগকে গালি দিতেছে, আমাদিগের ধর্ম্মের নিন্দা করিতেছে, আমাদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতেছে, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণকে ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া প্রকাশ করিতেছে। অতএব হয় আপনি নিজেই তাহাকে শাসন করুন, নচেৎ আমরা তাহার শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিব। আপনি যদি তাহার সহায়তা করেন, তাহা হইলে আপনার ও তাহার এক দশা, হইবে।" এবারও আবুতালেব পাঁচ রকম নরম কথা বলিয়া তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিয়া বিদায় করিলেন।

আবুতালেবের দৃঢ়তা।

এদিকে হজরত পূর্ণ উদ্যমের সহিত নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহার ফলে কোরেশদিগের মধ্যে হজরতের কার্য্য কলাপের আন্দোলনই প্রধান আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হইল। ক্ষুব্ধ কোরেশগণ তখন পরস্পরকে হজরতের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল। কয়েক দিন পরে অধৈর্য্য কোরেশ প্রধানগণ, আবার দলবদ্ধভাবে আবুতালেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল—"দেখুন, আপনার বয়স, আপনার বংশ গৌরব এবং

আপনার সম্ভ্রমের প্রতি আমরা সকলেই সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকি। সেইজন্য আমরা পূর্ব্বে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র সম্বন্ধে আপনাকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি তাহার কোনই প্রতিকার করিলেন না। আপনি নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখুন যে, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের অত্যাচার আর আমরা কখনই নীরবে সহ্য করিব না। হয় আপনি তাহাকে নিবৃত্ত করুন, নচেৎ আমরা ভবিষ্যতে আপনাকে ও তাহাকে একই দৃষ্টিতে দেখিতে থাকিব,—দুই দলের মধ্যে এক দল ধ্বংস না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হইব না।" কোরেশ প্রধানগণের রোষ-কষায়িত লোচন, তাহাদের কঠোর বাক্য এবং ভীষণ প্রতিজ্ঞা দর্শন ও শ্রবণ করিয়া আবুতালেব বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তখন কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া হজরতকে সেই সভাস্থলে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হজরত সেখানে আগমন করিলে আবুতালেব তাঁহাকে কোরেশ প্রধানদিগের সমস্ত কথা বুঝাইয়া দিয়া উপসংহারে বলিলেন—'বাবা! একটু বিবেচনা করিয়া কাজ কর, যে ভার সহিবার শক্তি আমার নাই, তাহা আমার উপরে চাপাইয়া দিও না।' হজরত মনে করিলেন, একমাত্র পার্থিব সহায় তাঁহার পিতৃব্যও আজ তাঁহার সঙ্গ ত্যাগ করিলেন। পরীক্ষা অত্যন্ত কঠোর ছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু হজরতের হৃদয় ইহাতে এক বিন্দুও বিচলিত হইল না। তিনি আবুতালেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তাতঃ! আমার প্রতি এই কঠোরভাব পোষণ না করিয়া, ইঁহারা আমার কথা মানিয়া লউন, তাহা হইলে সমস্ত আরব এক স্বর্গীয় ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইবে, সমস্ত আজম (১) আরবের পদতলে লুটাইয়া পড়িবে।" এই কথা শুনিয়া আবুলাহব ও অন্যান্য সকলে এক বাক্যে বলিয়া উঠিল; 'কি, কি কথা, তোমার পিতার দিব্য তাহা খুলিয়া বল। একটা কেন, আমরা তোমার দশটা কথা শুনিতে প্রস্তুত আছি।' হজরত গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'লা এলাহা ইল্লাল্লাহ' বল, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন কর, তাহা হইলে সমস্ত আরব এক মহান্ ধর্ম্মভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া নূতন জীবন লাভ করিতে পারিবে, সমস্ত আজম আরবের পদতলে লুটাইয়া পড়িবে। ইহা শুনিয়া সকলে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, আবুতালেবও হজরতকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটী ভীতি ও বিষাদপূর্ণ উপদেশের কথা বলিলেন। তখন, পরীক্ষার সেই কঠোর মুহূর্ত্তে কোরেশ প্রধানগণের সম্মুখেই হজরত পিতৃব্যকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তাতঃ! **ইহারা যদি আমার দক্ষিণ হস্তে সূর্য্য এবং বাম হস্তে চাঁদ আনিয়া দেয়, তাহা হইলেও আমি এই মহা-সত্যের সেবা ও নিজের কর্ত্তব্য হইতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইব না। হয় আল্লাহ ইহাকে জয়যুক্ত করিবেন, না হয় আমি ধ্বংস হইয়া যাইব। কিন্তু তাতঃ! নিশ্চয় জানিবেন যে মোহাম্মদ কখনই নিজের কর্ত্তব্য হইতে স্খলিত হইবে না।**" স্বজাতির হঠকারিতা ও তাহাদের পাপমোহ দর্শনে

(১) আরব ব্যতীত অন্য সমস্ত দেশকে আরবেরা আজম বা মূক বলিয়া থাকে।

ব্যথিত হৃদয় মোস্তফার নয়ন যুগল তখন বাষ্পাকুল হইয়া আসিল। সম্মুখে অতি কঠোর কর্ত্তব্য, তাহা তাঁহাকে পালন করিতেই হইবে। তাঁহার স্বজাতি, তাঁহার স্বজনবর্গ তাহাতে বাধা দিবার জন্য বদ্ধপরিকর, সাধন পথের এই বাধা বিঘ্নগুলি তাঁহাকে দূর করিতেই হইবে। ভবিষ্যতের সেই লোমহর্ষণ চিত্র তাঁহার চক্ষের সম্মুখে যেন স্পষ্টরূপে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল—তাঁহার নয়ন যুগল অশ্রুভারাক্রান্ত হইল। একদিকে কঠোর কর্ত্তব্য পালনে অটল নিষ্ঠা, অন্য দিকে প্রেমের এই মধুর অভিভূতি। কোমলে কঠোরে, উজ্জ্বলে মধুরে সে দৃশ্য কোরেশগণের পক্ষে চমকপ্রদ হইল। তাহারা ক্রোধে অধীর অথচ সত্যের তেজে অভিভূত হইয়া নানাপ্রকার কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করিতে করিতে আবুতালেবের গৃহ পরিত্যাগ করিল। হজরত পূর্ব্বেই তথা হইতে সরিয়া গিয়াছেন।

কোরেশ প্রধানগণের ভীষণ সঙ্কল্প অবগত হইয়া আবুতালেবের মনে ক্ষণেকের জন্য যে ভীতি-বিহ্বলতা স্থান লাভ করিয়াছিল, তাহা মুহূর্ত্তের মধ্যে অপসারিত হইয়া গেল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া হজরতকে ডাকিয়া বলিলেন;—'প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র! নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও। আল্লার দিব্য, আমি কোন অবস্থাতেই তোমাকে পরিত্যাগ করিব না।' হজরতের চিত্তের বল, তাঁহার অন্তরস্থ সত্যের তেজ ও সঙ্কল্পের দৃঢ়তা হইতে আবুতালেব এই তেজ গ্রহণ করিলেন। (১)

কোরেশগণ দেখিল, তাহাদিগের ভীতি প্রদর্শনে আবুতালেব একবিন্দুও দমিলেন না, বরং তিনি মোহাম্মদের পক্ষ সমর্থন করিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ়তার সহিত কৃতসঙ্কল্প। তখন তাহারা মনে করিল, বৃদ্ধ আবুতালেবকে প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করিতে হইবে।

হজরতকে হত্যা করার চেষ্টা।

সাধারণতঃ লোকে জগৎকে নিজের হৃদয় দিয়া দর্শন করিয়া থাকে। মানুষ যে কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে নিঃস্বার্থভাবে কোন কাজ করিতে পারে, অনেকে ইহার ধারণাও করিতে পারে না। তাই কোরেশ প্রধানগণ কিছুকাল পরে, যুক্তি পরামর্শ করিয়া একদিন ওমারা-বেন-অলিদ নামক এক সুদর্শন যুবককে সঙ্গে লইয়া আবুতালেবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল:—'আমরা এই মহদন্তকরণ সচ্চরিত্র সুবোধ সুকবি ও ধনাঢ্য যুবকটীকে আনিয়াছি। আপনি ইহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করুন। আপনি ইহার দেখা শুনা করিতে থাকুন, পরিণামে ইহাতে আপনারই ভাল। আপনি এখন ওমারার পরিবর্ত্তে মোহাম্মদকে আমাদিগের হস্তে সমর্পণ করুন। আমরা উহার প্রাণবধ করিব। মানুষের পরিবর্ত্তে মানুষ, আপনার প্রতি কোন অন্যায় করা হইতেছে না, ইহাতে আপনার কিছুই ক্ষতি নাই।'

---

(১) এবনে-হেশাম ১—৮৮, ৮৯। তাবরী ২—২২০। তাবকাত ১—১৩৪। খলদুন ২—২৫, তারিখ, বোখারী, কামেল, হালবী ১—২৮৩ হইতে ৮৬ পৃষ্ঠা।

আবুতালেব বিদ্রূপ মিশ্রিত কঠোর স্বরে উত্তর করিলেন,—আপনারা বিচারের চরম করিয়া দিয়াছেন। আপনাদের ছেলেটাকে আমি আপনাদের উপকারের জন্য অন্নবস্ত্র দিয়া প্রতিপালন করিব, আর তাহার পরিবর্তে আপনারা আমার ছেলেটাকে লইয়া হত্যা করিবেন। চমৎকার আপনাদের বিচার! যাহাহউক, আমার দ্বারা এ সব কিছুই হইবে না। আপনারা ইহা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখুন—আবুতালেব এত নীচ, এত অপদার্থ নহে। (১)

আবুতালেব স্তম্ভিত ও চমকিত হইলেন। কোরেশগণ তাঁহার প্রাণ প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করার সঙ্কল্প করিয়াছে, ইহা জানিতে পারিয়া আবুতালেব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি অবিলম্বে হাশেম ও মোত্তালেব বংশের সমস্ত লোককে একত্র করিয়া বলিলেন—কোরেশের অন্যান্য গোত্রের লোকেরা আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিয়াছে। আপনারা আমার সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন কি না? আবুতালেবের এই প্রশ্নে হাশেম ও মোত্তালেব বংশীয়দিগের পুরাতন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। তাহারা সকলে সমস্বরে—এক আবুলাহব ব্যতীত—উত্তর করিল, নিশ্চয়ই আমরা প্রস্তুত আছি। (১) সকলেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

হাশেম ও মোত্তালেব গোত্রের দৃঢ়তা।

সেই দিন সন্ধ্যাকালে ইঁহারা সংবাদ পাইলেন যে, 'হজরতকে পাওয়া যাইতেছে না।' সংবাদ শুনিবামাত্র আবুতালেব এবং হজরতের অন্য পিতৃব্যগণ তাঁহার বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেখানেও হজরতের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। আতঙ্কে আশঙ্কায় তাঁহারা শিহরিয়া উঠিলেন।

তখন আবুতালেবের বদন মণ্ডল তপ্ত কাঞ্চনের ন্যায় দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধ কম্পিতস্বরে আদেশ করিলেন—'হাশেম ও আবদুল মোত্তালেব বংশের যুবকগণ! শাণিত খড়্গ লইয়া প্রস্তুত হও।' আদেশ প্রাপ্তিমাত্র যুবকগণ প্রস্তুত হইল। তখন আবুতালেব তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলেন—'সকলে আপনাপন অস্ত্র লুকাইয়া লইয়া আমার সঙ্গে কা'বা মন্দিরে প্রবেশ করিবে। সেখানে কোরেশের যে সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তি বসিয়া আছে, এক এক জন গিয়া তাহাদিগের প্রত্যেকের নিকটে বসিয়া পড়িবে। সাবধান এবনুল হান-জালিয়া (আবুজেহল) যেন বাদ না যায়। মোহাম্মদ যদি নিহত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে—। হঠাৎ জাএদ-বেন-হারেছা তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে আবুতালেব তাঁহাকে ব্যগ্রতা সহকারে হজরতের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। জাএদ এই উত্তেজনার ভাব ও আবুতালেবের কথা শুনিয়া ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন—'সমস্ত মঙ্গল! আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম। এই মাত্র সেখান হইতে আসিতেছি। হজরত নিরাপদে আছেন।'

হেশাম ১—৮৯, তাবকাত ১—১৩৪ প্রভৃতি।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হজরত তখন ছাফা পর্ব্বতের নিকটে জনৈক ভক্তের বাটীতে বসিয়া মোছলেমবৃন্দকে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। জাএদের দুরদর্শিতা দেখুন তিনি সবই বলিলেন, কিন্তু হজরত যে কোথায় আছেন, সকলের সম্মুখে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। আবুতালেবের সন্দেহ মিটিল না। তিনি আল্লার নামে ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন, মোহাম্মদকে যদি জীবন্ত দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আর গৃহে প্রবেশ করিব না। জাএদ কাহাকেও হজরতের অবস্থান স্থানের সন্ধান না দিয়া, নিজেই দ্রুতবেগে তাঁহার খেদমতে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করিলেন। হজরত অবিলম্বে আবুতালেবের নিকট আগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আবুতালেব ব্যস্তে ত্রস্তে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরতের উত্তর শুনিয়া আবুতালেব তাঁহাকে বাটীর মধ্যে গমন করিতে বলিলেন। হজরত এ সম্বন্ধে অধিক জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া নিরুদ্বেগে স্বগৃহে প্রবেশ করিলেন।

হজরতকে গৃহে রাখিয়া আবুতালেব এই যুবকবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া কোরেশদিগের একটী আড্ডায় গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং নিজের সঙ্কল্পের কথা বলিয়া যুবকবৃন্দের প্রতি ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা লুক্কায়িত খড়্গাগুলি বাহির করিল। তখন আবুতালেব বজ্র-কঠোরস্বরে বলিলেন—'যদি তোমরা মোহাম্মদকে হত্যা করিয়া থাকিতে, তাহা হইলে আজ তোমাদিগের মধ্যে একটীকেও বাঁচিয়া যাইতে হইত না। তাহার পর ইহার ফলে আমাদিগের সকলকে ধ্বংস হইতে হইত।'

হাশেম ও মোত্তালেব বংশের সমস্ত লোক আবুতালেবের প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া, মোহাম্মদের জন্য তাহাদিগকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন ভীষণ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছে, কি সর্ব্বনাশ! কাজেই উল্লিখিত কোরেশ-প্রধানগণ বিশেষতঃ আবুজেহেল যৎপরোনাস্তি ভগ্ন হৃদয় হইয়া পড়িল। (১)

এই ঘটনার পর মক্কাবাসীদিগের বিদ্বেষ ও ক্রোধের দৃষ্টি নব-দীক্ষিত মুছলমানদিগের উপর পতিত হইল। তাহারা সমবেত ভাবে স্থির করিল, যে গোত্রের নর-নারী এই নব-ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে, সেই গোত্রের লোকেরা তাহাকে বা তাহাদিগকে শাসন করিবে। (২) এই সিদ্ধান্তের পর নব-দীক্ষিত মুছলমানদিগের উপর যে অকথ্য অত্যাচার করা হইয়াছিল এবং ভক্তগণ ঐ সকল অগ্নি পরীক্ষায় নিপতিত হইয়া যে অসাধারণ ধৈর্য্য ও মানসিক বলের পরিচয় দিয়াছিলেন,—যথাস্থানে তাহার আলোচনা করা হইবে।

(১) তাবকাত ১—১৩৫। (২) তাবকাত ১—১৩৫

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

"قالوا ربنا الله ' ثم استقاموا"

কঠোর পরীক্ষা।

যে সকল মহাজনকে আল্লাহতাআলা তাঁহার প্রিয় হবিব হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার মহীয়সী সাধনার সহায়করূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, নরনারী নির্ব্বিশেষে তাঁহাদিগের প্রত্যেকের জীবনী এবং প্রত্যেকের জীবনের মহান্ আদর্শ, মানবজাতির পক্ষে চিরস্মরণীয় চির-বরণীয় এবং চির অনুকরণীয়। ধৈর্য্যে-বীর্য্যে, প্রেমে-পুণ্যে তাহা চির উদ্ভাসিত, স্বর্গের মঙ্গল-আশীর্ব্বাদে তাহা চির অভিষিক্ত। এই সকল মহা-মানবের জীবনী স্বতন্ত্র ভাবে আলোচিত হইলে, পাঠকগণ ইতিহাসের অন্যান্য শ্রেষ্ঠতম আদর্শের সহিত সেগুলির তুলনায় সমালোচনা করিবার সুযোগ পাইবেন। হজরতের জীবনীতে তাহা সম্ভবপর নহে।

আমরা পূর্ব্ব অধ্যায়ে দেখিয়াছি যে, আবুতালেবের চেষ্টা এবং মোত্তালেব ও হাশেম বংশের সহায়তার ফলে, হজরতের প্রাণহানি করা বর্ত্তমানে নিরাপদ হইবে না বলিয়া অন্যান্য গোত্রের কোরেশগণ সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই অগত্যা নব-দীক্ষিত মোছলেম নর-নারিগণের প্রতি তাহাদিগের হিংসা বিদ্বেষ ও ক্রোধের মাত্রা অত্যন্ত বাড়িয়া চলিল। তাহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, নব-দীক্ষিত বিশ্বাসীদিগকে নানা অত্যাচারে জর্জ্জরিত করিয়া এছলাম ত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে। বলা বাহুল্য যে, এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হইতে বিলম্ব হইল না। এই সময় মোছলেম নর-নারিগণ যে কঠোর অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন, এই সংক্ষিপ্ত পুস্তকে তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর হইবে না। আমরা নিম্নে তাহার একটু নমুনা মাত্র প্রদান করিয়া ক্ষান্ত হইব।

(ক) ভক্তকুল চূড়ামণি হজরত বেলালের নাম অবগত নহেন, মুছলমান সমাজে এরূপে লোক বোধ হয় খুব কমই আছেন। এই বেলালের পিতামাতা কোন গতিকে ধৃত হইয়া মক্কা-বাসীদিগের নিকট দাসরূপে বিক্রীত হন। দাস, বংশানুক্রমে দাস—সুতরাং বেলালও এই দাস জীবন অতিবাহন করিতেছিলেন। বেলাল আবিসিনিয়ার অধিবাসী, কুরূপ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ক্রীতদাস। সমাজে এ হেন ক্রীতদাসের স্থান নাই। বেলালের

বেলালের পরীক্ষা।

বাহিরের রং কাল ছিল বটে, কিন্তু সত্যের জ্যোতিঃ আর স্বর্গের মহিমা তাঁহার ভিতরের জগতটাকে মধুরে উজ্জ্বলে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল। বলা বাহুল্য যে, ইহা মোস্তফা-চরিতামৃত সিন্ধুর একবিন্দু রসাস্বাদনের ফল। 'চর্ম্মরোগ' আরোগ্য করা অপেক্ষা একটী করুণ কটাক্ষপাতে মর্ম্ম রোগের প্রতিবিধে করিয়া দেওয়া অধিকতর মহিমময় 'অভিজ্ঞান'। বেলালের প্রভু নরাধম উমাইয়া শুনিল—তাহারই গৃহে তাহার একটী ঘৃণিত দাসীপুত্র, মোহাম্মদের মন্ত্রেদীক্ষিত হইয়া 'অহদাহু লা-শরিকা লাহু' বা একমেবাদ্বিতীয়মের জয় গান করিতেছে।—কি স্পর্দ্ধার কথা! উমাইয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বেলালের উপর নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়া দিল।

নিয়ম হইল, বেলাল আর মানুষের মত চলা ফেরা করিতে পারিবেন না। নিকৃষ্ট পশুর ন্যায় তাঁহার গলায় দড়ি বাঁধিয়া তাঁহাকে মক্কার বালকগণের হস্তে সমর্পণ করা হইল। নিষ্ঠুর বালকেরা বেলালের গলরজ্জু ধরিয়া টানিতে টানিতে মক্কার পথে পথে হৈ হৈ শব্দে তামাশা করিয়া বেড়াইত এবং টানিয়া হেচ্‌ড়াইয়া মারিয়া পিটিয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আবার তাঁহাকে উমাইয়ার বাটীতে রাখিয়া যাইত। উমাইয়া তখন বেলালের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিত—"এখনও মোহাম্মদের ধর্ম্ম ত্যাগ কর।" বেলাল তখন ধীর স্থির কণ্ঠে বলিতেন—"আহাদ্! আহাদ্! একম্, একম্!!"

এত বড় স্পর্দ্ধা! বেলাল ইহাতেও নিবৃত্ত হইল না দেখিয়া তাহারা অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড যখন প্রখর কিরণ বর্ষণ করিয়া উত্তপ্ত মরু প্রান্তরকে অনল হ্রদে পরিণত করিয়া তুলে, সেই সময় বেলালকে সেখানে চিতভাবে শয়ান করান হইত। এবং কোন রকমে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে না পারেন—এই উদ্দেশ্যে তাঁহার বুকের উপর গুরুভার প্রস্তর খণ্ড চাপাইয়া দেওয়া হইত। নরাধম উমাইয়া তখন সেখানে আসিয়া বলিত—বেলাল! এখনও মোহাম্মদের ধর্ম্ম ত্যাগ কর, নচেৎ ইহাপেক্ষাও গুরুতর দণ্ড তোর জন্য স্থির করিয়া রাখা হইয়াছে। বেলাল সেই অর্দ্ধ-অচৈতন্য অবস্থায় যথাশক্তি চীৎকার করিয়া বলিতেন—"আহাদ্ আহাদ্! একম্ একম্!" এই সময় উমাইয়া ও কোরেশগণের কর্কশ চীৎকারের মধ্য হইতে, বেলালের এই সত্যের জয় ঘোষণায় মরু প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিত। ইহাতেও যখন বেলাল সত্যভ্রষ্ট হইলেন না, তখন তাঁহার আহার বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। তিনি যখন ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির, সেই সময় তাঁহাকে পিঠ মোড়া দিয়া বাঁধিয়া বেদম চাবুক মারা হইত। বেলাল তখন নামামৃত পান করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন। যখন নিদারুণ বেত্রাঘাতের ফলে বেলালের গাত্র চর্ম্ম জর্জ্জরিত হইয়া শোণিত ধারা গড়াইয়া পড়িত, বেলাল তখন তাহা দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিতেন। তখনও তাঁহার মুখে সেই আহাদ্ আহাদ্! সেই একম্ একম্!!

দিবাভাগের ন্যায় রাত্রিকালেও এক সঙ্কীর্ণ নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া তাঁহার উপর এই প্রকার লোমহর্ষণ অত্যাচার করা হইত; তখনও বেলাল চীৎকার করিয়া সেই একমের নামের জয় ঘোষণা করিতেন! কিছুকাল পরে, একদা হজরত আবুবাকর শেষ রাত্রে ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন, বাহির হইতে অত্যাচার সম্বন্ধে যতটুকু জানিতে পারা গেল, তাহাতেই করুণ হৃদয় আবুবাকরের সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। প্রাতে উঠিয়াই তিনি উমাইয়ার নিকট গমন করিলেন এবং বহু অর্থ বিনিময়ে বেলালকে তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার করতঃ মুক্ত করিয়া দিলেন। হজরত বেলাল চিরজীবন উচ্চৈঃকণ্ঠে তকবির ও আজানধ্বনি দ্বারা সেই আহাদের নামের জয় ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন।

এই সকল লোমহর্ষণ ভীষণ অত্যাচারে এই আদর্শ ভক্তকে জর্জ্জরিত করা হইল বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা নরাধম উমাইয়া বা তাহার স্বদলস্থ লোকদিগের কোন উদ্দেশ্যই সফল হইল না। বরং বেলালের ধৈর্য্য দৃঢ়তা ও বিশ্বাসের প্রভাবে তাহাদিগের সুপ্ত বিবেককে —অবশ্য তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে—বেলালের পদতলে লুটাইয়া পড়িতে হইয়াছিল।

এই সময় হজরত আবুবাকর বহু অর্থ ব্যয় করিয়া আমের, মাহদিয়া প্রভৃতি আর ছয় জন নব-দীক্ষিত 'দাসদাসী'কে তাহাদিগের প্রভুগণের অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন। (১)

হজরত ওমর এই কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রী ক্রীতদাস সম্বন্ধে বলিতেন—আমাদিগের 'প্রভু' আবুবাকর আমাদিগের প্রভু (ছৈয়দ) বেলালকে খরিদ করিয়া মুক্ত করিয়াছিলেন। (২) এছলামে বেলালের এই অগ্নি পরীক্ষার যে কিরূপ সম্মান করা হইয়াছে, এছলাম সাম্যের যে কি অভিনব পুণ্য আদর্শ স্থাপন করিয়াছে—হজরত ওমরের এই উক্তি দ্বারা তাহার একটুকু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

ভক্ত পরিবারের পরীক্ষা।

(খ) আম্মার ও তাঁহার পিতা য়্যাছের ও মাতা ছুমাইয়া এছলাম গ্রহণ করিলে তাঁহাদিগের উপরও এইরূপ নানা প্রকার অত্যাচার হইতে লাগিল। আম্মার প্রহারের যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক সময় অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। কিন্তু ইহাতেও তিনি এক মুহূর্ত্তের জন্য কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইলেন না, সত্যের প্রচারে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হইলেন না। আবুবাকর ব্যতীত আর যে চারিজন মহাত্মা সর্ব্বপ্রথমে (৩) নিজেদের এছলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিয়াছিলেন, আম্মার তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। একদিন এই ভক্ত পরিবারের অত্যাচার স্বচক্ষে দর্শন করিয়া হজরত আবেগপূর্ণ ভাষায় বলিয়াছিলেন—"হে য়্যাছের পরিবার! ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাক, স্বর্গ তোমাদিগের পুরস্কার।"

---

(১) কামেল ২—২৪, হেশাম ১—১০৯, এছাবা ৭৩২ নং জাদুল-মাআদ, এস্তিআব প্রভৃতি।
(২) বোখারী। (৩) বেলাল, খাব্বাব, ছোহায়ব ছোমাইয়া। এছাবা ২৮৭ নং।

(গ) আম্মারের বৃদ্ধ পিতা য়্যাছের দুর্দ্ধর্ষ কোরেশদিগের অত্যাচারে প্রাণ হারাইলেন। স্বামীর মৃত দেহ ও পুত্রের প্রহার জর্জ্জরিত রক্তাক্ত কলেবর দর্শনে বৃদ্ধা ছোমাইয়ার ঈমানের বল এক বিন্দুও কমিল না। তিনি পূর্ব্ববৎ দৃঢ়তার সহিত এছলামের সত্যতা ঘোষণা করিতে থাকিলেন।

(ঘ) অবশেষে নরাধম আবুজেহেল একদিন ক্রোধে অধীর হইয়া বিবি ছোমাইয়ার স্ত্রী-অঙ্গে বর্শাঘাত করতঃ তাঁহাকে শহীদ করিয়া ফেলে। মোছলেম মহিলাগণের মধ্যে বিবি ছোমাইয়াই প্রথমে সত্যের সেবায় স্বীয় শোণিত তর্পণের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন। আম্মার অত্যাচারীর হস্তে আপনার পিতামাতাকে বিসর্জ্জন দিলেন, নিজে অশেষ অত্যাচার সহ্য করিলেন, কিন্তু আমাদিগের ন্যায় 'দূরদর্শিতা বা বুদ্ধিমত্তা' প্রদর্শন পূর্ব্বক একদিনের জন্য নিজের বিশ্বাসকে গোপন করিয়া রাখিতে প্রস্তুত হইলেন না। (১)

(ঙ) খাব্বারের পরীক্ষার বিবরণও অতিশয় লোমহর্ষণ। এই মহাত্মা প্রাথমিক অবস্থাতেই স্বীয় এছলাম প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার উপর কোরেশদিগের অকথ্য অত্যাচারের অবধি ছিল না। একদিনের অত্যাচারের বিবরণ জ্ঞাত হইলে পাঠকগণ তাঁহার পরীক্ষার কঠোরতা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন।

খাব্বারের অনল পরীক্ষা।

'খাব্বাব কোন মতেই বিচলিত হইতেছেন না দেখিয়া একদিন কোরেশ দলপতিগণ মাটিতে প্রজ্বলিত অঙ্গার বিছাইয়া তাঁহাকে তাহার উপর চিৎভাবে শায়িত করাইল, এবং কয়েকজন পাষণ্ড তাঁহার বুকে পা দিয়া চাপিয়া রাখিল। অঙ্গারগুলি তাঁহার পৃষ্ঠতলে পুড়িয়া নিবিয়া গেল, তবুও নরাধমেরা তাঁহাকে ছাড়িল না। খাব্বারের পিঠের চামড়া এমনভাবে পুড়িয়া গিয়াছিল যে, শেষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার সমস্ত পিঠে ধবল কুষ্ঠের ন্যায় ঐ দাহের চিহ্ণ বিদ্যমান ছিল। মহাত্মা খাব্বাব কর্ম্মকারের কাজ করিতেন, তরবারী ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেন। এছলাম গ্রহণের পর লোকের নিকট খাব্বাবের যে সকল প্রাপ্য ছিল, কোরেশগণের নির্দ্ধারণ মতে তাহা আর কেহই দিল না।' (২)

কি ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা! কি অসাধারণ মনের বল! ঈমানের কি পবিত্র প্রভাব!

(চ) এছলামের তৃতীয় স্তম্ভ হজরত ওছমান একজন সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী লোক ছিলেন। তিনি এছলাম গ্রহণ করিলে কোরেশগণ তাঁহার উপর একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। তাহাদিগের সহায়তায় স্বয়ং তাঁহার পিতৃব্য দৃঢ় রজ্জুর দ্বারা তাঁহার হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাঁহাকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করিত। ওছমান আল্লার নামে শক্তি সঞ্চয় করিয়া নীরবে এই সকল উপদ্রব সহ্য করিয়া থাকিতেন।

ওছমানের দৃঢ়তা।

---

(১) হেশাম ১—১১০, এছাবা, কামেল, এস্তিআব প্রভৃতি।
(২) বোখারী, এছাবা ২২০৩ নং—তাবকাত ২—৩ খাব্বাব।

(ছ) জোবের-বেন-আওয়ামকে ধর্ম্মচ্যুত করার জন্য তাঁহাকে মাদুরে জড়াইয়া বাঁধিয়া নাকে ধোঁয়া দেওয়া হইত।

(জ) মহাত্মা ছোহাএব অনেক সময় কোরেশদিগের প্রহার ও অত্যাচারের ফলে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেন। মদিনায় হেজরতের সময় কোরেশগণ ইঁহাকে বলিয়াছিল, বিষয় সম্পত্তি, ধন-সম্পদ যাহা কিছু আছে, সমস্তই যদি ফেলিয়া যাইতে প্রস্তুত থাক, তাহা হইলে যাইতে পার। ছোহেব বলিলেন, মোস্তফা-চরণের একটা ধূলিকণার মূল্যও উহার নাই। তিনি প্রফুল্ল বদনে নিজের যথা-সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিয়া মদিনায় চলিয়া গেলেন।

(ঝ) আফলাহ নামক জনৈক মহাপুরুষ এছলাম গ্রহণ করিলে, তাঁহার দুই পায়ে দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া মাঠে লইয়া যাওয়া হইল। উমাইয়া ও তাহার ভ্রাতা ওবাই উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার এই দুর্দ্দশা করিতেছিল। এই সময় সেখানে একটা 'গোবরে পোকা' দেখিতে পাইয়া ওমাইয়া তাঁহাকে বলিল—এই দেখ, তোর খোদা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। আফলাহ গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন—'আমার তোমার ঐ কীটের এবং সকলের খোদা সেই এক আল্লাহ।' এই উত্তরে ক্রোধে আত্মহারা হইয়া নরাধম তাঁহার গলা চাপিয়া ধরিল। তাহার ভ্রাতা ওবাই তাহাকে উত্তেজিত করিয়া বলিতে লাগিল, 'আরও—এখনও হয় নাই। আসুক তাহার মোহাম্মদ, সে যাদু করিয়া তাহাকে ছাড়াইয়া লইয়া যাউক।' এই অবস্থায় আফলাহ অচৈতন্য ও নিস্পন্দ হইয়া পড়িলেন। বহুক্ষণ দেখিয়া যখন নরাধমদিগের বিশ্বাস হইল যে, তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছে, তখন তাহারা তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার চৈতন্যলাভ করিলেন। মহাত্মা আবুবাকর এই ঘটনা জানিতে পারিয়া বহু অর্থ বিনিময়ে তাঁহাকে নরাধমদিগের কবল হইতে রক্ষা করেন।

(ঞ) লাবিনা নামে ওমরের এক দাসী এছলাম গ্রহণ করিলেন। ওমর তাঁহাকে প্রহার করিতে করিতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িতেন, তখন ছাড়িয়া দিয়া বলিতেন, হতভাগিনী! আমি দয়া পরবশ হইয়া তোকে পরিত্যাগ করি নাই। একটু শ্রান্তি দূর করিয়া লই, তাহার পর আবার তোকে প্রহার করিব। লাবিনা করুণকণ্ঠে বলিতেন, ওমর! আপনি এছলাম গ্রহণ না করিলে আল্লাহ আপনাকে এই অত্যাচারের দণ্ড প্রদান করিবেন।

(ট) জেন্নিরা নাম্নী এক নব-দীক্ষিতা নারীর উপর এমন নির্দ্দয়ভাবে অত্যাচার করা হয় যে, তাহার ফলে তাঁহার চোখ নষ্ট হইয়া যায়। কোরেশগণ তখন বলিতে লাগিল—দেবী লাৎ ও ওজ্জার অভিসম্পাতে তোমার চোখ দুইটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে। লাবিনা কোরেশদিগের এই প্রলাপোক্তি শুনিয়া বলিলেন, 'লাৎ ও ওজ্জার কোন অধিকার নাই। উপরের হুকুমে আমার চোখ গিয়াছে, তিনি ইচ্ছা করিলে আমি আবার তাহা পাইতে পারিব।' নরাধমদিগের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভের পর, ক্রমে ক্রমে আবার তিনি দৃষ্টি শক্তি লাভ করিয়াছিলেন।

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

তখন কোরেশগণ বলিতে লাগিল—"মোহাম্মদ কি ভয়ঙ্কর যাদুকর দেখ দেখি, দুই চক্ষের অন্ধ আবার দৃষ্টিশক্তি লাভ করিল।" (১)

বিশ্বস্ত ইতিহাসে ও হাদিছ গ্রন্থে প্রাথমিক মুছলমানদিগের এই প্রকার বহু অগ্নি-পরীক্ষার বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক কথায় মহাত্মা আবুবাকর ও আলী ব্যতীত, প্রাথমিক যুগের প্রায় সকল মুছলমানকে, এই প্রকার লোমহর্ষণ অত্যাচার উৎপীড়নের মধ্য দিয়া আপনাদিগের কর্ত্তব্য পালন করিতে হইয়াছিল। মহাত্মা আবুবাকর নিজের ধনভাণ্ডার মুছলমানদিগের সেবার জন্য মুক্ত হস্তে বিলাইয়া দিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয় নরনারীকে পাষণ্ডদিগের কঠোর অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

কয়েক বৎসর ধরিয়া এই অত্যাচার অপ্রতিহত বেগে চালান হয়। মক্কার উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ মরুপ্রান্তর এই পরীক্ষার প্রধান কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। উল্লিখিত উপায়গুলি ব্যতীত, নরাধমেরা কাহাকে জলে ডুবাইয়া, কাহাকে অগ্নি ও তপ্ত প্রস্তরের 'ছেকাঁ' দিয়া, কাহাকে গুরুভার লৌহবর্ম্ম বিজড়িত করতঃ জ্বলন্ত বালুকার উপর ফেলিয়া রাখিয়া নিজেদের পাশবিকতা প্রকাশ করিত। বলা বাহুল্য যে, কেবল নিঃস্ব ও দরিদ্র বিশ্বাসিগণই এই প্রকারে উৎপীড়িত হইতেন না, বরং পদস্থ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও বাদ যাইতেন না। তবে শেষোক্ত শ্রেণীর বিশ্বাসীদিগের শাসন-ভার প্রায়ই তাঁহাদিগের আত্মীয় স্বজনগণের উপর অর্পিত হইত। ফলে তাঁহাদিগের প্রতি অত্যাচারের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম ছিল বলিয়া মনে হয়।

পরীক্ষার ফল।

ধৈর্য্য ও প্রেমের সমরে শত্রু যে কেবল পরাজিত হয়, তাহা নহে। বরং তাহাদিগের মধ্যে একদল লোকের মন ইহার পুণ্য-প্রভাবে অভিভূত হইয়া পড়ে। অধিকন্তু অনেক সময় ভিতরের মানুষটী তাহাদের অজ্ঞাতসারেই উৎপীড়িতদিগের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করিতে থাকে। হজরতের ও এছলামের অনুরক্ত ভক্তগণের এই সহিষ্ণুতা, এই অসাধারণ আত্মত্যাগ, এই অতুলনীয় সত্যনিষ্ঠা, এবং সত্যের মহিমা প্রচারে তাঁহাদের এই সাত্ত্বিক সাধনা ব্যর্থ যায় নাই, যাইতে পারে না। পরীক্ষার কঠোরতা ও বিশ্বাসীগণের অসাধারণ দৃঢ়তার বহু বিবরণ আমরা ভবিষ্যতে দেখিতে পাইব। এ সকল যাঁহার শিক্ষার ফল, যাঁহার জ্যোতিঃকণা প্রাপ্ত হইয়া এছলাম গগনের এই গ্রহ-নক্ষত্রগুলি এমন স্বর্গীয় সুষমায় উদ্ভাসিত—তিনি কত মহান্, তাঁহার শিক্ষা কত মহীয়সী ? (২)

---

(১) তাবকাত ২য় ভাগ ৩য় খণ্ড, এছাবা—ঐ সকল নামের বিবরণ ; কামেল ২—২৪, ২৫। এবনে-হেশাম ১—১০৯, ১০ ; বোখারী, হালবী ১—২৯৭ হইতে ৩০১ পৃষ্ঠা প্রভৃতি।

(২) পাঠকগণ এই স্থলে বাইবেল বর্ণিত যীশুর শিষ্যদিগের দুর্ব্বলতা এমন কি বিশ্বাসঘাতকতা ও মিথ্যাবাদিতার কথা মিলাইয়া দেখুন। 'আপনার জন্য প্রাণ দিব' (যোহন ১৩—৩৭) বলিয়া কঠোর প্রতিজ্ঞা

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

দেশত্যাগের সঙ্কল্প।

অত্যাচার ও উৎপীড়নের মাত্রা যখন এইরূপে ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল, তখন ভক্তগণের রক্ষার জন্য হজরতের মন অস্থির হইয়া উঠিল। দৈহিক অত্যাচার অপেক্ষা তাহাদিগের অত্যাচারের উদ্দেশ্য অতিশয় ভয়ঙ্কর। পক্ষান্তরে কোরেশগণ তাঁহাদিগকে কোথায়ও প্রকাশ্যভাবে উপাসনা করিতে দেওয়া দূরে থাকুক, কোর-আনের একটী আয়তও উচ্চারণ করিতে দিত না। একদিন কা'বাগৃহে কোর-আন পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রহার জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছিল। (১) ফলতঃ ভক্তগণের নিকট দৈহিক অত্যাচার অপেক্ষা এইগুলি অধিকতর কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহাহউক, মক্কা হইতে স্থানান্তরে যাইবার পরামর্শ স্থির হইলে, গম্যস্থান সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল। আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশী সুবিচারক ও ন্যায়দর্শী বলিয়া কোরেশদিগের মধ্যে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। মক্কাবাসিগণ মধ্যে মধ্যে বাণিজ্য ব্যবসায় উপলক্ষে আবিসিনিয়ায় গমন করিত, সুতরাং সেখানকার অবস্থা তাহাদিগের অবিদিত ছিল না। (২) যাহাহউক, এই আবিসিনিয়ায় (হাবশা) গমন করার কথাই স্থির হইল ও এই পরামর্শ অনুসারে নব-দীক্ষিত মুছলমানদিগের মধ্যে কতিপয় নর-নারী গোপনে স্বদেশ ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, এবং যথাসম্ভব সত্বর আবশ্যকীয় আয়োজন সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা জাহাজ ধরিবার জন্য, 'শোওয়ায়বা' বন্দর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। মন্ত্রগুপ্তি সমস্ত কৃতকার্য্যতার প্রথম শর্ত্ত, মোছলেম সমাজ ইহাতেও খুব পরিপক্ক ছিলেন। কাজেই তাঁহাদিগের এই সঙ্কল্প ও আয়োজনের

আবিসিনিয়ায় প্রস্থান।

করিয়াও তাঁহার প্রধান শিষ্য পিতর সামান্য কারণে, যীশুর কঠোর পরীক্ষার সময় তাঁহাকে প্রকাশ্যে অস্বীকার করিয়া আত্মরক্ষা করিতেছেন। (ঐ ১৮—১৭)। পক্ষান্তরে তাঁহার প্রধানতম শিষ্য যিহুদা, শত্রু পক্ষের সহিত নীচ ষড়যন্ত্র করিয়া নগণ্য ত্রিশটী মাত্র রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে যীশুকে ধরাইয়া দিতেছেন (মথি ২৬—১৪) তাঁহার প্রাণহানির সহায়তা করিতেছেন। অথচ এই সকল মহাত্মাকে সামান্য একটুকুও পরীক্ষায় পড়িতে হয় নাই। ইঁহারাই আবার যীশুখৃষ্টের শিক্ষা ও খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রধান বাহন।

'বৃক্ষগুলি তাহার ফলের দ্বারা পরীক্ষিত হয়'—যীশুর এই উক্তি স্মরণ রাখিয়া ফলের দ্বারা এই দুই বৃক্ষের তারতম্য আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক।

(১) তাবরী ও বোখারী।

(২) তাবরী ২—২২১, খলদুন ১—২৬ পৃষ্ঠা। এবনে-হেশাম প্রভৃতি।

কথা পত্রুপক্ষ প্রথমে কিছুই জানিতে পারিল না। কিন্তু এতগুলি লোক যখন আপনাদিগের তৈজসপত্র লইয়া একসঙ্গে নগর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন, তখন ক্রমে ক্রমে ব্যাপারখানা আর কাহারও জানিতে বাকী রহিল না। তাহারা ডাক হাঁক করিয়া লোকজন সংগ্রহ করিল এবং পলাতক নর-নারীদিগকে ধরিয়া আনার জন্য বন্দর অভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু তাহারা পৌঁছিবার পূর্ব্বেই জাহাজ নঙ্গর তুলিয়া রওয়ানা হইয়া গিয়াছিল। কাজেই পাষণ্ডগণ অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিল।

নবুয়তের পঞ্চম বর্ষের (জন্ম বৎসর ৪৫) রজব মাসে সর্ব্বপ্রথমে দ্বাদশজন পুরুষ ও চারিজন নারী, আল্লার নাম করার অপরাধে কাফেরদলের কঠোর অত্যাচারের ফলে, স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য জননী জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করিয়া দেশান্তরিত হইতে বাধ্য হইলেন। (১) আমরা নিম্নে তাঁহাদিগের নামের তালিকা প্রদান করিতেছি।

১।	ওছমান বেন-আফ্‌ফান	...	কোরেশগণের মধ্যে বংশে পদ-মর্য্যাদায় ও ধন-সম্পদে বিশেষ গণ্য মান্য ব্যক্তি।
(২)	বিবি রোকাইয়া	...	হজরতের কন্যা ও ওছমানের স্ত্রী।
(৩)	আবু হোজায়ফা	...	কোরেশের প্রধান সর্দ্দার ওৎবার পুত্র।
(৪)	বিবি ছাহলা	...	আবু হোজায়ফার স্ত্রী।
(৫)	জোবের-বেন আওয়াম।	...	বাণি আছাদ বংশের কোরেশ, ইনি হজরতের আত্মীয় ও বিখ্যাত ছাহাবী।
(৬)	মোছআব বেন ওমের।	...	গোষ্ঠীপতি হাশেমের পৌত্র।
(৭)	আবদুর রহমান-বেন আওফ		কোরেশ বংশোদ্ভব জনৈক প্রধান ব্যক্তি।
(৮)	আবু ছালামা	...	ঐ ঐ
(৯)	বিবি ওম্মে ছালেমা	...	আবু ছালেমার স্ত্রী। পরে হজরতের সহিত বিবাহিতা হন। আবিসিনিয়া যাত্রার অনেক বিবরণ ইঁহার মুখে জানা গিয়াছে।
(১০)	ওছমান বেন মাজ্‌উন।		
(১১)	আমের বেন্ রাবিয়া।		
(১২)	তাঁহার স্ত্রী লায়লা।		
(১৩)	আবু ছাবরা।		
(১৪)	হাতেব বেন আমর।		

(১) তাবরী ২—২২১, ২২; এবনে-হেশাম ১—১১০, ১১; তাবকাত ২—১৩৬; খলদুন ১—২৬;—এছাবা প্রভৃতি।

(১৫) ছোহেল বেন বায়জা।

(১৬) আবদুল্লা বেন মাছউদ। ... বিখ্যাত পণ্ডিত।

ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে একাদশ জন পুরুষ ও চারিজন নারী বলিয়া প্রথম হেজরৎ কারীদের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের হিসাব মতে মোট সংখ্যা ১৫ জন হওয়া চাই। কিন্তু তাবরী নামের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহার মোট সংখ্যা ১৬ জন হয়। এবনে ছায়াদ সংখ্যা না দিয়া ঐ ষোল জনের নাম লিখিয়া দিয়াছেন। এবনে খল্লতুন, ওছমান বেন মাজ‌উনের নাম বাদ দিয়াছেন। এবনে এছহাক আবদুল্লা বেন মাছউদের নাম বাদ দিয়াছেন। হাতেবের নামও তিনি মতান্তর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন মাত্র, গণনার মধ্যে আনেন নাই। অথচ আবিসিনিয়া যাত্রার প্রথম দলে ওছমান বেন মাজউন ও আবদুল্লাহ বেন মাছউদও যে সঙ্গে ছিলেন, তাহা চরিত অভিধান সমুহে (১) এবং এবনে ছায়াদ ও তাবরী প্রভৃতির বর্ণনায় সম্যক্‌রূপে প্রতিপন্ন হইয়াছে। এবনে-এছহাকের বর্ণনার পর এবনে-হেশাম বলিতেছেন যে, 'ওছমান বেন মাজউন এই যাত্রীদিগের দলপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।' সম্ভবতঃ এই কারণে বর্ণনকারীদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার নাম করিতে বিস্মৃত হইয়াছেন। আমরা সাধারণ ঐতিহাসিকগণের সংখ্যা গ্রহণ করিতে পারি নাই বলিয়া এই অনাবশ্যকীয় বিষয়টী লইয়া এত কথা বলিতে হইল।

প্রথম দল নিরাপদে আবিসিনিয়ায় পৌঁছিয়া সেখানে নিঃসঙ্কোচে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে আবুতালেবের পুত্র জাফরও ন্যূনাধিক ৮৩ জন মুছলমান (অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে বাদ দিয়া ধরিলে) সুযোগ ও সুবিধা দেখিয়া ক্রমে ক্রমে আবিসিনিয়ায় হেজরত করিলেন। ক্রমে ক্রমে তথায় প্রবাসী মুছলমানদিগের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল।

মুছলমানগণ রজব মাসে প্রথম যাত্রা করিয়াছিলেন, ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তাঁহারা শাবান ও রমজান মাসে সেখানে নিরুপদ্রবে অতিবাহন করিলেন। শাওয়াল মাসে

প্রত্যাবর্ত্তন।

আবিসিনিয়ায় প্রচারিত হইল যে, মক্কার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এছলাম গ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া আবদুল্লাহ এবনে মাছউদ প্রভৃতি কতিপয় মুছলমান মক্কায় চলিয়া আসিলেন। কিন্তু নগরে প্রবেশ করার পূর্ব্বেই তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে সংবাদটী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। অধিকাংশ লোক তখন প্রকৃত অবস্থা জানিবার জন্য গোপনে গোপনে মক্কায় প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কতিপয় মুছলমান পথ হইতে ফিরিয়া আবার আবিসিনিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সমাগত প্রবাসীদিগের উপর কোরেশ-দিগের অত্যাচারের অবধি রহিল না। পলাতক শিকার আবার তাহাদিগের ফাঁদে পড়িয়াছে;

(১) এছাবা, এস্তিআব, তাজরিদ।

কাজেই তাহারা অত্যাচারের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিল। কিছুদিন এই ভাবে অতিবাহিত হওয়ার পর, হজরতের উপদেশ অনুসারে পুনরায় ন্যূনাধিক একশত মোছলেম নর-নারী সুবিধা মতে আবিসিনিয়ায় প্রস্থান করিলেন।

'মক্কাবাসিগণ, এছলাম গ্রহণ করিয়াছে'—আমাদিগের ইতিহাস সমূহে এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার যে অদ্ভুত কারণ প্রদত্ত হইয়াছে, আমরা তৎসম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিব।

সার্ উইলিয়ম মূয়র ও ডাঃ মার্গোলিয়থ প্রভৃতি এই ব্যাপার লইয়া এমন কতকগুলি অসংলগ্ন ও অযৌক্তিক কথা বলিয়াছেন, যাহার উল্লেখ করাও আমরা লজ্জাকর বলিয়া মনে করি। শেষোক্ত লেখক প্রথম লেখকের দোহাই দিয়া বলিয়াছেন যে, মুছলমানেরা আবিসিনিয়া রাজের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতলব ছিল, নাজ্জাশী দ্বারা মক্কা আক্রমণ করাইবেন।' (১৫৭ পৃষ্ঠা)। সমস্ত ঐতিহাসিকসত্যের বিরুদ্ধে কেবল 'সম্ভবতঃ' 'বোধ হয়' ইত্যাদি দ্বারা এত বড় একটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মিথ্যা কথা গড়িয়া তোলার যে কি উদ্দেশ্য, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না।

অন্যায় দোষারোপ।

আমরা উপরে আবিসিনিয়া যাত্রীদিগের যে তালিকা প্রদান করিয়াছি, তাহাতে জানা যাইতেছে যে, মক্কার সম্ভ্রান্ত বংশের লোকেরাও সমানভাবে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন এবং সেজন্য তাঁহাদিগকেও যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশান্তরিত হইতে হইয়াছিল।

এখানে আর একটী বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, প্রাথমিক মুছলমানদিগের মধ্যে যাঁহারা অধিকতর নিরাশ্রয় ও নিঃস্ব ছিলেন, যাঁহাদিগের উপর পাষণ্ডেরা অধিকতর অত্যাচার করিতেছিল—সেই প্রাতঃস্মরণীয় হজরত বেলাল, আম্মার, খাব্বাব প্রভৃতির নাম এই তালিকায় নাই। তাঁহারা মোস্তফা-চরণ ছাড়িয়া দেশান্তরে যাইতে পারেন নাই। তাঁহারা সব সহিতে পারিতেন, কিন্তু মোস্তফার বিচ্ছেদ-যাতনা তাঁহাদিগের পক্ষে অসহ্য ছিল।

মুছলমান! ইহাই হইতেছে তোমার জাতীয় ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা। তুমি আজ ইহা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া বসিয়াছ, তাই জগতের সমস্ত দীনতা হীনতা, সমস্ত হেয়তা ও ভীরুতা, তোমার মধ্যে পুঞ্জীকৃত হইয়া তোমাকে একটা কাপুরুষের জাতি ও কর্ম্মজগতের দুর্ব্বহ জঞ্জালে পরিণত করিয়াছে। মুছলমান! আল্লার শিক্ষাকে ভুলিয়া, তাঁহার প্রেরিত পুণ্যতম ও পূর্ণতম মহিমময় আদর্শকে ভুলিয়া—তাঁহার শিক্ষার মূলনীতিগুলির প্রতি নির্ম্মমভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, আজ তুমি নিজের কর্ম্মফলে—অদৃষ্ট দোষে নহে—নিজের ইচ্ছায় এই ঘৃণিত অবস্থায় উপনীত হইয়াছ। দোহাই তোমার, আল্লার দোষ দিয়া নিজের বিবেককে আর প্রবঞ্চিত করিও না!

মুছলমান! হতাশ হইও না। তোমার ইতিহাস আছে, তোমার অতীতের এই স্বর্গীয় আদর্শ আছে। বর্ত্তমানকে অতীতের সহিত মিলাইয়া দাও, তোমার ভবিষ্যৎ আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিও যে, ইহা ব্যতীত তোমার উত্থানের উদ্ধারের মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই। তোমার ধর্ম্মের, তোমার ভক্তিভাজন হজরতের, তোমার জাতীয় ইতিহাসের গ্লানি ঘটনার নীচ উদ্দেশ্যে যাঁহার লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তোমার জাতীয় আদর্শের মহিমায় তাঁহারাও অনিচ্ছাসত্বে কিরূপ অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন—নিম্নে তাহা পাঠ করিয়া নিজেদের পরিণতি সম্বন্ধে বিলাপ কর!

"—The part they acted was of deep importance in the history of Islam. It convinced the Coreish of the sincerity and resolution of the converts, and proved their readiness to undergo any loss and any hardship rather than abjure the faith of Mahomet. A bright example of self-denial was exhibited to the whole body of believers who were led to regard peril and exile in 'the cause of God', as a privilege and distinction." (Muir 75.)

"তাঁহারা (নবদীক্ষিত মোছলেমগণ) যে সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, এছলামের ইতিহাসে তাহা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল কাজের দ্বারা কোরেশগণ নবদীক্ষিত বিশ্বাসী-দিগের আন্তরিকতা ও তাহাদিগের সঙ্কল্পের দৃঢ়তা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারা সকল প্রকার ক্ষতি ও ক্লেশ সহ্য করিতে পারে, কিন্তু মোহাম্মদের ধর্ম্মে আস্থাহীন হইতে পারে না। ইহা দ্বারা 'আল্লার কাজে' আত্মত্যাগের এক উজ্জ্বল আদর্শ মোছলেম সঙ্ঘের সম্মুখে স্থাপন করা হইয়াছিল—তাহারা ইহা বিশ্বাস করিতে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল যে 'আল্লার কাজে' সকল প্রকার ধ্বংস ও বিপদকে বরণ করিয়া লওয়া একটা বিশেষত্ব ও গৌরবের বিষয়।" (মুয়র ৭৫ পৃষ্ঠা)।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

কোরেশের নূতন ষড়যন্ত্র।

বহু নবদীক্ষিত মুছলমান কোরেশদিগের অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করিল, তাহারা এখন আবিসিনিয়ায় নিরাপদে অবস্থান করিতেছে, এই সকল চিন্তায় কোরেশ প্রধানগণের মন অস্থির হইয়া উঠিল। অবশেষে তাহারা সকলে মিলিয়া যুক্তি পরামর্শ দ্বারা স্থির করিল—আবিসিনিয়া রাজের নিকট প্রতিনিধি পাঠাইয়া পলাতক ও ফেরারী আসামী বলিয়া তাহাদিগকে ধরিয়া আনিতে হইবে। এই কার্য্যে সফলতা লাভের জন্য তাহারা আয়োজন ও অর্থব্যয়ের ক্রটী করিল না। আবিসিনিয়ায় আরবের চামড়ার খুব সমাদর ছিল, সেই জন্য নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট চামড়া এবং উপঢৌকন দিবার যোগ্য অন্যান্য জিনিষপত্র যথেষ্ট পরিমাণে সংগৃহীত হইল। রাজা নাজ্জাশী ও তাঁহার পারিষদবর্গের সকলকেই যাহাতে উপঢৌকন দিয়া পরিতুষ্ট করা যায়, এজন্য তাহারা ঐ সকল জিনিষপত্র বহু পরিমাণে সংগ্রহ করিল। তাহারা শেষে আবদুল্লাবেন-আবুরাবিয়া ও আমর-বেন-আছ নামক দুইজন উপযুক্ত লোককে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিল। যথাসময়ে প্রতিনিধিদ্বয় ঐ সকল উপঢৌকন লইয়া আবিসিনিয়ায় গিয়া উপস্থিত হইল।

আবিসিনিয়ায় কোরেশ দূত।

প্রতিনিধিগণ প্রথমে রাজ পারিষদবর্গকে বশীভূত করার চেষ্টা করিল। এজন্য বহু মূল্যবান্ উপঢৌকন'ত তাহাদিগের সঙ্গে ছিলই, ইহা ব্যতীত তাহারা আর একটা মন্ত্র ছাড়িয়া দিল। তাহারা পারিষদবর্গের নিকট গিয়া বলিল—দেখুন, আমাদের কতকগুলা নির্ব্বোধ বালক ও যুবক নিজেদের পিতৃপিতামহাদি পূর্ব্ব-পুরুষগণের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা আপনাদিগের ধর্ম্মে প্রবেশ না করিয়া একটা অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়াছে। উহা আমাদিগের ধর্ম্মের সহিত মিলে না, আপনাদিগের ধর্ম্মের সহিতও তাহার কোন সম্বন্ধ নাই, সেটা দুয়ের বাহির। প্রতিনিধিদ্বয় এই প্রকার উপায় অবলম্বন করিয়া পারিষদবর্গকে পূর্ব্ব হইতেই 'ঠিক' করিয়া রাখিল। প্রতিনিধি ও পারিষদগণের ষড়যন্ত্রের ফলে সিদ্ধান্ত হইল যে, রাজদরবারে এই কথা উঠিলে, পারিষদবর্গ এক বাক্যে প্রতিনিধিদিগের কথার সমর্থন করিবেন এবং রাজা যাহাতে মুছলমানদিগের কোন প্রকার কথা না শুনিয়া তাহাদিগকে প্রতিনিধিদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ করেন, পারিষদবর্গ দরবারে তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

দূতগণের ষড়যন্ত্র।

এই ষড়যন্ত্র করার পর একদিন আবদুল্লা ও আমর-বেন-আছ রাজদরবারে উপস্থিত হইয়া উপঢৌকনাদি নজর দিল। নাজ্জাশী এই উপঢৌকন গ্রহণান্তে তাহাদিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল:—"মহারাজ! মক্কার সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রসমাজ আমাদিগকে আপনার নিকট প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। মহারাজ! আমাদিগের দেশের কতিপয় উন্মার্গগামী নির্ব্বোধ যুবক, নিজেদের বাপদাদার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা আপনাদিগের ধর্ম্মে প্রবেশ না করিয়া এক অভিনব ধর্ম্ম গড়িয়া লইয়াছে। উহা আমাদের ধর্ম্মও নহে—আপনাদের ধর্ম্মও নহে, বরং দুয়ের বাহির। মহারাজ! উহাদিগের পিতা-পিতৃব্য ও আত্মীয়বর্গ—মক্কার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ—উহাদিগকে ফিরাইয়া পাইবার প্রার্থনা করার জন্য, আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। অবশ্য উহাদিগের কার্য্য-কলাপের বিচার তাঁহারাই উত্তমরূপে করিতে পারিবেন, কারণ তাঁহারা সমস্ত অবস্থা সম্যক্‌রূপে অবগত আছেন।"

প্রতিনিধিদিগের বক্তব্য শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পূর্ব্ব ষড়যন্ত্র অনুসারে, সভাসদ্‌বর্গ একবাক্যে 'ঠিক ঠিক' করিয়া উঠিলেন। তাঁহারা সকলে রাজাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, আরব প্রতিনিধিগণ অতি সঙ্গত প্রার্থনাই করিয়াছেন। মক্কার অধিবাসিগণ, প্রবাসীদিগের আত্মীয়স্বজন বৈ-ত নয়। অতএব তাহাদিগের ভালমন্দের বিচার তাঁহাদিগের হাতে ছাড়িয়া দেওয়াই সঙ্গত।

নাজ্জাশী ইহাতে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—"সে কি কথা! পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গের মধ্যে আমাকে অধিকতর ন্যায়নিষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়া কতকগুলি বিপন্ন লোক আমার রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহাদিগের মুখে কোন কথা না শুনিয়াই যে আমি তাহাদিগকে ইহাদের হাতে সমর্পণ করিব—ইহা হইতেই পারে না। বেশ, সেই প্রবাসীদিগকে দরবারে উপস্থিত করা হউক!"

নাজ্জাশীর ন্যায়নিষ্ঠা।

কিছুক্ষণ পরেই মুছলমানগণ দরবারের চাপরাশীর মুখে রাজার আদেশ শ্রবণ করিলেন, এবং অবিলম্বে কিংকর্ত্তব্য স্থির করার জন্য সকলে একত্র সমবেত হইলেন। নাজ্জাশীর কথার কিরূপ উত্তর দেওয়া সঙ্গত, পরামর্শ সভায় এই প্রশ্ন উঠিলে সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'যাহা জানি যাহা বিশ্বাস করি এবং হজরত আমাদিগকে যাহা কিছু শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার একবর্ণও গোপন করা হইবে না, ইহাতে অদৃষ্টে যাহা থাকে হইবে।' মহাপুরুষের শিষ্যগণের উপযুক্ত প্রতিজ্ঞা!

মুছলমানগণ রাজসভায় সমবেত হইলে, নাজ্জাশী তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'যে ধর্ম্মের জন্য তোমরা নিজেদের পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছ, অথচ আমাদিগের বা জগতের প্রচলিত অন্য কোন ধর্ম্ম অবলম্বন না করিয়া তোমরা যে অভিনব ধর্ম্মের বশ্যতা স্বীকার

করিয়াছ, তাহার বিবরণ আমি জানিতে চাই।' হজরত আলীর ভ্রাতা মহাত্মা জা'ফর সম্পূর্ণ নির্ভীকভাবে ও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় উত্তর করিলেন—

জা'ফরের অভিভাষণ।

"রাজন্! পূর্ব্বে আমাদিগের জাতি অতিশয় অজ্ঞ ও বর্ব্বর ছিল। এই অজ্ঞতার ফলে আমরা পুতুল প্রতিমা, চাঁদ সূর্য্য, বৃক্ষ প্রস্তর, ভূত প্রেত ও অন্যান্য বহু জড় পদার্থের পূজা উপাসনা করিতাম। মৃত জীবজন্তুর মাংস ভক্ষণ করিতাম, সমস্ত অশ্লীল কাজই আমাদিগের অঙ্গের আভরণে পরিণত হইয়াছিল। স্বজনগণের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার (১) এবং প্রতিবেশীদিগের অনিষ্ট সাধন করিতে আমরা একটুও কুণ্ঠিত হইতাম না। আমাদিগের প্রবলেরা দরিদ্রদিগকে গ্রাস করিয়া ফেলিত।—আমরা এইরূপ অবস্থায় ছিলাম, এমন সময় আল্লাহ আমাদিগের নিকট আমাদিগের একজনকে 'রছুল' করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার বংশ, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা, তাঁহার বিশ্বস্ততা ও তাঁহার নির্ম্মল চরিত্র আমরা পূর্ব্ব হইতে যথেষ্টরূপে অবগত ছিলাম। তিনি আমাদিগকে আল্লার দিকে আহ্বান করিলেন, আমাদিগকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লার উপাসনা করিতে আদেশ করিলেন এবং আমরা ও আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া যে সকল ঠাকুর দেবতা ও প্রস্তর প্রভৃতির পূজা করিয়া আসিতেছিলাম, তিনি আমাদিগকে সে সমস্ত পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি আমাদিগকে সত্যনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত হইতে, স্বজন-বর্গের হিত সাধন করিতে, প্রতিবাসীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে আদেশ করিলেন;— মিথ্যা, অশ্লীলতা, ব্যভিচার, পিতৃহীনের সম্পত্তি গ্রাস, এবং সতীসাধ্বী নারীদিগের চরিত্রে অপবাদ প্রদান করিতে নিষেধ করিলেন। তাঁহার শিক্ষার ফলে, আমরা নরহত্যা ও ঐ প্রকার নানারূপ জঘন্য পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছি। অন্য কাহাকেও কোনরূপে অংশী না করিয়া একমাত্র আল্লার দাস হইয়া থাকিতে, নামাজ পড়িতে, রোজা রাখিতে এবং জাকাত (২) দিতে তিনি আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন। (এইরূপে এছলামের অনুষ্ঠানাদির বর্ণনার পর, জা'ফর বলিলেন) আমরা তাঁহার প্রতি 'ঈমান' আনিয়াছি, এবং তিনি আল্লার নিকট হইতে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি। তাঁহারই শিক্ষামতে আমরা সেই একমেবাদ্বিতীয়মের মহিমা বুঝিতে পারিয়া একমাত্র তাঁহারই পূজা উপাসনা করিয়া থাকি। তিনি আমাদিগকে যে সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে আদেশ করিয়াছেন, আমরা তাহা পালন করিয়া থাকি এবং যে সকল পাপ কার্য্যে লিপ্ত হইতে নিষেধ করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে দূরে পলায়ন করিয়া থাকি।"

(১) কন্যা হত্যা, পুত্র বলি ইত্যাদি।

(২) প্রতিপাল্য পরিজনগণের আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহান্তে যাহা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহার ৪০ অংশের একাংশ বা শতকরা ২৷০ টাকা জনহিতকর কার্য্যে দান করিতে মোছলমানগণ শাস্ত্রানুসারে বাধ্য; ইহাকে জাকাত বলা হয়।

"রাজন! এই অপরাধে আমাদিগের স্বজাতীয়েরা আমাদিগের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছে। তাহারা সেই আল্লাহ হইতে বিমুখ হইয়া জড়পূজায়—এবং ঐ সকল ঘৃণিত পাপাচারে আবার আমাদিগকে বলপূর্ব্বক লিপ্ত করিতে চায়। এজন্য তাহারা আমাদিগের উপর অতি নির্ম্মম, অতি কঠোর, অতি ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে। তাহাদিগের সেই পৈশাচিক ক্রোধ, ঘৃণিত বিদ্বেষ ও অমানুষিক উৎপীড়নে জর্জ্জরিত ও নিরুপায় হইয়া, আমরা স্বদেশের মায়া ত্যাগ করতঃ আপনার রাজ্যে আগমন করিয়াছি—আপনার ন্যায়নিষ্ঠার সুখ্যাতি শুনিয়া অন্য কোন রাজ্যে গমন না করিয়া আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আশা করি, রাজন! আপনার সিংহাসন ছায়ায় আমাদিগের প্রতি কোন প্রকার অবিচার হইতে পারিবে না।"

জা'ফরের বক্তৃতা সমাপ্ত হইল। মুগ্ধ স্তম্ভিত অভিভূত নাজ্জাশী, ক্ষণেক পরে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—তুমি বলিয়াছ যে তোমাদিগের 'নবী' আল্লার নিকট হইতে 'বাণী' প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহার কোন অংশ তোমার স্মরণ আছে কি? জা'ফরের উত্তর শুনিয়া, নাজ্জাশী তাহার কতকাংশ পাঠ করিতে আদেশ করিলেন।

নাজ্জাশীর মীমাংসা।

মহাত্মা জা'ফর স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া, ছুরা মরিয়মের প্রথম হইতে কতকগুলি আয়াত পাঠ করিলেন। কোর-আনের সুমধুর সুগম্ভীর ভাষা, হজরত ইছা ও হজরত এহ্‌য়ার জন্ম বৃত্তান্ত ও মহত্ত্ব বর্ণনা, সরল সুবোধগম্য যুক্তি তর্কের দ্বারা এহুদী ও খৃষ্টান চরমপন্থীদিগের বিশ্বাসে প্রতিবাদ, এছলামের উদার সত্যপ্রিয়তা, এ সমস্ত এক সঙ্গে সভাস্থলে একটা নূতন ভাবের তরঙ্গ বহাইয়া দিল। নাজ্জাশী আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, তাঁহার দুই গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। মোহিত ও উদ্বেলিত হৃদয় নাজ্জাশী তখন উত্তেজিত স্বরে বলিলেন:—'নিশ্চয়ই ইহা এবং যীশু যাহা আনিয়াছিলেন, উভয়ই একই জ্যোতিঃ-কেন্দ্র হইতে আবির্ভূত।' অতঃপর তিনি প্রতিনিধিবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—'যাও তোমাদিগের দরখাস্ত না-মঞ্জুর। আমি ইহাদিগকে কখনই তোমাদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে পারিব না।'

দূতগণের নূতন অভিসন্ধি।

কোরেশ দূতগণ এইরূপ অকৃতকার্য্য হইয়া লজ্জায় ও ক্ষোভে একেবারে ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িল। আমর বেন-আছ তখন ভাবিয়া চিন্তিয়া আর এক 'অভিসন্ধি' বাহির করিল। সে তাহার সঙ্গিগণকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল—দেখ, মুছলমানেরা যীশুকে মানব-তনয় ও আল্লার দাস বলিয়া থাকে।* খৃষ্টানেরা কিন্তু তাঁহাকে ঈশ্বর পুত্র ও ঈশ্বর বলিয়াই বিশ্বাস করে। কাল সকালে রাজসভায় উপস্থিত হইয়া এই মন্ত্র খাটাইতে হইবে। ধর্ম্মবিদ্বেষ ও গোঁড়ামির নিকট সমস্ত ন্যায়নিষ্ঠা পরাজিত হইয়া যায়। খুব সম্ভব এই মন্ত্র খাটাইয়া আমরা নিজেদের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিব।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই পরামর্শ অনুসারে প্রাতে উঠিয়াই তাঁহারা রাজসভায় উপস্থিত হইয়া আপনাদিগের বক্তব্য রাজার কাণে তুলিয়া দিল। রাজা পূর্ব্ববৎ মুছলমানদিগকে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্য সংবাদ দিলেন। গত কল্যকার সভায় সত্যের জয় দর্শনে মুছলমানগণ বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছিলেন এবং বিপদ কাটিয়া গিয়াছে মনে করিয়া সকলে স্বচ্ছন্দ চিত্তে অবস্থান করিতেছিলেন। এমন সময় রাজদূতের মুখে সমস্ত বিবরণ শুনিয়া একটা নূতন বিপদের আশঙ্কায় তাঁহারা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু ধন্য তাঁহাদের মনের বল, ধন্য তাঁহাদের ঈমানের তেজ! তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় স্থির করিলেন—'যীশু সম্বন্ধে যাহা সত্য বলিয়া জানি, আমাদের হজরত আমাদিগকে যাহা শিক্ষা দিয়াছেন, নিরাবিল ভাবে তাহা ব্যক্ত করিয়া দিতে হইবে। সত্য গোপন করা সম্ভবপর নহে, ইহাতে যে কোন বিপদ ঘটে, আমরা আনন্দের সহিত তাহা বহন করিব।

নূতন পরীক্ষা ও মুছলমানগণের দৃঢ়তা।

এই হাদিছের বর্ণনাকারিণী বিবি ওম্মেছালেমা বলিতেছেন—'এমন বিপদে আমরা আর কখনই পড়ি নাই।' বিপদের গুরুত্ব সহজেই বোঝা যাইতে পারে। ষষ্ঠ শতাব্দীর সেই খৃষ্টান রাজা যে নিজের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মবিশ্বাসের—তাহাও আবার স্বয়ং যীশু সম্বন্ধে—প্রতিবাদ শ্রবণ করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিবেন না, এ বিশ্বাস মুছলমানদিগের মনে বদ্ধমূল হওয়া স্বাভাবিক। ইহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহাও তাঁহারা সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু ধন্য দৃঢ়তা! কোরআনের শিক্ষা এবং মোস্তফার সাহচর্য্যের ফলে, তাঁহারা সত্যের তেজে এমনই দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, এক্ষেত্রেও তাঁহাদিগের বীর হৃদয় একটুও নমিত একটুও দমিত হইল না। আমাদিগের ন্যায় দূরদর্শিতা তাঁহাদিগের ছিল না! তাঁহারা সত্যকে নিরাবিল ভাবে ব্যক্ত করিতেন, 'মাছলেহাৎ' নামক দেবতার পূজা তাঁহারা কখনই করেন নাই। আমাদিগের এই দূরদর্শিতা তাঁহাদিগের অভিধানে কাপট্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হইত। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে এই শ্রেণীর দূরদর্শী বা কপট চিরকালই হেয় ও পর-পদদলিত হইয়া থাকে—কিন্তু সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী।

যীশু সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

মুছলমানগণ দরবারে সমবেত হইলে, রাজা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—'মরিয়মতনয় যীশু সম্বন্ধে তোমরা কি বলিয়া থাক?'

জাফর দৃঢ়কণ্ঠে অথচ ভদ্রভাবে উত্তর করিলেন—'রাজন! আমাদিগের নবীর শিক্ষানুসারে আমরা তাঁহাকে আল্লার দাস, মানুষ, সতীসাধ্বী মরিয়মের পুত্র, আল্লার সংবাদ-বাহক, সাধু সজ্জন ও মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকি।' জা'ফরের কথা শেষ হইতেই নাজ্জাশী উচ্চ-কণ্ঠে বলিলেন—'ঠিক কথা, অতি সমীচীন কথা। যীশুও ইহার অতিরিক্ত কিছুই বলেন নাই।' তখন কোরেশ প্রতিনিধিদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি উগ্রস্বরে বলিলেন—

চলিয়া যাও, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, তোমরা আমার রাজ্যের অকল্যাণ।' সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের সমস্ত উপঢৌকন ফিরাইয়া দেওয়া হইল। (১)

নাজ্জাশী Negus শব্দের আরবী রূপান্তর, উহার অর্থ রাজা। নাজ্জাশীর নাম ছিল আছমাহা! প্রবাসী মুছলমানগণ স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়ার সময় তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে হজরতের নিকট যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয় যে, নাজ্জাশী এছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। নাজ্জাশীর মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইলে, হজরত সমস্ত বিশ্বাসীদিগকে লইয়া তাঁহার জানাজার নামাজ পড়িয়া তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। (২)

নাজ্জাশীর এছলাম গ্রহণ

সত্য কিরূপে নিজে নিজের পথ পরিষ্কার করিয়া লয়, শত্রুতা ও বিরুদ্ধাচরণের মধ্য দিয়া কিরূপে তাহার জয় আরম্ভ হয়, এই ঘটনায় তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। মুষ্টিমেয় উৎপীড়িত মুছলমান, কোরেশদিগের অত্যাচারে অস্থির হইয়া আবিসিনিয়ায় পলায়ন করিলেন, ঘটনার ইহাই বাহ্য দৃশ্য। কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে, প্রকৃতপক্ষে ইহাই এছলামের বিদেশে প্রেরিত প্রথম "মিশন।" আর কোরেশদিগের প্রতিনিধি প্রেরণই নাজ্জাশীর এছলাম গ্রহণের প্রধান কারণ। বস্তুতঃ শত্রুরাই সত্যের জয় লাভের প্রধান সহায়। সেই জন্য পরীক্ষার কোন অবস্থায় এবং সাধনার কোন স্তরে, সত্যের সাধকের পক্ষে বিচলিত হওয়া উচিত নহে।

আমাদিগের পরম বন্ধু মার্গোলিয়থ সাহেব এখানে অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি অনেক সময় স্বীয় দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করার জন্য এমাম আহমদ বেন-হাম্বলের মোছনাদের দোহাই দিয়া থাকেন, কিন্তু এই বিবরণ উপলক্ষে মোছনাদের নাম করিতে তাঁহার সাহসে কুলায় নাই। তিনি ঘটনার সত্যতা অস্বীকার করিতে না পারিয়া, নলদিকির দোহাই দিয়া এই সংশয় উপস্থিত করিতেছেন যে, আরব ও আবিসিনিয়ানগণ যে পরস্পরের কথা বুঝিতে পারিত, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। (১৫৮ পৃষ্ঠা) কিন্তু ইহার পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় তিনি বলিয়া আসিয়াছেন যে, এই রাজ্যের সহিত মক্কাবাসীদিগের বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত ছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন যে, আবিসিনিয়া রাজের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাদ্বারা মক্কা আক্রমণ করাইবার জন্য এই প্রবাসীগণ তথায় প্রেরিত হইয়া ছিল। সুতরাং তাঁহার এই সংশয়ের মূল্য যে কতটুকু, তাহা সহজেই বোধগম্য। আবিসিনিয়ার ভাষা ও আরবীর মধ্যে পার্থক্যও খুব সামান্য। পাঠক এখানে ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, এই শ্রেণীর লেখকেরা দ্বাদশ বর্ষ বয়স্ক কোরেশ বালকের পক্ষে গ্রিক্ সিরিয়ান ও হিব্রু ভাষার সাহায্যে সমস্ত ধর্ম্মতত্ত্ব আয়ত্ত করা সম্ভবপর বলিয়া মনে করেন।

মার্গোলিয়থের চাঞ্চল্য।

---

(১) মোছনাদ আহমদ ১ম খণ্ড ২০১—৩ পৃষ্ঠা। এবনে-হেশাম ১—১১৫-১৭; কামেল ২, ২৯—৩০।
(২) বোখারী, মোছলেম।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ঐতিহাসিক প্রমাদ।

"لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ و لا من خلفہ - تنزیل من حکیم حمید"

'আবিসিনিয়া প্রবাসী মুছলমানগণ, যে কোন উপায়ে হউক, শুনিতে পাইয়াছিলেন যে, কোরেশগণ এছলাম গ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে কয়েকজন (সংখ্যা বা নামের নির্ণয় নাই) মক্কায় চলিয়া আসিলেন। কিন্তু হঠাৎ নগরে প্রবেশ না করিয়া, তাঁহারা বাহিরে বাহিরে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সংবাদটা ভিত্তিহীন।' পূর্ব্ব অধ্যায়ে এই বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই প্রকার ভিত্তিহীন সংবাদ রটনার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া তাবরী ও এবনে ছাআদ যে সকল বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিতেও আমরা লজ্জা বোধ করিতেছি।

মিথ্যা জনরব ও তৎপ্রচারের কারণ।

আমাদের ঐতিহাসিক ও কথকগণ বলিতেছেন যে, কোরেশদিগের বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতা দর্শনে হজরতের মনে হইতে লাগিল যে, এখন যদি এমন কোন 'অহি' না আসে, যাহাতে কোরেশদিগের বিরুদ্ধে কঠোর কথা আছে, তাহা হইলে খুব ভাল হয়। এই সময় 'আন্নাজ্‌ম' ছুরা অবতীর্ণ হইল। হজরত এই ছুরা পাঠ করিতে করিতে—

মোস্তফা চরিত্রে ভীষণ দোষারোপ।

افرایتم اللات و العزی - و مناۃ الثالثۃ الاخری

এই আয়ৎ পর্য্যন্ত পৌঁছিলেন—যে হেতু তিনি কোরেশদিগকে শান্ত ও রক্ত করার জন্য মনে মনে কল্পনা জল্পনা করিতেন—শয়তান তাঁহার মুখে—

تلک الغرانیق العلی و ان شفاعتہن ترتضی

এই দুইটী পদ পুরিয়া দিল। কোরেশগণ যখন এই সংবাদ শুনিতে পাইল, তখন তাহাদিগের আনন্দের আর অবধি রহিল না। মুছলমানদিগের বিস্ময়ের কোন কারণ ছিল না, নবীর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করাই' তাহাদিগের ধর্ম্ম। তাহার পর, যখন ছুরার শেষে হজরত ছেজদার স্থানে আসিলেন, তখন তিনি ছেজদা করিলেন। মুছলমানেরা আপনাদিগের ধর্ম্ম বিশ্বাস মতে তাঁহার সঙ্গে সেজদায় যোগদান করিল। কোরেশ ও অন্যান্য বংশের যে সকল পৌত্তলিক সেখানে

উপস্থিত ছিল, হজরত তাহাদিগের দেবদেবীর প্রশংসা করিয়াছেন দেখিয়া, তাহারাও সেজদা করিল। এই সেজদার সংবাদ আবিসিনিয়া প্রবাসী মুছলমানদিগের কর্ণগোচর হইল, তাঁহা-দিগকে বলা হইল যে, কোরেশগণ এছলাম গ্রহণ করিয়াছে। এই সংবাদ শুনিয়া কয়েকজন প্রবাসী মক্কায় চলিয়া আসিলেন এবং অবশিষ্ট সকলে সেখানেই থাকিলেন।

অতঃপর জিব্রাইল হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া (তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়া) বলিতে লাগিলেন—মোহাম্মদ! তুমি কি করিয়া বসিলে? আমি খোদার নিকট হইতে আনি নাই এমন সমস্ত আয়ত তুমি লোকদিগের সম্মুখে কেন পাঠ করিলে? খোদা যাহা তোমাকে বলেন নাই, তুমি তাহা কেন বলিলে? ইহাতে হজরত যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হইলেন এবং তাঁহার আল্লার ভয় অত্যন্ত অধিক হইল। আল্লাহ তাঁহার উপর অত্যন্ত দয়ালু ছিলেন, এই সময় কোর-আনে এই মর্ম্মের আয়াৎ নাজেল হইল যে, প্রত্যেক নবীর মুখেই শয়তান এইরূপ পাপ কথা ঢুকাইয়া দিয়া থাকে, ইহাতে তুমি একাই লিপ্ত হও নাই। তাহার পর আল্লা শয়তানের অংশ (বচনাংশ) বাতিল করিয়া দিয়া তাঁহার যে আসল কালাম, তাহাই বলবৎ রাখেন। তখন ছুরা হজ্জের এই আয়ৎ অবতীর্ণ হইল ঃ——

"খ" و ما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته و الله عليم حكيم -

অতঃপর আল্লাহ তাঁহার চিন্তা ও দুঃখ দূর করিলেন, শয়তান তাঁহার মুখে যে দুইটী পদ প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল, তাহা—

"গ" الكم الذكر و له الانثى - تلك اذا قسمة ضيزي ...... لمن يشاء و يرضى

এই আয়ৎগুলি অবতীর্ণ করিয়া বাতিল করিয়া দিলেন।

আর একটী বর্ণনায় কথিত হইয়াছে যে, জিব্রাইল ফেরেশ্‌তার ভৎর্সনার পর হজরত বলিতেছেন—افتريت على الله الخ 'আমি আল্লার নামে মিথ্যার সৃষ্টি করিয়াছি, তিনি যাহা বলেন নাই আমি তাহা বলিয়াছি।' এই বর্ণনায় ترتضي স্থলে لترجي শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। এই বর্ণনায় আরও কথিত হইয়াছে যে, জিব্রাইল সন্ধ্যাকালে আসিয়া যখন ঐ ছুরাটী শুনিতে চাহিলেন, তখনও হজরত, শয়তান রচিত ঐ পদ দুইটী অন্যান্য পদের সঙ্গে তাঁহার নিকট আবৃত্তি করিয়াছিলেন। এই সময়েই জিব্রাইল প্রতিবাদ করেন। এই বর্ণনার মধ্যে আর একটী আয়ৎ অবতীর্ণ হওয়ার কথা আছে। (১)

খৃষ্টান লেখকগণ এই বিবরণটী পাইয়া যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছেন, তাহা তাঁহা-দিগের লেখা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। হইবারই কথা, যাঁহারা হজরতের চরিত্রে কোন

(১) তাবরী ২—২২৬, ২৭; তাবকাৎ ২—১৩৭, ৩৮।

প্রকার দোষারোপ করিবার মত একটা সত্য মিথ্যা সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন, যাঁহারা সেজন্য অর্থ সময় ও শ্রমের অপচয় করিতে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হন নাই—সেই জীবনব্যাপী পণ্ডশ্রমের পর এ হেন বিবরণ হস্তগত হইলে তাঁহারা যে আনন্দে আত্মহারা হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কথা কি আছে ?

বিষয়টার গুরুত্ব চিন্তা করিয়া, আমরা তৎসম্বন্ধে কয়েক দিক্ দিয়া একটু বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। কাজেই উহা যে দীর্ঘসূত্র হইয়া পড়িবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

এই ঘটনা সম্বন্ধে প্রাচীন ও আধুনিক লেখকগণ, বিভিন্ন ভাষায় যে সকল আলোচনা করিয়াছেন, সেগুলি প্রায় সমস্তই এখন আমাদিগের সম্মুখে আছে। এই লেখকগণ বিভিন্ন দিক দিয়া এই বিবরণটার সত্য বা মিথ্যা হওয়ার বিচার করিয়াছেন—সত্য, কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আভ্যন্তরিক সাক্ষী প্রমাণগুলি লইয়া সূক্ষ্মভাবে কেহই তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হন নাই। আমাদিগের মতে ঐ বিবরণের সহিত 'নাজ্‌ম' ছুরাটী মিলাইয়া পড়িলেই সহজে ও অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইবে যে, উহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মিথ্যা-উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য।

এই বিবরণে কথিত হইয়াছে যে :—

প্রথম দফা—

(ক) আলোচ্য সময়ে হজরত ছুরা নাজ্‌ম পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া উহা এক সঙ্গে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া ছিলেন। ঐ ছুরার শেষে সেজদার আয়ৎ থাকায়, ছুরা পাঠ শেষ হইয়া যাওয়ার পর, হজরত সেজদা করিলেন।

(খ) হজরতের সেজদা দেখিয়া মুছলমান ও কোরেশ পৌত্তলিকগণ সকলে সেজদা করিয়াছিলেন।

(গ) কোরেশগণ মুছলমান হইয়াছে, এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার মূল কারণ হইতেছে, কোরেশদিগের এই সেজদা।

পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে, হজরত একই সময়ে একই বৈঠকে এবং একই সঙ্গে ছুরা নাজ্‌মের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াছিলেন, আলোচ্য বিবরণে ইহা খুব স্পষ্টরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় দফা—

(ক) লাৎ ওজ্জা ও মানাতের নাম সম্পর্কিত আয়াৎ দুইটী পাঠ কালে, হজরত শয়তান কর্ত্তৃক (মায়াজাল্লাহ) বা নিজের মনের ভুলে প্রবঞ্চিত হইয়াছিলেন।

(খ) হজরত লাৎ ওজ্জা ও মানাৎ নাম্নী দেবীগণের স্তুতি করাতে কোরেশগণ খুব আনন্দিত হইল এবং বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, মোহাম্মদের সহিত এক রকম মিটমাট হইয়া গিয়াছে।

(গ) তাহার পর সে সভা ভঙ্গের বহুক্ষণ পরে, জিব্রাইল আসিলে এবং তাঁহার সঙ্গে কথোপকথন হইলে হজরত বিলাপ ও মনস্তাপ করিতে লাগিলেন। তাহার পর—

و ما ارسلنا من قبلک من رسول و لا نبي الا اذا تمنى الايه

এই আয়তটী অবতীর্ণ হইল।

(ঘ) হজরতের ভাবনার অবধি রহিল না। তাই তছল্লি দিবার জন্য এই মর্ম্মের আয়ৎ অবতীর্ণ হইল যে, সকল নবী ও রছুলের মুখেই শয়তান ঐরূপ নিজের কথা পুরিয়া দেয়, তখন আল্লাহ শয়তানের অংশটা বাতিল করিয়া নিজেরটুকু পাকা করিয়া লন। (১)

(ঙ) ছুরা হজ্জের আয়তটী অবতীর্ণ হওয়ার পর, উহার মর্ম্মানুসারে আল্লাহ শয়তানের বচনাংশ বাতিল করিবার জন্য, ঐ লাৎ ওজ্জা ও মানাতের অক্ষমতা ও শক্তি-হীনতা সংক্রান্ত আয়ৎ কয়টী অবতীর্ণ করেন। পৌত্তলিকগণ ইহাতে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া

তর্কিভূত আয়ৎ।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা নিম্নে তর্কীভূত আয়তটী ও তাহার অনুবাদ প্রদান করিতেছি। ছুরা নাজ্‌মে আয়তটী এইভাবে আছে:——

افرايتم اللات و العزى ' و منات الثالثة الخرى ؟ الكم الذكر و له الانثى ؟
تلک اذا قسمة ضيزى ! ان هى الا اسماء سميتموها انتم و آبائكم ما انزل الله بها
من سلطان - ان يتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس' و لقد جائهم من ربهم الهدى
(الى قوله تعالى) لمن يشاء و يرضى -

(ক) "(হে মক্কাবাসীগণ! মোহাম্মদ স্বর্গে মর্ত্তে সেই অসীম ও পরম শক্তিশালী প্রভুর যে সকল মহিমা দর্শন করেন) তোমরা কি নগণ্যা লাৎ ও ওজ্জাতে বা তৃতীয়া মানাতে তাহা (সেই মহিমা ও শক্তির নিদর্শন) দেখিতেছ? (তোমরা নিজেদের জন্য কন্যা পছন্দ কর না) (খ) তবে কি পুরুষগুলি তোমাদের ও নারীগুলি তাঁহার? অতএব ইহা অতি অসঙ্গত বিভাগ! এই (লাৎ ওজ্জাম্মানাৎ প্রভৃতি বোৎ) গুলি (অবাস্তব) নাম মাত্র, তোমরা ও তোমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ ঐ গুলিকে গড়িয়া লইয়াছ মাত্র; আল্লাহ উহার জন্য কোন প্রমাণ নিদর্শন প্রদান করেন নাই। (অর্থাৎ ঐ গুলি অবাস্তব ও প্রমাণহীন নামসমষ্টি মাত্র)। তাহারা কেবল কল্পনা ও অনুমানেরই অনুসরণ করিয়া থাকে, এবং তাহাদিগের মন যাহা চায়

(১) এই অনুবাদ বা ব্যাখ্যা ঐ বর্ণনাকারীদিগের মতানুসারেই লিখিত হইতেছে।

(তাহাই করিয়া থাকে) অথচ তাহাদিগের কাছে তাহাদিগের প্রতিপালকের নিকট হইতে পথপ্রদর্শক আসিয়াছে।......"। (ছুরা 'নাজম')।

আলোচ্য উপকথার রচয়িতা ও কথকগণ বলেন যে, "তবে কি" হইতে পরবর্ত্তী আয়ৎগুলি জিব্রাইলের সহিত হজরতের দেখা সাক্ষাৎ কথোপকথন অনুশোচনা এবং অপর ছুরার দুইটী আয়াৎ অবতীর্ণ হইবার পর, শয়তানী অংশকে বাতিল করিবার জন্য অবতীর্ণ করা হইয়াছিল। অধিকন্তু হজরত ঐ অংশটী পাঠ ও প্রচার করিলে, 'আবার মোহাম্মদ আমাদিগের দেবদেবীর নিন্দা করিতেছে' বলিয়া, কোরেশগণ একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠে এবং মুছলমানদিগের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচার করিতে থাকে।

আমরা এখন স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছি যে, এই বিবরণ সম্পূর্ণরূপে অবিশ্বাস্য ও একেবারে অগ্রাহ্য। কারণ, উহাতে মূল ঘটনা সম্বন্ধে এমন দুইটী পরস্পর বিপরীত কথা বলা হইয়াছে, যাহার সমীকরণ অসম্ভব। তাঁহারা বলিতেছেন যে :—

স্পষ্ট মিথ্যা।

(ক) হজরত একই সময়ে একই বৈঠকে একবারে ছুরাটীর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া সেজদা করিলেন।

(খ) অতএব এই পাঠের অন্ততঃ পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ঐ ছুরাটী সম্পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহারা আবার সেই নিশ্বাসে বলিতেছেন :——

লাৎ ওজ্জা প্রভৃতির অকিঞ্চিৎকরতা সংক্রান্ত আয়তগুলি দীর্ঘ সময় পরে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে হজরতের একেবারে সম্পূর্ণ ছুরা নাজ্‌ম পাঠ ও তৎপর সেজদা করার ঘটনাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা হইয়া যাইবে। আর যদি বলা হয় যে বস্তুতঃ হজরত সে সময় এক সঙ্গে সম্পূর্ণ ছুরাটীর আবৃত্তি শেষ করিয়াছিলেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, লাৎ ওজ্জার নিন্দামূলক আয়তগুলিও সঙ্গে সঙ্গে পঠিত হইয়াছিল। তাহা হইলে কোরেশের প্রথমকার সন্তোষও সেজদা এবং পরবর্ত্তী সময়ের অসন্তোষ ইত্যাদির গল্পটী মিথ্যা হইয়া যায়। কারণ হজরত যখন ঐ ছুরা পাঠ করিয়াছিলেন, তখন কোরেশদিগের আপত্তিজনক আয়ৎগুলিও ত সেই সঙ্গে সঙ্গেই পঠিত হইয়াছিল।

সব ছাড়িয়া দিয়া কোরআনের ঐ আয়ৎটীর প্রতি একটুকু মনোযোগ প্রদান করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই বিবরণটী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মিথ্যা-কল্পনা মাত্র।

সমস্ত তর্কের মূল এই কথার উপর নির্ভর করিতেছে যে, 'খ' চিহ্ন হইতে পরবর্ত্তী আয়াৎগুলি (যাহাতে লাৎ ওজ্জা প্রভৃতির অকিঞ্চিৎকারিতা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে) 'ক' চিহ্নিত আয়তটীর পরেই অবতীর্ণ বা পঠিত হয় নাই।

দ্বিতীয় প্রমাণ।

বরং প্রথমাংশ পঠিত হইলে, শয়তান হজরতের মুখে—"উহারা (লাৎ ওজ্জা ও মানাৎ) অতীব সম্ভ্রান্ত ও মহিমান্বিত, নিশ্চয় উহাদিগের অনুরোধ গ্রাহ্য হইয়া থাকে"—এই কথাগুলি ঢুকাইয়া দিয়াছিল। তাহার পর 'খ' চিহ্ন হইতে শেষের আয়তগুলি অবতীর্ণ হইলে তাহারা দেখিল, হজরত আবার তাহাদিগের দেবীগণের নিন্দাবাদ করিতেছেন। ইহাতেই তাহারা চটিয়া যায়। ফলতঃ 'ক' চিহ্নিত আয়তটী যে তখন সেই মজলিসে পঠিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে কাহারও দ্বিমত নাই। এখন ঐ 'ক' চিহ্নিত আয়তেই যদি এরূপ কোন কথা থাকে, যাহাতে (শেষোক্ত আয়তের ন্যায়) ঐ দেবীগণের হেয়তা প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে এই উপকথাগুলির মূলই কাটিয়া যায়।

এই আয়াতে লাৎ, ওজ্জা ও মানাৎ নামের সঙ্গে اخرى 'ওখরা' বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। উহার অর্থ হেয় নগণ্য বা নীচ। ইহার প্রমাণার্থে আমরা ভাষা সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রধান তফছিরগুলির মন্তব্য নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

و (الاخرى) ذم و هى المتاخرة الوضيعة المقدار لقوله تعالى و قالت اخراهم لاولهم اي وضعائهم لرؤسائهم و اشرافهم - (كشاف ' ج ٣ ص ١٤٥)

'ওখরা' মন্দার্থ বিশেষণ, উহার অর্থ—'অপদার্থ, নগণ্য, নীচ এবং সম্মান ও মূল্যহীন।' কোরআনের আয়তের দ্বারা লেখক ইহার প্রমাণ দিয়াছেন। (১) মাদারেক খাজেন প্রভৃতি তফছিরেও এই অর্থ করা হইয়াছে। (২)

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, 'ক' চিহ্নিত আয়তেই ঐ 'দেবী'গুলিকে নগণ্য অপদার্থ ও অকিঞ্চিৎকর বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সুতরাং এই উপকথাটার সমস্ত মূলই এখানে কাটিয়া যাইতেছে। কারণ, তাহাদের দেবীগণের নিন্দার জন্য অসন্তোষের যে কারণ 'খ' চিহ্নিত আয়তে ছিল, তাহার প্রথমাংশেও অর্থাৎ 'ক' চিহ্নিত আয়তেও তাহা সমানভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। বরং একটু ভাবিয়া দেখিলে সহজে জানা যাইবে যে, আয়তের শেষাংশে পৌত্তলিকদিগের কার্য্য-কলাপের—পৌত্তলিকতার—অসারতা বর্ণনা করা হইয়াছে মাত্র, তাহাদিগের দেবদেবীদিগের বিষয়ে কোন প্রকার মতামত সেখানে প্রকাশ করা হয় নাই। কিন্তু তাহাদের ক্রোধের মূল কারণ যে লাৎ মানাতাদির নিন্দা—তাহা ত আয়তের প্রথমাংশেই স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে। সুতরাং মধ্যস্থলে এই শয়তানী কাণ্ডকারখানার কল্পনা একটা শয়তানী প্ররোচনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই প্রসঙ্গে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সে সময় মক্কায়, এমন কি কথিত সভাস্থলে, বহু মুছলমানও উপস্থিত ছিলেন। ইহা ব্যতীত বহু কোরেশ তথায় উপস্থিত

(১) কাশ্শাফ ৩—১৪৫ পৃষ্ঠা।
(২) দেখ—খাজেন ৪—২০৫ ; মাদারেক ৪—২০৫ ; গারায়েব, বাইজাবী, প্রভৃতি।

তৃতীয় প্রমাণ।

ছিল। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে (যেমন হামজা, ওমর, আমর-বেন আছ প্রভৃতি) ক্রমে ক্রমে, এবং মক্কা বিজয়ের পর অন্য সকলেই এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শতাধিক মোছলেম নরনারী তখন আবিসিনিয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহাদিগেরই মধ্য হইতে কতিপয় 'ছাহাবা' ঐ ভিত্তিহীন সংবাদ শুনিয়া মক্কায় আগমন করিয়া কাফেরদিগের অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই প্রতক্ষ্যদর্শী শত শত ছাহাবীগণের—এমন কি যাঁহারা ঐ ঘটনার সহিত প্রত্যক্ষভাবে বিজড়িত তাঁহাদের—মধ্যেকার একটী প্রাণীও এই ঘটনার বিষয় জানিতে শুনিতে পারিলেন না, একজনও কোন সূত্রে কোন অবস্থায় এই শয়তানী কাণ্ডের একটু আভাস ঘূণাক্ষরেও দিলেন না! ইহা হইতে জানিতে পারা যাইতেছে যে, হজরতের ও তাঁহার সহচরবর্গের সময়ের পর এই বিবরণটী যে কোন কারণে হউক, কল্পিত রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। (১)

(১) কারণের আলোচনা আমরা পরে করিব।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

" وانا له لحافظون "

ভীষণা উক্তি।

এই গল্পটী যাঁহারা রচনা করিয়াছেন, এই ভীষণা উক্তি প্রথমে যাঁহাদিগের মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছে, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, তাঁহারা হজরতের চরিত্রের উপর যে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা গুরুতর ও সাংঘাতিক আক্রমণ আর কিছুই হইতে পারে না। পাঠক, একবার অবস্থাটা বিবেচনা করিয়া দেখুন—"অকৃতকার্য্যতার ঘাত-প্রতিঘাতে অবসাদগ্রস্ত হইয়া, হজরত মক্কাবাসীদিগের সহিত সন্ধি করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছেন। কোরেশ-দিগের অপ্রীতিকর কোন আয়ত অবতীর্ণ না হয় এবং তাহারা যাহাতে সন্তুষ্ট হয় এমন আয়ত যাহাতে অবতীর্ণ হয়, এজন্য তাঁহার হৃদয় একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে। তাহার পর, তিনি কোরেশদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কোরআনের আয়তের সঙ্গে, আল্লার প্রতি অপবাদ দিয়া লাৎ ওজ্জা প্রভৃতির পূজা-উপাসনার সমর্থন মূলক কতকগুলি 'জাল' আয়ত মিশাইয়া দিলেন। কোরেশগণ তাঁহার এই কার্য্যে যথেষ্ট সন্তোষ লাভ করিয়া বলিতে লাগিল—মোহাম্মদের ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতিলয়াদির কর্তৃত্ব করুন, আমাদিগের তাহাতে আপত্তি নাই। আমরা'ত বলিয়া থাকি যে, এই ঠাকুর দেবতাদিগের পূজা অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া খোদার নিকট প্রার্থনা ও অনুরোধ করেন, খোদা সেই অনুরোধ মঞ্জুর করিয়া থাকেন। এখন মোহাম্মদ আমাদিগের এই কথাগুলিকে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন।" হজরতের চরিত্রের উপর, এছ্-লামের মূল নীতির উপর এবং কোরআনের শিক্ষার উপর ইহাপেক্ষা ভীষণতর ও জঘন্যতর আক্রমণ আর কি হইতে পারে! তাবরী ও এবনে ছায়াদ ব্যতীত আরও কয়েকজন গ্রন্থকার এই বিবরণটীকে নিজ নিজ পুস্তকে স্থান দান করিয়াছেন। বোখারীর বিখ্যাত টীকাকার হাফেজ এবনে হাজর আস্কালনী এই বিবরণের 'ভিত্তি' বাহির করিবার জন্য আদা জল খাইয়া লাগিয়া গিয়াছেন। 'রেওয়ায়ৎ' নামে কিছু দেখিতে পাইলে, তিনি অনেক সময় অন্য সমস্ত বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক প্রমাণের দিক হইতে একেবারে চোখ বন্ধ করিয়া লইয়া, কেবল রাবী ও রেওয়ায়েৎ লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়েন। যাহা হউক, ব্যক্তি বিশেষের মত ও সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিতে এছলাম আমাদিগকে বাধ্য করে নাই, বরং প্রত্যেক বিবরণের সত্য মিথ্যা উত্তমরূপে

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিচার করিয়া তৎসম্বন্ধে মতামত নির্দ্ধারণ করার জন্য আমরা এছলাম কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। (১)

বিবরণের ঐতিহাসিক ভিত্তি।

১। এই বিবরণগুলির বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, যাঁহারা এই গল্প প্রচার করিয়াছেন বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ ঘটনা অবগত হওয়া সম্ভবপর কিনা? তাহার পর দেখিতে হইবে যে, বর্ণনাকারীগণ সকলে পরিচিত ও বিশ্বস্ত কিনা?

এই বিবরণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, আমরা দেখিতে পাইব যে, এই সমস্ত বিবরণের মূল বর্ণনাকারী বলিয়া যাঁহাদের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে একজনও হজরতকে দর্শন করেন নাই। এবনে ছায়াদ, আবুবাকর নামক জনৈক ব্যক্তির প্রমুখাৎ এই ঘটনার বিবৃত্তি করিতেছেন। কিন্তু চরিত-শাস্ত্রে দেখা যায় যে, এই আবুবাকর ত দূরের কথা, তাঁহার পিতা আবদুর রহমান হজরতের মৃত্যুর পর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে যদি ইঁহাদিগের মধ্যে কেহ ঐ গল্পটী বর্ণনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। কারণ, তাঁহারা তাঁহাদিগের এমন কি তাঁহাদিগের পিতৃগণের জন্মেরও বহু পূর্ব্বেকার ঘটনা বর্ণনা করিতেছেন, অথচ তাঁহারা যে কি সূত্রে তাহা অবগত হইয়াছেন, সে কথা কেহই ব্যক্ত করিতেছেন না। হজরতের কোন সম-সাময়িক ছাহাবীর মুখে শুনিয়া থাকিলে, তাঁহাদিগের পক্ষে তাহা প্রকাশ না করার কোনই কারণ ছিল না।

অবিশ্বাস্য সাক্ষ্য।

রেওয়ায়তের সাধারণ নিয়মানুসারে কেহই চলেন নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে একজনও কোন প্রত্যক্ষদর্শী বা সম-সাময়িক ছাহাবীর নাম নিজের 'সূত্র'রূপে প্রদান করেন নাই। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, এই বিবরণটী পরবর্ত্তী যুগের কল্পনা মাত্র।

এই আলোচনাটী পূর্ণভাবে সমাপ্ত করিবার জন্য এখানে বাজ্জার ও এবনে মর্দ্দওয়ায়হের বর্ণিত একটী হাদিছের উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত হইতে পারিতেছি না। ঐ হাদিছে ছইদ-বেন জোবের হইতে, এবং তিনি এবনে-আব্বাছ হইতে, এই বিবরণ অবগত হইয়াছেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অধিক যুক্তি তর্কের আবশ্যকতা হইবে না। এই গ্রন্থকারদ্বয়ের মূল রাবী 'শোবা' এই সূত্র বর্ণনাকালে বলিয়া দিয়াছেন যে ইহা তাঁহার অনুমান মাত্র। মোরছাল মুন্‌কাতা' (সূত্রহীন বা ভগ্নসূত্র) হাদিছের বর্ণনা ও ব্যাখ্যাকালে এইরূপ অনুমানের বহুল পরিচয় প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই

এবনে-আব্বাছের বর্ণনা।

---

(১) কোরআন। اذا جائكم فاسق بنباء — الاية

বর্ণনায় এবনে ছাআদের একজন রাবী মোত্তালেব-বেন আবদুল্লা। ইঁহার সম্বন্ধে স্বয়ং এবনে ছাআদ বলিয়াছেন যে, (১)

كثير الحديث و ليس يحتج بحديثه

'ইনি অত্যন্ত অধিক সংখ্যায় হাদিছ বর্ণনা করেন, ইঁহার হাদিছ প্রমাণস্থলে ব্যবহৃত হইতে পারে না।' কিন্তু তাঁহারই সম্বন্ধে আবুজরআ বলিতেছেন, 'আমার অনুমান যে, সম্ভবতঃ এবনে আব্বাছ বিবি আয়েশার মুখে শুনিয়া থাকিবেন'। ফলতঃ মূল রাবী শো'বাই সন্দেহ করিতেছেন। এবনে আব্বাছের নাম তিনি যে কেবল অনুমান করিয়াই বলিয়াছেন, তাহা তিনি স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। তাহার পর, এই অনুমানের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এবনে আব্বাছ তখন কোথায় ছিলেন? তিনি হেজরতের তিন বৎসর পূর্ব্বে (২) অর্থাৎ এই ঘটনার পূরা পাঁচ বৎসর পরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি ঘটনার প্রত্যক্ষ-দর্শী এমন কি সম-সাময়িক সাক্ষীরূপে বিবেচিত হইতে পারেন না।

এবনে ছাআদের উক্তিতে আমরা দেখিতেছি যে, তিনি মোত্তালেবের হাদিছ-বর্ণনার অতিরিক্ততা দেখিয়া অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, এবং তাঁহার হাদিছ যে 'প্রমাণস্থলে' ব্যবহৃত হইতে পারে না, একথাও তিনি স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। অথচ সেই মোত্তালেবের বর্ণনা মতেই তিনি নিজের ইতিহাসে—তাবকাতে—আলোচ্য বিবরণটীকে স্থান দান করিয়াছেন। আমরা উপক্রমণিকায় ইহার কারণ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি। ধর্ম্মসংক্রান্ত ক্রিয়াকলাপ ও অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা বা 'মছলা' যে স্থলে সপ্রমাণ করিতে হয়, সেইখানেই তাঁহারা এই প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইতিহাসের কোন ঘটনাই—যেহেতু তদ্দ্বারা কোন মছলা প্রমাণিত হয় না—তাঁহাদিগের নিকট প্রমাণস্থল বলিয়া বিবেচিত হয় নাই! বাজ্জারের এই হাদিছের বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা এবনে ছাআদের বর্ণনার মূল্যও উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম।

২। ছুরা নাজ্‌ম পাঠান্তে হজরতের সেজদা করার কথা বোখারী ও মোছলেমে আবদুল্লা বেন মাছউদ ছাহাবী কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। (৩) ঐ হাদিছের মর্ম্ম এই যে, 'হজরত ছুরা নাজ্‌ম পাঠ শেষ করিয়া সেজদা করিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে ছিলেন, সকলেই সেজদা করিলেন। তবে একজন বৃদ্ধ কোরেশ একমুষ্টি কঙ্কর বা মৃত্তিকা তুলিয়া কপালে ঠেকাইয়া বলিল—ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবে। সেই বৃদ্ধকে আমি পরে (বদর যুদ্ধে) কাফের অবস্থায় নিহত হইতে দেখিয়াছি।'

বোখারী ও মোছমের হাদিছ।

বোখারীর আর এক রেওয়ায়তে জানা যায় যে, 'সেই বৃদ্ধটী নামজাদা এছলাম বৈরী

(১) মীজান ২—৪৮২। (২) একমাল, আবদুল্লাহ-বেন-আব্বাছ।
(৩) নাছাই ও আবুদাউদেও এই রেওয়ায়ৎ আছে।

খলফের পুত্র উমাইয়া' (১)। আবদুল্লাহ-এবনে-মাছউদ কেবল সম-সাময়িক বা ছাহাবী নহেন। আমরা পূর্ব্বে প্রথম আবিসিনিয়া যাত্রীদিগের নামের তালিকা দিয়াছি, তাহাতে এই আবদুল্লাহ বেন মাছউদের নামও সন্নিবেশিত আছে। তিনি প্রথম প্রবাস যাত্রীদিগের দলভুক্ত ছিলেন— 'মক্কাবাসিগণ মোছলমান হইয়াছে এই সংবাদ শুনিয়া' যে কয়জন ছাহাবী মক্কায় চলিয়া আসিয়া ছিলেন, এবনে মাছউদও তাঁহাদের একজন। (২) সেই এবনে মাছউদ ছুরা নাজ্‌মের সেজদার বিবরণ দিতেছেন, অথচ এই ঘটনা সম্বন্ধে একটুকু সামান্য আভাসও তাঁহার কথায় পাওয়া যাইতেছে না। বর্ণিত 'শয়তানী কাণ্ডের' মূলে যদি সামান্য একবিন্দু সত্যও নিহিত থাকিত, তাহা হইলে এই ঘটনার সহিত প্রত্যক্ষভাবে সংসৃষ্ট আবদুল্লা-বেন মাছউদ সেজদা করার বিবরণ বর্ণনা করার সময়, তাহার কারণ ব্যক্ত করিতে কখনই বিস্মৃত হইতেন না। ফলতঃ ইহাদ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে ঐ ঘটনার সহিত সত্যের কোনই সম্বন্ধ নাই।

৩। এমাম বোখারী ছুরা নাজ্‌মের তফছিরে এই আবদুল্লা-বেন মাছউদ কর্ত্তৃক কথিত যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, তিনি স্বয়ং এই সেজদার সময় সেই মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। আবদুল্লাহ-বেন-মাছউদ বলিতেছেন, "কোর-আন পাঠকালে সেজদা করিবার আদেশ সর্ব্বপ্রথমে ছুরা নাজ্‌মে প্রদত্ত হয়। তিনি বলেন, (এই ছুরা পাঠান্তে) হজরত্ সেজদা করিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার পশ্চাতে ছিলেন, তাঁহারাও সেজদা করিলেন। কিন্তু আমি একজন লোক (উমাইয়া-বেন-খালফ) কে দেখিলাম........" (৩) আবদুল্লা-বেন-মাছউদ যে কেবল সম-সাময়িক ছাহাবী ও ঘটনার সহিত সংসৃষ্ট তাহা নহে, বরং তিনি এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। একজন ঘটনার সহিত সংশ্রবসম্পন্ন ও ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে সেই ঘটনা বোখারী ও মোছলেমের ন্যায় হাদিছের সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত গ্রন্থে বর্ণিত হইতেছে। তাহাতে কিন্তু শয়তানের ও তাহার উল্লিখিত কাণ্ডকারখানার সামান্য একটু আভাসও নাই। অতএব আলোচ্য বিবরণটী যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

প্রত্যক্ষদর্শীর বিরুদ্ধ-সাক্ষ্য।

আমরা বোখারী ও মোছলেমের যে দুইটী হাদিছের উল্লেখ করিলাম, তাহার প্রথমটীতে فسجد من كان معه (যাঁহারা হজরতের সঙ্গে ছিলেন তাঁহারাও সেজদা করিলেন) এবং দ্বিতীয়টীতে وسجد من كان خلفه (এবং তাঁহার পশ্চাতে যাঁহারা ছিলেন তাহারাও সেজদা করিলেন), এরূপ বর্ণিত আছে।

এই দুইটী হাদিছে 'পৌত্তলিক কোরেশগণও সেজদা করিল' এ কথার একবারও উল্লেখ নাই।

(১) মেশকাত—সেজদা তেলাওত।
(২) তাবরী, তাবকাত প্রভৃতি। (৩) ২০—৩৫০।

৪। এমাম বোখারী ছুরা নাজ্‌মের তফছির প্রসঙ্গে আর একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদিছটীর অনুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে :——

'একরামা বলেন, এবনে আব্বাছ বলিয়াছেন—ছুরা নাজ্‌ম পাঠান্তে হজরত সেজদা করিলেন, এবং মোছলমানগণ, মোশ্‌রেকগণ এবং সমস্ত দানব (জেন্‌) ও মানব তাঁহার সঙ্গে সেজদা করিল।'

এই রেওয়ায়েত সম্বন্ধে বলিবার কথা অনেক আছে। এস্থলে পাঠকগণ এইটুকু দেখিয়া রাখুন যে, অবিশ্বাস্ত বিবরণ সমূহে এই এবনে আব্বাছের প্রমুখাৎ লাৎ ওজ্জার গল্পটী বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু বোখারীতে সেই এবনে-আব্বাছের বর্ণনায় ঐ উপকথাটীর নামগন্ধও নাই। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, গল্পটী অতি জঘন্য মিথ্যা-কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই বর্ণনায় এবনে আব্বাছ বলিতেছেন যে, হজরতের সঙ্গে 'মুছলমানগণ, পৌত্তলিকগণ এবং দানব ও মানব সকলেই' সেজদা করিল। কিন্তু এই সূত্রের অন্য রাবীগণ এবনে আব্বাছের নাম করেন নাই। এই দোষ খণ্ডনার্থে আগ্রহান্বিত হইয়া হাফেজ এবনে হাজর নিজেই এস্মাইলের যে রেওয়ায়েত দিয়াছেন, তাহাতে পৌত্তলিকদিগের সেজদা করার কথা নাই। ইহা ব্যতীত এই বিবরণের ভাষাও লক্ষ্য করার বিষয়। হজরতের সেজদা করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার উপস্থিত সমস্ত মুছলমান ও মোশরেক সেজদা করিল, ইহা বুঝিলাম। জেনদিগকে জিজ্ঞাসা করার কোন উপায় নাই, কাজেই তাহাও না হয় স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু পুনরায় 'সমস্ত মানব সেজদা করিল' একথার তাৎপর্য্য একেবারেই অবোধগম্য।

ইহা ব্যতীত এই বিবরণটীর সত্য মিথ্যা একরামার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। এমাম বোখারী মধ্যে মধ্যে এই একরামার বর্ণিত হাদিছ গ্রহণ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা 'রেজাল' শাস্ত্রে তাঁহার সম্বন্ধে অতি কঠোর সমালোচনা দেখিতে পাইতেছি। এমাম মালেক, এমাম আহমদ-বেন-হাম্বল এবং হাদিছ ও রেজালের অন্যান্য বহু এমাম তাঁহাকে অতিরঞ্জনকারী, মিথ্যাবাদী, অবিশ্বাস্য, বিপরীত ধর্ম্মবিশ্বাসবিশিষ্ট, লোভী, অসাধু প্রভৃতি আখ্যায় আখ্যাত করিয়াছেন। ইনি এবনে আব্বাছের নামে মিথ্যা করিয়া হাদিছ বর্ণনা করেন বলিয়া, তাঁহার (এবনে আব্বাছের) পুত্র আলী তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। আবদুল্লা-বেন হারেছ বলিতেছেন, আমি একদা তাহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া প্রতিবাদ করিলে, আলী উত্তর করিলেন যে, এই 'খবিছ'টা আমার পিতার নাম করিয়া মিথ্যা হাদিছ বর্ণনা করিয়া থাকে। (১) সুতরাং 'মোশরেকগণের এবং দানব ও মানবের' সেজদা করার গল্প যে কতদূর বিশ্বাস্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিশ্বাস্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও উহা এবনে-আব্বাছের সূত্রহীন বর্ণনা বা প্রমাণহীন বিশ্বাস মাত্র। এ সমস্ত ছাড়িয়া দিলেও,

মূল রাবী একরামা।

(১) বিস্তৃত বিবরণের জন্য, মীজান ২—১৮৭, ৮৮ পৃষ্ঠা দেখ।

কোরআন শরীফ পাঠকালে হজরতের মুখ হইতে লাৎ ওজ্জা ও মানাতের স্তুতিবাচক পদগুলি বাহির হইবার কোন প্রসঙ্গই এই বিবরণে নাই।

৫। এমাম 'নাছাই' তাঁহার বিখ্যাত হাদিছ গ্রন্থে মোত্তালেব নামক একজন প্রত্যক্ষদর্শীর প্রমুখাৎ এই হাদিছটী রেওয়ায়েত করিয়াছেন :——

আর একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য।

'মোত্তালেব বলেন, হজরত মক্কায় ছুরা নাজ্‌ম পাঠ করিয়া সেজদা করিলেন এবং তাঁহার নিকটে যাহারা ছিল—তাহারাও সেজদা করিল। তবে আমি সেজদা করি নাই।—মোত্তালেব তখনও মোছলমান হন নাই।' (১)

স্বয়ং এবনে-হাজর এই হাদিছের (এছনাদ) পরম্পরাকে বিশ্বস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (২)

ছেহা ছেত্তার অন্তর্ভুক্ত নাছাই কর্ত্তৃক বর্ণিত, সমসাময়িক ও প্রত্যক্ষদর্শী বিশ্বস্ত ছাহাবীর বর্ণনায় মোশরেকদিগের সেজদা করা বা 'শয়তানী কাণ্ডের' কোন আভাস নাই। ইহাতে এক বিন্দু সত্য নিহিত থাকিলে, রাবী মোত্তালেব তাহা বর্ণনা করিতেন। এই বিবরণে আরও জানা যাইতেছে যে, সমস্ত মোশরেকগণের সেজদা করার বিবরণ ঠিক নহে। কারণ এই রাবী স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সেজদা করেন নাই। তিনি ব্যতীত আরও অনেকে যে সেজদা করেন নাই, তাহা আমরা পরে দেখাইব।

৬। যে সকল ঐতিহাসিক আলোচ্য বিবরণটীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, আবদুল্লা-এবনে-মাছউদ প্রথমদলের সঙ্গে আবিসিনিয়ায় গমন করিয়াছিলেন এবং "কোরেশদিগের মুছলমান হওয়ার সংবাদ শুনিয়া" তিনি ও অন্য কয়েকজন মুছলমান মক্কায় চলিয়া আসেন। ইহা ঐতিহাসিক সত্য এবং তাঁহাদিগের স্বীকৃত।

স্বতঃসিদ্ধ মিথ্যা।

এখন বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ ও নাছাই কর্ত্তৃক বর্ণিত ঐ আবদুল্লা এবনে মাছউদের হাদিছটীর সঙ্গে এই বর্ণনাটী একত্র করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে, প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে,—তাবরী ও এবনে ছায়াদ প্রভৃতি কর্ত্তৃক বর্ণিত—

(ক) কাফেরদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য হজরতের ব্যগ্রতা—

(খ) তজ্জন্য কোরআনের ছুরা নাজ্‌ম পাঠকালে, কোরেশদিগের দেবদেবীগণের প্রশংসা ও স্তুতিমূলক দুইটী জাল আয়ত তাহাতে পুরিয়া দেওয়া, বা শয়তান কর্ত্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া পুরিয়া দিতে বাধ্য হওয়া,—

(১) নাজমের সেজদা—১৬১। (২) ফৎহুল বারী ২০—৩৫০।

(গ) তজ্জন্য হজরতের সেজদা কালে মোশরেক কোরেশগণের সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেজদা করা,—

(ঘ) এই সেজদা করার জন্য 'কোরেশগণ মুছলমান হইয়াছে' বলিয়া সংবাদ প্রচারিত হওয়া,—

(ঙ) এবং সেই সংবাদ শুনিয়া কতিপয় মুছলমানের আবিসিনিয়া হইতে মক্কায় আগমন করা ;—

এই পাঁচটী দফাই স্বয়ং-সিদ্ধরূপে ভিত্তিহীন। কারণ আমরা দেখিতেছি যে, আবদুল্লাহ এবনে মাছউদ ও তাঁহার সহযাত্রীগণের আবিসিনিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর এই সেজদার ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। নচেৎ আবদুল্লাহ এবনে মাছউদ সে স্থানে কিরূপে উপস্থিত থাকিতে পারেন ? অতএব, তাহাদের আবিসিনিয়ায় অবস্থান কালে সেজদার ঘটনা সংঘটিত হওয়া এবং তজ্জনিত কোরেশদিগের মুছলমান হওয়ার সংবাদ রটিয়া যাওয়া, আর সেই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের আবিসিনিয়া হইতে মক্কায় প্রত্যাগমন করার গল্পটা একেবারে মাঠে মারা যাইতেছে! তর্কের খাতিরে বড় জোর এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, আবিসিনিয়া যাত্রার পূর্ব্বে এই সেজদার ঘটনা ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু বর্ণিত ঐতিহাসিকগণ নিজেদের স্বীকারোক্তির বিরুদ্ধে একথা বলিতে পারেন না। পক্ষান্তরে ইহা দ্বারাও আলোচ্য বিবরণটীর ভিত্তিহীনতাই প্রতিপন্ন হইবে। কারণ আবিসিনিয়া যাত্রার পূর্ব্বেই যদি এই সেজদার ঘটনা ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে 'হজরতের সহিত কোরেশদিগের সেজদা করা ও তজ্জন্য তাহাদিগের মুছলমান হওয়ার সংবাদ প্রবাসী মুছলমানদিগের গোচরীভূত হওয়া এবং এই সংবাদ অবগত হওয়ার পর তাঁহাদিগের প্রত্যাবর্ত্তন করার' গল্প নিশ্চয়ই মিথ্যা।

৭। বোখারী কর্ত্তৃক উল্লিখিত একরামার বর্ণনায় এবং এবনে ছাআদ ও তাবরী প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত বিবরণে জানা যায় যে, সেজদার ঘটনাস্থলে উপস্থিত সমস্ত পৌত্তলিকই হজরতের ও মুছলমানদিগের সেজদার সময় সেজদা করিয়াছিল। একরামার বর্ণনা যে কতটা বিশ্বাস্য, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। রাবী-পরম্পরার বা ছনদের বিচার-নিরপেক্ষ হইয়া, কেবল বৃত্তান্ত (facts) দ্বারা আমরা জানিতে পারিতেছি যে, এ কথাটা ঠিক নহে। কারণ, মোত্তালেব সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সেজদা করেন নাই, নাছাই এক ছহী হাদিছে তাঁহার প্রমুখাৎ একথা বর্ণনা করিয়াছেন। উমাইয়া-বেন খালফও সেজদা করে নাই, তাহাও আমরা এবনে-মাছউদের হাদিছে দেখিয়াছি। ইহা ব্যতীত অলীদ-বেন মুগিরা, ছইদ-বেন আছ, আবুলাহব প্রভৃতিও সেজদা করেন নাই বলিয়া ঐতিহাসিকগণ উল্লেখ করিয়াছেন। (১) সুতরাং কোরেশগণ সকলেই সেজদা করিয়াছিল, একথা নির্ভুল বা অনতিরঞ্জিত নহে।

(১) দেখ—ফৎহুল বারী ২০—৩৫১ ; তাবরী এবনে-ছায়াদ প্রভৃতি।

উমাইয়া নাকি অতি বৃদ্ধ হওয়ায় সেজদা করিবার শক্তি তাহার ছিল না, তাই সে সেজদা করে নাই! অথচ এই শক্তিহীন বৃদ্ধটী বদর সমরে উপস্থিত হইয়া মুছলমানদিগের সহিত পুরাদস্তুর যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিল। এই উমাইয়া আফলাহ্ নামক বলিষ্ঠ যুবকের উপর স্বহস্তে অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে মৃতবৎ অবস্থায় পরিণত করিয়াছিল, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে আমাদিগের কথকগণ অগ্রপশ্চাৎ না দেখিয়া এইরূপ এক একটা মন্তব্য প্রকাশ করিতে একটুও দ্বিধাবোধ করেন না।

৮। উল্লিখিত ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনা সম্বন্ধে বিভিন্ন বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তন্মধ্যে কতকগুলি বিবরণে জানা যায় যে, একদিন হজরত কা'বায় নামাজ পড়িতেছিলেন। নামাজে ছুরা নাজ্‌ম পাঠ করার সময়ই শয়তান তাঁহার মুখে ঐ পদ দুইটী ঢুকাইয়া দেয়! কিন্তু ইতিহাস একবাক্যে ও অকাট্যরূপে সাক্ষ্য দিতেছে যে, হজরত ওমর মুছলমান না হওয়া পর্য্যন্ত হজরত বা মুছলমানগণ কা'বা ত দূরের কথা, কোন প্রকাশ্যস্থলে নামাজ পড়িতে পারিতেন না। হজরত ওমর মুছলমান হওয়ার পর, তাঁহার অনুরোধ ও উৎসাহ মতে, হজরত আরকামের বাটী হইতে বাহির হইয়া সর্ব্বপ্রথম কাবাগৃহে আগমন ও নামাজ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। আবিসিনিয়া হইতে প্রথম যাত্রীদলের প্রত্যাবর্ত্তন নবুয়তের ৫ম বর্ষের শাউয়াল মাসে ঘটিয়াছিল। আর হজরত ওমর সর্ব্ববাদী-সম্মত মতে উহার ৬ষ্ঠ সনে এছলাম গ্রহণ করেন। সুতরাং আমরা এই হিসাবে দেখিতেছি যে, ঐ বর্ণনাটী সম্পূর্ণ মিথ্যা। পক্ষান্তরে, তর্কস্থলে ঐ মিথ্যাকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, উহা নামাজের ঘটনা বলিয়া স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিবরণটীর ভিত্তিহীনতা স্বতঃসিদ্ধরূপে প্রতিপন্ন হয়। কারণ, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, হজরত ঐ নামাজের মধ্যেই ছুরা নাজ্‌মের তেলাঅৎ শেষ করিয়াছিলেন। অতএব লাৎ ওজ্জা প্রভৃতির অক্ষমতা ও অকিঞ্চিৎকরতামূলক (প্রথম আয়তের অব্যবহিত পরবর্ত্তী) আয়ৎগুলিও একই সঙ্গে ও একই সময়ে পঠিত হইয়াছিল। সুতরাং প্রথমে কোরেশদিগের সন্তুষ্ট হওয়া এবং পরে (অন্ততঃ একদিন অন্তে) হজরত কর্ত্তৃক পরবর্ত্তী আয়ৎগুলি প্রচারিত হওয়ায় পুনরায় তাহাদিগের ক্রোধান্বিত হওয়ার কোন তাৎপর্য্যই থাকে না। কারণ নিন্দামূলক অংশটী ত তাহারা সেজদার পূর্ব্বেই শুনিয়াছিল। সুতরাং এই আজগৈবী অনৈতিহাসিক ও অনৈছলামিক গল্প গুজবগুলি সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মুছলমান লেখকগণের অবহেলা।

এই আলোচনা দীর্ঘসূত্র হইবে, ইহা আমরা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। পাঠককে আনন্দ দান করার জন্য লেখনী ধারণ ঔপন্যাসিকের কর্ত্তব্য হইতে পারে, কিন্তু ঐতিহাসিকের কাজ সত্যের উদ্ধার করা। বিশেষতঃ যখন একজন মুছলমান, হজরতের জীবনী রচনা করার জন্য লেখনী ধারণ করিবেন, তখন তাঁহার পক্ষে বক্ষ্যমাণ প্রসঙ্গটীর গুরুত্ব বিশেষরূপে উপলব্ধ হওয়া উচিত। আমাদিগের কতিপয় লেখক ও কথকের অসর্কতা ও অজ্ঞতার ফলে, খৃষ্টান জগত এই ব্যাপার লইয়া আকাশ পাতাল আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে। উহার মূলে যে একবিন্দু সত্যও নিহিত নাই, উহা যে একেবারে মিথ্যা উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং মূলে উহা যে এছলামের কোন গুপ্তশত্রু কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছিল, তাহা আজিকালিকার যুক্তি-তর্কের হিসাবে সপ্রমাণ করা হজরতের জীবন-চরিত লেখকের প্রধানতম কর্ত্তব্য। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের আধুনিক লেখকগণও এদিকে যথেষ্ট মনোযোগ প্রদান করেন নাই। সর্ব্বপ্রথমে মহাত্মা ছৈয়দ আহমদ মরহুম তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলিয়া এই আলোচনার সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু আর কেহ সে দিকে সম্যক্ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। শিক্ষিত মুছলমান সমাজে লব্ধ-প্রতিষ্ঠ জনৈক প্রতিভাশালী ও অভিজ্ঞ লেখক, (১) ষ্টানলি লেন-পুলের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াই নিজের কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছেন। তিনি কোরেশদিগের দুর্দ্ধর্ষতা অত্যাচারাদির উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন যে, ইহার ফলে "What wonder that a momentary thought crossed his mind to end the conflict by making a slight concession to the bigotry of his enemies." অর্থাৎ শত্রুপক্ষের সহিত সংঘর্ষের নিবৃত্তি করার উদ্দেশ্যে তাহাদের গোড়ামীর একটু 'রেয়াত' করার চিন্তা যদি সাময়িক ভাবে তাঁহার মনে আসিয়া গিয়া থাকে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা কি আছে?

মিঃ আমীর আলীর মন্তব্য।

আমরা শ্রদ্ধাস্পদ লেখকের এই উক্তির কঠোর প্রতিবাদ করিতেছি। বর্ণনাকারীগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বড় সহজ কথা নহে। প্রকৃতপক্ষে উহা হজরতের চরিত্রের প্রতি অতি

(১) আমীর আলী Spirit of Islam P. E. ৩২ পৃষ্ঠা।

কঠোর, অতি জঘন্য এবং সম্পূর্ণ মিথ্যা দোষারোপ। হজরত নিজের চিত্তের দুর্ব্বলতা হেতু সত্য প্রচারে কুণ্ঠিত হইয়া, স্বেচ্ছায় হউক আর শয়তানের প্ররোচনায় হউক, খোদার বাণীতে প্রতিমা পূজার সমর্থন ও কোরেশদিগের দেবদেবীগণের মহিমা-মূলক দুইটী আয়ত ঢুকাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাই হইতেছে এই উপকথাগুলির স্পষ্ট ও অনাবিল অর্থ। তাই পাশ্চাত্য লেখকেরা "have rejoiced greatly over Mohammod's fall.—" (১) "মোহাম্মদের 'পতনে' অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছেন।"

লেখক স্বয়ং কিছু না বলিয়া পাশ্চাত্য লেখকগণ কর্ত্তৃক আরোপিত অপবাদ খণ্ডনের জন্য মিঃ লেন-পুলের যে উক্তিটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সমস্ত বিবরণের—এমন কি মিথ্যা অহি বর্ণনা পর্য্যন্ত—সমস্তই সত্য বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। তবে তিনি বলিতেছেন, ইহা সদুদ্দেশ্যে করা হইয়াছিল। পক্ষান্তরে ইহা মোহাম্মদের জীবনের একমাত্র পদস্খলন। (তিনি বলেন) হজরত যদি জীবনে একবার মাত্র insincere (কপট) হইয়া থাকেন—কেই বা হন না?—তাহার পর তিনি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুতাপ করিয়াছিলেন—ইত্যাদি। মিঃ আমির আলি নিজের সমর্থনের জন্য এই কথাগুলি যে কিরূপে উদ্ধৃত করিলেন, তাহা আমরা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া ঐ উক্তিটী উদ্ধৃত করায়, অধিক ক্ষতিই হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

মাওলানা শিবলী মরহুম, (২) তাঁহার ছিরতের মাত্র ১০।১২টী ছত্রে মাওয়াহেবে লাদুন্নিয়ার কয়েকটা উক্তি উদ্ধৃত করতঃ আলোচ্য বিবরণ সম্বন্ধে কয়েকজন প্রধান প্রধান মোহাদ্দেছের নাম উল্লেখ করিয়াই এই বিষয়টার আলোচনা শেষ করিয়াছেন। তাহার পর (حقیقت یہ ہے) 'প্রকৃত কথা এই যে' বলিয়া কতকগুলি "হইয়া থাকিবে" "করিয়া থাকিবে" ইত্যাকার কথার দ্বারা সংক্ষেপে আলোচনাটীর পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাতেও নানাপ্রকার গোলযোগ রহিয়া গিয়াছে। যেমন, 'নামাজের সময় এই ঘটনা ঘটিয়াছিল,' ইহাকেই সকল ইতিহাসের বিভিন্ন বিবরণের একমাত্র মতরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে, অথচ ইহা অতি অল্পসংখ্যক রেওয়ায়েতের বর্ণনা। এমাম নববী, কাজী আয়াজের যে মত মোছলেমের টীকায় উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এমাম নববীর মত বলিয়া উক্ত হইয়াছে—ইত্যাদি। তবে অন্য কোন খণ্ডে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে কিনা, অন্যান্য খণ্ডগুলি প্রকাশিত না হইলে তাহা বলা যাইতে পারে না।

শিবলীর আলোচনা।

এই সকল অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া আমরা এই প্রসঙ্গ লইয়া বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। এই আলোচনায় কতটুকু কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছি, অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

(১) মিঃ আমীর আলি কর্ত্তৃক উদ্ধৃত লেন-পুলের উক্তি। (২) ছিরৎ ১—১৭৬, ৭৭ পৃষ্ঠা।

ধর্ম্মের দিক্ দিয়া আলোচনা।

এ সম্বন্ধে যুক্তির হিসাবে আমাদের বক্তব্য এখানে শেষ করিয়া, এখন আমরা ধর্ম্মের দিক দিয়া এই বিবরণটার বিচার করিব। অমুছলমান পাঠকের নিকট এই আলোচনার বিশেষ কোন মূল্য হইবে না বটে, কিন্তু মুছলমানের পক্ষে তাহা জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ইহাদ্বারা যে কেবল আলোচ্য প্রসঙ্গটার মীমাংসা হইবে তাহাই নহে, বরং এতদ্দ্বারা Principle নীতির হিসাবে একটা আবশ্যকীয় তথ্য, সকলের গোচরীভূত হইয়া যাইবে। এখানে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত বলিতেছি যে, পূর্ব্ববর্ত্তী বহু মুছলমান পণ্ডিত ধর্ম্মের দিক দিয়া এই বিবরণটার অসত্যতা বিষদরূপে প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে এমাম ফাখরুদ্দিন রাজী, মহাত্মা কাজী আয়াজ, এমাম বায়হাকী, এমাম গাজালী প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

এমাম ফাখরুদ্দিন রাজী তাঁহার তফছিরে বলিতেছেন :——

هذا رواية عامة المفسرين الظاهريين - اما اهل التحقيق فقد قالوا هذه الرواية باطلة موضوعة و احتجوا عليه بالقرآن و السنة و المعقول ......

রাজীর মত।

"ইহা বাহ্যদর্শী সাধারণ তফছিরকারদিগের বর্ণনা। কিন্তু যাঁহারা সত্য মিথ্যা পরীক্ষা (তাহকিক) করিয়া থাকেন, এহেন পণ্ডিতগণ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, এই বিবরণটী কল্পিত মিথ্যা কথা মাত্র। তাঁহারা কোরআন হাদিছ ও যুক্তির দ্বারা নিজেদের কথা সপ্রমাণ করিয়াছেন। (১)

আল্লামা আলাউদ্দিন (খাজেন) তাঁহার তফছিরে বলিতেছেন :——

" انه لم يروها احد من اهل الصحة و لا اسندها ثقة بسند صحيح او سليم متصل و انما رواها المفسرون المورخون المولعون بكل غريب ' الملفقون من الصحف كل صحيح و سقيم —— "

খাজেনের মত।

"কোন বিশ্বস্ত রাবী কর্ত্তৃক বা বিশ্বাস্য কিম্বা অভগ্ন পরম্পরার দ্বারা এই বিবরণটী বর্ণিত হয় নাই। কেবল সেই সকল ইতিবৃত্তলেখক ও তফছিরকার—যাঁহারা প্রত্যেক আজ-গৈবী কথা সন্নিবেশিত করার জন্য সদাই লালায়িত, যাঁহারা অন্যের পুস্তক হইতে প্রকৃত-অপ্রকৃত সমস্তই গ্রহণ করিয়া থাকেন—তাঁহারাই এই গল্পটার উল্লেখ করিয়াছেন।"

---

(১) কবির, ১৭ পারা, ছুরা হজ্ব, ২৪৪—৫১ পৃষ্ঠা।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এবনে খোজায়মার মত।

মোহাদ্দেছ এবনে খোজায়মাকে এই বিবরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলেন যে—هذا وضع من الزنا دقة ইহা জিন্দিক-(ছদ্মবেশী অগ্নিউপাসক) দিগের রচনা মাত্র। উক্ত মোহাদ্দেছ একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করিয়া এই বিবরণের ভিত্তিহীনতা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

বায়হাকীর অভিমত।

এমাম বায়হাকী বলিয়াছেন যে, রেওয়ায়েতের হিসাবে এই বিবরণটার কোন ভিত্তি নাই। তিনি এই গল্পের রাবীদিগের সমালোচনা করিয়া তাহাদিগের দোষ দেখাইয়াছেন।

মহাত্মা কাজআয়ী জ বলিতেছেন—

" اما مايرويه الخباريون المفسرون ان سبب ذلك ما جري علي لسان رسول الله صلى الله عليه و سلم من الثناء على الهة المشركين في سورة النجم فباطل لا يصح فيه شئ لا من جهة النقل و لا من جهة العقل ——"

ছুরা নজ্‌ম পাঠকালে মোশরেকগণের দেবদেবীর প্রশংসা হজরতের মুখ হইতে বাহির হইয়াছিল বলিয়া, গল্পলেখক-তফছিরকারেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহার কোনই ভিত্তি নাই। ইতিহাসের হিসাবেও নহে, যুক্তির হিসাবেও নহে।

কাজী আয়াজের অভিমত।

স্বনামখ্যাত এমাম এবনে হাজম বলিতেছেন ঃ——

و اما الحديث الذي فيه و انهن الغرانيق العلي ...... فكذب بحت موضوع لانه لم يصح قط من طريق النقل -

অর্থাৎ আলোচ্য হাদিছটী নিছাক মিথ্যা ও জাল। রেওয়াতের হিসাবে ইহা কোন মতেই ছহী বলিয়া প্রমাণিত হয় না। (দেখ—মেলাল, ৪—২৩ পৃষ্ঠা)।

এমাম এবনে হাজমের অভিমত।

এমাম গাজালী বলিতেছেন—

" —— فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الاجمال ان هذه القصة موضوعة - و قد قيل ان هذه القصة من وضع الزنا دقة لا اصل لها "

এই সকল কারণে সংক্ষেপে আমরা জানিতে পারিলাম যে, এই গল্পটী কল্পিত মিথ্যা কথা। ইহাও কথিত হইয়াছে যে ইহা 'জিন্দিক'দিগের রচনা, ইহার কোন ভিত্তি নাই। (মাওয়াহেব)

এমাম গাজালীর অভিমত।

যাঁহারা যুক্তির মর্য্যাদা না করিয়া 'উক্তির' পূজা করেন, তাঁহাদিগের ব্যাকুলতা নিবারণ করার জন্য, এই উক্তিগুলি উদ্ধৃত হইল। (১) ধর্ম্মের হিসাবেও যে

(১) শেফা, বায়জাভী, হালবী প্রভৃতি দেখ।

মুছলমান এই বিবরণের সত্যতা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারে না, উল্লিখিত পণ্ডিতগণ তৎপ্রতিপাদনার্থে নানা প্রকার প্রমাণ দিয়াছেন। আমরা নিম্নে মোটের উপর তাহার কতকটা সার সংগ্রহ করিয়া দিবার চেষ্টা করিব।

শাস্ত্রীয় প্রমাণ।

১। ইহা ভিত্তিহীন ও মিথ্যা, কারণ ইহা কোরআনের বিপরীত। কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়তে বলা হইয়াছে যে—

(ক) 'আল্লাহ কোরআন নাজেল করিয়াছেন এবং তিনিই তাহার 'হেফাজৎ' করেন।' পরিবর্জ্জনের ন্যায় পরিবর্দ্ধনও দোষ। এই গল্প সত্য হইলে আল্লার হেফাজত আর থাকে না।

(খ) '(মোহাম্মদ) নিজের ইচ্ছামত বলেন না, বরং উহা প্রেরিত বাণী ব্যতীত আর কিছুই নহে।'

(গ) 'হে মোহাম্মদ! তুমি যদি নিজের পক্ষ হইতে (কোরআনে) কিছু (মিশ্রিত করিয়া) বলিতে, তাহা হইলে ভীষণ দণ্ড সহ আমি তোমাকে ধ্বংস করিয়া দিতাম।'

(ঘ) 'সম্মুখ ও পশ্চাত কোন দিক হইতে তাহাতে (কোরআনে) মিথ্যা স্পর্শিতে পারে না; উহা মহাজ্ঞানী আল্লার পক্ষ হইতে প্রেরিত।'

(ঙ) 'আমার (আল্লার) বান্দাদিগের উপর শয়তানের কোন হাত নাই,' 'মোমেন-দিগের উপর শয়তানের কোন অধিকারই নাই।'

(চ) ঐ ছুরা নজ্‌মের প্রথমেই বলা হইয়াছে—'তোমাদিগের বন্ধু (মোহাম্মদ) ভ্রষ্টও হন নাই, ভ্রমও করেন নাই, এবং তিনি আপনার ইচ্ছা অনুসারে কথা কহেন না, উহা তাঁহার প্রতি প্রেরিত বাণী বই নহে; পরমশক্তিশালী উহা তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন।'

এইরূপ বহু আয়তের উল্লেখ করিয়া আমাদিগের পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে, হজরতের পক্ষে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বা শয়তানের প্রারোচনায় কোরআনের কোন অংশের পরিবর্জ্জন পরিবর্দ্ধন এবং পরিবর্ত্তন অসম্ভব।

২। কোন বোতের প্রশংসা বা তাহাতে কোন শক্তির আরোপ করা শের্ক ও কোফর। ইহার প্রতিবাদের জন্যই হজরত আসিয়াছিলেন। হজরত পৌত্তলিকতার সহায়তা করিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিলেও পাপ হয়।

৩। যদি হজরতের উপর শয়তানের এতদূর অধিকার স্বীকার করিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে কোরআনের ও এছলামের সমস্ত কার্য্যে শয়তানের প্রভাব বিদ্যমান থাকার সম্ভবপরতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। তাহা হইলে ধর্ম্ম কর্ম্ম সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে।

আমাদিগের এক শ্রেণীর লেখক, ইতিহাস তফছির ও হজরতের জীবনী লিখিবার সময়

কিরূপ অসতর্কতা ও অজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই লেখার ফলে বিধর্ম্মী লেখকগণ কোরআন এছলাম ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার চরিত্রের উপর কিরূপ মারাত্মক ও জঘন্য দোষারোপ করিবার সুযোগ পাইয়াছেন, এই আলোচনার দ্বারা তাহার সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। অথচ এই শ্রেণীর লেখকগণের বর্ণিত উপকথা মাত্রই, আজকালকার মুছলমানের নিকট সাধারণভাবে এছলাম ও এছলামের ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। আমরা স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে, আজ পর্য্যন্ত এছলাম বা হজরতের চরিত্র সম্বন্ধে যতদিক দিয়া যত প্রকার সংশয় উপস্থিত করা হইয়াছে, ইঁহারাই তাহার জন্য একমাত্র দায়ী।

এখন আমরা বিবরণটীর মূল ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। 'মক্কার কোরেশগণ এছলাম গ্রহণ করিয়াছে এই সংবাদ শুনিয়া' আবিসিনিয়া-প্রবাসী কতিপয় মুছলমান মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন—কোন সমসাময়িক সাক্ষী বা ঘটনার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট কোন লোকই এ কথা বলেন নাই। বরং এবনে মাছউদ ও মোত্তালেব প্রভৃতি প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্যে ইহার বিপরীর কথাই প্রতিপন্ন হইয়াছে। কিন্তু আমরা যদি তর্কের খাতিরে এই হেতুবাদটীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলেও আলোচ্য মূল বিবরণটীর সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ বা সংশ্রব থাকা প্রমাণিত হয় না। কোরেশ-প্রধানগণ, প্রবাসী মুছলমানদিগকে স্বদেশে ফিরাইয়া আনার জন্য কিরূপ ষড়যন্ত্র ও কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। আবিসিনিয়ার রাজ-দরবার হইতে কোরেশ প্রতিনিধিগণের অকৃতকার্য্য ও অপদস্থ হইয়া ফিরিয়া আসার পর, তাহাদিগের ক্রোধ ও ক্ষোভ যে অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল, সমস্ত ইতিহাসেই তাহার প্রমাণ আছে—ঐরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। তাহারা ইহার পর অত্যাচার ও শত্রুতা সাধনের সমস্ত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া সুবোধ গোপাল হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া ছিল না, মুছলমানদিগকে কোনগতিকে দেশে ফিরাইয়া আনিবার ইচ্ছা ও আগ্রহ তাহাদের মনে নিশ্চয়ই অত্যন্ত প্রবল ছিল। এ অবস্থায় তাহাদিগের পক্ষে ঐ সঙ্কল্প সিদ্ধ করার কি উপায় সম্ভবপর হইতে পারে? প্রবাসীগণ তাহাদিগের কথায় ফিরিয়া আসিবে না, নজ্জাশীর নিকট দরবার করাও বিফল হইয়া গিয়াছে, বলপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে ধরিয়া আনিবার শক্তিও কোরেশদিগের ছিল না, অথচ প্রবাসী-দিগকে ফিরাইয়া পাইবার জন্য, নিজেদের ক্রোধ ক্ষোভ অভিমান ও অপমানের ক্ষতিপূরণ ও প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য তাহারা ব্যাকুল। এ অবস্থায় ছল ও প্রবঞ্চনার সহায়তা গ্রহণ ব্যতীত তাহাদের পক্ষে উপায়ান্তর ছিল না। তাহারা তাহাই করিল এবং আবিসিনিয়ায় সংবাদ রটাইয়া দিল যে, 'মোহাম্মদের সহিত কোরেশের সমস্ত বিসম্বাদ মিটিয়া গিয়াছে, কোরেশগণ মুছলমান হইয়াছে।' এই সংবাদ শুনিয়া তাহার সত্যাসত্য বিচার না করিয়াই কয়েকজন প্রবাসী মক্কায় চলিয়া আসেন। ইহা এক সময়ের একটী স্বতন্ত্র ঘটনা।

গল্পটীর মূলভিত্তি কোথায়?

অন্য এক সময়ে, আবিসিনিয়ায় প্রথম যাত্রার পূর্ব্বে, বা প্রবাসীগণের প্রথমবার প্রত্যাবর্ত্তনের পর,—হজরত ছুরা নাজ্‌ম পাঠ করিতেছিলেন। হজরতের মুখে افرايتم اللات و العزى و مناة الثالثة الاخرى 'তোমরা কি নগণ্য লাৎ ওজ্জা এবং তাহাদের তৃতীয় মানাতে (অব্যবহিত পূর্ব্বে বর্ণিত আল্লার মহিমার কোন অংশ) দেখিতে পাইয়াছ?' এই তুলনামূলক যুক্তিপূর্ণ ও তাহাদিগের দেবীগণের অকিঞ্চিৎকরতা-প্রতিপাদক আয়তগুলি শ্রবণ করিয়া উপস্থিত পৌত্তলিকগণ বিচলিত হইয়া পড়িল। কোরআন পাঠকালে গণ্ডগোল করা এবং আল্লার নাম উচ্চারিত হওয়ার সময় নিজেদের দেবদেবীদিগের নাম করিয়া হৈ চৈ করা তাহাদের অভ্যস্ত ছিল। (১) তাহারা তখন মনে করিল, না জানি মোহাম্মদ আমাদিগের দেবদেবীদিগের বিরুদ্ধে আরও কত কি বলিবেন। এই আশঙ্কায় চিরাচরিত অভ্যাস মত তাহারা পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তের সঙ্গে সঙ্গে تلك الغرانيق العلي و ان شفاعتهن لترتجي (তাঁহারা মহিমান্বিত দেবদেবী......) এই বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। তাহার পর হজরত যখন ছুরার শেষ অংশ—যাহাতে আল্লার নামে প্রণিপাত করার আদেশ আছে—পাঠ করিয়া সেজদা করিলেন, তখন প্রতিবাদস্বরূপ কোরেশগণও আপনাদিগের দেবদেবীর নাম করিয়া সেজদা করিল ইহাও অন্য এক সময়ের একটী স্বতন্ত্র ঘটনা। বিভিন্ন সময়ের এই দুইটী বিভিন্ন ঘটনাকে এক সঙ্গে মিশাইয়া দিয়া এই অনর্থের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

তাবরী প্রভৃতি ইতিবৃত্তকার ও তফছির-লেখকগণ যে সকল বিবরণ দিয়াছেন, তাহার কতকগুলি দ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, হজরত কা'বার মসজিদে নামাজ পড়িতেছিলেন এবং এই নামাজেই ছুরা নাজ্‌ম পাঠ করার পর তিনি সেজদা করেন। এই ঐতিহাসিকগণ নিজ মুখে বলিতেছেন এবং হাদিছ দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, (২) কোরেশ প্রতিনিধিগণের প্রত্যাবর্ত্তনের পরে হজরত ওমর এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবুয়তের পঞ্চম সনের শাউয়াল মাসে তাঁহারা মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। (৩) ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত ওমরের এছলাম গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হজরত বা মুছলমানগণ কা'বা ও তাহার নিকটে নামাজ পড়িতে পারিতেন না। (৪) এই স্বীকৃত বিষয়গুলি একত্রে আলোচনা করিয়া দেখিলে, আমরা সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিব যে, আবিসিনিয়া প্রবাসী মুছলমানদিগের প্রত্যাবর্ত্তনের বহুদিন (অন্ততঃ ৪।৫ মাস) পরে হজরত একদিন ছুরা নজ্‌ম পাঠ ও তদন্তে সেজদা করিয়াছিলেন। এই দুইটী ঘটনার মধ্যে পরস্পর যে কোন সম্বন্ধ সংশ্রব নাই, সময়ের হিসাব ও তথায় এবনে মাছউদের উপস্থিতি দ্বারা তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে।

(১) কোরআনে ইহার অনেক প্রমাণ আছে ৫—১৭; ২৪—১৮।
(২) তাবরী ২—২২৫; আহমদ, তিরমিজী। (৩) তাবকাৎ ২—১৩৮। (৪) কামেল ২—৩১।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এই গল্পটীর মূলে একটা খুব বড় রকমের ভ্রান্ত ধারণা লুকাইয়া আছে। সংক্ষেপে তাহারও একটু আলোচনা করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিব। ছুরা হজ্জে একটী আয়ত আছে :—

মূলের ভুল।

و ما ارسلنا من قبلك من رسول و لا نبي الا اذا تمني القي الشيطان في امنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ـ و الله عليم حكيم ـ

"তোমার পূর্ব্বে (হে মোহাম্মদ!) যে কোন রছুল বা নবীকে আমি প্রেরণ করিয়াছি (তাহাদের সকলের অবস্থা এই যে) যখন তাহাদের কেহ (নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের) সঙ্কল্প করিয়াছে, অমনি শয়তান তাহার (সেই) ইচ্ছায় (বা কল্পনায়, দুষ্ট লোকদিগকে কুমন্ত্রণা দিয়া) বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছে। অপিচ আল্লাহ শয়তানের প্ররোচনাকে বাতিল করেন এবং নিজের আয়ৎ (প্রমাণ বা চিহ্ন) গুলিকে বলবৎ করেন, আল্লাহ জ্ঞান-বিজ্ঞানময়।" অন্য পক্ষ ইহার এইরূপ অর্থ করিবেন—(হে মোহাম্মদ!) তোমার পূর্ব্বে যে কোন রছুল বা নবী আসিয়াছেন, তিনি যখন (আল্লার কেতাব) পাঠ করিয়াছেন, তখন শয়তান তাঁহার আবৃত্তিতে (নিজের কথা) ঢুকাইয়া দিয়াছে।

আয়তের উল্লিখিত তামান্না تمني শব্দের অর্থ লইয়াই যত গোল বাধিয়াছে। ঐ গল্প রচয়িতা তফছিরকারগণ উহার অর্থ করিয়াছেন, "পাঠ করিত।" এই তামান্না শব্দের অর্থ পাঠ করা হইতে পারে কি না, তাহা লইয়া আমরা দীর্ঘ তর্কে প্রবৃত্ত হইব না। কোন কোন গ্রন্থকার কবিবর হাচ্ছানের কবিতা হইতে একটী পদ (১) উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 'তামান্না' শব্দের পাঠ করা অর্থ হইতে পারে। সে যাহা হউক, আমরা হাচ্ছানের ঐ কবিতার জওয়াবে আল্লার কোরআনকে পেশ করিতেছি। কোরআনে 'তামান্না' বা তাহার ধাতু হইতে সম্পন্ন ক্রিয়া বা বিশেষণ পদ—আমরা যতটা হিসাব করিয়া দেখিয়াছি—বারটী বিভিন্ন স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী স্থান ব্যতীত অন্য কুত্রাপিও উহার 'পাঠ করা' অর্থ গ্রহণ সম্ভবপরই নহে। যেমন :—

(১) ام للانسان ما تمني ؟ (نجم ٥ـ٢٧)
(২) و لقد كنتم تمنون الموت ـ (آل عمران ٥ـ٤)
(৩) فتمنوا الموت ان كنتم صادقين ـ (الى قوله)
(৪) و لن يتمنونه ابدا ـ (بقر ١٠ـ١١)

(১) এই শ্রেণীর অনেক কবিতাই পরবর্ত্তী লোকদিগের রচিত। ঐতিহাসিক ও বাদশাহগণের ফরমাইশ মতে, পরবর্ত্তী কবিগণ, প্রথম যুগের ঘটনাগুলিকে পদ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। এবনে-এছহাক প্রভৃতির উদ্ধৃত বহু কবিতাই এই জন্য অবিশ্বাস্য। ভূমিকা দেখ।

(٥ و٦) ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب - (نساء ١٥—٥)
(٧) تلك امانيهم - قل هاتوا برهانكم الايه - (بقره ١٣—١)
(٨) و ارتبتم و غرتكم الاماني - (حديد ١٨—٢٧)
(٩ و١٠) فتمنوا الموت ——— و لا يتمنونه ابدا ——— - (جمعه ١١—٢٨)
(١١) يعدهم و يمنيهم - (نساء ١٥—٥)

(১) মানুষ যাহার **আকাঙ্ক্ষা** করে (কাজ না করিলে) সে কি তাহা পায় ? অর্থাৎ পায় না। (নাজম, ২৭—৫)

(২) ইহার পূর্ব্বে ত তোমরা মৃত্যুর **'কামনা'** করিতে ! (এমরান্ ৪—৫)

(৩) যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে মৃত্যু **কামনা** কর,—

(৪) তাহারা কখনই তাহার **কামনা করিতে** পারিবেন না। (বকর ১—১১)

(৫—৬) (মুক্তি ও পারলৌকিক মঙ্গল) তোমাদিগের **কামনা** অথবা গ্রন্থধারীদিগের কল্পনার বা ইচ্ছার (উপর নির্ভর) করিতেছে না। (বরং উহা উভয়ের কাজের উপর নির্ভর করিতেছে)। (নেছা, ৫—১৫।)

(৭) এগুলি ত তাহাদিগের (ভিত্তিহীন) **অনুমান মাত্র**। বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে নিজেদের (কথার) প্রমাণ প্রদান কর। (বকর—১—১৩)

(৮) তোমরা সন্দিগ্ধ হইয়াছিলে এবং **'মিছা আশার ছলনা'** তোমাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছিল। (হাদিদ, ২৭—১৮)

(৯—১০) ৩ ও ৪ নম্বরবৎ। (জুমা' ২৮—১১)

(১১) শয়তান তাহাদিগকে ওয়াদা ও **'মিথ্যা আশা'** দিয়া (প্রবঞ্চিত করিয়া) থাকে।

আয়তের অর্থ বিকৃতি।

কোরআন শরীফের উদ্ধৃত দশটী স্থানে تمنى তামান্না শব্দের অর্থ পঠন বা অধ্যয়ন কোনমতে হইতেই পারে না। কেবল নিম্নের আয়তটীর অর্থে, আধুনিক তফছিরকারগণ, সাধারণতঃ পাঠ, করার অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আয়তটি এই :——

و منهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني و ان هم الا يظنون - بقر ٩—١

"তাহাদিগের (এহুদীদিগের) মধ্যে আর একদল নিরক্ষর লোক আছে, কতকগুলি আনুমানিক কল্পনা ব্যতীত যাহারা কেতাবের (তাওরাতের) কিছুই জ্ঞাত নহে, অপিচ তাহারা কেবল অনুমানই করিয়া থাকে !" (বকর ১—৯)

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কতিপয় তফছিরকার ও আধুনিক অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন :—এবং তাহাদিগের মধ্যে এমন সব 'উম্মী' লোক আছে যাহারা কেতাব জ্ঞাত নহে [অর্থাৎ দেখিয়া পড়িতে পারে না) তবে (না দেখিয়া পরের মুখে শুনিয়া) পড়িয়া থাকে, তাহারা অনুমান করে বই নহে।

'আমানীয়া,' উমনিয়ার' বহু বচন। উহার অর্থ অনুমান, কল্পনা, যাহা তাহা একটা কিছু সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া, ইত্যাদি। পাঠ করিবার অর্থ উহার ধাতু হইতে বোধগম্য হয় না। প্রাগৈছলামিক আরবী সাহিত্যে উহা কখনই এই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই—হইলে এবনে-জারির প্রভৃতি তাহার উল্লেখ করিতেন। এই আয়তে 'অনুমান করা'কে 'পাঠ করায়' পরিণত করার স্বপক্ষে দুইটী প্রমাণ দেওয়া হইয়াছে। প্রথম এই যে তাঁহারা ছুরা হজ্জের আয়তে ঐ তামান্না ও উমনিয়া শব্দদ্বয়ের ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন—এবং তদ্দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, হজরতের কোরআন পাঠকালেই শয়তান লাৎ-ওজ্জাদির প্রশংসা তাঁহার মুখে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছিল। কোন তফছিরকার একটী আয়তের কোন অর্থ করিতে ভুল করিয়া থাকিলে অন্য আয়তেও যে সেই ভুল করিতে হইবে, তাহার কোন কারণ নাই। তাহার পর তাঁহাদের ২য় প্রমাণ, কোন একটা আরবী কবিতায় নিম্নলিখিত পদটী সন্নিবেশিত হইয়াছে :——

تمنــــي كتاب الله اول ليلة　　تمني داؤد الزبور على الرسل

কথিত হইয়াছে যে, হজরত ওছমানের শাহাদত উপলক্ষে কবিবর হাচ্ছান যে শোকগাথা রচনা করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত পদটী তাহা হইতে গৃহীত। (১) কিন্তু এবনে কাছির বলিতেছেন, উহা কা'ব বেন মালেক কর্তৃক রচিত কবিতার অংশ। (২) রচনা যে কাহার তাহারই স্থির নাই! তাহার পর বিভিন্ন তফছিরে উহার বিভিন্ন পাঠ দেখিয়া উহার ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ হয়। পাঠক একটু নমুনা দেখুন :——

تمني كتاب الله اول ليلـــة　　و تمني داؤد الزبور على الرسل

"　　"　　"　　و آخر هالاقي حمـام المقـــادر

تمني كتاب الله آخر ليلـــة　　تمني داؤد الكتاب على الرسل

যাহা হউক, যদি আমরা স্বীকারও করিয়া লই যে, ঐ ধাতু হইতে সম্পন্ন শব্দের অর্থ 'পাঠকরা' হইতে পারে, তাহা হইলেও উপক্রম ও উপসংহার দেখিয়া ত অর্থ করিতে হইবে! আলোচ্য আয়তের ঐরূপ অর্থ গ্রহণ না করিলে শয়তানের গল্পটা মাটি হইয়া যায় বটে, কিন্তু অন্য কোন দোষ হয় না। এবনে জারীর তাঁহার তফছিরে (৩) এই আয়তে উল্লিখিত

---

(১) হজরত ওছমান ঐ আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার ন্যূনাধিক ৪০ বৎসর পরে শহিদ হন। (এছাবা)। প্রমাণ স্থলে সমসাময়িক বা পূর্ব্ববর্ত্তী কবির রচনাই প্রশস্ত। (২) তফছির ১—১২৬।

(৩) ১—২৯৭। (খলিফা প্রেস)।

'আমানীয়া' শব্দ সম্বন্ধে প্রাচীন পণ্ডিতগণের যতগুলি মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে আমাদিগের সমর্থন করিতেছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই 'পঠন' বলিয়া উহার অর্থ করেন নাই।

আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, কোরআন শরীফে সর্ব্বত্রই (অন্ততঃ ১১টীর মধ্যে ১০টী স্থানে) ঐ ধাতু হইতে উৎপন্ন শব্দগুলি অনুমান, কল্পনা বা তত্তুল্য কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, পঠনের অর্থে কুত্রাপি উহার ব্যবহার হয় নাই। প্রাগৈছলামিক আরবী সাহিত্যেও এই অর্থে উহার ব্যবহার নাই। সুতরাং কেবল একটা ভিত্তিহীন গল্পের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য ছুরা হজ্জের আলোচ্য আয়তটীতে তামান্না ও উমনীয়া শব্দের অর্থ 'পাঠ করিতেন এবং পাঠ কালে' বলিয়া নির্দ্ধারণ করা অসঙ্গত হইবে।

অর্থ বিকৃতির কারণ।

যেহেতু আমাদের এই শ্রেণীর লেখকগণ স্থির করিয়া লইয়াছেন যে, ছুরা নাজ্‌ম পাঠ কালে শয়তান হজরতের মুখ দিয়া ঐ আবৃত্তির মধ্যে প্রতিমা-পূজা ও পৌত্তলিকতার সমর্থন-মূলক দুইটী পদ যোগ করিয়া দিয়াছিল, অতএব ইহাতে যে হজরতের কোন দোষ নাই, ইহা প্রমাণ করা তাঁহারা আবশ্যক বলিয়া মনে করিয়াছেন। সেই জন্য তাঁহারা ছুরা হজ্জের এই আয়তটীর ঐরূপ অর্থ করিয়া সপ্রমাণ করিতেছেন যে, পূর্ব্ববর্ত্তী সকল নবী ও সকল রছুলেরই ঐ দশা ঘটিয়াছে। অর্থাৎ তাঁহারাও যখন আল্লার বাণী (কালাম) পাঠ করিয়াছেন, শয়তান তাহাতেও নিজের কথা যোগ করিয়া দিয়াছে। সকল নবীরই যখন এই দশা, তখন হজরতের আর কোন দোষ থাকিল না! কিন্তু ইহা এক ভ্রমের উপর অন্য ভ্রমের ভিত্তিস্থাপন ব্যতীত আর কিছুই নহে।

কংক্রিট ভ্রম।

ইহার মূলে আর একটা 'কংক্রিট' ভ্রম বিদ্যমান আছে। এই শ্রেণীর আজগৈবী গঠন-পটীয়সী প্রতিভা-শালী লেখকগণ, চোখ বন্ধ করিয়া ধরিয়া লইয়াছেন যে, ছুরা হজ্জের সমস্ত আয়ত মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু একবার ঐ ছুরাটী আদ্যন্ত পাঠ করিয়া দেখিলে প্রত্যেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিই স্বীকার করিবেন যে, ঐ ছুরার মধ্যে এমন কতকগুলি অকাট্য প্রমাণ আছে, যাহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ঐ ছুরাটী—অন্ততঃপক্ষে তাহার অনেকগুলি আয়ত—মদিনায়, হেজরতের (এমন কি বদর যুদ্ধের) পরবর্ত্তী সময়ে অবতীর্ণ। এই ছুরাতেই উৎপীড়িত মুছলমানগণকে তরবারী ধারণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। বদর সমরে হজরত হাম্‌জা ও হজরত আলীর যুদ্ধের বর্ণনা এই ছুরায় আছে। যাঁহারা মদিনায় হেজরত করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রশংসা-সূচক আয়তও এই ছুরায় বর্ত্তমান রহিয়াছে! সুতরাং এই ছুরাকে মক্কায় অবতীর্ণ বলিয়া ধরিয়া লওয়ার কোনই কারণ নাই। প্রাথমিক যুগের বহু গণ্যমান্য পণ্ডিত (১) এমন কি এবনে আব্বাছও এই মত

(১) এৎকান ১—৯ হইতে ১৪ পৃষ্ঠা দেখ।

পোষণ করিয়া গিয়াছেন যে, ঐ ছুরাটী মদিনায় অবতীর্ণ। যাঁহারা উহাকে মক্কায় অবতীর্ণ বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের পরবর্ত্তী লেখকগণকে স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ছুরাটীর কতকাংশ নিশ্চয়ই মদিনায় অবতীর্ণ। কিন্তু কতকাংশ যে মক্কায় অবতীর্ণ, তাহার কোন প্রমাণ তাঁহারা দিয়াছেন বলিয়া বহু অনুসন্ধানেও আমরা অবগত হইতে পারি নাই।

ছুরা হজ্ব বা তাহার কতকাংশ যে মক্কায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতামতমাত্রকে প্রমাণস্বরূপে গ্রহণ করিলে, তাহাতেও যথেষ্ট মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে ছুরার বর্ণিত বিষয়গুলির দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে উহা নিশ্চয়ই মদিনায় অবতীর্ণ হইয়াছে। এ অবস্থায় ঐ ছুরাকে—কেবল লাৎ-ওজ্জা সংক্রান্ত গল্প ও শয়তানের বাহাদুরী সম্বন্ধীয় উপকথার সহিত (তাহাও আবার নানাপ্রকার ভ্রান্ত অনুবাদ দ্বারা) খাপ খাওয়াইবার জন্য—মক্কায় অবতীর্ণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া, কোন মতেই সঙ্গত হইবে না।

এস্থলে আর একটী কথা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। ছুরা নাজ্‌মে লাৎ-ওজ্জা সংক্রান্ত আয়তগুলির সংশ্রবে যাঁহারা শয়তানের প্ররোচনার গল্প রচনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিতেছেন যে, হজরত যে দিন কোরআন পাঠকালে (শয়তান কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া) পৌত্তলিকতার সমর্থনমূলক আয়তগুলি পাঠ করেন, সেই দিন সন্ধ্যার পর জিব্রীল আসিয়া ইহার জন্য কৈফিয়ৎ তলব করিয়াছিলেন। ইহাতে হজরত অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও অনুতপ্ত হইয়া পড়ায়, তাঁহার দুঃখ দূর করার জন্য ছুরা হজ্বের আলোচনাধীন আয়তটী অবতীর্ণ হয়। তাহার পরেই আবার লাৎ-ওজ্জাদি দেবীগণের নিন্দামূলক (ছুরা নজ্‌মের) পরবর্ত্তী আয়তগুলি অবতীর্ণ হয়। প্রথম আয়ত পাঠ কালে হজরত সেজদা করিয়াছিলেন এবং মক্কার পৌত্তলিকগণও—তাহাদিগের দেবদেবীর প্রশংসা শুনিয়া—হজরতের সঙ্গে সেজদা করিয়াছিল। ইহাতেই সংবাদ রটিয়া যায় যে কোরেশগণ মুছলমান হইয়াছে, তাই কয়েকজন প্রবাসী আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসেন। এই সঙ্গে তাঁহারা এক বাক্যে ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে, নবুয়তের পঞ্চম সনের রজব মাসে মুছলমানগণ আবিসিনিয়ায় প্রথম যাত্রা করেন। রমজান মাসে সেজদার ঘটনা ঘটে এবং শাউওয়াল মাসে তাঁহারা মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেখেন যে, সংবাদটী সম্পূর্ণ মিথ্যা—কোরেশগণ মুছলমান হয় নাই।

বিবরণগুলি অসমঞ্জস।

এখন আমরা চরম হিসাবে ধরিয়া লইতেছি যে, সেজদার ঘটনা রমজান মাসের প্রথম দিবসে ঘটিয়াছিল, এবং প্রবাসীগণ শাউওয়াল মাসের শেষ তারিখে মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, ছুরা নাজ্‌ম নাজেল হওয়ার পর অনধিক দুই মাসের মধ্যেই ছুরা হজ্ব নাজেল হইয়াছিল। কিন্তু ছুরা নাজ্‌মের পরে ও ছুরা হজ্বের পূর্ব্বে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ ছুরা অবতীর্ণ হইয়াছে বলিয়া কোরআনের ইতিহাস-লেখকগণ একবাক্যে স্বীকার

করিতেছেন। ঐ মধ্যবর্ত্তী ছুরাগুলি পাঠ করিলে, তাহার আভ্যন্তরিক সাক্ষ্য দ্বারা নিঃসন্দেহ-রূপে জানা যাইবে যে, ঐ দুই ছুরা কয়েক বৎসর ব্যবধানে অবতীর্ণ হইয়াছিল।

এই সকল যুক্তি তর্কের দ্বারা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদিগের 'ইতিবৃত্ত-লেখক—তফছিরকারগণ' ছুরা নাজ্‌মের তফছিরে যে সকল জঘন্য উপকথা রচনা করিয়াছেন এবং খৃষ্টান লেখকগণ যাহা লইয়া স্বর্গে মর্ত্ত্য আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছেন,—তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং মূলে কোন 'জিন্দিক' (১) কর্ত্তৃক রচিত, যাবতীয় যুক্তি প্রমাণের বিপরীত জঘন্য মিথ্যা ও কল্পিত উপকথা মাত্র। মহিমময় মোস্তফা চরিত্রে এহেন দুর্ব্বলতা কথনই স্পর্শিতে পারে না।

(১) যাহারা সদসৎ কার্য্যাদির সৃষ্টির জন্য দুইটী স্বতন্ত্র খোদার—ইজদ ও আহরমণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকে এবং অগ্নি ও সূর্য্যের পূজা করে, তাহাদিগকে 'জিন্দিক' বলা হয়। বলা বাহুল্য যে, উহা দ্বারা পারস্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগকেই বুঝাইতেছে। মুছলমানদিগের পারস্য বিজয়ের পর এই জিন্দিকগণ সকলেই এছলাম গ্রহণ করে। কিন্তু উহাদিগের মধ্যে কপট মুছলমানের সংখ্যা কম ছিল না। তাহারা নিজেদের জিন্দিকী মতগুলিকে মুছলমানী পোষাকে সাজাইয়া চালাইয়া দিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে। ইহা ব্যতীত বংশ পরম্পরাগত সংস্কার, বিশ্বাস ও জরথুস্ত্রীয় দর্শনাদির প্রভাব তাহারা সকলে হঠাৎ ছাড়িয়া দিতে পারে নাই। এই সকল প্রভাব অচিরাৎ এত প্রকট হইয়া উঠে যে, আমাদিগের ফকীহগণকে তখন ইহার বিরুদ্ধে দস্তুরমত যুদ্ধ ঘোষণা করিতে হইয়াছিল, খলিফাগণের আদেশে বহু ছদ্মবেশী ধর্ম্মদ্রোহী দণ্ডিতও হইয়াছিল। জিন্দিক-দিগের এই প্রভাব এখনও অত্যন্ত প্রবল হইয়া আছে।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

دریا دلاں چو موج گہر آرمیدہ اند

কোরেশদিগের ক্ষোভ ও ক্রোধ

কোরেশ প্রতিনিধিগণ যৎপরোনাস্তি অপমানিত হইয়া আবিসিনিয়া হইতে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের এই অকৃতকার্য্যতা ও অপমানের কথা শ্রবণ করিয়া মক্কার সমস্ত কোরেশ ক্ষোভে লজ্জায় ঘৃণায় ও ক্রোধে একেবারে আত্মহারা হইয়া উঠিল। কিন্তু প্রতিকারের উপায় কি? অত্যাচারে তাহারা দমিত হয় না, ধর্ম্মের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া দেশান্তরিত হইতে তাহারা কুণ্ঠিত হয় না, নীচ হইতে নীচতম এবং ভীষণ হইতে ভীষণতম কোন ষড়যন্ত্রই তাহাদিগের সত্য-সাধনে বাধা দিতে পারে না। তাহারা সকলে সমবেত হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিল—এখন প্রতিকারের উপায় কি? ভক্তবৃন্দও প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন পরীক্ষার আশায় প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। এই আশঙ্কা উদ্বেগ ও কঠোর অগ্নি-পরীক্ষার মধ্য দিয়া আল্লার মঙ্গল হস্ত যে লোক-লোচনের অন্তরালে কিরূপে নিজের কার্য্য সমাধা করিয়া যাইতেছিল, নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহার আভাস পাওয়া যাইবে।

একদা, হজরত লোকালয় হইতে দূরে—ছাফা পর্ব্বতের নিভৃত অধিত্যকায় বসিয়া নির্জ্জনে আপনার ভাবে মগ্ন আছেন, এমন সময় আবুজ্জেহেল তাঁহার সন্ধান পাইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। নরাধম প্রথমে নানাপ্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া ও কটুকথা কহিয়া হজরতের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু হজরত ইহাতে উত্যক্তির কোন লক্ষণ প্রকাশ করিলেন না দেখিয়া, সে তীব্র ভাষায় তাঁহার ধর্ম্মের গ্লানি করিতে লাগিল। তাহাতেও যখন হজরতের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল না, তখন নরাধম তাঁহাকে আক্রমণ করিল। কথিত আছে যে, এই পরাজয়ে ক্রোধান্ধ হইয়া আবুজ্জেহেল একখণ্ড প্রস্তর ছুড়িয়া হজরতের মস্তকে আঘাত করিল। প্রস্তরের আঘাতে দরবিগলিত শোণিতধারায় তাঁহার শরীর রঞ্জিত হইয়া গেল। ইহাতেও মোস্তফা হৃদয়ে বিন্দুমাত্র ক্রোধের সঞ্চার হইল না। কিন্তু তাঁহার স্বদেশবাসী ও স্বজাতীয় আবুজ্জেহেলের এই মূর্খতা দর্শনে তাঁহার হৃদয় নিশ্চয়ই ব্যথিত হইয়াছিল। হায়! ইহারা এতদূর অজ্ঞ যে আপনাদিগের মঙ্গলামঙ্গলও বুঝিতে পারে না!

আবুজ্জেহেলের অত্যাচার।

যাহাহউক, হজরত এই অবস্থায় বাটী চলিয়া আসিলেন। তিনি নিজের আত্মীয়-স্বজনদিগকেও এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলেন না। মক্কার একজন ক্রীতদাসী দূর হইতে এই ঘটনাটী আদ্য-পান্ত দর্শন করিয়াছিল। হজরতের পিতৃব্য, আরবের বীর কেশরী হামজা, মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবা মাত্র সে তাঁহাকে আবুজেহেলের অন্যায় অত্যাচার ও হজরতের ধৈর্য্যধারণ করার সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দিল।

হামজা মহাবলশালী প্রথিতনামা বীর। এই ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার বীরহৃদয় বিচলিত হইয়া উঠিল। মোহাম্মদ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র—সৎ, মহৎ ও সাধু মোহাম্মদকে লোকে যত্র তত্র এমন অন্যায় করিয়া, এমন নির্ম্মমভাবে উৎপীড়িত করিতেছে—কেন? তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র এমন কি অপরাধই বা করিয়াছেন? তাঁহার ধর্ম্মমত? তাহাতে এমন অন্যায় কথাই বা কি আছে? ইট পাথর গাছপালা ঈশ্বর হইতে পারে না, এক আল্লার পূজা উপাসনা করিতে হইবে, ইহা বলা কি এতই অপরাধের কথা যে, নরাধম আবুজেহেল তজ্জন্য আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর যখন তখন এইরূপ অত্যাচার করিতে থাকিবে! আর আবদুল্লার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আমি—নীরবে ইহা সহ্য করিব?

হামজার প্রতিশোধ গ্রহণ।

এই সকল চিন্তার ঘাত-প্রতিঘাতে হামজার বীর হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি সেই অবস্থায় আবুজেহেলের সন্ধানে বহির্গত হইলেন। পথে হামজার মনে ঐ চিন্তা। আজ তাঁহার মোহ-যবনিকা একটু একটু করিয়া অপসারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তিনি স্বপক্ষ বিপক্ষ নানাপ্রকার কথার আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার মনের মানুষটী যেন ভিতর হইতে তাঁহাকে করুণস্বরে ডাকিয়া বলিতে লাগিল,—'হামজা! সত্য তোমার সম্মুখে উজ্জ্বলরূপে দেদীপ্যমান হইয়া আছে,—গ্রহণ কর!' আজ হামজা সত্যকে তাহার প্রকৃতরূপে দেখিতে পাইলেন। হামজা সিদ্ধান্ত করিলেন—মোহাম্মদ নিরপরাধ, তিনি সত্যের সেবক, তিনি স্বদেশ ও স্বজাতির মুক্তি-কামী। আবুজেহেল—পাষণ্ড। আবুজেহেল কেবল বিদ্বেষ নীচস্বার্থ ও অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমার এই অতি প্রিয় অতিশ্রদ্ধাস্পদ ভ্রাতুষ্পুত্রকে কষ্ট দিয়াছে! সৃষ্টি স্থিতি লয়ের একমাত্র কর্ত্তা যে একজন, কোন্ বুদ্ধিমান লোকে ইহা অস্বীকার করিবে? আমিও ত ইহা স্বীকার করি, ইহারই জন্য এত অত্যাচার! হামজার ভ্রাতুষ্পুত্র কি নিঃসহায়? মোহাম্মদ সহ্য করেন করুন, তাঁহার প্রকৃতি অন্য ধাতু দিয়া গঠিত, তিনি সব সহিতে পারেন। কিন্তু আবদুল মোত্তালেবের পুত্র, আবদুল্লার সহোদর হামজা ইহা সহ্য করিবে না।

চিন্তা ও জ্ঞানের বিকাশ।

আবুজেহেল তখন মক্কার মন্দিরে বসিয়া কোরেশ দলপতিগণের সহিত পরামর্শ আঁটিতেছিল, এমন সময় হামজা তথায় উপস্থিত হইয়া হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিলেন—'পাষণ্ড! তুই

মোহাম্মদের উপর আর অত্যাচার করিবি ?' কথার সঙ্গে সঙ্গে হামজা স্বীয় স্কন্ধবিলম্বিত ধনুক দ্বারা আবুজেহেলের মস্তকে আঘাত করিলেন, এবং এই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন—'ধর্ম্মের জন্য ? আচ্ছা, আমিও মোহাম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তোর যাহা ক্ষমতা থাকে কর্!' আমীর হামজার আঘাত বড় সহজ ব্যাপার নহে, নরাধমের মস্তক বিক্ষত হইয়া পড়িল।

এদিকে, আবুজেহেলের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহার গোত্রের কয়েকজন লোক মারমার করিয়া ঠেলিয়া উঠিল, হামজাও তজ্জন্য প্রস্তুত। কিন্তু ধূর্ত্ত আবুজেহেল তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া বলিল—হামজাকে কিছুই বলিও না, বাস্তবিক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের উপর আমি অন্যায়ভাবে অত্যাচার করিয়াছিলাম। পাষণ্ড আবুজেহেল, এরূপ সাংঘাতিকভাবে অবমানিত হইয়াও আজ এমন সাধু সাজিয়া বসিল কেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। আমীর হামজার ভাবগতিক ও কথাবার্ত্তা শুনিয়া নরাধম বুঝিতে পারিয়াছিল যে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত! এখন সদ্ব্যবহার ও সাধুতার দ্বারা তাঁহাকে রস্ত করিতে না পারিলে, আরবের একজন প্রধানতম বীর তাহাদের দলছাড়া হইয়া যাইবেন। তাহারই কর্ম্মফলে আজ যদি সত্যসত্যই এই সর্ব্বনাশ ঘটিয়া বসে, তাহা হইলে কোরেশগণ ইহার জন্য তাহাকেই দায়ী করিবে। ইহাতে আবুজেহেলের তীক্ষ্ণ কূটবুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু স্বর্গের মঙ্গল ইঙ্গিতকে কে নিবারণ করিবে ?

হামজা সেখান হইতে সোজা হজরতের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—'প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র! আনন্দিত হও, আমি এইমাত্র আবুজেহেলকে উপযুক্ত প্রতিশোধ দিয়া আসিতেছি।' কিন্তু হজরত এজন্য কোনপ্রকার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন না। তাঁহার প্রতি অত্যাচার করার জন্য আবুজেহেল প্রহৃত হইয়াছে, এরূপ সংবাদ তাঁহার মনে কোনপ্রকার আনন্দের সঞ্চার করিতে পারে না। তিনি চাহেন, আবুজেহেলকে জীবন দিতে, মুক্ত করিতে, আল্লার একনিষ্ঠ দাস বানাইতে। এরূপ সংবাদ পাইলে হজরত আনন্দিত হইতেন। হামজার কথা শুনিয়া, তিনি সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন, 'তাতঃ! ইহাতে আনন্দের কিছুই নাই। যদি শুনিতাম যে আপনি সত্যকে গ্রহণ করিয়াছেন, আল্লার নামে আত্মবিক্রয় করিয়াছেন, তাহা হইলেই আমার পক্ষে আনন্দের কথা হইত।' হামজার মনে পূর্ব্ব হইতেই সত্যের উন্মেষ আরম্ভ হইয়াছিল, কা'বাগৃহে সকলের সম্মুখে তিনি প্রকাশ্যভাবে নিজের মুছলমান হওয়ার কথা ঘোষণা করিয়াছেন, এখন হজরতের খেদমতে প্রকাশ্যভাবে এছলামের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ!

হামজার এছলাম গ্রহণ।

হামজার এছলাম গ্রহণে কোরেশদিগের মধ্যে ঘোর-চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল, কয়েকদিন

পর্য্যন্ত তাহারা হজরতের উপর অত্যাচারের মাত্রা একটু হ্রাস করিয়া দিল, এবং কৃতকার্য্যতা লাভের নূতন উপায় চিন্তা করিতে লাগিল।

একদিন হজরত একাকী কা'বাগৃহে বসিয়া আছেন, কোরেশগণ বাহিরে তাহাদিগের মজলিসে বসিয়া জটলা করিতেছে। এমন সময়, মক্কার বিখ্যাত ধনস্বামী ও সর্দ্দার ওৎবা তাহাদিগকে বলিল—হামজা ত মুছলমান হইয়া গেল, দেখিতেছি মুছলমানদিগের সংখ্যা ও শক্তি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। এ অবস্থায় মোহাম্মদকে কিছু দিয়া রস্ত করাই ভাল। সকলের যদি মত হয়, তাহা হইলে আমি তাহার নিকট গিয়া কতকগুলি প্রস্তাব করিতে পারি। সে যদি তাহার মধ্যে কতকগুলি মঞ্জুর করিয়া রস্ত হয় এবং আমাদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধে কিছু না বলে, তাহা হইলে হাঙ্গামাটা মিটিয়া যায়। সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলে, ওৎবা আসিয়া হজরতের নিকটে উপবেশন করিল এবং ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল :—'বৎস মোহাম্মদ! তুমি আমাদিগের পর নহ। তুমি সমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছ, তাহা তুমি অবগত আছ! তুমি তাহাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলে, পূর্ব্বপুরুষগণের ধর্ম্মত্যাগ করিয়া এক অভিনব ধর্ম্মের সৃষ্টি করিলে......ইত্যাদি। আমাকে আজ সব কথা ভাঙ্গিয়া বল, এইরূপ করার তোমার মূল উদ্দেশ্য কি? যদি ইহাদ্বারা তোমার ধন সঞ্চয় করার উদ্দেশ্য থাকে, তাহা হইলে আমাকে বল—আমরা তোমার পদপ্রান্তে স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্তূপ লাগাইয়া দিব। যদি তুমি সম্মানের প্রার্থী হও, তাহাও বল, আমরা সকলে এক বাক্যে তোমাকে নিজেদের প্রধান বলিয়া মানিয়া লইব। যদি তোমার রাজত্ব করার আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকে, তবে আমার কথা শোন, সমগ্র আরব দেশের একচ্ছত্র অধিপতি বলিয়া আমরা তোমাকে অভিষিক্ত করিতে প্রস্তুত। তুমি আমাদের শাসন-পালনের ভার গ্রহণ কর, আরবের সকল জাতির দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হও, আমরা তোমার সিংহাসন-সম্মুখে নতজানু হইতে সম্মত আছি। আমাদের শুধু এইটুকু প্রার্থনা যে, তুমি এই অভিনব ধর্ম্মের কথা একেবারে ভুলিয়া যাও! আর দেখ, যদি কোন কারণে তোমার মস্তিষ্কের কোন প্রকার পীড়া ঘটিয়া থাকে, তাহাও বল, আমরা তোমার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।'

নূতন ষড়যন্ত্র প্রলোভন।

'আপনার বক্তব্য শেষ হইয়াছে?'—হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন। ওৎবা উত্তর করিল, "হাঁ, এখন তোমার অভিমত জানিতে চাই।" হজরত তখন আল্লার নাম করিয়া কোরআনের হা-মীম ছাজদা ছুরা পাঠ করিতে লাগিলেন :——

"হা-মীম্ দয়ালু ও করুণাময়ের পক্ষ হইতে—এই গ্রন্থ, যাহার বাণীগুলি বিজ্ঞ লোকদিগের জন্য স্পষ্ট আরবী ভাষায় বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে এবং যাহা (পুণ্যের পুরস্কারের) সুসংবাদ দান করে, ও পাপের (দণ্ডসম্বন্ধে) সতর্ক করিয়া থাকে। অনন্তর তাহাদের অধিকাংশই মুখ

সত্যের মহিমা।

ফিরাইয়া লইল, তাহারা (উপদেশ) শ্রবণ (গ্রহণ) করে না। তাহারা বলে, যে (তাওহীদের) দিকে আমাদিগকে আহ্বান করিতেছ, আমরা তাহার ধারণা করিতে পারি না, তোমার কথা আমাদের কর্ণে প্রবেশও করে না। আর আমাদিগের ও তোমার মধ্যে একটা যবনিকা পড়িয়া আছে। অতএব তুমি চেষ্টা করিতে থাক, আমরা চেষ্টায় রহিলাম। (দেখি পরিণামে কে জয়যুক্ত হয়!)। (হে মোহাম্মদ তুমি উহাদিগকে) বল যে, (জয় পরাজয়ের কর্তা আমি নহি—আমার হস্তে কোন ঐশী শক্তি নাই) আমি ত তোমাদিগেরই ন্যায় একজন মানুষ মাত্র (তবে) আমার নিকট এই বাণী প্রেরিত হয় যে,—তোমাদিগের উপাস্য মাত্র একক আল্লাহ্, অতএব দৃঢ়তা সহকারে ও সোজাপথে তাঁহার দিকে ফিরিয়া আইস এবং (বিগত ত্রুটীর জন্য) তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর!—আর সেই সকল অংশীবাদীদিগের জন্য পরিতাপ, যাহারা 'জাকাৎ' প্রদান করে না এবং পরকালকে অস্বীকার করে।"

হজরত পরপর ৫টা রুকু পড়িয়া চলিলেন, ওৎবা শুনিয়া যাইতে লাগিল। ওৎবা পশ্চাৎ দিকে দুই হাতের ঠেঁস দিয়া হজরতের স্বর্গীয় ভাবদীপ্ত সরল ও প্রশান্ত বদনমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া রহিল! এত সম্পদ, এত সম্মান, এত মূল্যবান রাজসিংহাসন; এমন সহজে এমন নির্ব্বিকারভাবে ছাড়িয়া দেওয়া কি সামান্য কাজ! ওৎবা স্তম্ভিত হইল। তাহার উপর মোস্তফা-মুখ-নিঃসৃত, ভাব ও যুক্তির যৌগপত্তিক প্রভাব দীপ্ত কোরআনের আয়তগুলির সুললিত ছন্দবন্দের—মধুর স্বরতরঙ্গের উত্থান-পতনে স্বর্গীয় সুধাসিন্ধুর অমৃত-মদিরা-ক্ষরণ,—মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া ওৎবা শুনিয়া যাইতে লাগিল। তেলাঅৎ করিতে করিতে হজরত যখন—'এবং তাহার আর একটী নিদর্শন রজনী ও দিবস এবং সূর্য্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্য্যকে প্রণিপাত করিও না—চন্দ্রকেও নহে, বরং সেই আল্লার উদ্দেশ্যে প্রণিপাত (সেজ্‌দা) কর, যিনি সেগুলিকে সৃজন করিয়াছেন—' এই আয়তটী পাঠ করিয়া দিবারজনী ও চন্দ্র সূর্য্যের সৃষ্টিকর্ত্তার নামে সেজদা করিলেন, তখন ওৎবার চৈতন্য হইল। তখন সে কতকটা বিমর্ষ ও কতকটা মুগ্ধ অবস্থায় সেখান হইতে উঠিয়া কোরেশদিগের মজলিসে উপস্থিত হইল। ওৎবার মুখভাব দর্শনে সকলে চকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল— 'সংবাদ কি?'

ওৎবা স্তম্ভিত।

'সংবাদ আর কি'? ওৎবা উত্তর করিল, 'যাহা শুনিলাম, আল্লার দিব্য সেরূপ কথা আর কখনও শুনি নাই। আল্লার দিব্য,—উহা (ভাষার হিসাবে) কখনই কবির রচনা নহে, (ভাবের হিসাবে) উহা কখনই যাদুমন্ত্র নহে। হে কোরেশ সমাজ! আমার উপদেশ গ্রহণ কর, এই ব্যক্তি যাহা করে করুক, তাহা লইয়া তোমরা কেহ আর গণ্ডগোল করিও না। তাহার মুখে আমি যাহা শুনিলাম, তাহাতে যেন

ওৎবার অভিমত।

ভবিষ্যতের একটা আভাস প্রতিফলিত হইয়া উঠিতেছে। আরবের অন্যান্য জাতিরা যদি তাহাকে বিধ্বস্ত করিতে পারে, তাহা হইলে সহজে তোমাদিগের মনস্কাম সিদ্ধ হইয়া যাইবে। আর যদি সে আরবের উপর জয়যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাতেও তোমাদের গৌরব। ওৎবার কথা শুনিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। তাহারা সমস্বরে বলিতে লাগিল—'দেখিতেছি, তোমার উপরও উহার বাহু খাটিয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে।' ওৎবা তখন অপ্রস্তিভ হইয়া বলিল,—'আমার মত বলিলাম, এখন আপনাদের যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিতে পারেন।'

দাউ দাউ প্রজ্জলিত আহব-কুণ্ডে যতই লগুড়াঘাত করিবে, তাহার স্ফুলিঙ্গ ততই বিস্তৃত ততই ব্যাপক হইয়া পড়িবে। সাধক যখন সত্যকে সত্যভাবে গ্রহণ করিয়া সত্যিকার সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাহাতে বিঘ্ন প্রদান করিতে গিয়া বৈরিগণই তাহার সিদ্ধিলাভের সহায় হইয়া থাকে। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল এবং কোরেশদিগের অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে এছলাম ধীরে ধীরে নিজের স্থান প্রস্তুত করিয়া লইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে কোরেশ দলপতিগণ ইহার প্রতিকারের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল। তাহারা স্থির করিল, এরূপ স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত চেষ্টা দ্বারা কোন সুফল ফলিবে না। একবার সকলে সমবেতভাবে উহার সহিত শেষ বোঝা-পড়া করিয়া লওয়া আবশ্যক। তাহার পর যাহা হয়—দেখা যাইবে।

কোরেশের সমবেত চেষ্টা।

এই পরামর্শ অনুসারে, নির্দ্ধারিত সময়ে কা'বার সন্নিকটে কোরেশদিগের সভা বসিল। ওৎবা, শায়বা, আবুছুফ্‌য়ান, অলিদ, আবুজেহেল, উমাইয়া প্রভৃতি বিশিষ্ট কোরেশ প্রধানগণ সেই সভায় সমবেত হইল। তখন স্থির হইল যে, মোহাম্মদকে এই সভায় ডাকিয়া আনিয়া তাহার সঙ্গে বোঝা-পড়া করিয়া লইতে হইবে। তখন সভার পক্ষ হইতে হজরতের নিকট এক দূত প্রেরণ করা হইল। এই দূত হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—'তোমার স্বজাতীয় ভদ্র লোকেরা সকলে একত্র হইয়া আমাকে তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহারা তোমার সহিত দুই একটা কথা বলিতে চাহেন।'

কোরেশ মজলিসে মোস্তফা।

ভয় নাই ভীতি নাই, কাহাকেও সংবাদ দিবার বা সঙ্গে লইবার আবশ্যক নাই, দূত-মুখে সংবাদ শুনিবামাত্র তিনি গাত্রোত্থান করিলেন। 'তাহাদিগের মঙ্গল সাধন করিবার জন্য, তাহাদিগের মুক্তি ও কল্যাণের পথ দেখাইবার জন্য হজরত সর্ব্বদাই ব্যাকুল থাকিতেন। তাই সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি কোরেশ-দিগের সভাস্থলে গিয়া উপস্থিত হইলেন।' (১)

তখন তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহাকে নানাপ্রকার প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। "সম্মান সম্পদ সিংহাসন, যাহা চাও দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি আমাদিগের উপদেশ গ্রহণ কর! একবার ভাবিয়া দেখ, তুমি নিজের স্বজাতির উপর যে বিপদ আনয়ন করিয়াছ, আরবে তাহার নজির

(১) এবনে-হেশাম ৭১—১০০ পৃষ্ঠা।

আবার প্রলোভন।

নাই। তুমি আমাদিগের চিরাচরিত ধর্ম্মে এক বিপ্লব উপস্থিত করিয়া দিয়াছ, পূর্ব্বপুরুষগণের মত ত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগের সম্মান হানি করিয়াছ, আমাদিগের 'জমাত' ভাঙ্গিয়া দিয়াছ। এক কথায় এমন কোন অকল্যাণ ও অমঙ্গল নাই, তুমি যাহা করিতে ছাড়িয়াছ। তোমার এই সব বিপ্লব উপস্থিত করার উদ্দেশ্য কি, তাহা আমরা জানিতে চাই। তোমার যদি ধন সঞ্চয়ের বাসনা থাকে, এখনই আমরা তোমাকে আরবের সর্ব্বপ্রধান ধনকুবের করিয়া দিতেছি। যদি সম্মান লাভের ইচ্ছা থাকে, তাহাও খুলিয়া বল, আমরা তোমাকে নিজেদের প্রধান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছি। রাজত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়া থাকিলে, তাহাও স্পষ্ট করিয়া বল, আমরা তোমাকে সমগ্র আরবদ্বীপের একচ্ছত্র রাজা বলিয়া বরণ করিয়া লইতেছি।—আর, তুমি যাহা দেখিয়া শুনিয়া থাক, তাহা যদি কোন ভূত প্রেত বা উপসর্গের উপদ্রব হয়, তাহা জানিতে পারিলে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া আমরা শ্রেষ্ঠ 'গুনীন' ডাকিয়া তোমার 'ঝাড়ান কাড়ান' করিয়া লইতে পারি!—"

হজরত বহুক্ষণ ধরিয়া ধীরস্থিরভাবে এই সকল প্রলাপোক্তি শুনিয়া গেলেন, এবং তাহাদিগের কথা শেষ হইলে বলিতে লাগিলেন—"আপনারা আমার সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার একটীও প্রকৃত নহে। আমি আপনাদিগের নিকট সম্পদের ভিখারী নহি, বা আপনাদিগের রাজা হইবার আকাঙ্ক্ষা আমার নাই। ধন দৌলৎ, মান সম্ভ্রম, সিংহাসন ও রাজ মুকুট, এই সকল তুচ্ছ পদার্থের কোন আবশ্যকতা আমার নাই। প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ সত্য ও জ্ঞানের আলোক দিয়া, ইহ-পরকালের মুক্তির পথ দেখাইবার জন্য, আমাকে আপনাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার বাণী আমার নিকট আসিয়াছে, মানব স্বকৃত কর্ম্মফলে পরজীবনে দণ্ড বা পুরস্কারের ভাগী হইবে, এই শিক্ষা দিবার জন্য আমি আদিষ্ট হইয়াছি। আমি নিজের কর্ত্তব্য পালন করিতেছি—স্বর্গের সেই মহীয়সী বাণী আপনাদিগকে পৌঁছাইয়া দিতেছি। এখন আপনারা যদি সেই বাণীকে গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা আপনারাই ইহ-পরকালে সুফল লাভ করিবেন। আর যদি আপনারা উহাকে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিব—প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।"

প্রলোভনে কোনই সুফল ফলিল না। তখন কোরেশদলপতিগণ রুক্ষস্বরে বলিতে লাগিল—'আমরা তোমারই হিতের জন্য এতগুলি মূল্যবান প্রস্তাব করিলাম, দেখিতেছি তাহার একটাও তোমার পছন্দ হইল না। আচ্ছা, বেশ কথা! তুমি যদি সেই স্বর্গের রাজার সন্ধান

ব্যঙ্গবিদ্রূপ।

পাইয়া থাক, তাহা হইলে তাহাকে বল, আমাদের দেশে সিরিয়া ও এরাকের ন্যায় নদনদী প্রবাহিত করিয়া দি'ক। এই উত্তপ্ত মরুভূমিতে বাস করা যে কতদূর কষ্টকর, তাহা তুমি জানিতেছ। তোমার আল্লাহকে বল, আমাদের দেশকে "সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা" করিয়া দিক। এই পর্ব্বতগুলিকে অপসারিত করিয়া

আমাদিগের জন্য সমতল কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া দি'ক। আর তাহাকে বলিয়া আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণকে, বিশেষতঃ কোরেশের আদি পিতা 'কোছাই'কে, তোমার কথিত 'পরকাল' হইতে ফিরাইয়া আন। আমরা তাঁহাদের নিকট পরকালের এবং তোমার অন্যান্য কথার সত্য মিথ্যা জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। তোমার সেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ এই কাজগুলি করিয়া দি'ক, তাহা হইলে বুঝিব যে বাস্তবিক তোমার কথাগুলি সত্য!'

হজরত উত্তর করিলেন—'এই সকল কাজের জন্য আমি প্রেরিত হই নাই। আমাকে যে শিক্ষা দিয়া প্রেরণ করা হইয়াছে, তাহা আমি আপনাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়াছি। আমার কর্ত্তব্য এই মাত্র। এখন যদি আপনারা সেই শিক্ষাকে গ্রহণ করেন, তাহাতে আপনাদিগের ইহ-পরকালের মঙ্গল হইবে। আর যদি আপনারা তাহা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে আমি আর কি করিব—আল্লার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে।'

হজরতের উত্তর শ্রবণে তাহারা আবার বলিতে লাগিল—'আচ্ছা, আমাদিগের জন্য না কর, নাই করিলে, নিজের জন্য কিছু করিয়া দেখাও। তোমার সেই 'প্রভু'কে বল, সে একজন ফেরেশ্‌তাকে তোমার সহচর করিয়া দি'ক। সে (ফেরেশ্‌তা) তোমার সত্যবাদিতার সাক্ষ্য দিতে থাকিবে এবং আমাদিগকে তোমার বিরুদ্ধাচরণে নিষেধ করিবে। তুমি আপন প্রভুকে বল, সে তোমার জন্য ফল-পুষ্প-পরিশোভিত একটা সুন্দর উদ্যান, একটা বৃহৎ প্রাসাদ এবং স্বর্ণ রৌপ্যের কতকগুলি ভাণ্ডার প্রস্তুত করিয়া দি'ক, তাহা হইলে তোমার অভাব পূরণ হইয়া যাইবে। দেখিতেছি, এই অভাবে পড়িয়া তোমাকেও আমাদিগের ন্যায় বাজার হাটে যাইতে হইতেছে, উপজীবিকা অর্জ্জনের জন্য পরিশ্রম করিতে হইতেছে। এখন আমাদিগের সহিত তোমার কোন পার্থক্য নাই। তোমার আল্লার নিকট হইতে ঐ সব চাহিয়া লও, তাহা হইলে সমাজে তোমার একটা গুরুত্ব হইতে পারিবে।'

কোরেশের প্রলাপোক্তি।

হজরত নীরবে এই সব প্রলাপ শুনিয়া যাইতে লাগিলেন এবং তাহাদিগের কথা শেষ হইলে দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর করিলেন—'এই পার্থিব ধন-সম্পদের জন্য আমি প্রার্থনা করিতে পারি না, উহা আমার কর্ত্তব্যের অন্তর্ভুক্তও নহে। আমি জগত বাসীর নিকট এক মহা সত্যের প্রচারকরূপে প্রেরিত হইয়াছি। আপনারা স্বীকার করেন আপনাদের ভাল, অন্যথায় প্রভুর যাহা ইচ্ছা থাকে তাহাই হইবে।'

তাহাদিগের স্বর ব্যঙ্গবিদ্রূপ হইতে ক্রমে ক্রোধের গ্রামে উপস্থিত হইতে লাগিল। তখন তাহারা কঠোর ভাষায় বলিতে লাগিল—'আচ্ছা! তোমার আল্লাহ নাকি সর্ব্বশক্তিমান, সে নাকি সবই করিতে পারে? যদি ইহা সত্য হয়, তবে তাহাকে বল, আমাদিগের উপর এক টুকরা আছমান ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দি'ক। অন্যথায় আমরা কখনই তোমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন

করিব না।' হজরত ইহার উত্তরে বলিলেন—'ইহা আমার ইচ্ছার উপর নহে—কিন্তু তাঁহার ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে, তিনি ইচ্ছা করিলে করিতে পারেন।' কেহ কেহ বলিতে লাগিল—'মোহাম্মদ! আচ্ছা বল দেখি, আমরা যে আজ তোমাকে এখানে ডাকিব, এই সকল প্রশ্ন করিব, এই সমস্ত নিদর্শন দেখিতে চাহিব, তোমার 'প্রভু' কি ইহার কিছুই জানিতে পারে নাই? সে ইহার কোন উপযুক্ত উত্তর তোমাকে শিখাইয়া দিতে পারিল না! আমরা তোমার কথা মান্য না করিলে সে যে আমাদিগের সহিত কি ব্যবহার করিবে, তাহাও তোমাকে জ্ঞাপন করিল না।'

'মোহাম্মদ! আমাদিগের সমস্ত বক্তব্য আজ তোমাকে বলিয়া দিয়াছি, অতঃপর সাবধান! নিশ্চিতরূপে স্মরণ রাখিও যে, আমরা আর তোমাকে এই অধর্ম্মের কথাগুলি প্রচার করিতে দিব না—দেহে প্রাণ থাকিতে না। ইহাতে হয় আমরা ধ্বংস হইয়া যাইব, না হয় তুমি! এই শেষ!!'

হজরতের বদনমণ্ডলে এখনও কোন অবসাদ বা বিমর্ষতার ছায়াপাত হয় নাই। তাহা এখনও পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন গম্ভীর ও প্রশস্ত। এই সময় সভাক্ষেত্রে—সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে—একটা হট্টগোল আরম্ভ হইয়া গেল। নানা লোকে হজরতকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গবিদ্রূপ ভর্ৎসনা ও তীব্র বাক্য-বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল। হজরত আপন কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়া আনন্দিতচিত্তে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। হজরত এই সভাক্ষেত্রে পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই আমার কাজ, ফলাফল আমার প্রভুর হাতে। ইহাই সাধকের কর্ম্মজীবনের আদর্শ হওয়া চাই। কর্ত্তব্য কর্ত্তব্যের জন্যই পালন করিতে হইবে। তাহার ফলাফল কি হইতেছে, ইহা আদৌ বিবেচ্য নহে। সাধনা যদি মূলে সিদ্ধির মুখাপেক্ষী হইতে অভ্যস্ত হয়, কর্ম্ম যদি প্রথম হইতে আপনাকে ফলাফলের প্রভাবাবিষ্ট করিয়া বসে, তাহা হইলে সাধনাও হইতে পারে না, সিদ্ধিও আসিতে পারে না। কারণ ইহাতে সাধকের আত্মসত্যে প্রতীতির অভাবই সূচিত হয়। অনেকে সত্যের সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াও যে সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করিতে পারে না, ইহাই হইতেছে তাহার এক মাত্র কারণ। 'আল্লাহ সত্যের সহায়' এই বাণীতে তখন সন্দেহের সঞ্চার হয় এবং বড় বড় মহাপুরুষও অবসাদ-বিমর্ষচিত্তে বলিয়া বসেন যে, 'আমার ঈশ্বর আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন।' কিন্তু মোহাম্মদ মোস্তফার চিত্তে কখনও এ ভাব প্রবেশ করিতে পারে নাই। কারণ তিনি কর্ত্তব্যের খাতিরেই কর্ত্তব্য পালন করিতেন, ফলাফলের জন্য তিনি কখনও ব্যগ্র হন নাই, আত্মসত্যে তাঁহার অচল বিশ্বাস ছিল। তাহাতে কপটতা দুর্ব্বলতা ও স্বার্থের লেশ মাত্র থাকিলে ইহা সম্ভবপর হইত না। মানব জাতিকে এই কথা পূর্ণভাবে শিক্ষা দিবার জন্যই মোহাম্মদ মোস্তফা ধর্ম্মজগতের শ্রেষ্ঠতম ও মহত্তম আলেখ্য এবং সাধকের কর্ম্মজীবনের

তক্‌দির ও তদ্‌বির।

পুণ্যতম ও পূর্ণতম আদর্শরূপে প্রেরিত হইয়াছেন। কিন্তু পাঠক এখানে একটা ভুল করিয়া বসিয়াছি। ধর্ম্ম ও কর্ম্মের এই পার্থক্য মোস্তফা-প্রচারিত জ্ঞানের প্রতিকূল। তিনি বলিয়াছেন, কর্ম্মমাত্রই ধর্ম্ম, কৃষক নিজ পরিবার-প্রতিপালনের জন্য ভূমিকর্ষণ করেন, স্বামী আপন স্ত্রীর সহিত প্রেমালাপ করেন—ইহাও ধর্ম্ম। মুছলমানগণ আজ কাল যেমন কেবল কতকগুলি অনুষ্ঠান মাত্রকে ধর্ম্মরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া সেগুলিকে কর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করতঃ উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত কারাগারে আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে, যাঁহার নাম করিয়া তাহারা মুছলমান—তাঁহার শিক্ষা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।

আমরা এই বিবরণগুলি বিস্তৃতরূপে উদ্ধৃত করিলাম, কারণ ইহাতে আমাদিগের শিক্ষার কথা অনেক আছে। প্রায় সকল চরিত পুস্তকে ও ইতিহাসে এই সকল বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা এখনে হেশাম ও হালবী হইতে এই বিবরণটী গ্রহণ করিলাম। (১)

(১) ১—১০০ পৃষ্ঠা। ১—২১৬, ১৭ পৃষ্ঠা।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

" به کین رفتي و با نیاز آمدي "

ওমরের নবজীবন লাভ।

হজরত ওমরের এছলাম গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে যতগুলি বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পরস্পর এত অসামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে যে, তাহা হইতে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজসাধ্য নহে। আমরা অনুসন্ধান করিয়া যতদূর জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে কোন বিশ্বস্ত হাদিছ গ্রন্থে এ সম্বন্ধে কোন বিবরণ উল্লিখিত হয় নাই বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস। তবে সমস্ত বিবরণগুলিকে একত্রে বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একদিন হঠাৎ "Dramatically" তিনি মুছলমান হন নাই। একই সময় বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা তাঁহার মনের উপর ক্রমে ক্রমে সত্যের প্রভাব বিস্তারিত হইতে থাকে। আমেরের স্ত্রীর বর্ণনায় জানা যাইতেছে যে, যখন কোরেশদিগের অত্যাচারে অস্থির হইয়া অন্যান্য মুছলমানদিগের ন্যায় তাঁহারাও দেশান্তরিত হইবার আয়োজন করিতেছিলেন, সেই সময় একবার এই দুঃস্থ পরিবারের বিপদ দর্শনে ওমরের মন বিচলিত হইয়াছিল। (১) তাহার পর হাদিছ গ্রন্থে স্বয়ং হজরত ওমরের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, (একদা গভীর রজনীযোগে হজরতের অনিষ্ট সাধনের জন্য) ওমর তাঁহার অনুসরণ করেন। হজরত সেই নিভৃত নিস্তব্ধ নিবিড় নিশীথে কা'বাগৃহে প্রবেশ করিয়া নামাজ পড়িতেছিলেন। ওমর বলিতেছেন, আমি কাবার পর্দ্দার আড়ালে একেবারে তাঁহার নিকটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলাম। হজরত নামাজে দাঁড়াইয়া ভক্তি-গদ-গদ-কণ্ঠে 'আলহাক্কাঃ' ছুরা পাঠ করিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে আমার মনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতে লাগিল। এই সময় প্রথমে আমার মনে হইল, কোরেশগণ যাহা বলিয়া থাকে তাহাই ঠিক, ইনি একজন বড়দরের কবি। কিন্তু পর মুহূর্ত্তে হজরত পাঠ করিলেন—

فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون ‘ انه لقول رسول كريم ‘ و ما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون -

"তোমরা যাহা কিছু দেখিতেছ এবং যাহা তোমরা দেখিতে পাইতেছ না—এ সকলের দিব্য,

---

(১) এবনে-হেশাম ১—১১৯ প্রভৃতি।

উহা আমার প্রেরিত রছুল কর্ত্তৃক প্রচারিত বাণী—পরন্তু উহা কবির কল্পনা নহে, কিন্তু তোমরা ইহাতে কমই বিশ্বাস করিয়া থাক।" এ ত আমারই মনের কথা, ইনি ইহা কিরূপে জানিলেন। তখন আমার মনে হইল, মোহাম্মদ নিশ্চয় একজন মন্ত্রতন্ত্রজ্ঞ গণৎকার! আমার মনে এই ভাবের উদয় এবং হজরতের পরবর্ত্তী আয়ত وما بقول كاهن ' قليلاً ما تذكرون "এবং উহা মন্ত্রজ্ঞ গণৎকারের উক্তিও নহে, তোমরা অল্পই চিন্তা করিয়া বুঝিয়া থাক—" পাঠ করিলেন।

فوقع الاسلام في قلبي كل موقع (مسند احمد - شريح بن عبيد عن عمر رض)

'অতঃপর এছলাম আমার অন্তঃকরণে যথেষ্ট স্থান অধিকার করিয়া বসিল।' (১) ঐতিহাসিকগণের মধ্যে যাঁহারা এই ঘটনার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা ঘটনাসূত্রকে একটু অতিরিক্ত প্রলম্বিত করিয়া বলিয়া বসিয়াছেন যে, সেই রাত্রেই হজরত ওমর এছলাম গ্রহণ করেন। কিন্তু মোছনাদের উপরোক্ত হাদিছে ঐ বিবরণের প্রকৃত অংশটুকু আমরা জানিতে পারিতেছি।

নাইম-বেন-আবদুল্লাহ নামক হজরত ওমরের একজন আত্মীয় গোপনে এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত ওমর কোন গতিকে এই সংবাদ জানিতে পারেন। একদিন পথে হজরত ওমরের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে ওমর জিজ্ঞাসা করিলেন—

'খবর কি? বাপদাদার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তুমি কি মোহাম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছ?'

'আমার ঘাড়ে লাগিতে আসিতেছ কেন? তোমার যাহাদের উপর আমাপেক্ষা অধিক অধিকার, তাহারাও ত এছলাম গ্রহণ করিয়াছে।'

'সে কি কথা! কাহারা?'

'এই তোমার ভগ্নী ফাতেমা, ভগ্নিপতি ও আত্মীয় ছঈদ!'

নাইমের মুখে এই সংবাদ শুনিয়া, ওমর ভগ্নির বাটীতে আসিয়া উপস্থিত। তখন দরওয়াজা বন্ধ ছিল এবং বাহির হইতে একটা গুণ গুণ শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল। দরওয়াজা খোলা হইলে ওমর ভিতরে প্রবেশ করিয়া ভগ্নিকে বলিলেন, 'বাহির হইতে কিসের শব্দ শুনিতেছিলাম?' 'কি শুনিবে, ও কিছুই নয়'—ফাতেমা উত্তর করিলেন। ইহার পর ভ্রাতা ভগ্নির মধ্যে খুব কথা কাটাকাটি চলিতে লাগিল। (ইহাতে ওমরের মনে ক্রোধের সঞ্চার হওয়াই স্বাভাবিক)। তিনি উঠিয়া ভগ্নির কেশগুচ্ছ ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন। তখন ফাতেমা (তিনিও ত ওমরের ভগ্নী) উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিলেন, হাঁ বেশ, যা তুমি বলিতেছ—তাই, আমরা মুছলমান হইয়াছি। এই সময়ে ভগ্নির অঙ্গে (সম্ভবতঃ পড়িয়া যাওয়াতে) রক্ত দেখিতে পাইয়া ওমর অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। তখন তিনি বিনয় করিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোমরা যাহা

(১) মোছনাদ হাম্বল।

পড়িতেছিলে, তাহা আমাকে একবার দেখিতে দাও! ফাতেমার নির্ব্বন্ধানুসারে ওমর প্রতিজ্ঞা করিলেন, তিনি তাহার কোন অসম্মান করিবেন না।

ভ্রাতার এই ভাবান্তর দর্শনে ফাতেমার চিত্ত পুলকিত হইয়া উঠিল। তিনি নম্রস্বরে বলিলেন—ভ্রাতঃ! আপনারা অংশীবাদী পৌত্তলিক—শৌচাশৌচ মানেন না। অশুচিসম্পন্ন ব্যক্তির উহা স্পর্শ করিতে নাই।

ওমর বলিলেন :—'বেশ'ত সে'ত ভাল কথা।' এই বলিয়া তিনি স্নান সম্পন্ন করিয়া ভগ্নির নিকট হইতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্র লইয়া পরিধান করিলেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে পূর্ব্ববর্ণিত খাতা খানা লইয়া নিবিষ্ট মনে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। ঐ খাতায় 'তা-হা' ও 'হাদিদ' নামক কোরআনের দুইটী ছুরা লিখিত ছিল, হজরত ওমর বিনিষ্ট মনে 'তা-হা' পাঠ করিয়া যাইতে লাগিলেন। মধ্যে মধ্যে অলক্ষিতভাবে তাঁহার মুখ হইতে 'আহা, কেমন সুললিত ভাষা, কি মনোহর ভাব' এইরূপ মন্তব্য বাহির হইতে লাগিল। 'তা-হা' সমাপ্ত করিয়া ওমর 'হাদিদ' আরম্ভ করিলেন :—

"স্বর্গ মর্ত্তের সকল পদার্থই আল্লার মহিমা গান করে, তিনি প্রবল ও বিজ্ঞানময়। স্বর্গ ও মর্ত্তের রাজ্য তাঁহারই—তিনিই জীবনদান করেন, তিনিই মৃত্যু আনয়ন করেন এবং তিনিই সর্ব্বশক্তিমান। তিনিই অন্ত, (আপন নিদর্শন সমূহের দ্বারা) তিনি স্বতঃ প্রকাশমান, অথচ (তাঁহার প্রকৃতস্বরূপ) অজ্ঞেয়—পরিচ্ছন্ন। এবং তিনি সর্ব্বজ্ঞ—যিনি স্বর্গ ও মর্ত্তকে ছয় ঋতুতে (সুবিভক্ত করতঃ) সৃষ্টি করিয়া, স্বীয় সিংহাসনে বিরাজমান হইয়াছেন। ধরিত্রীগর্ভে যাহা কিছু প্রবেশ করে ও তাহা হইতে যাহা কিছু বহির্গত হয়, এবং আকাশ হইতে যাহা নামিয়া আসে ও যাহা কিছু তথা হইতে উর্দ্ধে উত্থিত হয়—সমস্তই তিনি জানিতেছেন। তোমরা যত্র অবস্থান কর না কেন—তিনি (সর্ব্বত্রই) তোমাদিগের সঙ্গে আছেন এবং (সেই) আল্লাহ তোমাদিগের সকল কার্য্যকলাপ দর্শন করিতেছেন। স্বর্গ মর্ত্তের সাম্রাজ্য তাঁহারই এবং সমস্ত বিষয়ই তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হয়। তিনি দিবসের (আলোকের) মধ্যে রজনীকে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন ও রজনীর (তিমির পুঞ্জের) মধ্যে দিবসকে প্রবিষ্ট করাইয়াছেন এবং তিনি (সকলের) মানসকুক্ষিগত সঙ্কল্পসমূহ সম্যকরূপে জ্ঞাত আছেন, (অতএব হে মানবগণ!) সেই আল্লাহতে আত্মসমর্পণ কর ও তাঁহার প্রেরিত পুরুষে বিশ্বাস স্থাপন কর—" ওমর কোন গভীর ভাবের রাজ্যে উধাও হইয়া গিয়াছিলেন, এই পর্য্যন্ত পাঠ করিয়াই তাঁহার হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে স্বর্গের স্রোতস্না জাগিয়া উঠিল। তখন তিনি বিশ্ব-চরাচরের রেণুতে রেণুতে সেই অজ্ঞেয়-স্বরূপ স্বর্গমর্ত্তাধিস্বামীর স্পষ্ট নিদর্শন বিরাজমান দেখিতে পাইলেন, তাঁহার ভিতরে বাহিরে সেই আদ্যন্তের অনন্ত মহিমা-ঝঙ্কার শুনিতে লাগিলেন। 'অতএব সেই মহিমময় আল্লাহতে আত্মসমর্পণ কর'—তাঁহার ভিতরের মানুষটী এই স্বর্গীয় আহ্বানের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়া

উঠিল—আত্মসমর্পণ কর, ওমর! সেই মহিমায় করুণাময় প্রেমাধার সচ্চিদানন্দে আত্ম-সমর্পণ কর।

ওমর অবনত মস্তকে আত্মসমর্পণ করিলেন। ব্যগ্র ব্যাকুল হৃদয় ওমর—মুগ্ধমোহিত মানস ওমর—চকিত-চমকিত-চিত্ত ওমর আবেগ উদ্বেলিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

'আশ্ হাদো আন্‌লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অহদাহু লা-শারিকা লাহু,—অ-আশহাদো আন্না মোহাম্মদান্ আবদুহু অ-রাছুলুহু।' আমি ঘোষণা করিতেছি, এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই, তিনি একক তাঁহার কোন অংশী নাই।—এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে মোহাম্মদ তাঁহার দাস ও প্রেরিত।

খাব্বাব নামক জনৈক ছাহাবী বিবি ফাতেমাকে কোরআন পড়াইতে আসিতেন, তিনিও এতদিন আত্মপ্রকাশ করেন নাই। ওমরের আগমন সংবাদ অবগত হইয়া তিনি অন্য প্রকোষ্ঠে চলিয়া গিয়াছিলেন। এখন তিনি ওমরের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন "মোবারকবাদ—ওমর! আল্লাহ তোমাকেই নির্ব্বাচন করিয়াছেন। গত রাত্রিতেই হজরতকে এই বলিয়া প্রার্থনা করিতে শুনিয়াছিলাম—আল্লাহ! ওমর যুগলের (খাত্তাবের পুত্র ওমর ও হেশামের পুত্র ওমর বা আবুজেহেল) মধ্যে একজনের দ্বারা এছলামের শক্তি বর্দ্ধন কর।" (১)

আর বিলম্ব সহিল না। স্নাত শুদ্ধ বুদ্ধ ওমর, খাব্বাবকে সঙ্গে লইয়া মোস্তফা চরণে শরণ গ্রহণের জন্য তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিলেন।

সে নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসরের কথা। তখন হজরত এছলামের অনুরক্ত ভক্তগণকে লইয়া, দূর ছাফাপর্ব্বত প্রান্তরে 'আকরম' নামক ভক্তের বাটীতে বসিয়া তাঁহাদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতেন। কোরেশদিগের উপদ্রবে নগরের কোন স্থানে তাঁহাদিগের দু-দণ্ড স্থির হইয়া বসিবার সুবিধা ছিল না।

ওমর কোরেশ বংশজাত প্রথিতনামা বীর। তাঁহার সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, আজানুলম্বিত বাহু, তেজদৃপ্ত নয়ন যুগল, উজ্জ্বল লোহিতাভ দেহকান্তি, সুগম্ভীর বদন মণ্ডল; তাঁহার সর্ব্বজনবিদিত শৌর্য্যবীর্য্যের সহিত মিলিত তাঁহার নামে বিশেষ গুরুত্বের সৃষ্টি করিয়াছিল। (১) ওমর পূর্ব্বে এছলামের যে ঘোর শত্রুতা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এহেন ওমর বামদেশে দীর্ঘ তরবারী বিলম্বিত করতঃ আরকমের গৃহ দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাত করিলেন। হজরত আবুবাকর, হামজা, আলি প্রভৃতি সকলেই তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একজন ছাহাবী ছিদ্র পথ হইতে দেখিলেন, ওমর উলঙ্গ তরবারী হস্তে দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি ওমরকে এই অবস্থায় দেখিয়া ফিরিয়া গিয়া হজরতকে বলিলেন,—'খাত্তাবের পুত্র ওমর উলঙ্গ তরবারী হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান!' বীরবর আমীর হামজা উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিলেন, তাহাতে কি—আসিতে দাও!

(১) আহমদ, তিরমিজী, মেশকাত ৫৫৩ ও এছাবা, একমাল প্রভৃতি।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

گر از راه صدق آمده مرحبا !　　　وگر باشد او را بخاطر دغا

بہ تیغے کہ دارد حمایل عمر　　　تنش را سبکسار سازم ز سر ! (১)

'যদি সদুদ্দেশ্যে আসিয়া থাকেন, মারহাবা, আসুন! অন্যথায় তাঁহারই তরবারী দ্বারা তাঁহার মুণ্ডপাত করিব!' কিন্তু হজরত ইহাতে একটুও বিচলিত হইলেন না, ওমর কি করিতে পারে? তাঁহার রক্ষক তাঁহার সর্ব্বশক্তিমান প্রভু যে তাঁহার সঙ্গে আছেন! তিনি ধীরভাবে বলিলেন—'আসিতে দাও।'

ওমর গৃহে প্রবেশ করিলে, হজরত তাঁহার বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া সবলে ঝটকা দিয়া বলিলেন—আর কতদিন, ওমর! আর কতদিন সত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে? লজ্জিত অনুতপ্ত ওমর, ভক্তিগদগদ কণ্ঠে উত্তর করিলেন—মহাত্মন! আমি সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্যই মহাশয় সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। মোস্তফা চরণের দাসানুদাস ওমর আজ প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতেছে যে, সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ উপাস্য হইতে পারে না, এবং মোহাম্মদ তাঁহার দাস ও রছুল!

অনুতাপ ভক্তি ও দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক স্বরে 'কলেমা' পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখে আল্লার নামের জয়গান শ্রবণ করিয়া হজরত উৎফুল্ল হইয়া জয়ধ্বনি করিলেন—"আল্লাহো আকবর"—ভক্ত অনুচরগণও সঙ্গে সঙ্গে জয়ধ্বনি করিলেন—আল্লাহো আকবর। উন্মুক্ত প্রান্তর পার হইয়া কা'বার প্রস্তর প্রাচীরকে কাঁপাইয়া সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি বাজিয়া উঠিল—"আল্লাহো আকবর।" (২) বলা বাহুল্য যে, ইহাই এছলামের সর্ব্বপ্রথম জয়ধ্বনি!

এছলামের প্রথম তকবির নিনাদ।

হজরত ওমর এছলাম গ্রহণ করিলে কয়েকদিনের মধ্যে পরপর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, সাধারণ ঐতিহাসিকগণ সেগুলিকে এমন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা দেখিলে বোধ হয় যেন এতগুলি কাণ্ড কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সংঘটিত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু হাদিছগ্রন্থ সমূহের অনুশীলন করিলে জানা যায় যে, এছলাম গ্রহণের পর হজরত ওমরকেও কঠোর পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল। এমন কি তাঁহার স্বজাতীয়েরা তাঁহার গৃহে বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবারও চেষ্টা করিয়াছিল, (১) কোরেশগণ একদিন কাবার নিকটে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, অনেক সময় পর্য্যন্ত হজরত ওমর আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শত্রুপক্ষ সংখ্যায় অধিক ছিল বলিয়া অবশেষে তাহাদিগের প্রহারে ওমরকে জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছিল। এই সময় ওমরের মুখে একমাত্র কথা ছিল—'যাহাই

ওমরের পরীক্ষা।

(১) বোখারী, ২৫—৫৪১, ৪২ পৃষ্ঠা।

(২) বোখারী, ফৎহলবারী ও এছাবার বর্ণিত বিভিন্ন হাদিছ গ্রন্থের রেওয়ায়েৎ এবনে-হেশাম, খমিছ, হালবী প্রভৃতি ইতিহাসের বর্ণনা সমূহ একত্রে আলোচনা পূর্ব্বক আমরা এই বিবরণটী সঙ্কলন করিলাম।

কর না কেন, সত্য কখনও পরিত্যাজ্য নহে।' (১) হজরত ওমর এছলাম গ্রহণ করার পর-দিবস প্রাতে উঠিয়া, কোরেশদিগের মধ্যে, যাহারা এছলামের প্রধান বৈরী ছিল, তাহাদিগের বাটীতে বাটীতে গিয়া বলিয়া আসিলেন—'আমি মুছলমান হইয়াছি।' তিনি জীবনে কখনও নিজের মত গোপন করেন নাই।

এই সকল হাঙ্গামায় কয়েকদিন কাটিয়া যাওয়ার পর, একদিন ওমর আকরম্ গৃহে উপস্থিত হইয়া হজরতের খেদমতে আরজ করিলেন—কোরেশ মিথ্যাধর্ম্ম লইয়া মিথ্যা ঈশ্বরকে লইয়া কাবায় প্রকাশ্যভাবে তাহাদিগের উপাসনা করিবে, আর সত্য ধর্ম্মের সেবক আমরা—নিত্য সত্য আল্লার নামে আত্মোৎসর্গকারী আমরা—চিরকালই কি এই ভাবে সত্যকে গোপন করিয়া রাখিব! সেখানে আল্লার নাম করার অধিকারও কি আমাদিগের নাই? বলা বাহুল্য যে হজরত আনন্দের সহিত ওমরের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন, ছাহাবাগণের হর্ষের আর অবধি রহিল না। তখন ছাফার অধিত্যকা হইতে এছলামের প্রথম 'জয়সঙ্ঘ' মুছলমানদিগের প্রথম Demonstration প্রথম শোভাযাত্রা নগরের দিকে অগ্রসর হইল। ভক্তগণ দুই ছত্রে বিভক্ত হইলেন। আমীর হামজা ও ওমর ফারূক দুই ছত্রের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন—হজরত ইহার মধ্যস্থলে। এমনই ভাবে সত্যের সেবকগণের প্রথম অভিযান, আল্লার নামের জয়ধ্বনি করিতে করিতে, মিথ্যার শক্তি কেন্দ্রের উপর আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যাত্রা করিল। চাঞ্চল্য নাই, উৎকণ্ঠা নাই, ক্রোধ বা বিদ্বেষের নামগন্ধও নাই। ভক্তগণ কাহাকেও কিছু না বলিয়া নীরবে কাবায় প্রবেশ করিলেন এবং হজরত এবরাহিম ও এছমাইলের প্রতিষ্ঠিত জগতের প্রাচীনতম মন্দিরে আল্লার নাম করিয়া দুই রেক্‌আৎ নামাজ সমাধা করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। (২)

মক্কানগরে মোছলেম মিছিল।

শত্রুগণ নির্নিমেষনেত্রে রুদ্ধশ্বাসে ইহা অবলোকন করিল। কিন্তু একদিকে ন্যায়ের আত্ম-প্রতিষ্ঠা, ভক্তগণের অসাধারণ চরিত্রবলের প্রভাব, অন্যদিকে হামজা ও ওমরের বিক্রমে তাহারা যেন আত্মহারা হইয়া পড়িল।

নবুয়তের ষষ্ঠ বৎসরের প্রারম্ভে হজরত ওমর এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। (৩)

(১) একমাল—ওমর, এবনে-হেশাম ১—১১৯ প্রভৃতি।

(২) আহমদ, তিরমিজি, এবনে-আব্বাছ হইতে। এবনে-হেশাম ১—১১৯ ; এছাবা, এস্তিআব, একমাল—'ওমর'। এবনে-খলদুন ২—৩১, ৩২ ; কামেল, হালবী প্রভৃতি।

(৩) একমাল, ফৎহুলবারী ২৫—৪৪১, ৪২ পৃষ্ঠা দেখ।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

" فلسنا و رب البيت نسلم احمدا
لعزاء من عض الزمان و لا كرب '

কঠোরতর পরীক্ষা।

মুছলমানগণ আবিসিনিয়ায় গমন করিয়া নির্ব্বিঘ্নে আপনাদের ধর্ম্মকর্ম্ম সমাধা করিতেছেন, নাজ্জাশীর নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াও কোন সুফল ফলিল না। কোরেশগণ নিজেদের মুছলমান হওয়ার মিথ্যা সংবাদ রটাইয়া যে মতলব আঁটিয়াছিল, তাহাও বিফল হইয়া গেল। বরং আবিসিনিয়া-রাজের সহানুভূতির কথা শুনিয়া দ্বিতীয় দলে বহু সংখ্যক মুছলমান তথায় প্রস্থান করিয়া উৎপীড়ন হইতে বাঁচিয়া গেল। তাহাদিগের সমস্ত চেষ্টাই এইরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইতে বরং বিপরীত ফল প্রসব করিতে লাগিল, ইহাতে কোরেশ দলপতিগণের ক্রোধের সীমা রহিল না। তাহার পর তাহারা যখন দেখিল, আমীর হামজা ও ওমর ফারুকের ন্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ বীর ও মান্যগণ্য ব্যক্তি কয়েক দিনের ব্যবধানে এছলাম গ্রহণ করিলেন, মুছলমানগণ দলবদ্ধ হইয়া কাবাগৃহে প্রকাশ্যভাবে নামাজ পড়িয়া গেলেন, তখন তাহাদিগের ক্রোধ ক্ষোভ ও অভিমান প্রচণ্ড আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। কয়েক দিনের ভীষণ আন্দোলন ও হুজ্জত হাঙ্গামার পর, একদিন তাহারা সমস্ত কোরেশকে এক পরামর্শ সভায় সমবেত করিল। সকলে একত্র হইয়া নানাপ্রকার তর্কবিতর্কের পর এক প্রতিজ্ঞা-পত্র লিপিবদ্ধ করিল।

কোরেশ দলপতিগণ বহুদিন হইতে হজরতের প্রাণবধ করার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু হাশেম ও মোত্তালেব বংশের প্রতিবাদের জন্য তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া উঠিতে পারে নাই।

কোরেশের নূতন সঙ্কল্প।

আবুতালেবের নিকটও তাহারা দাবী করিয়াছিল যে 'বিনিময়ে অন্য একজন যুবককে লইয়া মোহাম্মদকে আমাদিগের হস্তে সমর্পণ কর, আমরা তাহার প্রাণবধ করিয়া বিপ্লব নিবারণ করি।' এই সময় হাশেম ও মোত্তালেব গোত্রের কোরেশগণ—বিশেষতঃ তাঁহাদের নব্য যুবকগণ—শাণিত খড়্গ হস্তে তাহার যেরূপ প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং এই গোত্রদ্বয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে কেন তাহারা সাহস করিতেছিল না, যথাস্থানে আমরা তাহার আলোচনা করিয়াছি।

বর্ত্তমান সভায় সেইজন্য সামাজিক শাসনের প্রস্তাবই গৃহীত হইল। প্রতিজ্ঞাপত্রে লিখিত

হইল যে, হাশেম ও মোত্তালেব গোত্রের সহায়তার ফলেই মোহাম্মদের স্পর্দ্ধা এতদূর বাড়িয়া যাইতেছে। অতএব তাহাদিগকে—এবং মোহাম্মদ ও তাহার দলস্থ ছাহাবী- (নাস্তিক বা লামজ্‌হাবী) দিগকে একদম বয়কট করিতে হইবে। তাহা-দিগের সহিত ক্রয়বিক্রয়, সামাজিক আদান-প্রদান, আলাপ-কুশল সব বন্ধ থাকিবে। কেহ তাহাদিগের কন্যা গ্রহণ করিতে বা তাহাদিগকে কন্যা দান করিতে পারিবে না, তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ একেবারে রহিত হইয়া যাইবে। কেহ তাহাদিগকে কোন অবস্থায় কোন প্রকার সাহায্য করিলে, তিনি কঠোর দণ্ডের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।—যাবৎ তাহারা হত্যা করিবার জন্য স্বেচ্ছায় মোহাম্মদকে আমাদিগের হস্তে সমর্পণ না করিবে, তাবৎ এই প্রতিজ্ঞাপত্র বলবৎ থাকিবে।

সামাজিক শাসন।

ঠাকুর দেবতা সাক্ষী করিয়া এই প্রতিজ্ঞা-পত্র লিখিত হইলে এবং ঠাকুর দেবতাদিগের তত্ত্বাবধানে কাবায় তাহা লটকাইয়া দেওয়া হইল। কিন্তু ধন্য হাশেমী মোত্তালাবী বীরগণ তাঁহারা ইহাতেও বিচলিত হইলেন না। জগতে আল্লার মহিমা পূর্ণরূপে প্রকাশিত করিবার জন্য যে মহামানবকে নির্ব্বাচিত করা হইয়াছিল, তিনি যে গোত্র-গোষ্ঠি হইতে আত্মপ্রকাশ করিবেন, তাহাতে নিশ্চয় একটা কিছু বিশেষত্ব ছিল। যাহা হউক, এক নরাধম আবুলাহব ব্যতীত আর সকলেই কোরেশের এই অন্যায় দণ্ড বহন করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। হজরতকে শত্রুদিগের হস্তে সমর্পণ করা তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

কোরেশগণ যেরূপ ভাবে দলবদ্ধ হইয়াছে, যেরূপভাবে তাহারা ক্রমশঃ ভীষণতর মূর্ত্তি ধারণ করিতেছে, যেরূপভাবে পুরাদস্তর আপনাদিগের এই 'বয়কট' সকল করার জন্য কঠোরতর ব্যবস্থা করিতেছে, তাহাতে নগরে অবস্থান করিলে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহা-দিগকে অন্নাভাবে মারা পড়িতে হইবে। বাহিরে কোথাও গমন করিতে পারিলে মধ্যে মধ্যে সঙ্গোপনে সন্তর্পণে হয়ত বাহির হইতে খাদ্য সম্ভারাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হইতে পারে। এই সকল কথা বিবেচনা করিয়া তাঁহারা দূরে হাশেম বংশের বহুকালের অধি-কৃত এক (মৌরূশী) গিরিসঙ্কটে গিয়া অস্থায়ীরূপে নিজেদের আবাস রচনা করিবেন। যাঁহারা গিরিসঙ্কটে পর্য্যটন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার সাময়িক কারণও সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ইহা নবুয়তের সপ্তম সনের প্রারম্ভিক সময়ের ঘটনা। এই সময়ে মহাত্মা আবু-তালেব, সমস্ত কোরেশগণকে সম্বোধন করিয়া যে কবিতা পাঠ (১) করিয়াছিলেন, তাহার একটী পদ এই অধ্যায়ের শীর্ষদেশে উদ্ধৃত হইয়াছে। আবুতালেব বলিতেছেন—'(এই)

অন্তরীণে ৩ বৎসর।

(১) কবিতা পাঠ বলিলে আমরা যাহা বুঝি, আরবী কবিতা সেরূপ নহে। সুখ দুঃখ আপদ বিপদ বা অন্য যে কোন কারণে আরব-হৃদয়ে আলোড়ন উপস্থিত হইলে সে তখনই পদ্যে তাহা ব্যক্ত করিত। এই নিরক্ষর কবিগণের কবিতাই আরবী সাহিত্যের প্রধান গৌরবের বস্তু।

মন্দির-স্বামীর দিব্য, আমরা আহমদকে কখনই তাহাদিগের হস্তে সমর্পণ করিব না। কাল তাহার সমস্ত বিপদ ও সমস্ত দুঃখ লইয়া দংশন করিলেও নহে!'

মোছলেম-কুল-জননী বিবি আয়েশাকে হজরতের চরিত্রের কথা বলিতে অনুরোধ করায় তিনি উত্তর করিয়াছিলেন— خلقه القرآن কোরআন তাঁহারই চরিত্রের অভিব্যক্তি। অতএব এরূপ বিপদের সময় হজরত ও তাঁহার ভক্তগণ কি করিয়াছিলেন, আমরা কোরআনের সাহায্যে তাহা সম্যক্‌রূপে অবগত হইতে পারি। কোরআন বলিতেছে :—

পরীক্ষা ও ঈমান।

"নিশ্চয়ই তোমাদিগকে ভীতি দ্বারা, ক্ষুধার দ্বারা, ধন প্রাণ ও শস্যাদির ক্ষতি দ্বারা একটু 'পরীক্ষা' করিব। অপিচ (হে রছুল) তুমি, সেই ধৈর্য্যশীল (কর্ম্মী) গণকে সুসংবাদ দাও, যাহারা—যখন তাহাদিগের উপর বিপদ আপতিত হয়—তখন বলিয়া থাকে যে, আমরা ত আল্লারই সম্পত্তি এবং আমরা তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিব। ইহারাই তাহারা, যাহাদিগের উপর আল্লার অশেষ আশীর্ব্বাদ (বর্ষিত হয়) এবং ইহারাই সৎপথপ্রাপ্ত।" (বাক্‌রা, ২—৩)

"তোমরা কি মনে করিয়াছ যে (এমনই কেবল মুখের কথায়) স্বর্গে গমন করিবে? অথচ এখনও তোমরা আপনাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তীগণের (নবী ও তাহার সহচরবর্গের) অবস্থায় উপনীত হও নাই। বিপদের উপর বিপদ এবং আঘাতের উপর আঘাত তাহাদিগকে স্পর্শ করিয়াছিল, (এমন কি তাহাদিগের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত সমূলে) প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল—" (ঐ ২—১০)

"আলেফ-লাম-মীম। লোকে কি ইহা মনে করিয়া লইয়াছে যে, 'আমরা ঈমান আনিয়াছি' ইহা বলিলেই বিনা পরীক্ষায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে? (না—কখনই নহে) তাহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী (মোছলেম) গণকেও আমি পরীক্ষা করিয়াছি, অপিচ আল্লাহ নিশ্চয়ই জানিয়া লইবেন যে, (মুছলমান হইয়াছি—এই উক্তিতে) কাহারা সত্যবাদী আর মিথ্যাবাদী কাহারা!" (আন্‌কাবুৎ)

সুতরাং আমরা সহজেই বুঝিতে পারিতেছি যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ও এছলামের সেবকগণ এই পরীক্ষার জন্য সততই প্রস্তুত ছিলেন এবং দৃঢ়চেতা বীরের ও একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় বুক পাতিয়া অম্লানবদনে সেগুলিকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হঠাৎ যে এইরূপ ঘটিবে, তাহা কাহারও জানা ছিল না। কাজেই খাদ্য-শস্যাদিও তাঁহারা প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করার সময় পাইলেন না। যাহার নিকট যাহা কিছু সংগৃহীত ছিল, তাহাই লইয়া তাঁহারা এই গিরিসঙ্কটে প্রস্থান করিলেন। কাজেই অল্প দিনের মধ্যে খাদ্যের অভাব অনুভূত হইতে লাগিল। এদিকে মক্কাবাসিগণ তাঁহাদিগের আটঘাট বন্ধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। ফলে বাহির হইতে কোন

চরম ক্লেশ ভোগ।

খাদ্য সংগ্রহ করাও এক প্রকার অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। কাজেই যত দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া চলিল, তাঁহাদিগের খাদ্যাভাবও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস এই ভাবে অতিবাহিত হইতে লাগিল। 'আবদ্ধ পরিবারবর্গের ননীর পুতুল শিশু-সন্তানগুলি ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হইয়া যখন মর্ম্ম-বিদারক স্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন গিরিসঙ্কটের বাহির হইতেও সেই করুণ ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইত।' শিশুর ক্রন্দনে পাহাড়ও বুঝি কাঁপিয়া উঠিত, কিন্তু মক্কাবাসীর পাষাণ হৃদয় তাহাতে একটুও বিচলিত হইত না। একদিন নয়, দুই দিন নয়, দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ দুইটী বৎসর এইভাবে অতিবাহিত হইয়া গেল। ছাহাবাগণ বলিয়াছেন, এই সময় আমরা গাছের পাতা সিদ্ধ করিয়া ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করিতাম। পানীয় জলের অভাবে ও বৃক্ষপত্র ভক্ষণের ফলে আমাদিগের মল ছাগ মেষাদির মলের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। (১) সময় সময় কেহ কেহ শুষ্ক চর্ম্ম অগ্নিদগ্ধ করিয়া তাহা দ্বারা জঠর-জ্বালা নিবৃত্তি করার চেষ্টা করিয়াছেন। (২) কিন্তু ধন্য ধৈর্য্য, ধন্য মোস্তফা চরিত্রের পুণ্য প্রভাব! এত বিপদে একটী হৃদয়ও বিচলিত হইল না। পাঠক, একবার অবস্থাটা ভাবিয়া দেখুন। অসহ্য উদরজ্বালা, আবদ্ধ তৃষ্ণা, ক্ষুধার্ত্ত শিশু সন্তানদিগের কাতর ক্রন্দন, স্বজনগণের বিমর্ষ মলিন মুখমণ্ডল, এবং সর্ব্বোপরি সম্মুখে আসন্ন মৃত্যুর ভীষণ বিভীষিকা। এ পরীক্ষার তুলনা নাই, এ ধৈর্য্যের তুলনা নাই, এ মহিমার তুলনা নাই—তাই এ সাফল্যেরও তুলনা নাই। মুষ্টিমেয় আরব দুই দিনের মধ্যে 'পশ্চিমে হিস্পানী শেষ পূর্ব্বে সিন্ধু হিন্দু দেশ' পর্য্যন্ত কোন শক্তি বলে আপনাদিগের পদাবনত করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এই সকল ঘটনা হইতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়।

আরবের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে, হজের সময় কিছুদিন তাহারা নরহত্যা ইত্যাদি দুষ্কার্য্য হইতে বিরত থাকিত। হজরত এই অবসর সময়ে গিরিসঙ্কট হইতে বহির্গত হইয়া সকলকে আল্লার পানে আহ্বান করিতেন। তাঁহার উপদেশ যাহাতে বিফল হইয়া যায়, সে জন্য কোরেশগণ কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে। 'আবুতালেবের গিরিসঙ্কটে' এইরূপ কঠোর সঙ্কটময় অবস্থায় দীর্ঘ দুই বৎসরকাল অতিবাহিত হইয়া গেল।

অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া।

অত্যাচারের চরম ভীষণতা সন্দর্শন করিয়া, এই সময় কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির মন বিচলিত হইয়া উঠিল এবং তাঁহারা এই 'বয়কট' ব্যর্থ করিয়া দিবার জন্য যুক্তি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সর্ব্বপ্রথমে হেশাম নামক এক ব্যক্তি ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া জোবেরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিয়া হাশেমীয়দিগের দুরবস্থার কথা ব্যক্ত করিলেন। জোবের আবদুল

(১) সমস্ত ইতিহাস ও বিভিন্ন হাদিছ পুস্তকে ইহার বিবরণ আছে।
(২) রওজুল-ওনফ—জীবনী।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মোত্তালেবের দৌহিত্র, আবুতালেবের ভাগিনেয়, মাতুলকুলের এই দুর্দ্দশায় তাঁহার মন পূর্ব্ব হইতে বিচলিত হইয়াছিল, কিন্তু একা বলিয়া কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। হেশামের কথা শুনিয়া তিনি ব্যথিতস্বরে উত্তর করিলেন—'কথা ত সমস্তই ঠিক, কিন্তু একা আমি কি করিতে পারি?' অবশেষে ইঁহারা দুইজনে যুক্তি করিয়া আবুল বাখতারী, মোৎএম, জাম্য়া, কায়েস ও জোহেরকে আপনাদিগের মতে আনয়ন করিলেন। কয়েকদিন যুক্তি পরামর্শ করার পর একদা গভীর রাত্রে কা'বা গৃহে বসিয়া তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেরূপে হউক, এ অনাচারের প্রতিকার করিতেই হইবে। পাকাপাকি প্রতিজ্ঞার পর স্থির হইল, আগামী কল্য প্রাতে, যখন কোরেশ দলপতিগণ ও অন্যান্য সকলে কাবার নিকট সমবেত হইবে, সেই সময় কথা তুলিতে হইবে। স্থির হইল, জোহের প্রথমে কথা পাড়িবেন, তাহার পর সভার বিভিন্ন স্থান হইতে আর সকলে তাঁহার সমর্থন করিবেন।

পূর্ব্ব কথিতমতে পরদিন প্রাতে সকলে মজলিসে উপস্থিত হইলেন এবং উপযুক্ত সুযোগ দেখিয়া জোহের বলিতে লাগিলেন:—'হে মক্কাবাসিগণ! আমরা উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিব, উত্তম বস্ত্র পরিধান করিব, আর বানিহাশেম ধ্বংস হইয়া যাইবে? তাহাদিগের সহিত সমস্ত আদানপ্রদান ও ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, এ কেমন বিচার? এখনও কি তোমাদিগের নৃশংসতা চরিতার্থ হয় নাই? তোমাদিগের যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার, আমি কিন্তু তোমাদের সঙ্গে নহি, এ অমানুষিক অত্যাচারের সমর্থন আমি করিব না। আল্লার দিব্য, এই বর্ব্বর প্রতিজ্ঞাপত্র ছিন্ন না করিয়া আমি ক্ষান্ত হইব না!

পাষণ্ড আবুজেহেল সভার একপ্রান্তে বসিয়াছিল, জোহেরের কথা শুনিয়া ক্রোধে তাহার সমস্ত শরীর জ্বলিয়া উঠিল। সে লম্ফ দিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিল—"কখনই নয়, ইহা কখনই হইতে পারিবে না। মিথ্যাবাদী, এ প্রতিজ্ঞা-পত্র কখনই নষ্ট করা হইবে না।" জোহেরের দলে যে আরও মানুষ আছে, আবুজেহেল তাহা জানিত না। তাহার কথা শেষ হইতে না হইতে জাম্আ বলিয়া উঠিলেন—'আসল মিথ্যাবাদী তুমি! জোহের ত ন্যায্য কথাই বলিয়াছেন। কিসের প্রতিজ্ঞা পত্র, উহা লেখার সময়ও আমাদের মত ছিল না।' সভার অন্য প্রান্ত হইতে আবুল বাখতারী বলিয়া উঠিলেন—"ইঁহারা খুব সঙ্গত কথাই বলিয়াছেন, আমরা ঐ প্রতিজ্ঞায় রাজী ছিলাম না, এখনও উহা মান্য করিতে বাধ্য নহি।" হেশাম আত্মীয়, কাজেই তিনি সর্ব্বশেষে পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তাগণের কথার সমর্থন করিলেন। আবুজেহেল তখন ক্রোধে অধীর হইয়া বলিতে লাগিল—"আজ এটা অন্যায় প্রতিজ্ঞা পত্র বলিয়া কথিত হইতেছে! যে রাত্রে কাবায় বসিয়া ইহা লেখা হয়, আবুতালেবও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন—"

আবুজেহেলের কথা শেষ হইবার পূর্ব্বের মোৎএম লম্ফ দিয়া প্রতিজ্ঞা পত্রখানা ছিঁড়িয়া

আনিলেন, তখন উহা কীটদষ্ট হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, ইঁহারা তখনই ঐ প্রতিজ্ঞা পত্রখানা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। এবং এই কয়জন প্রধান ব্যক্তি উলঙ্গ তরবারী লইয়া গিরিসঙ্কটে গমনপূর্ব্বক দুই বৎসর কয়েক মাস পরে আবদ্ধ নরনারী ও বালক বালিকাদিগকে সঙ্গে লইয়া মক্কায় আগমন করিলেন। (১)

বিপদ আল্লার দান, আঘাত ও বেদনা স্বর্গের আশীর্ব্বাদ। মাটি ততক্ষণ পর্য্যন্ত ইট হইতে পারে না, যতক্ষণ না সে দলিত মথিত হইতে—অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইতে—স্বীকৃত হয়।

বিপদ আল্লার দান।

পরীক্ষার অর্থ ইহা নহে যে খোদাতাআলা জানেন না বলিয়া যাঁচাই-বাছাই করিয়া লোক নির্ব্বাচন করিয়া লন। দৈব ও পাশব প্রবৃত্তিদ্বয়ের মধ্যেই জ্ঞান ও বিবেকের স্থান। নিয়ত সুখসম্পদ ও ভোগবিলাসে পাশববৃত্তিটা প্রবল হইয়া জ্ঞানের গলা চাপিয়া ধরিতে চায়। তাই মানুষের শিরায় শিরায় অবস্থিত ঐ শয়তান-টাকে দমন করার জন্য স্বর্গ হইতে বিপদের দান আসিয়া আঘাতে আঘাতে মানুষকে দৈবভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে থাকে। এই জন্য মহাপুরুষগণই অধিকতর পরীক্ষার অধীন হইয়া থাকেন। ইহার মধ্যে মোস্তফার পরীক্ষা আবার সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন, সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর। কারণ প্রেমেপুণ্যে, ধৈর্য্যেবীর্য্যে, তাঁহাকে জগতের শ্রেষ্ঠতম মানবরূপে গঠন করিয়া, তাঁহাকে—তাঁহার উপদেশকে মাত্র নহে—(কারণ উপদেশ দেওয়া সহজ) মানব জাতির পূর্ণতম আদর্শ-রূপে গঠন করাই আল্লার ইচ্ছা ছিল। তাই মাতৃগর্ভ হইতে আজ পর্য্যন্ত তাঁহার এই অর্দ্ধ-শতাব্দীব্যাপী কঠোর অনল পরীক্ষা!

এই দীর্ঘ তিন বৎসর কাল মোস্তফা-সন্নিধানে অবস্থান করার ফলে, মোছলেম নরনারী-গণের জ্ঞান ও চরিত্রের যে কতদূর উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে হাশেম বংশের সমস্ত লোক, এতদিন পরে বাহিরের কোন্দল-কোলাহল ও হিংসা-বিদ্বেষ বিরহিত হইয়া, শান্তভাবে মোস্তফার প্রকৃত স্বরূপ দর্শনের সুযোগ পাইল। তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা, চরিত্রের মধুরতা ও শিক্ষার সৌন্দর্য্য, তখন তাহাদিগের মনের উপর কি কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই?

হজরতের অতি নিকট আত্মীয়গণ তাঁহার আশৈশবের সকল অবস্থা জ্ঞাত ছিলেন। তাঁহার ভিতর-বাহিরের সকল দিক যাঁহারা সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন, তাঁহারা কখনই হজরতকে ভণ্ড বা কপট বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই, বরং সকলেই তাঁহার মহিমায় মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহারা তখনও মোস্তফার ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, আপনাদিগের পুরুষানুক্রমিক ধর্ম্মের মোহ কাটাইতে পারেন নাই। তখনও সেই পরম্পরাগত বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি তাহাদিগের মনের

(১) তাবকাত ২—১৩১ হইতে ৪১; এবনে-হেশাম ২—৩২,৩৩; তাবরী ২—২২৫ প্রভৃতি।

উপর পূর্ণ অধিকার বিস্তার করিয়াছিল। ভীষণদর্শন হোবল ঠাকুরের ক্রোধভয়ে তখনও তাহা-দিগের চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত, এবং হজরত তাহারই প্রতিবাদ করিতেন—এই সংস্কারগুলির অলীকতা প্রতিপাদন করিয়া যুক্তিপ্রদর্শদন ও বক্তৃতা প্রদান করিতেন। এহেন "মোহাম্মদের' জন্য তাঁহারা সকলেই সমগ্র কোরেশজাতির বিরাগভাজন হইতে গেলেন কেন? নিঃস্ব নিঃসম্বল মোস্তফার জন্য এই তিন বৎসরব্যাপী কঠোর কারাক্লেশ সহ্য করিতে স্বীকৃত হইলেন কেন? এখানে এই কথাগুলিও একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

وامر بالمعروف و انه عن المنكر و اصبر على ما اصابك ' ان ذلك من عزم الامور

নূতন বিপদ ও কঠোরতর পরীক্ষা।

নবুয়তের দশম সালে—সম্ভবতঃ মোহররম মাসে—হজরত গিরিসঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বজনগণসহ পুনরায় মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনের পর কয়েকটা মাস অপেক্ষাকৃত শান্তভাবেই কাটিয়া গেল। তখন নিজেদের সকল প্রকার চেষ্টা ব্যর্থ হইতে দেখিয়া কোরেশ দলপতিগণ যেন সাময়িকভাবে কতকটা বিমর্ষ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিল যে, কোন প্রকার অত্যাচারই হজরতের সাধনপথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবে না। তাই তাঁহাকে হত্যা করিয়াই তাহারা একেদিনে সব আপদ চুকাইয়া বসার সঙ্কল্প করিয়াছিল। কিন্তু তাহাও বিফল হইয়া যাইতেছে। কোন প্রকার অর্থলোভে বা উৎপীড়ন ভয়ে হাশেমবংশীয়গণ যে হজরতকে তাহাদের হস্তে সমর্পণ করিবে না, একথাও এখন তাহারা সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারিয়াছে। এখন প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। ফলে এই সকল চিন্তায় তাহাদিগের মন ও মস্তিষ্ক সর্ব্বদাই উত্তেজিত ও উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাহারা ভাবিতে লাগিল—আবুতালেব সহায়তা না করিলে এতদিন কবে তাহারা মোহাম্মদকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া তাহার ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারিত। মোস্তফাচরিতের বাহ্যদর্শী পাঠকবর্গের মনেও এই প্রকার একটা ভ্রান্ত ধারণা স্থানলাভ করিতে পারে। কিন্তু যে সর্ব্বশক্তিমান, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে নিজের বাণী দিয়া প্রেরণ করিয়াছিলেন, তিনি কাহাকেও এই প্রকার ধারণা পোষণের সুযোগ দিলেন না। আল্লার রছুল, সত্যের সেবক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার সাধনা কোন পার্থিব কারণ-উপকরণের দ্বারা জয়যুক্ত হয় নাই। বরং একমাত্র সেই সর্ব্বশক্তিমানের সাহায্যে তিনি সফলতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই জীবনের এই ঘোর সঙ্কট সময়ে তাঁহার জীবনসঙ্গিনী সহধর্ম্মিণী, এছলামের সর্ব্বপ্রথম সহায় ও সর্ব্বপ্রথম মুছলমান, মোছলেম কুলজননী বিবি খদিজা—এবং পার্থিব হিসাবে হজরতের সর্ব্বপ্রধান বা একমাত্র সহায় মহাত্মা আবুতালেব, মাত্র একমাস পাঁচ দিনের ব্যবধানে ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন।

গিরিসঙ্কট হইতে বাহির হইবার কয়েক মাস পরেই বিবি খদিজা পরলোকগমন করেন।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬৫ বৎসর। বলা বাহুল্য যে বিবি খদিজার ন্যায় পুণ্যবতী ও ভাগ্যবতী নারী জগতে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনী লইয়া বিস্তৃতরূপে আলোচনা করার সুযোগ আমাদিগের নাই। তবে এই পুস্তকে আমরা তাঁহার চরিত্র মহিমার যতটুকু পরিচয় প্রদান করিয়াছি, তাহা হইতে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, বাস্তবিকই আল্লাহ তাঁহাকে আদর্শ মহিলারূপেই পয়দা করিয়াছিলেন। জগতের সকলেই যখন হজরতের উপদেশকে পাগলের প্রলাপ বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল, তখন এই মহীয়সী মহিলাই সর্ব্বপ্রথমে তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। হেরা-গিরি-গুহায় নামুছে-আকবরের প্রথম পরিচয়ের পর, যখন স্বয়ং হজরতই ব্যস্তত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তখনও এই পুণ্যবতী মহিলাই প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর ন্যায় হজরতকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন—"হে সৎ! হে মহৎ! আপনার ন্যায় মহাজনকে আল্লাহ কখনই বিধ্বস্ত হইতে দিবেন না।" আজ এই ঘোর সঙ্কটকালে, কর্ম্মজীবনের সর্ব্বপ্রথম সঙ্গিনী এবং ধর্ম্ম-জগতের সর্ব্বপ্রথম শিষ্যা, সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত স্বীয় সহধর্ম্মিণী-ধর্ম্ম যথাযথভাবে পালন করিয়া হজরতকে ত্যাগ করিয়া গেলেন। (১) এহেন সহধর্ম্মিণীর বিয়োগে হজরত যে নিদারুণ শোক পাইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিবি খদিজার পুণ্যস্মৃতি আজীবন হজরতের হৃদয়ে কিরূপ করুণভাবে জাগরূক হইয়াছিল, বহু ছহি হাদিছে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাটীতে কোন প্রকার উত্তম খাদ্য প্রস্তুত হইলে হজরত প্রথমে বিবি খদিজার আত্মীয়বর্গের বাটীতে হাদ্‌য়া পাঠাইবার আদেশ করিতেন। হজরত সদাসর্ব্বদাই বিবি খদিজার গুণগরিমার আলোচনা করিতেন বলিয়া বিবি আয়েশা একদা তাঁহাকে বলিলেন—হজরত! সেই বৃদ্ধার কথা আপনি কি বিস্মৃত হইতে পারেন না! স্বয়ং বিবি আয়শার রেওয়ায়ত, হজরত ইহার উত্তরে বলিলেন :—"না, কখনই নহে। খদিজার প্রেম আমার অস্থিমজ্জাগত হইয়া আছে। লোকে যখন আমাকে অগ্রাহ্য করিয়াছিল—খদিজাই তখন আমার প্রতি ঈমান আনিয়াছিলেন। সকলে যখন আমার কথাকে মিথ্যা বলিয়াছিল, খদিজা তখন তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। যখন সকল লোক আমাকে ত্যাগ করিয়াছিল—খদিজা তখন আমার প্রথম সহচরী হইয়াছিলেন। যখন অন্য সকলে আমাকে বর্জ্জন করিয়াছিল—তখন খদিজাই ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করার নিমিত্ত তাঁহার ধনভাণ্ডার লুটাইয়া দিয়াছিলেন। (২)

বিবি খদিজার মৃত্যু।

তখনও শোকের সময় অতিবাহিত হয় নাই, সদ্য-বিয়োগ-বিধুরা কন্যাগণের নয়ন-নীর তখনও

(১) এছাবা, এস্তিআব ও তজরিদ—খদিজা। তাবকাত ১—১৪০, ৪১। কামেল ২—৩৪। তাবরী ২—২২৯। হেশামী ১—১৪৫, হালবী ও আবুল-ফেদা প্রভৃতি।

(২) মোছলেম, মোছনাদ ও কান্‌জুল-ওম্মাল, ফাজাএল—খদিজা।

শুরু হয় নাই। ইতিমধ্যেই—বিবি খদিজার মৃত্যুর মাত্র একমাস পাঁচ দিন পরে—আবুতালেবও সংসারধাম ত্যাগ করিয়া গেলেন। পার্থিব হিসাবে এই পরম্পরাগত বিপদের ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষ মাত্রেরই বিমর্ষ হইয়া পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু মোস্তফা চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, একদিকে তিনি সম্পূর্ণ সংসারী এবং সংসারের সকল কাজকামে লিপ্ত, পক্ষান্তরে যুগপৎভাবে তিনি সংসারের সকল প্রকার মায়ামোহ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত, একেবারে নির্লিপ্ত। সুতরাং এই সকল আঘাতে তাঁহার প্রেম-প্রবণ পবিত্র হৃদয় যথেষ্ট ব্যথিত হইল বটে, কিন্তু জীবনের কর্ত্তব্য-সাধনে কোন প্রকার নিরুৎসাহ ভাব বা অবসাদের ছায়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। হজরত যথাপূর্ব্ব পূর্ণ উদ্যমের সহিত সত্যের প্রচার করিতে থাকিলেন।

আবু-তালেবের মৃত্যু।

আবুতালেবের শেষ সময় ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া, আবুজেহেল ও আবদুল্লা-বেন উমাইয়া প্রভৃতি কোরেশপ্রধানগণ তথায় সমবেত হইয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল :—আপনাকে আমরা সকলে যেরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকি, তাহা আপনার অবিদিত নহে। আপনার সময় ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে, তাহাও আপনি বুঝিতে পারিতেছেন। পক্ষান্তরে আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত আমাদিগের বাদ-বিসম্বাদের বিষয়ও আপনি সম্যকরূপে অবগত আছেন। এক্ষণে আমাদিগের বিশেষ অনুরোধ, আপনি বাঁচিয়া থাকিতে তাহার সহিত আমাদিগের একটা রফানিষ্পত্তি করিয়া দিন। সে প্রতিজ্ঞা করুক, আমাদিগের ধর্ম্মের নিন্দা করিবে না—আমরা যাহা করি, তাহার কোন প্রতিবাদ করিবে না; আমরাও প্রতিজ্ঞা করিব যে, ভবিষ্যতে আমরাও তাহার কোন কাজকথার বাদ-প্রতিবাদ করিব না! কোরেশ-দলপতিগণের কথা শুনিয়া আবুতালেব হজরতকে ডাকিতে পাঠাইলেন। পিতৃব্যের আহ্বান শ্রবণমাত্রই হজরত তাঁহার নিকটে আগমন করিলেন। এই সময় আবুতালেবের নিকটে একজন লোকের বসিবার স্থান শূন্য ছিল। হজরতকে আগমন করিতে দেখিয়া দুরাত্মা আবু-জেহেল লম্ফ দিয়া সে স্থানটী অধিকার করিয়া বসিল। যাহা হউক, আবুতালেব হজরতকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট কোরেশদলপতিগণের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। কিন্তু হজরত পূর্ব্ববৎ দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর করিলেন—যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছি, তাহার প্রচার করিতে—আমি কোন অবস্থাতেই বিরত থাকিতে পারিব না। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে—শের্ক ও তাওহীদের সহিত রফা-নিষ্পত্তি হওয়া কোনমতেই সম্ভবপর নহে। তাঁহারা এক আল্লাহকে স্বীকার করিয়া নিন, তাহা হইলে আমার আর কোন কথা থাকিবে না। কোরেশদলপতিগণ রোষ-কষায়িত নয়নের ভীষণতাব্যঞ্জক দৃষ্টিতে হজরতের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। রফা-নিষ্পত্তির কথা এইখানে শেষ হইয়া গেল।

পিতৃব্যের আসন্নকাল নিকটবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া হজরতের করুণ হৃদয় ব্যাকুল হইয়া

উঠিল। তিনি আবুতালেবকে সম্বোধন করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিলেন:—'তাত! এখনও সময় আছে, 'এখনও একবার বল—লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ।' আবুজেহেল প্রভৃতি দেখিল, হিতে-বিপরীত ঘটিবার উপক্রম হইতেছে। তাই তাহারা আবুতালেবকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল:—'আপনি কি শেষকালে আবদুল মোত্তালেবের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন!' হজরত যতই তাঁহাকে তাওহীদ স্বীকার করিতে উপদেশ দান করেন, আবুজেহেল প্রভৃতি ততই ঐ প্রকার 'বাপ-দাদার' ধর্ম্মের ও তাহাদের নামের দোহাই দিয়া তাঁহাকে তাহা হইতে বিরত রাখিবার চেষ্টা করিতে থাকে। অবশেষে আবুতালেব তাওহীদ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন—'আমি পিতা আবদুল মোত্তালেবের ধর্ম্মে আছি।' (১) বোখারী ও মোছলেম কর্ত্তৃক বর্ণিত আবুছইদ ও আব্বাছের প্রমুখাৎ আরও দুইটী হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ হাদিছগুলির দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইতেছে যে, আবুতালেব পৈতৃকধর্ম্ম ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন, এবং কাফের অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। প্রথমে মোছাইয়ব কর্ত্তৃক বর্ণিত যে হাদিছের আংশিক উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা দ্বারাও ইহা স্পষ্টতঃ সপ্রমাণ হইতেছে। এমন কি কোরআনের দুইটী আয়ত হইতেও নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে আবুতালেব এছলাম গ্রহণ করেন নাই। (২)

বিবি খদিজা ও আবুতালেবের মৃত্যুর পর কোরেশদিগের অত্যাচারের পথ একেবারে নিষ্কণ্টক হইয়া গেল। এখন তাহারা মনের ক্ষোভ মিটাইয়া হজরতকে উৎপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। এমাম বোখারী একটী স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই সকল অত্যাচারের উল্লেখ করিয়াছেন। ইতিহাস ও চরিত পুস্তকগুলিতে এবং তফছির গ্রন্থসমূহে মক্কায় অবতীর্ণ বিভিন্ন আয়তের আলোচনা প্রসঙ্গে, এই অত্যাচার সংক্রান্ত বহু ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। সেগুলি পাঠ করিতে করিতে, একদিকে কোরেশদিগের নৃশংস ও পাশবভাব এবং অন্যদিকে হজরতের অসাধারণ ধৈর্য্য ও অটুট সঙ্কল্প দর্শনে শরীর ও মন যুগপৎভাবে লোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইয়া উঠে। হজরত যাহাতে বাটীর বাহির হইতে না পারেন—হইলেও যাহাতে কাঁটাখোঁচায় বিদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, সেজন্য নরাধমগণ তাঁহার গৃহদ্বারে কাঁটা বিছাইয়া রাখিত। হজরত সেগুলিকে অপসারিত করিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় স্বজনগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন—হে আব্দে মানাফ বংশীয়গণ; এই কি প্রতিবেশ ধর্ম্ম? (৩) হজরত কা'বায় নামাজে প্রবৃত্ত—ভূলুণ্ঠিতশীরে

আবার অত্যাচার।

(১) বোখারী, মোছলেম ও নাছাই মুছাইয়ব হইতে এবং মোছলেম ও তিরমিজী, কেছাছ-তাফছির, আবু-হোরায়রা হইতে। হালবী, মাওয়াহেব, তাবরী প্রভৃতি।

(২) দেখ:—কেছাছ ৬ ও তাওবা ১৪ রুকু। এ সম্বন্ধে এবনে-এছহাক আব্বাছের যে রেওয়ায়ত দিয়াছেন তাহা মূর্ছাল। বাইহাকীর বর্ণনাকে স্বয়ং বাইহাকী মুন্‌কাতা' বলিয়াছেন। অধিকন্তু ইহার কএকজন রাবী জঈফ। কোরআন ও ছহি হাদিছগুলির মোকাবেলায় উহা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য।

(৩) তাবরী, কামেল প্রভৃতি।

স্বীয় প্রাণ-প্রতীমের মহিমাধ্যানে তন্ময় তদ্গত। ইহা কোরেশদিগের অসহ্য। তাই তাহারা কখনও উটের উজড়ী আর কখনও বা সদ্যপ্রসূতা ছাগীর 'ফুল' আনিয়া এই অবস্থাতেই তাঁহার মাথার উপর চাপাইয়া দিত। এরূপ ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে। (১) একদিন বিবি ফাতেমা পিতার এই অবস্থার সংবাদ পাইয়া স্বয়ং কা'বায় উপস্থিত হন এবং বহু কষ্টে পিতার পৃষ্ঠদেশ হইতে ঐ ন্যাক্কারজনক বস্তুগুলি ফেলিয়া দেন। আবদুল্লা এবনে মাছউদ এই ঘটনার প্রত্যক্ষ-দর্শী সাক্ষী। (২) আর একদিন হজরত নামাজে মগ্ন হইয়া আছেন দেখিয়া, ওকবা প্রভৃতি কয়েকজন কোরেশ তথায় উপস্থিত হইল এবং ওকবা নিজের চাদর দড়ির মত করিয়া পাকাইয়া তাহা হজরতের গলায় দিয়া অনবরত মোড়া দিতে লাগিল। ইহার ফলে হজরতের ঘাড় বেঁকিয়া গেল এবং তাঁহার শ্বাসরোধ হওয়ার উপক্রম হইল। সে সময় ভক্তপ্রবর মহাত্মা আবুবাকর ঘটনাক্রমে সেখানে উপস্থিত হন। আবুবাকর সবলে ওকবাকে ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন এবং নরাধমগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—

اتقتلون رجلا ان يقول ربى الله

'তোমরা একটা মানুষকে কি এই অপরাধে খুন করিয়া ফেলিবে যে তিনি আল্লাহকে নিজের মালেক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন!' আমর-এবনে-আছ এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। (৩) একদা হজরত নিজের ভাবে বিভোর হইয়া পথ বহিয়া চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময় জনৈক দুর্বৃত্ত আসিয়া কতকগুলি ধূলা-মাটি ও আবর্জ্জনা তাঁহার মাথার উপর ফেলিয়া দিল। হজরত সেই অবস্থায় বাটীতে গমন করিলেন। হজরতের কন্যা আসিয়া তাঁহার মাথা ধুইয়া দিতে লাগিলেন, আর তাঁহার দুইগণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। পিতাগতপ্রাণ মাতৃহীন কন্যার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া হজরত তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন —মা! কাঁদিও না, বিচলিত হইও না। আল্লাহ স্বয়ং তোমার পিতাকে রক্ষা করিবেন। (৪) নরাধমেরা তাঁহার খাদ্যে পর্য্যন্ত নানাপ্রকার আবর্জ্জনা ও ঘৃণিত বস্তু মিশাইয়া দিত। (৫) পথে-ঘাটে নীচ ভাষায় গালাগালি ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের'ত কথাই ছিল না। হজরত পথে-ঘাটে বাহির হইলে মক্কার দুষ্টলোকগুলি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ হৈ হৈ করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। পিতৃব্যের বিয়োগ, সহধর্ম্মিণীর বিচ্ছেদ, মাতৃহারা কন্যাগণের বিষাদমাখা ম্লানমুখ, এবং সর্ব্বোপরি নরাধম-গণের এই সকল অকথ্য অত্যাচার! এতগুলি বিপদের একত্র সমাবেশ—একদিকে, কর্ত্তব্যের অলঙ্ঘ্য আদেশ অন্যদিকে। এই চরম সঙ্কট সময়ে হজরতকে ধন মান ও রাজপদের প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করার চেষ্টাও সমানভাবে চলিতে লাগিল। কিন্তু মহিমময় মোস্তফার মহান্

(১) ফৎহল বারী ২৫—৪০৭। (২) বোখারী ২৫—৪০৫ পৃষ্ঠা হইতে।
(৩) বোখারী, তাবরী, এবনে-হেশাম, জাদুল-মাআদ, হালবী প্রভৃতি।
(৪) তাবরী ২—২২৯, এবনে-হেশাম প্রভৃতি। (৫) আবুল-ফেদা ১—১২০ পৃষ্ঠা।

হৃদয় ইহাতেও একবিন্দু দমিত বা বিচলিত হইল না। তবে মক্কায় প্রচার করা বর্ত্তমানে একাধারে অসম্ভব ও নিষ্ফল হইয়া দাঁড়াইতে লাগিল। তাই হজরত আবুতালেবের মৃত্যুর কিছুকাল পরে সত্যধর্ম্মের প্রচার মানসে তাএফ যাত্রা করিলেন। হজরতের প্রিয়ভক্ত ও অনুরক্ত সেবক জ'এদও এই যাত্রায় হজরতের সঙ্গে তাএফে গমন করিয়াছিলেন।

মক্কা হইতে পূর্ব্বদিকে ঈষৎ উত্তরে ন্যূনাধিক ৬০।৭০ মাইল ব্যবধানে তাএফ নামক একটী উর্ব্বর ভূখণ্ড অবস্থিত। তাএফের আঙ্গুর বেদানা প্রভৃতি সুস্বাদু মেওয়া জগতে চিরপ্রসিদ্ধ। আরব ইহাকে স্বর্গ হইতে বিচ্যুত ভূখণ্ড বলিয়া মনে করিয়া থাকে। বস্তুতঃ এমন সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা দেশ পৃথিবীর অন্যত্র অল্পই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আলোচ্য সময়ে তাএফ অঞ্চলে যে সকল গোত্রের লোক বাস করিত, বনিছকীফই তাহার মধ্যে প্রধান। হাওয়াজেন গোত্র তাএফের অন্য পার্শ্বে বাস করিত। তাএফবাসীদিগের সহিত কোরেশগণের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতেই প্রতিষ্ঠিত হয়। বাণিজ্য ব্যবসায় উপলক্ষে তাহারা পরস্পরের সহিত পরিচিত ছিল, পরস্পরের মধ্যে বৈবাহিক আদান প্রদানও প্রচলিত ছিল। কোরেশপ্রধানগণের মধ্যে অনেকেই তাএফে নিজেদের বাগ-বাগিচাও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত আরবের অন্যান্য 'জাতির' ন্যায় কা'বাই তাএফবাসীদিগের প্রধানতম দেবমন্দির এবং মক্কাই তাহাদিগের শ্রেষ্ঠতম তীর্থস্থানরূপে নির্দ্ধারিত ছিল। এমন কি, সার উইলিয়ম মুয়রের ন্যায় ব্যক্তিও 'অনুমান' করিয়াছেন যে, সাম্বাৎসরিক তীর্থ বা হজ্ উপলক্ষে মক্কায় সমবেত হওয়ার সময় তাহারা হজরতের ধর্ম্মোপদেশও শ্রবণ করিয়াছিল। যে সময় ও যে অবস্থায় হজরত তাএফ যাত্রা করিয়াছিলেন, পূর্ব্বে তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। ইতিহাসের বর্ণনাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, আবুতালেবের পরলোকগমনের পর মক্কাবাসিগণ কেবল অত্যাচার উৎপীড়ন করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, বরং তাহারা হজরতকে মক্কা হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিল। এমন কি, অন্যথায় তাহারা যে হজরতকে হত্যা করার সঙ্কল্পও করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। পাঠকগণ একটু পরেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইবেন। সে যাহা হউক, এই অবস্থায় হজরত তাএফে উপনীত হইলেন। আব্দেয়্যালিল, মাছউদ ও হবিব নামক ভ্রাতাত্রয় তখন ছকিফ বংশের প্রধান ও সমাজপতি, হজরত সর্ব্বপ্রথমে ইহাদিগের নিকট গমন করিলেন। কোরেশদিগের একটী কন্যা এই বাটীতে বিবাহিত হইয়াছিল। (১)

তাএফ।

ছকিফ প্রধানগণের নিকট উপস্থিত হইয়া হজরত 'তাহাদিগকে আল্লার পানে আহ্বান করিলেন' এবং তাঁহার স্বজাতীয়গণ সত্যের প্রচারে অন্যায়পূর্ব্বক যে প্রকার বাধাপ্রদান করিতেছে, তাহা ব্যক্ত করিয়া তাহাদিগকে সত্যের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মক্কা ও তাএফবাসীদিগের ধর্ম্মবিশ্বাসে কোন পার্থক্য

তাএফে প্রচার।

(১) তাবকাত ১—১৪২, তাবরী ২—২৩০, জাদুল-মাআদ, এবনে-হেশাম প্রভৃতি।

ছিল না। মক্কার ন্যায় তাএফ নগরেও লাৎ-ঠাকুরাণীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের দিক দিয়াও তাহাদিগের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য ছিল না। ইহার উপর উর্ব্বর ও শস্যশ্যামল ভূভাগে অবস্থান করায় মক্কাবাসীদিগের কুলগৌরব ও পৌরোহিত্যের অহঙ্কারের ন্যায়, তাএফবাসীরাও সম্পদ-গর্ব্বে অন্ধ হইয়াছিল। হজরতের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া ছকিফপ্রধান-দিগের মধ্যে একজন বলিল—'তুমি বেশ রছুল বটে, তুমি ত কা'বার গেলাফ ছিন্ন করিতে বসিয়াছ!' দ্বিতীয় ভ্রাতা বলিয়া উঠিল—'খোদা ত আর মানুষ খুঁজিয়া পাইল না, তাই তোমার মত একটা লোককে নিজের রছুল বানাইয়া পাঠাইয়াছে!' তৃতীয়টী ব্যঙ্গস্বরে বলিতে লাগিল—'আমি তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতে প্রস্তুত নহি। কারণ, তুমি সত্যই যদি আল্লার রছুল হও, তাহা হইলে তোমার সহিত কথা বলা বে-আদবী হইবে। পক্ষান্তরে তুমি যদি ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী হও, তাহা হইলেও ভণ্ডলোকের সহিত কথা বলা অসঙ্গত। অতএব কোন অবস্থাতেই তোমার সহিত বাক্যালাপ করা উচিত হইবে না।'

ছকিফ প্রধানগণ আল্লার বাণীকে প্রত্যাখ্যাত করিতেছে, ব্যঙ্গবিদ্রূপ দ্বারা সত্যের অমর্য্যাদা করিতেছে দেখিয়া হজরত উপস্থিত ইহাদিগের আশা ত্যাগ করিলেন। তিনি মনে করিলেন—

তাএফবাসীর অত্যাচার।

ইহারাই বংশের প্রধান। ইহারা যদি নিজেদের এই সকল অভিমত অন্য লোকের নিকট ব্যক্ত করে, অথবা তাহাদিগকে আমার বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া তুলে, তাহা হইলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। তাই তিনি ছকিফপ্রধানগণকে নিরপেক্ষ থাকিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু তাহারা হজরতের এই অনুরোধটীও রক্ষা করিল না। বরং অজ্ঞ ও দুষ্টলোকদিগকে এবং নিজেদের দাসগুলিকে হজরতের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া দিল। হজরত পথে বাহির হইলেই তাহারা সকলে হৈ হৈ করিয়া তাঁহার চারিদিকে সমবেত হইতে থাকে। পথ চলিতে লাগিলে ইট পাথর মারিতে মারিতে তাঁহার পিছু লইতে থাকে। অনেক সময় তাহারা পথের দুইধারে সারি দিয়া বসিয়া যাইত এবং প্রত্যেক পদ-নিক্ষেপে হজরতের চরণযুগলের উপর দুইদিক দিয়াই প্রস্তর বর্ষণ করিতে থাকিত। ফলে হজরতের চরণযুগল রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া যাইত। হজরত যখন প্রস্তর আঘাতে অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িতেন, দুর্ব্বৃত্তেরা তখন দুই বাহু ধরিয়া তাঁহাকে তুলিয়া দিত এবং তিনি চলিতে আরম্ভ করিলে তাহারা পুনরায় প্রস্তর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিত। এই সময় নরাধমদিগের বিকট হাস্যরোল ও উৎকট কোলাহলে তাএফের পর্ব্বতপ্রান্তর প্রতিধ্বনিতে হইয়া উঠিত! (১) এহেন নৃশংস অত্যাচারেও

(১) মাওয়াহেব ১—৫৬, হালবী ১—৩৫৪, এবনে-হেশাম ১—১৪৬, তাবরী ২—২৩০, কামেল, খলদুন প্রভৃতি সমস্ত ইতিহাসেই এই সকল বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে সকলের সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল।

হজরতের হৃদয় একটুও দমিত হইল না। তিনি পূর্ণ উৎসাহের সহিত নিজের কর্ত্তব্যপালন করিয়া চলিলেন, দীর্ঘ দশদিন পর্য্যন্ত তাএফের নগরে প্রান্তরে আল্লার নামের জয়জয়কার করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে হজরতের জীবনসংশয় অবস্থা উপস্থিত হইল। তখন তিনি ভক্তকুল-তিলক জ'এদকে লইয়া মক্কায় ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময় পাষণ্ডগণের অত্যাচার ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিল। তাহারা প্রস্তর আঘাতে হজরতকে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিল। অবশেষে তিনি আঘাতের ফলে অবসন্ন ও অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সমস্ত শরীর দিয়া রুধিরধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে জ'এদ হজরতকে রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে একটা মাত্র মানুষের চেষ্টায় যে কতটুকু ফল হইতে পারে, তাহা সহজে অনুমেয়। ফলে সঙ্গে সঙ্গে জ'এদও সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। এই সময়কার কঠোর অনল পরীক্ষার কথা ছহি হাদিছে স্বয়ং হজতের প্রমুখাৎ ব্যক্ত হইয়াছে। বিবি আয়েশা বলিতেছেন—আমি একদা হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওহোদ যুদ্ধ অপেক্ষা কঠিনতর সময় আপনার জীবনে আর কখনও উপস্থিত হইয়াছিল কি? আমার প্রশ্নের উত্তরে হজরত তাএফবাসীদিগের অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া বলেন—ইহাই আমার জীবনের ভীষণতর বিপদ। (১)

হজরতের জীবন-সংশয় অবস্থা।

হজরতকে অচৈতন্য অবস্থায় দর্শন করিয়া জ'এদের আশঙ্কা ও ত্রাসের অবধি রহিল না। তিনি তাঁহাকে স্কন্ধে তুলিয়া দ্রুতপদে নগরের বাহিরে গমন করিলেন। পথিপার্শ্বে ওৎবা ও শাইবা নামক মক্কাবাসী দুই সহোদরের প্রাচীর বেষ্টিত দ্রাক্ষাকানন, জ'এদ হজরতকে লইয়া তাহারই মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। জ'এদের সেবাশুশ্রূষায় অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া উঠিলে, সর্ব্বপ্রথমে হজরতের মনে পড়িল নামাজের কথা। তাই তিনি 'অজু' করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন তাঁহার কদমে মোবারক রক্তরাগে রঞ্জিত, অধিকন্তু দর-বিগলিত রুধিরধারা বিনামার মধ্যে শুকাইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছিল। তাই অজুর সময় হজরত বহুকষ্টে বিনামা উন্মোচন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন! যে চরণে শরণ লওয়াই বিশ্ব-মানবের মুক্তি ও মঙ্গলের একমাত্র উপায়, সেই রাজীব চরণ উম্মতির প্রস্তরাঘাতেই আজ রক্ত-কোকনদে পরিণত হইয়াছে!! ভক্তসেবক, কল্পনার চক্ষে একবার তাহা দেখিয়া লও, আর প্রাণ ভরিয়া তাঁহার নামে দরূদ পাঠ কর। এ অতুল অপূর্ব্ব অনুপম অপ্রতিম দৃশ্য আর কোথায়ও খুঁজিয়া পাইবে না!!

অজু শেষ করিয়া হজরত নামাজে প্রবৃত্ত হইলেন, সকল দুঃখ সকল বেদনা ভুলিয়া গিয়া রাউফর-রহিম রহমতুল-লেল-আলামীন মোহাম্মদ মোস্তফা তাঁহার সেই 'চরম ও পরম আপন

(১) বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি।

জনে'—সেই একমেবাদ্বিতীয়ম সচ্চিদানন্দে তন্ময় হইয়া গেলেন। নামাজ অন্তে হজরত নিজের সেই 'একমাত্র আপনজন'কে সম্বোধন করিয়া যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রত্যেক পদ সত্যের তেজে চির উজ্জল, এবং তাহার প্রত্যেক বর্ণ ভাবের আবেগে চিরমধুর। বস্তুতঃ এই প্রার্থনাটী ঈমান ও এছলামের—আন্তরিকতা ও আল্লাহতে আত্ম-নির্ভরশীলতার—পূর্ণতম ও পুণ্যতম আদর্শ। সত্যের জনৈক নিকৃষ্টতম শত্রুর দুরভিসন্ধি কলুষিত হৃদয়ও এই প্রার্থনার ভাবাবেগে মুগ্ধ হইয়া অনিচ্ছাসত্বে বলিতে বাধ্য হইয়াছে যে :—"It sheds a strong light on the intensity of his belief in the divine origin of his Calling." (১) আমরা নিম্নে প্রার্থনাটী অবিকল উদ্ধৃত করিয়া বাঙ্গলায় তাহার ভাবপ্রকাশের চেষ্টা করিব।

সত্যের তেজ ও ভাবের আবেগ।

اللهم اليك اشكو ضعف قوتي و قلة حيلتي و هواني على الناس - اللهم ' يا ارحم الراحمين ! انت رب المستضعفين ' و انت ربي - الى من تكلني ؟ الى بعيد يتجهمني او الى عدو ملكته امري ؟ ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ' و لكن عافيتك هي اوسع لي - اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات و صلح عليه امر الدنيا و الاخرة ' من ان ينزل بي غضبك او يحل على سخطك ' لك العتبي حتى ترضى - لا حول و لا قوة الا بك !

"আল্লাহ! হে আমার আল্লাহ! তোমাকে ডাকিতেছি। নিজের এই দুর্বলতা, এই নিরুপায় অবস্থা এবং লোকলোচনে নিজের এই অকিঞ্চিৎকরতা সম্বন্ধে তোমারই নিকট অভিযোগ করিতেছি। হে আল্লাহ, হে পরম দয়াময়! তুমিই যে পতিত-পাবন, তুমিই যে দুর্ব্বলের বল, প্রভু। তোমা ব্যতীত আমার ত আর কেহ নাই। তুমি আমাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিবা? হে আমার প্রভু! তুমি কি আমায় এমন পরের হস্তে সমর্পণ করিবা—রুক্ষমুখের কর্কশভাষায় যে আমাকে জর্জ্জরিত করিবে? অথবা এমন শত্রুর হাতে আমাকে তুলিয়া দিবা—যে আমার সাধনাকে ব্যর্থ ও বিপর্য্যস্ত করিয়া দিবে? (অর্থাৎ তুমি কখনই এরূপ করিবা না)। কিন্তু প্রভু হে! আমার একমাত্র কাম্য তোমার সন্তোষ, তাহা পাইলে এ সকল বিপদ আপদের কোন পরওয়াই আমি করি না। তোমার মঙ্গলাশীর্ব্বাদই আমার প্রশস্ততম সম্বল। হে আমার আল্লাহ! তোমার যে পুণ্য-জ্যোতির প্রভাবে সকল তিমিরই তিরোহিত হইয়া যায়, যাহার কল্যাণে ইহ-পরকালের সকল বিষয়েই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে—সেই পুণ্যজ্যোতির শরণ লইয়া প্রার্থনা করিতেছি যেন তোমার অসন্তোষ হইতে দূরে অবস্থান করিতে পারি; যেন তোমার গজব আমাতে

হজরতের করুণ প্রার্থনা

(১) মুয়র ১১৭ পৃষ্ঠা।

আপতিত না হয়। তোমার নিকট আর্ত্তনাদ করিতেছি—যেন সর্ব্বদাই তোমার সন্তোষলাভ করিতে পারি। প্রভুহে, তুমিই আমার একমাত্র শক্তি, তুমিই আমার একমাত্র সম্বল!" (১)

কিছুক্ষণ বিশ্রাম লাভের পর হজরত পূর্ব্ববৎ পদব্রজে মক্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে অত্যাচারীদিগের ধ্বংসকামনা করিতে বলায় হজরত প্রশান্তবদনে উত্তর করিয়াছিলেন—না, না, উহারা বাঁচিয়া থাকুক। উহারা অন্যায় করিয়াছে বটে, কিন্তু উহাদিগের বংশধরগণের মধ্যে অনেক সৎ ও মহৎ মানুষ জন্মগ্রহণ করিতে পারে, তাহারা সত্যগ্রহণ করিতে পারে। (২) ৬০ মাইল দীর্ঘ মরুপথ পদব্রজে অতিক্রম করতঃ হজরত মক্কার নিকটবর্ত্তী 'নাখলা' নামক স্থানে আগমন করিয়া কিছুদিনের জন্য সেখানে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। বলা আবশ্যক যে এখানে অপেক্ষা করা ব্যতীত আর গত্যন্তরও ছিল না। মক্কাবাসিগণ ভীষণ অত্যাচারপূর্ব্বক হজরতকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিল, অন্যথায় তাঁহার প্রাণবধ করিতেও তাহারা কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। নাখলায় উপনীত হইলে জ'এদ তাঁহাকে সেই সকল কথা স্মরণ করিয়া দিয়া বলিলেন—ইহার একটা প্রতিবিধান না করিয়া নগর প্রবেশ করা আমাদিগের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। হজরতও জ'এদের কথা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন এবং ইহার একটা কিছু ব্যবস্থা করিয়া লওয়ার নিমিত্ত কয়েক দিনের জন্য নাখলায় থাকিয়া গেলেন। নাখলায় অবস্থানকালে জ'এদের বিমর্ষভাব দর্শন করিয়া হজরত তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন:—বৎস! বিচলিত হইও না। বিপদের যে ঘনঘটা দর্শনে তুমি অবসন্ন হইয়া পড়িতেছ, তাহা কখনই চিরস্থায়ী হইবে না। ইহার প্রতিবিধান স্বয়ং আল্লাই করিয়া দিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সত্যের সহায়তা করিবেন, এছলাম নিশ্চয় জয়যুক্ত হইবে।

মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন।

মক্কার কোন প্রধান ব্যক্তি হজরতকে 'পানাহ' (অভয়-শরণ) দিতে প্রস্তুত আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য তিনি তথায় লোক পাঠাইলেন। পরপর দুইজন অস্বীকার করার পর মোৎএম বেন আদীর নিকট দূত পাঠান হইল। মোৎএমের সততা ও মহত্বের পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছি। মহামনা মোৎএম হজরতের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং পরদিন প্রাতে একদিকে তিনি হজরতের নিকট লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে নগরে প্রবেশ করিতে আহ্বান করিলেন, অন্যদিকে স্বগোত্রের সমস্ত সমর্থ পুরুষকে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে তাহারা সুসজ্জিত হইয়া আসিলে মোৎএম অশ্বারোহণে তাহাদিগের অগ্রে অগ্রে যাত্রা করিলেন। দেখিতে দেখিতে এই ক্ষুদ্র সৈনিকদল কাবাসন্নিধানে উপনীত হইল। তখন কোরেশগণ

মোৎএমের অভয়-দান।

---

(১) তাবরী ২—২৩০, এবনে-হেশাম ১৪৬, জাদুল-মাআদ ১—২৯৯, তাবরানী—দোওআ—আবদুল্লা-এবনে-জা'ফর হইতে, মাওয়াহেব ১—৫৭, হালবী ১—৩৫৪, কামেল, খলদুন প্রভৃতি।

(২) বোখারী ও মোছলেমের একটী হাদিছেও ইহার উল্লেখ আছে। ঐ হাদিছ অনুসারে প্রশ্নকারী একজন কেরেশ্তা।

যথারীতি সেখানে উপস্থিত ছিল, এই অস্বাভাবিক সৈনিক অভিযান দর্শনে অনেকে আবার কৌতূহল পরবশ হইয়া সেখানে সমবেত হইয়াছিল। মোৎএম দীর্ঘবাহু উর্দ্ধে তুলিয়া জলদ-গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিলেন:—"মোহাম্মদকে আমি অভয়দান করিয়াছি—সাবধান!" (১) সঙ্গে সঙ্গে হজরতও সেখানে উপস্থিত হইলেন। স্তব্ধ-স্তম্ভিত কোরেশ রুদ্ধশ্বাসে এ দৃশ্য দর্শন করিল এবং বুকের আগুণ বুকে চাপিয়া সেস্থান ত্যাগ করিয়া গেল। বদর সমরের পূর্ব্বে কাফের ও মোশরেক থাকার অবস্থায় মোৎএমের মৃত্যু হয়। মহানুভব মোৎএমের মৃত্যুসংবাদে মোস্তফা দরবারের শ্রেষ্ঠতম কবি মহাত্মা হাচ্ছান যে মর্ছিয়া বা শোকগাথা রচনা করিয়াছিলেন—স্পষ্ট ভাষায় ও অনাবিল কণ্ঠে এই বিধর্ম্মী পৌত্তলিকের মহিমা গান করিয়াছিলেন, মুছলমানের ইতিহাস ও চরিত পুস্তকসমূহে তাহা চিরকালের তরে সন্নিবেশিত হইয়া আছে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবনে এছহাক ও মোহাদ্দেছ জর্কানী প্রভৃতি এই মর্ছিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। (২) মোৎএমের এই সকল উপকারের কথা হজরত চিরকালই কৃতজ্ঞতার সহিত উল্লেখ করিতেন। বদর যুদ্ধের পর হজরত বলিয়াছিলেন—আজ মোৎএম যদি বাঁচিয়া থাকিতেন আর সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দিতে অনুরোধ করিতেন, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিতাম। (৩)

(১) তাবকাত, মাওয়াহেব প্রভৃতি, পুর্ব্ব বর্ণিত অধ্যায় ও পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(২) এবনে-হেশাম ১—১৩২, জর্কানী বদর সমর।

(৩) এই সময় নাখলায় অবস্থান কালে কএকজন, কএক শত বা কএক হাজার জেন হজরতের কোরআন পাঠ শুনিয়া গিয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত আছে। জেনদিগের কোরআন শ্রবণ করার কথা কএকটা হাদিছেও বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহা এই যাত্রার ঘটনা বলিয়া মনে হয় না। এবনে-মাছউদ, কা'ব আহবার, এবনে-আব্বাছ প্রভৃতির বর্ণিত হাদিছগুলিও বিশেষরূপে আলোচনা সাপেক্ষ। প্রাচীন পণ্ডিতগণের মধ্যে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান আছে। দেখ—মাওয়াহেব ও হালবী প্রভৃতি। এ সম্বন্ধে ২য় খণ্ডে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

ষষ্ঠত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গত অধ্যায়ের বর্ণিত ঘটনাগুলি পাঠ করিয়া খৃষ্টান লেখকগণের যে কতদূর চিত্ত-চাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের পুস্তকগুলি হইতে তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। সঙ্কল্পের এমন অতুলনীয় দৃঢ়তা, আত্মসত্যে এমন অনুপম বিশ্বাস এবং আল্লার প্রতি অপ্রতিম ঈমান, ধৈর্য্য ও মহিমার এমন অপূর্ব্ব সমাবেশ —এ দৃশ্য তাঁহাদিগের পক্ষে একেবারে অসহনীয়। অথচ সমস্ত ইতিহাস ও বহুসংখ্যক বিশ্বস্ত হাদিছে এই সকল ঘটনার উল্লেখ আছে, সুতরাং তাহা উড়াইয়া দিবারও উপায় নাই। তাই তাঁহারা তাএফ সংক্রান্ত বিবরণগুলির বর্ণনাকালে নানাপ্রকার শঠতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিজেদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রধান কথা এই যে, 'মোহাম্মদ তাএফবাসীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে এবং তাহাদিগকে মক্কা আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করার জন্যই তাএফ যাত্রা করিয়াছিলেন।' ছকিফপ্রধান-দিগের সহিত হজরতের যে কথোপকথন হইয়াছিল, সার উইলিয়ম তাহাকে সংক্ষেপে explained his mission বলিয়া সারিয়া দিয়াছেন। কারণ ঐ কথাগুলি বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইলেই ধরা পড়িবে যে, ধর্ম্মসংক্রান্ত আলোচনা ব্যতীত ছকিফপ্রধানদিগের সহিত হজরতের অন্য কোনই কথা হয় নাই। তাহা হইলে রাজনীতিক ষড়যন্ত্রের কল্পনাটা একেবারে মাঠে মারা যায়। মুয়র সাহেব এই প্রসঙ্গে আরও বলিয়াছেন যে, যদিও এই বংশ দুইটী পরস্পর বিবাহসূত্রে আবদ্ধ ছিল, তবু তাএফবাসীরা কোরেশদিগের প্রতি ঈর্ষা পোষণ করিত। কারণ তাহাদিগেরও নিজস্ব লাৎ বা প্রধান বিগ্রহ ছিল। অতএব, এই বিজ্ঞ লেখকের মতে তাহা-দিগেরও মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষের ভাব বিদ্যমান থাকাই স্বাভাবিক। এ সম্বন্ধে আমাদিগের নিবেদন এই যে, লাৎ কে আরবের প্রধান বিগ্রহ বলিয়া বর্ণনা করা লেখক মহাশয়ের অজ্ঞতা বা শঠতারই পরিচায়ক। পক্ষান্তরে এতদ্দ্বারা ছকিফ ও কোরেশগণের সমধর্ম্মী, সুতরাং পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। আমাদিগের দেশে শত শত গ্রামে কালী-মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। এতদ্দ্বারা কি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত হইবে যে, কলিকাতার হিন্দুদিগের সহিত ঐ সকল স্থানের হিন্দুদিগের বিরোধ বিদ্যমান আছে? খৃষ্টানদিগের বিশেষতঃ রোমান ক্যাথলিকগণের সম্বন্ধেও এই উদাহরণ সমভাবে প্রযুজ্য। আমাদিগের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এই সকলের দ্বারা হিন্দু ও খৃষ্টানদিগের সমধর্ম্মিতা এবং ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ও সহানুভূতিরই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

খৃষ্টান লেখকগণের চাঞ্চল্য।

ডাঃ মার্গোলিয়থ আধুনিক লেখক। তিনি দেখিলেন যে আজিকালিকার দিনে এই

প্রকার পুকুরচুরির ব্যাপার হজম করিয়া যাওয়া সহজ হইবে না। তাই তিনি মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ করিয়া বলিতেছেন—এই ব্যাপারে মোহাম্মদের সদাসতর্ক ও সশঙ্কভাবের এবং তাঁহার ভীরু স্বভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কারণ তিনি অন্য কোথায় না গিয়া তাএফে গমন করিয়াছিলেন! (১)

হজরতের তাএফ যাত্রার বিবরণ ও তৎপ্রসঙ্গে বর্ণিত অন্যান্য ঘটনাগুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পঠিত হওয়া উচিত। নিরাশার অন্ধকার যখন গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইয়া উঠে, বিঘ্ন-বিপত্তির বিভীষিকা যখন ভীষণ হইতে ভীষণতর হইয়া দাঁড়াইতে থাকে, এবং বাহ্যতঃ সফলতার কোন লক্ষণই যখন সাধকের দৃষ্টিগোচর হয় না, সেই সময় অটল সঙ্কল্প ও অটুট বিশ্বাস লইয়া যিনি কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারেন, সত্যের সাধনা তাঁহারই মাত্র সার্থক হইয়া থাকে, এবং তিনিই কেবল আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া বরিত হওয়ার যোগ্যপাত্র। সাধনপথের কথিত বিঘ্ন-বিপত্তিগুলি যখন চরম ভীষণতা সহকারে হজরতের কর্ত্তব্যজ্ঞানের সহিত কঠোরতর সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছিল—সে সময় তিনি যে ধৈর্য্য, যে দৃঢ়তা, যে একনিষ্ঠা, যে আকুল আগ্রহ, যে ব্যগ্র-ব্যাকুলতা, যে আত্ম-প্রত্যয়, যে বিশ্বাস এবং সর্ব্বোপরি প্রেম ও তিতিক্ষার যে পুণ্যময় আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই। কিন্তু মুখে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিলে অথবা কেবল দুইটা আহা উহু করিয়া মৌখিক ভক্তির অভিব্যক্তি করিলেই আমাদিগের কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যাইবে না। মহিমময় মোহাম্মদ মোস্তফা ধর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মক্ষেত্রে যে পবিত্র পদ-রেখাগুলি পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহার অনুসরণ করার নামই এছলাম। আজ যদি মোস্তফার জ্ঞানসাম্রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী নাএবে নবী আলেম সমাজ ইহার শতাংশের একাংশ ত্যাগস্বীকারে ও দৃঢ়তা অবলম্বনে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে মোছলেম জগতের অবস্থা কি আর এইরূপ থাকিয়া যাইত! তাওহীদের মধুর অমৃতধারা পান করিবার জন্য আল্লার আলম পিপাসিত হইয়া আছে—জগতের কোটি কোটি নরনারী আজও সেই আল্লার বাণী শ্রবণে বঞ্চিত রহিয়াছে—তাহাদিগের নিকট সেই মুক্তিসন্দেশ লইয়া যাওয়ার লোক নাই! একটী লোষ্ট্রাঘাত, একটা রুধিরধারা এমন কি একবিন্দু শোণিতপাতের অথবা সামান্য একটু অপমানের আশঙ্কাও যেখানে নাই;—সেখানেও আমরা মোস্তফা চরিতের এই পবিত্র আদর্শের বা রছুলুল্লার এই ছোন্নৎগুলির অনুসরণ করিতে পারি না! স্বয়ং মুছলমান সমাজই নানা অনাচারে জর্জ্জরিত এবং নানা কুসংস্কারে আমূল কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু আজ সামান্য একটুকু সৎসাহসের অভাবে আমাদিগের আলেমগণ তাহার কোনই প্রতিকার করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না! নিজেদের হাদীজীবনের কর্ত্তব্য এবং নাএবে নবীর পদদায়িত্ব কি এইরূপে প্রতিপালিত ও সম্মানিত হওয়া উচিত?

পুণ্য আদর্শ।

(১) মার্গোলিয়থ ১৭৮, মুয়র ১১২ হইতে।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভীষণভাবে উৎপীড়িত হওয়ার পর হজরত রক্তরঞ্জিত দেহে বলিয়াছিলেন—উহারা মানিল না, কিন্তু উহাদিগের সন্তান-সন্ততিরা ত মানিতে পারে! ক্রোধ ঘৃণা বা বিরক্তির একটী শব্দও তখন তাঁহার মুখ হইতে বাহির হইতেছে না। বরং এ সকল ক্ষেত্রে "হে আমার প্রভু! আমার স্বজাতিকে সুমতি দান কর, (উহাদিগের উপর রাগ করিও না) কারণ তাহারা অজ্ঞ," —বলিয়া প্রার্থনা করিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, এই ছুন্নৎটী আমাদিগের আলেম-সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ওয়াজ-নছিহতে, ধর্ম্ম-সংক্রান্ত কোন বিষয়ের আলোচনায় কেহ কোন প্রকারে ইঁহাদের কোন কথার প্রতিবাদ করিলে ইঁহাদিগের যে অবস্থা হয় এবং ইঁহাদিগের শ্রীমুখ হইতে যে সকল মধুর ও মোলাএম শব্দ অনবরত উচ্চারিত হইতে থাকে, তাহা শুনিলে এবং তাঁহাদের ক্রোধকম্পিত দেহের হাবভাব দেখিলে মরমে মরিয়া যাইতে হয়। মজহাব, তক্‌লিদ এবং অন্যান্য মছলা মছাএলের বাদপ্রতিবাদ ক্ষেত্রে উর্দ্দূ ও বাঙ্গলা ভাষায় যে শ্রেণীর 'সৎসাহিত্য' দিন দিন পুঞ্জীকৃত হইয়া উঠিতেছে, তাহার সন্ধান লইলে সমাজহিতৈষী মুছলমান পাঠকমাত্রই বুঝিতে পারিবেন যে, আমাদিগের আলেম সমাজ সাধারণতঃ মোস্তফার আদর্শ হইতে কত দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন।

উপসংহারে আমরা কবিবর হাচ্ছান রচিত মোৎএমের শোকগাথার প্রতি পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। মোৎএম বিধর্ম্মী—কাফের ও মোশরেক। কাফের ও মোশরেক থাকার অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু এতৎসত্বেও মোৎএম মহানুভব ও মহাশয় ব্যক্তি। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ মদিনায় পৌঁছিলে মোস্তফা দরবারের প্রধান কবি হাচ্ছান মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণগরিমা গান করিতেছেন—প্রশংসা ও মহত্বব্যঞ্জক শ্রেষ্ঠতম বিশেষণগুলির প্রয়োগ সহকারে আন্তরিক শোকপ্রকাশ করিতেছেন, এবং আমাদিগের মোহাদ্দেছ ও ঐতিহাসিকগণ হজরতের জীবনীর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেছেন। হজরতের এবং তাঁহার পরবর্ত্তী সময় ইহা মুছলমানের কর্ত্তব্য বলিয়াই নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার সহিত বর্ত্তমান যুগের সঙ্কীর্ণতার তুলনা করিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হইবে। সৎ ও মহৎ স্বভাবের জন্য অথবা মুছলমান সমাজের সহিত সহানুভূতির নিমিত্ত, আজ যদি তুমি কোন অ-মুছলমানকে "মহাত্মা" বলিয়া সম্বোধন কর, তাহা হইলে তোমাকে ধর্ম্মদ্রোহী ও বেদিন বলিয়া ঘোষণা করা হইবে।

মে'রাজের বিবরণ।

নবুয়তের দশম সনে এবং তাএফ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর মে'রাজের ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এই ঘটনার দিন তারিখ সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। একদা নিশীথকালে হজরত মক্কা হইতে যাত্রা করিয়া, বায়তুল মোকাদ্দছ বা যেরুজেলম মছজিদে উপনীত হন এবং সেখান হইতে ক্রমে ক্রমে আল্লার সন্নিধানে উপস্থিত হন। এই ঘটনার প্রথম অংশ এছ্‌রা

এবং শেষ অংশ মে'রাজ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। আজকাল এই পার্থক্যটা এক প্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং উভয় ঘটনা সমবেতভাবে মে'রাজ বলিয়া কথিত হইতেছে।

মে'রাজের ঘটনা যে সত্য, তাহাতে একবিন্দু সন্দেহ থাকিতে পারে না। শাস্ত্র ও ইতিহাসের দিক দিয়াও নহে এবং যুক্তি ও বিজ্ঞানের হিসাবেও নহে। কিন্তু এই মে'রাজ কোন সময় কোন স্থানে এবং কি অবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল, ইহা লইয়া প্রথম হইতেই অসাধারণ মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। মে'রাজ সংক্রান্ত হাদিছগুলির স্থানকালাদি বৃত্তান্ত এবং তাহার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে এত অধিক অসামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে যে, হঠাৎ দুই চারি কথায় তাহার আলোচনা বা সমাধান করা—বিশেষতঃ আমার ন্যায় নিঃসম্বল লেখকের পক্ষে—কখনই সম্ভব নহে। ছাহাবাগণের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। কেবল সেই সকল মতভেদের বিষয়গুলি একত্র সঙ্কলন করিয়া দিতে হইলে এই পুস্তকের চারি পাঁচ পৃষ্ঠায় তাহার স্থান সঙ্কুলান হওয়াও কষ্টকর হইবে। ফলে বিষয়টী এমনই জটিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, কথিত অসামঞ্জস্যগুলির সমাধান করিতে অসমর্থ হইয়া অনেকেই একাধিকবার মে'রাজ হওয়ার কথা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। এমন কি কেহ কেহ ৩০ ও ৩৪ বার মে'রাজ হওয়ার কথা বলিয়াছেন। (১) মূল মে'রাজ সম্বন্ধে একদল বলিতেছেন যে, উহা স্বপ্নের ব্যাপার। অহির প্রারম্ভে যেরূপ হজরত স্বপ্নযোগে সত্যের স্বরূপ সন্দর্শন করিতেন, সেইরূপ মে'রাজের সময়ও আল্লাহতাআলা তাঁহাকে স্বপ্নযোগে অনেক তথ্য ও বহু সত্য অবগত করাইয়া দেন। ইঁহারাও কোরআন হাদিছ ও ইতিহাসের প্রমাণ দ্বারা নিজেদের মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। আর একদল বলিতেছেন—মে'রাজ সম্পূর্ণ অধ্যাত্মিক ব্যাপার, দেহের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। ইঁহারাও প্রমাণ প্রয়োগে কুণ্ঠিত নহেন। কিন্তু অধিকাংশ লোকের মত এই যে, মে'রাজের সমস্ত ব্যাপারই সশরীরে এবং জাগ্রত অবস্থায় সংঘটিত হইয়াছিল। ইঁহারাও স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য কোরআন হাদিছ হইতে দলিল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া থাকেন। স্বনামখ্যাত পণ্ডিত শাহ অলিউল্লাহ ছাহেব, মে'রাজ সংক্রান্ত সকল ঘটনার বিশদ আলোচনার পর বলিতেছেন :——

و كل ذلك لجسده صلعم في اليقظة و لكن ذلك في موطن هو برزخ بين المثال و الشهادة الخ

অর্থাৎ মে'রাজের সমস্ত ঘটনাই হজরতের জাগ্রত অবস্থায় এবং সশরীরে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা রূপকও বাস্তব জগতের সন্ধিস্থলে অবস্থিত অন্য এক জগতের কথা।

এই সকল মতভেদ সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া অথবা তাহার সমাধানের চেষ্টা করা উপস্থিত ক্ষেত্রে আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না, একথা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি।

(১) হালবী ১—৩৬৫, মাওয়াহেব ২—৩ ইত্যাদি।

ষষ্ঠত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আল্লাহতাআলা শক্তি ও সুযোগ দিলে মোস্তফা চরিতের দ্বিতীয় খণ্ডে এবং কোরআনের তফছিরে এ সকল বিষয়ের বিশদ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। তবে এখানে প্রিয় পাঠকবর্গকে বলিয়া রাখিতেছি যে, আমরা শেষোক্ত মতের সমর্থন করি না। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখিতেছি যে, শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক যুক্তি প্রমাণই আমাদিগের এই অসমর্থনের প্রধান কারণ। নচেৎ জ্ঞান-বিজ্ঞানের হিসাবে আমরা শেষোক্ত মতের মূল বিবরণগুলিকেও অসম্ভব বলিয়া মনে করি না। একদল খৃষ্টান লেখক মে'রাজের ব্যাপার লইয়া নানাপ্রকার বিরুদ্ধ আলোচনা করিয়াছেন, জ্ঞানবিজ্ঞান ও যুক্তিতর্কের কথা তুলিয়া উহাকে মিথ্যা কল্পনা বলিয়া যথেষ্ট আত্ম-প্রসাদলাভ করিয়াছেন। এ সকল কথার আলোচনাও যথাস্থানে করা হইবে। এখানে খৃষ্টান ভ্রাতাদিগকে নিজেদের চোখের কড়িকাঠগুলির প্রতি মনোযোগ দিতে বিনীত অনুরোধ করিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। তাঁহারা যাকোবের মে'রাজের ভাবনা ভাবুন। এলিজা ভাববাদীর চারিচক্র আগ্নেয় রথে আরোহণ এবং ঘূর্ণিবায়ুর মধ্য দিয়া সশরীরে স্বর্গারোহণের স্বাভাবিকতা সম্বন্ধে চিন্তা করিতে থাকুন এবং মেঘমণ্ডলের উপর ভাসিতে ভাসিতে যীশুর স্বর্গারোহণের ব্যাপারখানা একবার ভাবিয়া দেখুন, তাঁহাদিগের খেদমতে ইহাই আমাদিগের বিনীত নিবেদন।

ছওদার সহিত বিবাহ।

বিবি খদিজার পরলোকগমনের কিছুদিন পরে, ছওদা নাম্নী এক প্রৌঢ়বয়স্কা বিধবার সহিত হজরতের বিবাহ হয়। ছওদার স্বামী ছকরান এছলাম গ্রহণ করার পর সস্ত্রীক আবিসিনিয়া যাত্রা করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে মক্কায় ফিরিয়া আসার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। কোন কোন চরিত পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে যে, আবিসিনিয়ায় খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। আলোচ্য সময় এই নিরাশ্রয় নিঃসহায় মহিলাটীর অবস্থা যে চরম শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল, তাহ সহজেই অনুমেয়। তাই হজরত এই নিঃস্ব বৃদ্ধাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে মক্কার নরশার্দ্দূলদিগের হস্ত হইতে রক্ষা করিলেন। এ সময় তাঁহার বিবাহের বয়স অতীত হইয়া গিয়াছিল। তিনি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"হজরত! বিবাহ করার সাধ আমার নাই। তবে আমি কিয়ামতে আপনার সহধর্ম্মিণীরূপে উত্থিত হইবার বাসনা করি।" প্রকৃতপক্ষে হইয়াছিলও তাহাই, তিনি নিজের "বারী" বিবি আয়শাকে দান করিয়াছিলেন। ছওদা কেবল হজরতের সেবা করিয়া এবং কথাবার্ত্তার দ্বারা হজরতকে আনন্দদান করিয়া সুখী হইতেন। (১)

(১) এছাবা ৮—১১৭ প্রভৃতি।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তীর্থ মেলায় এছলাম প্রচার।

তাএফ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হজরত যথাপূর্ব্ব পূর্ণ উদ্যম ও অদম্য উৎসাহ সহকারে নিজের কর্ত্তব্যপালন করিয়া যাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাৎসরিক তীর্থ বা হজ্ উপলক্ষে যাত্রীদল আরবের বিভিন্ন প্রান্ত হইতে মক্কায় সমবেত হইত। এই উপলক্ষে মক্কায় একটা বড় রকমের মেলাও বসিয়া যাইত। তীর্থযাত্রী ও বণিকগণ সেখানে সমবেত হইয়া নানাপ্রকার বাণিজ্যসম্ভার ও খাদ্যশস্যাদির ক্রয়বিক্রয় করিত। মক্কার এই সম্মিলন ব্যতীত, ওকাজ মজন্না প্রভৃতি নির্দ্দিষ্ট স্থানেও বৎসরের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ঐ প্রকার মেলা বসিয়া যাইত। এই সকল সম্মিলন উপলক্ষে আরবদেশের বিভিন্ন স্থানের ও বিভিন্ন গোত্রের লোকেরা যখন মক্কায় সমবেত হইত, হজরত তখন তাহাদিগের নিকট গমন করিতেন, তাহাদিগকে এক অদ্বিতীয় ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লার দিকে আহ্বান করিতেন, তাহাদিগকে কোরআন পাঠ করিয়া শুনাইতেন এবং তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দিতেন। এই প্রকারে হজরতের প্রচারকার্য্য অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে 'মোহাম্মদের প্রচারিত বিষ' ছড়াইয়া পড়িতেছে দেখিয়া কোরেশদল-পতিগণ বিচলিত হইয়া উঠিল, এবং কিরূপে তাঁহার এই সাধনাকে ব্যর্থ ও ব্যাহত করা যাইতে পারে, তাহারা সে সম্বন্ধে যুক্তি আঁটিতে আরম্ভ করিল।

অনেক যুক্তিপরামর্শ ও আন্দোলন আলোচনার পর এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য মক্কার সর্ব্বসাধারণকে লইয়া তাহারা এক সমিতি গঠন করিল। ২৫ জন প্রধান ব্যক্তি তাহার কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সভ্যনির্ব্বাচিত হইল। হজ্বের মৌসুম নিকটবর্ত্তী হই-তেছে, এই সময় বিভিন্ন স্থান হইতে কত লোক মক্কায় সমাগত হইবে। হজরত তাহাদিগের মধ্যে নিজের 'নাস্তিকতা প্রচার করিবেন, ইহাতে অনেক লোক 'গোমরাহ' হইয়া যাইতে পারে! তাই একদিন তাহারা সকলে সভাস্থানে সমবেত হইল এবং লোকদিগকে 'মোহাম্মদের' মোহমন্ত্র হইতে কি প্রকারে রক্ষা করা সম্ভব হইতে পারে, সভায় এই প্রশ্নের আলোচনা আরম্ভ হইল। বৃদ্ধ অলিদ ধনে মানে ও বয়সের হিসাবে কোরেশ-দিগের মধ্যে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। সে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল :—মৌসুম নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছে। আমাদিগের তখনকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সকলের সমবেত-

কোরেশের নূতন ষড়যন্ত্র।

ভাবে একটা মত স্থির করিয়া লওয়া উচিত। যাত্রীদল সমবেত হইলে মোহাম্মদ সম্বন্ধে যেন সকলে এক কথাই বলা হয়। অন্যথায় তখন যদি বিভিন্ন লোক বিভিন্ন ভাবের কথা বলিতে থাকে, তাহা হইলে তদ্দ্বারা কুফল ফলিবার আশঙ্কাই অধিক। কারণ তাহা হইলে বিজ্ঞলোক-দিগেব নিকট আমরা মিথ্যাবাদী বলিয়াই প্রতিপন্ন হইব।

অলিদের কথা শেষ হইলে কয়েকজন লোক বলিয়া উঠিল—আমরা উহাকে জ্যোতিষী ও গণৎকার বলিয়া পরিচিত করিব। কিন্তু অলিদের ইহা পছন্দ হইল না। সে প্রতিবাদ করিয়া বলিল—একটা যা' তা' বলিলেই ত হইবে না। লোকে বিশ্বাস করিবে কেন, গণৎ-কারের কি লক্ষণ তাহাতে আছে? একজন বলিল—আমরা বলিব, মোহাম্মদ পাগল, তাহার মাথা খারাব হইয়া গিয়াছে। অলিদ রুক্ষস্বরে উত্তর করিল—মোহাম্মদকে পাগল বলিলে লোকে তোমাদিগকেই পাগল বলিবে! তাহার কথা শুনিলে কে তাহাকে পাগল বলিয়া বিশ্বাস করিবে? আর একর্জন বলিল—মোহাম্মদকে কবি বলিয়া পরিচিত করা হইবে, তাহা হইলেই আমাদিগের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। বৃদ্ধ ও দহুদর্শী অলিদ এ প্রস্তাবেরও সমর্থন করিল না। সে বলিতে লাগিল—কাব্য ও কবিত্ব যে কি, আরবের সকলেই তাহা জানে। মোহাম্মদ যাহা বলিয়া থাকে, তাহাকে কবিতা বলিলে সকল গোত্রের বিজ্ঞলোকেরা আমাদিগকে একে-বারে অজ্ঞ ও অপদার্থ বলিয়া নির্দ্ধারিত করিবে। যাহা হউক, এইরূপ নানা প্রস্তাবের আলোচনা ও স্বাভাবিক বাদ-প্রতিবাদের পর স্থির হইল যে, মোহাম্মদকে মায়াবী ও যাদুকর বলিয়া ঘোষণা করা হইবে। 'মোহাম্মদ ভয়ানক যাদুকর। তাহার সংস্পর্শে আসামাত্র সে মানুষকে তাহার অজ্ঞাতসারে এমনভাবে মায়াবিষ্ট করিয়া ফেলে যে তাহার আর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সে এই যাদুর বলে পিতাপুত্রে এবং স্বামী-স্ত্রীতে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিতেছে। মোহাম্মদ অতি ভয়ঙ্কর লোক, সাবধান! কেহ তাহার কথা শুনিও না, তাহার সংশ্রবে যাইও না, তাহাকে নিজেদের কাছে আসিতে দিও না!' বাৎসরিক সম্মিলন ক্ষেত্রে সকলে এই প্রকারের কথা প্রচার করিবে—এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া তাহারা স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেল। (১)

নির্দ্ধারিত সময় মক্কানগরে জনসমাগম হইতে আরম্ভ হইল। বলাবাহুল্য যে কোরেশগণ পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুসারে যাত্রীদিগের ঘাটিতে ঘাটিতে এবং আড্ডায় আড্ডায় গমন করিয়া পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুসারে হজরতকে যাদুকর ও ভয়ঙ্কর লোক বলিয়া প্রকাশ করিতে লাগিল। হজরতের স্বজনগণ তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রচার করিতে আরম্ভ করিল, বাহ্যদর্শী লোকেরা সহজেই সে কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে লাগিল। কাজেই হজরতের পক্ষে প্রচারকার্য্য অধিকতর দুঃসাধ্য হইয়া

হজরতের প্রচার ও কোরেশদিগের বাধাদান।

(১) এবনে-হেশাম ১—৯০, ৯১। শেফা প্রভৃতি।

উঠিল। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি একমুহূর্ত্তের জন্য নিরুৎসাহ হইলেন না। তিনিও এই সময় বিভিন্ন গোত্রের যাত্রীদিগের আড্ডায় আড্ডায় গমন করিয়া তাহাদিগের নিকট সত্য-ধর্ম্মের প্রচার করিতে থাকিলেন। এই প্রচারের সময় দুরাত্মা আবুলাহব সততই হজরতের পিছু লাগিয়া থাকিত। সে হজরত সম্বন্ধে নানাবিধ জঘন্য কথা প্রচার করিয়া বেড়াইত এবং তাহা শুনিয়া লোকের মনে তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ অন্যায়ও অসঙ্গত ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যাইত। (১) একজন প্রত্যক্ষদর্শী রাবী বর্ণনা করিতেছেন:—"আমার তখন যুবাবয়স। পিতার সঙ্গে তীর্থ করিয়া আমরা মেলায় অবস্থান করিতেছি, এমন সময় হজরত সেখানে আগমন করিলেন এবং প্রত্যেক গোত্রের নাম ধরিয়া সকলকে স্বতন্ত্রভাবে সম্বোধন করতঃ বলিতে লাগিলেন—"সকলে শ্রবণ কর, আল্লাহ্ আমাকে তোমাদিগের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লার আদেশ, সকলে একমাত্র তাঁহার পূজা করিবে। তাঁহার পূজা উপাসনায় অথবা তাঁহার ঐশিকগুণের কোন অংশে অন্য কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে শরিক করিও না। এই সকল ঠাকুরদেবতা ও পুতুলপ্রতিমার পূজা ছাড়িয়া দাও।" আবুলাহব তখন হজরতের পশ্চাতে পশ্চাতে চীৎকার করিয়া বলিয়া বেড়াইতেছিল—সাবধান, সাবধান! কেহ ইহার কথা শুনিও না। এ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর দুরভিসন্ধি লইয়াই তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। এ তোমাদিগকে 'এবং মালেক বেন আকয়শবংশের জেন গোত্রের মিত্রগণকে' লাৎ ও ওজ্জা দেবীর আশ্রয় হইতে বঞ্চিত করিয়া কতকগুলি অভিনব পাপাচারে লিপ্ত করিতে চায়। সাবধান, এই মিথ্যাবাদী নাস্তিকের কথা শুনিও না। এই সময় আবুলাহব হজরতের প্রতি প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিল। (২)

বিভিন্ন গোত্রের নিকট প্রচার।

এই প্রকারে প্রচার করিতে করিতে হজরত বানিকেন্দা গোত্রের লোকদিগের নিকট গমন করিলেন, তাহারা তাঁহার আহ্বানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিল না। বানি হানিফাদিগের নিকট গমন করিলে তাহারা অতিশয় কঠোর ভাষায় ও নিতান্ত অভদ্রভাবে তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিল। তাহাদিগের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হইয়া তিনি বানি-আমের বংশের লোকদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই সময় বায়হারা নামক এক ধূর্ত্ত যুবক হজরতের ভাষার তেজ ও উপদেশের প্রভাব দর্শনে মুগ্ধ হইল। সে মনে করিল, এই লোকটাকে হাত করিতে পারিলে সমস্ত আরবের উপর প্রভাব স্থাপন করা সম্ভবপর হইতে পারে। সে হজরতের নিকট আসিয়া বলিতে লাগিল, আমরা সকলে তোমার অনুসরণ করিতে প্রস্তুত আছি। তবে আমাদিগের কথা এই যে, তুমি জয়যুক্ত হইলে আরবের রাজত্বটা কিন্তু আমাদিগের হইবে। তুমি এই সর্ত্তে

(১) তাবকাত ১—১৪৭ হইতে।
(২) এবনে-হেশাম ১—১৪৮ পৃষ্ঠা। হালবী ২য় খণ্ডের প্রারম্ভ। জাদুল-মাআদ প্রভৃতি।

সম্মত আছ কি? তাহার কথা শুনিয়া হজরত গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—রাজ্য রাজত্বাদি প্রদান বা তাহার পরিবর্ত্তন আল্লার কাজ। আমি তৎসম্বন্ধে কি বলিতে পারি? একদিন ভক্তপ্রবর আবুবাকরকে সঙ্গে লইয়া হজরত বানিজহল গোত্রের নিকট গমন করিলেন। আবু-বাকর হজরতের পরিচয় প্রদান করিলে গোত্রপতি মাফরূক্ হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—আপনি লোকদিগকে কি কথা শিক্ষা দিয়া থাকেন? হজরত উত্তর করিলেন, আমি লোক-দিগকে বলিয়া থাকি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই, তিনি এক অদ্বিতীয় ও অংশীবিহীন। আমি সেই আল্লাহ কর্ত্তৃক প্রেরণাপ্রাপ্ত তাঁহার রছুল। সকলকে এই কথা স্বীকার করিতে উপদেশ দিয়া থাকি। অধিকন্তু কোরেশগণ অন্যায়পূর্ব্বক দলবদ্ধ হইয়া সত্যের প্রতি-বন্ধকতা করিতেছে, তাহারা আল্লার কাজে ও তাঁহার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছে বলিয়া সকলকে সত্যের সহায়তা করিতে অনুরোধ করিয়া থাকি—যেন আমি নির্ব্বিঘ্নে আল্লার মহিমা গান করিয়া বেড়াইতে পারি। মাফরূক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—আর কি কথা আপনি প্রচার করিয়া থাকেন। তখন হজরত কোরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়তটী পাঠ করিলেন:—'তোমাদিগের প্রভু তোমাদিগের প্রতি যাহা নিষিদ্ধ (হারাম) করিয়াছেন, আমি তোমাদিগকে তাহা পড়িয়া শুনাইতেছি। (তাহা এই যে) তোমরা কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে কোন প্রকারেই প্রভুর কোন গুণ বা কোন শক্তির অংশভাগী করিও না, পিতামাতার প্রতি সততই সদ্ব্যবহার করিতে থাকিও এবং অভাবহেতু নিজেদের সন্তানসন্ততিবর্গকে হত্যা করিও না,—তোমাদিগকে এবং তাহাদিগকে আমিই রূজী দিয়া থাকি। তোমরা প্রকাশ্য বা গুপ্ত কোন প্রকার অশ্লীলতার নিকটেও যাইও না, এবং যে প্রাণহানি করিতে আল্লাহ তোমাদিগকে নিষেধ করিয়াছেন—কদাচ তাহাতে লিপ্ত হইও না, তবে বিচারের দ্বারা যে প্রাণহানি করা হয় তাহার কথা স্বতন্ত্র। তোমরা এইগুলি গ্রহণ কর তোমাদের প্রভু তোমাদিগকে ইহারই উপদেশ দিয়াছেন—যেন তোমরা জ্ঞানবান হইতে পার।' (১) মাফরূক মুগ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন—এ মানুষের রচিত কথা নহে, তাহা হইলে আমরা বুঝিতে পারিতাম। যাহা হউক, ইহাতেও মাফরূকের তৃপ্তি হইল না। তিনি হজরতকে মধুর সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, আপনি আর কি উপদেশ দিয়া থাকেন? হজরত আবার কোরআন হইতে পাঠ করিলেন:—আল্লাহ ন্যায়নিষ্ঠ হইতে, সকলের উপকার করিতে এবং স্বজনগণকে দান করিতে আদেশ দিতেছেন; এবং সকল প্রকার অশ্লীলতা, সকল প্রকার ঘৃণিত কাজ এবং সকল প্রকার বিপ্লব হইতে নিষেধ করিতেছেন, তিনি তোমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন—যেন তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। (২) মাফরূক ব্যতীত হানি ও মোছান্না নামক জহলগোত্রের আর দুইজন প্রধানও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হজরতের বক্তব্য শেষ হইলে তাঁহারা হজরতকে যে

(১) আন্আম ১৯ রূকু। (২) নাহল ১৯ রূকু।

সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহার সার এই যে,—আপনি যে সকল কথা বলিলেন সমস্তই সত্য। তবে পুরুষ-পুরুষানুক্রমিক ধর্ম্ম হঠাৎ ত্যাগ: করা সঙ্গত নহে। এতদ্ব্যতীত পারস্য-সম্রাটের সহিত আমাদিগের যে সন্ধি আছে, তাহাতে তাঁহাকে না জানাইয়া হঠাৎ এই প্রকার একটা নূতন ব্যাপারে লিপ্ত হইয়া পড়া আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপরও নহে। অবশ্য আপনার স্বজাতীয়গণ যে আপনাকে অকারণে ও অন্যায়ভাবে উৎপীড়িত করিতেছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। যাহা হউক, আপনি নিজের কাজ করিয়া যাইতে থাকুন, আমরাও ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখি, তাহার পর যাহা ভাল হয় করা যাইবে। (১)

এইরূপে হজরত সকল গোত্রের যাত্রীদিগের নিকট উপস্থিত হইলেন, সকল সম্মিলনক্ষেত্রে গমন করিয়া লোকদিগকে আল্লার কালাম এবং তাঁহার নামমহিমা শুনাইতে লাগিলেন। এক-দিকে কোরেশদলপতিগণ মিথ্যাবাদী নাস্তিক যাদুকর প্রভৃতি জঘন্য ভাষায় তাঁহাকে সকলের সম্মুখে অপদস্ত করার চেষ্টা করিতেছে, তাঁহার ধর্ম্মকে بدعت و ضلالت অভিনব নাস্তিকতা ও গোমরাহী বলিয়া ঘোষণা করিতেছে। অধিক কি তাঁহারই পিতৃব্য আবুলাহবের প্রস্তরাঘাতে তাঁহার সর্ব্বশরীর জর্জ্জরিত হইয়া যাইতেছে। অন্যদিকে হজরত ঘোষণা করিতেছেন :—

لا اكره احدا على شيئ من رضى الذي ادعوه اليه فذلك ' و من كره لم اكرهه
انما اريد منعي من القتل حتى ابلغ رسالات ربي -

"জোর নাই জবরদস্তি নাই। আমার কথাগুলি যদি কাহারও ভাল লাগে, সে তাহা গ্রহণ করুক, আর তাহা যদি কাহারও অপছন্দ হয় তাহা হইলে তাহাকে আমি জবরদস্তিতে আমার মত মান্য করিতে বলি না। আমি কেবল ইহাই চাই যে, আমার প্রভুর বাণীগুলি পৌছাইয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত কেহ যেন আমাকে হত্যা না করিতে পারে।" (২) তাহা হইলে আমার কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে। বাদ নাই বিতণ্ডা নাই, বাহাছ নাই বিতর্ক নাই, অপবাদও মিথ্যা দোষারোপের প্রতিবাদ নাই, ইটকেলের পরিবর্ত্তে পাটকেলের ব্যবস্থা নাই। তাঁহার কথাগুলি এবং তাঁহার মুখ-নিঃসৃত কোরআনের আয়তগুলি ধীরে গম্ভীরে তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতেছে। অযুত কণ্ঠের হট্টগোলের মধ্যে তাহা সাময়িকভাবে আকাশে মিশাইয়া যাইতেছে—বটে, কিন্তু সমবেত জনগণের ভিতরের মানুষগুলি দেখিতেছে—মিথ্যাবাদী, নাস্তিক, ভণ্ড ও যাদুকর বলিয়া বর্ণিত মোস্তফার চরিত্র-মাহাত্ম্য; এবং বাহিরের অজ্ঞাতসারেই তাহারা তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িয়া অস্ফুটকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে—আশ্‌হাদো আন্নাকা রছুলুল্লাহ! গালির পরিবর্ত্তে গালি দিলে এবং লোষ্ট্রের পরিবর্ত্তে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইলে এই বিরাট সফলতাটা সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাইত।

মানুষ যখন প্রত্যেক পদনিক্ষেপে সফলতা অর্জ্জন করিতে থাকে, যখন অযুত কণ্ঠের

---

(১) হালবী ২—৪ পৃষ্ঠা। (২) হালবী ২—৫; ছায়রদী ১—১৫৬।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রশংসাধ্বনিতে তাহার কর্ম্মক্ষেত্র মুখরিত হইয়া উঠিতে থাকে, তখন উদ্যম ও উৎসাহ-প্রদর্শনের কোনই বাহাদুরী নাই। আর প্রকৃত কথা এই যে, কোন বৃহৎ ও মহৎ সাধনাই প্রাথমিক অবস্থায় এইরূপ সাধারণ সমর্থন লাভ করিতে পারেও না। পক্ষান্তরে সাধনার প্রথম অবস্থায় যাহা সাধারণতঃ বিফলতা বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, প্রকৃতপক্ষে তাহাই আবার ভাবী সাফল্যের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। মক্কার হজ্জ সম্মিলনে এবং আরবের অন্যান্য মেলায় হজরত যে এতদিন অবিশ্রান্তভাবে প্রচার করিয়া বেড়াইলেন, বাহ্যতঃ মনে হয় যে, তাহা একেবারে বিফল হইয়া গেল। কিন্তু ইহা কি ঠিক? এই যে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে সমাগত শত শত আরব, আজ হজরতের মুখ হইতে আল্লার নামের মহিমা-গান শ্রবণ করিল—তাঁহার স্বত্বাও স্বরূপ সম্বন্ধে অভিনব তথ্যসমূহ অবগত হইল, সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ ও তাঁহার সৃষ্টির প্রতি নিজেদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে অশ্রুতপূর্ব্ব উপদেশ প্রাপ্ত হইল, তাহাদিগের স্বহস্ত নির্ম্মিত ও স্বকপোল কল্পিত ঠাকুরদেবতা ও পুতুল প্রতিমার অপদার্থতা ও অক্ষমতা সম্বন্ধে অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ তাহাদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল, এবং মদ্যপান ব্যভিচার সন্তান হত্যাদি মহাপাতকের অনিষ্টকারিতার বিষয় তাহারা অবগত হইল— এ সকলের কি কোন ফলই ফলিবে না? ইহার একটা ঝঙ্কারও কি তাহাদিগের কর্ণ হইতে মর্ম্মে নামিয়া আসিবে না? ইহাই সাফল্য এবং এই প্রচারই হজরতের প্রথম কৃতকার্য্যতা। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ফলের জন্য প্রথম হইতে ব্যস্তত্রস্ত হইয়া পড়াও মোস্তফা-জীবনের আদর্শ নহে। তিনি বলিতেন—ফলাফল মানুষের হাতে নহে, অতএব সেজন্য তাহার চঞ্চল হইয়া পড়াও উচিত নহে। কর্ত্তব্যপালন না করিলে মানুষ আল্লার সন্নিধানে অপরাধী হইয়া যায়, সুতরাং কর্ত্তব্যপালন করাই তাহার পক্ষে বৃহত্তম সফলতা বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। তবে সঙ্গে সঙ্গে হজরতের বিশ্বাস ছিল যে, তিনি এক মহাসত্যের সেবায় ও সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, মিথ্যা ও কপটতার লেশমাত্রও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। তাঁহার আপনার জন তিনি— সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গেই আছেন। হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুমণ্ডল অপেক্ষাও তিনি তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেছেন। সেই সত্যময় আল্লাহ সময় হইলেই নিজেই সত্যধর্ম্মের নিশ্চয়ই সহায়তা করিবেন এবং তাঁহার সাধনা একদিন সেই সর্ব্বশক্তিমানের আশীর্ব্বাদলাভে নিশ্চয়ই সফল ও সার্থক হইবে। আল্লার প্রতি তাঁহার এই অপূর্ব্ব আত্মনির্ভর এবং আত্মসত্যে তাঁহার এই অবিচল প্রত্যয়, পরীক্ষার এ হেন ভীষণ ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও পর্ব্বতের ন্যায় অটল অবস্থায় সর্ব্বদাই আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

বিফলতা ও ধৈর্য্য।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মুছলমান লেখকগণের অবহেলা।

স্বর্গের পুণ্যালোক প্রগাঢ় তিমির পটল ভেদ করিয়া কিরূপে আপনার স্থান প্রস্তুত করিয়া লয়, এখানে তাহারও একটু পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক।

তোফেল-বেন-আম্র্ দাওছ গোত্রের প্রধান। একজন অবস্থাপন্ন লোক ও কবি বলিয়া আরবে তাঁহার বিশেষ সম্মান ছিল। তিনি নিজ মুখে বর্ণনা করিতেছেন—"আমি মক্কায় আগমন করিলে কোরেশের কতিপয় প্রধান ব্যক্তি আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বিশেষ সম্মানের সহিত আমার অভ্যর্থনা করিল। তাহারা অন্যান্য কথাপ্রসঙ্গে হজরতের উল্লেখ করিয়া বলিল—'মোহাম্মদ অতি ভয়ঙ্কর লোক, এমন জবরদস্ত যাদুকর আর দেখা যায় না। ইহার কথা শুনিবামাত্রই যাদুর প্রভাবে মানুষ অজ্ঞান হইয়া পড়ে। এই যাদুর জোরে লোকটা আমাদিগের জমাআত ভাঙ্গিয়া দিতেছে, লোকদিগকে গোম্‌রাহ করিয়া পিতৃ-পিতামহাদির চিরাচরিত ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিয়া ফেলিতেছে, লোকদিগকে তাহাদের আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিতেছে, খুব সতর্ক থাকিবেন। আপনি অভ্যাগত অতিথি, তাই আপনাকে সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করিলাম।' তাঁহারা বহুক্ষণ ধরিয়া হজরত সম্বন্ধে এমন সব কথা বলিল, যাহাতে আমার মনে সেগুলি একেবারে বদ্ধমূল হইয়া গেল। আমি তখন খুব সাবধান হইয়া চলাফেরা করিতে লাগিলাম। যাহাতে কোন মতেই হজরতের কথা আমার কর্ণে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহাই আমার প্রধান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইল। কিন্তু আল্লার ইচ্ছা অন্যরূপ ছিল। একদা প্রাতঃকালে কা'বায় গমন করিয়া দেখি, হজরত দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িতেছেন। এত সাবধানতা ও এমন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার মুখ-নিঃসৃত কোরআনের কয়েকটী আয়ত আমার কর্ণে প্রবেশ করিল, কথাগুলি খুবই মনোরম। তখন আমার মনে নিজের প্রতি যেন একটা ধিক্কারের ভাব উপস্থিত হইল। আমি কবি, আমি সাহিত্যিক, ভালমন্দ বুঝিবার ক্ষমতা আমার আছে। তবে পূর্ব্ব হইতে এত ভয় করিবার আবশ্যক কি? ইহার কথায় গ্রহণীয় কিছু থাকিলে তাহা গ্রহণ করা যাইতে পারে, আর যদি তাহাতে কুভাব থাকে, তবে আমি ত সহজেই তাহা অস্বীকার করিতে পারি। (ফলতঃ তিনি বিশেষ মনোযোগ সহকারে

তোফেলের এছলাম-গ্রহণ।

হজরতের তেলাওৎ শ্রবণ করিতে লাগিলেন।) এই মনে করিয়া, আমি আরও নিকটবর্ত্তী হইলাম, এবং হজরতের নামাজ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। নামাজ শেষ হইলে হজরত উঠিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন, আমিও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। আমি কোরেশদিগের সমস্ত কথা ও অন্তকার ঘটনা তাঁহার নিকট বিবৃত করিয়া বলিলাম—আপনার বক্তব্য কি, তাহা জানিতে চাই। হজরত তখন আমাকে এছলামের শিক্ষা ও কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিলেন এবং কোরআনের কতকগুলি আয়ত পাঠ করিয়া শুনাইলেন। আমি তখনই এছলাম গ্রহণ করিলাম।"

"আমি অতঃপর হজরতকে বলিলাম, সমাজে আমার বিশেষ প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। আপনি অনুমতি দিলে, আমি স্বদেশে গিয়া আর সকলকে আল্লার প্রতি আহ্বান করিতে পারি।" হজরত আশীর্ব্বাদ সহকারে তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। তোফেল স্বদেশে উপস্থিত হইয়া প্রথমে আপনার পিতা ও সহধর্ম্মিণীকে সত্যধর্ম্মের মহিমা বুঝাইতে লাগিলেন। পিতাকে এছলামে দীক্ষিত করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। তাঁহার স্ত্রীও এছলাম গ্রহণে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে অত্যন্ত ভয় হইল—তাঁহাদের পল্লীবিগ্রহ জুশেরা ঠাকুরের। তিনি স্বামীকে বলিলেন, এই কোলের কাঁচা মেয়েটার উপর ঠাকুর ত কোন উৎপাত করিতে পারিবে না? তোফেল তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে ও'গুলার কোনই ক্ষমতা নাই। অতঃপর তাঁহার পরিবারের আর সকলেই এছলাম গ্রহণ করিলেন। তোফেল দাওছ বংশের মধ্যেই প্রচারকের কর্ত্তব্য সমাধা করিতে লাগিলেন। হজরতের মদিনা গমনের কিছুকাল পরে তোফেল স্বসমাজের ৬০টী মুছলমান পরিবার সঙ্গে লইয়া মদিনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। (১) বিখ্যাত ছাহাবী আবু-হোরায়রাও এই দাওছবংশীয় এবং তিনিও সকলের সহিত (খাইবার সমরের পর) মদিনায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, বহুদিন পর্য্যন্ত দাওছবংশের লোকেরা তোফেলের উপদেশ গ্রহণ না করায় তিনি ও দাওছের আর কয়েকজন নবদীক্ষিত ব্যক্তি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, দাওছ সত্য গ্রহণ করিল না, তাহারা এছলামের শত্রুতা করিতেছে। আপনি তাহাদিগের প্রতি অভিসম্পাত করুন। হজরত দুই হাত তুলিয়া প্রার্থনা করিলেন—'আল্লাহ! তুমি দাওছের মঙ্গল কর, তাহাদিগকে সুমতি দাও, সৎপথ দেখাইয়া দাও!' (২)

দাওছগোত্রে এছলাম প্রচার।

মহাত্মা আবুজর গেফারীর নাম মুছলমান সমাজে সুবিদিত। ইনি অতি সাধুপ্রকৃতির ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। প্রথম হইতে তাঁহার মনে সত্যধর্ম্ম অনুসন্ধান করার জন্য একটা

---

(১) এবনে-হেশাম ১—১০২ হইতে; এছাবা ৩—২৮৭; জাদুল-মাআদ ১—৪১৩, তাবকাত প্রভৃতি।
(২) বোখারী ১১—১৫।

আবুজর গেফারীর নব-জীবন লাভ।

তীব্র আগ্রহ জাগিয়া উঠিয়াছিল। এই সময়, কোরেশগণের বিরুদ্ধাচরণের ফলে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার চর্চ্চা আরবের সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। আবুজর স্বীয় সহোদর ওনায়ছকে হজরতের প্রকৃত অবস্থা ও তাঁহার শিক্ষাদি সম্বন্ধে তদন্ত করার জন্য মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। ওনায়ছ কয়েকদিন মক্কায় অবস্থান করিয়া হজরত সম্বন্ধে বিশেষ সন্ধান লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং ভ্রাতাকে বলিলেন —মোহাম্মদ ত সকলকে সৎকর্ম্মশীল ও সচ্চরিত্র হইতেই উপদেশ দিয়া থাকেন, আর তাঁহার কথা ত কবির রচনা বলিয়া বোধ হইল না। ওনায়ছের প্রদত্ত এইটুকু তথ্যে আবুজরের তৃপ্তি হইল না। অবিলম্বে তিনি স্বয়ং মক্কা যাত্রা করিলেন।

আবুজর মক্কায় আসিয়া এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়ান, কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন না। হজরতের পরিচয় জিজ্ঞাসা করাও যে কতদূর বিপদসঙ্কুল, ওনায়ছের মুখে তিনি তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। কয়েকদিন এইরূপে অতিবাহিত হওয়ার পর, একদা রাত্রে তিনি জমজম কূপের ধারে পড়িয়া আছেন, এমন সময় ঘটনাক্রমে হজরত আলী সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এই লোকটাকে এমনভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, আলীর মনে তাঁহার অবস্থা জানিবার জন্য কৌতূহল জন্মিল। তিনি আবুজরের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—বোধ হইতেছে, আপনি বিদেশী?

আবুজর—হাঁ, বিদেশী।

আলী—আচ্ছা, তাহা হইলে আপনি আমার আতিথ্য গ্রহণ করুন। আবুজর একটা উপায় অন্বেষণ করিতেছিলেন, তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া আলীর প্রস্তাবে সম্মতি দান করিলেন, এবং তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হইয়া সেখানেই রাত্রি যাপন করিলেন। কিন্তু কেহ কাহাকে কোন প্রশ্ন করিলেন না। প্রাতে উঠিয়াই আবুজর কাবায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং মোস্তফার চরণ দর্শন লালসায় উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। পর পর দুই রাত্রে আলী তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন; তৃতীয় দিন সন্ধ্যার পরও আবুজরকে সেই অবস্থায় দেখিয়া তাঁহার ঔৎসুক্য বাড়িয়া গেল। তিনি আবুজরের নিকটবর্ত্তী হইয়া সহানুভূতি-সূচক স্বরে বলিলেন—বোধ হয়, আপনি নিজের গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারিতেছেন না?

আবুজর—ঠিক কথা।

আলী—বলুন দেখি, আপনি কে, কেনইবা মক্কায় আসিয়াছেন, কাহার অনুসন্ধানে এমন উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন?

আবু—আপনার ব্যবহারে বুঝিতে পারিয়াছি, আপনি একজন হৃদয়বান লোক। বস্তুতঃ আমার একটা অতি গোপনীয় কাজ আছে। আপনি কাহাকেও তাহা বলিবেন না—প্রতিজ্ঞা করুন, তাহা হইলে সব কথা আপনাকে ভাঙ্গিয়া বলিতে পারি।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আলী—প্রতিজ্ঞা না করিলেও আমরা বিশ্বাস-ঘাতকতা করি না। আচ্ছা, আপনার বিশ্বাসের জন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি।

আবু—লোকপরম্পরায় শুনিয়াছি, এই নগরের একজন লোক বলিতেছেন যে, তিনি আল্লার নবী। ইঁহার সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য অবগত হওয়ার জন্য পূর্ব্বে নিজের সহোদরকে এখানে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ভালরূপে সমস্ত বিবরণ দিতে না পারায়, আমি নিজেই আসিয়াছি।

আলী—সাধু সাধু! আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে, ভালই কথা। আপনি যাঁহার কথা বলিতেছেন, সত্যই তিনি আল্লার নবী। আজ রাত্রি এখানে অবস্থান করুন। সকালে উঠিয়া আমি আপনাকে তাঁহার নিকট পৌঁছাইয়া দিব। আবুজরকে কোরেশগণ ধরিয়া ফেলিতে না পারে, এজন্য পথে বিপদের আশঙ্কা বা সতর্কতার আবশ্যক হইলে, আলী বিশেষ বিশেষ সঙ্কেত দ্বারা তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিবেন, ইহাও স্থির হইল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া উভয় মেহমান ও মেজবান হজরত সমীপে উপস্থিত হইলেন। আবুজর কিছুক্ষণ মহাপুরুষের মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিলেন এবং সেই স্থানেই সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। হজরত তখন আবুজরকে বলিলেন, তুমি এখন এখানে এ সম্বন্ধে কোন কথা প্রকাশ করিও না। স্বদেশে ফিরিয়া যাও, তাহার পর আল্লাহ সত্যকে জয়যুক্ত করিলে, আমার কাছে চলিয়া আসিও। আবুজর সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন—প্রভুহে, আর গোপন করিব কি করিয়া? মায়ার বাঁধন, ভয়ের বাঁধ, সবই যে কাটিয়া টুটিয়া গিয়াছে। এ বাণ কি আর চাপিয়া রাখা সম্ভব? আমি আর তাহা পারিব না। মক্কার গৃহে গৃহে আল্লার নামের জয়ধ্বনি না তুলিয়া আবুজর ক্ষান্ত হইবে না।

আবুজরের তৌহিদ ঘোষণা।

আবুজর এখন আর সে আবুজর নাই। সেই ত্রস্তভীত আবুজর এখন নিজ হৃৎপিণ্ডের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে স্পষ্টরূপে এক নূতন শক্তির অভ্যুদয় অনুভব করিতেছেন। সেই সর্ব্বশক্তিমান মহাশক্তি কেন্দ্রের সহিত আজ তাঁহার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে, তাই আজ তিনি ভয়-ভাবনার অতীত। আবুজর সেখান হইতে বাহির হইয়া সোজা কাবায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কোরেশ দুর্ব্বৃত্তেরা সেখানে বসিয়া নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র পাকাইতেছে, মতলব আঁটিতেছে। আবুজর সেখানে আসিয়া উচ্চকণ্ঠে কলেমায় শাহাদৎ ঘোষণা করিলেন।—আর যায় কোথায়, সঙ্গে সঙ্গে মার মার করিয়া চারিদিক হইতে লোক ছুটিয়া আসিল, দেখিতে দেখিতে তাঁহার উপর বেদম প্রহার আরম্ভ হইয়া গেল। কিন্তু আবুজর এ অবস্থায়ও নিজের কণ্ঠস্বর উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে চড়াইয়া বলিতেছেন, "আশ্‌হাদো আল্লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহো ও আন্না মোহাম্মদর রছুলুল্লাহ।" দুর্ব্বৃত্তেরা প্রহার করিতে করিতে তাঁহাকে একেবারে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিল, তবুও আবুজরের মুখে

ঐ কলেমাধ্বনি। এই সময় হজরতের পিতৃব্য আব্বাছ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং ব্যাপার বুঝিয়া বলিলেন,—তোমরা কি সর্ব্বনাশ করিতেছ! এ যে গেফার বংশের লোক। সিরিয়ায় বাণিজ্য অভিযান লইয়া যাইবার পথই যে উহাদিগের পল্লী দিয়া! তোমরা করিতেছ কি? আব্বাছের কথা শুনিয়া তাহারা আবুজরকে ছাড়িয়া দিল। তিনি কয়েকদিন মক্কাধামে নাম প্রচার করার পর, হজরতের আদেশক্রমে, স্বসমাজে ধর্ম্মপ্রচার করার জন্য দেশে গমন করিলেন। আবুজরের নিঃস্বার্থ প্রচার ও আন্তরিক চেষ্টার ফলে, অনধিক কালের মধ্যে, গেফারবংশের ন্যূনাধিক অর্দ্ধেক লোক এছলামের সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করিয়া ধন্য হইলেন। (১)

যে সকল মোছলেম নরনারী আবিসিনিয়ায় প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সেখানে নিয়মিতভাবে ধর্ম্মপ্রচার করার কোন সুবিধা বা সুযোগ পান নাই। কিন্তু তাঁহাদিগের জীবন হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার আদর্শে এমনভাবে গঠিত হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে দেখিয়াই লোকের মনে তাঁহাদিগের ধর্ম্মসম্বন্ধে একটা প্রগাঢ় ভক্তির ভাব জাগিয়া উঠিত। (২) তাঁহাদিগকে দেখিয়া দূর আবিসিনিয়ার খৃষ্টানদিগের আগ্রহ হইল, 'সেই নবী'কে একবার দেখিয়া আসিতে হইবে।' এই আগ্রহের ফলে, আবিসিনিয়ার কুড়িজন খৃষ্টান মক্কায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, হজরতের মুখে সত্যধর্ম্মের সমস্ত তথ্য অবগত হইলেন, কোরআন শ্রবণ করিলেন, এবং অবশেষে তাঁহারা যখন বুঝিতে পারিলেন তাঁহাদিগের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত 'সেই ভাববাদী' সেই মুক্তিকর্ত্তা ও শান্তি-কর্ত্তাই এই মোহাম্মদ মোস্তাফা। তখন তাঁহারা সকলেই এছলাম গ্রহণ করিলেন। প্রত্যাগমনের সময় আবুজেহেল ইহাঁদিগকে নানাপ্রকারে উত্যক্ত করিয়াছিল, কিন্তু এ সমুদয়ে তাঁহারা একবিন্দুও বিচলিত হইলেন না। (৩)

প্রবাসীদিগের চরিত্রের প্রভাব।

জেমাদ-বেন ছা'লার আজদ বংশের একজন বিখ্যাত লোক। খুব বড় ওঝা ও মন্ত্রতন্ত্রবিদ্ গুণীন বলিয়া আরবময় তাঁহার খ্যাতি। জেমাদ এই সময় মক্কায় আসিয়া শুনিলেন—'মোহাম্মদের ঘাড়ে একটা ভয়ঙ্কর রকমের ভূত লাগিয়াছে।' কোরেশদিগের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া গুণীন মহাশয় ভূত ছাড়াইবার জন্য হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'মোহাম্মদ! আমি তোমার ভূত ছাড়াইয়া দিব, সেই জন্যই তোমার কাছে আসিয়াছি। এখন স্থির হইয়া উপবেশন কর, আমি মন্ত্র পড়িতে আরম্ভ করিতেছি।' জেমাদের প্রলাপোক্তি শ্রবণ করিয়া হজরত মনে মনে একটু

গুণীন জেমাদ গুণমুগ্ধ হইলেন।

(১) বোখারী, মোছলেম, ফৎহুল্‌বারী, এছাবা প্রভৃতি।
(২) ঠিক যেমন আজকাল আমাদিগকে দেখিয়া লোকের মনে এছলাম সম্বন্ধে মন্দ ধারণা জাগিয়া উঠে।
(৩) এবনে-হেশাম ১—১৩৬।

হাসিয়া বলিলেন—'বেশ তা' হবে এখন, আগে আমার কথা কিছু শুনিয়া লও।' এই বলিয়া হজরত তাঁহার চির-অভ্যাস মত الحمد لله نحمده و نستعينه الخ হাম্‌দ-নায়াৎ পাঠ করিলেন। এই ভূমিকা শেষ না হইতেই জেমাদের সমস্ত যাদু মন্ত্র কোথায় চলিয়া গেল এবং তিনি আগ্রহ সহকারে বলিলেন—মোহাম্মদ! এইটুকু আবার পড় দেখি। হজরত আবার 'আল্‌হাম্‌দো লিল্লাহে, নাহ্‌মাদুহু অ-নাছতাঈনুহু' বলিয়া খোৎবার প্রথম হইতে পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। জেমাদের অনুরোধ মতে হজরত কয়েকবার ইহার আবৃত্তি করিলেন। তখন জেমাদ ব্যাকুলভাবে বলিয়া উঠিলেন—গুণীন যাদুকর অনেক দেখিয়াছি, আরবের প্রধান কবিদিগের বহু রচনা শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু এমনটীত আর কখনও শুনি নাই। এ যে সমুদ্রের ন্যায়—বিশাল ও গভীর এবং অসংখ্য মণিমুক্তার আকর! মোহাম্মদ! কর প্রসারণ কর, আমি তোমার হস্তধারণ করিয়া এছলামের সত্য গ্রহণ করিতেছি, আমি মুছলমান! (১)

এই সময় মদিনার খাজ্‌রাজ বংশের জনৈক প্রধান আনাছ-বেন-রাফে'—কতিপয় লোককে সঙ্গে লইয়া মক্কায় উপস্থিত হইলেন। আওছ ও খাজ্‌রাজ বংশের মধ্যে চির শত্রুতা, অদূর-ভবিষ্যতে আবার এক ভীষণ সংগ্রামের সম্ভাবনা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই ইঁহারা খাজ্‌রাজীয়দিগের পক্ষ হইতে মক্কাবাসীদিগের সহিত সন্ধি করিতে আসিয়াছেন। হজরত যথারীতি তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া

খাজ্‌রাজীয় দূতগণের নিকট সত্য প্রচার।

বলিলেন—'আপনারা যে জন্য এখানে আগমন করিয়াছেন, আমার নিকট তাহাপেক্ষা অনেক উত্তম কথা আছে, আপনারা শুনিবেন কি? অর্থাৎ আপনারা স্বদেশবাসীর সহিত যুদ্ধবিগ্রহে জয়লাভ করিবার জন্য তাহার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন, কিন্তু আপনাদিগকে এমন জ্ঞান ও প্রেমের শিক্ষা দিতে পারি, যাহাতে যুদ্ধ বিগ্রহের সম্ভাবনাই থাকিবে না। তাহারা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—সে কি কথা? হজরত উত্তর করিলেন, কথা অধিক কিছুই না। সকল মানব, তাহাদের সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা ও পরম পিতা আল্লার দিকে মন পরিবর্ত্তন করুক। সৃষ্টিকর্ত্তার প্রতি ও তাঁহার যে কর্ত্তব্য ও অনুগত্য আছে, তাহা সকলে হৃদয়ঙ্গম করুক। মানুষ সমস্তই এক 'রাজার' প্রজা এবং একই পিতার সন্তান। সকলে তাঁহাকে চিনিয়া লউক, তাহাদের সকল চিন্তা সকল ভাব, সকল পূজা সকল উপাসনা, একমাত্র তাঁহারই দিকে প্রত্যাবর্ত্তিত হউক, এবং বিশ্ব-মানব সেই একই কেন্দ্রের সহিত সম্পর্ক সম্পন্ন হইয়া ভেদ ও অনাত্মীয়তাকে দূর করিয়া দিউক; তাহা হইলেই আর যুদ্ধ করিবার আবশ্যক হইবে না। এই প্রকার উপদেশ দিয়া হজরত কোরআনের কতকগুলি আয়ৎ পাঠ করিলেন এবং তাহাদিগকে এছলামের দিকে আহ্বান করিলেন। এই দলের আয়াছ-বেন-মালিক নামক একটী যুবক হজরতের উপদেশ শ্রবণে মোহিত হইয়া বলিলেন—ইনি উত্তম কথাই বলিয়াছেন।

(১) মোছলেম ও নাছাই—এবনে-আব্বাছ হইতে।

যুদ্ধ জয় করা অপেক্ষা যুদ্ধ বিগ্রহ রহিত করাতেই অধিক গৌরবের কথা। ইঁহার কথা শুনিলে আমাদিগের সমস্ত আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ মিটিয়া যাইবে। স্বদেশবাসীর শোণিতপাত করার আর কোন আবশ্যকই হইবে না। দলস্থ আর একটী যুবকও ইহার সমর্থন করিলেন। কিন্তু দলপতি আনাছ-বেন-রাফের ইহা ভাল লাগিল না। তিনি আয়াছের মুখে এক মুঁঠা কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, অজ্ঞ যুবক! চুপ করিয়া থাক, আমরা ইহার জন্য আসি নাই, আমাদের অন্য কাজ আছে!

হজরত সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন, এবং এই খাজ্রাজীয় ব্যক্তিগণও আপনাদের কাজ সারিয়া মদিনায় চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই যুবকদ্বয় যে শিক্ষা সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, মৃত্যু পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তের জন্য তাহা বিস্মৃত হন নাই।

হাদিছে ও চরিত অভিধান সমূহে এই প্রকার বহু ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা নমুনাস্বরূপ এই কয়টীর উল্লেখ করিলাম মাত্র। আরবের বিভিন্ন কেন্দ্রে এছলাম ধীরে ধীরে কিরূপে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, এই ঘটনাবলি হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

এ স্থলে আমরা বোখারী ও মোছলেমের বর্ণিত একটি হাদিছের উল্লেখ করিয়া, দশম বৎসরের ইতিহাস ভাগ শেষ করিব।

খাব্বার বলিতেছেন—কোরেশের অত্যাচার যখন কঠোরতর হইয়া উঠিল, তখন আমি হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলাম—আপনি ইহাদিগকে অভিসম্পাৎ করুন। হজরত তখন একটা বড় চাদরে অঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া কাবার ছায়ায় বসিয়াছিলেন। (এই বদ্-দোওয়া করা বা অভিশাপ দেওয়ার নামে) তাঁহার বদন মণ্ডল লোহিত বর্ণ হইয়া উঠিল;—তিনি বলিলেন—তোমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী যাঁহারা ছিলেন, লৌহের চিরুণী দিয়া তাঁহাদিগের শরীরের সমস্ত মাংস কাঁকিয়া ফেলা হইয়াছে, তবুও তাঁহারা কর্ত্তব্যচ্যুত হন নাই। মাথায় করাত দিয়া তাঁহাদিগকে চিরিয়া দুইখণ্ড করিয়া ফেলা হইয়াছে, তবুও তাঁহারা সত্যের সেবা ত্যাগ করেন নাই। নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ, সে শান্তির দিন আসিতেছে, যখন একাকী একজন আরোহী ছনআ হইতে হাজরামৌত পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিবে, কিন্তু এক খোদা ব্যতীত তাহার আর কাহারও ভয় থাকিবে না। (১)

উজ্জ্বল আদর্শ।

আজকাল মুছলমান সমাজে যত্রতত্র দোওয়ার খুব আধিক্য দেখা যায়। সভাসমিতিতে এছলামের জয়ের জন্য খুব জোর শোরে দোওয়া করা হয়। আমীনের গুরু গম্ভীর স্বরে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিতে থাকে। জাতির ঘোরতর বিপদে, কর্ম্মক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে আহ্বান করিলে, আমাদিগের আলেম ও বোজর্গ লোকেরা

কর্ম্মহীন দোওয়া।

(১) হজরতের এই ভবিষ্যদ্বাণীটা যেরূপ বর্ণে বর্ণে সার্থক হইয়াছিল, পরে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রায়ই বলিয়া থাকেন,—'বাবা! তোমরা যাহা করিতেছ—কর, আমরা দোওয়া করিতেছি।" কিন্তু এই সমস্ত দোওয়াই একেবারে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে,—কেন? এই হাদিছে তাহার স্পষ্ট উত্তর পাওয়া যাইতেছে। দোওয়ার প্রার্থনা করাতেই হজরত ক্রোধান্বিত হইয়া এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন। উহার সার মর্ম্ম এই যে,—

"কর্ম্মহীন প্রার্থনা ও ধৈর্য্যহীন কর্ম্মের কোনই সফলতা নাই।"

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মদিনার মহামুক্তি।

নবুয়তের দশম বৎসরের হজ্ মৌসুমে মক্কা হইতে একটু দূরে আকাবা নামক স্থানে ছয়জন বিদেশী বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছে। হজরত তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া, পরিচয় জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন যে, তাহারা মদিনাবাসী খাজ্‌রাজ্ বংশীয় লোক। হজরত তাহাদিগকে একটু স্থির হইয়া তাঁহার বক্তব্যগুলি শ্রবণ করিতে অনুরোধ করিলেন। বিদেশীগণ তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলে, তিনি খুব সরল প্রাঞ্জল ভাষায়, এছলাম ধর্ম্মের শিক্ষা ও সত্যতার কথা তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। অবশেষে তিনি যথারীতি কোরআনের কতগুলি আয়ত করিয়া তাহাদিকে আল্লার দিকে আহ্বান করিলেন।

মদিনার এই সকল লোক, নিজেরা পৌত্তলিক ও অংশীবাদী ছিল বটে, কিন্তু সেখানকার শাস্ত্রজ্ঞ ও শিক্ষিত এহুদী সম্প্রদায়ের সাহচার্য্য ও প্রভাবের ফলে, তাওহীদ বা একেশ্বরবাদ তাহাদিগের অবিদিত ছিল না। বিশেষতঃ ফারান হইতে একজন নবী উদ্ভূত হইবেন এবং ছালা' سلع তাঁহার নামের জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইবে —এ কথা তাহারা প্রায়ই এহুদীদিগের নিকট শুনিতে পাইত। 'বনি-এছরাইলের দায়াদগণের অর্থাৎ বনি-এস্মাইলের মধ্য হইতে, আল্লাহ মুছার ন্যায় আর একজন নবী উত্থাপিত করিবেন, তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইয়া এহুদীগণ যুদ্ধ করিবে, পৌত্তলিকদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া বর্ত্তমান অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবে, নানা উপলক্ষে এহুদীদিগের মুখে তাঁহারা এইরূপ কথা শুনিতে পাইতেন। হজরতের প্রমুখাৎ সমস্ত কথা অবগত হইয়া তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—এইত "সেই নবী।" ইঁহাকে অস্বীকার করিলে আমাদিগের ইহ-পরকালের সর্ব্বনাশ হইবে। ফলতঃ তাঁহারা সকলেই হজরতের নিকট এছলাম গ্রহণ করিলেন।

আটজন দীক্ষিত।

এছলাম গ্রহণ করিলে মানুষের সাধনার সূত্রপাত হয়—শেষ হয় না। কাজেই এই ছয়জন নবদীক্ষিত মুছলমান কেবল মুছলমান হইয়াই নহে, বরং এছলামের সেবক ও সত্য ধর্ম্মের প্রচারক হইয়া মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহাদিগের এক বৎসর ব্যাপী অবিশ্রান্ত চেষ্টার ফলে, মদিনা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার ও এছলাম ধর্ম্মের চর্চ্চা আরম্ভ হইয়া গেল। ইতোমধ্যেই কতকগুলি লোককে তাঁহারা সত্য ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে সমর্থ হইলেন। এই

প্রত্যেক মুছলমানই প্রচারক।

মহাজনগণের নাম এছলামের ইতিহাসে সোণার অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকিবে। এই মহাকর্ম্মীগণের নাম নিম্নে প্রকাশিত হইল :——

১। আছ্আদ্-বেন-জোরারাঃ।

খাজ্রাজ বংশের বানিনাজ্জার গোত্রের তরুণ যুবক। ইনিই মদিনায় সর্ব্বপ্রথমে জোম্আর নামাজের অনুষ্ঠান করেন। হেজরতের কয়েক মাস পরেই ইনি পরলোক গমন করেন। মদিনায় আনছারগণের বর্ণনামতে ইনিই সর্ব্বপ্রথম জান্নাতুল-বাকী' নামক গোরস্থানে সমাধিস্থ হ'ন।

২। রাফে'-বেন-মালেক।

বিগত দশবৎসর যতটা কোরআন নাজেল হইয়াছিল, হজরত তাহার এক প্রস্ত নকল ইঁহার হস্তে সমর্পণ করেন। রাফে' মদিনায় আগমন করিয়া স্থানকালপাত্র অনুসারে মদিনাবাসীদিগের মধ্যে কোরআন প্রচার করিতেন। হজরত তাঁহার মনের দৃঢ়তা দর্শনে আনন্দিত হইয়াছিলেন। ওহোদ প্রান্তরে আত্মদান করিয়া ইনি অমর হইয়াছেন।

৩। আবুল্-হাইছাম-বেন-তাইয়েহান।

আওছ বংশোদ্ভূত। প্রত্যেক জেহাদে উপস্থিত ছিলেন। ২০শ বা ২১শ হিজরীতে ইঁহার মৃত্যু হয়।

৪। কোৎবা-বেন-আমের।

৫। আওফ্-বেন-হারেছ।

৬। জাবের-বেন-আবদুল্লাহ।

৭। ওক্বা-বেন-আমের।

৮। আমের-বেন-আব্দে হারেছা।

এই তালিকার মধ্যে আছ্আদ ও আবুল হাইছাম পূর্ব্ব হইতে মক্কায় উপস্থিত ছিলেন। (১) সেইজন্য কোন কোন ঐতিহাসিক নবাগত ছয়জনের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কেহ ঘটনাস্থলে উপস্থিত সকলের নাম বর্ণনা করিয়াছেন। আছ আদ ও আবুল হাইছাম যে পূর্ব্বেই এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

পর বৎসর দ্বাদশ জন মদিনাবাসী পূর্ব্ব কথিত আকাবা নামক স্থানে হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইহাই প্রথম আকাবার বাইয়াৎ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। দীক্ষাকালে তাঁহাদিগের নিকট হইতে কিরূপে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করা হইত, তাহা আমরা ২য় আকবার বিবরণে একত্র বর্ণনা করিব।

১ম আকবর বাইয়ৎ।

কয়েকদিন যাবৎ হজরতের খেদমতে অবস্থান করার পর, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করার সময়, তাঁহারা হজরতকে বলিলেন—'আমাদিগকে কোরআন পড়াইতে পারেন, এমন একজন লোক

আমাদিগের সঙ্গে দিলে ভাল হইত।' হজরত তখন ভক্তপ্রবর মোছ্‌আব-বেন-ওমায়েরকে তাঁহাদিগের সঙ্গে দিলেন।

মোছআব আদালের ঘরের দুলাল, তাঁহার পিতার অগাধ ধন সম্পত্তি ছিল। শত শত টাকা মূল্যের বস্ত্র পরিধান করিয়া মোছআব যখন মক্কার পথে বাহির হইতেন, তখন তাঁহার অগ্রে পশ্চাতে আর্দ্দালী চলিত। সেবাব্রতে দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি এখন কপর্দ্দকহীন কাঙ্গাল। যখন তিনি কোরআন-শিক্ষকরূপে মদিনায় প্রস্থান করিতেছেন, তখন সেই মোছআবের অঙ্গভূষণ মাত্র একটুকরা ছেঁড়া কম্বল। একবার মোছআবকে এই অবস্থায় দেখিয়া হজরত তাঁহার পূর্ব্বাপর অবস্থা ও ত্যাগের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। 'দুই শত টাকার কম মূল্যের 'জোড়া' যিনি কখনই পরিতেন না'—সেই মোছআব ওহোদ সমরে একখানি মাত্র বস্ত্র রাখিয়া শহিদ হইয়াছিলেন। এই বস্ত্রই তাঁহার কাফনরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ছহী হাদিছে বর্ণিত আছে, সে বস্ত্রখানা এত ছোট ছিল যে, মাথার দিকে টানিয়া দিতে পা বাহির হইয়া পড়িত। হজরত বলিলেন—পায়ের দিকে কতকগুলি আজখার ঘাস রাখিয়া মোছআবকে সমাধিস্থ কর। (১)

মোছআবের আদর্শ।

মহামতি মোছআব এই দ্বাদশ জন ভক্তকে লইয়া মদিনায় প্রস্থান করিলেন। একে এহুদী ও খৃষ্টানদিগের সহিত নিত্য সংঘর্ষ এবং তাহাদিগের প্রতিবেশ-প্রভাবের ফলে মদিনার পৌত্তলিকদিগের মধ্যে স্বাধীনভাবে ধর্ম্মকথা আলোচনা করার একটা অপরিস্ফুট শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপর মোছআব ও আবদুল্লাহ এবনে-উম্মে-মাক্‌তুমের ন্যায় সর্ব্বত্যাগী আদর্শগুরু তাহাদিগের নিত্যসাহচার্য্য অবলম্বন করিলেন। পক্ষান্তরে মদিনাবাসীগণ স্থানীয় জলবায়ুর গুণেও স্বভাবতঃ অপেক্ষাকৃত ধীর ও নম্র প্রকৃতিবিশিষ্ট। মোছআব সেখানে গিয়া পূর্ব্বকথিত আছ্‌আদ-বেন-জোরারার বাটীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মদিনায় তিনি সাধারণতঃ 'আল্‌মুক্‌রী' বা অধ্যাপক নামে খ্যাত হইলেন।

মদিনায় প্রচার।

ভক্তগণ আপনাদিগের প্রতিজ্ঞা পূর্ণভাবেই প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু কোরআনের পবিত্র শিক্ষার মাহাত্ম্যে, তাঁহাদিগের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ নূতন জীবনের সূত্রপাত হইল। সেই সত্যম সুন্দরম ও শীবমের সংস্পর্শে আসিয়া, তাঁহাদিগের সমস্তই সত্যে সৌন্দর্য্যে ও কল্যাণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সেই আলকদ্দুছ-ছ্‌ছালামুল্‌-মোমেনুল্‌ মোহায়-মেনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া, তাঁহাদিগের জীবন, পবিত্রতা শান্তি ও মহত্ত্বে শত্রুমিত্র সকলের নয়নমন তৃপ্তিকর হইয়া উঠিল। মুষ্টিমেয় নবদীক্ষিত মোছলেম নরনারীর সেই

(১) তেরমিজী ও বোখারী, মোছলেম, এছাবা।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

চরিত্র-প্রভাব, লোকচক্ষের অগোচরে ক্রমে মদিনাবাসীর হৃদয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতেছিল।

বস্তুতঃ উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ চাই। এমন কি, উপদেষ্টা নিজে আদর্শস্থল হইলে অধিক উপদেশের আবশ্যকও হয় না। তাঁহার সেই চরিত্রই শ্রেষ্ঠতম প্রচারক। সূর্য্য কিরণ বিতরণ করে, একথা বলিলে ভুল হয়। কিরণময় সূর্য্য আপনার সমস্ত জ্যোতি ও সকল আভা লইয়া আত্মপ্রকাশ করে মাত্র, আর বিশ্বচরাচরের সকল পদার্থ আপনা আপনিই সেই কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। বহুসংখ্যক গণিত পুস্তক কণ্ঠস্থ করাইয়া দিলেও, ছাত্র কখনই গণিতশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারিবে না। বরং খড়ি পাতিয়া, হাতে কলমে অঙ্ক কষিয়া, কেমন করিয়া অঙ্কসমূহের যোগ বিয়োগ দ্বারা সত্য আবিষ্কার করিতে হয়, শিক্ষককে প্রথমে তাহা দেখাইয়া দিতে হয়। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। ধর্ম্মের শিক্ষাগুলিকে নিজের জীবনের পরতে পরতে সত্য করিয়া সমাজের সম্মুখে আদর্শ স্থাপন করিতে হয়। এই জন্য ধর্ম্মশাস্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ এক একজন আদর্শ মহাপুরুষ বা মহাশিক্ষকের আবশ্যক হইয়া থাকে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা পূর্ণজগতের জন্য ইহার পূর্ণতম আদর্শ। তাঁহার দুই দিনের সংস্পর্শে, আরব প্রান্তরের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এই উপলখণ্ডগুলি একেবারে 'পরশ-পাথরে' পরিণত হইয়াছিল। 'মৃতদিগের মধ্য হইতে জীবিত হইয়া' (১) তিনি অভিজ্ঞান প্রদর্শন করেন নাই—সত্য, কিন্তু তাঁহার এক ফুৎকারে সহস্র সহস্র মৃত অনন্তজীবন লাভ করিয়াছিল। এ অভিজ্ঞান কত সত্য, কেমন জলন্ত ও যুগে যুগে বিশ্বাসের যোগ্য।

আদর্শের প্রভাব।

তখনও পদ্ধতিবদ্ধ ভাবে মদিনায় এছলাম প্রচারের কোন ব্যবস্থা হইয়া উঠে নাই। তাই অধ্যাপক মোছআব আর কতিপয় মুছলমানকে সঙ্গে লইয়া একটা অপেক্ষাকৃত নিভৃত স্থানে বসিয়া আবদুল আশ্‌হাল ও জা'ফর গোত্রের মধ্যে এছলাম প্রচারের উপায় চিন্তা করিতেছিলেন। এদিকে এইরূপ পরামর্শ চলিতেছে, অন্যদিকে ভক্তগণের সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য সর্ব্ব সিদ্ধিদাতা কি আয়োজন করিতেছেন, একটু পরেই আমরা তাহা দেখিতে পাইব।

আনছারগণের মধ্যে মহাত্মা ছাআদ-বেন-মাআজের নাম সর্ব্বজনবিদিত। এই ছাআদ ও ওছায়দ নামক আর এক ব্যক্তি, তখন আবদুল আশ্‌হল গোত্রের প্রধান সমাজপতি। ক্রমান্বয়ে মদিনায় এছলামের প্রভাববৃদ্ধি দর্শন করিয়া ইহাঁরা বিচলিত হইয়া পড়িলেন। যে সময় মোছআব অন্য মুছলমানদিগের সহিত আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন; ঠিক সেই সময় এই দুইজন গোষ্ঠীপতি একত্র হইয়া এছলামের মূলোচ্ছেদ করার পরামর্শে লিপ্ত হইলেন। শেষে ছাআদ সহকারী

প্রধানগণের বিপক্ষতাচরণ।

(১) তথা কথিত।

ওছামাকে বলিলেন—আরে সর্ব্বনাশ! এই লোক দুইটা এখানে আসিয়া আমাদের কাঁচা লোকগুলাকে একেবারে গোমরাহ করিয়া ফেলিল, আমাদিগের মধ্যেও ইহারা জাল পাতিবার ব্যবস্থা করিতেছে। তুমি গিয়া উহাদিগকে ভাল করিয়া ধমকাইয়া আইস, যেন আমাদিগের এদিকে তাহারা আর কখনও ভুলিয়াও না আসে। নচেৎ ইহার পরিণামে তাহাদিগের পক্ষে কখনই প্রীতিকর হইবে না। আমি নিজেই ইহার উচিত ব্যবস্থা করিয়া আসিতাম, কিন্তু কি করিব, হতভাগা আছআদটা আমার খালাত ভাই, উপস্থিত আমি যাইব না, তুমিই যাও।

ওছায়দ পূর্ব্ব হইতেই ক্ষেপিয়া ছিলেন, প্রধান দলপতির কথায় তিনি আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, এবং সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া, সন্ধান করিতে করিতে সেই কুপ ধারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আছআদ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া পূর্ব্ব হইতে মোছআবকে তাঁহার পরিচয় জানাইয়া রাখিয়াছিলেন।

ওছায়দ আসিয়াই একেবারে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন, তিনি অত্যন্ত কঠোর ভাষায় গালাগালি দিয়া বলিতে লাগিলেন:—দুরাত্মাগণ! আমাদের দেশে আসিয়াছিস্ কেন? আমাদের বোকাগুলিকে প্রবঞ্চিত করিতে? শীঘ্র এখান হইতে প্রস্থান কর্। প্রাণের কোন আবশ্যক যদি তোদের থাকে, তবে এখনই এখান হইতে দূর হ!

বিকারগ্রস্ত রোগীর গালাগালিতে, ন্যায়পরায়ণ ও বিচক্ষণ চিকিৎসকের মনে, তাহার প্রতি সমধিক দয়ারই উদ্রেক হইয়া থাকে। মোছআব এই গালাগালির উত্তরে ধীর নম্র অথচ অবিচলিত স্বরে বলিলেন—মহাশয়! একটু স্থির হইয়া বসুন। আমাদিগের বলিবার কি আছে, তাহাও শ্রবণ করুন। আমরা যাহা বলি, যদি আপনি নিজের জ্ঞান ও বিবেক অনুসারে তাহা সত্য ও যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করেন, তবে তাহা গ্রহণ করিবেন। আর যদি আমাদিগের কথাগুলি আপনার জ্ঞান ও বিবেকানুসারে মন্দ প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে আপনি সেই 'মন্দের' যতদূর পারেন, বিপক্ষতাচরণ করিবেন।

প্রচারকগণের আদর্শ ধৈর্য্য।

এমন তীব্র ও উগ্র ব্যবহারের এরূপ নম্র ও যুক্তিযুক্ত উত্তর পাইয়া ওছায়দ মনে মনে একটু লজ্জিত হইলেন। তিনি সংক্ষেপে এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া তথায় উপবেশন করিলেন। মহাত্মা মোছআব তখন স্পষ্ট প্রাঞ্জল ও ধীরগম্ভীর ভাষায় এছলামের স্বরূপ এবং তাহার সত্যতা ও শিক্ষা ওছায়দকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন, এবং উপসংহারে মধুরস্বরে কোরআনের কতকগুলি আয়তও পাঠ করিলেন। কোরআন শ্রবণ করিতে করিতে ওছায়দ একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন, এবং অধৈর্য্যের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন—"আহা, কি সুন্দর-[illegible] তঃপর তিনি স্নানাদি করতঃ শুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া

ওছায়দের সত্যগ্রহণ।

সেইখানেই এছলামের দীক্ষাগ্রহণ করিলেন, এবং অল্পক্ষণ সেখানে অবস্থান করিয়া ছাআদের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় তিনি বলিয়া গেলেন,—আমাদিগের প্রধান সমাজপতি মাআজকে আমি কোন গতিকে আপনাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিতেছি। তাঁহাকে যদি আপনারা এছলামের সত্যতা বুঝাইয়া দিতে পারেন, আর আল্লাহ যদি তাঁহার হৃদয়কে অন্ধকার হইতে মুক্ত করেন, তাহা হইলে একটা কাজের মত কাজ হইবে। আমার বিশ্বাস, তাহা হইলে আশ্‌হাল গোত্রের মধ্যে আর কেহই এছলামের বিরুদ্ধাচরণ করিতে অগ্রসর হইবে না।

ওছায়দ এখান হইতে সোজা ছাআদের নিকটে গমন করিলেন। ছাআদ তখন অন্যান্য লোকজন লইয়া আপনাদের সভাগৃহে বসিয়াছিলেন। ওছায়দের মুখভাব দর্শনে তাঁহাদিগের মনে খটকা লাগিল—'গতিক বড় ভাল নয়।'

ছাআদ গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—কি করিয়া আসিলে?

ছাআদ বলিলেন:—হাঁ, আমি উহাদের উভয়ের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিলাম। তা, বিচলিত হ'বার ত কোন কারণ দেখি না। আমি উহাদিগকে নিষেধও করিয়াছিলাম, তাহারা বলিল—আপনি যাহা বলেন আমরা তাহাই করিব। এ ছাড়া আর এক বিপদ উপস্থিত। পথে শুনিলাম, হ্যারেছা বংশের লোকেরা আছআদকে হত্যা করার জন্য বাহির হইয়াছে। আপনার খালাত ভাই কিনা, তাই তাহাকে হত্যা করিয়া আপনাকে অপদস্থ করাই তাহাদের উদ্দেশ্য।

ছাআদ, ওছায়দের এই অস্পষ্ট উত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন—ছাই ভস্ম! তুমি দেখিতেছি, কিছুই করিয়া আসিতে পার নাই। এদিকে আছআদের বিপদের সংবাদ পাইয়াও তিনি বিচলিত হইয়া উঠিলেন। কাজেই অধিক বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মোছআবের নিকটে গমন করিলেন।

ছাআদ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা, তাঁহার হস্তে উলঙ্গ তরবারী, মুখে কঠোর গালাগালি। তিনি আছআদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, এ সব কি হইতেছে? কি বলিব! যদি তোর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ রক্তের সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে এতক্ষণ তোর মুণ্ড এই ভূমির উপর গড়াগড়ি দিত! জুয়াচুরি ফাঁদ পাতিয়া আমাদিগের বোকা লোক গুলাকে মজাইতে বসিয়াছ—তোমরা!

ছাআদের শত্রুতা ও সত্যগ্রহণ।

বিজ্ঞ মোছআব ছাআদকে আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে দিলেন না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় নম্র ও যুক্তিযুক্ত কথায় তাঁহাকে 'নরম' করিয়া ফেলিলেন। কিছুক্ষণের আলোচনা এবং উপদেশ ও কোরআন শ্রবণের পর, ছাআদও ভক্তি আগ্রহ সহকারে এছলামের সুশীতল ছায়ায় প্রবেশ করিলেন।

"নূতন ধর্ম্ম" সংক্রান্ত আলোচনায় তখন য়্যাছরব নগরী একেবারে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে, ঘরে ঘরে ঐ চর্চ্চা। কাজেই ছাআদ কি করিয়া আসেন, তাহা জানিবার জন্ত মজ্‌লিসগৃহে অনেক লোক-সমাগম হইল। ছাআদ সেখানে উপস্থিত হইয়া অন্যের প্রশ্ন করার পূর্ব্বেই জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে আশ্‌হাল বংশীয়গণ! সত্য করিয়া বল, তোমরা আমাকে কিরূপ লোক বলিয়া মনে করিয়া থাক?'

আশ্‌হাল গোত্রের এছলাম গ্রহণ।

চারিদিক হইতে শব্দ উঠিল—'তুমি আমাদের প্রধান, আমাদের ভক্তিভাজন দলপতি। তোমার জ্ঞানের গভীরতা, তোমার সিদ্ধান্তের সমীচীনতা, এবং তোমার ন্যায়নিষ্ঠা সর্ব্বজন-বিদিত।'

ছায়াদ:—'তবে শ্রবণ কর! তোমাদিগের এই পৌত্তলিকতার, এই অনাচার ও অবিচারের এবং এই অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের ধর্ম্মের সহিত—সুতরাং তোমাদিগের সহিত—আমার আর কোনও সম্বন্ধ নাই। যাবৎ তোমরা সেই এক অনাদি অনন্ত ও বিশ্বচরাচরের একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহতে বিশ্বাস স্থাপন না করিবে, তাবৎ তোমাদিগের সহিত আমার আর কোন কথাবার্ত্তা নাই।'

বিশ্বাসের এই তেজ, সত্যের প্রতি এই অনুরাগ, আল্লার জন্য এক মুহূর্ত্তে যথাসর্ব্বস্ব-ত্যাগের এমন কঠোর প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইবার জিনিষ নহে।

দ্বিতীয় ছর্দ্দার ওছায়দ পূর্ব্বেই মুছলমান হইয়াছেন। আছআদ-বেন-জোরারা প্রভৃতি মহাজনগণও সেখানে উপস্থিত। কাজেই উভয় পক্ষ হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই বোঝা যাইতে পারে। যাহা হউক, অবশেষে সকলে এছলামের সত্যতা ও মাহাত্ম্য স্বীকার করিলেন, এবং সেই একদিনে—আবদুল আশ্‌হাল গোত্রের সমস্ত নরনারী, প্রধানদ্বয়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, আল্লার প্রতি ঈমান আনিয়া এছলামে দীক্ষিত হইলেন। (১) পাঠক, এখানে স্মরণ করুন, তায়েফের সেই ভবিষ্যদ্বাণী:——

"আল্লাহ আপন সত্যধর্ম্মকে নিজেই জয়যুক্ত করিবেন!"

মোছআব প্রমুখ মহাজনগণ দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত প্রচার আরম্ভ করিলেন, এবং কয়েক মাসের মধ্যে মদিনার প্রায় প্রত্যেক গোত্রেই এছলাম নিজের স্থান করিয়া লইল।

প্রচারের সুফল।

(১) এবনে-হেশাম ১—২৫২, ৫৩; তাবরী ২—২৩৬, তাবকাত, যাওয়াহেব প্রভৃতি।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মদিনা প্রয়াণের শুভ সূচনা।

পর বৎসর, অর্থাৎ নবুয়তে ১৩শ সনের হজ্-মৌসুমে, মদিনা হইতে একদল যাত্রী তীর্থ ও বাণিজ্যাদি উদ্দেশ্যে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হইল। এই দলে মোটামুটিভাবে পাঁচশত লোক ছিল। সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে দেখিয়া মুছলমানগণ পরস্পর যুক্তি পরামর্শ করিতে লাগিলেন, গোপনে গোপনে তাঁহাদিগের মধ্যে মক্কা যাত্রার আয়োজন হইতে লাগিল। এবার তাঁহারা হজরতকে মদিনায় আগমন করার জন্য অনুরোধ করিবেন, সুতরাং প্রধান প্রধান মুছলমানগণও যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইলেন। (১)

তীর্থযাত্রী কাফেলা যখন মদিনা হইতে রওয়ানা হইল, তখন ৭৩ জন মুছলমান পুরুষ, এবং ২ জন মোছলেম মহিলা, এই দলের সহিত মিলিয়া মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই মহিলা দ্বয়ের মধ্যে নোছায়বা বা ওম্মে-আমরা শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য এছলামের ইতিহাসে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ওহোদের কালসমরে এই মহীয়সী মহিলা কিরূপ সাহসের সহিত হজরতের শরীর রক্ষীর কাজ করিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

কা'ব-বেন-মালেক এই যাত্রীদলের সঙ্গে ছিলেন। (২) তিনি বলিতেছেন, 'আমরা মক্কায় পৌঁছিয়া হজরতকে দর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িলাম। বারা-বেন মা'রুর মদিনার একজন প্রধান গোষ্ঠিপতি এবং অতি সম্ভ্রান্ত লোক। তিনি ও আমি, একদিন হজরতের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য বাহির হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আমরা কেহই তাঁহাকে চিনিতাম না। সুতরাং সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, তাঁহার পিতৃব্য আব্বাছ ও তিনি, কাবায় বসিয়া আছেন। আমরা ত্বরিতপদে সেখানে উপস্থিত হইলাম এবং ছালাম করিয়া একপার্শ্বে উপবেশন করিলাম। হজরত তখন আব্বাছকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ইঁহাদিগকে জানেন কি? আব্বাছের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায়াদি উপলক্ষে আমাদিগের পরিচয় ছিল। তিনি বলিলেন—হাঁ জানি। ইনি বারা-বেন-মা'রুর, মদিনার একজন অতি সম্ভ্রান্ত গোষ্ঠিপতি। আর আমাকে দেখাইয়া বলিলেন,—ইনি মালেকের পুত্র—কা'ব।' কা'ব বলিতেছেন,—সে কথা আমি ইহজীবনে বিস্মৃত হইব না—যখন হজরত

কা'ব বেন মালেক।

---

(১) তাবকাত ১—১৪৯; মোছনাদ ৩—৩২২। (২) বোখারী ২৪—৪৬৩, ছামহুদী ১—১৬২।

আমার নাম শুনিয়া বলিয়াছিলেন,—'কা'ব, যিনি কবি?' আব্বাছ বলিলেন—হাঁ তিনিই বটে! (১)

মদিনাবাসী মুছলমানগণ খুব সতর্ক হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। কবে কোথায় এবং কি উপায়ে তাঁহারা হজরতের সহিত সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিতে পারেন, খুব গোপনে তৎসম্বন্ধে যুক্তি পরামর্শ হইতে লাগিল, এবং অবশেষে হজরত ঠিক করিয়া দিলেন যে, জেলহাজ্জ মাসের ১২ই তারিখে তাঁহারা আকাবার প্রান্তদেশে সমবেত হইবেন। নির্দ্দিষ্ট সময় হজরতও সেখানে উপস্থিত থাকিবেন। তিনি সকলকে খুব সাবধান হইয়া কাজ করিতে উপদেশ দিলেন, কেহ কাহারও জন্য অপেক্ষা করিবে না, ডাকাডাকি করিবে না, কেহ ঘুমাইয়া পড়িলে তাহাকে জাগাইবার চেষ্টা করিবে না। (২)

নির্দ্দিষ্ট তারিখে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ে মুছলমানগণ একজন দুইজন করিয়া বাহির হইয়া আকাবায় সমবেত হইলেন। যথাসময়ে হজরতও সেখানে আগমন করিলেন, তাঁহার পিতৃব্য আব্বাছ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। আব্বাছ তখনও এছলাম গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র কোন গতিকে কোরেশদিগের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে রক্ষা পান, এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। সকলে উপবেশন করিলে, আব্বাছই আলোচনার সূত্রপাত করিলেন। তিনি আওছ ও খাজ্‌রাজ বংশের নাম করিয়া বলিলেন—

গুপ্ত সম্মিলন।

'এ সম্বন্ধে সকল দিক উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া কাজ করা উচিত। মোহাম্মদ—হাজার হউক—আমাদেরই। শত্রু হউক, মিত্র হউক, তাঁহার সম্ভ্রম ও মহত্ত্ব সকলেই স্বীকার করে। তাঁহার আপনার লোকও এখানে দুই চারিজন আছে। আপনারা তাঁহাকে স্বদেশে লইয়া যাইতে চাহিতেছেন; কিন্তু ইহা সহজ ব্যাপার নহে। খুব সম্ভব, সমস্ত আরব এই জন্য আপনাদিগের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিবে। তখন যদি আপনারা বিপদ দেখিয়া পিছাইয়া পড়েন? পূর্ব্বে এই কথাগুলি আপনারা খুব ভাল ভাবে চিন্তা করিয়া দেখুন।

আব্বাছের কথা শুনিয়া (সম্ভবতঃ) লোকের তৃপ্তি হইল না। তাঁহারা বলিলেন—'আপনার কথা ত শুনিলাম, এখন হজরত কি বলেন, তাহা শুনিবার জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি।' হজরত প্রথমে কোরআন পাঠ করিলেন, সকলকে আল্লার দিকে মন পরিবর্ত্তন করিতে আহ্বান করিলেন, এবং এছলাম সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলেন। তাহার পর বলিলেন—আপনাদিগের নিকট আমার ব্যক্তিগত কথা অধিক কিছু নাই। আমি যখন আপনাদেরই হইয়া যাইতেছি, তখন আপনারা নিজেদের পরিজনবর্গের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমার সম্বন্ধেও তাহাই করিবেন। আপনাদের স্বজনগণকে কেহ যদি আক্রমণ করে, তাহা হইলে আপনারা যেমন তাহাদিগকে রক্ষা করার চেষ্টা করিয়া থাকেন, যে সকল মুছলমান

(১) হেশামী ১—১৫৪। (২) তাবকাৎ ১—১৪৩; হালবী, জাদুল-মাআদ প্রভৃতি।

আপনাদের দেশে গমন করিবেন, তাঁহাদিগকে কেহ অন্যায় পূর্ব্বক আক্রমণ করিলে আপনারা তাঁহাদিগকেও রক্ষা করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন—সত্যের সহায়তা করিবেন।

হজরতের মুখ হইতে এই কথাগুলি ব্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তগণের মধ্যে উৎসাহ ও উত্তেজনার তরঙ্গ বহিয়া গেল। পূর্ব্ব কথিত বারা বলিয়া উঠিলেন—'আমরা প্রস্তুত। আপনি আমাদিগের নিকট হইতে 'বায়আৎ' (প্রতিজ্ঞা) গ্রহণ করুন। আমরা কোরেশের রক্ত চক্ষুর ভয় করি না, আরবের আক্রমণ ভয়েও আমরা বিচলিত নহি। যুদ্ধ বিগ্রহ আমাদিগের অজ্ঞাত বিষয় নহে, পুরুষ পুরুষানুক্রমে আমরা তাহাতে বিশেষভাবে অভ্যস্ত আছি।'

আব্বাছ হজরতের হাত ধরিয়া বলিলেন—'সাবধান, আস্তে, খুব আস্তে। জানিতেছ না, আমাদের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য লোক লাগিয়া রহিয়াছে। প্রাচীনেরা অগ্রসর হইয়া কথা বলুন। তাহার পর সকলে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া যান। অধিক বিলম্ব হইলে আপনাদিগের অন্য সহযাত্রীদিগের মনে সন্দেহ হইতে পারে। খুব সাবধানে, সন্তর্পণে, সঙ্গোপনে, নিজেদের কাজ সারিয়া সকলে স্বস্থানে চলিয়া যান।'

তখন প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য ভক্তগণের আগ্রহের সীমা রহিল না। তাঁহারা নিজেরা আসিয়া হজরতের হস্তধারণ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—'মহাত্মন! প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করুন, আমরা মান সম্ভ্রম, ধন জন, জীবন যৌবন সমস্তই আল্লার নামে উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত।'

বাইআৎ।

যে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া মদিনাবাসীগণ এছলামের সেবাব্রতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে :—

(১) আমরা এক আল্লার উপাসনা করিব, তাঁহা ব্যতীত আর কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে ঈশ্বরত্বের আরোপ করিব না, কাহাকেও আল্লার শরীক করিব না।

(২) আমরা চুরি ডাকাতি বা অন্য কোন প্রকারে পরস্ব অপহরণ করিব না।

(৩) আমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হইব না।

(৪) আমরা কোন অবস্থায় সন্তান হত্যা—বধ বা বলিদান—করিব না।

(৫) আমরা কাহারও প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিব না বা কাহারও চরিত্রের প্রতি অপবাদ দিব না।

(৬) আমরা ঠকামী 'চোগলখোরী' করিব না।

(৭) আমরা প্রত্যেক সৎকর্ম্মে হজরতের অনুগত থাকিব—কোন ন্যায্য কাজে তাঁহার অবাধ্য হইব না। (১)

---

(১) বোখারী ২৪—৪৬৪; এবনে-হেশাম, তাবরী প্রভৃতি।

এই প্রতিজ্ঞার সর্ত্তগুলি মুছলমান পাঠকের পক্ষে বিশেষরূপে অনুধাবন যোগ্য। এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াই মদিনাবাসী মুছলমান হইয়াছিলেন। মুছলমান হইতে বা থাকিতে হইলে এই সর্ত্তগুলি অবশ্য পালনীয়। আজ আমরা মুছলমানের বেটা মুছলমান, কিন্তু এই অবশ্য পালনীয় সর্ত্তগুলি আমাদের কয়জনে পালন করিয়া থাকেন? শের্ক বা আল্লার প্রতি ঐশিকশক্তির আরোপ, মুছলমান সমাজে এখন কেবল প্রচলিত নহে, বরং ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। অথচ তাহার প্রতিকার ও প্রতিবাদের প্রতি আমাদিগের আলেম সমাজে কোনই আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। ব্যভিচার, মিথ্যা অপবাদ প্রদান, অন্যায় দোষারোপ, ঠকামী প্রভৃতি সমস্ত অশান্তি ও অকল্যাণের মূলীভূত দোষগুলি, এখন বড় একটা দোষ বলিয়া গণিত হয় না।

এই বায়আৎ বা প্রতিজ্ঞার শেষোক্ত সর্ত্তটী বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। হজরত প্রতিজ্ঞা করাইতেছেন, আর দীক্ষার্থী ভক্তগণ ঐ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াই মুছলমান হইতেছেন।

জ্ঞানের মুক্তি।

তাঁহার চরম সর্ত্ত এই যে, "আমি যে সকল সৎ ও সঙ্গত কার্য্য معروف সম্পাদন করার জন্য তোমাদিগকে আদেশ করিব, তাহাতে তোমরা আমার অবাধ্য হইবে না।" ভক্তগণ নিশ্চিতরূপে অবগত ছিলেন এবং হজরতও সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি কখনও কাহাকে অসৎ বা অসঙ্গত কাজ করিবার আদেশ দিবেন না। তবে প্রতিজ্ঞায় আদেশের সহিত 'সৎ ও সঙ্গত' বিশেষণ লাগাইয়া দেওয়ার আবশ্যকতা কি ছিল, ইহা বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখার কথা।

মানুষ আল্লার প্রধান সৃষ্টি এবং জ্ঞান মানুষের প্রধান সম্বল। তাহার মনুষ্যত্বের যত বিশেষত্ব, সে সমস্তই একমাত্র ইহারই উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। কিন্তু সে এই জ্ঞান বিবেক বা চিন্তার স্বাধীনতা অনেক সময় হারাইয়া বসে, তখন

জ্ঞান ও মনুষ্যত্ব।

কোরআনের বর্ণনানুসারে (১) সে পশ্বাধম নিকৃষ্টতর জীবনে উপস্থিত হয়। কেন হারায়?—একটু চিন্তা ও অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে আমরা নিজেরাই তাহার কারণ বুঝিতে পারিব। সচরাচর এইরূপ দেখা যায় যে, মানুষ প্রথমে কোন একটা বস্তু বা ব্যক্তিকে 'বড়' বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লয়, আর সেই বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আপনার জ্ঞান বিবেক বা স্বাধীন চিন্তার হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে ঐ 'বড়'র অন্ধভক্তির যূপকাষ্ঠে পুরিয়া দিয়া নির্ম্মম ভাবে হত্যা করিয়া বসে। তখন সেই 'বড়' যাহা কিছু বলেন, যাহা কিছু করেন, এমন কি সেই বড়'র নাম করিয়া সত্য মিথ্যা যত কথা রটনা করা হয়, তাহার ন্যায্যান্যায্য বিচার করিবার শক্তি আর তাহার থাকে না! জ্ঞান যখন স্বাধীনতা হারাইয়া বসে, তখন স্বাভাবিক ভাবে মনও

---

(১) কোরআন—ارلئک کالانعام الایه

দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কাজেই দুনয়ার যত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার, তখন তাহার মন ও মস্তিষ্ককে জুড়িয়া একাধিপত্য করিতে থাকে। তাই হজরত প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতেছেন—মোছলেম জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া বায়আত লইতেছেন যে, আমি যাহা বলিব, অন্ধের ন্যায় তাহার অনুসরণ করিবে না। তাহা সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত কথা কিনা, প্রথমে তাহা 'তাহকিক্' করিয়া লইবে। যদি তোমরা তাহাকে ন্যায়সঙ্গত কাজ বলিয়া মনে কর, তবে তাহার অনুসরণ করিও। অতএব আমরা দেখিতেছি, স্বাধীন চিন্তা মুছলমানের দীক্ষামন্ত্র, তাহার বাইয়াতের প্রধানতম শর্ত্ত। হজরত আল্লার নিকট হইতে অহি প্রাপ্ত হইতেন, তত্রাচ তিনি নিজের সম্বন্ধে যখন এই ব্যবস্থা করিয়াছেন, তখন—অন্যে পরে কা কথা? ইহার মধ্যে আর একটা সূক্ষ্ম কথা আছে। নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিয়া যে সত্যকে পাওয়া যায়, তাহা একেবারে নিজস্ব ও অপরিহার্য্য হইয়া দাঁড়ায়, কোন অবস্থায় কোন প্রকারের সন্দেহ বা সংশয় তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। সুতরাং তৎসংক্রান্ত কর্ত্তব্যগুলিও মানুষ দৃঢ়তার সহিত পালন করিতে সমর্থ হয়। ইহা এছলামের একটা বিশেষ সৌন্দর্য্য। এছলামের অন্যতম প্রবর্ত্তক হজরত এবরাহিম চন্দ্রসূর্য্য ও নক্ষত্রাদির উদয়াস্ত দর্শনে চিন্তা করিতে করিতে বলিলেন—অস্থায়ী ও পরিবর্ত্তনশীল এগুলি, কখনই উপাস্য হইতে পারে না। তিনি তখন উহাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা ও পরিচালকের সন্ধান পাইলেন। নমরূদের অনলকুণ্ড তাঁহার সেই বিশ্বাসকে বিচলিত করিতে পারিল না। ছাহাবাগণের জীবনী পাঠ করিয়াও আমরা এইরূপ দৃঢ়তার বহু আদর্শ দেখিতে পাই। ইহার সঙ্গে বর্ত্তমান যুগের মুছলমানগণের বিশ্বাসের বল ও ঈমানের দৃঢ়তার তুলনা করিয়া দেখিলে আকাশ পাতাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। ইহার কারণ এই যে, আমাদিগের বিশ্বাস হয় না—'আমরা বিশ্বাস করি!' অর্থাৎ আমরা বলি যে, আমরা বিশ্বাস করিতেছি। কারণ এই কথা না বলিলে মুছলমান হওয়া বা পুরোহিতগণের কাফেরী ফৎওয়া হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না। এই অন্ধভক্তিই যত সর্ব্বনাশের মূল, ইহাতে মানুষের জ্ঞান ও বিবেক একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়ে, এবং ইহারই অবশ্যম্ভাবী ফলে মানুষ নিজের মনুষ্যত্বের প্রধানতম সম্বল ও শ্রেষ্ঠতম সম্পদকে হারাইয়া আপনাকে মনুষ্য নামের অযোগ্য করিয়া তুলে। তাই কোরআন নানাপ্রসঙ্গে বিভিন্ন প্রকারে সহস্রাধিক স্থানে, এই অন্ধভক্তি, গতানুগতি, পূর্ব্বপুরুষের অন্ধানুকরণ, পীর পুরোহিতগণের পদপ্রান্তে জ্ঞানের এই নির্ম্মম আত্মহত্যা প্রভৃতির কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছে। কোরআন বলিতেছে—আল্লার অস্তিত্বে একত্বে ও পূর্ণত্বে বিশ্বাস করিতে হইবে। কেন?—'না করিলে নরকে যাইবে', ইহা যুক্তি নহে—পরিণাম ফল। তাই কোরআন কার্য্যকারণ পরম্পরাদি সহ বহু সরল ও স্বাভাবিক যুক্তিদ্বারা আল্লার অস্তিত্ব একত্ব ও পূর্ণত্ব অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিতেছে, অবিশ্বাসের পরিণতি মাত্র ব্যক্ত করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই।

স্বাধীন চিন্তা এছলামের দীক্ষামন্ত্র।

উপরে বাইয়াতের যে শর্তগুলি দেওয়া হইয়াছে, উহা সাধারণ। শেষবার বা দ্বিতীয় আকাবায় ইহা ব্যতীত আরও কয়েকটা বিষয়ে মদিনাবাসী মুছলমানগণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। উহার সার এই যে, তাঁহারা মদিনায় এছলাম প্রচারে ব্রতী থাকিবেন, প্রবাসী ভ্রাতাভগ্নীদিগকে আপনাদের সহোদর ভ্রাতাভগ্নীগণের ন্যায় জ্ঞান করিবেন, এবং কেহ মদিনা আক্রমণ করিলে, সকলে মিলিয়া সেই আক্রমণে বাধা দিবেন। এই 'বাইয়াত' গ্রহণের সময়, একজন মদিনাবাসী বলিলেন— স্বদেশে এহুদী ও অন্য জাতির সহিত আমাদিগের বাধ্যবাধকতা ছিল, তাহারা এখন হইতে আমাদিগের শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা সেজন্যও প্রস্তুত; কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, ইহার বিনিময়ে আমরা কি পাইব?

২য় আকাবায় বিশেষ শর্ত।

হজরত:—'মুক্তি, অনন্ত স্বর্গ, আল্লার সন্তোষ।'

মদিনাবাসী নিজের প্রশ্নটা আরও স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'হজরত! এছলাম জয়যুক্ত হওয়ার পর আপনি কি আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন?'

হজরত:—(ঈষৎ হাস্য করিয়া) 'না, কখনই নহে। তোমাদের সহিত আমার জীবন-মরণের সম্বন্ধ। সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে সমরে-শান্তিতে জয়ে-পরাজয়ে সর্ব্বাবস্থায়ই আমি তোমাদেরই সঙ্গে থাকিব।'

নিজেদের অভিপ্সিত কথাটী হজরতের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া, মদিনাবাসীদিগের আনন্দের আর অবধি রহিল না। তাঁহারা প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন আব্বাছ-বেন-ওবাদা নামক জনৈক দূরদর্শী লোক, গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—ক্ষান্ত হও, একটু স্থির হইয়া আবার ভালরূপ চিন্তা করিয়া দেখ। জানিয়া রাখিও, তোমাদিগের এই প্রতিজ্ঞার ফলে আরব আজমের শ্বেত কৃষ্ণ সকল জাতিই তোমাদিগের শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে, তোমাদের ও তোমাদের বহু গণ্যমান্য লোকের প্রাণের বিনিময়ে এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে হইবে। এখনও সময় আছে, ভাল করিয়া চিন্তা করিয়া দেখ। যদি বিপদের ভীষণতা পরিণামে তোমাদিগকে বিচলিত করিয়া ফেলে, তাহা হইলে ইহ-পরকালে তোমাদিগের স্থান থাকিবে না। সেই ঘৃণিত কাপুরুষতা অপেক্ষা এখনই তফাৎ হইয়া যাওয়া ভাল। পক্ষান্তরে যদি তোমাদের মনে এতটা শক্তি এবং এতটা উৎসাহ থাকে যে, তোমরা এই সকলের জন্য প্রস্তুত হইতে পার, তবে বিছমিল্লাহ! অগ্রসর হও, ইহ-পরকালে ইহা অপেক্ষা কল্যাণের কথা আর কিছুই নাই।

সকলে ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন—'হাঁ, আমরা খুব বুঝিয়া দেখিয়াছি, এ সকলের জন্য আমরা প্রস্তুত আছি।' এই প্রকার কথোপকথনের পর সকলেই হজরতের হাত ধরিয়া

দ্বাদশ প্রচারক।

বাইয়াত গ্রহণ করিলেন। প্রতিজ্ঞা গ্রহণ শেষ হইয়া গেলে, হজরতের আদেশমতে, মদিনাবাসীগণ আপনাদিগের মধ্য হইতে দ্বাদশজন 'নকিব' বা প্রচারক মনোনীত করিলেন (১) এবং হজরত তাঁহাদিগকে বলিলেন, আপনারা এই দ্বাদশজন, মরিয়ম তনয় ঈসার শিষ্যগণের ন্যায়, আপনাদিগের দেশে আমার প্রতিনিধিরূপে আল্লার নামের জয় ঘোষণা করিতে থাকিবেন, ইহা আপনাদের বিশেষ কর্ত্তব্য হইবে। এজন্য আপনারা প্রস্তুত আছেন?

গভীর ভক্তিবিজড়িত দ্বাদশ কণ্ঠ গম্ভীরস্বরে উত্তর করিল—"হাঁ, প্রস্তুত!"

এই মহাভাগ দ্বাদশ প্রচারক, মদিনার আওছ ও খজরাজ বংশের বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও প্রধান ব্যক্তি। ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই সত্যের সহায়তা ব্যপদেশে সম্মুখ সমরে শাহাদত প্রাপ্ত হইয়া অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। আমরা ইঁহাদিগের নামের তালিকা এবনে-হেশাম হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

(১) আবু ওমামা আছআদ্ বেন জোরারা।
(২) ছায়াদ বেন রবি'।
(৩) আবদুল্লাহ বেন রওয়াহা।
(৪) রাফে' বেন মালেক।
(৫) বারা-বেন-ম'রূর।
(৬) আবদুল্লাহ-বেন-আম্‌র।
(৭) ওবাদা-বেন-ছামেত।
(৮) ছায়াদ-বেন-ওবাদা।
(৯) মোন্‌জার-বেন-আম্‌র।

ইঁহারা সকলেই খাজ্‌রাজীয়।

(১০) ওছায়দ-বেন-হোজায়র।
(১১) ছাআদ-বেন-খাইছামা।
(১২) আবুল হাইছাম-বেন-তাইয়েহান।

ইঁহারা আওছ বংশীয়।

হজরতের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য—বিশেষতঃ এই হজ্‌ মৌসুমে বিশেষ করিয়া—মক্কাবাসীদিগের চর লাগিয়াই ছিল। ইহাদিগের মধ্যকার একটা 'শয়তান' ঘুরিতে ঘুরিতে

(১) হজরত নির্ব্বাচন করেন নাই, মদিনাবাসিগণ নিজেরাই তাঁহাদিগকে মনোনীত করিয়াছিলেন। দেখ—এবনে-হেশাম ১—১৫৫।

শয়তানের চীৎকার।

এইদিকে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং হজরতের নিকট এত লোকসমাগম দর্শনে ভীত হইয়া, দূর হইতে চীৎকার করিয়া উঠিল—"মক্কাবাসিগণ! তোমরা ঘুমাইতেছ, আর এদিকে হতভাগাটা তাহার নাস্তিক দলকে লইয়া তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র পাকাইতেছে।" এই চীৎকার শুনিয়া হজরত ভক্তগণকে বলিলেন—ঐ শয়তান-টাকে চীৎকার করিতে দাও, উহারা আমাদিগের কিছুই করিতে পারিবে না।—এখন সকলে স্বস্থানে প্রস্থান কর।

মদিনাবাসীগণ সকলেই নিরস্ত্র অবস্থায় আকাবায় সমবেত হইয়াছিলেন। একমাত্র আব্বাছ বেন-ওবাদার সঙ্গে একখানা তরবারী ছিল। (১) তিনি—সম্ভবতঃ এই চীৎকার শুনিয়া—একটু উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—মহাত্মন্! অনুমতি দিন, আমরা কালই মেনাতে উলঙ্গ তরবারী হস্তে ইহাদিগকে আক্রমণ করি। হজরত বলিলেন—না, আল্লাহ আমাদিগকে ইহার আদেশ প্রদান করেন নাই। এখন সকলে স্বস্থানে প্রস্থান কর। (২)

রজনীর ৩য় যাম অতিবাহিত প্রায়, এই সময় মদিনাবাসিগণ আপনাদের কাফেলায় গমন করিলেন। হজরতও নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

প্রত্যুষে উঠিয়াই মদিনার কাফেলা স্বদেশ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল। সমস্ত আয়োজন শেষ হইয়াছে, কাফেলা রওয়ানা হয় হয়, এমন সময় কোরেশের কতিপয় প্রধান

কোরেশের চৈতন্য।

ব্যক্তি কতকগুলি লোকজন সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল—'একি কথা শুনিতেছি! তোমাদের সহিত আমাদের কোন বিবাদ নাই বিসম্বাদ নাই, অথচ শুনিলাম, তোমরা আমাদের এই লোকটাকে স্বদেশে লইয়া গিয়া আমাদের সহিত যুদ্ধ করার সঙ্কল্প করিয়াছ?'

মুছলমানগণ আপনাদিগের কাজে ব্যস্ত হইয়া রহিলেন, ইহাদের কথার কোন উত্তর দিলেন না। অন্য লোকেরা রাত্রির কথাবার্ত্তা কিছুই জানিত না। তাহারা সমস্বরে এ সকল

---

(১) তাবকাত ১—১৫০। মতান্তরে ইহার নাম আব্বাছ-বেন-নজলা।

(২) ইতিহাসের কোন কোন রাবী এই গল্পটী বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এই শ্রেণীর ইতিহাসে ইহাও দেখিতে পাইতেছি যে شبه صوت الشيطان بصوت منبه بن حجاج الخ শয়তানের কণ্ঠস্বর মোনাব্বাহ-বেন-হাজ্জাজের কণ্ঠস্বরের অনুরূপ হইয়া গিয়াছিল। (দেখ—হালবী ২—১৮)। এই মোনাব্বাহ হেজরত-রজনীতে তাহার ভ্রাতা নবীহের সহিত মিলিয়া হজরতকে হত্যা করার জন্য সমস্ত রাত্রি তাঁহার গৃহ অবরোধ করিয়াছিল। (জাদুল-মাআদ প্রভৃতি দেখ)। বায়আতের রাত্রে লোকে যাহা শুনিল, তাহাতে স্বাভাবিক ভাবে এই মাত্র অনুমান করা যাইতে পারে যে, নরাধম মোনাব্বাহই সে সময় চীৎকার করিয়াছিল। কিন্তু মোনাব্বার ন্যায় অবিকল তাহার কণ্ঠস্বর হইলেও প্রকৃতপক্ষে সে মোনাব্বাহ নহে—শয়তান, এ কথা বলার কোন শাস্ত্রীয় বা দার্শনিক প্রমাণ আমরা অবগত হইতে পারি নাই। গল্পটীতে আরও যে সকল আজগৈবী ও অসংলগ্ন কথা আছে, উহা পাঠ করিলে তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। এমন কি স্বয়ং হালবীও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন।

কথা অস্বীকার করিল। এই কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় কাফেলা রওয়ানা হইয়া গেল এবং কোরেশদলপণ্ডিতগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তথা হইতে চলিয়া আসিল। কিন্তু এদিকে মক্কায় তখন উহা লইয়া খুব জটলা হইতেছে। তাহারা ফিরিয়া আসিবার পর পরামর্শ হইল, কাফেলাস্থ মুছলমানদিগকে গ্রেপ্তার করিতে হইবে। পরামর্শের সঙ্গে সঙ্গে লোক ছুটিল। কিন্তু তাহাদিগের অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বাহির হইতে হইতে মদিনার কাফেলা বহু দূরে চলিয়া গিয়াছিল। কেবল ছাআদ-বেন-ওবাদা ও মোন্‌জের-বেন-আম্‌র নামক দুই ব্যক্তি কোন কর্ম্মোপলক্ষে পিছাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহারা এই দুইজনকে গ্রেপ্তার করিল। মোন্‌জের কোন গতিকে ইহাদিগের নিকট হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন বটে, কিন্তু ছাআদকে তাহারা গ্রেপ্তার করিয়া মক্কায় আনয়ন করিল।

মক্কাবাসীদিগের সমস্ত ক্রোধ তখন ছাআদের উপর পতিত হইল। তাহারা তাঁহাকে পিঠমোড়া দিয়া বাঁধিয়া নির্ম্মমভাবে প্রহার করিতে লাগিল, যে আসে সেই প্রহার করে।

ছাআদের প্রতি অত্যাচার।

জোবের ও হারেছ নামক দুইজন মক্কাবাসীর সহিত ছাআদের ব্যক্তিগত সন্ধি ছিল। ইহারা যখন বাণিজ্য উপলক্ষে মদিনায় গমন করিত, তখন ছাআদ তাহাদিগকে অত্যাচার উপদ্রব হইতে রক্ষা করিতেন। তাহারা ছাআদের দুরবস্থার সংবাদ পাইয়া সেখানে উপস্থিত হইল, এবং দুর্ব্বৃত্তদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে স্বদেশে প্রস্থান করিতে বলিল। ছাআদ অবিলম্বে মক্কা ত্যাগ করিলেন।

এদিকে ছাআদের বিলম্ব দেখিয়া মদিনাবাসিগণ তাঁহার বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হইলেন। অল্পক্ষণ পরে—সম্ভবতঃ মোনজেরের মুখে সংবাদ শুনিয়া—তাঁহারা ছাআদকে উদ্ধার করিবার জন্য স্বদলবলে পুনরায় মক্কায় ফিরিয়া যাইবার সঙ্কল্প করিতেছেন, এমন সময় দেখা গেল, ছাআদ আসিতেছেন। কাফেলা মদিনায় চলিয়া গেল। (১)

(১) এই পরিচ্ছেদে বর্ণিত সমস্ত বিবরণ, এবনে-হেশাম, তাবকাত, তাবরী, জাদুল-মাআদ, খলদুন, মোস্তাদ্রেক, হালবী ও জর্কানী প্রভৃতি হইতে গৃহীত। বিভিন্ন ইতিহাসে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাগুলিকে আমরা এখানে একত্র সঙ্কলন করিয়া দিয়াছি।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মদিনায় কৃতকার্য্যতা,—কারণ কি?

মদিনায় অধিবাসীদিগের মধ্যে এহুদিগণ শিক্ষার হিসাবে স্থানীয় পৌত্তলিক জাতিদিগের অপেক্ষা বহুলাংশে উন্নত ছিল। এহুদী জাতি স্বাভাবিক ভাবে শঠ ও কুসীদজীবী। এই শঠ 'মহাজন' দিগের অত্যাচারে মদিনাবাসী বহুদিন হইতে জর্জরিত হইয়া আসিতেছিল।

মদিনার অধিবাসী।

মদিনায় আওছ ও খাজ্‌রাজ নামক দুইটী পৌত্তলিক জাতির বাস ছিল। আওছ ও খাজ্‌রাজ দুই সহোদর ভ্রাতা, হারেছার পুত্র। এই দুই ভ্রাতার সন্তানগণ কালক্রমে দুইটী সম্পূর্ণ পৃথক গোত্রে বিভক্ত হইয়া পড়ে, এবং জ্ঞাতির কলহ বিবাদ তাহাদের মধ্যে বেশ পাকাইয়া উঠে। আরবের কলহ অধিক দিন পর্য্যন্ত কেবল কথায় আবদ্ধ থাকিতে পারে না, কাজেই উভয় দিক হইতে নরহত্যা ও যুদ্ধবিগ্রহের সূত্রপাত হইল। বহু পুরুষ ধরিয়া তাহারা এই গৃহযুদ্ধে লিপ্ত ছিল। এহুদিগণ, আজকালকার দূরদর্শী ধূর্ত্ত রাজনীতিকদিগের ন্যায়, এই আগুনে সর্ব্বদাই ইন্ধন যোগাইত, তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলার চেষ্টা করিত। হেজরতের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ হজরতের ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, আওছ ও খাজ্‌রাজের মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে প্রথমে খাজ্‌রাজীয়গণ জয়লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে আওছের প্রধান সেনাপতি হোজেরের চেষ্টায় তাঁহাদিগকে পরাজিত হইতে হয়। ইতিহাসে ইহা 'বোআছ' সমর বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। (১)

মক্কায় এছলাম প্রচারে এত বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইল, অথচ মদিনার সমধর্ম্মী পৌত্তলিকগণের মধ্যে এছলাম 'এত সহজে' প্রসার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিল—ইহার কারণ কি? ইউরোপীয় লেখকগণের পক্ষে ইহা খুব কষ্টদায়ক ব্যাপার। তীর নাই তরবারী নাই, বর্শা নাই বল্লম নাই, হজরত নিজেও মদিনায় গমন করিলেন না, অথচ মাত্র দুই বৎসরের চেষ্টায় সেখানে শত শত নরনারী এছলামে দীক্ষিত হইয়া যাইতেছেন, এ-দৃশ্য তাঁহাদিগের পক্ষে একেবারেই অসহ্য, বিষম যন্ত্রণাদায়ক। তাই তাঁহারা নিজেদের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী প্রতিভার উপর নানাপ্রকার দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক

সফলতার কারণ কি?

(১) বোখারী ও ফৎহল্‌বারী ২৫—৪০১। অফা-উল-অফা, ছামহুদী, হালবী।

চাপ দিয়া, ইহাতে কোন রকমের একটু 'ক্লু' বাহির করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—

খৃষ্টান লেখকগণের অভিমত।

(১) মক্কার সমাজ একটা Healthy community (সুস্থ সমাজ) ছিল বলিয়া সেখানে এছলাম প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু মদিনাবাসীরা আত্মকলহে ও গৃহযুদ্ধে একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সেখানে এছলাম সহজে প্রসারলাভ করিতে পারিয়াছিল।

(২) বোআছ যুদ্ধে এহুদিগণ আওছের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। আওছের জয় হইলে মদিনার পৌত্তলিকগণ বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে, এহুদীদিগেব ঈশ্বর বা দেবতা—আল্লাহ—তাহাদের দেবদেবিগণের অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। তাই একেশ্বরবাদ বা আল্লার নামে প্রচারিত এছলাম ধর্ম্ম, মদিনায় সহজেই প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছিল।

(৩) আওছ কর্ত্তৃক পরাজিত হওয়ার পর খাজ্‌রাজীয়গণ আপনাদিগের অপমানের প্রতিকারের জন্য, স্বাভাবিক ভাবে নূতন সহায় অন্বেষণে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্য মুছলমানদিগকে আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লওয়ার অভিপ্রায়ে, তাহারা এছলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

(৪) ভবিষ্যতে একজন নবী আসিবেন এবং আল্লার সাহায্যে তিনি সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হইবেন, মদিনাবাসীগণ এহুদিদিগের মুখে সর্ব্বদাই একথা শুনিতে পাইত। মোহাম্মদ সেইরূপ দাবী করায় তাহারা সহজে বিশ্বাস করিয়া লইল যে, ইনিই সেই নবী, ইঁহাব সঙ্গে যোগ দিলে আমরাও জয়যুক্ত হইতে পারিব।

এই সিদ্ধান্তগুলি একেবারে অসমীচীন ও যুক্তিবিরুদ্ধ। কারণ, মক্কাবাসীদিগেব সামাজিক জীবনের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে, কখনই তাহাকে মদিনাবাসীদিগের সমাজিক জীবন অপেক্ষা উন্নত বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায় না। মার্গোলিয়থ সাহেব অন্যত্র; (১) অবশ্য অন্য মতলবে ইহা নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক ও নৈতিক হিসাবে মক্কাবাসীরা বরং মদিনীয় সমাজের অপেক্ষা অধিকতর পতিত হইয়াছিল। আত্মকলহ ও যুদ্ধবিগ্রহে তাহারা অধিকতর জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। ফেজ্জার সমরের পর তাহাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ সামরিক শক্তিও একেবারে চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, উল্লিখিত লেখকগণ নিজেরাই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং মদিনাবাসীদিগের তুলনায় তাহাদিগকে 'সুস্থসমাজ' বলিয়া নির্দ্ধারণ করাই ভুল। পক্ষান্তরে, যে সমাজ যত অধঃপতিত, সংস্কার গ্রহণ করিবার শক্তিও তাহার তত কম; অথবা এই শক্তির অভাবের নামই পতন। বিবেকের

১ম দফার প্রতিবাদ।

---

(১) ২০৭ পৃষ্ঠা দেখ।

জড়তা হেতু নূতন মাত্রই তাহাদিগের নিকট ভয়াবহ বলিয়া প্রতীয়মান হয়—প্রকৃতপক্ষে তাহা যতই ভাল হউক না কেন?

বোআছ যুদ্ধে এহুদিগণ আওছ বংশীয়দিগের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল এবং তাহারা জয়যুক্ত হইয়াছিল বলিয়া, এহুদীদিগের উপাস্য আল্লার প্রতি মদিনাবাসীর খুব ভক্তি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবং সেইজন্য তাহারা আল্লার নামে প্রচারিত এছলাম ধর্ম্মের প্রতি সহজেই আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; এরূপ কথা বলা বাতুলতা মাত্র। আমরা দেখিয়াছি, হেজরতের পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, কিন্তু এই পাঁচ বৎসরের মধ্যে মদিনার কোন সমাজের কোন একজন লোকও এহুদীধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা এহুদীদিগের যেহোবার শক্তি প্রত্যক্ষ করিয়াও একজনও তাঁহার ধর্ম্মগ্রহণ করিল না, কিন্তু একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে এহুদীধর্ম্মের সহিত এছলামের সমতা আছে দেখিয়াই, তিন বৎসর অপেক্ষার পর, দলে দলে এছলাম-গ্রহণ করিতে লাগিল! অথচ এছলাম যে প্রচলিত এহুদীধর্ম্মের বহু সংস্কার ও বিশ্বাসের কঠোর প্রতিবাদ করে, তাহাও তাহারা সম্যকভাবে অবগত ছিল। কোরআনের যে অংশ মোছআবের মারফতে মদিনায় প্রেরিত হইয়াছিল, তাহারও বহু স্থানে তাহারা এহুদী জাতির বহু দুষ্কীর্ত্তির ও নানা-প্রকার অন্ধবিশ্বাসের কঠোরতর প্রতিবাদ দেখিতে পাইত। বোআছ যুদ্ধের ফলাফলের দ্বারা মদিনাবাসীর ধর্ম্মমতের কোনই ব্যতিক্রম হয় নাই, হইলে তাহারা দলেবলে এহুদীধর্ম্মই গ্রহণ করিত। পক্ষান্তরে যেহোবা উপাসকগণের মতখণ্ডনকারী এছলামের বিরুদ্ধাচরণ করাই তাহারা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিত।

২য় সিদ্ধান্তের অসমীচীনতা।

সামরিক হিসাবে, তখন মুষ্টিমেয় মুছলমানদিগের দ্বারা কোন প্রকার সাহায্য পাওয়ার আশা কোনরূপেই কাহারও মনে স্থানলাভ করিতে পারে নাই। যে মুষ্টিমেয় মুছলমান স্বদেশে আপনাদিগের সম্মান সম্পত্তি ও স্বাধীনতা—এমন কি জীবন পর্য্যন্ত—রক্ষা করিতে না পারিয়া, লোহিত সাগর অতিক্রম করতঃ দূর আবিসিনিয়া দেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল,—দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যাহাদিগকে কঠোর 'অন্তরীণে' অবস্থান করিতে হইয়াছিল—আপনাদিগের প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম মোহাম্মদ মোস্তফার উপর দৈহিক অত্যাচার হইতে দেখিয়াও যাহারা তাহার প্রতিকার করিতে সমর্থ হইত না,—মক্কায় যাহা-দিগের সংখ্যা আবালবৃদ্ধবণিতা মিলাইয়া একশত হইবে কিনা সন্দেহ; বর্ত্তমান অবস্থায় সামরিক হিসাবে, তাহাদিগের নিকট হইতে সাহায্য পাইবার কোন আশাই মদিনাবাসীর ছিল না—থাকিতে পারে না। বরং বাইআত কালীন আলোচনাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে সহজেই জনা যায় যে, মদিনাবাসিগণ নিজেরা মুছলমান হওয়ায় এবং মুছলমানদিগকে মদিনায় আশ্রয় দেওয়ার সঙ্কল্প করায়, অদূর ভবিষ্যতে তাহাদিগকেও যে ঘোর বিপদ আপদের সম্মুখীন

৩য় যুক্তির খণ্ডন।

হইতে হইবে, তাহা তাহারা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, মুছলমানদিগকে স্বদেশে আশ্রয় দিলে, আরবের সমস্ত জাতি তাহাদিগের প্রতি আপতিত হইবে, শ্বেত কৃষ্ণ পীত লোহিত সকল জাতির সহিত তাহাদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া যাইবে। বাইআত কালে বিভিন্ন বক্তা স্পষ্টাক্ষরে এই আশঙ্কার কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

তৃতীয় দফার উত্তরে এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, জেতা ও বিজিত উভয় গোত্রই একই সময়ে সমান আগ্রহের সহিত এছলাম গ্রহণ করিতেছিল। প্রথম ও দ্বিতীয় আকাবার বাইআতে আওছ ও খজরজ উভয় গোত্রের লোকেরা মদিনায় আগমন করিয়াছিলেন। এখানে হয়ত কেহ বলিতে পারেন যে,—সম্ভবতঃ উভয় গোত্রের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এক নূতন একতা বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এহুদীদিগের বিপক্ষে উত্থান করার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাই যদি সত্য হয়, তবে এহুদীদিগের ঈশ্বরের মহিমা দর্শনে মদিনাবাসিগণ তাঁহার অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল, এই কথাটা একেবারে মাঠে মারা যায়। পক্ষান্তরে ইহা সম্পূর্ণ অনৈতিহাসিক ও যুক্তিহীন কল্পনা মাত্র। হেজরতের অব্যবহিত পরে, হজরত সর্ব্বপ্রথমে মদিনায় যে আন্তর্জাতিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহাতে এহুদিগণের সর্ব্বপ্রকার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছিল, তাহাদিগের কোন প্রকার স্বত্বাধিকারের বিন্দুমাত্রও খর্ব্ব করা হয় নাই।

চতুর্থ দফার বর্ণনা আংশিকভাবে সত্য হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু লেখকগণ ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। অধিকন্তু মদিনাবাসিগণ এহুদীদিগের মুখে যে ভাবী নবীর আগমন সংবাদ শ্রুত হইয়াছিল, তাঁহার আগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া, তাহারা সেই এহুদীদিগের নিকট হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রকার তদন্ত না করিয়াই, কেবল সেই অসম্পূর্ণ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া—আপনাদিগের পৈতৃক ধর্ম্ম হঠাৎ পরিত্যাগ করিয়া বসিল, ইহা একেবারে অস্বাভাবিক কথা। এহুদীদিগের অন্য কোন কথা তাহারা বিশ্বাস করিত না। বহুকাল পর্য্যন্ত এহুদীদিগের অধীনতায় থাকিয়াও, তাহারা আপনাদিগের ধর্ম্ম ত্যাগ করিল না—অথচ তাহারা আগন্তুক নবী-সংক্রান্ত এহুদীদিগের কথাটা হঠাৎ একেবারে ধ্রুব সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইল, এবং সেই নবীর সঙ্গে যোগদান করিলে তাহারা যে অন্য সকল জাতির উপর বিজয় লাভ করিতে পারিবে, মুহূর্ত্তের মধ্যে এ বিশ্বাসও তাহাদিগের সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া পড়িল, পাগলেও এ কথা বিশ্বাস করিতে পারে না। বলা বাহুল্য যে মদিনায় এছলামের এই 'আশাতীত' সফলতা দর্শনে আমাদিগের পরম বন্ধু খৃষ্টান লেখকগণ যৎপরোনাস্তি মর্ম্মাহত হইয়াছেন। মুয়র সাহেব একস্থানে বিলাপ করিয়া বলিতেছেন, 'আর তিনটা বৎসর যদি মোহাম্মদ এইরূপ অকৃতকার্য্য হইয়া থাকিতেন, তাহা হইলেই সঙ্গে সঙ্গে এছলামের প্রদীপ নিবিয়া যাইত।' যাহা হউক, তাঁহারা যে বিশেষ অসন্তুষ্ট হইবেন, পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবিষ্ট যুবরাজ ঈশ্বর তাহা

৪র্থ দফার আলোচনা।

খৃষ্টানের ক্ষোভ।

জানিতে পারেন নাই? বা জানিয়াও কিছু করেন নাই, অথবা করিতে পারেন নাই। এ সম্বন্ধে কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে :—

মরিয়ম-তনয় ঈছা যখন বলিলেন—"হে এছরাইল বংশীয়গণ, নিশ্চয় আমি আল্লা কর্ত্তৃক তোমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছি;—আমার সম্মুখে তৌরাতের যাহা আছে—আমি তাহার সত্যতা ঘোষণা করিতেছি এবং আমার পরে 'আহমদ' নামে যে রছুল আসিবেন, আমি তাঁহার আগমনের সুসংবাদ দান করিতেছি। কিন্তু যখন (সেই আহমদ) স্পষ্ট যুক্তি প্রমাণসহ তাহাদিগের নিকট আগমন করিলেন, তখন তাহারা বলিল—এগুলি ত' স্পষ্ট যাদু। অথচ সেই ব্যক্তি অপেক্ষা অত্যাচারী কে?— যে আল্লার প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করিয়া থাকে অথচ তাহাকে এছলামের দিকে আহ্বান করা হইতেছে! আর আল্লাহ অত্যাচারী জাতিকে হেদায়ত করেন না। তাহারা (সেই অত্যাচারিগণ) সঙ্কল্প করে যে, আল্লার জ্যোতিকে মুখের ফুৎকার দিয়া নিবাইয়া দিবে, কিন্তু আল্লাহ আপনার জ্যোতিকে পূর্ণ পরিণত করিবেনই—যদিও ঈশ্বরদ্রোহীদিগের নিকট ইহা প্রীতিকর না হয়। তিনি সেই (আল্লাহ), যিনি আপন রছুল (আহমদ) কে হেদায়ৎ ও সত্য ধর্ম্ম দিয়া প্রেরণ করিয়াছেন, যেহেতু তাহাকে অন্য সমস্ত ধর্ম্মের উপর জয়যুক্ত করিবেন, যদিও অংশীবাদীদিগের নিকট ইহা অপ্রীতিকর হয়।" (১)

এ প্রদীপ নিবিবে না।

ফলতঃ খৃষ্টান লেখকগণের পক্ষে অপ্রীতিকর হইলেও, সত্য নিজেই নিজের স্থান খুঁজিয়া লইল, এবং কয়েকজন মুছলমানের কোরআন প্রচারের ফলে, এছলামের আভ্যন্তরীণ শিক্ষা ও সদ্‌গুণ রাশির মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া, মদিনাবাসিগণ দলে দলে মোস্তফা চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু মক্কাবাসীগণ এছলাম গ্রহণ না করিয়া, তাহার শিক্ষা মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট না হইয়া, বরং তাহারা সত্যের প্রসারপথকে কণ্টকিত করিয়াছিল। অথচ সেই শিক্ষাই আবার মদিনায় বেশ সুফল প্রসূ হইয়া দাঁড়াইল; এই প্রকার সংশয় উপস্থিত করা অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক। স্থান কাল ও পাত্রের প্রভেদে, দ্রব্য গুণের বাহ্য ফলাফলেরও পার্থক্য হইয়া থাকে, অথচ দ্রব্য ও তাহার গুণ অভিন্ন। আমাদিগের কোন কোন লেখক এক্ষেত্রে এই যুক্তি প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্রমতে ইহা প্রশ্নেরই জটিল বিশ্লেষণ মাত্র—উত্তর নহে। কারণ এখানে প্রশ্ন হইতেছে—সেই পার্থক্যের স্বরূপ নির্ণয় লইয়া। অতএব এই যুক্তি, সংশয়ের পেঁচান নামান্তর মাত্র।

সংশয় ভঞ্জন।

এই প্রশ্নের উত্তর খুব সরল ও সহজ। উভয় স্থানের প্রাকৃতিক পার্থক্যের প্রতি একবার লক্ষ্য কর। একদিকে ধূ ধূ প্রজ্জলিত উত্তপ্ত বালুকাস্তূপ, প্রস্তর কঙ্কর পরিপূর্ণ বন্ধুর উপত্যকা অধিত্যকা, জলহীন ছায়াহীন তরুহীন মরুভূমি, অনল প্রবাহবৎ আলাময় মারুৎ হিল্লোল;—

(১) ছুরা ছফ।

১ম কারণ, মক্কা ও মদিনার প্রাকৃতিক তারতম্য।

অন্যদিকে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা কানন কুন্তলা, বসন্ত-মলয়-পুলকিতা, বিহগ-কূজন-মুখরিতা মদিনার। এই প্রাকৃতিক বৈপরিত্য উভয় স্থানের জড় ও জীবকে পৃথক পৃথক উদ্দেশ্যে ও পৃথক পৃথক উপাদানে গড়িয়া তুলিয়াছে। ইহারই ফলে এক জাতির হৃদয় অতি কঠোর, তাহার প্রকৃতি অতি উগ্র এবং তাহার বিবেক অতিশয় নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আবার অন্য দেশবাসীরা স্বাভাবিকভাবে হৃদয়বান, দূরদর্শী, চিন্তাশীল, ধীর প্রকৃতি ও ধীমান হইয়া থাকে। এই হিসাবে মক্কা ও মদিনার প্রাকৃতিক অবস্থার তারতম্য মনে রাখিয়া উভয় স্থানে এছলামের সফলতার 'তারতম্য' আলোচনা করিলে, আমরা সহজেই তাহার কারণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব।

'কোন ভাববাদীই তাঁহার স্বদেশে পূজিত হন নাই'—কথাটী খুব সত্য। মানুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, যাহাদিগের মধ্যে লালিত পালিত হইয়া শৈশব হইতে কৈশোরে ও কৈশোর হইতে যৌবনে উপনীত হয়, সে দেশের লোকেরা হঠাৎ তাহাকে কোন বড় কথা বলিতে বা মহৎভাব প্রকাশ করিতে শুনিলে—মানবীয় প্রকৃতির সাধারণ দুর্ব্বলতাহেতু, অভিমান অহঙ্কার হিংসা ও ঘৃণার ভাব তাহাদের মনে জাগিয়া উঠে, এবং পক্ষান্তর হইতে আত্মপ্রতিষ্ঠার সামান্য একটু চেষ্টা হইলেই তাহাদের এই ক্ষুদ্র অভিমান ভীষণ ক্রোধে পরিণত হয়। হিংসা ও ক্রোধ মানুষের মন ও মস্তিষ্ক—জ্ঞান ও বিবেককে কঠোর লৌহ মুষ্টিতে এমনই ভাবে চাপিয়া ধরে যে, সে অবস্থায় সত্যাসত্য ও ন্যায়ান্যায় বিচার করিবার শক্তিই তাহার থাকে না। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক সমাজে, প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক পল্লীতে, এইরূপ হিংসা বিদ্বেষের, অহঙ্কার ও অভিমানের বহু উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ফলতঃ মক্কাবাসীদিগের মধ্যে 'অকৃতকার্য্যতার' ইহাও একটা প্রধান কারণ। মদিনায় এই বাধা ছিল না, সেই জন্য সেখানকার লোকেরা স্থির হইয়া হজরতের কথাগুলি শুনিবার ও ধীরভাবে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিল। তাই এছলামের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দর্শনে তাহারা শীঘ্রই তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু মক্কাবাসিগণ তাহা শুনে নাই, শুনাইতে দেয় নাই। তখন তাহারা ক্রোধে আত্মহারা, ঈর্ষায় জর্জ্জরিত। কাজেই এছলামের সত্যাসত্য চিন্তা করিয়া দেখিবার সুযোগ তাহারা পায় নাই। তাহাদিগের জ্ঞান বিবেক ও মনুষ্যত্ব, তখন 'ক্রোধ চণ্ডালের' পদতলে নির্ম্মমভাবে দলিত ও মথিত হইতেছিল। যাহাদিগের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হয় নাই, যাহারা হজরতের বক্তব্যগুলি ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এছলামের সত্যতা ও মাহাত্ম্য সম্যকভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দৃঢ়তার সহিত তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২য় কারণ, স্বদেশবাসীর অভিমান।

সত্য ও জ্ঞানের কোন সেবকই নির্ব্বিঘ্নে সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই। সত্যের সেবা ও জ্ঞানের প্রচার করিয়া মহাপুরুষগণ যখনই মানব জাতির কল্যাণ সাধনের সঙ্কল্প করিয়াছেন,

এর কারণ, সত্যের প্রধান বৈরী পুরোহিত সমাজ।

তখনই বিশ্বসংসার তাঁহাদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই জনসাধারণকে ক্ষেপাইয়া মাতাইয়া তুলে কাহারা? সকল যুগের সকল দেশের সকল জাতির ইতিহাস সমস্বরে উত্তর দিতেছে—"পুরোহিত ও যাজক সম্প্রদায়।" মানুষের জ্ঞান বিবেক ও স্বাধীন চিন্তাকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করতঃ মানব জাতিকে আপনাদের দাস করিয়া রাখিবার জন্য ইহারা সদাই আগ্রহান্বিত। তাই কোরআন ইহার কঠোর প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছে—"ইহারা আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া আপনাদিগের পীর ফকির এবং যাজক পুরোহিতদিগকে খোদা বানাইয়া লইয়াছে—।" ফলতঃ এছলাম সম্বন্ধে তাহাই হইয়াছিল। কোরেশ সমস্ত আরবের প্রধানতম পুরোহিত জাতি। আরবের সর্ব্বপ্রধান দেব মন্দিরের যাজক তাহারাই, শ্রেষ্ঠতম তীর্থক্ষেত্রের সেবাএত তাহারাই। ইহারই ফলে আরব-ময় তাহাদের প্রসার প্রতিপত্তি, সকলের নিকট তাহাদের সম্ভ্রম সম্মান। তাহারা দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল যে, এছলাম জয়যুক্ত হইলে তাহাদিগের কৌলিন্যের সমস্ত অহঙ্কার এবং পৌরোহিত্যের সকল অধিকার চিরকালের মত বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহাদিগের সমস্ত বিশেষত্ব ও সকল প্রভুত্ব বিলীন হইয়া যাইবে। সুতরাং এই 'কুলীন' যাজক এবং সেবাএত ও পুরোহিত কোরেশ যে এছলামের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, যথাসাধ্য তাহাতে বিঘ্নোৎপাদনের চেষ্টা করিবে, ইহা একান্ত স্বাভাবিক কথা। আবহমান কাল হইতে যাহা হইয়া আসিয়াছে, এছলাম সম্বন্ধেও তাহাই হইল;—কোরেশগণ এই জন্যই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিল। মদিনায় এইরূপ কোন পুরোহিত বা যাজক জাতি ছিল না, কোন বড় দেব মন্দির ছিল না, কোন তীর্থস্থান ছিল না। কাজেই মদিনার পৌত্তলিকগণ কোরেশদিগের ন্যায় এছলামের নাম শুনিয়াই অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠে নাই।

এই বিরুদ্ধাচরণ, সংস্কার ও ধর্ম্ম ভাবের অন্তরালে, কোরেশ প্রধানদিগের নীচ স্বার্থও অতি প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত ছিল। তাহাদিগের সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সম্মান, এবং সমস্ত প্রাধান্যের মূলই ছিল এই ঠাকুর দেবতাগণ। ইহাদের অভিশাপ ও আশীর্ব্বাদের ব্যবসায় চালাইয়াই কোরেশ আরবের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতেছিল। এছলাম বলিতেছে—'ঐগুলিকে দূর করিয়া দাও, উহা প্রস্তরখণ্ড মাত্র।' কোরেশদলপতিগণ মনে করিল—এছলাম আমাদিগের সর্ব্বনাশ করার চেষ্টা করিতেছে। তাই তাহারা প্রাণপণ করিয়া তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করিল—মক্কায় প্রকাশ্যভাবে এছলাম প্রচার, এমন কি—কোরআন পাঠ পর্য্যন্ত অসম্ভব করিয়া তুলিল। নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র পাকাইয়া, মিথ্যা অপবাদ রটাইয়া, সত্যকে চাপিয়া মারিবার চেষ্টা করিল। নিজেদের নীচস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যাহারা—বিশেষতঃ যে সকল পীর ফকির ও যাজক পুরোহিত—সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে দণ্ডায়মান হয়, যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা তাহাদিগকে সৎপথে আনয়ন করা অসম্ভব। তাই মক্কায় এছলামের তত দ্রুত সাফল্য হইতে পারে নাই।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বায়আৎ—প্রকৃত তথ্য।

'বায়আৎ' শব্দের অর্থে অনেক স্থানে আমরা 'প্রতিজ্ঞা' শব্দ ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু ইহা বায়আতের সকল ভাবের ব্যাপক অর্থ নহে, প্রতিজ্ঞা বায়আতের একটা উপকরণ মাত্র।

অর্থ ও ব্যাখ্যা।

আরবী 'বায়ওন' শব্দের অর্থ বিক্রয় বা ক্রয়-বিক্রয় করা। কোর-আনে 'বয়আৎ' স্থলে মোবাআয়াৎ শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, ইহার অর্থ ক্রয় বিক্রয় করা। কোন একটা পদার্থের বিনিময়ে আপনার কোন একটা পদার্থকে ক্রেতার হস্তে সমর্পণের—সম্পূর্ণ আদান-প্রদানের—নাম বায়' বা মোবায়য়াৎ। এছলামে যে বায়আতের প্রথা প্রচলিত আছে, তাহারও অর্থ এইরূপ। মুছলমান যখন বায়আৎ করে, তখন একজন ক্রেতার অস্তিত্ব তাহার সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠে। সে সেই ক্রেতার নিকট হইতে নিজের দরকারী কোন একটা পদার্থ গ্রহণ করিয়া তৎবিনিময়ে আপনার কোন একটা পদার্থ ক্রেতার হস্তে সমর্পণ করিয়া থাকে। বলা বাহুল্য যে, ক্রয়-বিক্রয়ের কথা পাকা হইয়া যাওয়ার পর, ক্রেতার নিকট হইতে প্রাপ্ত পদার্থটীর প্রতি যেমন বিক্রেতার দাবী ও অধিকার জন্মে, ঠিক সেইরূপ, ক্রেতার হস্তে সমর্পিত পদার্থটীর প্রতি বিক্রেতার কোন স্বত্ব অধিকার বা দাবী-দাওয়া থাকে না, থাকিতে পারে না। নচেৎ আদান-প্রদান না হওয়ায় বা একপক্ষ গ্রহণের পরিবর্ত্তে সমর্পণে অস্বীকৃত হওয়ায়, এই বয়, সিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে না। আমি বায়আৎ করি কাহার সহিত? ছাহাবাগণ হজরতের হাত ধরিয়া বায়আৎ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের এই বায়আৎ বা ক্রয় বিক্রয় হজরতের সঙ্গে হয় নাই। আল্লাহ বলিতেছেন—

ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ' يد الله فوق ايديهم - فمن نكث فانما ينكث على نفسه - ومن اوفى بما عاهد عليه فسيؤتيه اجرا عظيما - (فتح)

"যাহারা তোমার সহিত বায়আৎ করিতেছে, তাহারা (তোমার সহিত নহে বরং) প্রকৃতপক্ষে আল্লার সহিত বায়আৎ করিতেছে; (প্রকৃতপক্ষে) তাহাদের হাতের উপর আল্লারই হাত আছে। অতঃপর যে ব্যক্তি এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে, তাহার কুফল সেই ভোগ করিবে। এবং আল্লার সহিত তাহার যে (আদান-প্রদানের) প্রতিজ্ঞা হইল—যে ব্যক্তি তাহা রক্ষা করিবে, আল্লাহ তাহাকে শীঘ্রই তাহার মহান পুরস্কার দান করিবেন।" (ফাৎহ, ২৬—১)

এই আয়তে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, যাহার হাত ধরিয়া বায়আত করনা কেন—প্রকৃতপক্ষে সে বায়আৎ হয় আল্লার সহিত। এখন আমরা বুঝিলাম, মুছলমানের বায়আৎ বা আধ্যাত্মিক ক্রয় বিক্রয়ের একপক্ষ হইতেছেন—স্বয়ং আল্লাহ, আর অন্য পক্ষ তাঁহার মুছলমান বান্দা। ইহা জানিবার পর, আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, এই বায়আতে—ক্রয় বিক্রয়ে—উভয়পক্ষ কোন কোন পদার্থের আদান-প্রদান করিবেন ? এই বাণিজ্য ব্যাপারের কথা কোর-আনে কয়েক স্থানে বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ বলিতেছেন :—

হে মোমেনগণ, আমি তোমাদিগকে এমন এক বাণিজ্যের কথা বলিয়া দিব ?—যাহা তোমাদিগকে ক্লেশজনক আজাব হইতে মুক্তিপ্রদান করিবে ? (বলিতেছি, অনুধাবন কর)—

"তোমরা আল্লার প্রতি ঈমান আনিবা এবং তাঁহার রছুলের প্রতিও (ঈমান আনিবা) এবং তাঁহার সন্তোষ লাভের জন্য আপনাদিগের ধন-প্রাণ লুটাইয়া দিয়া জেহাদ করিতে থাকিবা ; ইহাই তোমাদিগের পক্ষে কল্যাণপ্রদ—যদি তোমরা জ্ঞানী হও (তবে এই শিক্ষার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবা।)"

এই অংশটুকু হইতেছে বিক্রেতা মুছলমান বান্দার বিক্রেয়। সে আপনার ধন-প্রাণ সমস্তই আল্লার হস্তে সমর্পণ করিবে। বিনিময়ে তাহার প্রাপ্য কি হইবে—কোরআন নিজেই তাহার উত্তর দিতেছে—

"আল্লাহ তোমাদিগের পাপপুঞ্জ ক্ষমা করিবেন, এবং তোমাদিগকে এমন কাননে প্রবিষ্ট করাইবেন, যাহার তলদেশ দিয়া বহু নির্ঝরিণী বহিয়া যাইতেছে, এবং আদন কাননে পবিত্র সৌধসমূহ (তোমরা পাইবে) ইহা অতীব সফলতা।"

"হাঁ, আর একটী (জিনিস আছে) যাহাকে তোমরা অত্যন্ত ভালবাসিয়া থাক—আল্লার নিকট হইতে সাহায্যপ্রাপ্তি ও ত্বরিত বিজয়লাভ, (ইহাও তোমরা পাইবে) সমস্ত বিশ্বাসীকে এই সুসংবাদ পৌঁছাইয়া দাও।" (ছফ—২৮—১০)

এই বায়আৎ বা ক্রয় বিক্রয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে অন্যত্র বলা হইয়াছে :—

"আল্লাহ মোমেনদিগের নিকট হইতে তাহাদিগের প্রাণ ও ধন সমস্তই (এই প্রতিদানের বিনিময়ে) ক্রয় করিয়া লইলেন যে—পরিবর্ত্তে তাহারা স্বর্গ পাইবে। তাহারা (এই বায়-আতের) জন্য আল্লার পথে যুদ্ধ করিবে, এবং (উহার অবশ্যম্ভাবী ফল স্বরূপ) তাহারা অন্যকে মারিবে ও নিজেরাও নিহত হইবে, ইহা তাঁহার (আল্লার) ন্যায়সঙ্গত ওয়াদা। (এই ওয়াদা) তৌরাৎ ইঞ্জিল ও কোরআন (সমস্ত গ্রন্থেই) বিদ্যমান রহিয়াছে। আর (জানিয়া রেখ) আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিক স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারে ? অতএব (হে বায়আৎ-কারী মুছলমানগণ!) ; তোমরা আল্লার সহিত যে ক্রয় বিক্রয় করিলে, তজ্জন্য আনন্দিত হও

এবং '(জানিয়া রাখ যে) ইহাইহ (তোমার মোছলেম জীবনের) চরম সফলতা। (তাওবা ১১—৩)

কোরআনের এই কয়টী আয়ত দ্বারা বায়আতের প্রকৃত স্বরূপ, তাহার যথার্থ সাধনা ও চরম লক্ষ্যের বিষয় আমরা সম্যকরূপে অবগত হইলাম। এখন বিজ্ঞ পাঠকগণ হজরতের ও তাঁহার ছাহাবাগণের বায়আতের সহিত আমাদিগের আজকালকার বায়আতের তুলনা করিয়া দেখুন, তাহা মোস্তফার মহান আদর্শ হইতে কতদূর নামিয়া পড়িয়াছে! মুছলমান সমাজে সাধারণ ভাবে প্রচলিত আধুনিক বায়আতের ধারা—এখন বহুস্থলে সম্পূর্ণ অনৈছলামিক পথে পরিচালিত হইতেছে। এখনকার বায়আৎ—অনেক স্থলে—গুরু সাধনা ও পুরোহিত পূজায় পরিণত হইয়াছে। সাধারণ সমাজের বিশ্বাস, একজন পুরোহিত বা পীরের খাতায় নাম না লেখাইলে মুক্তি পাওয়া যাইবে না। অধিকন্তু পীরের হাতে হাত দিয়া কতকগুলি অজ্ঞাতঅর্থ শব্দসমষ্টির আবৃত্তি করিলেই 'বায়আৎ' হইয়া গেল, এবং বায়আৎকারী আপনার সমস্ত পাপ ও অপকর্ম ধুইয়া পুছিয়া শুদ্ধ হইয়া উঠিল। সেইজন্য, হিন্দুদিগের শান্তিস্বস্ত্যয়নাদির ন্যায়, আজন্ম ধর্ম্মসংশ্রবহীন ব্যক্তির মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে আমরা অনেক সময় পুরোহিত বংশোদ্ভব খোন্দকার ছাহেব বা মোল্লাজীকে দেখিতে পাই। কেহ কেহ আবার—অবশ্য বেশী দক্ষিণা পাইলে—আসন্ন মৃত্যু মুরিদকে বেহেশ্‌তের 'পাস পোর্ট' বা ছাড়পত্রও লিখিয়া দিয়া থাকেন। এই দুই বায়আতের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান, আলোক ও অন্ধকারের পার্থক্য এবং জীবন ও মরণের প্রভেদ।

বর্ত্তমান যুগের অসমর্থক বায়আৎ।

মদিনা প্রয়াণের পূর্ব্বে যে উপায়ে ও যে উপকরণের সহায়তায় এছলাম প্রচারিত হইয়াছিল, তাহাও এখানে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া দেখা উচিত। এই দীর্ঘ এক যুগ ধরিয়া হজরত স্বয়ং এছলাম প্রচার করিয়াছেন, এই যুগের শেষভাগে গণিত কয়েকজন মাত্র ছাহাবী নির্দ্দিষ্টরূপে প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের প্রচারের ধারা ছিল, সর্ব্বাগ্রে আত্মশুদ্ধি, পরে স্বসমাজের শুদ্ধিসাধন এবং অবশেষে বাহিরের লোকদিগের সংশোধন চেষ্টা। ইহার ফলে, প্রত্যেক মুছলমান আপনাকে এছলামের উজ্জ্বল আদর্শরূপে জগতের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিয়াছিল। আর আজকাল আমরা যেভাবে এছলাম প্রচার ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকি, তাহাতে সর্ব্বপ্রথমে আমাদের দৃষ্টি পড়ে, অন্য সমাজের প্রতি। যে সমিতি তাহার বার্ষিক কার্য্যতালিকায় যত অধিক নবদীক্ষিত মুছলমানের নাম সন্নিবেশিত করিতে পারে, সে সমিতি তত অধিক কৃতকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বাহিরের লোকদিগের পর প্রচারকগণের আত্মশুদ্ধির পালা। আর প্রচার সমিতির অনুষ্ঠাতা ও অধিনায়ক যাঁহারা, আত্মশুদ্ধির কোন আবশ্যকতাই তাঁহাদিগের নাই। ফলতঃ

এছলাম ও তরবারী।

ছাহাবারা দেখিতেন প্রথমে নিজকে, পরে নিজদিগকে এবং তাহার পর বাহিরের লোকদিগকে। আর আমরা দেখি প্রথমে বাহিরে, পরে স্বজাতিকে, এবং অবশেষে আপনাকে। দুইটা ধারার অবস্থান ও পর্য্যায়ের ন্যায় তাহার স্থিতি ও পরিণতির মধ্যেও আকাশ পাতাল প্রভেদ।

এখানে আর একটী কথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে। হজরতের জীবনী পাঠ করিয়া আমরা নিশ্চিতরূপে অবগত হই যে, তাঁহার জীবনের অন্যতম সাধনা ছিল এছলাম প্রচার বা লোকদিগকে এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত করা। কেন? তিনি অন্য লোকদিগকে এছলামে দীক্ষিত করিবার জন্য এতদূর আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন কেন? সত্যপ্রকাশ করিয়া দিয়াই বা তিনি ক্ষান্ত হইলেন না কেন? এজন্য এত নিগ্রহনির্য্যাতন তিনি ভোগ করিয়াছিলেন কেন এবং কিসের জন্য? লোক এছলামে দীক্ষিত না হইলে, তাহাতে তাঁহার ক্ষুব্ধ বা মর্ম্মাহত হইবারই-বা কি কারণ ছিল? মোস্তফা চরিত্রের অনুশীলনপ্রয়াসী পাঠকের পক্ষে এই প্রশ্নগুলি ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখা আবশ্যক।

প্রচারকের স্বরূপ ও তাহাদের কর্ত্তব্য।

আমরাও এছলাম প্রচারে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকি, এবং সেজন্য কোন প্রকার ত্যাগস্বীকারে সমর্থ না হইলেও, এছলাম প্রচারের সফলতা দর্শনে আমরাও মনে মনে আনন্দলাভ করিয়া থাকি। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে আমরা বুঝিতে পারিব যে, আমাদিগের সেই আনন্দের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার কোন সম্বন্ধ নাই। একজন লোক মুছলমান হইল, ইহাতে আমাদের মনে যে আনন্দের উদ্রেক হয়, তাহার কারণ এই যে, আমরা মনে করি, আমাদিগের প্রতিপক্ষের সমষ্টি হইতে একটী সংখ্যা কমিয়া আমাদিগের সংখ্যা বাড়াইয়া দিল। আপনাদিগের পার্থিব ও অনাধ্যাত্মিক স্বার্থ ও প্রতিপক্ষের ক্ষতিজনিত যে রাজসিক আনন্দ—তাহা আত্মার আনন্দ নহে, তাহাতে সাত্বিকতার লেশমাত্র নাই। তাহা ঈর্ষা ও বিদ্বেষের চরিতার্থ হেতু জ্ঞানের একটা অস্পষ্ট বিকার মাত্র। কিন্তু হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা বা তাঁহার সহচরগণ, অন্যভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া এছলাম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের প্রচারের মূলে এই সকল পার্থিব ভাব একবিন্দুও স্থানলাভ করিতে পারে নাই। তাঁহারা দেখিতেন, মানুষ অনাচারে অবিচারে নিজের জ্ঞানকে কলুষিত করিয়া নিজ হস্তেই নিজের জন্য অনন্ত নরককুণ্ডের সৃষ্টি করিতেছে, পাপে তাপে দগ্ধ হইয়া সে এমন মূল্যবান মানবজীবনকে নিজেই পদদলিত করিতেছে, আল্লার অনন্ত প্রেমামৃত সাগর হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিয়া সে দুনয়ার যত বর্দ্দ্য বিষপাত্রের জন্য ছুটিয়া বেড়াইতেছে এবং অমৃত ভ্রমে সেই কালকূট পান করিয়া জ্বলিয়া মরিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়াই তাঁহারা ছুটিয়া যাইতেন—ঐ হতভাগ্য মানবকে অগ্নিকুণ্ডের ধার হইতে টানিয়া আনিয়া, তাহার হাত হইতে বিষপাত্র কাড়িয়া

লইয়া, এক গণ্ডূষ অমৃত-মদিরা তাহার মুখে দিতে। কারণ, সে জীবন পাইবে, তৃপ্তি পাইবে, সন্তোষলাভ করিবে, শান্তিলাভ করিবে।—এক কথায় পতিতের কল্যাণ সাধনই তাঁহাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা এছলাম প্রচার করিতেন, এই উদ্দেশ্যে যে মুছলমান হইলে লোকের ইহপরকালের মঙ্গল হইবে। ফলতঃ সে প্রচারের মূলে ছিল, নিঃস্বার্থ ও সাত্বিক প্রেম। আপনাদিগের ব্যক্তিগত বা জাতিগত কোন প্রকার লাভালাভের বিবেচনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাঁহারা ধর্ম্মপ্রচার করেন নাই। সত্য গ্রহণ করিয়া মানুষের জীবন জ্ঞানের মহিমা ও প্রেমের প্রভাবে স্বর্গের মঙ্গল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক, পাপী তরিয়া যাউক, তাপীর তপ্ত হৃদয় জুড়াইয়া যাউক, বিশ্বমানব সুখ ও শান্তিলাভ করুক—প্রেমাকুল হৃদয়ের এই ব্যগ্রাকুল বাসনা লইয়াই মোহাম্মদ মোস্তফা এছলাম প্রচারে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যগণের পূর্ণ এক যুগের প্রচার বিবরণ, তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র-বৃহৎ ঘটনা—কল্পনায় নহে কিংবদন্তিতে নহে, অনুমানে নহে অন্ধবিশ্বাসে নহে—ইতিহাসের উজ্জল আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া আছে। একবার তাহার আলোচনা করিয়া দেখ, তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দোষ বাহির করিবার চেষ্টা কর,—হাঁ, আরও বলিতেছি, খৃষ্টান লেখকগণের দ্বারা ইউরোপ হইতে 'আধুনিক' 'উচ্চ' ও 'দার্শনিক' সমালোচনার রঞ্জনদীপিকা আনাইয়া লও; এবং পুনরায় সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান কর;—দেখিবে অধৈর্য্য উৎকণ্ঠা, সফলতার আস্ফালন, বিফলতার অবসাদ, সে মহান হৃদয়কে এক মুহূর্ত্তের তরেও স্পর্শ করিতে পারে নাই। দেখিবে—মানব-সেবার স্বর্গীয় স্পৃহা ব্যতীত, কোন রাজনৈতিক সামাজিক বা ব্যক্তিগত স্বার্থের নামগন্ধও সেখানে নাই। সেখানে কেবলই ছিল সত্য—সত্যের সহিত যুক্তি এবং যুক্তির সহিত প্রেম। বর্ত্তমানে আমাদিগের প্রচারে সত্য নিশ্চয়ই আছে—তবে তাহা আমাদিগের অকষ্টার্জ্জিত এবং বহু স্থলে আমাদিগেরই অজ্ঞাত। কিন্তু যুক্তি সেখানে নাই—প্রেম সেখানে নাই, আন্তরিকতা সেখানে নাই, কচিৎ কোথায় থাকিলেও তাহা রাজসিক। একমাত্র এই কারণে, আমাদিগের এছলাম প্রচার সংক্রান্ত সমস্ত সাধনাই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

মোস্তফা চরিতের বহু মূল্যবান আদর্শ ইতিহাস ভাগে প্রদান করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। মোস্তফাকে চিনিতে হইলে, কোরআন বুঝিতে হইবে। আলোচ্য যুগে কোরআন শরীফের যে ছুরাগুলি অবতীর্ণ হইয়াছিল, এই প্রসঙ্গে তাহার কতকটা আভাস দিতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু নিজের সময় ও সুযোগের সঙ্কীর্ণতার কথা ভাবিয়া, এখন সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে সাহসী হইলাম না। আল্লার অনুগ্রহে 'ইতিহাস-ভাগ' শেষ হইয়া গেলে 'শিক্ষা ও জ্ঞান-ভাগে' আমরা এ সকল বিষয়ে একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিব।

হজরতের বা তাঁহার ছাহাবীগণের প্রচার সম্বন্ধে যতগুলি বিবরণ আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে—মূলতঃ সেগুলির ধারা অভিন্ন। কাফেরদিগের তীব্র গালাগালি, অতি কঠোর ও

প্রচারের ধারা।

জয়ন্ত তাহার আক্রমণ ; মোছলেম প্রচারকের অসাধারণ ধৈর্য্য—ক্রোধহীন উত্তেজনাহীন শান্ত ও প্রফুল্লভাব, সুমধুর ভাষায় কাজের কথার অতি সুন্দর আলোচনা,—এবং সঙ্গে সঙ্গে কোরআন পাঠ। অর্থাৎ কোরআনের শিক্ষা, প্রচারকের চরিত্র মাহাত্ম্যে পরিস্ফুট হইয়া প্রতিপক্ষকে মোহিত করিয়া ফেলিতেছে। কিন্তু আমাদিগের এছলাম প্রচারে কোরআনের বড় একটা আবশ্যকতা নাই। আলেম প্রচারকগণের মধ্যে, প্রথার হিসাবে, ওয়াজের প্রারম্ভে কোরআনের দুই চারিটা নির্দ্দিষ্ট আয়ত আবৃত্তি করার নিয়ম এখনও প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু ওয়াজে পঠিত-আয়তের মর্ম্ম খুব কমই বিবৃত করা হয়। আয়ত পাঠ করার পর—অনেক স্থানে দেখিয়াছি—নানাপ্রকার শারীরিক অঙ্গুলের সম্প্রসারণ ও উৎকট সুরতানলয় সহকারে 'মাওলানা ফারমাতেহেঁ' আরম্ভ হইয়া যায়। বহুস্থলে নানা প্রকার কল্পিত গল্প-গুজব ও আজগৈবী কেচ্ছা-কাহিনী বলিয়াই 'ধর্ম্মপ্রচার' করা হইয়া থাকে। আলেম প্রচারকগণের সাধারণ অবস্থা যখন এই, তখন—অন্য পরে কা-কথা ?

যাহা হউক, ইতিহাস আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, এছলাম প্রচারের প্রধান সম্বল ছিল—কোরআন প্রচার। আজকাল কিন্তু আমরা কার্য্যতঃ যেন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছি, কোরআন শিখিব না শিখাইব না, বুঝিব না এবং কাহাকে বুঝিতেও দিব না। সাধারণ সমাজের কথা দূরে থাকুক, সমাজের যে সকল ত্যাগী যুবক পার্থিব সম্মান সম্পদাদির মায়ায় জলাঞ্জলি দিয়া 'ধর্ম্মবিদ্যা' বা

প্রচারের বর্ত্তমান অবস্থা।

দিনী এলেম শিখিবার জন্য আমাদের মাদ্রাছা সমূহে প্রবেশ করে—তাহারাও কোরআন পড়িতে পায় না। আমি নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতি নির্ভর করিয়া বলিতে পারি যে, সরকারী মাদ্রাছা সমূহের উলাপাশ করিবার পর শতকরা (অন্ততঃ) ৯৫টী ছাত্র কোরআনের ভাবগ্রহণ ত দূরে থাকুক, তাহার সরল অর্থ করিতেই সমর্থ হয় না। ফলতঃ এই মাদ্রাছাগুলিতে কোরআনের একটী ছত্র বা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার একটী হাদিছ, এমন কি তাঁহার জীবনীর সামান্য অংশ মাত্রও না পড়াইয়া, এই স্বার্থত্যাগী শত শত যুবককে ধর্ম্মবিদ্যা বা দিনী এলেমে পারদর্শিতার সনদ দিয়া, যুগপৎভাবে তাহাদিগের ও মুছলমান সমাজের মস্তক চর্ব্বণ করা হইয়া থাকে। বাঙ্গলার মুছলমান সমাজের জাতীয় জীবন যে একেবারে এমন শোচনীয়রূপে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কালের কঠোর কশাঘাতেও যে আজ তাহাতে কোনপ্রকার আন্দোলন ও চৈতন্যের উন্মেষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, ইহার প্রধানতম কারণ—স্থানীয় আলেমগণের মধ্যে কোরআন শিক্ষার অভাব। অন্যান্য প্রদেশের মাদ্রাছাগুলিতে, কোরআন শিক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া তাহার কোন একটা তফছির পড়াইবার ব্যবস্থা আছে। কোরআন অধ্যাপন এবং কোরআনের তফছির বিশেষ—(তাহাও আবার

আংশিকভাবে)—অধ্যাপনে যে কত প্রভেদ, অভিজ্ঞ পাঠককে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

হায়! কবে সে দিন আসিবে, যেদিন মুছলমান আল্লার মহীয়সী বাণী কোরআনকে আপনাদিগের ইহ-পরকালের প্রধান সম্বল ও প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিবে! যেদিন 'দিনী-এলেম' শিক্ষার্থী বুঝিতে পারিবে যে, কোরআন শিক্ষাই তাহার ছাত্র জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং কোরআন প্রচারই তাহার আলেম জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য!

দুই সহস্র বৎসরের শুদামপচা গ্রিকদর্শন শিক্ষাদানে ছাত্রের প্রতিভা ও সময়কে একসঙ্গে হত্যা করা অপেক্ষা, কোরআন শিক্ষা করা যে একজন আলেমের পক্ষে অধিকতর আবশ্যক, বে-সরকারী মাদ্রাছার পরিচালকগণ কবে ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবেন?

ত্রয়চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها

"মক্কা! আমার প্রিয় জন্মভূমি!—আমি তোমাকে অত্যন্ত ভালবাসি। কিন্তু—তোমার সন্তানগণ আমাকে তোমার ক্রোড়ে থাকিতে দিল না!!"—হজরত।

দেশত্যাগের সঙ্কল্প।

স্বদেশ পরিত্যাগের সঙ্কল্প হজরত পূর্ব্বেই করিয়াছিলেন, কিন্তু দেশ ত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিবেন, তাহা এতদিন স্থিরীকৃত হয় নাই। দাওছ বংশের এছলাম গ্রহণের বিবরণ আমরা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। এই দাওছবংশের প্রধান গোত্রপতি তোফেল-বেন-ওমর হজরতকে মক্কাত্যাগ করিয়া তাঁহাদিগকে সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। তোফেল আরও বলিয়াছিলেন যে, 'সেখানে আপনাকে ও মুছলমানদিগকে শত্রুদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার অনেক লোক আছে, আপনি সেখানে চলুন। কিন্তু এ সৌভাগ্য আল্লাহ আনছারদিগের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিলেন, কাজেই হজরত তোফেলের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না।' (১) ছহি মোছলেমের এই হাদিছ দ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, কেবল কোরেশদিগের অত্যাচার হইতে আত্মরক্ষার জন্যই, হজরত যদি স্থানান্তরে গমন করিতে ব্যস্ত হইতেন, সমস্ত দেশের সমবেত শত্রুতাচরণ দর্শনে যদি তাঁহার মন এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচলিত হইয়া থাকিত, তাহা হইলে দাওছদিগের শত শত তরবারির ছায়ায় তিনি বহু পূর্ব্বেই নিরাপদ হইয়া বসিতে পারিতেন।

হজরত কোথায় হেজরত করিবেন, ইহা পূর্ব্বে তিনিও স্থির করিতে পারেন নাই। হেজরতের জন্য কখনও এমামা, কখনও বাহরায়ন প্রদেশের হজ্‌র এবং কখনও য়্যাছরাবের কথা তাঁহার মনে উঠিত। (২) 'তিরমিজী' নামক হাদিছ গ্রন্থে দেখা যায় যে, সিরিয়ার 'কিনস্রিন' নামক স্থানে গমন করিবার প্রস্তাবও হইয়াছিল। ফলতঃ এই প্রকার আলোচনার সময়, যেমন বিভিন্ন স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছিল। কিন্তু হজরত এ যাবৎ কোন স্থির সঙ্কল্পে উপনীত হইতে পারেন নাই। মদিনায় এছলামের ভিত্তি দৃঢ় হইয়া যাওয়ার পর, হজরত মক্কার মুছলমানদিগকে বলিয়া দিলেন, তোমরা সকলে আপন আপন ব্যবস্থা করিয়া, যাহার যেরূপে সুযোগ হয় মদিনায় চলিয়া যাও।

(১) মোছলেম—জাবের ১—৭৪। (২) বোখারী ও কছ্তল্ বারী।—হেজরত।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ভক্তগণের দেশত্যাগ।

মক্কায় মোছলেম নরনারীগণ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং স্বদেশ, স্বজাতি, আত্মীয়-স্বজন, বিষয় সম্পত্তি প্রভৃতির মায়া কাটাইয়া তাঁহারা "কেবল ধর্ম্মরক্ষার জন্ত" (১) মদিনায় প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিলেন। এই পলায়নের সময় সতর্কতা যথেষ্টই অবলম্বিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদের অনেকেই কোরেশ-কাফের দিগের হস্তে ধৃত হইয়া নানাপ্রকার লোমহর্ষণ ও অমানুষিক অত্যাচারে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন। চরিত অভিধান সমূহে অনুসন্ধান করিলে এ সম্বন্ধে অনেক বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যাইতে পারে। নমুনা স্বরূপ তাহার মধ্য হইতে দুই একটী বিবরণ আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

ছোহেবের প্রতি কোরেশের চরম অত্যাচার।

ছোহেব রুমী মক্কায় অবস্থানকালে নানাপ্রকার ব্যবসায় বাণিজ্য অবলম্বন করিয়া প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। ছোহেব মদিনা যাত্রার ব্যবস্থা করিতেছেন, এই সংবাদ অবগত হইয়া মক্কার দলপতিগণ তাঁহাকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল। ছোহেবকে দেখিয়া তাহারা কঠোর স্বরে বলিল—আমাদের দেশে ব্যবসায় করিয়া আমাদেরই অর্থে বড়মানুষ হইলে, এখন সেই অর্থ লইয়া তুমি মদিনায় পলায়ন করিবে? ইহা কোনমতেই হইতে পারিবে না। মহাত্মা ছোহেব উত্তর করিলেন—তোমাদিগের কথাদ্বারা বুঝিতেছি, এই ধনসম্পদ সম্বন্ধেই তোমাদের আপত্তি। আচ্ছা, যদি আমি উহার দাবী পরিত্যাগ করি? তাহারা মনে করিল, আজীবন পরিশ্রমের ফল—এত কষ্টে অর্জ্জিত ধনরাশি, ইহাও কি কেহ সহজে পরিত্যাগ করিতে পারে? সুতরাং তাহারা বলিল, বেশ, সেই কথা। তুমি নিজের সমস্ত ধনসম্পদ ও তৈজসপত্র এখানে পরিত্যাগ করিয়া, যেখানে ইচ্ছা দূর হইয়া যাইতে পার। কোরেশগণ নিজেদের মন দ্বারা ছোহেবের মনের অনুমান করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু তাহারা দেখিল— রুমী বণিক তখনই আপনার যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া, পরিধেয় বস্ত্রমাত্র সম্বল করতঃ পরম পুলকিতচিত্তে মদিনায় চলিয়া গেল। (২) পাঠক! কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ত্যাগের এই মহিমময় দৃশ্যটী একবার কল্পনার চক্ষে উত্তমরূপে অবলোকন করিয়া লউন। কর্ত্তব্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, আপনার প্রচুর ধনসম্পত্তি নিমিষে লুটাইয়া দিয়া ছোহেব কপর্দ্দকহীন কাঙ্গাল সাজিতেছেন— আল্লার নামে নিজের যথাসর্ব্বস্ব কোরবান করিয়া কেমন করিয়া তিনি স্বেচ্ছায় পথের ফকির হইতেছেন, হজরতের শিক্ষামাহাত্ম্যে ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের কি মহান ভাব মোছলেম জীবনকে অভিভূত করিয়া তুলিয়াছিল, মুহূর্ত্তেকের জন্য তাহা চিন্তা করুন এবং বর্ত্তমান যুগের মুছলমান আমরা—সেই আদর্শের কতটুকু অনুসরণ করিতেছি, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও একবার ভাবিয়া দেখুন।

---

(১) বোখারী ২৫—৫৬৮। (২) এবনে-হেশাম ১—১৬৪। হালবী ২—২৩, ২৪। খাছাএছ, এছাবা প্রভৃতি। ছোহেব হজরতের পর হেজরত করেন।

হেশাম ও আইয়াশের প্রতি অত্যাচার।

হজরত ওমর মদিনায় যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলে, হেশাম ও আইয়াশ এবং আরও কয়েক-জন মুছলমান (১) তাঁহার সঙ্গে যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। স্থির হইল, রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকিয়া সকলে একটী নির্দ্ধারিত স্থানে সমবেত হইবেন, এবং সেখান হইতে এক সঙ্গে মদিনার পথে উঠিবেন। আইয়াশ কোন গতিকে আত্ম-গোপন করিয়া নির্দ্ধারিত স্থানে সময় মত উপস্থিত হইলেন, কিন্তু হেশামকে কোরেশগণ ধরিয়া ফেলিল। অবস্থাগতিকে তাঁহার জন্ত অপেক্ষা না করিয়া, নির্দ্দিষ্ট সময় ওমর ও আইয়াশ প্রভৃতি মদিনায় চলিয়া গেলেন। আইয়াশ আবুজেহেলের বৈপিত্রেয় ভ্রাতা, কাজেই এই ব্যাপারে তাহার ক্ষোভের অবধি রহিল না। সেও তাহার ভ্রাতা 'হারু' মতলব আঁটিয়া মদিনায় গমন করিল, এবং আইয়াশকে নানাপ্রকার ছল-চাতুরী দ্বারা বুঝাইল যে—বৃদ্ধা মাতা তাঁহার বিচ্ছেদ শোকে একেবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি আইয়াশের জন্ত আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাহারা আইয়াশকে আরও বুঝাইল যে, মাতা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তোমার মুখ না দেখিয়া চুল বাঁধিবেন না, ছায়ায় যাইবেন না।—ইত্যাদি। সেইজন্ত মাতার ক্লেশ দর্শনে বিচলিত হইয়া তাহারা নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁহাকে লইতে আসিয়াছে। আইয়াশ একবার মাতাকে দর্শন দিয়া আসিলে তাঁহার সান্ত্বনা হইতে পারিবে। আইয়াশ এই সকল কথা হজরত ওমরকে বলিলে, তিনি তাঁহাকে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিলেন—আমার ভয় হইতেছে, ইহারা তোমাকে বন্দী ও বিপন্ন করিবার জন্ত কুমতলব আঁটিয়াছে। তুমি ইহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিও না। কিন্তু আইয়াশের তখন 'বিপরীত বুদ্ধি' উপস্থিত হইয়াছে। তিনি বলিলেন, মাতার দুর্দ্দশার কথা শ্রবণে মন বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। একবার তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া আসা আবশ্যক। পক্ষান্তরে, মক্কায় আমার অনেক টাকা কড়ি রহিয়া গিয়াছে, তাড়াতাড়িতে তাহা সঙ্গে আনিতে পারি নাই, সেগুলিও আনা হইবে। ওমর তখন বলিলেন, নিতান্তই যদি যাও, তাহা হইলে আমার এই বলিষ্ঠ ও দ্রুতগামী উটটী লইয়া যাও। তুমি এই উটে চড়িয়া যাইও, যদি পথে কোন প্রকার বিপদের লক্ষণ দেখিতে পাও, তবে এই উট ছুটাইয়া মদিনার দিকে ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু আমি আবার বলিতেছি, তোমার যাওয়া আমার নিকট যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে না। আইয়াশ! তুমি বিশেষরূপে অবগত আছ যে, কোরেশদিগের মধ্যে আমার অর্থ বিত্ত অন্তের তুলনায় নিতান্ত কম নহে। আমি তাহার অর্দ্ধেক তোমাকে ভাগ করিয়া দিতেছি, তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর। কিন্তু আইয়াশ এই উপদেশ শ্রবণ না করিয়া ওমরপ্রদত্ত উষ্ট্রে আরোহণ পূর্ব্বক ভ্রাতৃদ্বয়ের সমভিব্যাহারে মক্কায় যাত্রা করিলেন। মক্কার নিকটবর্ত্তী হইলে, আবুজেহেল আইয়াশকে ডাকিয়া বলিল, আমাদিগের উটটী একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, তোমার উটটী একটু থামাইয়া আমাদিগের একজনকে উহাতে উঠাইয়া

(১) খমছুন ১—৪৬। হালবী ২—২১। মাওয়াহেব ১—৬৫।

লও। আইয়াশ হজরত ওমরের উপদেশ ভুলিয়া গেলেন, এবং আবুজেহেলের কথা মত নিজের উটটা বসাইয়া দিলেন। আবুজেহেল ভ্রাতৃদ্বয় তখন তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়াই উভয়ে এক সঙ্গে তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল, এবং সতর্ক হইবার সুযোগ না দিয়া তাঁহার হাত পা বাঁধিয়া ফেলিল। এই অবস্থায় তাহারা উটের পিঠে তুলিয়া আইয়াশকে লইয়া মক্কায় প্রবেশ করিল। এই সময় আবুজেহেল মক্কাবাসীদিগকে ডাকিয়া ডাকিয়া আইয়াশের দুরবস্থা ও নিজের কৃত-কার্য্যতা দেখাইয়া বলিতেছিল,—এই বোকাগুলাকে এই ভাবে জব্দ করিতে হয়।

আইয়াশ ও হেশাম মক্কার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন, এবং বলা বাহুল্য যে স্বধর্ম্ম ত্যাগের জন্য তাঁহাদিগের উপর নানা প্রকার অত্যাচার হইতে লাগিল। হজরত মদিনায় গমন করার পর সে অত্যাচার চরমে উঠিয়াছিল। অবশেষে একদিন তিনি মুছলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'এই উৎপীড়িত মোছলেম যুগলকে উদ্ধার করিতে হইবে, এজন্য কেহ আত্মদান করিতে প্রস্তুত আছ কি? মুখের কথা শেষ না হইতেই অলিদ বলিয়া উঠিলেন—'আমি প্রস্তুত আছি।'

অলিদ দীর্ঘ পথ অতিবাহন করিয়া মক্কায় আগমন করিলেন, এবং গুপ্তভাবে থাকিয়া বন্দীদিগের অনুসন্ধানের চেষ্টায় রহিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগের জনৈক আত্মীয়া স্ত্রীলোক দ্বারা তিনি জানিতে পারিলেন, বন্দীদ্বয় নগর প্রান্তে একটী প্রাচীর বেষ্টিত ছাদশূন্য কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের আত্মীয় স্বজনেরা—অবশ্য দলপতিগণের অনুমতিক্রমে—মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগকে কিছু কিছু খাদ্য দিয়া আসিত। হেশাম ও আইয়াশ সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপে সারাদিন সেই কারাগারে থাকিয়া ছটফট করিতেন। অলিদ সন্ধ্যার পর সেই কারাগারের নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং বহু কষ্টে তাহার প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক কারাপ্রাঙ্গনে লাফাইয়া পড়িলেন। কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইল বটে, কিন্তু বন্দীদ্বয়ের পায়ে কঠিন লৌহের বেড়ী পড়িয়া আছে। এই অবস্থায় তাহাদিগকে লইয়া পলায়ন করা অসম্ভব। তখন অলিদ খুঁজিয়া খুঁজিয়া একখণ্ড শ্বেত প্রস্তর আনিয়া তাহা বেড়ীর নীচে স্থাপন করিলেন, এবং দুই হাতে তরবারী তুলিয়া তাহার উপর এমন জোরে আঘাত করিলেন যে, তাহা কাটিয়া গেল। তখন তিনি তাঁহাদিগকে লইয়া মদিনাভিমুখে পলায়ন করিলেন। অলিদের জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে এই ঘটনাটা বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই ঘটনার পর হইতে অলিদের তরবারীরও একটা বিশেষ নাম পড়িয়া যায়।

এই বিবরণটী আমরা এবনে হেশাম হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা দ্বারা যেন জানা যায় যে, হজরতের মদিনা গমনের অল্পকাল পরেই বন্দীদ্বয়ের উদ্ধার সাধন হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কারণ তাহাদিগের উদ্ধারকর্ত্তা অলিদ বদর সমরের পরে মুছলমান হইয়াছিলেন। বোখারী ও মোছলেম গ্রন্থে (দোওয়া-কনুৎ সম্বন্ধে) আবু হোরায়রা কর্ত্তৃক বর্ণিত হাদিছে জানা যায় যে, অলিদও

অলিদ প্রভৃতির ধর্ম্ম ত্যাগ—মিথ্যাকথা।

কোরেশদিগের হস্তে বন্দী ও বিপন্ন হইয়াছিলেন। ছালমা বেন হেশাম নামক অন্য একজন ছাহাবী এইরূপে কোরেশগণ কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত অশেষ যন্ত্রণা ও কারাক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, ইঁহাদিগের মধ্যে একজনও এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বধর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। এমন কি, অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে দীর্ঘকাল অতিবাহন করিয়াও এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাদিগের ইমানে সামান্য দুর্ব্বলতাও স্পর্শ করিতে পারে নাই। এই প্রসঙ্গে ইতিহাসে নাফে' কর্ত্তৃক যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার উপর নির্ভর করিয়া সার উইলিয়ম মুয়র (১) প্রমুখ লেখকেরা বলিয়াছেন যে, আইয়াশ ও হেশাম পুনরায় পৌত্তলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই শ্রেণীর মন্তব্যগুলিকে সহজেই ভ্রান্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। প্রকৃত কথা এই যে, মক্কা হইতে হেজরত করা তখন ধর্ম্মের হিসাবে মুছলমানদিগের পক্ষে ফরজ বা অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। (২) আইয়াশ ও হেশাম নিজেদের ক্রটী ও অদূরদর্শিতার জন্য, তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গেলেন। এই হেজরত না করা এবং হেজরতের আদেশের পরও কোফরের কেন্দ্রস্থলে গমন বা অবস্থান করার জন্য, এই মহাজনদ্বয় নিজেরা বিশেষরূপে অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা এবং অন্যান্য সকল মুছলমানই তাঁহাদিগের এই কার্য্যকে গুরুতর অপরাধ ও ক্ষমার অযোগ্য মহাপাপ বলিয়া মনে করিতেন। মুয়র সাহেব যে বর্ণনার উপর নির্ভর করিয়া এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতেই কথিত হইয়াছে যে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহারা মনস্তাপ ভোগ করিতেছিলেন। বর্ণনায় এইটুকু মাত্র বলা হইয়াছে যে فَفُتِنَ، فَافْتُتِنَ অর্থাৎ যে আবুজেহেল ভ্রাতৃদ্বয়ের দ্বারা তিনি (আইয়াশ) কঠোর পরীক্ষায় পতিত হইলেন বা বিপদগ্রস্ত হইলেন। "বিপদগ্রস্ত হইয়া ধর্ম্মত্যাগ করিলেন" ঐ পদের এরূপ অর্থ হইতে পারে না। মুয়র সাহেব হজরত ওমর কর্ত্তৃক কথিত বলিয়া যে বিবরণটী তাঁহার পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তাহা— প্রকৃতপক্ষে হজরত ওমরের বর্ণনা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও—অভ্রান্ত নহে। কারণ ছেহাহ্‌ছেত্তার নাছাই নামক গ্রন্থে কথিত আয়ত সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা দ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, আইয়াশ প্রভৃতির সঙ্গে এই আয়তের কোনই সংস্রব নাই। (৩) একমাত্র নাফে' কর্ত্তৃক বর্ণিত বিবরণ ব্যতীত, তফছিরে উল্লিখিত অন্য কোন বিবরণ ইহার সহিত খাপ খায় না। (৪) ইহা ব্যতীত নাফে'র এই বিবরণে জানা যায় যে, অলিদও আইয়াশ প্রভৃতির সঙ্গে একই সময় এছলাম বর্জ্জন করিয়াছিলেন। ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত ঐতিহাসিক সত্যের বিপরীত কথা। এই সকল যুক্তির কথা ছাড়িয়া দিলেও, নিম্নলিখিত

আইয়াশ প্রভৃতির ধর্ম্ম ত্যাগ মিথ্যাকথা।

(১) ১০৯ পৃষ্ঠা ১ম টিপ্‌পনী
(২) বোখারী ২৫—২৮৭।
(৩) নাছাই—এবনে-আব্বাছ হইতে।
(৪) দেখ—এবনে-জরির—জোয়ার ২৪—১০।

ত্রয়শ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

দুইটী প্রমাণ দ্বারা আমরা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিব যে, আইয়াশ ও অলিদ প্রভৃতি কখনই এছলাম পরিত্যাগ বা পৌত্তলিক ধর্ম্ম অবলম্বন করেন নাই :—

(১) ঐতিহাসিক বিবরণে স্পষ্টরূপে উল্লিখিত হইয়াছে যে, আইয়াশ ও হেশামকে যখন উদ্ধার করা হয়, তখন তাঁহারা মক্কাবাসীদিগের দ্বারা কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন, এবং তাঁহাদিগকে তখনও কঠিন হাতকড়ি ও বেড়ী পরাইয়া রাখা হইয়াছিল। কারাগারে তাঁহাদের জন্য সামান্য একটু ছায়ার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়াও কোরেশগণ অন্যায় বলিয়া মনে করিয়াছিল! ইঁহারা এছলাম ত্যাগ পূর্ব্বক পুনরায় পৌত্তলিকতা অবলম্বন করিয়া থাকিলে, কোরেশদিগের পক্ষে তাঁহাদিগকে কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া এইরূপ কষ্ট দিবার কোনই কারণ ছিল না। স্বয়ং নাফের বিবরণের এই অংশটী উচ্চকণ্ঠে বলিয়া দিতেছে যে, এই মহাজনগণ বাহ্যিক ভাবেও এছলাম ত্যাগের অনুকুল কোন কাজ করেন নাই। বরং তাঁহাদিগের দৃঢ়তার জন্যই তাঁহাদিগকে—মুছলমানদিগের দ্বারা উদ্ধারের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত—এই প্রকার নির্ম্মম অত্যাচারে জর্জ্জরিত করা হইয়াছিল।

(২) হজরত ইঁহাদিগের উদ্ধারের জন্য যে উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, তাহা আমরা নাফের বর্ণনা হইতেই দেখিয়াছি। তিনিই অলিদকে তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য মক্কায় প্রেরণ করেন। (১) ইহা ব্যতীত বোখারী ও মোছলেমের ন্যায় বিশ্বস্ততম হাদিছ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত নামাজে আইয়াশ প্রভৃতির নাম করিয়া, কাফেরদিগের হস্ত হইতে তাহাদিগের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করিতেন। তাঁহারা এছলাম ত্যাগ করিয়া থাকিলে তাঁহাদিগের মুক্তির জন্য লোক প্রেরণ বা নামাজে তাঁহাদিগের মুক্তির প্রার্থনা করা যথাক্রমে অস্বাভাবিক এবং অনৈছ-লামিক। অতএব হজরত কখনই তাহা করিতেন না।

এই সকল অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা আমরা নিশ্চিত ও নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারিতেছি যে, আইয়াশ ও হেশামের এছলাম ত্যাগ ও পৌত্তলিক ধর্ম্ম অবলম্বনের গল্পটী সম্পূর্ণরূপে ভিত্তিহীন, যুক্তি বিরুদ্ধ ও অস্বাভাবিক কল্পনা মাত্র। মুয়র সাহেব বা তাঁহার সমরুচি লেখকগণ বিশেষ কষ্ট করিয়া এছলামের ইতিহাসেও 'পিতর' ও 'এহুদা' আবির্ভাব করার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বহু পরিশ্রমের এই আবিষ্কারের মূল্য যে কতটুকু, পাঠকগণ তাহা সম্যকরূপে অবগত হইলেন।

বিবি উম্মে ছালেমাকে সঙ্গে লইয়া তাঁহার স্বামী আবুছালেমা মদিনা গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বিবি উম্মে ছালেমার ক্রোড়ে একটী দুগ্ধপোষ্য পুত্রসন্তান, মাতা শিশু সন্তানটীকে

---

(১) বোখারী ১—১৬৮।

ক্রোড়ে লইয়া উষ্ট্রে আরোহণ করিয়াছেন, স্বামী তাঁহাদিগকে লইয়া প্রস্থান করিতেছেন। এমন সময়, তাঁহার শ্বশুরকুলের লোকেরা আসিয়া তাঁহাদের গমনে বাধা দিয়া বলিল—'নরাধম, তুই যেখানে যাইবি—যা, কিন্তু আমাদের কন্যাকে তোর সঙ্গে যাইতে দিব না।' এদিকে আবুছালেমার স্বগোত্রের লোকেরা ইতোমধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল—"তুই হতভাগা, তোর কপাল পুড়িয়াছে বলিয়া আমাদের বংশের একটা নিরপরাধ শিশুকে তোর সঙ্গে যাইতে দিব কেন? আমাদের ছেলে দিয়ে, তুই যেখানে পারিস—দূর হয়ে যা।' এই বলিয়া আবুছালেমার হাত হইতে 'নাকেল' লইয়া তাহারা উট বসাইয়া দিল।

কোরেশদিগের মর্ম্মবিদারক অত্যাচার।

তখনকার দৃশ্য অতি মর্ম্মবিদারক। স্বামীগত-প্রাণ বিবি উম্মে ছালেমা, এক হস্তে স্বামীর অঞ্চল ধরিয়াছেন, অন্য হস্তে দুগ্ধপোষ্য শিশুটীকে বুকে চাপিয়া রাখিয়াছেন। আবুছালেমা উভয়কে রক্ষা করার জন্য আকুলি-ব্যাকুলি করিতেছেন। পক্ষান্তরে নরাধমগণ স্বামীর হাত হইতে তাঁহার সহধর্ম্মিণী স্ত্রীকে ও মাতার বক্ষ হইতে তাহার হৃৎপিণ্ড স্বরূপ শিশু-সন্তানটীকে ছিনাইয়া লইতেছে! ইহা অপেক্ষা মর্ম্মবিদারক দৃশ্য আর কি হইতে পারে?

সতীর আর্ত্তনাদ, শিশুর কাতর ক্রন্দন, কোরেশ নর-পশুদিগের নিকট এ সমস্তই তুচ্ছ কথা! তাহারা ইহাতে একটুও বিচলিত হইল না এবং পূর্ব্ব সঙ্কল্প অনুসারে স্বামীর নিকট হইতে স্ত্রীকে ও মাতার ক্রোড় হইতে শিশুসন্তানকে ছিনাইয়া লইয়া বীভৎস আনন্দরোল তুলিয়া, স্ব স্ব গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে এই নির্ম্মম অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গেল। আবুছালেমা সত্যের তেজে উদ্ভাসিত, ত্যাগের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত। তিনি কর্ত্তব্যের আহ্বানে—আল্লার নামে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি মোছলেম। এই পরীক্ষায় নিষ্পেষণে তাঁহার সেই এছলাম বা আত্মসমর্পণ আরও উজ্জ্বল আরও দৃঢ় এবং আরও দৃপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি সেখানে কালবিলম্ব না করিয়া আল্লার নাম করিতে করিতে উটের পিঠে আরোহণ করিলেন, আবুছালেমার উট মদিনার দিকে ছুটিয়া চলিল।

বিবি উম্মে ছালেমা বলিতেছেন—আমার সে সময়কার অবস্থা বর্ণনার অতীত। যেস্থানে আমাকে স্বামী পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছিল, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আমি সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইতাম, এবং কিছুক্ষণ তাহাদের কথা স্মরণ করিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া লইতাম। এইভাবে প্রায় এক বৎসরকাল কাটিয়া গেল। এই সময় আমাকে প্রত্যহ এই অবস্থায় কাঁদা-কাটা করিতে দেখিয়া আমার এক খুল্লতাত ভ্রাতার মনে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি আমার স্বজনগণকে বিশেষরূপে বলিয়া কহিয়া আমাকে স্বামীসদনে পাঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। আবুছালেমার আত্মীয়গণও শিশুটীকে মায়ের সঙ্গে দিতে অসম্মত হইল না। তখন ঐ শিশুটীকে লইয়া আমি আল্লার নাম করিয়া উষ্ট্রে আরোহণ করিলাম। পথ চিনি না, পথের কোন

সম্বল সঙ্গে নাই, তবুও চলিলাম। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যাঁহার অনুগ্রহে আমি এই নরাধমদিগের বন্দীখানা হইতে মুক্তি পাইয়া—আজ নিজের ধর্ম্ম, সতীত্ব ও সন্তানসহ স্বামী সদনে গমন করার সুযোগ পাইয়াছি, তিনি এই অনাথিনীর একটা না একটা উপায় নিশ্চয়ই করিয়া দিবেন।

হইলও তাহাই। পথে ওছমান বেন-তাল্‌হা নামক জনৈক সহৃদয় ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ওছমান আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার সঙ্গে কে যাইতেছে?

"সঙ্গে এই শিশু—আর আল্লাহ।"

এই উত্তর শুনিয়া ওছমানের বুক কাঁপিয়া উঠিল, তিনি বিবি উম্মেছালেমাকে সঙ্গে করিয়া মদিনায় পৌঁছাইয়া দিলেন। (১)

আর কত বলিব, এই নির্ম্মমতার চিত্র আর কত আঁকিব। ইতিহাস, চরিত-অভিধান ও হাদিছ গ্রন্থের অনুসন্ধান করিলে এরূপ বহু ঘটনার সন্ধান পাওয়া যাইবে। ধন্য তাঁহাদের মনের বল, কঠোর হইতে কঠোরতর পরীক্ষাও, এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহাদিগকে কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত করিতে পারে না।

দ্বিতীয় আকাবার বায়আতের পর হইতে ছফর মাসের শেষ পর্য্যন্ত, সমস্ত ছাহাবাই একে একে মদিনায় প্রস্থান করিলেন। এবং অবশেষে মহাত্মা আবুবাকর ও আলী ব্যতীত হজরতের নিকট আর কেহই রহিলেন না। অবশ্য যে সকল মুছলমান নরনারী কোরেশদিগের দ্বারা বাধা প্রাপ্ত ও বন্দী হইয়া মক্কায় অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা এই হিসাবের বাহিরে। বলা বাহুল্য যে, এ সময় হজরত নিজের চিন্তা একটুও করেন নাই। তাঁহার প্রথম চিন্তার বিষয় ছিল—অনুরক্ত ও বিশ্বাসী ভক্তগণ। অগ্রে তাঁহাদিগকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দেওয়াই, তিনি নিজের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। আকাবার বাইয়াতের সংবাদ পাইয়া কোরেশদিগের অত্যাচার একেবারে চরমে উঠিয়াছিল, কাজেই ভক্ত বৎসল মোস্তফা-হৃদয় ছাহাবাগণের জন্য অস্থির হইয়া উঠিল, এবং সকলে নিরাপদে মদিনায় পৌঁছিয়া গেলে, তিনি আল্লার আদেশের অপেক্ষায় মক্কায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

হজরতের এই ত্যাগ ও প্রেম মারগোলিয়থ প্রমুখ খৃষ্টান লেখকগণের চক্ষে বিষবৎ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন,—মদিনার লোক তাহাদিগের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে কিনা, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক হইয়াছিল! তাই মোহাম্মদ প্রথমে মুছলমানদিগকে সেখানে পাঠাইয়া দিলেন। মদিনার নূতন মুছলমানেরা ইহাদের সহিত কিরূপ ব্যবহার করে, তাহা দেখিয়া তিনি নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। পক্ষান্তরে মদিনায় তাঁহার এমন একদল বিশ্বস্ত লোক পূর্ব্ব হইতে পাঠাইয়া দেওয়ার আবশ্যক হইয়াছিল, যাহারা সর্ব্বস্ব হারা

মারগোলিয়থের অসাধু মন্তব্য।

(১) এবনে-হেশাম ১—১৬৪। হালবী ২—২১ প্রভৃতি।

হইবার পর, দূর প্রবাসে তাঁহাকে সাহায্য করিতে বাধ্য হইবে। খৃষ্টান লেখকগণের এই অনুমানটী কেবল প্রমাণহীন ও যুক্তিহীন কল্পনাই নহে, বরং উহা যুক্তি প্রমাণের বিপরীত সত্যের স্বেচ্ছাকৃত অপচয় মাত্র।

বিশ্বস্ত হাদিছ গ্রন্থসমূহে স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, ছাহাবাগণ নিজেরাই স্বদেশ ত্যাগ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোরেশদিগের অত্যাচার তাঁহাদিগের সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল। তাঁহারা স্বাধীনভাবে দূরে থাকুক—অনেক সময় নিজের বাটীতেও মুখ ফুটিয়া আল্লার নাম উচ্চারণ করিতে পারিত না। হজরত আবু বাকরের ন্যায় মান্যগণ্য ব্যক্তিরও এই অবস্থা হইয়াছিল। তাই তিনিও কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে আবিসিনিয়ায় গমন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। (১) বলা বাহুল্য যে, এই সকল অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া স্বাধীন ও নির্ব্বিঘ্নভাবে আপনাদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম সমাধা করিবার জন্য ছাহাবাগণ স্বাভাবিকরূপে উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং তাঁহারাই হেজরতের অনুমতি দিবার জন্য হজরতকে অনুরোধ করেন। (২) হজরত যদি পূর্ব্বে মদিনায় চলিয়া যাইতেন, তাহা হইলে আব্দেমনাফ বংশের বিরুদ্ধাচরণের জন্য কোরেশদিগের যে একটু দ্বিধা ছিল, তাহাও সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, এবং হজরতের মদিনা যাত্রার পর তাহারা অবাধে মুছলমানদিগের উপর যদৃচ্ছা অত্যাচার করিতে পারিত। তাহা হইলে হয়ত খৃষ্টান লেখকগণের মনস্কামনা (৩) কতকাংশে সিদ্ধ হইতে পারিত, কিন্তু আল্লার মঙ্গল উদ্দেশ্য যে অন্যরূপ ছিল, সুতরাং তাঁহারা দুঃখ করিয়া কি করিবেন!

যুক্তির হিসাবে এখানে আর একটী কথা বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। মক্কা মোছলেম বৈরীগণের প্রধান শক্তি কেন্দ্র। হজরতকে ও মুছলমানদিগকে ধ্বংস করিয়া এছলামের মূলোৎপাটনের জন্য সেখানে কোরেশগণ সর্ব্বদাই আগ্রহান্বিত। যদি হজরত আল্লার উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা প্রাপ্ত না হইতেন, যদি মোছলেম অনুচরগণের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া তাঁহার আত্মরক্ষা করার আগ্রহ বা আবশ্যক হইত, তাহা হইলে তিনি নিজের অনুরক্ত ভক্তদিগকে দূর প্রবাসে না পাঠাইয়া, কোন গতিকে নিজের হেজরত পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে মক্কায় রাখিয়া দইবার চেষ্টাই করিতেন।—

(১) বোখারী ২৫—৪৬১, প্রভৃতি।

(২) বোখারী ২৫—৪৬৮, তাবকাত ১—১৫২, তাবরী ২—২৪০ প্রভৃতি দেখ। মুয়র সাহেব নিজেই বলিয়াছেন—"—this sivority forced the Moslems to petition Mohamet for leave to emigrate

(৩) মুয়র সাহেব বিবি খদিজা ও আবুতালেবের মৃত্যুবিবরণ লিপিবদ্ধ করার পর বড় আক্ষেপ করিয়াই বলিয়াছেন—A few more years of similar discouragement, and his chance of success was

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আনছারগণের সৌজন্য।

যে কয়জন নরনারী কোরেশদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্যতীত অন্য সমস্ত মুছলমান মদিনায় চলিয়া গিয়াছেন। সেখানে তাঁহারা অতি সমাদরে গৃহীত হইতেছেন। মদিনার আনছারগণ, এই নবাগত প্রবাসী ভ্রাতাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, আপনাদিগের ঘর দুয়ার ও বিষয় সম্পত্তি ছাড়িয়া দিতেছেন। পক্ষান্তরে মদিনায় এছলামের প্রসার দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া কোরেশ প্রধানগণ ক্রোধে ক্ষোভে ও অভিমানে একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়িল। কি উপায়ে মুছলমানদিগের সর্ব্বনাশ করিবে, কোন পন্থা অবলম্বন করিলে এছলামকে সমূলে উৎপাটন করিতে পারিবে, এই সকল চিন্তায় তাহারা অস্থির হইয়া পড়িল। এদিকে মুছলমানগণ তাহাদের হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে—স্বয়ং হজরতও শীঘ্র মদিনায় চলিয়া যাইবেন, ইহাও তাহারা বুঝিতে পারিল। এখন উপায় কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মক্কাবাসিগণ মুছলমানদিগের প্রতি অত্যাচার অবিচার করিয়া তাঁহাদিগকে স্বধর্ম্মচ্যুত করিবার এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে ক্লেশ ও বাধা দিবার জন্য নিয়মিতভাবে একটী সমিতি গঠন করিয়াছিল। যে গৃহে এই সমিতির অধিবেশন হইত, তাহা দারুন্-নাদওয়া বা পরামর্শ গৃহ নামে খ্যাত ছিল। এই সময় একদিন বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিবার জন্য কোরেশের সকল গোত্রের লোককে সেখানে সমবেত করা হইতে লাগিল। কোরেশ ব্যতীত মক্কার অন্যান্য গোত্রের লোকদিগকেও এই সভায় যোগদান করার জন্য আহ্বান করা হইয়াছিল, এবং কোরেশদিগের এই আহ্বান মতে তাহারাও এছলামের ও হজরতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার জন্য এই সভায় যোগদান করিয়াছিল। (১) একমাত্র কোরেশের আব্দেমনাফ বংশকে (হজরতের বংশ) এই সভায় আহ্বান করা হয় নাই বা

কোরেশের ষড়যন্ত্র।

---

gone. অর্থাৎ আর কয়েকটা বৎসর মাত্র এইরূপে উৎসাহ ভঙ্গ হইলেই মোহাম্মদের কৃতকার্য্যতার সম্ভাবনা থাকিত না। (১১২ পৃষ্ঠা) মুছলমানগণ ও হজরত স্বয়ং নিরাপদে মদিনায় পৌঁছিয়া যাইতেছেন, ইহা দেখিয়া 'মহাত্মা' মারগোলিয়থ যারপর নাই আফছোছ করিয়া বলিতেছেন:—Arabia would have remained pagan had there be a man in Meccah who could strike a blow; who could act, and be ready to accept the responsibility for acting. অর্থাৎ মক্কায় যদি এমন একটা লোকও থাকিত, যে মুছলমানদিগকে একটা আঘাত করিতে পারিত, এবং যে দায়িত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক কাজ করিতে পারিত; তাহা হইলে আরবদেশ পৌত্তলিক থাকিয়া যাইত। (২০৭ পৃষ্ঠা)

(১) খলদুন ১—৪৮।

তাহাদিগকে ইহাতে যোগদান করিতে দেওয়া হয় নাই। কোরেশ কর্তৃক আহূত হইয়াই হউক, অথবা নিজের কোন কার্য্যোপলক্ষে হউক, নজ্‌দ দেশের একজন বর্ষিয়ু ব্যক্তিও এই সভায় যোগদান করিয়াছিল। কোন কোন রাবী এই বৃদ্ধের প্রখর কুটবুদ্ধি ও এছলামের বিরুদ্ধে ইহার আগ্রহাতিশয্য দর্শন করিয়া, তাহাকে এব্‌লিছ বা শয়তান বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা বলেন, এব্‌লিছ ঐ বৃদ্ধের রূপ ধরিয়া সভায় যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু যাহারা এই কথা বলিয়াছেন, তাঁহারা ঐ বৃদ্ধের মুখেও একথা শুনেন নাই, অথবা হজরতের মুখেও এতথ্য অবগত হন নাই। কাজেই বৃদ্ধটী যে ছদ্মধারী শয়তান, ইহা তাহাদিগের অনুমান মাত্র।

সকলে সভাগৃহে সমবেত হইলে, উপস্থিত সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইল, এবং যাহার যেমন বিবেচনা, সে সেইরূপ ভাবে মতামত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিল। একজন বলিল—নাবেগা, জহির প্রভৃতি কবিদিগকে যেরূপ কঠোরদণ্ড দিয়া নিহত করা হইয়াছিল, ইহার জন্যও সেইরূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। আমার মতে হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি দিয়া এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া ইহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হউক। তাহার পর কারাকক্ষের দ্বার স্থায়ী ভাবে বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক। সেখানে সে নিজের পাপের দণ্ডভোগ করিতে করিতে মরিয়া যাইবে। কিন্তু কথিত নজ্‌দবাসী বৃদ্ধ এই প্রস্তাবের কঠোর প্রতিবাদ করিয়া বলিল, এই প্রস্তাব অনুসারে কাজ করিলে মোহাম্মদের লোক জন ও আত্মীয়স্বজনদিগের এ সংবাদ জানিতে বাকী থাকিবে না। তাহারা যে কোন গতিকে হউক, তাহাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করিবে। ইহাতে একটা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়া একটা হিতে-বিপরীত কাণ্ড ঘটিতে পারে— এই প্রস্তাবটা একেবারে অসমীচীন। আর একজন বলিল, উহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হউক। দেশান্তরিত হইয়া যাওয়ার পর, সে যেখানে থা'ক বা যাহা করুক, তাহা আমাদিগের দেখার কোন আবশ্যকতা নাই। আমরা নিরাপদে আপনাদিগের কাজ কামে মনোযোগ দিতে পারিব। এ প্রস্তাবেরও প্রতিবাদ হইল। প্রতিবাদকারীরা বলিলেন, তাহার কথা যেরূপ মিষ্ট এবং সে মানুষের মনকে যেমন সুন্দররূপে বশীভূত করিয়া লইতে পারে—তাহাতে সে যে দেশে গমন করিবে, সেখানেই তাহার বহু ভক্ত জুটিয়া যাইবে। তাহা হইলে, আমাদের কণ্টক যেমনকার তেমনি রহিয়া গেল। পক্ষান্তরে অন্যত্র যাইতে পারিলেই সে লোক বলে পুষ্ট হইবে। তখন আমাদিগের উপর আপতিত হইয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সহজ হইয়া পড়িবে। তখন আবুজেহেল নিজেই প্রস্তাব করিল—আমার মতে উহাকে অবিলম্বে হত্যা করিয়া ফেলাই আবশ্যক। তবে একা একজন হত্যা করিলে মোত্তালেব ও হাশেম (আবেদমনাফ) বংশের লোকেরা তাহার বা তাহার গোত্রের উপর চড়াও হইয়া শোণিতের বিনিময় বা প্রাণের

সম্মিলিত সভায় পরামর্শ

শেষ সিদ্ধান্ত— মোহাম্মদকে হত্যা করিতে হইবে।

পরিবর্ত্তে প্রাণ হত্যা করার জেদ করিতে পারে। সেজন্ত আমার মত এই যে, আমাদিগের প্রত্যেক গোত্র হইতে এক একজন খুব সাহসী ও সম্ভ্রান্ত যুবককে বাছিয়া লওয়া হউক। ইহারা সকলেই তীক্ষধার তরবারী লইয়া মোহাম্মদের অনুসরণ করুক, এবং সুযোগ পাইলেই সকলে একই সঙ্গে আঘাত করিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলুক। এ অবস্থায়, আমাদিগের মধ্যে কোন গোত্রেই দল ছাড়া হইয়া যাইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে মোহাম্মদের স্বগোত্রীয়গণ আমাদিগের সকলের সহিত কিছু যুদ্ধ করিতে পারিবে না। তাহার পর শোণিতপণ যদি দিতে হয়, তবে আমরা সকলে তাহা ভাগ বাঁটরা করিয়া দিব। এই প্রস্তাবই সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল—কোরেশ ও মক্কার অন্তান্ত বংশের লোকেরা স্থির করিল,—'মোহাম্মদকে অন্যত্র চলিয়া যাইতে দেওয়া হইবে না। সমস্ত মক্কাবাসীর প্রতিনিধি স্বরূপে নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণ অবিলম্বে তাঁহাকে নিহত করিয়া ফেলিবে।' (১) কোরেশদিগের এই ষড়যন্ত্রের কথা কোরআনে উল্লিখিত হইয়াছে। আয়তটার অর্থ এইরূপ :—"—এবং (হে মোহাম্মদ! সেই ঘোর বিপদের কথা স্মরণ কর) যখন কাফেরগণ, তোমার সম্বন্ধে—তোমাকে বন্দী করিয়া রাখিবে কি তোমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে, কিম্বা তোমাকে (দেশ হইতে) বাহির করিয়া দিবে—ইহা লইয়া ষড়যন্ত্র করিতেছিল—" (আন্‌ফাল, ৯—১৮)। বলা বাহুল্য যে এই আয়তে সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন সঙ্কল্পের উল্লেখ করা হইয়াছে—শেষ সিদ্ধান্তের নহে। সার উইলিয়ম মুয়র এই আয়ত হইতে সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, 'মোহাম্মদকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই হয় নাই।' অন্তথায় এই আয়তে উক্ত ঘটনাপ্রসঙ্গে এমন "Alternative term" ব্যবহার করা হইত না। (২) যে কারণে হউক, মুয়র সাহেব মস্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আয়তে ষড়যন্ত্রের অবস্থা ব্যক্ত করা হইয়াছে, কোরেশগণ হজরতকে বিধ্বস্ত ও ধ্বংস করিবার জন্ত যে কি প্রকার ভীষণ প্রস্তাব সমূহ উপস্থিত করিয়াছিল, তাহাই প্রকাশ করা হইতেছে। কোরেশদিগের পরামর্শ সভার শেষ সিদ্ধান্ত বর্ণনা করা আয়তের উদ্দেশ্য নহে। আরবী ভাষায় যাঁহার সামান্ত ব্যুৎপত্তি আছে, তিনি সহজেই ইহা বুঝিতে পারিবেন।

যাহা হউক, আল্লাহ তাঁহার প্রিয়তম হবিবকে যথাসময়ে এই ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত করিয়া দিলেন, এবং তিনি আলীকে মক্কায় রাখিয়া, আবুবাকরকে সঙ্গে লইয়া মদিনা প্রস্থানের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মক্কার জনসাধারণ, কোরেশদল-পতিগণের প্ররোচনায় ও নিজেদের অজ্ঞতাবশতঃ, হজরতের বিরুদ্ধাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু সেই পরম শত্রু হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে, তাহারা তখনও এতদূর বিশ্বাস্ত ও মহাত্মা বলিয়া মনে করিত যে, মক্কায় যাহার

হেজরতের আয়োজন।

(১) এবনে হেশাম ১—১৬১, ৭০; তাবকাত ১—১৬০; এবনে-খলদুন ১—৪৮, তাবরী ২—২৪২; হালবী, যাওয়াহেব, রওজুল আনফ প্রভৃতি। (২) ১৪১ পৃষ্ঠা।

যে কোন মূল্যবান অলঙ্কার ও টাকাকড়ি 'আমানৎ' বা গচ্ছিত রাখার আবশ্যক হইত, সে তাহা নিঃসংশয়ে হজরতের নিকট রাখিয়া যাইত। এমন কি, হজরত যখন ভক্তকুল শিরোমণি আবুবাকরকে লইয়া মদিনা যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখনও তাঁহার নিকট কোরেশদিগের বহু মূল্যবান জিনিষপত্র গচ্ছিত ছিল, তখনও তিনি আমীন ও ছাদেক নামে খ্যাত। হজরতকে সেই রাত্রেই চলিয়া যাইতে হইবে, অথচ আমানতের জিনিষপত্রগুলি ফিরাইয়া দিতে গেলে লোকের মনে তখনই সন্দেহের উদ্রেক হইবে। এই সকল কারণেই হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আলীকে মক্কায় রাখিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সমস্ত ইতিহাসেই এই ঘটনার উল্লেখ আছে। এই ঘটনার দ্বারা হজরতের চরিত্র মাহাত্ম্য সম্যকরূপে প্রকাশিত ও প্রতিপাদিত হইতেছে। সেইজন্য মুয়র প্রমুখ ন্যায়নিষ্ঠ ও সূক্ষ্মদর্শী খৃষ্টান লেখকগণ বিশেষ যত্ন সহকারে এই বিবরণটীর উল্লেখ করিতে একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন।

দুই প্রহরের প্রখর রৌদ্রে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আবুবাকরের দ্বার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া, যথারীতি গৃহ প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা কবিলেন। বলা বাহুল্য যে, আবুবকর তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ সহকারে গৃহে লইয়া গেলেন। মহাত্মা আবুবাকর হেজরতের জন্য বহুদিন হইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি চারিমাস পূর্ব্ব হইতে দুইটী দ্রুতগামী উষ্ট্রকে 'থানে' বাঁধিয়া খাওয়াইতেছিলেন, আবশ্যক হইলেই যেন তিনি হজরতকে লইয়া মক্কা ত্যাগ করিতে পারেন। পূর্ব্বে যখন হজরত মক্কার সমস্ত মুছলমানকে মদিনায় চলিয়া যাইবার আদেশ দিয়াছিলেন, মহাত্মা আবুবাকর এই আদেশ পালন মানসে তখনই হেজরত করিবার জন্য প্রস্তুত হন। কিন্তু হজরত তাঁহাকে আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিতে বলেন। কারণ, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তিনিও আবুবকরের সমভিব্যাহারে যাত্রা করিতে পারিবেন। যাহা হউক, হজরতকে এমন অসময়ে আগমন করিতে দেখিয়া আবুবাকরেব মনে খটকা লাগিল যে, বোধ হয় গুরুতর কিছু একটা ঘটিয়া থাকিবে। তাই তিনি বলিলেন—'ব্যাপার কি ?—আমার জনক জননী আপনায় প্রতি উৎসর্গীত হউন!' হজরত বলিলেন, ব্যাপার কিছুই নহে। 'আমি হেজরত করিবার অনুমতি পাইয়াছি।' আবুবাকর তখন সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি সঙ্গে যাইতে পারিব কি ? হজরত সম্মতি সূচক উত্তর দিলে, আবুবাকর পুনরায় বলিলেন—তাহা হইলে আপনি আমার একটী উষ্ট্র গ্রহণ করুন—আমার পিতা মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত হউন। হজরত উত্তর করিলেন—'বেশ কথা। তবে বিনামূল্যে নহে।' বিবি আছমা ও বিবি আয়েশা দুই ভগ্নী মিলিয়া শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদিগের পথের জন্য কিছু খাদ্য প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিলেন। (১)

আবুবাকর গৃহে পরামর্শ।

(১) বোখারী ২৫—৪১০, ১১ প্রভৃতি।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

হেজরতের অব্যবহিত পূর্ব্ব অবস্থা।

এমাম বোখারী হজরত আবুবাকর, বিবি আয়েশা ও ছোরাকা কর্ত্তৃক তাঁহার পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে হেজরতের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, ইঁহারা সকলেই ঘটনার সহিত সংসৃষ্ট প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী। এমাম বোখারীর বর্ণিত বিভিন্ন হাদিছকে একত্র করিয়া, ছওরগিরি গুহায় তাঁহাদিগের অবস্থান ও তথা হইতে মদিনা পর্য্যন্ত পৌঁছা সম্বন্ধে যতটা সংবাদ সংগ্রহ করা যায়, তাহা আমরা নিম্নে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি। কিন্তু এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, বর্ণিত যুক্তি পরামর্শের পর হইতে ছওর গিরি গুহায় পৌঁছা পর্য্যন্ত এই সময়টা কি ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, কোরেশদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত ঘাতকগণ কখন কি অবস্থায় হজরতের গৃহ অবরোধ করিয়াছিল, এবং হজরত কি অবস্থায় এবং কোন সময় গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গুহায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, বোখারী ও মোছলেমের কোন বর্ণনায়, এবং—আমরা যতদূর সন্ধান করিয়া দেখিয়াছি—প্রচলিত কোন হাদিছ গ্রন্থে, তাহার কোন সন্ধান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভবিষ্যৎ-আলোচনার জন্য আবশ্যক হইয়া পড়ায়, আমাদিগকে নিতান্ত বাধ্য হইয়া বলিতে হইতেছে যে, পরম ভক্তিভাজন মওলানা শিবলী মরহুম কর্ত্তৃক সম্পাদিত উর্দ্দু জীবনীতে, চরিতকার ও ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার এক অংশ, হাদিছের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। মাওলানা মরহুম উপরে বর্ণিত হাদিছের সহিত, মহাত্মা আবুবাকরের যুক্তি পরামর্শ এবং বিবি আয়েশা ও আছমার খাদ্যাদি প্রস্তুত করার বর্ণনার পরই, **কোরেশগণ কর্ত্তৃক হজরতের গৃহাবরোধ এবং তথা হইতে হজরতের বহির্গমন এবং তথা হইতে উভয়ের ছওর গুহায় আগমন**, এক সঙ্গে বর্ননা করিয়া প্রমাণ স্বরূপ বোখারীর হাদিছের উল্লেখ করিয়াছেন। (১) কিন্তু বড় অক্ষরে লিখিত অংশটী চরিতকারগণের বর্ণনা মাত্র, বোখারীতে উহার কোন উল্লেখ নাই।

বোখারীর হাদিছ।

চরিতকার ও ঐতিহাসিকগণ বলেন—হজরত, আলীকে তাঁহার (হাজরা-মওত অঞ্চলে প্রস্তুত) চাদর গায়ে দিয়া তাঁহার শয্যায় শয়ন করিতে বলিলেন, আলী সেই ভাবে শয়ন করিয়া রহিলেন। অবরোধকারিগণ মধ্যে মধ্যে দ্বারের ফাটাল দিয়া আলীকে শয়ান অবস্থায় দর্শন করিতেছিল। তাহারা মনে করিতেছিল যে, হজরতই শুইয়া আছেন। এই সময় আবুজেহেল দ্বারে বসিয়া, হজরত কর্ত্তৃক প্রচারিত পরকাল, স্বর্গ নরক ইত্যাদির উল্লেখ করতঃ নানাপ্রকার ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতেছিল। হজরত ঠিক এই সময় আবুজেহেলের কথার তীব্র প্রতিবাদ করিতে করিতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং

প্রচলিত গল্প।

(১) শিবলী ১—১১৮।

বলিলেন, 'হাঁ আমি এইরূপ বলিয়া থাকি। নরক সত্য এবং তুমি সেই নরকগামীদিগের মধ্যে একজন।' এই সময় হজরত এক মুষ্টি মৃত্তিকা লইয়া ছুরা ইয়াসিনের প্রাথমিক কয়েকটি আয়াত পাঠ করতঃ হস্তস্থিত মৃত্তিকা তাহাদের মাথার উপর ছড়াইয়া দিলেন, এবং ইহার ফলে কোরেশগন আর কিছুই দেখিতে পাইল না। হজরত এই সুযোগে বাটী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন। অতঃপর একজন লোক সেখানে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছ? সকলে উত্তর করিল—'মোহাম্মদের অপেক্ষায়।' আগন্তুক তখন ভৎসনা করিয়া বলিল, মোহাম্মদ'ত তোমাদিগের সম্মুখ হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গিয়াছে। মাথায় হাত দিয়া দেখ, সে তোমাদিগের সকলের মাথায় মাটি দিয়া গিয়াছে। সকলে মাথায় হাত দিয়া দেখে, সত্যই তাহাদের মাথায় মাটি। কিন্তু তাহারা ফাটাল দিয়া যখন দেখিল, হজরতের চাদর গায়ে দিয়া আলী শুইয়া আছেন, তখন তাহারা মনে করিল,—এ সব কিছুই নহে, হজরতই শুইয়া আছেন। এই মনে করিয়া তাহারা সকাল পর্য্যন্ত সেখানে বসিয়া রহিল। তাহার পর, যখন আলী প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন, তখন তাহারা আসল ব্যাপার বুঝিতে পারিল। তাবরী ও এব্‌নে হেশাম এব্‌নে এছহাক হইতে, এবং তিনি মোহাম্মদ বেন কা'ব কারজীর প্রমুখাৎ এই বিবরণ অবগত হইয়াছেন। সুতরাং এই মোহাম্মদ বেন কা'বই তাঁহাদিগের উল্লিখিত বিবরণের মূল রাবী। এই রাবী হজরতকে দর্শন করেন নাই, রেজাল শাস্ত্রকারগণ তাঁহাকে 'তাবেয়ী' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (১) ৪০ হিজরীতে অর্থাৎ বর্ণিত ঘটনার ৪০ বৎসর পরে তাঁহার জন্ম হয়।

গল্পের মূল রাবী তাবেয়ী।

বোখারী প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থের বিবরণের সহিত এই বিবরণটী মিশাইয়া ফেলায় এবং রাবীদিগের অবস্থার আলোচনা না করায় এই বিবরণের 'মাটি পড়া' এবং কাফেরদিগের অন্ধ হইয়া যাওয়ার ঘটনা লইয়া আধুনিক লেখকগণ বড়ই সমস্যায় পড়িয়াছেন, বলিয়া মনে হয়। তাই এই ঘটনা উপলক্ষে কেহ বলিতেছেন قدرت نے انکو بے خبر کردیا (২) কেহ বলিতেছেন ان دل کے اندھوں کی آنکھوں میں خاک ڈالتا ہوا ...... الخ (৩) কেহ বলিতেছেন قاتلوں کی آنکھوں میں خاک ڈالکر صاف نکل گئے (৪) আবার কেহ ছুরা ইয়াছিনের আয়ত পাঠের উল্লেখ করিয়াই সারিয়া দিয়াছেন, মাটি ফেলার কোন উল্লেখ করেন নাই। (৫)

আমরা দেখিতেছি যে, এই বিবরণের সত্যতার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিবার জন্য এছলাম আমাদিগকে বাধ্য করে নাই। কারণ কোরআনে বা হজরতের মুখে এই ঘটনার কোন উল্লেখ

(১) তাজরিদ ৬৭৩ নং ; এছাবা ৮৫৩০ নং দেখ।
(২) শিবলী ১—১৯৮।
(৩) রাহমাতুল-লিল-আলামীন ৮২।
(৪) তাজকেরাতুল-মোস্তফা ১০২।
(৫) তারিখ নাবাবী ৮০।

আমরা অবগত হই নাই। পরন্তু প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীগণ হেজরত সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে যে সকল বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন এবং বোখারী প্রমুখ হাদিছ গ্রন্থসমূহে যে সকল বিবরণের উল্লেখ আছে, তাহাতে এই মাটীপড়া বা কাফেরদিগের অন্ধ হওয়ার কোনই উল্লেখ নাই। যিনি এই ঘটনার উল্লেখ করিতেছেন, তিনি ঘটনার ৪০ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ঐতিহাসিক হিসাবে ঐ বর্ণনার যে কোনই মূল্য নাই, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতে পারে। পক্ষান্তরে এই বিবরণে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, হজরত বাটী হইতে বাহির হইয়া, আবুজেহেলকে সম্বোধন করিয়া তাহার কথার প্রতিবাদ করিলেন, কিন্তু তাহারা হজরতকে দেখিতেও পাইল না এবং তাঁহার কথা শুনিতেও পাইল না! তাঁহারা বলিবেন—'আল্লার কুদরতে সবই হইতে পারে।' কিন্তু হইতে পারে বলিয়া একটা "হইয়াছে" কল্পনা করিয়া লওয়া সঙ্গত নহে! সে যাহা হউক, এখানে জিজ্ঞাস্য এই যে, হজরত আত্মগোপন করিবার জন্য আলীকে নিজের বিশেষ চাদরে আচ্ছাদিত করতঃ নিজের শয্যায় শয়ান করাইলেন, কোন প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। অথচ আবুজেহেলের ব্যঙ্গবিদ্রূপ শুনিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার কথার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন, তাহাকে নারকী বলিয়া উল্লেখ করিলেন, এই দুইটী বিবরণের মধ্যে একবারেই সামঞ্জস্য নাই। তাহার পর কোরেশগণ অন্ধ (এবং বধির) হইয়া সেখানে বসিয়া থাকার পর, যখন আগন্তুক আসিয়া তাহাদিগকে প্রকৃত ঘটনার কথা বলিয়া দিল, এবং নিজেদের মাথায় হাত দিয়া তাহাদের প্রত্যেকেই যখন আগন্তুকের কথার সত্যতার প্রমাণও পাইল—তখনও তাহাদিগের মনে কোন প্রকার সন্দেহের উদ্রেক হইল না অথবা তাহারা হজরতের একমাত্র গন্তব্য আশ্রয়স্থল আবুবাকরের বাটীতেও একবার সন্ধান লইল না, ইহা কেমন কথা?

গল্পটী ভিত্তিহীন

ঘাতকগণ হজরতের বাটীর দ্বারদেশে বসিয়া প্রভাতের অপেক্ষা করিতেছিল এবং দ্বারের ফাটাল দিয়া শয্যার উপর শায়িত আলীকে দেখিয়া তাহারা মনে করিতেছিল যে হজরতই শুইয়া আছেন। এই সময় সদর দিয়া বাহির হওয়া সম্ভব হইবে না দেখিয়া হজরত বাটীর অন্যদিকের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করতঃ বহির্গত হইয়া পড়েন। হজরতের পরিচারিকা মারিয়া বলিতেছেন :—"হেজরতের রাত্রে আমি অবনমিত হইলে হজরত আমার পিঠের উপর পা দিয়া প্রাচীরের উপর উঠিয়াছিলেন।" হাফেজ এবনে হাজর এছাবায়, ঐতিহাসিক এবরাহিম-বেন মোহাম্মদ তাঁহার নুরন্নবরাছ পুস্তকে এবং হাফেজ এবনে আবদুলবার তাঁহার এস্তীআব পুস্তকে মারিয়ার বর্ণিত এই হাদিছের উল্লেখ করিয়াছেন। (১) হজরত যে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া বাটীর বাহির হইয়াছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শী মারিয়ার এই হাদিছ হইতে তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। পক্ষান্তরে কোন কোন হাদিছ হইতে এরূপ প্রমাণও পাওয়া যাইতেছে

আসল কথা।

(১) হালবী ২—২৮। এছাবা ও এস্তীআব—'মারিয়া'।

যে, হজরতের চাদর গায়ে দিয়া আলী শুইয়া আছেন এবং মোশরেকগণ হজরতের উপর নজর রাখিয়াছেন—এমন সময় আবুবাকর তথায় আসিয়া বলিলেন—"হজরত!" তখন আলী চাদর হইতে মাথা বাহির করিয়া বলিলেন—"আমি হজরত নহি। হজরত বাহির হইয়া গিয়াছেন। তিনি বিরমাউনায় অপেক্ষা করিতেছেন—সেখানে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হউন!" মোহাদ্দেছ আবুনাইম এই হাদিছটী রেওয়ায়ত করিয়াছেন। (১) এই হাদিছ হইতেও মোটের উপর সপ্রমাণ হইতেছে যে, নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বে হজরত বাটী হইতে বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। সেই রাত্রেই যে, কোরেশগণ হজরতের গৃহ অবরোধ করিবে, ইহা সম্ভবতঃ হজরতের জানা ছিল না। তাই প্রথমে স্থির হয়, আবুবাকর হজরতের বাটী আসিলে উভয়ে সেখান হইতে যাত্রা করিবেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ে হজরতের দর্শন না পাইয়া আবুবাকর তাঁহার বাটীতে আসিয়া দেখেন, হজরত বিরমাউনার দিকে চলিয়া গিয়াছেন। সেখান হইতে দুইজনে আবুবাকরের বাটীতে এবং তথা হইতে গিরিগুহার দিকে প্রস্থান করেন। এখানে বিজ্ঞ পাঠকগণ বিশেষরূপে স্মরণ রাখিবেন যে, এই ঘাতকদল নিশ্চয় অতি সঙ্গোপনে ও অতি সন্তর্পণে হজরতের প্রতি নজর রাখিয়াছিল। তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল যে, প্রত্যুষে হজরত শয্যাত্যাগ করিয়া বাটীর বাহির হইলেই সকলে তাঁহার হত্যা সাধন করিবে। প্রকাশ্যভাবে গৃহ বেষ্টন এবং উচ্চ স্বরে কথোপকথন তাহারা নিশ্চয়ই করিতে পারে নাই। কারণ আব্দে-মানাফ গোত্রের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে হত্যাকার্য্য সমাধা করাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তাহারা ঘুণাক্ষরে এ সব বিষয় জানিতে পারিলে সেই রাত্রেই যুদ্ধ বাধিয়া যাইত এবং আবু-জেহল প্রভৃতির আশঙ্কাগুলি কার্য্যে পরিণত হইত।

এখানে আর একটী প্রশ্ন উঠিয়াছে। ঘাতকগণ সমস্ত রাত্রি হজরতের গৃহাবরোধ করিয়া রাখিল, কিন্তু তাহারা দ্বার ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক আলীকে আক্রমণ করিল না কেন?

আর একটী প্রশ্ন।

মারগোলিয়থ বলিতেছেন, আরবগণ খুব সভ্য ছিল বলিয়া তাহারা এইরূপে অন্তঃপুরে প্রবেশ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করে নাই। মাওলানা শীবলীও প্রকারান্তরে এই মতেই মত দিয়াছেন! কিন্তু আমরা কোরেশদিগের সভ্যতা ও ভদ্রতার যে সকল বিবরণ পাঠ করিয়াছি, তাহাতে এই প্রকার সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া লইতে পারিতেছি না। অন্তঃপুরে প্রবেশ না করার কারণ সহজে বোধগম্য! কোরেশদিগের পরামর্শ সভার বিবরণে জানা গিয়াছে যে, আব্দে-মনাফ বংশের অস্ত্রের ভয়ে তাহারা সর্ব্বদাই শঙ্কিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে যখন তাহারা হজরতকে হত্যা করিবার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়, তখন আবু-তালেব, হাশেম ও আবদুল-মোত্তালেব বংশের সশস্ত্র যুবকগণকে লইয়া কোরেশ দলপতিদিগকে যে ভীতিপ্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাহারা বিস্মৃত হয় নাই। পক্ষান্তরে ইহাও আমরা

(১) কান্‌জুল ওম্মাল ৮—৩৩৩।

দেখিয়াছি যে, তাহারা পরস্পরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারে নাই। পাছে হত্যাকার্য্য সমাধা হওয়ার পর অন্য গোত্রের লোকেরা হত্যাকারীর পক্ষ অবলম্বন করিতে অসম্মত হয়, সেই হেতু ঐ কার্য্যের জন্য প্রত্যেক গোত্র হইতে এক একজন যুবককে বাছিয়া লইতে হইয়াছিল। এই শঙ্কা ও সন্দেহের জন্যই তাহারা গৃহে প্রবেশ করিতে সাহসী হয় নাই। তাহা হইলে-ত তখনই হজরতের স্বগোত্রীয়দিগের সহিত প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। ইতিহাসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, অন্তঃপুরে হজরতের শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক হজরতকে হত্যা করার প্রস্তাবও তাহাদের মধ্যে হইয়াছিল। কিন্তু কক্ষে কে প্রবেশ করিবে, কে অগ্রে তাঁহার উপর আপতিত হইবে, ইত্যাদি বিষয় লইয়া তাহাদের মধ্যে ঘোর মত-বিরোধ উপস্থিত হয়। (১) অন্তঃপুরে প্রবেশ না করার ইহাই কারণ।

যাহা হউক, বীরবর আলী, হজরতের শয্যায় শুইয়া রহিলেন, এবং কাফেরগণ তাঁহার কক্ষ বেষ্টন করিয়া সমস্ত রাত্রি পাহারা দিতে লাগিল। এদিকে হজরত, আবুবাকরকে সঙ্গে লইয়া, খিড়কীর পথ দিয়া—হজরত দাউদের ন্যায়—(২) বাহির হইয়া গেলেন, এবং পূর্ব্বকথিত মতে দ্রুতগামী উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া মক্কা হইতে তিন মাইল দূরবর্ত্তী ছওর পর্ব্বত সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর্ব্বতগুহায় অবস্থান ও তাহার আনুসঙ্গিক ঘটনা সমূহ আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বোখারী ও মোছলেমের বর্ণিত হাদিছ হইতে সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

(১) মুছা-বেন-ওকবা—ফৎহল্ বারী ২৫—৪৭২; তাবকাত ১—১৫৪; মোছনাদ—এবনে-আব্বাছ।

(২) "মীখল তাঁহাকে সংবাদ দিলেন, তুমি যদি এই রাত্রিতে আপন প্রাণ রক্ষা না কর, তবে কাল মারা পড়িবে। আর মীখল বাতায়ন দিয়া দাউদকে নামাইয়া দিলেন......ঠাকুর প্রতিমা লইয়া শয্যাতে শয়ন করাইলেন এবং ছাগ-লোমের একটা লেপ তাহার মস্তকে দিয়া বস্ত্র দ্বারা তাহা ঢাকিয়া রাখিলেন। ১. শমূয়েল ১৯—১২, ১৩, ১৪।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

لا تحزن !— ان الله معنا

পূর্ণচন্দ্র গুহায় লুকাইলেন।

নবুয়তের ১৩শ বৎসর, ছফর মাসের কৃষ্ণপক্ষের শেষ রজনী, অমানিশার গাঢ় তিমির-পটলে ধরাধাম সমাচ্ছন্ন। এই অবস্থায়, ত্যাগের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি, এছলামের উজ্জ্বলতম আদর্শ, ছৈয়দ কুল পিতা আলীকে স্বীয় শয্যায় শয়ন করার উপদেশ দিয়া, হজরত মহাত্মা আবুবাকরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ভক্ত-কুল-শিরোমণি, এছলামের প্রথম খলিফা, আয়েশা-জনক আবুবাকর হজরতের জন্য ব্যগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। হজরত সেখানে উপস্থিত হইলে, উভয়ে বাটীর পশ্চাৎ দিকস্থ খিড়কী-দ্বার দিয়া বহির্গত হইয়া অনতিবিলম্বে 'ছওর' পর্ব্বত সন্নিধানে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

মহাত্মা আবুবাকরের পুত্র আবদুল্লাহ, স্ফূর্ত্তি সাহস ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য বিখ্যাত ছিলেন। দূরদর্শী আবুবাকর, যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, তাঁহার উপর ভার দিয়া যান যে, তিনি মক্কার অবস্থাদি সম্যকরূপে অবগত হইয়া, রাত্রিকালে ছওর পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে তাহা জানাইয়া আসিবেন। আবদুল্লাহ যোগ্যতম পিতার যোগ্যতম পুত্র। তিনি সমস্ত দিবস মক্কায় অবস্থান করিয়া বিভিন্ন উপায়ে কোরেশদিগের যুক্তি পরামর্শের কথা অবগত হইতেন, বিশেষ চতুরতা সহকারে তাহাদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতেন, এবং রাত্রিকালে ছওর পর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক হজরতকে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া আসিতেন। আমের-বেন ফোহায়রা হজরত আবুবাকরের ক্রীতদাস ছিলেন, এছলাম গ্রহণের পর আবুবাকর তাঁহাকে মুক্ত করিয়া দেন। মুক্তির পরও আমের দয়াশীল প্রভু আবুবাকরকে ত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাঁহার ছাগ ও মেষপাল চরাইবার ভার লইয়া আমের আবুবাকরের নিকটই অবস্থান করিতেছিলেন। বলা বাহুল্য যে তিনি আবুবাকরের যথেষ্ট স্নেহ ও বিশ্বাস ভাজনও ছিলেন। আমের ঐ অঞ্চলে নিজের ছাগ ও মেষপাল চরাইয়া বেড়াইতেন এবং এক প্রহর রাত্রির সময় ঐ পাল লইয়া ছওর পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইতেন। ছাগ ও মেষ দোহন করিয়া যে দুগ্ধ সঞ্চিত হইত, গুহায় অবস্থানকালে তাহাই তাঁহাদের প্রধান খাদ্য ও পানীয় ছিল। এই দুগ্ধের কতকাংশ কাঁচাই পান করা হইত, আর প্রস্তরখণ্ড অগ্নি বা

আবদুল্লাহ, গুপ্তচর

সূর্য্যকিরণে উত্তপ্ত করিয়া অবশিষ্ট দুগ্ধের পাত্রে ফেলিয়া দেওয়া হইত, ইহাতে দুধের কাঁচা গন্ধ বহু পরিমাণে কমিয়া যাইত। বাটী হইতে যাত্রা করিবার সময়, বিবি আছমা যে তাঁহাদের জন্য পাথেয় প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা আমরা এই বর্ণনার প্রথমাংশে অবগত হইয়াছি। এই অবস্থায় ছওর গুহায় তিনটী দীর্ঘ রজনী কাটিয়া গেল। (১)

এদিকে কোরেশগণ যখন দেখিল যে শীকার হাত ছাড়া হইয়া গিয়াছে, তখন তাহাদের ক্রোধের পরিসীমা রহিল না। ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা প্রথমে হজরত আলীকে গ্রেপ্তার করিয়া কা'বায় লইয়া যায় এবং তাঁহাকে নানাপ্রকার 'পুছিদ' করিয়া জিজ্ঞাসা করে—'বল, মোহাম্মদ কোথায়?' আলী কঠোর স্বরে উত্তর করিলেন, 'তাঁহার গতিবিধির উপর নজর রাখিবার জন্য তোমরা আমাকে চাকর রাখিয়াছিলে নাকি?—যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ!' যাহা হউক, কতকক্ষণ উৎপীড়ন ভোগ করার পর, তাহারা সকল দিক চিন্তা করিয়া আলীকে ছাড়িয়া দিল। আলীকে ছাড়িয়া দিয়া আবুজেহেল স্বদলবলে আবুবাকরের দ্বারদেশে আসিয়া দ্বারে সক্রোধ আঘাত করিতে লাগিল। বিবি আছমা ও তাঁহার কনিষ্ঠা অপ্রাপ্ত বয়স্কা আয়েশা তখন বাটীতে অবস্থান করিতেছেন। ব্যাপার কি, তাহা বুঝিতে তাঁহাদের আর বাকী রহিল না। কিন্তু বীর মোছলেম বালা ইহাতে বিচলিত হইলেন না। তিনি আপনার বস্ত্রাদি সুবিন্যস্ত করিয়া ধীর-ভাবে আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিলেন। নরাকারে সাক্ষাৎ শয়তান আবুজেহেল সম্মুখে দণ্ডায়মান, সে বিকট মুখভঙ্গী করিয়া জিজ্ঞাসা করিল?—তোর পিতা কোথায় আছে? আছমা ধীরভাবে উত্তর দিলেন—'বলিতে পারিতেছি না।' এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নরাধম বিবি আছমার গণ্ডদেশে এমন প্রচণ্ড বেগে চপেটাঘাত করিল যে, সে আঘাতে তাঁহার কানের 'বালি' ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল। (২)

কোরেশের ক্রোধ।

'মোহাম্মদ মদিনায় চলিয়া গিয়াছেন' এই "দুঃসংবাদ" অবিলম্বে মক্কায় প্রচারিত হইয়া পড়িল। তখন তাঁহাদের ক্ষোভ দুঃখ, ক্রোধ ও অভিমান একেবারে চরমে উঠিয়াছে। উদ্‌ভ্রান্ত কোরেশ দলপতিগণ তখন ঘোষণা করিল:—

একশত উষ্ট্র পুরস্কার। মোহাম্মদ বা আবুবাকরের জীবন্ত দেহ অথবা তাহাদের মুণ্ড যে আনিতে পারিবে, তাহাকে একশত উষ্ট্র পুরস্কার দেওয়া হইবে। (৩)

আরব একে স্বাভাবিকরূপে দুর্দ্ধর্ষ প্রকৃতি, তাহাতে আবার হজরতের প্রতি তাহাদিগের

---

(১) বোখারী। (২) এবনে-হেশাম, তাবরী প্রভৃতি।
(৩) বোখারী ও ফৎহল বারী ২৫—৪৭০; মোছনাদ ৪—১৭৬; ঐ ৩—৩২২ প্রভৃতি।

ভয়ঙ্কর ক্রোধ, তাহার উপর এই পুরস্কার ঘোষণা। মোহাম্মদ ও আবুবাকরের মুণ্ড আনিবার জন্ত অশ্বে উষ্ট্রে ও পদব্রজে অসংখ্য লোক ছুটিল!

এই যাত্রীযুগলের গুহায় অবস্থানকালে, ঘাতকদল অন্বেষণ করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। আবুবাকর বলিতেছেন,—'আমি মাথা উচু করিয়া দেখি, ঘাতকদল একেবারে আমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে। তখনই আমি হজরতকে এই ব্যাপার নিবেদন করিলে, তিনি আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, আবুবাকর! দুইজনের কথা কি বলিতেছে? আমরা দুইজন, আল্লাহ আমাদের তৃতীয়। (১) কোরআন শরীফে এই ঘটনার উল্লেখ আছে:—

বিশ্বাসের চরম আদর্শ

"—যখন কাফেরগণ তাহাকে দেশান্তরিত করিয়া দিয়াছিল, দুইজন মাত্র, দুইজনের একজন তিনি (মোহাম্মদ)। যখন তাহারা গুহায় অবস্থান করিতেছিল, (এবং কাফেরগণের উলঙ্গ তরবারীর নিম্নে আপনাদের নিঃসহায় অবস্থা ও আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করিয়া সত্যের ধ্বংসাশঙ্কায়—যখন তাহার সঙ্গী বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল) তিনি আপন সহচর (আবুবাকর) কে বলিলেন—চিন্তিত হইও না, বিষণ্ণ হইও না, (আমরা দুইজন মাত্র নহি) আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।—" (তাওবা ১০—১২)

সার উইলিয়ম মুয়র, নিজের মতলবের জন্ত সর্ব্ববাদী-সম্মতরূপে অবিশ্বাস্ত ও মিথ্যাবাদী ওয়াকেদীর বর্ণনা বিশেষ আগ্রহের সহিত উদ্ধৃত করিতে কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু বোখারী মোছলেম প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে বর্ণিত বিশ্বস্ত হাদিছগুলিকে তিনি আবশ্যক মত একেবারে হজম করিয়া ফেলেন। কোরেশগণ পলায়নের পরও হজরতকে হত্যা করার জন্য সাধ্যপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই, ইহা স্বীকার করিলে তাঁহার পুস্তক রচনার এত পরিশ্রম স্বীকার একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়। তাই তিনি বলিতেছেন—মোহাম্মদ কোন দিকে গমন করিতেছেন, তাঁহার গম্য ও লক্ষ্যস্থান কোথায়, তাহাই জানিবার জন্ত কোরেশগণ কতকগুলি লোক নিযুক্ত করিয়াছিল মাত্র। তাহাদের এই 'অনুসন্ধান' যে সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ, স্বীয় পাঠকগণকে তাহা বুঝাইয়া দিতেও তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। (৩) কু-অভিসন্ধি ও নীচ পক্ষপাত মানুষকে কিরূপ অন্ধ করিয়া ফেলে, মুয়র সাহেবের এই সকল কথায় তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। হজরত যে মদিনায় যাইবেন, মদিনাই যে তাঁহার একমাত্র গন্তব্যস্থান হইতে পারে, ইহা জানিতে কোরেশদিগের বাকী ছিল না। তবু তাহারা তাঁহার গম্যস্থানের সন্ধান মাত্র লইবার জন্ত লোক নিযুক্ত করিবে, পাগলেও ইহা প্রত্যয় করিতে

মুয়রের কুমৎলব।

(১) বোখারী—ঐ; এবং মোছলেম ও তেরমিজী প্রভৃতি।
(২) মৃত্যুর বিভীষিকা দর্শনে ভীত হইয়া যীশু চীৎকার করিতে লাগিলেন 'প্রভু! তুমি আমাকে কেন ত্যাগ করিলে?' (৩) ১৪৪ পৃষ্ঠা।

পারে না। পক্ষান্তরে হাদিছের বিশ্বস্ততম গ্রন্থসমূহে, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদিগের দ্বারা বর্ণিত বিভিন্ন হাদিছে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরতকে বন্দী করিয়া আনার বা তাঁহার মুণ্ড আনয়ন করার জন্য কোরেশগণ একশত উষ্ট্রের বহুমূল্য পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিল, এবং এই ঘোষণায় প্রলুব্ধ হইয়া বহু ঘাতক চারিদিকে হজরতকে সন্ধান করিয়া বেড়াইয়াছিল। কোরআনেও এই ঘটনার উল্লেখ আছে।

মুয়রের উক্তি পরস্পর বিরোধী

পাঠক, একবার ব্যাপারটা দেখুন। মূয়র সাহেব ১৪৩ পৃষ্ঠায় বলিতেছেন :—

—'and took refuge in a cave near its summit. Here they rested in security, for the attention of their adversaries would first be fixed upon the country *north* of Mecca and the route to '*Madina, which they knew was Mahomet's destination.*

এখানে লেখক স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছেন—তাঁহারা ছওর পর্ব্বতচূড়ার নিকটবর্ত্তী একটী গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এখানে তাঁহারা নিরাপদে অবস্থান করিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহাদের শত্রুগণের দৃষ্টি প্রথমে মক্কার উত্তর দিকস্থ দেশে এবং মদিনার পথের উপরই নির্দ্দিষ্ট হইত। **মদিনাই যে মোহাম্মদের লক্ষ্যস্থল, তাহারা (কোরেশগণ) গত ছিল।**

লেখক পরপৃষ্ঠায় বলিতেছেন :—Failing to elicit from her (Asma) any information, they despatched scouts in all directions, with the view of *gaining aclue to the track and destination of the prophet.* if not with less innocent instructions. অর্থাৎ আছমার নিকট হইতে কোন সন্ধান না পাওয়ায়, তাহারা সকল দিকে কতকগুলি চর পাঠাইয়া দিল, **মোহাম্মদ কোন পথ ধরিয়া কোথায় যাইতেছেন, এই জটিল বিষয়ের একটি সূত্র আবিষ্কার করিবার** জন্য—অপেক্ষাকৃত নির্দ্দোষ উদ্দেশ্য না হইলেও—তাহাদিগকে প্রেরণ করা হইয়াছিল।

এই অসামঞ্জস্যের কারণ কি, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। লেখক এই বিবরণে পদে পদে ন্যায়নিষ্ঠার যে অপচয় করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। গুহায় অবস্থানকালে ঘাতকদলের উলঙ্গ তরবারীর নিম্নে অবস্থিত হইয়াও হজরত যে আল্লার প্রতি বিশ্বাস ও অসাধারণ মানসিক বলের পরিচয় দিয়াছিলেন, মূয়র সাহেব তাহার উল্লেখ করিয়াই পার্শ্ব-টিপ্পনীতে ওয়াকেদী হইতে কতকগুলি আশ্চর্য্যজনক ও অস্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন। এই দুইটী বিবরণ এরূপ পর্য্যায়ে বিন্যস্ত করা হইয়াছে যে, অনভিজ্ঞ পাঠক, তাহা পাঠ করিয়া সহজেই মনে করিয়া লইবেন যে, গুহায় অবস্থানকালে হজরতের দৃঢ়তার বর্ণনা,

ও ওয়াকেদী কর্ত্তৃক বর্ণিত অলৌকিক ঘটনাগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি অভিন্ন। কিন্তু বোখারী ও ওয়াকেদীর মধ্যে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, অভিজ্ঞ পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

ওয়াকেদী ও এবনে-ছাআদ প্রমুখ কোন কোন ঐতিহাসিক গুহার ঘটনাপ্রসঙ্গে আবু-মোছআব নামক জনৈক রাবীর বর্ণিত নিম্নলিখিত গল্পটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাবী বলেন—

গুহা সম্বন্ধে প্রচলিত গল্প

হজরত গুহার মধ্যে প্রবেশ করিলে, আল্লার আদেশক্রমে বর্ব্বর বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাগুলি গুহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল, একজোড় বন্য পারাবত সেখানে বাসা বানাইয়া ডিম পাড়িয়া তাহাতে 'তা' দিতে লাগিল, এবং মাকড়সা আসিয়া গুহার মুখে জাল বুনিয়া দিল। কোরেশ চরগণ গুহার মুখে মাকড়সার জাল দেখিয়া ও বন্য পারাবতগুলিকে বাসা হইতে উড়িয়া যাইতে দর্শন করিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইল যে, সেখানে আশু কোন জনমানবের সমাগম হয় নাই।

গুহায় যাঁহারা প্রবেশ করিয়াছিলেন, যাঁহারা নিত্য সেখানে গমন করিতেন, তাঁহারা বিভিন্ন সময় হেজরতের সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের বর্ণনায়

গল্পটী অপ্রামাণিক

এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের কোন আভাসই পাওয়া যায় না। বর্ণিত ইতিহাস সমূহে যে বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরম্পরা এইরূপ:—"মোছলেম-বেন-এবরাহিম বলিতেছেন, আমি আওন-বেন-আম্‌র কাইছীর মুখে শুনিয়াছি এবং তিনি বলিতেছেন, আমি জায়দ-বেন-আরকম, আনছ-বেনে-মালেক ও মুগিরা-বেন-শো'বার সাহচর্য্য লাভ করিয়াছিলাম, আমি তাঁহাদিগকে বলিতে শুনিয়াছি—"

এই বর্ণনার মূল রাবী আবু মোছআব মাক্কী যে কে, রেজাল শাস্ত্রকারগণও তাহার কোন সন্ধান পান নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী রাবী আওন। বিখ্যাত মোহাদ্দেছ এবনে মুইনও এমাম বোখারী প্রমুখ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহার হাদিছকে 'নগণ্য, বিশ্বাসে অযোগ্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এমাম বোখারী আরও বলিয়াছেন যে, আওন অজ্ঞাত অবস্থার লোক। এমাম জাহবী আওনের বর্ণিত হাদিছগুলির অবিশ্বস্ততা প্রতিপাদন প্রসঙ্গে, উদাহরণস্থলে তৎবর্ণিত ছওর গুহা সংক্রান্ত এই বিবরণটীর উল্লেখ করিয়াছেন। (১) সুতরাং এই শ্রেণীর রাবীগণের প্রমুখাৎ যে গল্প বর্ণিত হইয়াছে তাহার মূল্য যে কতটুকু, সকলে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। এহেন অবিশ্বাস্য বর্ণনাটীকে, বোখারীর হাদিছের সঙ্গে মিলাইয়া দিয়া উভয় বর্ণনাকে একই পর্য্যায়ভুক্ত করার চেষ্টা, লেখকের পক্ষে যে কতটা সঙ্গত হইয়াছে, নিরপেক্ষ পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

এই প্রসঙ্গে, সত্যের অনুরোধে, আমাদিগকে ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, কোন

(১) মীজান ২—২৭২।

কোন হাদিছ গ্রন্থেও এই বিবরণের আংশিক উল্লেখ আছে। এমাম আহম্মাদ বেন-হাম্বাল তাঁহার মোছনাদে এবনে আব্বাছ হইতে, ও আবুবকর মেরওয়াজী (ইনি এমাম নাছাইর গুরু) হাছান হইতে যে বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে মাকড়সার জালের বিবরণ আছে। উহাতে জানা যায় যে, 'কোরেশগণ গুহাদ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিল, তাহার মুখে মাকড়সা জাল পাতিয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহারা মনে করিল, পলাতকগণ এই গুহায় প্রবেশ করেন নাই।' (১) হাদিছ-পরীক্ষার প্রচলিত নিয়ম-গুলির প্রয়োগ এবং তদনুসারে আলোচ্য হাদিছগুলির মূল্য পরীক্ষা না করিয়াই, আমরা এই হাদিছগুলিকে, বিশ্বাস্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছি। কিন্তু ইহাতে যে আলৌকিকতা বা অসাম্ভব্য কথা কিছু আছে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না! যাঁহারা জীবনে কখনও মাকড়সার জাল বয়নের অবস্থা দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলে স্বীকার করিবেন যে এইরূপ স্থানে প্রত্যহ রাত্রিকালে মাকড়সারা জাল বয়ন করিয়া থাকে। বাতাসে বা অন্য কোন কারণে তাহা ছিঁড়িয়া গেলে, মাকড়সা আবার অবিলম্বে নূতন করিয়া জাল বুনিতে বা ছিন্ন জালের মেরামত করিতে আরম্ভ করে। এই বিবরণের সারমর্ম্ম এইটুকু যে, হজরত ও তাঁহার সহচর আবুবাকর গুহায় প্রবেশ করার পর মাকড়সায় ঐ গুহার মুখে জাল বুনিয়াছিল। মাকড়সা দুনয়াময় জাল বুনিয়া বেড়াইতে পারে, এখানে পারিবে না কেন?

মাকড়সার জাল।

আল্লার সত্য নবী, সত্যের অকৃত্রিম সেবক, বিশ্বাসের স্বর্গীয় আদর্শ, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আল্লাহকে আপন হৃদয়ে এমনভাবে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আপনার ভিতরে-বাহিরে সত্যের তেজ ও স্বর্গের আশীর্ব্বাদ এমনভাবে অনুভব করিয়াছিলেন যে, দুনয়ার কোন বিভীষিকা এক মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার সেই বিরাট ও মহান হৃদয়কে বিচলিত করিতে পারে নাই। তাই এই প্রসঙ্গে মারগোলিয়থের ন্যায় লেখকের মুখ হইতেও বাহির হইয়া পড়িয়াছে যে, *Nor need we doubt* that Mohammed, whose mental powers were at their best in times of extreme danger, comported himself with coolness and courage." ইহার মর্ম্মানুবাদ এই যে, মোহাম্মদ—চরম বিপদের সময় যাঁহার মানসিক বল সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইত, তিনি যে বিশেষ ধীরতা ও সাহসের সহিত কাজ করিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। (২) কিন্তু এই অদম্য মানসিক বল, এমন সাহস, এমন ধৈর্য্য এবং বিপদের চরম ভীষণতার সময় তাহার পরম বিকাশ, ইহার মূল কোথায়?— ধর্ম্মবিদ্বেষে যাঁহারা একেবারে অন্ধ সাজিয়াই লেখনী ধারণ করিয়াছেন, তাঁহারা ব্যতীত আর সকলেই তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

কোন কোন খৃষ্টান লেখক, হেজরতের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার পরে 'যীশুখৃষ্ট' ও মোহাম্মদ'

(১) ফাৎহল্ বারী ২৫—৪৭২। (২) ২০১ পৃষ্ঠা।

শীর্ষক একটী দীর্ঘ অধ্যায় লিখিয়া উভয়ের তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন। মুছলমানগণ জগতের সকল মহাজনকেই—তাহা তিনি যে যুগের ও যে দেশের হউন না কেন—ভক্তি করিয়া থাকে, ধর্ম্মতঃ তাহারা ঐরূপ করিতে বাধ্য। এই প্রকার বিশ্বাস তাহার ঈমানের অংশ—এছলামের বীজমন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত, অন্যথায় কেহ মুছলমান হইতে ও থাকিতে পারে না। জগতের সাধারণ প্রথানুসারে, এছলামের এই উদার ও অতুলনীয় মহীয়সী শিক্ষাদ্বারা, আমাদিগের খৃষ্টান লেখকগণ অন্যায়রূপে উপকৃত হইবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন। অবশ্য এই সকল কারণে মুছলমানদিগকে যীশু সম্বন্ধে মুখ খুলিতে হইয়াছে। তাঁহারা বলিতেছেন—খৃষ্টান পাদরীগণ আপনাদের বাজার গরম করিবার জন্য বাইবেল নামে যে কিংবদন্তী রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা মুছলমানের স্বীকৃত ইঞ্জিল নহে। পক্ষান্তরে বহুদিন কাট ছাট, অদল বদল, পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জনাদির পর, কয়েক শত বাইবেলের মধ্যে যে কয়েক খানাকে তাঁহারা পাদরীদের ভোটের আধিক্যে বাছিয়া লইয়াছেন, ঐ বাইবেলের বর্ণিত যীশু—যিনি বলিয়াছিলেন, আমি ঈশ্বরের পুত্র এবং স্বয়ং পূর্ণ ঈশ্বর; যিনি তিনটী পূর্ণ ও স্বতন্ত্র ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে সকলকে শিক্ষা দিয়াছেন—একটী কল্পিত গল্প মাত্র। অন্ততঃ কোরআনের বর্ণিত হজরত ঈছার সহিত তাঁহার কোন সামঞ্জস্য নাই। সম্ভবতঃ হজরত ঈছার পরলোক গমনের পর কোন লোক মিথ্যাভাবে যীশু নাম গ্রহণ করিয়া, তৌরাতের বর্ণনা অনুসারে, ক্রুশে আবদ্ধ হইয়া নিহত ও অভিশপ্ত হইয়াছিল। এছলামের প্রাথমিক যুগে মোছায়লামা নামক এইরূপ একজন ভণ্ড আল্লার নামে মিথ্যা কথা বলিয়া নিহত হইয়াছিল। (১)

'যীশু ও মোহাম্মদ।'

যাহা হউক, পুস্তকের শেষভাগে আমরা এই সকল প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। এখানে একটী প্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা করিয়া আমরা এই অধ্যায়টী শেষ করিব।

তুলনায় সমালোচনা করিবার সময় খৃষ্টান লেখক বড় গলা করিয়া বলিতেছেন, মোহাম্মদ শত্রুভয়ে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন, কিন্তু যীশু অবলীলাক্রমে ঘাতকদিগের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। এইটীই তাঁহাদের প্রধান কথা। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আমাদিগের বক্তব্য এই যে—

খৃষ্টানের আক্রমণ।

(ক) মৃত্যুর ভয় মানুষেরই হইয়া থাকে। কিন্তু আপনাদের যীশু যে ঈশ্বর! তাঁহার মরণই বা কি, আত্ম-সমর্পণই বা কি, এবং তাহাতে তাঁহার পৌরুষই বা কি আছে?

(খ) যীশু সহজে আত্ম-সমর্পণ করেন নাই। তিনি বিপদের আভাস পাইয়া পূর্ব্বে অনেকবার (২) যেরূপ সরিয়া পড়িয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, এবারও ঠিক সেইরূপ কিদ্রোণ

(১) ইনি ব্যতীত আরও যীশু ছিলেন। লূক ৩—২৯।
(২) মিলম্যান কর্ত্তৃক History of Christianity ১—২৫৩।

নদী পার হইয়া কোন বন্ধুর উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁহারই দ্বাদশ শিষ্যের একজন—যাঁহার উপরেও যথানিয়মে পবিত্র-আত্মার আশ্রয় হইয়াছিল—গণিত কয়েকটী রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে শত্রুপক্ষের গুপ্তচর সাজিয়া যীশুর গুপ্ত অবস্থান স্থানের সন্ধান বলিয়া দিল। তখন একদলে ছয়শত সৈন্য এবং তদ্ব্যতীত বহু পদাতিক আলো মশাল ও অস্ত্রশস্ত্র সহ তাঁহার বাসস্থান ঘেরাও করিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গিয়াছিল। যীশুর শিষ্যগণ সময়-অসময়ের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা খৃষ্টানগণও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অবরোধের সময় যীশুর প্রধান শিষ্য শিমোন পিতর খড়্গাঘাত করিয়া প্রধান যাজকের মল্ক নামধের ভৃত্যের কান কাটিয়া দিয়াছিলেন। (১)

(গ) যীশুর তথাকথিত ক্রুশাবদ্ধ হওয়ার সময়, তাঁহার শিষ্য সংখ্যা একেবারে নগণ্য ছিল। কিন্তু অন্যদিকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলাতে এবং তাওরাতের বর্ণিত তাওহীদের বিপরীত শের্কের শিক্ষা প্রচলিত করাতে সমস্ত এহুদী জাতি তাঁহার শত্রু হইয়া পড়িয়াছিল। ন্যূনাধিক এক হাজার সৈন্যকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়া প্রধান যাজক তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছিল, সঙ্গে আরও বহু লোকজন ছিল। এ অবস্থায় যীশুর পক্ষে কয়েকজন মাত্র শিষ্য লইয়া,—তাঁহাদের মানসিক বলের অবস্থাও যীশুর অবিদিত ছিল না—কৈসরের সৈন্যদল ও সমগ্র এহুদী জাতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার আদৌ কোন সম্ভাবনা ছিল না। অতএব তখন যীশুর "ভৃত্যগণের" (!) পক্ষে অস্ত্র ধারণ না করার মূল্য যে কতটুকু, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। যীশু বস্তুতঃ ইচ্ছাপূর্ব্বক আত্ম-সমর্পণ করিয়া থাকিলে নিতান্ত অন্যায় কাজ করিয়াছেন।

(ঘ) যীশুর বন্দী হওয়ার ও তাহার পরবর্ত্তী ঘটনাগুলির যে এক তরফা ও আসলখাস্তা বর্ণনা প্রচলিত বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদ্বারাও অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হয় যে, যীশুর শিষ্যগণ পীলাত ও অন্যান্য লোকজনের সহিত একটা গুপ্ত ষড়যন্ত্র করিয়া, নানাপ্রকার চাতুরী সহকারে তাঁহাকে ধরাইয়া দিয়াছিলেন। যিহুদা যে কয়েকটা টাকা মাত্র লইয়া প্রধান যাজকগণও ফরিশীয়দিগের হাতে যীশুকে ধরাইয়া দিল, ইহার মধ্যেও এই গুপ্ত ষড়যন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। ফলতঃ গ্রেপ্তার হইয়া পীলাতের নিকট উপস্থিত হওয়াই তখন যীশুর রক্ষার একমাত্র উপায় ছিল। যীশু যে ক্রুশে নিহত হন নাই, বাইবেলের বর্ণিত এক তরফা বর্ণনা দ্বারাও তাহা প্রমাণিত হইতেছে।

(ঙ) যীশুসংক্রান্ত বিবরণগুলির কোনই ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। পূর্ব্বে প্রত্যেক দেশে ও প্রত্যেক সমাজে এই প্রকার উপকথা ও কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল। কালক্রমে ঐ উপকথাগুলি পরবর্ত্তী লেখকগণের দ্বারা—তাঁহাদের রুচি ও সংস্কার অনুসারে—লিখিত হইয়া

(১) যোহন ১৮শ অধ্যায়।

স্থায়ীভাবে পুস্তকের পৃষ্ঠায় স্থানলাভ করিয়া থাকে। বাইবেলের গল্পগুলি ঐ শ্রেণীর কল্পিত কিংবদন্তী ও রচিত উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উপন্যাসে ও ইতিহাসে যে পার্থক্য, কল্পনায় ও বাস্তবে যে প্রভেদ, সমালোচনার সময় তাহা বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে।

আবদুল্লাহ বেন-ওরায়কাৎ নামক একজন লোককে পথ-প্রদর্শকের কাজ করার জন্য পূর্ব্ব হইতে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহার সঙ্গে কথা ছিল, তৃতীয় রজনীর প্রভাত হইলে, সে নির্দ্দিষ্ট উট দুইটী লইয়া ছওর পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইবে। আবদুল্লাহ তখনও পৌত্তলিক ধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু আবুবাকর অর্থ দিয়া তাহাকে বশীভূত করিয়া লইয়াছিলেন। সাধারণভাবে মক্কা ও মদিনার কাফেলা যে সকল পথ দিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে, সে সকল পথ দিয়া গমন করা কোনমতেই নিরাপদ নহে। এই জন্য অপরিচিত পথ দিয়া তাঁহাদিগকে গমন করিতে হইবে। আবদুল্লাহ এ সম্বন্ধে খুব পাকা লোক, তাই তাহাকে সঙ্গে লওয়া হইল। যাহা হউক, নির্দ্ধারিত সময় আবদুল্লাহ উট দুইটী লইয়া ছওর পর্ব্বতে উপস্থিত হইলে, হজরত ও আবুবাকর গুহা হইতে বাহির হইয়া উষ্ট্রারোহণপূর্ব্বক মদিনা যাত্রা করিলেন। পথপ্রদর্শক আবদুল্লাহ এবং পূর্ব্বকথিত আমেরও তাঁহাদিগের সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারা গুহা হইতে বাহির হইয়া লোহিত সাগরের উপকুলের পথ ধরিয়া মদিনা যাত্রা করিলেন। (১)

মদিনা যাত্রা

তিনদিন অনুসন্ধান করিয়াও যখন কোরেশগণ হজরতের কোন খোঁজ খবর সংগ্রহ করিতে পারিল না, তখন তাহারা বহু পরিমাণে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। কিন্তু কোন কোন দুর্দ্ধর্ষ আরব তখনও 'মোহাম্মদের মুণ্ড' আনিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া চারিদিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছিল। ছোরাকা সংক্রান্ত বিবরণ আমরা পরে জানিতে পারিব।

এই অধ্যায়ে যে সকল ঘটনা বিবৃত হইল, শিক্ষার্থী পাঠকের পক্ষে তাহার প্রত্যেকটীই বিশেষরূপে অনুধাবন যোগ্য। জগতে কোন মহৎ কার্য্য সমাধা করিবার ভার যাঁহার উপরে ন্যস্ত করা হয়, তাঁহার সহচর ও সহকর্ম্মীগণও আল্লাহ কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন। মহাত্মা আবুবাকর ও আলী, হেজরতের ব্যাপারে যে অসাধারণ ধৈর্য্য সাহস ও দূরদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লিখিত হইয়া থাকিবে। আলী ঘাতকদিগের নিষ্কোষিত কৃপাণের নিম্নে কেমন অবিচল চিত্তে সমস্ত রাত্রি শুইয়া রহিলেন, কাফেরগণ কর্ত্তৃক বন্দী ও উৎপীড়িত হইয়াও কিরূপ ধৈর্য্যের সহিত সত্য রক্ষা করিলেন। আর ভক্তরাজ আবুবাকর আপনার স্বজনগণকে কোরেশদিগের মধ্যে রাখিয়া, কর্ত্তব্যের খাতিরে, কেমন করিয়া এই বিপদে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন, আপনাকে আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া কেমন আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে নিজের যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ত্যাগ ও আত্মোৎ-

(১) বোখারী।

স্বর্গের মহিমায়, ধৈর্য্য ও বীরত্বের গরিমায় এই চিত্রগুলি কত উজ্জ্বল, কত মনোহর! আর কত মধুর, কত মনোহর, কত সুন্দর, কেমন অতুলনীয় মহিমময় সেই মোস্তফা—আরব মরু-প্রান্তরের এই তপ্তদগ্ধ রেণুগুলি যাঁহার রাজীব চরণ সংস্পর্শ লাভ করিয়া স্বর্গের শত শশধর-সুষমায়, উজ্জ্বলে মধুরে এমন মহীয়ান এমন গরীয়ান হইয়া উঠিয়াছে। এই সঙ্গে পাঠক ভাবিয়া দেখুন—আবুবাকর তনয়া ভগ্নীযুগল আছমা ও আয়েশার কথা। আছমা তরুণী, আয়েশা কিশোরী। পিতা তাঁহাদিগকে ঘোর বিপদে ফেলিয়া নিজে মৃত্যুর বিভীষিকার মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন। এই সংবাদে তাঁহাদের হৃদয়ে কি চাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক, তাহা সকলেই বুঝিতেছেন। কিন্তু ইঁহারা আদর্শ মোছলেম রমণীরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াই সৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা একবিন্দুও অধীর হইলেন না। বরং সেই ঘোর বিপদের মধ্যে অবস্থান করিয়াও, তাঁহারা পিতার পাথেয়াদি প্রস্তুত করিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের হাবেভাবেও পাড়াপ্রতিবেশীরা বুঝিতে পারিল না যে, তাঁহারা কিসের আয়োজন করিতেছেন। তাহার পর সত্য রক্ষা ও মন্ত্রগুপ্তি—জাতীয় মুক্তির সাধনক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর যাহা—আয়েশা ও আছমা কিরূপ অসাধারণ যোগ্যতা ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের সহিত এই পরীক্ষায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা যথাস্থানে অবগত হইয়াছেন। এমনই কন্যা, এমনই ভগ্নী, এমনই স্ত্রী এবং এমনই জননী লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই ত প্রাথমিক যুগের মুছলমান মনুষ্যত্বের সকল প্রকার সদ্‌গুণে জগতের উচ্চতম আসন অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। আছমার পিতা আবুবাকর, আবদুল্লাহ বেন জোবরের মাতা আছমা; খাওলার ভ্রাতা জেরার এবং খোবায়বের মাতা ওনায়ছা। (১)

হজরত আবুবাকরের ন্যায় অনুরক্ত ভক্তসুহৃদ জগতে দুর্ল্লভ। তিনি ধর্ম্মের জন্য, সত্যের জন্য—হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জন্য, কিরূপে আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। এহেন আবুবাকর, চারিমাস পূর্ব্ব হইতে হেজরতের সময় কাজে লাগিবে বলিয়া দুইটী উষ্ট্র ক্রয় করিয়া রাখিতেছেন এবং যাত্রার প্রাক্কালে হজরতকে তাহার একটী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিতেছেন। কিন্তু এমন বিপদের সময়, এহেন ভক্তের দানও হজরত গ্রহণ করিলেন না, এমন কি দানের উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া মদিনা পর্য্যন্ত যাওয়াও তিনি সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। অবশেষে আবুবাকর একটী উট হজরতের নিকট বিক্রয় করিলে তবে তিনি তাহাতে আরোহণ করিতে সম্মত হইলেন।

যিনি নেতা, যিনি হাদী, যিনি জাতির পরিচালক; তিনি ব্যষ্টিগণের সকল প্রকার আর্থিক প্রভাব ও সংশ্রব হইতে আপনাকে অতি সাবধানে মুক্ত রাখিবেন—ইহাই হইতেছে এই অংশের শিক্ষা। আজ মুছলমান সমাজ, বিশেষতঃ তাহার পরিচালক আলেম মণ্ডলী

(১) ইনি সাধারণতঃ আনিছা নামে বর্ণিত হইয়া থাকেন—ইহা ভুল।

মনুষ্যত্বের এই উচ্চতম আদর্শ ও মোস্তফা জীবনের এই মহত্তম ছুন্নতের যে কতটুকু মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া থাকেন, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

ছওর পর্ব্বতের সেই ঐতিহাসিক গুহার বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। জরকানী বলেন,—ছওর পর্ব্বত মক্কা হইতে তিন 'মিল' দূরে অবস্থিত। পর্ব্বত চূড়া প্রায় এক মিল উচ্চ, এখান হইতে সমুদ্র দেখা যায়। আলী বে ও বার্ক-হার্ডির (Burk Hardi) পর্য্যটনের বিবরণে বর্ণিত হইয়াছে যে মক্কা হইতে হোছায়নি গ্রামে যে পথ গিয়াছে, ঐ পথের বামদিকে আন্দাজ দেড় ঘণ্টার পথ অতিবাহন করিয়া গেলে এই পর্ব্বত পাওয়া যায়। পর্ব্বতের চূড়াদেশে এই গুহাটী অবস্থিত। কিন্তু ইহাদের কেহ নিজ চক্ষে ঐ গুহা দর্শন করেন নাই। মাওলানা শেখ আবদুল হক (মোহাদ্দেছ দেহলবী) স্বচক্ষে এই গুহা দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন—গুহাটীর একটী মাত্র মুখ ছিল। পরে যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য অন্যদিক হইতে হইতে একটা প্রশস্ত পথ প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। গুহার প্রাচীন মুখ দিয়া একটি মোটা লোক কষ্টে প্রবেশ করিতে পারে। (মাদারেজ ২—৭৬) ভূপালের ভূতপূর্ব্ব বেগম ছাহেবা ১৮৭০ সালে হজ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণে জানা যায় যে, মক্কা হইতে ছওর পর্য্যন্ত পথটী অতিশয় বন্ধুর ও প্রস্তর কঙ্কর সঙ্কুল। পাথরের বড় বড় চাটানের উপর অনেক সময় যাত্রীকে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে হয়। গুহার মুখটী অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় আছে। তবে অন্যদিকে আর একটী 'মুখ' খুঁড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রাচীন মুখটীর প্রস্থ ১৩৷৷০ ইঞ্চি মাত্র।

ষট্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

وقل رب اد خلني مد خل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعلی
من لدنک سلطاناً نصیرا

মদিনার পথে।

তৃতীয় দিবসের প্রত্যুষে, পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুসারে, আবদুল্লাহ উট দুইটী লইয়া গুহাসন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। আমেরও যথাসময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। এই নির্ব্বাসিত যাত্রীদলে মাত্র চারিটী মানুষ আর তিনটী উষ্ট্র। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা, আবুবাকরের নিকট হইতে ক্রীত 'কছওয়া' নামক উষ্ট্রে আরোহণ করিলেন, আবুবাকর ও আমের অপর উষ্ট্রটীতে এবং আবদুল্লাহ তাঁহার নিজস্ব উষ্ট্রে আরোহণ করিলে—আল্লার নাম করিয়া তাঁহারা মদিনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মক্কার কারওয়ান সাধারণতঃ যে পথ দিয়া মদিনায় যাতায়াত করে, সে পথ পরিত্যাগ করিয়া, এই ক্ষুদ্র যাত্রীদল লোহিত সাগরের উপকুল ধরিয়া, বহু উপত্যকা অধিত্যকা অতিক্রম করিতে করিতে গন্তব্যস্থানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ঐতিহাসিক এবনে ছাআদ ও এবনে হেশাম প্রভৃতি এই পথের 'মনজিল' গুলির নাম করিয়াছেন, ইহার মধ্যে একমাত্র "রাবেগ" নামক স্থানটী আজও পূর্ব্বনাম বহন করিয়া সেই মহাযাত্রা পথের কথঞ্চিৎ সন্ধান প্রদান করিতেছে।

হজরতের মক্কা হইতে বহির্গমন, গুহায় অবস্থান, গুহা হইতে যাত্রা ও মদিনায় শুভাগমন এবং সেই সময়কার যাবতীয় ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী আবুবাকর, ছোরাকা প্রভৃতি এই সকল ঘটনা সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, এমাম বোখারী সেগুলিকে স্বীয় গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিস্তৃতরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ রেওয়ায়তগুলিকে একত্র করিয়া আলোচনা করিলে, হেজরতের একটা বিশ্বস্ত বিস্তৃত ও ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে ইতিহাসকারগণ সাধারণতঃ যে সকল ক্ষুদ্র বৃহৎ ভ্রম-প্রমাদে পতিত হইয়াছেন, হাদিছ-গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া লেখনী ধারণ করিলে, তাহার সম্ভাবনা থাকে না। আমরা প্রথমে বোখারী হইতে হেজরত-পথের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি উদ্ধৃত করিতেছি। পাঠকগণ বিশেষ রূপে স্মরণ রাখিবেন যে, ইহা বিশ্বস্ততম বোখারীর হাদিছ, এবং এই হাদিছগুলির প্রত্যেক রাবীই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী।

হজরত ও তাঁহার সঙ্গীগণ দ্রুতবেগে পথ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে

সূর্য্যের কিরণ ক্রমশঃ প্রখর হইতে প্রখরতর হইয়া উঠিতে লাগিল। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের তীক্ষ্ণ কিরণ স্থানীয় পর্ব্বত প্রান্তরের উপর দিয়া অসহ্য অনল-তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে লাগিল। তখন আবুবাকর ছায়ার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অধিক বিলম্ব করিতে হইল না। সম্মুখে একটী পাহাড়ের চাতান বাহির হইল। চাতানটী বারান্দার ন্যায় তাহার তলস্থ ভূমির উপর ছায়াপাত করিয়া এই মহাঋষির বিশ্রামস্থল রচনা করতঃ কোন স্মরণাতীত যুগ হইতে, নিজের সেই সৌভাগ্য মুহূর্ত্তের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে! আবুবাকর তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমে যথাসাধ্য স্থানটী পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন করিয়া লইলেন, তাহার পর নিজের চাদর বিছাইয়া হজরতকে তথায় বিশ্রাম করিতে অনুরোধ করিলেন। আবুবাকরের নিবেদন মতে হজরত সেখানে অবতরণ করিয়া তাঁহার চাদরের উপর শয়ন করিলেন।

হজরত বিশ্রাম করিতেছেন দেখিয়া আবুবাকর তথা হইতে একটু দূরে গিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। কোরেশ কর্ত্তৃক নিয়োজিত ঘাতকদল কোনদিক দিয়া এখনও তাঁহাদের অনুসরণ করিতেছে কিনা, দূরদর্শী আবুবাকর বিশেষ সতর্কতার সহিত তাহার সন্ধান লইতেছিলেন। এই সময় তিনি দেখিলেন—অদূরে একজন রাখাল কতকগুলি ছাগল চরাইতেছে। আবুবাকর তাহাকে প্রশ্ন করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সে জনৈক কোরেশের ভৃত্য। যাহা হউক, আবুবাকরের অনুরোধমতে, রাখাল একটী দুগ্ধবতী ছাগী লইয়া প্রথমতঃ তাহার স্তনটী উত্তমরূপে পরিষ্কার করিয়া এবং নিজের হাত দুইখানি ভাল করিয়া ঝাড়িয়া লইয়া তাহাকে দোহন করিল! আবুবাকর—আরবের নিয়মানুসারে—সেই দুগ্ধে কতকটা জল মিশ্রিত করিয়া, পাত্রটী লইয়া হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইলেন! হজরত তখন জাগরিত অবস্থায় ছিলেন। আবুবাকর বলিতেছেন—আমি দুগ্ধপাত্র হজরতের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া, পান করিতে অনুরোধ করিলে তিনি তাহা পান করিয়া আমাকে পরিতুষ্ট করিলেন। দুগ্ধ পান করার পর হজরতের প্রশ্নের উত্তরে আমি নিবেদন করিলাম,—'সময় হইয়াছে। অতঃপর আমরা সকলে সেখান হইতে যাত্রা করিলাম।'

কোরেশের অনুসন্ধান তখনও শেষ হয় নাই। তাহারা মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী জনপদ সমূহের অধিবাসীদিগকে 'মোহাম্মদ ও আবুবাকরের মুণ্ড বা তাহাদের জীবন্ত দেহ' আনিবার জন্য তখনও উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেছে। মহাত্মা আবুবাকর বলিতেছেন,—প্রথম মন্‌জিল হইতে যাত্রার সময় ইহাদের মধ্যে মালেকের পুত্র ছোরাকা সন্ধান পাইয়া, অশ্বারোহণে আমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইল। ছোরাকাকে দেখিয়া আমি বলিলাম—হজরত দেখুন, এইবার আততায়ী আমাদিগকে ধরিয়া ফেলিয়াছে। উত্তর করিলেন—'ভীত হইও না, আল্লাহ্ আমাদিগের সঙ্গে আছেন।' (১)

(১) বোখারী ২৪—১৫৫, মনাকেবুল-মোহাজেরিন।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ছওর গুহা হইতে যাত্রা করার পর, ছোরাকা কিরূপে তাঁহাদের সন্ধান পাইয়াছিল, কিরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছিল, এবং আল্লার অনুগ্রহে হজরত কিরূপে তাহার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, এমাম বোখারী অন্যত্র স্বয়ং ছোরাকার প্রমুখাৎ তাহার বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। আমরা নিম্নে ঐ বর্ণনার সার সঙ্কলন করিয়া দিতেছি :—

ছোরাকার আক্রমণ।

কোরেশ দুতগণ অন্যান্য আরব গোত্রের ন্যায়, ছোরাকা ও তাহার স্বগোত্রীয়দের নিকট আগমন করিয়া তাহাদিগকে জানাইয়াছিল যে, মোহাম্মদ ও আবুবকরকে বন্দী বা নিহত করিতে পারিলে, কোরেশ দলপতিগণ তাহার বিনিময়ে শত উষ্ট্র পুরস্কার প্রদান করিবেন। একে ধর্ম্ম-বিদ্বেষ, তাহার উপর এই প্রলোভন, কাজেই পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের আরবগণও **'মোহাম্মদ ও আবুবকরের মুণ্ড'** প্রাপ্তির জন্য যে কিরূপ আগ্রহান্বিত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। হজরত গুহা হইতে বহির্গত হইয়া যাত্রা করিতেছেন, এমন সময় জনৈক আরব দূর হইতে ইহা দেখিতে পাইয়া ত্বরিতপদে নিজ পল্লীতে আসিল। পল্লীর প্রধানগণ তখন এক মজলিসে বসিয়া গল্পগুজব করিতেছিল। আগন্তুক ব্যস্ত ত্রস্তভাবে সংবাদ দিল, একটী ক্ষুদ্র যাত্রীদল সমুদ্র উপকূলের দিকে গমন করিতেছে, আমার বিশ্বাস—মোহাম্মদ ও তাহার সহচরগণই ঐ পথ দিয়া পলায়ন করিতেছে। ছোরাকা সেখানে বসিয়াছিল, সে উত্তমরূপে বুঝিতে পারিল যে, সংবাদ-দাতা ঠিকই অনুমান করিয়াছে। কিন্তু শত উষ্ট্রের মূল্যবান পুরস্কার আর মোহাম্মদ হত্যার অক্ষয় যশ সে একাই লাভ করিবে, ইহাই তখন ছোরাকার দৃঢ় সংকল্প। কাজেই সে চাতুরী করিয়া বলিল—না না, মোহাম্মদ বা তাহার সহচরবৃন্দ নহে, আমি বিশেষরূপে জানি। অমুক অমুক লোক তাহাদের পলায়িত পশুর সন্ধানে বহির্গত হইয়াছে, আমি তাহাদিগকে দেখিয়াছি। ছোরাকা এমন ভাবে এই কথাগুলি বলিল যে, তাহার কথার সত্যতায় আর কাহারও সন্দেহ রহিল না। কাজেই কেহ সেই যাত্রীদলের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইল না। শত্রু সঙ্কল্পের ভীষণতা দর্শনে আমরা অনেক সময় বিচলিত হইয়া পড়ি, কিন্তু ন্যায় ও সত্যের সাধক যিনি, তাঁহার জন্য ঐ সকল ভীষণতার বিভীষিকাই যে স্বর্গের মঙ্গল আশীর্ব্বাদ রূপে পরিণত হয়, ছোরাকার সঙ্কল্প তাহার প্রমাণ। ছোরাকার দৃঢ় পণ—ভীষণ সঙ্কল্প, সে স্বয়ং ও একাকী 'মোহাম্মদের মুণ্ডপাত' করিবে, একাই যশ ও পুরস্কার লাভ করিবে, তাই আজ সে স্বগোত্রীয়দের নিকট সত্য গোপন করিল। নচেৎ আজ ছোরাকার সঙ্গে সঙ্গে আরও কত দুর্দ্ধর্ষ আরব শাণিত কৃপাণ, বিষাক্ত খড়্গ ও অসংখ্য ধনুর্ব্বান লইয়া, এই নিরস্ত্র, নিঃসম্বল যাত্রীদলের উপর আপতিত হইত। ইহা কম মো'জেজা নহে!

ছোরাকা অল্পক্ষণ সেই সভাক্ষেত্রে উপবেশন করিয়া, ধীরপদ বিক্ষেপে তথা হইতে বাটী আসিল, নানাবিধ ভীষণ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া গৃহের পশ্চাৎদ্বার দিয়া বাহির হইয়া পড়িল,

এবং দ্রুতগামী অশ্বে আরোহণ করিয়া তাহাকে সমুদ্র উপকূলের দিকে তীরবেগে ছুটাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে এই আততায়ী আরব ছুওয়ার, তাহার সমস্ত মারণ অস্ত্র, তাহার সমস্ত ভীষণ সঙ্কল্প বহন করিয়া মদিনা যাত্রীদিগের নিকটবর্ত্তী হইল। মরুভূমির পর্ব্বত প্রান্তর বালুকাস্তূপ ও বৃহৎ শিলাখণ্ডে পরিপূর্ণ, এই সকল অধিত্যকাপথে অতি সাবধানে অশ্ব চালনা করিতে না পারিলেই বিপদ। কিন্তু ছোরাকার আর বিলম্ব সহিতেছে না। সে যথাসাধ্য দ্রুতবেগে অশ্ব চালনা করিতেছে, উপযুক্ত স্থানে উপনীত হইয়া একটী শর নিক্ষেপ করিতে পারিলেই তাহার সঙ্কল্প সিদ্ধি হইতে পারিবে। এই উত্তেজনা ও ত্রস্ততার মধ্যে ছোরাকার অশ্ব তীরবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। অসতর্কতার ফলে, ঠিক এই সময়, ছোরাকার অশ্ব একটী প্রস্তর খণ্ডে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ভূপতিত হইতে হইতে বাঁচিয়া গেল। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে জর্জ্জরিত ছোরাকার মনে একটা খটকা জাগিয়া উঠিল। সে তখন, আরবের প্রচলিত প্রথানুসারে, তীর বাহির করিয়া বর্ত্তমান যাত্রার ফলাফল দেখিতে লাগিল। সে তাহার সঙ্কল্পে কৃতকার্য্য হইতে পারিবে কিনা, ইহাই তাহার গণনার বিষয় ছিল। গণনা ফলে 'না' বাহির হইল। ছোরাকা দুর্দ্ধর্ষ আরব—মহাশক্তিশালী বীর—নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। কিন্তু তাহার মস্তিষ্ক শক্তিশূন্য, তাহার হৃদয় দুর্ব্বল, কারণ অন্ধবিশ্বাসের মারাত্মক জীবাণুগুলি তাহার প্রকৃত শক্তিটাকে খাইয়া ফেলিয়াছে। কাজেই গণনা ফলে 'না' দেখিয়া ছোরাকা কতকটা বিষণ্ণ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। কিন্তু অল্পক্ষণ ইতস্ততঃ করিয়া সে গণনা ফলকে অগ্রাহ্য করিয়া আবার অগ্রসর হইল। ছোরাকা হয়ত মনে করিল, সম্ভবতঃ গণনারই ভুল হইয়াছে।

ছোরাকা বলিতেছে :—'আমি আবার অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিলাম, অশ্ব ধাবিত করিয়া তাঁহাদের নিকটবর্ত্তী হইলাম। আবুবকর তখন সতর্কতার সহিত চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। কিন্তু হজরত ধীর স্থিরভাবে, সম্পূর্ণ অবিচলিত চিত্তে উষ্ট্রের উপর বসিয়া আছেন,—তন্ময় তদগত ভাবে কোরআনের পবিত্র আয়তগুলি তেলাঅত করিতেছেন তিনি একবারও মাথা তুলিয়া কোন দিকে দেখিতেছেন না।' যাহা হউক, ছোরাকা তখন দিক্‌বিদিক্ না দেখিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া দিল।

লম্ফন কুর্দ্দন পূর্ব্বক অধিত্যকাপথের বাধাবিঘ্নগুলি উল্লঙ্ঘন করিতে করিতে ছোরাকার অশ্ব আবার তীরবেগে ছুটিল। কিন্তু এই উত্তেজনা ও অসতর্কতার ফলে, অধিক দূর অগ্রসর হইতে না হইতে, অশ্বের সম্মুখের পদদ্বয় ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গেল। ছোরাকার অশ্ব তখন উদ্ধারের জন্য চীৎকার করিতে লাগিল। তাহার পদাঘাতে ধূলিপুঞ্জ উত্থিত হইয়া, ধোঁয়ার ন্যায় স্থানটাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। ছোরাকা বহু চেষ্টা করিল, কিন্তু সমস্তই বিফল হইয়া গেল। তখন প্রথম গণনা ফলের কথা তাহার মনে জাগরিত হইয়া উঠিল। সে আবার খুব সতর্কতার সহিত গণনার তীর বাহির করিয়া নির্দ্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসারে ফলাফল দেখিবার চেষ্টা করিল।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

এবারও গণনা ফল 'না' বাহির হইল। অশ্বের দুরবস্থার পর দ্বিতীয় গণনার এই অপ্রীতিকর ফল দর্শনে ছোরাকার অন্ধবিশ্বাসপূর্ণ হৃদয় একেবারে দমিয়া গেল। পক্ষান্তরে, আল্লার উপর হজরতের আত্মনির্ভর ও অটুট বিশ্বাস, এবং মোস্তফা চিত্তের অপূর্ব্ব দৃঢ়তা ও অবিচঞ্চল ভাব দর্শনে ছোরাকা যুগপৎভাবে ভয়ে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। ছোরাকা নিজেই বলিতেছে—"তখনকার অবস্থা দর্শনে আমার মনে দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে, মোহাম্মদ নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইবেন।' যাহা হউক, ছোরাকা তখন ভীতচকিত স্বরে চীৎকার করিয়া বলিল,—'হে মক্কার ছওয়ারগণ! একটু দাঁড়াও, আমি ছোরাকা, আমার কিছু কথা আছে, কোন অনিষ্টের ভয় নাই।' (১) তখন ছোরাকা হজরতের নিকটবর্ত্তী হইয়া কোরেশের ঘোষণা ও স্বীয় সঙ্কল্পের কথা ব্যক্ত করিল, এবং নিজের অশ্ব খাদ্য সম্ভার ও অস্ত্রশস্ত্রাদি তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। হজরত বলিলেন, এই সকলের কোন আবশ্যক আমাদিগের নাই, তুমি আমাদের সন্ধান কাহাকে না বলিয়া দিলেই আমরা উপকৃত হইব। তখন ছোরাকা প্রার্থনা করিল, আমার জন্য একটা পরওয়ানা লিখিয়া দিন, আবশ্যক হইলে আমি তাহা প্রদর্শন করিয়া উপকৃত হইতে পারিব। তখন হজরতের আদেশ মতে আমের একখণ্ড চামড়ার উপর ঐরূপ পরওয়ানা লিখিয়া দিলেন। অতঃপর ছোরাকা ফিরিয়া আসিল এবং যাত্রীদল মদিনার পথে প্রস্থান করিলেন।

জোবের-বেন-আওয়াম এবং আরও কতিপয় ছাহাবা বাণিজ্য ব্যপদেশে সিরিয়া প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন, পথে হজরতের সহিত তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার ঘটিল। জোবের এই সময় হজরত ও আবুবকরের ব্যবহাবের জন্য কয়েক খণ্ড শ্বেত বস্ত্র নজর উপস্থিত করিলে, তাঁহারা উভয়ে তাহা পরিধান করেন। (২)

হেজরত সংক্রান্ত ঘটনার এই অংশেব বর্ণনায়, আমাদের ইতিহাসকারগণ কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ ভ্রম প্রমাদের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছেন, এবং তাহার মধ্যকার কয়েকটা ভ্রমের দ্বারা, পরম ন্যায়নিষ্ঠ খৃষ্টান লেখকগণ নিজেদের মহৎ অভিসন্ধি চরিতার্থ করার চেষ্টা পাইয়াছেন। কাজেই আমাদিগকেও এ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে হইল।

ইতিহাসের ভ্রম।

হেজরত সংক্রান্ত বিবরণগুলি, ইতিহাস ও হাদিছ গ্রন্থসমূহে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীদিগের প্রমুখাৎ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হাদিছের বিশ্বস্ততম গ্রন্থ বোখারীর বিভিন্ন অধ্যায়ে স্বয়ং আবুবকর ও ছোরাকা প্রভৃতি কর্ত্তৃক ইহার ক্ষুদ্রবৃহৎ সমস্ত ঘটনার রেওয়ায়ৎ করা হইয়াছে। কাজেই রেওয়ায়তের হিসাবে এই সকল বিবরণ সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে মতলব

(১) এইটুকু হাদিছের অংশ নহে, ইতিহাস হইতে গৃহীত।
(২) বোখারী ১৫—৪৭০, ৭৪ পৃষ্ঠা, এবং মোছলেম প্রভৃতি।

সিদ্ধি হইবে না দেখিয়া, কতিপয় চতুর খৃষ্টান লেখক ইতিহাস-দর্শনের দোহাই দিয়া, এবং বিবরণগুলির আভ্যন্তরীণ সাক্ষ্য প্রমাণের আলোচনা করিয়া, সেগুলিকে অবিশ্বাস্য, অন্ততঃ সন্দেহজনক, বলিয়া সপ্রমাণ করার নিমিত্ত প্রচুর পণ্ডশ্রম করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন,—ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, ছোরাকার অশ্বের পদাঘাতে ভূগর্ভ হইতে ধূমপুঞ্জ নির্গত হইয়াছিল। ইহা অস্বাভাবিক সুতরাং মিথ্যা কথা। এই প্রকার মিথ্যার সংশ্রবে বিবরণটাই সন্দেহ স্থলে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু পাঠকগণ বোখারীর হাদিছে স্বয়ং ছোরাকার মুখে অবগত হইয়াছেন যে, তাহার অশ্বের পদাঘাতে ধূলিপুঞ্জ উদ্ধত হইয়া 'ধূমবৎ' প্রতীয়মান হইতেছিল। সুতরাং সমালোচকগণ বোখারী মোছলেম প্রভৃতি গ্রন্থের বিশ্বস্ত হাদিছগুলিকে কোনমতেই দুর্ব্বল করিতে পারিতেছেন না। পরবর্ত্তী অসতর্ক ও অস্বাভাবিকপ্রিয় লেখকগণের পক্ষে 'ধূমবৎ ধূলিপুঞ্জ'কে ধূমপুঞ্জে পরিণত করিয়া ফেলা কিছুই বিচিত্র নহে। কিন্তু ইঁহাদের এই অতিরঞ্জনে মূল বিবরণের সত্যোদ্ধারের কোনই বিঘ্ন উপস্থিত হইতেছে না।

কোন কোন রাবী বর্ণনা করিয়াছেন যে, গুহায় অবস্থানকালে আবুবকরের পুত্র আবদুর রহমান মক্কায় সমস্ত সংবাদ দিয়া যাইতেন। ইহাতেও সংশয় উপস্থিত করা হইয়াছে। কারণ আবদুর রহমান দীর্ঘকাল যাবৎ এছলাম গ্রহণ করেন নাই বলিয়া জানা যাইতেছে। (১) এমন কি তিনি বদর যুদ্ধে কাফেরগণের সহিত যোগদান করেন। স্বয়ং আবুবকর শাণিত তরবারী লইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের উল্লিখিত বোখারীর হাদিছে আবদুর রহমান স্থলে আবদুল্লার উল্লেখ আছে। এমাম এবনে হাজর বলিয়াছেন—আবদুর রহমানের নাম উল্লেখ করা রাবীর ভ্রম মাত্র। (২) সুতরাং সহজেই ঐ সংশয়ের অপনোদন হইয়া যাইতেছে।

কোন কোন ঐতিহাসিক, এমন কি আধুনিক লেখক (৩) গুহায় অবস্থানকাল এবং তথা হইতে যাত্রার সময় নির্ণয় প্রসঙ্গে নানাবিধ ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু হাদিছে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত ও আবুবকর তিন রাত্রি গুহায় অবস্থান করিয়াছিলেন। সুতরাং দুই দিবস ও তিন রজনী গুহায় অবস্থান করার পর তৃতীয় দিবসের প্রত্যুষে যে তাঁহারা মদিনাভিমুখে যাত্রা করেন, ইহা স্পষ্টতই জানা যাইতেছে।

নানাবিধ গুরুগম্ভীর শব্দে ইতিহাস-দর্শনের দোহাই দিয়া আর একটা সংশয় উপস্থিত করা হইয়াছে যে, গুহা হইতে যাত্রার প্রথম দিবসে, আবুবকর যে রাখালের ছাগী দোহন করিয়া দুগ্ধ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আবুবকরের প্রশ্নের উত্তরে সে যেরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তাহাতে সে একবার নিজকে মক্কার অধিবাসী এবং পুনরায় মদিনার অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ

(১) এছাবা। (২) ফৎহুল বারী ১৫—৪৭২।
(৩) মওলানা শিবলী, মিঃ আমীর আলী, কাজী ছোলেমান প্রভৃতি।

করিতেছে। অতএব এহেন অসংলগ্ন কথা যে হাদিছে আছে, তাহাতে কিরূপে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়? এই সংশয়ের উত্তরে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এখানে মক্কা ও মদিনা একই অর্থ বাচক। মদিনা অর্থে নগর আর মক্কা নগরের নাম। এখন মদিনা বলিলে যে নগর-বিশেষকে বুঝায়, হেজরতের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত তাহার নাম ছিল—য়্যাছরেব। হজরত য়্যাছরেবে শুভাগমন করার পর, স্থানীয় লোকেরা উহাকে মদিনাতুর-রাছুল বা রছুল-নগর বলিয়া উল্লেখ করিতে থাকেন। কালে তাহার কেবল মদিনা নামটী থাকিয়া যায়। ফলতঃ রাখালের উক্তির সময় বর্ত্তমান মদিনার মদিনা নামই হয় নাই। মক্কার নিকবর্ত্তী চারণক্ষেত্রের রাখাল যখন বলিতেছে, আমি মদিনার লোক, তখন তাহার স্পষ্ট এবং একমাত্র অর্থ এই যে, আমি নগরের অর্থাৎ মক্কার অধিবাসী। আমাদের এক শ্রেণীর লেখক, অনভিজ্ঞ পাঠকবর্গকে প্রবঞ্চিত করার জন্য কি প্রকার যুক্তি প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, উপরের উদাহরণ কয়টীর দ্বারা তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

হজরত ও তাঁহার সঙ্গীগণ যে পথ ধরিয়া মদিনায় যাইতেছিলেন, সেই পথে উম্মেমা'বদ ও তাঁহার স্বামী আবুমাবদের আশ্রম-কুটীর অবস্থিত ছিল। এই পুণ্যাত্মা দম্পতিযুগল শ্রান্ত-ক্লান্ত পথিকদিগকে আশ্রয় দিতেন—খাদ্য ও পানীয় যোগাইয়া বুভুক্ষু ও তৃষ্ণাতুর অতিথিগণের সেবা করিতেন। হজরত যখন তাঁহাদের আশ্রমে উপনীত হইলেন, তখন স্বামী আবুমাবদ মেষপাল চরাইবার জন্য আশ্রম হইতে দূরে চলিয়া গিয়াছেন। যাত্রীদল আশ্রমের নিকট অবতরণ করিয়া উম্মেমাবদের নিকট সন্ধান লইলেন—সেখানে কোন প্রকার খাদ্য বা পানীয় ক্রয় করার সুযোগ হইতে পারে কি না? পথিকদিগের কথা শুনিয়া উম্মেমা'বদ বিষণ্ণভাবে উত্তর করিলেন—না মহাশয়! থাকিলে মূল্য দিতে হইত না, আমি নিজেই তাহা উপস্থিত করিতাম। আশ্রমের এক প্রান্তে একটা ছাগী শুইয়াছিল, হজরত উম্মেমা'বদকে বলিলেন—উহাকে দোহন করিয়া দুগ্ধ সংগ্রহ করা যাইতে পারে কি? উম্মেমা'বদ উত্তর করিলেন, ছাগটি কৃশ বলিয়া পালের সহিত চরিতে যায় নাই। যদি উহার স্তনে দুধ থাকে, তবে তাহা আপনি দোহন করিয়া লইতে পারেন। হজরত 'বিছমিল্লা' বলিয়া, তাহাকে দোহন করিলেন। সম্ভবতঃ কৃশ মনে করিয়া কয়েক দিন তাহাকে দোহন করা হয় নাই, তাহার স্তনে কয়েক দিনের যে দুগ্ধ সঞ্চিত ছিল, তাহা পথিকগণের পক্ষে নিতান্ত অপ্রচুর হইল না। দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া পান করার নিয়ম আরবে প্রচলিত ছিল। সুতরাং হজরত ও তাঁহার সঙ্গীত্রয় কতকটা দুগ্ধ পান করিয়া তাহার একাংশ আশ্রম স্বামিনীর জন্য রাখিয়া দিয়া সকলে আবার তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

উম্মেমা'বদের আশ্রম।

হজরতের যাত্রার অল্পক্ষণ পরে আবুমাবদ আশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং পাত্রে দুগ্ধ দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—দুগ্ধ কোথা হইতে আসিল? উম্মেমা'বদ তখন পথিকগণের আগমন

বার্ত্তা ও ছাগ দোহনের কথা স্বামীকে জানাইলেন। আবুমাবদের আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি স্ত্রীর নিকট হজরতের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহিলে, উম্মেমা'বদ পার্ব্বত্য আরবের স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় যে সকল শব্দের দ্বারা হজরতের রূপগুণের বর্ণনা করিয়াছিলেন, বাঙ্গলা ভাষায় তাহার যথাযথ অনুবাদ প্রদান করা সম্ভবপর না হইলেও, নিম্নে পাঠকগণকে তাহার কতকটা আভাস দিবার চেষ্টা করিব। উম্মেমা'বদ বলিতেছেন :—

"তাঁহার উজ্জ্বল বদনকান্তি, প্রফুল্ল মুখশ্রী, অতি ভদ্র ও নম্র ব্যবহার। তাঁর উদরে স্ফীতি নাই, মস্তকে খালিত্ব নাই। সুন্দর সুদর্শন; সুবিস্তৃত কৃষ্ণবর্ণ নয়নযুগল, কেশকলাপ দীর্ঘ ঘনসন্নিবেশিত। তাঁর স্বর গম্ভীর, গ্রীবা উচ্চ, নয়নযুগলে যেন প্রকৃতি নিজেই কাজল দিয়া রাখিয়াছে, চোখের পুতুলি দুইটী সদা উজ্জ্বল ঢল ঢল। ভ্রূযুগল নাতিসূক্ষ্ম পরস্পরসংযোজিত, স্বতঃকুঞ্চিত ঘনকৃষ্ণ কেশদাম। মৌনাবলম্বন করিলে, তাঁহার বদনমণ্ডল হইতে গুরুগম্ভীর ভাবের অভিব্যক্তি হইতে থাকে, আবার কথা বলিলে মনোপ্রাণ মোহিত হইয়া যায়। দূর হইতে দেখিলে কেমন শোভন কেমন মনোমুগ্ধকর সে রূপরাশি, নিকটে আসিলে কত মধুর কত সুন্দর তাঁহার প্রকৃতি। ভাষা অতি মিষ্ট ও প্রাঞ্জল, তাহাতে ত্রুটি নাই অতিরিক্ততা নাই, বাক্যগুলি যেন মুক্তার হার। তাঁহার দেহ এত খর্ব্ব নহে—যাহা দর্শনে ক্ষুদ্রত্বের ভাব মনে আসে, বা এমন দীর্ঘ নহে নয়ন যাহা দেখিতে বিরক্তি বোধ করে, তাহা নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব। পুষ্টিও পুলকে সে দেহ যেন ফুল্লকুসুমিত নববিটপীর সদ্যপল্লবিত নবীন প্রশাখা। সে মুখশ্রী বড় সুন্দর, বড় সুদর্শন ও সুমহান। তাঁহার সঙ্গীরা সর্ব্বদাই তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। তাহারা তাঁহার কথা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করে, এবং তাঁহার আদেশ উৎফুল্ল চিত্তে পালন করে।" স্ত্রীর মুখে এই বর্ণনা শ্রবণ করিয়া আবুমাবদ উত্তেজিত স্বরে বলিলেন—আল্লার দিব্য, ইনি কোরেশের সেই ব্যক্তি, ইঁহারই সম্বন্ধে আমরা কত সত্য মিথ্যা সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি। আমার দুরদৃষ্ট, এমন সময় আমি অনুপস্থিত ছিলাম, নচেৎ আমি নিশ্চয়ই তাঁহার শরণ লইতাম, সুযোগ পাইলে এখনও তাহার চেষ্টা করিব। (১)

হজরতের রূপগুণ বর্ণনা।

হজরত মদিনায় হেজরত করিবেন, ইহা কোরেশদিগের বিশেষরূপে জানা ছিল। তাই তাহারা মদিনা গমনের গন্তব্য পথের চতুর্পার্শ্ববর্ত্তী আরব গোত্রগুলির মধ্যে নিজেদের সঙ্কল্প ও মূল্যবান পুরস্কারের কথা ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল—উপরে ছোরাকার স্বীকারোক্তিতে আমরা ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। এই ঘোষণামতে, আছলম বংশের বারিদা নামক জনৈক প্রধান, ৭০ জন দুর্দ্ধর্ষ আরবকে লইয়া হজরতের আগমন

দস্যুদলের আক্রমণ।

(১) তাবকাত ১, ১—১৫৫, ৫৬ পৃষ্ঠা, জাদুল মাআদ ১—৩০৭ পৃষ্ঠা। মাওয়াহেব, তাবরী, হালবী প্রভৃতি।

প্রতীক্ষা করিতেছিল। মদিনার উপরিভাগ আর অধিক দূর নাই, এমন সময় এই ক্ষুদ্র যাত্রী-দলের সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। পাঠক, একবার অবস্থাটা চিন্তা করিয়া দেখুন। ৭০ জন দুর্দ্ধর্ষ আরব দস্যু, সকলে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। লুণ্ঠন ব্যবসায়ী পশুপ্রকৃতির এই দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদল যুগপৎভাবে বিদ্বেষ ও প্রলোভনে উত্তেজিত উৎসাহিত। কা'বার অবমাননাকারী, লাৎ ওজ্জা হোবল প্রভৃতি দেবদেবীগণের শত্রু—মোহাম্মদের মুণ্ডপাত করার ন্যায় পুণ্যকর্ম্ম আর কি হইতে পারে! তাহার উপর মোহাম্মদ ও তাহার সহচরের প্রত্যেকের মুণ্ডের বিনিময়ে শত উষ্ট্রের মহামূল্য পুরস্কার। এ অবস্থায়, হজরতের সাক্ষাৎলাভ করিয়া তাহাদের দেহের প্রত্যেক তন্ত্রে শত শয়তানের বীভৎস তাণ্ডব জাগিয়া উঠিল—দ্বিসপ্ততি চক্ষে হলকে হলকে নরকাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।

এদিকে নিরস্ত্র এবং অস্ত্রধারণে অনভ্যস্ত হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা এবং তাঁহার নিরীহ সহচর আবুবকর। সঙ্গীদ্বয় অনাত্মীয়—অমুছলমান। মানুষের কল্পনায় এবার হজরতের রক্ষা-প্রাপ্তির কোন উপায়ই সম্ভবপর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। এহেন ঘোরতর বিপদের সময়ও মোস্তফা-বদনের সেই সদানন্দ, সদা-প্রশান্ত, সদা-উৎফুল্ল অথচ সদা-গম্ভীর স্বর্গীয় ভাবের কোনই বৈলক্ষণ্য দেখা যাইতেছে না। এই আসন্ন মৃত্যুর ছায়াতলে দাঁড়াইয়াও একটু চাঞ্চল্য বা অধৈর্য্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিল না। হজরত জানিতেন বুঝিতেন এবং প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, তিনি সত্যের সেবায় আল্লার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া-ছেন। নীরব-অবিচঞ্চল আত্মনিয়োগ, এবং কর্ত্তব্যের কল্যাণময় কর্ম্মক্ষেত্রে—সেবার স্বর্গীয় সাধনাশ্রমে বিনা প্রশ্নে ও বিনা ভাবনায় আপনার সকল শক্তির প্রয়োগ করাই তাঁহার নবীজীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য। তাঁহাকে রক্ষা করার সকল ভার সমস্ত ভাবনা অন্যত্র ন্যস্ত রহিয়াছে। বিশ্বাসের এই যে তেজ, ঈমানের এই যে শক্তি, আত্মনির্ভরের এই যে স্বর্গীয় ভাব—ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর অভিজ্ঞান ও মহত্তম মোজেজা আর কি হইতে পারে?

হজরত তখন নিবিষ্টমনে, তন্ময়তদ্‌গতভাবে কোরআন পাঠ করিতেছিলেন। সে পবিত্র স্বরলহরী, মধুরে গম্ভীরে, ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতমালায় রোমাঞ্চ জাগাইয়া তুলিতেছিল। এই সময় দস্যুদলপতি বারিদা ও তাহার সঙ্গীগণ হুহুঙ্কার দিয়া অগ্রসর হইল। তাহরা দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল, ক্রমশই কোরআনের সম্মোহন বাণী এবং হজরতের সুমধুর স্বরতরঙ্গ তাহাদের কর্ণকুহরে স্পষ্টতর স্বরে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতে লাগিল। সে সুর মর্ম্ম হইতে উঠিয়াছিল, কাজেই তাহা শ্রোতাদিগের মর্ম্মে স্থান গ্রহণ করিল। দস্যুদলপতি বারিদার চরণদ্বয় যেন ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল, তাহার বাহুযুগল শিথিল হইয়া পড়িল। এই সময় হজরত তাঁহার সেই স্বাভাবিক মধুর-গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—'আগন্তুক! তুমি কে? কি চাও?'

'আমি বারিদা ; আছলাম গোত্রপতি।'

'আছলাম্—শান্তি, শুভ কথা।'

—'আর আপনি কে ?'

'আমি মক্কার অধিবাসী, আবদুল্লার পুত্র মোহাম্মদ। সত্যের সেবক, আল্লার রছুল !'

হজরত বারিদার মুখের দিকে তাকাইলেন, প্রেমেপুণ্যে উদ্ভাসিত স্বর্গীয় তেজপুঞ্জে দীপ্তদৃপ্ত সে মুখমণ্ডলের দিকে তাকাইয়া বারিদা আত্মহারা হইল,—সে অবিলম্বে বসিয়া পড়িল, তাহার শিথিল মুষ্টি হইতে বর্ষাদণ্ড খসিয়া পড়িল। সঙ্গীদিগেরও এইরূপ আত্মহারা মাতওয়ারা অবস্থা। কোরআনের মহীয়সী বাণী, হজরতের মোহন স্বরতরঙ্গ এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার চিত্তের দৃঢ় অবিচঞ্চল ভাব। তাঁহার প্রাণের বল ও বিশ্বাসের তেজে এবং সত্যের পুণ্যপুলক উদ্ভাসিত বদন-মণ্ডলের সেই স্বর্গীয় দীপ্তিপ্রভাবে, বারিদা দমিয়া নমিয়া, সেই ভক্তভয় নিসূদন, পাপীগণ তারণ, হাশর ভয়বারণ মোস্তফা চরণে লুটাইয়া পড়িল ; সহচরগণও তাহার অনুসরণ করিল।

দস্যুদলের এছলাম গ্রহণ।

হজরত উপদেশ দিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইতেছেন—তখন বারিদার চৈতন্য হইল। তখন তিনি ভক্তিগদগদ কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—'প্রভুহে ! নিজগুণে একবার যে চরণে শরণ দিয়াছ, তাহা হইতে আর বঞ্চিত করিও না।' এই বলিয়া সঙ্গীদিগকে লইয়া বারিদা মহাউৎসাহে হজরতের অগ্রবর্ত্তী হইলেন। বারিদার মূল্যবান আমামা তখন তাঁহার বর্ষাফলকে এছলামের জয়পতাকারূপে উড্ডীন হইতেছে। ৭০ খানা খরসান উলঙ্গ কৃপাণ—৭০ খানা দীর্ঘ বর্ষাফলক, সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল। আর নিজের সেই শ্বেত পতাকাকে বারংবার আন্দোলিত করিয়া, বারিদা ঘোষণা করিতে করিতে চলিলেন :—

শান্তির রাজা আসিতেছেন—
মুক্তির কর্ত্তা আসিতেছেন—
সন্ধির স্থাপয়িতা আসিতেছেন—
ন্যায় ও বিচারে পৃথিবীতে
স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আসিতেছেন—
জগদ্বাসীর নিকট এই আনন্দসংবাদ ! (১)

---

(১) মাদারেজ ২—৭৯, ৮০। এছাবা, খাত্তাবী ও এবনে-জওজী। দেখ—অকা-উল-অফা ১—১৭০ বারিদা পথ হইতে ফিরিয়া যান। বদর সমরের সমসাময়িক কালে তিনি মদিনায় উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য যে, এই সময় পর্য্যন্ত তিনি স্বগোত্রে এছলাম প্রচারে প্রবৃত্ত ছিলেন।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মদিনা প্রবেশ।

اشرق البدر علينا - من ثنيات الوداع

হজরত মক্কা হইতে যাত্রা করিয়াছেন, মদিনাবাসী মুছলমানগণ যথাসময়ে এ সংবাদ জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং সহর ও সহরতলীর জনসাধারণের বিশেষতঃ মুছলমানদিগের আনন্দ ও উৎসাহের সীমা রহিল না। মদিনার মুছলমানগণ প্রত্যহ প্রত্যুষে উঠিয়া নগর প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন, এবং সূর্য্য কিরণ প্রখর না হওয়া পর্য্যন্ত আশা আকাঙ্খা উদ্বেলিত চিত্তে সেখানে হজরতের আগমন প্রতিক্ষায় বসিয়া থাকিতেন। যে দিন হজরত মদিনায় শুভাগমন করিবেন, সে দিনও তাঁহারা যথা নিয়মে অপেক্ষা করার পর, দ্বিপ্রহরের সময় নগরে ফিরিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের প্রত্যাবর্ত্তনের অল্পক্ষণ পরেই, হজরত ও তাঁহার সহচরবৃন্দ মদিনার উপরিভাগের (Upper Madina,) কোবা নামক পল্লীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জনৈক এহুদী দুর্গ প্রাচীর হইতে দেখিতে পাইল—উজ্জ্বল শুভ্রবসন পরিহিত একদল পথিক সহরতলীর নিকটবর্ত্তী হইতেছেন। আগন্তুক কাহারা, তাহা আর তাহার বুঝিতে বাকী রহিল না। সে সেখান হইতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—হে আরবীয়গণ! অগ্রসর হও, ঐ দেখ, তোমাদের সেই "ধনী" আসিতেছেন। (১)

কোবা পল্লীতে শুভাগমন।

এহুদীর চীৎকার শত কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইয়া নগরময় আনন্দ ও উৎসাহের মহা কোলাহল জাগাইয়া তুলিল। মুছলমানগণ হজরতের অভ্যর্থনার জন্য, ছুটাছুটি করিয়া অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া আসিতে লাগিলেন। বানি আমর-বেন-আওফ গোত্র নগর প্রবেশের পথ পার্শ্বে অবস্থান করিতেন, বহু প্রবাসী মুছলমান তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া হজরতের অপেক্ষা করিতেছিলেন। বহু প্রত্যক্ষদর্শী রাবী বলিতেছেন—হজরতের শুভাগমন বার্ত্তা ঘোষিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বনিআমের গোত্রের পল্লী হইতে ঘন ঘন আনন্দরোল উত্থিত হইতে লাগিল; মুহুর্মুহু আল্লাহো-আকবর নিনাদে পল্লিপ্রান্তর কাঁপিয়া উঠিল।

প্রথম রবী মাসের ৮ই তারিখ সোমবার ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় হজরত কোবা প্রান্তরে

(১) বোখারী।

উপনীত হইলেন। অভ্যর্থনা করিবার জন্য ভক্তগণ দলে দলে হজরতের সন্নিধানে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। কিঞ্চিত বিশ্রাম গ্রহণ ও আগন্তুকগণের সহিত স্থিরভাবে কুশলবাদ করার জন্য, হজরত সেখান হইতে একটু দক্ষিণে সরিয়া গিয়া একটী খেজুর গাছের ছায়াতলে উপবেশন করিলেন। হজরত মৌনভাবে বসিয়া আছেন, আর আবুবকর তাঁহার পার্শ্বদেশে দাঁড়াইয়া। হজরতের পোষাক পরিচ্ছদে কোন জাঁমজমক নাই, ভক্ত আবুবকর এবং প্রভু মোহাম্মদ মোস্তফা—উভয়ের পোষাক পরিচ্ছদে এতটুকু পার্থক্যও ছিল না, যাহা দেখিয়া সাধারণ লোকে সহজে হজরতকে চিনিতে পারিত। এমনকি মদিনার অনেক মুছলমান—যাঁহারা পূর্ব্বে হজরতকে দেখেন নাই—আবুবকরকে হজরত মনে করিয়া অভিবাদন করিতে লাগিলেন। এই সময় ছায়া সরিয়া যাওয়ায় হজরতের মুখে রৌদ্র লাগিতে লাগিল। আবুবকর এই সুযোগে আপনার বস্ত্রাঞ্চল দিয়া হজরতের মাথার উপর ছায়া করিয়া দাঁড়াইলেন। ছায়া করাও হইল, আর কে দাস কে প্রভু, এই সুযোগে তাহারও পরিচয় দেওয়া হইল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম এবং পরস্পর কুশলবাদ ও সাদর সম্ভাষণের পর, হজরত ও আবুবকর, ভক্তগণের সহিত মদিনার কোবা নামক পল্লীতে, বনিআমের বংশের কুলছুম-বেন-হেদ্‌মের বাটীতে উপনীত হইলেন।

হজরত কোবা পল্লীতে ১৪ দিন অবস্থান করেন, (১) এবং এই সময়ের মধ্যে স্থানীয় মুছলমানদিগের সাহচর্য্যে সেখানে একটী মছজিদ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। কোরআন শরীফে এই মছজিদের ও কোবাবাসী মুছলমানগণের প্রশংসামূলক আয়ৎ বর্ণিত হইয়াছে। হজরত কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই মছজিদই এছলামের প্রথম উপাসনা মন্দির। (২) হজরতের মদিনা যাত্রার পর মহাত্মা আলী কোরেশগণ কর্ত্তৃক কিরূপে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন, তাহা আমরা যথাস্থানে দেখিয়াছি। আলী অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভ করার পর, হজরতের নিকট গচ্ছিত টাকাকড়ি ও মূল্যবান অলঙ্কারাদি মালেকগণকে ফেরৎ দিয়া অবিলম্বে মক্কা হইতে পলায়ন করিলেন। আলী ধৃত বা নিহত হওয়ার ভয়ে, দিবাভাগে কোন গুপ্তস্থানে লুকাইয়া থাকিতেন, এবং রাত্রিকালে যথাসাধ্য দ্রুতবেগে পথ পর্য্যটন করিতেন। এইরূপে কয়েক দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের পর তিনি কোবা পল্লীতে হজরতের সহিত মিলিত হইলেন। রজনীযোগে পদব্রজে দ্রুত পথ পর্য্যটনের ফলে, আলীর পদদ্বয় এমন জর্জ্জরিত ও বেদনাক্রান্ত হইয়া পড়ে যে, প্রথমে কিছু সময় তিনি একেবারে উত্থান শক্তি রহিত হইয়া পড়েন।

আলীর আগমন ও মছজিদ নির্ম্মাণ।

কোবায় মছজিদ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইলে, হজরত অন্যান্য মুছলমানদিগের সহিত যোগ দিয়া সমানভাবে মজুরের কাজ করিয়াছিলেন। গুরুভার প্রস্তর উত্তোলন করিতে একএকবার তাঁহার

(১) বোখারী ঐ, ৪৮৬। (২) আবুদাউদ, ফাৎহুল বারী।

শরীর নমিয়া পড়িতেছিল। কোন ভক্তের নজর পড়িলে, তিনি ছুটিয়া আসিয়া বলিতেছিলেন—প্রভু হে! আপনি ক্ষান্ত হউন, আমাদের পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হউন, আমরা লইয়া যাইতেছি। হজরত সহাস্য বদনে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আর একখানা পাথর তুলিয়া মছজিদের ভিত্তিমূলে উপস্থিত করিতেন। এইরূপে ইহ-পরকালের প্রভু আমার নিজের মাথায় পাথর বহিয়া, কোবা মছজিদের—না, না, এছলামের অতুলনীয় সাম্য ও বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

'মোস্তফা চরিতের' অনুশীলন প্রয়াসী পাঠক পাঠিকাগণ! এখানে মুহূর্ত্তেকের জন্য অপেক্ষা করুন। উপরে হজরতের মদিনা যাত্রা হইতে মছজিদ নির্ম্মাণের সময় পর্য্যন্ত, যে সকল ঘটনার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, সেগুলিকে একটু নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করুন। 'আল্লার উপর ভরসা, তিনি যাহা করিবেন তাহা হইবে। তাঁর মর্জ্জি হইলে সকলেই হেদায়ত পাইবে। হেদায়ত দেনেওয়ালা আর গোমরাহ কর্ণেওয়ালা এক মাত্র তিনি'—এহেন অনৈছলামিক ও নিকৃষ্ট অদৃষ্টবাদ বা তকদিরের নামে আত্মবঞ্চনা হজরত কখনই করেন নাই। কোরেশ তাঁহাকে হত্যা করিয়া ও অন্যান্য প্রকারে এছলামের ও মোছলেম জাতীয়তার মুলোচ্ছেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এ সময় 'তওয়াক্কোলের' নামে আত্মপ্রবঞ্চনা, কাপুরুষের ন্যায় কর্ম্মবিমুখতার এহেন নীচ কৈফিয়ৎ—হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা কখনই প্রদান করেন নাই। 'বিশ্বাস ও কর্ম্ম' এই দু'য়ের যৌগপত্তিক সমবায়ের নামই ঈমান, ইহাই তাঁহার শিক্ষা। তাই তিনি এছলামও ও মোছলেম জাতীয়তার রক্ষা ও উন্নতি সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন। পক্ষান্তরে নিজের যথাসাধ্য কর্ত্তব্যপালনের পর কৃতকার্য্যতা ও সাফল্যের জন্য আল্লার উপর সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর। ان الله لا يضيع اجر المحسنين আল্লাহ সৎকর্ম্মশীলদিগের কর্ম্মফলকে ব্যর্থ করেন না (১) একদিকে দৃঢ়তার সহিত এই বিশ্বাস, অন্যদিকে কর্ম্মফল সম্বন্ধে চাঞ্চল্যহীন ধীরতা। একদিকে গোপনে বক্রপথে মদিনা যাত্রা কত সতর্কতা, কত সাবধানতা,—অন্যদিকে আততায়ীগণের শত শাণিত কৃপাণ ছায়ায় 'ভয় নাই, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন' (১) বলিয়া চাঞ্চল্যহীন বিশ্রাম। জগতের কোন দর্শনে, কোন বিজ্ঞানে তুমি এ পুণ্য আদর্শ দেখিতে পাইবে না। এছলামের 'তক্‌দির' নাস্তিকের জড়বাদও নহে; কর্ম্মবিমুখ কাপুরুষের অদৃষ্টবাদও নহে—উহা বিশ্বাস ও কর্ম্মের এবং নির্ভর ও সাধনার অতি সরল অতি স্বাভাবিক এবং অতি দার্শনিক সমষ্টি। মোছলেম জাতীয় জীবনের একমাত্র উন্মেষ—হজরতের এই পবিত্র ছুন্নত বা তাঁহার এই মহান আদর্শ হইতে। আবার এই ছুন্নতের অনুসরণ করিলে মুছলমানের ভবিষ্যৎ তাহার অতীতের সহিত সমঞ্জস হইয়া যাইবে। নচেৎ এ পতনের পরিণাম—নিশ্চিত মৃত্যু!

নবীর ছুন্নৎ।

(১) কোরআন—তাওবা, হুদ।

মোস্তফা-চরিত।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আড়ম্বরহীন জীবনের পুণ্য আদর্শটীও আজ আমাদের পক্ষে বিশেষরূপে অনুকরণীয়। হজরতের পোষাক পরিচ্ছদে এতটুকু আড়ম্বর ও বিশেষত্বও ছিল না, যাহা দেখিয়া সাধারণ লোকে তাঁহাকে চিনিয়া লইতে পারিত। সেই নবীর নায়েব বলিয়া স্পর্দ্ধাকারী মৌলবী সমাজ, সেই নবীর চরণসেবক বলিয়া অভিমানী মোছলেম জাতি! একবার নিজেদের আত্মম্ভরিতা ও আড়ম্বর প্রিয়তার শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখ! আজকাল সাধারণতঃ এই অভিযোগে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, মুছলমান সমাজের সাধারণ স্তরও ক্রমে ক্রমে পোষাক পরিচ্ছদাদি বাহ্যাড়ম্বরে আসক্ত ও বিলাসী হইয়া পড়িতেছে। এই অভিযোগটী ভিত্তিহীন নহে এবং ইহা যে দুঃখজনক তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্যের অনুরোধে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, মৌলবী সমাজ ও ইংরাজী শিক্ষিতদিগের আড়ম্বরের আদর্শই তাহাদের এই অনিষ্টের, একমাত্র না হইলেও, প্রধানতম কারণ। ভাবিয়া দেখ, পোষাক পরিচ্ছদের এই আড়ম্বরের অন্তরালে, তোমার হৃদয়ের স্তরে স্তরে আত্মম্ভরিতা ও বৈশিষ্ট্যলাভের একটা অতি বীভৎস ভাব ওতপ্রোত ভাবে লুক্কায়িত হইয়া আছে। ঐ ভাবটী অহঙ্কারের আকর। একবার তোমার মনে ঐ ভাবটী আংশিকভাবে স্থানলাভ করিতে পারিলে, তুমি অন্যকে ক্ষুদ্র হেয় ও ঘৃণিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে। 'মোছলেম মাত্রই পরস্পর পরস্পরের ভাই'—কোরআন-কথিত এছলামিক সাম্যবাদের এই মূলনীতিই তাহা হইলে ধ্বংস হইয়া যায়। তাই এত সাবধানতা। এছলাম আসিয়াছে ক্ষুদ্রকে বৃহৎ করিতে—উপেক্ষিতকে সম্মানিত করিতে। সুতরাং এছলামের সেবক ও প্রচারক যিনি, তাঁহার সতত এই চেষ্টা হইবে যে, যে ছোট হইয়া আছে—জগত যাহাকে ছোট হইয়া থাকিতে শিখাইয়াছে, কোরআন কর্ত্তৃক প্রচারিত সাম্যবাদ ও মানবতার অধিকারের মহামন্ত্র তাহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করাইয়া, তিনি তাহাকে বড় করিয়া তুলিবেন।

নেতৃত্বের আদর্শ।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এহেন মোহাম্মদ মোস্তফার উম্মতই আজ অনর্থক আড়ম্বর ও বাহ্যভড়ংকের মোহে পড়িয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে বসিয়াছে। পাঠকগণ নিজেদের পরিচিত দুইজন সম অবস্থাপন্ন হিন্দু ও মুছলমানের তুলনা করিয়া দেখিলে, উভয়ের প্রভেদটা সম্যকরূপে অবগত হইতে পারিবেন। কলিকাতার রাস্তায় একখানা ধুতি একটা সার্ট ও একজোড়া চটিজুতা পায় দিয়া বহু ধনীসন্তান ও শিক্ষিত হিন্দু যুবককে প্রফুল্লচিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহাদের অপেক্ষা অনেক হীন অবস্থাপন্ন—এমন কি পরের সাহায্যে যাহাদের লেখা-পড়ার ব্যয় নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, সেই সকল—মুছলমান ছাত্রদিগের পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বর দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। সাধারণতঃ ইংরাজী জুতা, মোজা, গেঞ্জী সার্ট বা কোর্তা, আচকান ও টুপী তাহার চাই-ই। ইহার প্রকার সম্বন্ধেও ক্রমশঃ উৎকর্ষ সাধিত হইতেছে। মুছলমান

ছাত্রের একটা ভাল তুর্কী টুপী ক্রয় করিতে যাহা ব্যয় হয়, হিন্দু ছাত্রের বর্ণিত ৩ দফা পোষাক খরিদ করিতে তাহা লাগেও না। ইহার উপর যাঁহারা অপ-টু-ডেট মৌলবী বা ফাষ্ট ক্লাস জেন্টল্‌ম্যান্—ব্যক্তিগতভাবে তাঁহাদের অনেকের অবস্থা অবগত আছি—পোষাক পরিচ্ছেদের ষ্টাইল দোরস্ত রাখিতে যাইয়া অনেক সময় নাশ্‌তার জন্য দুই-চারিটা পয়সা ব্যয় করাও তাঁহাদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। যাঁহাদিগকে লোকে বড় ও ভদ্র বলিয়া মনে করে, তাঁহারা আদর্শ স্থাপন করিয়া এই রোগের প্রতিকার চেষ্টা করুন!

কোবার মছজিদ নির্ম্মাণকালে হজরত মাথায় করিয়া পাথর বহিতেছেন, (১) যথাস্থানে আমরা ইহা অবগত হইয়াছি। ভবিষ্যতেও আমরা এইরূপ আরও বহু আদর্শ দেখিতে পাইব। মুছলমান সমাজের বর্ত্তমান হাদী ও নেতৃবৃন্দ, একবার বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখুন। 'আমি বলিতেছি—তোমরা কর'—এরূপ নেতার উপদেশ ওয়াজের মজলিস বা বক্তৃতামঞ্চের বাহিরে কোনই প্রেরণা জাগাইতে পারে না। তাই আজ আমাদের সমস্ত ওয়াজ নছিহৎ, সমস্ত লেকচার বক্তৃতা অরণ্যরোদন মাত্রে পরিণত হইতেছে। সমাজের পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য, হজরত তাহা বলিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না, তিনি নিজে সর্ব্বপ্রথমে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। খলিফা চতুষ্টয়ের স্বর্ণযুগের অবস্থাও এইরূপ ছিল। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার এই আদর্শকে পুনরায় সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন না করিলে, আমাদের নেতৃসমাজের কোন চেষ্টাই সফলতা লাভ করিতে পারিবে না।

চতুর্দ্দশ দিবস সহরতলী কোবা পল্লীতে অবস্থান করার পর, হজরত তাঁহার মাতৃকুলের আত্মীয়—নাজ্জার বংশের লোকদিগকে সেইদিন তাঁহার মদিনা যাত্রার সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাত করিলেন। এই দুই সপ্তাহ আগ্রহ ও অপেক্ষায় কাটিয়া গিয়াছে, এখন হজরতের আগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহাদের আনন্দ ও উৎসাহের আর অবধি রহিল না। বীরজাতির প্রথানুসারে সকলে তরবারী ঝুলাইয়া হজরতের অভ্যর্থনার জন্য বাহির হইলেন। (২) নগরের অন্যান্য মুছলমান ও জনসাধারণের মধ্যেও অচিরাৎ এই শুভসংবাদটী প্রচারিত হইয়া পড়িল, এবং মদিনার আবালবৃদ্ধবণিতা আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিল।

এছলামের প্রথম জুম্‌আ।

সেদিন শুক্রবার, হজরত মদিনায় যাত্রা করিয়াছেন। অগ্রে পশ্চাতে এবং দক্ষিণে বামে ভক্তদল আনন্দে আত্মহারা হইয়া আল্লাহো আকবর নিনাদ করিতে করিতে সঙ্গে চলিয়াছেন। তাঁহারা অধিক দূর যাইতে না যাইতে, বানিছালেম গোত্রের পল্লীসন্নিধানে, জুমা-নামাজের সময়

---

(১) হজরত মছজিদ নির্ম্মাণের জন্য মাথায় করিয়া পাথর বহিতেন, আর আজ তাঁহার নায়েবগণের মধ্যে অনেকেই যেন মছজিদে ঝাড়ু দেওয়া (এমন কি আজান তকবির দেওয়াকেও) নিজেদের গৌরবান্বিত মৌলবী-জীবনের পক্ষে হেয়তাজনক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। ইহা কল্পনা নহে—প্রত্যক্ষ সত্য।

(২) বোখারী।

উপস্থিত হইল এবং ভক্তগণকে লইয়া হজরত সেইখানে জুমআর নামাজ সম্পন্ন করিলেন। ইহাই এছলামের প্রথম জুমআ বলিয়া ইতিহাস সমূহে কথিত হইয়াছে। এই দিবস নামাজের পূর্ব্বে হজরত যে অভিভাষণ বা খোৎবা দান করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইতেছে ঃ—

প্রথম খোৎবা।

সকল মহিমা—সমস্ত গরিমা একমাত্র আল্লার। তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন করি, (কর্ত্তব্য-পালনের জন্য) তাঁহারই সাহায্য প্রার্থনা করি, (কর্ত্তব্যপালনের ক্রটীহেতু) তাঁহারই নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করি ;—এবং সৎসপথ চিনিবার শক্তি তাঁহারই নিকট যাচ্ঞা করি। তাঁহাতেই ঈমান আনয়ন করিব এবং তাঁহার আদেশ অমান্য করিব না, যে তাঁহার প্রতি বিদ্রোহী তাহাকে আপনার বলিয়া জ্ঞান করিব না।

আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহ উপাস্য নাই, এবং ইহাও সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ তাঁহার দাস ও প্রেরিত-রছুল। যখন দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত জগত রছুলের উপদেশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল—যখন জ্ঞান জগত হইতে লুপ্ত হইয়া যাইতেছিল, যখন মানবজাতি ভ্রষ্টতা ও অনাচারে জর্জ্জরিত হইতেছিল, তাহাদের মৃত্যু ও কঠোর কর্ম্মফল ভোগের সময় যখন নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিতেছিল—এহেন সময় আল্লাহ সেই রছুলকে সত্যের জ্যোতি ও জ্ঞানের আলোক দিয়া জগদ্বাসীর নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। আল্লাহ ও তাঁহার রছুলের অনুগত হইয়া চলিলেই মানব-জীবনের চরম সফলতা লাভ হইবে। পক্ষান্তরে তাঁহাদের অবাধ্য হইলে ভ্রষ্ট পতিত ও পথহারা হইয়া পড়িতে হইবে।

সকলে নিজ নিজকে এমন ভাবে গঠিত ও সংশোধিত করিয়া লও, যেন পাপ ও ঘৃণিত কার্য্যের প্রবৃত্তিই তোমাদের হৃদয় হইতে চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যায় (১) ইহাই তোমাদিগের প্রতি আমার চরম উপদেশ! পরকাল চিন্তা ও তাক্‌ওয়া অবলম্বন করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপদেশ এক মোছলেম অন্য মোছলেমকে দিতে পারে না। যে সকল দুষ্কর্ম হইতে আল্লাহ তোমাদিগকে বারিত থাকিতে আদেশ দিয়াছেন—সাবধান, তাহার নিকটেও যাইও না। ইহাই হইতেছে উৎকৃষ্টতম উপদেশ, ইহাই হইতেছে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান।

আল্লাহ সম্বন্ধে তোমার যে কর্ত্তব্য আছে, তাঁহার সহিত তোমার যে সম্বন্ধ আছে, তুমি তাহা বিস্মৃত হইও না। সেই সম্বন্ধে যেখানে যে ক্রটী ঘটিয়া থাকে, তুমি প্রকাশ্যে ও গোপনে তাহার সংশোধন কর, সে সম্বন্ধকে দৃঢ় ও নিখুঁত করিয়া লও, ইহাই হইতেছে তোমার জীবিতকালের পরম জ্ঞান এবং পরজীবনের চরম সম্বল!

(১) মূলে এখানে 'তাক্‌ওয়া' শব্দ আছে, মানবীয় বিবেক চরম উৎকর্ষ লাভের পর, যখন এমন অবস্থায় উপনীত হয় যে, কুভাব ও কুচিন্তা স্বতই তাহার নিকট বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া বোধ হয়, তাহাকেই 'তাক্‌ওয়া' বলা হয়। দেখ—মুহীতুল-মুহীৎ ও ভূমিকা।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

স্মরণ রাখিও, ইহার অন্যথা করিলে, তোমরা কর্ম্মফলের সম্মুখীন হইতে ভীত হইলেও, তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। আল্লাহ প্রেমময় ও দয়াময়, তাই এই কর্ম্মফলের অপরিহার্য্য পরিণামের কথা পূর্ব্ব হইতেই তোমাদিগকে জ্ঞাত করতঃ সতর্ক করিয়া দিতেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের কথাকে সত্যে পরিণত করিবে, কার্য্যতঃ আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিবে, তাহার সম্বন্ধে আল্লাহ বলিয়াছেন—'আমার বাক্যের রদবদল নাই এবং আমি মানবের প্রতি অত্যাচারীও নহি।' অতএব, তোমরা নিজেদের মুখ্য ও গৌণ প্রকাশ্য ও গুপ্ত সকল বিষয়েই তাক্‌ওয়ার সাধনা কর, 'তাক্‌ওয়াই' পরম ধন, তাক্‌ওয়াতেই মানবতার চরম সাফল্য।

সঙ্গত ও সংযতভাবে পৃথিবীর সকল সুখ উপভোগ কর—কিন্তু ভোগের মোহে অনাচারে প্রবৃত্ত হইও না। আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁহার কেতাব দিয়াছেন, তাঁহার পথ দেখাইয়াছেন। এখন কে প্রকৃতপক্ষে সত্যের সেবক, আর কে কেবল মুখের দাবী-সর্ব্বস্ব মিথ্যাবাদী, তাহা জানা যাইবে। অতএব আল্লাহ যেমন তোমাদের মঙ্গল করিয়াছেন, তোমরাও সেইরূপ জগতের মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হও, আল্লার শত্রু—পাপাচারীদিগকে শত্রু বলিয়া জ্ঞান কর, 'এবং আল্লার নামে যথাযথভাবে জেহাদে প্রবৃত্ত হও। (এই কার্য্যের জন্য) তিনি তোমাদিকে নির্ব্বাচিত করিয়া লইয়াছেন এবং তিনি তোমাদিগের নাম রাখিয়াছেন—মোছলেম।' (১) কারণ (নিজের কর্ম্মফলে—প্রকৃতির অপরিহার্য্য বিধানে) যাহার ধ্বংসপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী—সে সত্য ন্যায় ও যুক্তিমতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হউক! আর যে জীবনলাভ করিবে, সে সত্য ন্যায় ও যুক্তির সহায়তায় জীবনলাভ করুক! নিশ্চয় জানিও, আল্লাহ ব্যতীত আর কাহাতেও কোন শক্তি নাই।

অতএব, সদাসর্ব্বদা আল্লাহকে স্মরণ কর; আর পরজীবনের জন্য সম্বল সঞ্চয় করিয়া লও। আল্লার সহিত তোমার সম্বন্ধ কি, ইহা যদি তুমি বুঝিতে পার, বুঝিয়া তাঁহাকে দৃঢ় ও নিখুঁত করিয়া লইতে পার—তাঁহার প্রেমময় ক্রোড়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত আত্মনির্ভর করিতে পার, তাহা হইলে তোমার প্রতি মানুষের যে ব্যবহার, তাহার ভার তিনিই গ্রহণ করিবেন। কারণ মানুষের উপর আল্লারই আজ্ঞা প্রচলিত হয়, আল্লার উপর মানুষের হুকুম চলে না, মানব তাহার প্রভু নহে কিন্তু তিনি তাহাদের সকলের প্রভু। আল্লাহো আকবর—সেই মহিমান্বিত আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও হস্তে কোন শক্তি নাই। (২)

---

(১) এই অংশটুকু কোরআনে আয়ৎ। এ সকল বিষয় যথাস্থানে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

(২) তাবরী ১—২৫৫। বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে এই খোৎবার উল্লেখ দেখিতে পাই নাই।

তিন মাস পূর্ব্বে মক্কার আকাবা প্রান্তরে গভীর নিস্তব্ধ নিশীথকালের সেই গুপ্ত পরামর্শ, মদিনাবাসীর সেই উদ্দাম ভাববন্যা এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার মদিনা আগমনের সেই পুণ্য-প্রতিশ্রুতি আজ সফল হইতে চলিয়াছে। মদিনার ভক্ত আনছার ও প্রবাসী মোহাজেরগণ বহু দিনের ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর আপনাদের এই আশাতীত সৌভাগ্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া, আনন্দে-উৎসাহে মাতওয়ারা হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ মদিনার ইতিহাসে এমন সৌভাগ্যের দিন কখনও আসে নাই, আর কখনও আসিবেও না।

নগর প্রবেশ।

আজ ফারানের সেই কুন্দ্ ছ, কীদার সন্তানগণের নিষ্কোষিত খড়োর ও আকর্ষিত ধনুর সম্মুখ হইতে পলায়ন করিয়া তীমায় আগমন করিতেছেন। আজ বিশ্ব-মানবের পরম শিক্ষক, পরম সংস্কারক ও পরম বন্ধু মোহাম্মদ মোস্তফা মদিনায় উপস্থিত হইতেছেন,—কাজেই মদিনার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য মাতিয়া উঠিয়াছে। সশস্ত্র মোছলেমবৃন্দ হজরতের উষ্ট্রের অগ্রে পশ্চাতে এবং দক্ষিণে ও বামে দল বাঁধিয়া চলিয়াছেন। স্থানে স্থানে লাঠি খেলার ধুম চলিয়াছে। নগরের ছাদ ও বারান্দাগুলি আগ্রহ উৎসুক নরনারীতে পরিপূর্ণ। যে সকল পুরুষ পথে দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিবার সুযোগ পাইলেন না, তাঁহারা ও স্ত্রীলোকেরা গৃহের ছাদে উঠিয়াছেন। পথে অল্পবয়স্ক বালকগণ মদিনার গলিতে গলিতে 'য়্যামোহাম্মদ! য়্যা-রাছুলুল্লাহ!' বলিয়া চীৎকার করিতেছে। (১) 'কাছ্ওয়া' এই মহামানবকে বহন করিয়া যখন নগরে প্রবেশ করিল, তখন মদিনার পুরমহিলাগণ উন্মুক্ত ছাদের উপর আসিয়া গাহিতে লাগিলেন :—

طلــع البدر علينا　　من ثنيات الوداع
وجب الشكر علينا　　ما دعــى لله داع
ايها المبعوث فينــا　　جئت بالامر المطاع

'চাঁদ উঠিয়াছে, ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদায়-পর্ব্বতমালার পার্শ্ব দিয়া সেই পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়াছে।'

'অতএব এই সৌভাগ্যের জন্য মদিনাবাসী আল্লাহকে ধন্যবাদ করুক। হাঁ ধন্যবাদ, অনন্তকালের জন্য অফুরন্ত ধন্যবাদ।'

'স্বাগত হে মহাত্মন্! তুমি আমাদের জন্য আমাদের কাছে আসিয়াছে, অনুগত বশম্বদ স্বজনগণের সন্নিধানে আসিয়াছ।'

আবদুল মোত্তালেবের মাতুল বংশ—নাজ্জার গোত্রের বালিকাগণ, দফ বাজাইয়া বাজাইয়া তাহাদের সেই বীণা বিনিন্দিত শিশুকণ্ঠে গান করিতেছে :—

(১) মোছলেম ২—৪১১। অফা-উল-অফা, আবুদাউদ প্রভৃতি।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

نحن جوار من بنى النجار يا حبذا محمدا من جار

"আমরা নাজ্জার বংশের কন্যা আমাদের কি সৌভাগ্য, মোহাম্মদ আমাদের প্রতিবেশী হইবেন।" আহা হা, এমন প্রতিবেশী আর কোথায় পাওয়া যাইবে? এত তরবারী, এত খড়্গ, এত বর্শা; বীরগণের এমন সগর্ব্ব পদনিক্ষেপ, ভক্তগণের এমন আগ্রহ আনন্দময় অভ্যর্থনা—ইহার মধ্যে এই শিশুগণই সর্ব্বাগ্রে হজরতের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল। শিশুর সাহচর্য্যে মোস্তাফা হৃদয়ের সরল বাল্যভাব আবার যেন ফিরিয়া আসিত। তিনি শিশু হইয়া শিশুদিগকে আনন্দ দান করিতেন, শিশু হইয়া শিশুদিগের নিকট হইতে আনন্দ সঞ্চয় করিতেন, ইহার বহু উদাহরণ তাঁহার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুকণ্ঠের সঙ্গীত শুনিয়া হজরত তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'তোমরা আমাকে ভালবাসিবে, আদর করিবে?' বালসুলভ-চপল ও সরল ভাষায় তাহারা উত্তর করিল—"করিব, করিব।" শিশুগুলির দৃষ্টি হজরতের মুখের দিকে। সেই আগ্রহপূর্ণ চাহনীর মধ্যে যে তাহাদের অজানা প্রশ্নটী লুকাইয়াছিল, হজরতের আর তাহা জানিতে বাকী রহিল না। তিনি সহাস্য আস্যে তাহার উত্তর করিলেন—আচ্ছা বেশ, আমিও তোমাদিগকে ভালবাসিব, আদর করিব। (১)

হজরতের নগর প্রবেশের পর, পথিপার্শ্বস্থ প্রত্যেক মহাল্লায় ভক্তগণ বিশেষ আগ্রহ সহকারে নিবেদন করিতেছিলেন—হজরত! এখানে অবতরণ করুন, গৃহ আপনার, আমরা আপনার। কিন্তু তিনি ভক্তগণকে সাদর উত্তরে আপ্যায়িত করতঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইতিহাস পুস্তকসমূহে সাধারণতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, ভক্তগণের উত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন, উটকে ছাড়িয়া দাও, আমার ভাবী অবস্থান স্থানে সে নিজেই দাঁড়াইয়া যাইবে, কারণ আল্লাহ তাহাকে সেইরূপ আদেশ দিয়াছেন। কিন্তু ছহি মোছলেমে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে, ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যের উত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন,—

انزل على بنى النجار اخوال عبدالمطلب اكرمهم بذلك

'বানুনাজ্জার বংশ আমার পিতামহ আবদুল মোত্তালেবের মাতুল গোত্র—আমি তাঁহাদিগের নিকটে অবতরণ করিব। কারণ আমি এতদ্দ্বারা তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে চাই।' (২)

যে স্থানে মদিনার পবিত্র মছজিদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সেখানে আসিয়া হজরতের উষ্ট্র বসিয়া পড়িল। হজরত তখন বলিলেন, খোদা চাহেত এই আমার অশ্রম। (৩) বলাবাহুল্য যে, ইহাই নাজ্জার বংশের পল্লী। মহাভাগ্যবান স্বনাম-ধন্য আবু আইউব আনছারীর বাটীও

(১) অফা-উল-অফা ১—১৮৭, রজিন ও এবনে-জৌজী হইতে। দফ এক মুখ খোলা ও অন্য মুখে চামড়া লাগান এক প্রকারের ঢোলক—আরবে এই প্রকার বাদ্যের প্রচলন ছিল। এছলামে নিষিদ্ধ হয় নাই।

(২) মোছলেম ২—৪১১। (৩) বোখারী ১৫—৪৭৭।

ইহার পার্শ্বে অবস্থিত। হজরত উষ্ট্র হইতে অবতরণ করিলে, ভক্তপ্রবর আবু আইউব আসিয়া নিবেদন করিলেন—উটের পালানগুলি আমি লইয়া যাইব? হজরত অনুমতি দান করিলেন। (১) তাহার পর নাজ্জার বংশের অন্যান্য লোকেরা আসিয়া, তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণের জন্য হজরতকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। হজরত হাসিয়া বলিলেন, পালান যেথানে ছওয়ারও সেথানে। মহাত্মা আবু আইউবের দ্বিতল গৃহের নীচের তলাকেই হজরত নিজের পক্ষে অধিক সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচনা করিলেন। কাজেই তিনি উট হইতে নামিয়া আবু আইউবের গৃহের নিম্নতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আবু আইউব ধন্য হইলেন—অমর হইলেন, মদিনাও ধন্য হইল—অমর হইল!

مبارک منزلے کان خانه را ماهے چنین باشد
همایون کشورے کان عرصه را شاهے چنین باشد

(১) বোখারী ঐ, ৪৮৭ ও ফৎহল্ বারী ১৫—৪৭৭।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মুয়র, মারগোলিয়থ প্রভৃতি লেখকগণ এই প্রসঙ্গে যেরূপ অসাধুতা ও ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা দেখিলে ন্যায়নিষ্ঠ অখৃষ্টান মাত্রকেই লজ্জিত হইতে হইবে। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে ছল কৌশল ও ধূর্ত্ততায় এই দুইজন মহানুভব লেখকের তুলনা নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছদের বর্ণিত বিষয় সমূহের দ্বারা তাঁহারা যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, পাঠকগণের তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের আলোচনা শেষ করিব।

খৃষ্টান লেখকগণের সাধুতা।

মুয়র সাহেব পর পর কয়েকটী পরিচ্ছেদে কোরেশ পক্ষের ওকালতী করিয়াছেন। কোরেশদিগের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি থাকা স্বাভাবিক, কারণ তাঁহারা সকলেই এছলামের সাধারণ শত্রু। এই জন্য তিনি প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, কোরেশগণ কখনই হজরতকে হত্যা করার সঙ্কল্প করে নাই। আমরা প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীগণের, এমন কি যাহারা হত্যার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল—তাহাদের, সাক্ষ্য দ্বারা এই উক্তির অসারতা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছি। মারগোলিয়থ বর্ত্তমান যুগের লেখক। স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তিনি কয়েকখানা সাহিত্য ও হাদিছ গ্রন্থের যে বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহার লেখা পড়িলে তাহা বেশ জানিতে পারা যায়। তিনি হজরতের মানসিক দুর্ব্বলতা সপ্রমাণ করার জন্য সদাই উদগ্রীব। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন :—

The terrors of the attempted assassination and of the days and nights in the Cave were still on him. (p 214) অর্থাৎ "সঙ্কল্পিত হত্যার এবং গুহায় অবস্থানকালের আতঙ্ক তখনও তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল।" সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, মারগোলিয়থ মুয়রের প্রতিবাদ করিতেছেন, এবং কোরেশগণ যে হজরতকে হত্যা করার সঙ্কল্প করিয়াছিল, যে কোন উদ্দেশ্যে হউক, তিনি তাহা স্বীকার করিতেছেন।

যাঁহারা হজরতের উষ্ট্রের সম্মুখীন হইয়া, তাঁহাকে নিজেদের আতিথ্য গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন, হজরত তাঁহাদের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, উট খোদার পক্ষ হইতে আদেশপ্রাপ্ত হইয়া আছে, সে উপযুক্ত স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনি দাঁড়াইয়া যাইবে,'—ঐতিহাসিকগণের এই প্রমাণহীন উক্তির উল্লেখ করিয়া উভয় লেখকই এছলামের ও হজরতের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করিয়াছেন।

মুয়র বলিতেছেন—

It was a stroke of policy. His residence would be hallowed in the eyes of the people as selected super naturally; while the jealousy which otherwise might arise from the quarter of one tribe being preferred before the quarter of another, would thus receive decisive check, (p 180) ইহার মর্ম্ম এই যে, মোহাম্মদ পলেসী খাটাইয়া এইরূপ উক্তি করিয়াছিলেন। কারণ ঈশ্বর তাঁহার বাসস্থান নির্ব্বাচন করিয়া দিয়াছেন, ইহা জানিতে পারিলে তাঁহার গুরুত্ব বাড়িয়া যাইবে। পক্ষান্তরে এক গোত্রের অভিলাষ পূর্ণ হইলে অন্যান্য গোত্রের লোকদিগের মধ্যে তাহা লইয়া খুবই হিংসা বিদ্বেষের প্রাদুর্ভাব ঘটার আশঙ্কা ছিল, এতদ্দ্বারা তাহাও সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হইল। ফলতঃ মুয়রের কথা মতে মিথ্যা করিয়া লোক চক্ষে আপনার গুরুত্ব প্রতিপাদন করার এবং চালাকী দ্বারা ভাবী গোলযোগের হাত হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য, হজরত নিজের অবস্থান স্থানের নির্ব্বাচন সম্বন্ধে এই প্রকার উক্তি করিয়াছিলন! মারগোলিয়থ এখানে আসিয়া এমনভাবে কথা বলিয়াছেন, যাহাতে অজ্ঞ পাঠকগণ তাঁহার লেখা পাঠ করিয়া মুয়রের বর্ণিত-মত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, অথচ বেশী ধরা ছোঁয়ার মধ্যে তিনি যান নাই। ইহার একমাত্র কারণ এই যে, দুই পৃষ্ঠা পূর্ব্বে যে ছহি মোছলেমকে (অবশ্য বিকৃতভাবে) তিনি নিজের দলিলরূপে উপস্থিত করিয়াছেন, সেই বিখ্যাত বিশ্বস্ত এবং তাঁহার সম্পূর্ণ বিদিত ছহি মোছলেমে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত যে তাঁহার পিতৃব্যের মাতুল কুলের নিকট অবস্থান করিবেন, ইহা তিনি প্রথম হইতেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং মদিনা প্রবেশের সময়, তিনি সেকথা সকলকে স্পষ্টতঃ বলিয়া দিয়াছিলেন। সুতরাং ঐতিহাসিকগণের এই অপ্রমাণিক বর্ণনার যে কোনই মূল্য নাই, তাহা অখণ্ডনীয়রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। বিখ্যাত খৃষ্টান লেখকগণও যে কিরূপ প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, কিপ্রকার ধূর্ত্ততা ও ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়াছেন, ইহা তাহার একটা সামান্য নমুনা মাত্র। হজরতের জীবনী লেখক ও মুছলমান ঐতিহাসিকবৃন্দ যে তাঁহাদের পুস্তকে সত্য মিথ্যা সকল প্রকারের বর্ণনা ও কিংবদন্তি সঙ্কলন করিয়াছেন, ভূমিকায় আমরা সে বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

কোবা নগরে গমন।

হজরত নগরাভ্যন্তরে গমন না করিয়া কয়েক দিন কোবায় কেন অবস্থান করিলেন, উল্লিখিত মহানুভব লেখকদ্বয় তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিয়াছেন। মুয়র বলিতেছেন, 'তাঁহাকে কিরূপভাবে গ্রহণ করা হইবে, তাঁহার ভক্তবৃন্দ তাঁহার জন্য একটা সাধারণ অভ্যর্থনার আয়োজন করিতে সক্ষম হইবেন কি না, এই চিন্তাতেই মোহাম্মদের মন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তাই তিনি অন্যত্র অবস্থান পূর্ব্বক নগরবাসীদিগের বন্ধুত্বের মূল্যটা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য, পথপ্রদর্শককে

কোবায় গমন করিতে আদেশ করিলেন। (১) দীর্ঘ ১৩ শতাব্দী পূর্ব্বে হজরতের মনে কি ভাব ও কোন ভাবনার উদয় হইয়াছিল, মুয়র সাহেব যে তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ কি? তবে দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি দুই পৃষ্ঠা পূর্ব্বে নিজে যাহা বলিয়াছেন, এখানে তাহা ভুলিয়া যাওয়াই সুবিধাজনক বলিয়া মনে করিয়াছেন। তিনি সেখানে বলিতেছেন:—'মদিনা যাইবার পথে তালহার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়, সাদরসম্ভাষণাদির আদান প্রদানের পর তালহা তাঁহাদিগকে নববস্ত্র পরিধান করিতে দিলেন। পথে এই আত্মীয়ের সাক্ষাৎলাভে তাঁহাদের আনন্দের অবধি রহিল না।—yet more welcome was the assuarnce that Talha had left the Moslems of Medina in eagar expectation of their prophet Mahomet and Abubakr proceeded on their journey with light hearts and quickened pace অর্থাৎ বন্ধু দর্শন ও নববস্ত্র পরিধানে এই পথশ্রান্ত পথিকবর্গের অত্যন্ত আনন্দ হইয়াছিল। 'মদিনার মুছলমানগণ মোহাম্মদের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করিতেছে, তালহা তাহা দেখিয়া আসিয়াছেন; তাঁহার মুখে এই সংবাদ শুনিয়া তাঁহাদের মনে অধিকতর আনন্দের সৃষ্টি হইল এবং তাঁহারা স্বস্তি সহকারে ও দ্রুতগতিতে মদিনার দিকে অগ্রসর হইলেন। (১) সুতরাং এখানে মুয়র সাহেব নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে, মদিনার মুছলমানগণ যে হজরতের জন্য অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করিতেছেন, তালহার মুখে হজরত পূর্ব্বেই এসংবাদ অবগত হইয়াছিলেন। এই সংবাদ জ্ঞাত হইয়া হজরত ও আবুবাকরের আনন্দের সীমা ছিল না এবং তাঁহারা দ্রুতপদে ও with light hearts নিরুদ্বেগচিত্তে মদিনার দিকে অগ্রসর হইলেন। অতএব মদিনার লোক তাঁহাকে কিরূপে গ্রহণ করিবে, পুনরায় এই চিন্তায় অস্থির হওয়ার বা সে জন্য কোবায় অবস্থান করার কল্পনা করায়, লেখক নিজেই নিজের কথার প্রতিবাদ করিতেছেন। খৃষ্টান লেখকগণ অনুমানের উপর নির্ভর করতঃ অনেক সময় হজরত ও তাঁহার সহচরবৃন্দ সম্বন্ধে আপনাদের সুবিধামতে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। ইউরোপ মহাদেশ উপন্যাসের জন্মভূমি, সে হিসাবে তাঁহাদের এই আনুমানিক কল্পনার বাহাদুরী স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শুনিয়াছি, উপন্যাস রচনাতেও আদ্যন্ত কল্পনার একটা সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলিতে হয়। দুঃখের বিষয়, ইউরোপীয় লেখকগণের এই সকল রচনায় তাহারও যথেষ্ট অভাব পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে।

কোবা হইতে যাত্রার পর পথি মধ্যে হজরত ভক্তবৃন্দকে লইয়া জুমার নামাজ পড়িয়াছিলেন, ঐতিহাসিকগণ ইহা বর্ণনা করিয়াছেন। ডাঃ মারগোলিয়থ ইহাকে anachoronism

(১) ১৭৭ পৃষ্ঠা।
(২) ১৭৫ পৃষ্ঠা।

জুমার নামাজ সম্বন্ধে মারগোলিয়থের দাবী।

বা কাল নির্ণয়ের ভ্রম বলিয়া উল্লেখ করতঃ লিখিয়াছেন যে :—The adoption of Friday as a sacred day come later, at the suggestion of a Medinese, and after the relations with the Jews had become satisfactory ; (214) অর্থাৎ হেজরতের বহুদিন পরে, এহুদীদিগের সহিত শত্রুতা সৃষ্টি হওয়ার পর, জনৈক মদিনাবাসীর প্রস্তাব অনুসারে শুক্রবারকে পবিত্র দিবসরূপে নির্ব্বাচিত করা হয়। (১) এই কাল নির্ণয়ের অছিলায় লেখক দেখাইতে চাহেন যে, এছলামের অনুষ্ঠানগুলির সহিত স্বর্গের কোন সম্বন্ধ নাই। হজরত স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করিয়া এক একটা অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিলেন। মুছলমানের এবাদতের মধ্যে নামাজ এবং তাহার মধ্যে জুমার নামাজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাই লেখক বিশেষ চাতুরি খেলিয়া তাঁহার পাঠকগণকে দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, প্রথমে এহুদীদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য হজরত তাহাদের sabath দিবস বা শনিবারকে পবিত্র দিবস বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মদিনা আগমনের পর, যখন তাহাদের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হইল, তখন তিনি অন্য একজন মদিনাবাসীর প্রস্তাব মতে (আল্লার আদেশ নহে) শুক্রবারকেই সাপ্তাহিক উপাসনার দিবস বলিয়া মনোনীত করিলেন। কিন্তু মারগোলিয়থের এই উক্তিটী একেবারেই মিথ্যা ও হিংসামূলক হঠোক্তি মাত্র। তাহার প্রমাণ এই যে :—

(ক) মারগোলিয়থ যত্র তত্র সংলগ্ন অসংলগ্ন এমন কি নিতান্ত অসাধুতা সহকারে হাদিছ ও রেজাল গ্রন্থের বরাত দিয়া থাকেন। কিন্তু, নিজের এই অভিনব মন্তব্যের সমর্থনের জন্য, তিনি এখানে ধর্ম্মশাস্ত্র বা ইতিহাসের একটী বরাতও প্রদান করেন নাই। না করার কারণ এই যে,

ঐ দাবীর অসারতা

তিনি যে হাদিছের অর্থ বিকৃত করিয়া আপনার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করিতে চাহিয়াছেন, সেই হাদিছেই তাঁহার কথার মূলোচ্ছেদ হইয়া যাইতেছে। পাঠকগণ নিম্নে তাহার পরিচয় পাইবেন।

(খ) হাদিছে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, হেজরতের পূর্ব্বেই জুমার নামাজ ফরজ হইয়াছিল। কিন্তু কোরেশদিগের অত্যাচারে, মক্কায় জুমার জমাঅৎ করা অসম্ভব হইয়াছিল বলিয়া অক্ষমতা হেতু উহা স্থগিত রাখা হয়। হেজ্‌রতের পর, জুমা পড়িবার প্রথম সুযোগ উপস্থিত হইলেই, হজরত ছাহবাগণকে লইয়া তাহা সম্পন্ন করেন। (২)

(গ) মারগোলিয়থের প্রধান অবলম্বন—মোছনাদে আহমদ পুস্তকে এবং আবুদাউদ-এবনে-মাজা প্রভৃতি বহু হাদিছ গ্রন্থে বিশ্বস্তসূত্রে ছহি ছনদে প্রত্যক্ষ দর্শী ছাহাবী কা'ব-বেন-মালেক হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরতের মদিনা আগমনের পূর্ব্বেও, আছআদ-বেন-জোরারার নেতৃত্বাধীনে, তথায় জুমার নামাজ সম্পাদিত হইত। এবনে-খোজায়মা প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ

(১) ২১৪ পৃষ্ঠা। (২) দারকুৎনী—এবনে-আব্বাছ, ফাৎহল্‌বারী ৪—৪৭৪।

এই হাদিছকে 'ছহী' বা প্রামাণিক ও বিশ্বস্ত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (১) সুতরাং মারগোলিয়থের সিদ্ধান্তটা যে, সম্পূর্ণ মিথ্যা ও তাঁহার সকপোল কল্পিত, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতেছে না। –

(ঘ) মোহাদ্দেছ আবদুর রাজ্জাক এবনেছিরীন হইতে একটী হাদিছের উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ হাদিছের কতকাংশ গোপন করিয়া এবং কতকাংশের বিকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মারগোলিয়থ সাহেব আলোচ্য মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এই হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরতের মদিনা আগমনের পূর্ব্বে, একদা আনছারগণ একত্র সমবেত হইয়া আলোচনা করিতে লাগিলেন যে, এহুদী ও খৃষ্টান উভয় জাতিই সপ্তাহের একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে একত্রে সমবেত হইয়া থাকে। আমাদিগের পক্ষেও সেইরূপ একদিন নির্ব্বাচিত করিয়া তাহাতে সমবেতভাবে উপাসনা করা উচিত। অতঃপর তাঁহারা শুক্রবারকে তজ্জন্য নির্ব্বাচিত করিলেন, এবং আছআদ বেন জোরারা তাঁহাদিগকে জুমার নামাজ পড়াইলেন। এই হাদিছ সম্বন্ধে আমাদের প্রধান বক্তব্য এই যে, উহার মূল বর্ণনাকারী মোহাম্মদ-বেন-ছিরীন হজরতের সহচর নহেন। '১১০ হিজরীতে ৭৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়' (২) সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে ৩৩ হিজরীতে অর্থাৎ হজরতের মদিনা আগমনের ৩৩ বৎসর পরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। অতএব তাঁহার পক্ষে নিজে হেজরতের পূর্ব্বকার ঘটনা অবগত হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। অথচ তিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কোন ছাহাবীর নামও উল্লেখ করিতেছেন না। বিশেষতঃ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবাগণের বর্ণনায় মদিনাবাসীদিগের আলোচনা ও প্রস্তাবের কোনই উল্লেখ নাই। (৩) সুতরাং এ অবস্থায় এই বর্ণনাটী কখনই প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। কিন্তু এই অপ্রামাণ্য বর্ণনাটীকে প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও, বড় জোর এইটুকুই সপ্রমাণ হইবে যে মদিনাবাসিগণ (একজন মদিনাবাসী নহে) যুক্তি পরামর্শ করিয়া শাস্ত্রীয় আদেশ প্রাপ্তির পূর্ব্বেই জুমার নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু উহাদ্বারা যুগপৎভাবে ইহাও প্রমাণিত হইতেছে যে, ইহা হজরতের মদিনা আগমনের পূর্ব্বকার ঘটনা। সুতরাং 'হজরতের মদিনায় আসিবার এবং এহুদীদিগের সহিত বৈরীভাব সংস্থাপিত হওয়ার পর' শুক্রবারকে বিশেষ উপাসনার দিনরূপে নির্দ্ধারণ করা হইয়াছিল বলিয়া লেখক যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, এই বর্ণনার দ্বারাও তাহার অসারতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

প্রকৃত কথা এই যে, হজরতের প্রতি যে শুক্রবাসরিক উপাসনার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং কোরেশদিগের বাধা প্রদানহেতু হজরত তাহা সম্পাদন করিতে পারিতেছেন না, এ সংবাদ মদিনায় মুছলমানগণ যথাসময়ে জানিতে পারিয়াছিলেন, এবং সেই অনুসারে তাঁহারা জুমার নামাজ সম্পন্ন করিতে আরম্ভ করেন। মদিনাবাসী

প্রকৃত কথা।

(১) ফৎহল্‌ বারী ঐ ঐ। (২) একমাল ৩৪ পৃষ্ঠা। (৩) গ দফা দেখুন।

মুছলমানগণ মক্কার ও হজরতের সমস্ত সংবাদই জানিতে পারিতেন, এমন কি এত সন্তর্পণে যে হেজরত সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহাও তাঁহাদিগকে পূর্ব্বাহ্নে জানাইয়া দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে ধর্ম্মের বিধান ও আল্লার আদেশ মাত্রই যথাসময়ে মদিনাবাসী মুছলমানগণকে জানাইয়া দেওয়া হইত,—এজন্য কোরআনে হজরতের প্রতি পুনঃ পুনঃ বিশেষ তাকিদ সহকারে আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এ অবস্থায় জুমা ফরজ হওয়া সংক্রান্ত আল্লার এই আদেশটী হজরত মদিনাবাসীদিগকে জানান নাই বা জানিতে দেন নাই, এরূপ অনুমান করা অন্যায়। সুতরাং, মদিনা প্রয়াণের পূর্ব্বে হজরতের প্রতি জুমার নামাজ সম্পন্ন করার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল, এই কথা প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বাধ্য হইব যে, মদিনাবাসীদিগকে অনতিবিলম্বে সেই আদেশের বিষয় জ্ঞাত করা হইয়াছিল। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আল্লার বা তাঁহার রছুল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আদেশ ব্যতীত, পুণ্যার্থে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠানের সৃষ্টি করা, হজরতের কঠোর আদেশমতে মহাপাপ—বেদ্আতে জালালাঃ। মদিনায় মোহাজের ও আনছারগণ ইহা বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। এ অবস্থায় নিজেদের খোশখেয়ালের ঝোঁকে এইরূপ একটা অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করা, ধর্ম্মপ্রাণ ছাহাবাগণের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব ছিল।

দুঃখের বিষয়, মধ্যযুগের গতানুগতি ও অন্ধ-অনুকরণের ফলে, স্বাধীন চিন্তার শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় সে সময়কার অনেক বিখ্যাত লেখকই আমতা আমতা করিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, হজরতের আদেশের পূর্ব্বে, মদিনার আনছারগণ, 'এজ্‌তেহাদ' করিয়া জুমা নামাজের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। আমরা এই ভক্তিভাজন পণ্ডিতগণকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতেছি,—জুমার খোৎবা ও নামাজের রাকআৎ ইত্যাদির সংখ্যা নির্ণয়, ইহাও কি আনছারগণের সৃষ্টি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে —যেহেতু হজরত এই তথাকথিত এজ্‌তেহাদের বিরুদ্ধে কোন অভিমত প্রকাশ করেন নাই —স্বীকার করিতে হইবে যে, এছলাম এই প্রকার বিপ্লবজনক এজ্‌তেহাদেরও সমর্থন করিতেছে। এইরূপ এজতেহাদের ফলে মুছলমানগণ একটা নূতন এবাদতের সৃষ্টি করিতে পারেন! কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র মতে ইহা এজ্‌তেহাদ নহে বরং বিপ্লবজনক বেদআৎ, ধর্ম্মের উপর মানবীয় অধিকার! ছাহাবাগণ এইরূপ কার্য্যে কখনও লিপ্ত হন নাই, হইতে পারেন না। প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা ইহাও জিজ্ঞাসা করিতে চাই যে, মদিনার আনছারগণ এই সময়ে জুমার নামাজ অন্তে আবার জোহরের নামাজ পড়িতেন কি না? আমরা যতটা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে আমাদের বিশ্বাস এই যে, একটী দুর্ব্বলতর হাদিছের দ্বারাও ইহা সপ্রমাণ করা সম্ভবপর হইবে না যে, আনছারগণ জুমার নামাজের সঙ্গে আবার জোহরের নামাজ পড়িতেন। অতএব মদিনাবাসিগণ হজরতের নিকট হইতে কোন আদেশ বা সংবাদ পাইবার পূর্ব্বেই

অনুকরণের কুফল।

শুক্রবারে জুমার নামাজ পড়িতেন—সুতরাং জোহরের ফরজ নামাজ ত্যাগ করিতে আরম্ভ করেন, ইহা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা প্রকারতঃ স্বীকার করিয়া লইতেছি যে, মদিনার প্রাতস্মরণীয় আনছারগণ একটা খোশখেয়ালের বশে, এহুদী ও খৃষ্টানদিগের অনুকরণ করিতে যাইয়া, হজরতের নিকট একটা কথা জিজ্ঞাসা না করিয়াই, আল্লার আদেশ—জোহরের ফরজ নামাজকে অবলীলাক্রমে ও ধারাবাহিকরূপে ত্যাগ করিয়াছেন। ঐতিহাসিকের পক্ষে এই প্রকার অদার্শনিক কল্পনা করা অসম্ভব, এবং মুছলমানের পক্ষে এবম্বিধ অসঙ্গত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অন্যায় ও অধর্ম্ম।

আলোচিত যুক্তিপ্রমাণগুলি এক সঙ্গে বিচার করিয়া দেখিলে প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি বলিতে বাধ্য হইবেন যে, মক্কায় অবস্থানকালে হজরতের প্রতি জুমার নামাজ ফরজ হইলে, মদিনাবাসী তাহা জানিতে পারিয়া সেখানে জুমার ব্যবস্থা করেন। মোহাম্মদ-বেন-ছিরীন প্রভৃতি পরবর্ত্তী রাবীর এই বিষয়টা জানা ছিলনা। তিনি যাঁহার মুখে এই ঘটনার কথা শুনিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ব্যক্ত না থাকাতে ঐ হাদিছের গুরুত্ব কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু তর্কস্থলে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, তিনি কোন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষীর মুখে এই ঘটনার কথাগুলি শুনিয়াছিলেন, তাহা হইলেও হাদিছ বিচারের নিয়মানুসারে এইটুকু প্রমাণিত হইবে যে, মূলরাবী হজরতের প্রতি জুমা ফরজ হওয়ার সংবাদ অবগত ছিলেন না। আনছার প্রধানগণ, বর্ণিত সভায় জুমার গুরুত্ব ও আবশ্যকতা বর্ণনাকালে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, মূল কথা অবগত না থাকায়, তিনি তদ্দ্বারা এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন মাত্র।

ঐতিহাসিকগণ ও তাঁহাদের অন্ধ অনুকরণে বহু তফছিরকার পণ্ডিত বলিয়াছেন, হজরত কোবা পল্লীতে মাত্র তিন বা পাঁচ দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন। এই ভ্রান্ত মন্তব্যই খৃষ্টান লেখকদিগকে, হজরতের কোবায় গমন সম্বন্ধে, বর্ণিতরূপ অসাধু মন্তব্য প্রকাশ করার কতকটা সুযোগ করিয়া দিয়াছে। আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ অনেক সময়ই বিশ্বস্ত হাদিছসমূহে বর্ণিত বিষয়গুলির বিপরীত কথা বলিয়া থাকেন, এরূপ ক্ষেত্রে তাঁহাদের মতামত যে অবশ্য পরিত্যজ্য, ভূমিকায় তাহা দেখান হইয়াছে। বোখারীর হাদিছে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত কোবায় সম্পূর্ণ ১৪ দিবস অবস্থান করিয়াছিলেন। (১) এমাম আহমদও ঠিক এই মর্ম্মের হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। (২) সুতরাং ঐতিহাসিকগণের তিন বা পাঁচ দিনের কথা অবিশ্বাস্য।

ঐতিহাসিক ভ্রম।

সমস্ত ইতিহাসে একবাক্যে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরতের আগমনের পূর্ব্বে বহু প্রবাসী মুছলমান, বিশেষতঃ স্বজনগণ বিচ্যুত ও অবিবাহিত ব্যক্তিগণ, এই কোবা পল্লীতেই অবস্থান

(১) বোখারী ১৫ খণ্ড ৪৭৬ ও ৪৮৬ পৃষ্ঠা।
(২) মোছনাদ ৩১২ পৃষ্ঠা। এবনে-ছাআদও ইহাই বলিতেছেন, ১—১৫১।

করিতেছিলেন। (১) প্রেমময় মোস্তফা তাঁহাদিগকে সোদরবৎ ভালবাসিতেন। কোবার মুষ্টিমেয় ভক্ত এই প্রবাসী ভ্রাতৃবৃন্দের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য অসাধারণ ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। গুহায় অবস্থান ও অবিশ্রান্ত পথপর্য্যটনের ফলে হজরত যে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তবু তিনি এই সোদর-প্রতীম ধর্ম্মপ্রাণ মোহাজের ও আনছারগণের অবস্থাদি দর্শন না করিয়া অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তাই নগরে প্রবেশপূর্ব্বক স্থির হইয়া বিশ্রাম সুখভোগ করার পরিবর্ত্তে কোবার সঙ্কীর্ণ পল্লীতে গমন করিয়া, ভক্তবৃন্দকে আপ্যায়িত উৎসাহিত ও ধন্য করিলেন—বিশ্রামের পরিবর্ত্তে সেখানে নিজের মাথায় পাথর বহিয়া মছজিদের এবং এছলামের ভিত্তি স্থাপন করিলেন। পলেসীসর্ব্বস্ব ইউরোপ দেশের যে সকল মহানুভব লেখক এহেন সৎ ও মহৎ কার্য্যেও 'পলেসীর' প্রাদুর্ভাব আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহাদের উত্তরে এইমাত্র বলিলে যথেষ্ট হইবে যে,—

"আত্মবন্মন্যতে জগৎ।"

(১) তাবরী ২—২৪১ প্রভৃতি।

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

মদিনার প্রাথমিক অনুষ্ঠান সমুহ।

হজরত উট হইতে অবতরণ করিয়া আবু আইউবের গৃহে গমন করিলেন। গৃহস্বামী হজরতকে উপরিতল গ্রহণ করিতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন, কিন্তু অনেক লোকজন তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন, ইত্যাদি কারণে মেজবানদিগের নানারূপ অসুবিধা হইতে পারে—এইজন্য হজরত প্রথমে এই প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাহার পর, একদিন ঘটনাক্রমে উপর তালায় একটী পানির পাত্র ভাঙ্গিয়া যায়, ভক্তদম্পতির আশঙ্কা হইল—সম্ভবতঃ এই পানি চোঁয়াইয়া নিম্নতলে পড়িতে পারে, তাহা হইলে হজরত কষ্ট পাইবেন। এই আশঙ্কার ফলে তাঁহারা নিজেদের একমাত্র 'লেহাফ' খানা দিয়া সেই কর্দ্দমাক্ত জল শুকাইয়া ফেলিলেন। ভক্তদম্পতির এই প্রকার সদা সশঙ্ক ভাব ও অস্বস্তি লক্ষ্য করিয়া হজরত অবশেষে উপরের তলেই আশ্রয় গ্রহণ করেন। (১)

আবু আইউবের আতিথ্য।

ভক্তদম্পতি নিয়মিত ভাবে হজরতের জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিতেন। হজরত সেই পাত্র হইতে খাদ্য গ্রহণ করার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিত, এই ভক্তদম্পতি প্রসাদ ও তাবর্‌রক জ্ঞানে পরমানন্দে তাহা গ্রহণ করিতেন। ইতিহাসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, পাত্রস্থ খাদ্যের যেখানে হজরতের অঙ্গুলি চিহ্ন দেখা যাইত, আশেকে-রসুল আবু আইউব ঠিক সেখানে অঙ্গুলি দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিতেন। একদা হঠাৎ আবু আইউব ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন যে, হজরত পাত্রের খাদ্য একটুও গ্রহণ করেন নাই। আবু আইউব ব্যস্তত্রস্তভাবে হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, হজরত বলিলেন—খাদ্য হইতে পিয়াজের দুর্গন্ধ বাহির হইতেছিল, আমি ঐগুলি খাই না। (২) বোখারী ও মোছলেম প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে এরূপ বহু হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, যদ্দ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যায় যে, পিয়াজ রসুন খাইয়া মসজিদে গমন একেবারেই নিষিদ্ধ। একসঙ্গে ঐ সকল হাদিছের বিচার করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, পিয়াজ রসুন ভক্ষণই হজরত কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে, কাঁচা খাওয়ার নিষেধ সম্বন্ধেত কোন সন্দেহই থাকে না।

পিয়াজ রসুন অভক্ষ্য।

(১) এছাবা ও অন্যান্য ইতিহাস। (২) এবনে-হেশাম।

মদিনায় শুভাগমন করার পরই সেখানে আল্লার এবাদতের জন্ত একটা সাধারণ উপাসনা মন্দির বা মছজিদ নির্ম্মাণ করার নিমিত্ত হজরতের মন ব্যাকুল হইয়া পড়িল। যে আল্লার নাম করায়, যাঁহার তাওহীদের জয় সঙ্গীত গান করার অপরাধে, তিনি ও এছলামের অনুরক্ত ভক্তগণ আজ দীর্ঘ ১৩ বৎসর হইতে অশেষ উপদ্রব ও বিবিধ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিতেছেন—এছলামের ভ্রাতৃমণ্ডলীকে সঙ্গে লইয়া, আজ মদিনার মুক্ত আকাশে মুক্ত বাতাসে মুক্তির মূর্চ্ছনা জাগাইয়া, মুক্তপ্রাণে মুক্তকণ্ঠে সেই প্রেমময় মঙ্গলময়ের মহিমা গান গীত করার জন্য, মোস্তফা হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

মছজিদ নির্ম্মাণের আয়োজন।

যে উন্মুক্ত পতিত ভূখণ্ডে উপস্থিত হইয়া হজরত উট হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানটীকেই তিনি মছজিদের জন্য সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত মনে করিয়া ভূস্বামীর সন্ধান লইতে লাগিলেন। ঐ ভূমিখণ্ডের অধিকারী—ছোহেল ও ছহল নামক দুইটী পিতৃহীন বালক, বিখ্যাত আনছার প্রধান আছআদ্-বেন-জোরারা ঐ বালকদ্বয়ের অভিভাবক। হজরত আছআদকে ডাকিয়া নিজের সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাত করিলেন। আছআদ প্রথমেও এইখানে নামাজ পড়িতেন, মছজিদ নির্ম্মাণের প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি বলিলেন—হজরত এই সামান্য ভূখণ্ডের জন্য, বিশেষতঃ এহেন শুভ প্রস্তাবে, মূল্যের কোনই আবশ্যক করিবে না। আমি ঐ বালকদ্বয়ের নিকটাত্মীয় ও অভিভাবক, আমি মছজিদ নির্ম্মাণার্থে উহা দান করিতেছি। আছআদের কথায় বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করতঃ হজরত তাঁহাকে বলিলেন—'ভ্রাতঃ! তুমি অভিভাবক সত্য। কিন্তু বালকগণের স্বার্থের বিপরীত কোন কার্য্য করিবার অধিকার তোমার নাই। সামান্য এক খণ্ড জমি, লোকে তাহার এক পার্শ্বে উট বাঁধিত, এক দিকে খেজুর শুকাইত, আর এক দিকে প্রাচীন গোরস্থান। হজরত মছজিদ নির্ম্মাণের জন্য মূল্য দিয়া খরিদ করিতে চাহিতেছেন,—এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া বালকদ্বয় তখনই হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—আমরা মূল্য লইবনা, আমরা উহা ধর্ম্মার্থে আল্লার নামে দান করিতেছি। ছহল ও ছোহেল প্রকৃত পক্ষে তখন বালক নহেন—তাঁহারা অপরিণত বয়স্ক তরুণ যুবক (১) কিন্তু তবুও হজরত তাঁহাদের দান গ্রহণ করিলেন না। অবশেষে হজরতের আদেশে নাজ্জার বংশের প্রধান ব্যক্তিগণকে ডাকা হইল। তাঁহারা সমবেত হইলে, হজরত তাঁহাদিগকে মছজিদ নির্ম্মাণের সঙ্কল্পের কথা বুঝাইয়া দিয়া ঐ ভূমিখণ্ডের উপযুক্ত মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারা নিবেদন করিলেন, হজরত! আমরাই বালকদ্বয়ের ক্ষতি পূরণ করিয়া দিব, আপনি ঐ ভূখণ্ড গ্রহণ করুন, ইহাতেই আমরা ধন্য

(১) এক বৎসর পরে ছোহেল বদর যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন,—ইহার পর প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এছাবা ও তাজরিদ দ্রষ্টব্য।

হইব। মছজিদের জন্য যে জমি গৃহীত হইবে, তাহাতে স্বত্ব স্বামিত্ব ও ওয়াক্‌ফ ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন প্রকার ত্রুটী থাকা অনুচিত, এ জন্য এ প্রস্তাবেও হজরত সম্মতি দান করিতে পারিলেন না। অবশেষে নাজ্জার গোত্রের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ ঐ জমির জন্য যে মূল্য নির্দ্ধারণ করিলেন, হজরতের আদেশে মহাত্মা আবুবাকর ভূস্বামিগণকে সেই মূল্য প্রদান করার পর, তাহার উপর মছজিদ নির্ম্মাণের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ হইল। (১)

আমাদের দেশে মছজিদ নির্ম্মাণের সময় জমির স্থায়ী স্বত্বাদি ও উপযুক্তরূপে তাহার ওয়াক্‌ফ করা সম্বন্ধে অতিশয় উপেক্ষা প্রকাশ করা হয়। তাহার পর জমিদার বা মহাজনের দেনায় অথবা অন্যপ্রকারে যখন সেই মছজিদের তলস্থ জমি বিক্রয় হইয়া যায়, তখন হায় মছজিদ! হায় মছজিদ! করিয়া হা হুতাশ করিয়া বা দাঙ্গা হাঙ্গামা বাধাইয়া একটা ভয়ঙ্কর অশান্তি উৎপাদন করা হইয়া থাকে। কিন্তু মছজিদ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে প্রথমে যে কতদূর সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক, হজরতের জীবনীর এই ঘটনা হইতে তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে। হাদিছ ও ফেকাঃ শাস্ত্রে যথাস্থানে ইহার বিস্তৃত আলোচনা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।

ভূমি গ্রহণের পর, অবিলম্বে মছজিদ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল। কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য লোকদিগকে গুরু-গম্ভীর উপদেশ না দিয়া, হজরত সামান্য দিন মজুরের মত স্বহস্তে 'যোগাড়' দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সে দৃশ্য কি চমৎকার, মাথায় মুখে ও দাড়ীতে ধুলা মাটি ভরিয়া যাইতেছে, অথচ হজরত পরমোৎসাহে ইটের বোঝা মাথায় করিয়া বলিতেছেন—'সুস্বাদু খেজুর ও সুরস আঙ্গুরের মোট বহন করা অপেক্ষা এ মোট অধিকতর প্রীতিকর, হে আমাদের প্রভু! ইহাই তোমার নিকট পুণ্যতর ও পবিত্রতর।' (২) আনছার ও মোছাজেরগণের মধ্যে একদল হজরতের সঙ্গে সঙ্গেই এই মহামজুরিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহ কেহ তখনও সে সঙ্গে যোগদান করিয়া উঠিতে পারেন নাই। হজরত স্বয়ং মজুরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা শুনিয়া মদিনাময় একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। জনৈক আরব চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল :—

মছজিদ নির্ম্মাণ।

لئن قعدنا و النبی یعمل   لذاک منا العمل المضلل

"কি সর্ব্বনাশ! হজরত পরিশ্রম করিবেন, আর আমরা বসিয়া থাকিব! ইহা অপেক্ষা ধৃষ্টতার কাজ আর কি হইতে পারে? বলা বাহুল্য যে, ভক্তগণ অবিলম্বে প্রভুর অনুসরণে মছজিদ নির্ম্মাণার্থ রাজ ও মজুরের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। (৩)

---

(১) বোখারীর মাছাজেদ, হেজরত প্রভৃতি অধ্যায়ের হাদিছগুলির সারমর্ম্ম এখানে সংগৃহীত হইয়াছে. মধ্যে তাবরী, এবনে-হেশাম ও তাবকাত প্রভৃতি ইতিহাস হইতেও দুই একটা কথা গ্রহণ করা হইয়াছে।

(২) বোখারীর ১৫—৪৭৭। (৩) এবনে-হেশাম ১—১৭৬।

তখন ভক্তগণের উৎসাহের অবধি নাই। আনন্দে উৎসাহে মাতোয়ারা এই মহামজুরগণের সমবেত কণ্ঠ মুহুর্মুহু ধ্বনিত হইতেছে এবং হজরতও তাঁহাদের সহিত কণ্ঠ মিশাইয়া গাহিতেছেন :—

اللهم لا اجر الا اجر الا خرة فارحم الانصار و المهاجرة

"পরকালের সুখই পরম সুখ, ইহা ব্যতীত প্রকৃত সুখ আর নাই। হে আল্লাহ! আনছার ও মোছাজেরগণের প্রতি দয়া কর!" (১)

মছজিদের বিশেষত্ব।

পাঠক দেখিতেছেন, দুন্য়ার এই শ্রেষ্ঠতম মছজিদ নির্ম্মাণের জন্য দেশদেশান্তর হইতে বড় বড় মিস্ত্রী আনয়ন করা হয় নাই, জন মজুরের অপেক্ষা করা হয় নাই। চারুশিল্পে শোভিত বিশাল মেহরাব, কারুকার্য্য খচিত সমুচ্চ প্রাচীর, দিগন্ত চুম্বী মিনার ও গগনস্পর্শী গুম্বদ রাজির দ্বারা এই মছজিদের শোভাবর্দ্ধনের চেষ্টা করা হয় নাই। নবী নির্ম্মিত এই মহামছজিদে মেহরাব ছিল না, শ্বেত প্রস্তরের মেম্বর ছিল না; মিনারা ছিল না, গুম্বদ ছিল না। কাঁচা ইটের প্রাচীর (২) খেজুরের আড়া ও খেজুর পাতার ছপ্পর। এছলামের সেই বিরাট বিশাল ও মহান শক্তি কেন্দ্র এই সকল উপকরণ দিয়াই নির্ম্মিত হইয়াছিল। কিন্তু বাহ্যাড়ম্বরের সম্পূর্ণ অভাব থাকিলেও, মহিমময় মোস্তফার শিক্ষা মাহাত্ম্যে ও চরিত্র প্রভাবে এই মছজিদের গুরুত্ব ও মহিমা এতদূর বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছিল যে, রোম ও পারস্যাদি মহাদেশের বিশ্ববিজয়ী বীর সেনাপতি ও রাজদূতগণেরও সেখানে প্রবেশ করিতে বুক কাঁপিয়া উঠিত।

সেকাল ও একাল।

হেজরতের প্রথম সন হইতে, খলিফাগণের সুবর্ণ যুগে শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত এই মছজিদই এছলামের সর্ব্বপ্রধান বরং একমাত্র কর্ম্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। সেখানে দৈনিক ও সাপ্তাহিক উপাসনার জন্য মুছলমানদিগের যে সম্মিলন হইত, তাহা ব্যতীত সকল প্রকার শাসন-বিচার, সালিশ-পঞ্চায়েৎ, সমর ও সন্ধি ইত্যাদি সংক্রান্ত আলোচনা ও পরামর্শ, বিদেশে দূত প্রেরণ বা বৈদেশিক রাজদূতগণের সহিত দেখা সাক্ষাৎ, ধর্ম্ম ও সমাজ সংক্রান্ত যাবতীয় আলোচনা, উপদেশ ও পরামর্শ, এক কথায় জাতিগত, ধর্ম্মগত ও দেশগত সকল প্রকার আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা ও পরামর্শই এই আড়ম্বর হীন মছজিদ প্রাঙ্গন হইতে সুসম্পাদিত হইত। হজরতের বা মহামতি খলিফাগণের সময় মছজিদে আজিকালিকার মত বাহ্যাড়ম্বর ছিল না, এবং তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় মছজিদকে অগম্য অস্পর্শনীয় ঠাকুর-ঘরে পরিণত করতঃ মিছা ভয় ও ভক্তিভরে দূর হইতে ছালাম করিয়া বা 'খোদার ঘরে' ক্ষীর ও বাতাসা ভোগ চড়াইয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না।

(১) বোখারী ১৬—৪৭৭, ৪৮৭। (২) বোখারী ঐ, ঐ।

ঊনপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

সেকালের ও একালের মছজিদে এবং উভয়ের অবস্থায় কত পার্থক্য, পাঠক তাহা একবার ভাবিয়া দেখুন।

মছজিদ নির্ম্মাণের সময় মুছলমানগণ এবং তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে হজরত, উৎসাহ ও বলবর্দ্ধনের জন্য যে 'ছড়া'টার আবৃত্তি করিতেছিলেন, বোখারীতে বর্ণিত হইয়াছে যে, উহা জনৈক মুছলমানের রচনা। কেহ কেহ বলিয়াছেন, আবদুল্লা বেন রওয়াহা ঐ ছড়াটী রচনা করিয়াছিলেন। মুছলমানদিগের মুখে উহার আবৃত্তি শুনিয়া হজরতও পুনঃ পুনঃ যথাযথভাবে ঐ ছড়াটার আবৃত্তি করিতে থাকেন। এই আবৃত্তি যে সম্পূর্ণ নির্ভুল ও অবিকৃতভাবে হইয়াছিল, এমাম বোখারীর বর্ণিত, বিভিন্ন অধ্যায়ের হাদিছ হইতে তাহা নিঃসন্দেহরূপে জানা যাইতেছে। কিন্তু আমাদের কোন কোন ঐতিহাসিক এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, হজরত ঐ চরণটার আবৃত্তি করার সময় নানাপ্রকার উলট পালট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। (১) ইতিহাস রচনার সময় হাদিছের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের ফলে, এমাম বোখারী প্রভৃতির বর্ণিত বহু বিশ্বস্ত হাদিছের বিপরীত, তাঁহারা এইরূপ কথা বলিয়াছেন। মুয়র সাহেব এই সুযোগে মনের সাধ মিটাইয়া হজরতের চরিত্রের উপর আক্রমণ করিয়াছেন। তাঁহার আক্রমণের সার এই যে, আবৃত্তির সময় বিকৃতি ঘটাইয়া মোহাম্মদ দেখাইতে চাহিয়াছিলেন যে, কবিতা ও ছন্দ বন্দ সম্বন্ধে তাঁহার আদৌ কোন জ্ঞান নাই। ইহাতে লোকে বিশ্বাস করিবে যে, এ হেন লোকের দ্বারা কোরআনের সুন্দর ছন্দগুলি কখনই রচিত হয় নাই, অতএব তাহা স্বর্গ হইতে আসিয়াছে। (২) কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে, হাদিছের শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত সম্পূর্ণ অবিকৃত ভাবেই পুনঃ পুনঃ ঐ চরণটার আবৃত্তি করিয়াছিলেন। (৩) কাজেই ঐতিহাসিকগণের প্রমাদ ও মুয়র সাহেবের প্রগল্‌ভতা, দ্বিপ্রহরের সূর্য্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া যাইতেছে। বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর অসতর্ক ঐতিহাসিক ও তাঁহাদের রাবীগণের বহু অপ্রামাণিক গল্প গুজবকে মুছলমানেরা আপনাদের ধর্ম্ম বিশ্বাস বা আকিদায় পরিণত করিয়া লইয়া, গোটা জাতিটার মন ও মস্তিষ্ককে অসংখ্য কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে মারাত্মক রূপে জর্জ্জরিত করিয়া ফেলিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা মজার কথা এই যে, এই সকল অপ্রামাণিক ও সম্পূর্ণ অনৈছলামিক কুসংস্কারের প্রতিবাদ করিতে গেলেই আজ একেবারে 'কাফের' বানাইয়া দেওয়া হয়।

ঐতিহাসিক প্রমাদ।

হজরতের ও ভক্তবৃন্দের কয়েক দিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে মদিনার মছজিদ নির্ম্মিত হইয়া গেল। তাহার পরই হজরতের ও তাঁহার পরিজনবর্গের বাসস্থান নির্ম্মিত হইবে,

---

(১) এবনে-হেশাম ১—১৭৬ প্রভৃতি। (২) ১৮৪ পৃষ্ঠা।
(৩) বোখারী ১৫—৪৭৭, ৪৮৭ ইত্যাদি।

আছহাবে ছুফ্‌ফা। ইহাই সকলে স্বাভাবিক বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, কার্য্যক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। মছজিদ নির্ম্মাণের পর, আছহাবে ছুফ্‌ফার আশ্রম নির্ম্মাণ করার চেষ্টা হইল, এবং এই চেষ্টার ফলে মছজিদ সংলগ্ন জমির উপর একটা চাতান বা চবুতরা নির্ম্মাণ করা হইল। এই চাতানের উপরে খেজুর পাতার চাল এবং চারিদিক উন্মুক্ত। গৃহ পরিজনহীন শত শত ত্যাগী ও কর্ম্মী সন্ন্যাসীর ইহাই ছিল আশ্রম। এই আশ্রমবাসী সন্ন্যাসীগণই কালে আছহাবে ছুফ্‌ফা নামে পরিচিত হন।

হজরতের ছাহাবা বা সহচরগণ সাধারণতঃ আপনাদের ধর্ম্মগত সাধনা পরিসমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্য ও অন্যান্য সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হইতেন। এইজন্য তাঁহারা সকলে সকল সময় হজরতের নিকট উপস্থিত থাকিতে পারিতেন না। স্ত্রী পুত্রাদি পরিজনগণের প্রতি তাঁহাদের যে কর্ত্তব্য ছিল, তাহা পালন করিতে তাঁহাদের অনেক সময় কাটিয়া যাইত। কিন্তু ছুফফার সন্যাসীদিগের পুত্র পরিবার ছিল না, তাঁহারা বিবাহ করিতেন না। সে দলের মধ্যে কেহ বিবাহ করিলে তাঁহাকে দল ছাড়িয়া আসিতে হইত। এই সর্ব্বত্যাগী সন্যাসীর দল দিবা-ভাগে মছজিদেই পড়িয়া থাকিতেন, হজরতকে বেষ্টন করিয়া কথামৃত পানে পরিতৃপ্ত হইতেন। রাত্রিকালে নিজেদের আশ্রমে উপাসনা এবাদতে লিপ্ত হইতেন, এবং সেইখানেই পড়িয়া থাকিতেন। ইঁহাদের পরিধানে প্রায় দুইখানি বস্ত্র জুটিত না। একখানা চাদর গলায় বাঁধিয়া দেওয়া হইত এবং তাহাই জানু পর্য্যন্ত ঝুলিয়া থাকিয়া তাঁহাদের অঙ্গাচ্ছাদন ও লজ্জা নিবারণ করিত। তিরমিজি নামক হাদিছ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে (১) নামাজের জমাৎ আরম্ভ হইলে ইঁহারাও তাহাতে যোগদান করিতেন। কিন্তু অনাহারের ফলে অনেক সময় তাঁহাদের পক্ষে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়াও সম্ভবপর হইত না। দুর্ব্বলতার জন্য সময় সময় নামাজ পড়িতে পড়িতে তাঁহারা পড়িয়া যাইতেন। তাঁহাদিগকে দেখিলে উন্মত্ত উদ্‌ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হইত। ইঁহাদের মধ্যে একদল দিবাভাগে জঙ্গলে ও পর্ব্বতে গিয়া কাষ্ঠ-আহরণ করিয়া আনিতেন, এবং তাহা বিক্রয় করিয়া যে মূল্য পাওয়া যাইত, তাহা দ্বারা অভাবগ্রস্ত মোছলেম ভ্রাতা ভগ্নী-দিগের জন্য খাদ্য ক্রয় করিতেন, অথচ এত পরিশ্রম করিয়াও নিজেরা অনেক সময় উপবাস করিয়া থাকিতেন। অনেক সময় হজরত মোহাজের ও আনছারদিগের দ্বারা ইঁহাদের "সেবা" করাইতেন। বিবি ফাতেমা একদা হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—বাবা! যাঁতা পিসিতে পিসিতে আমার হাতে কড় পড়িয়া গিয়াছে, আপনি আমাকে একটা বাঁদী আনিয়া দিন্! কন্যার এই আবেদনের উত্তরে হজরত বলিয়াছিলেন—"ফাতেমা! আছহাবে ছুফ্‌ফার মোছলেমবৃন্দ অন্না-ভাবে মারা যাইবে, আর আমি তোমাকে বাঁদী আনিয়া দিব, ইহা কি সঙ্গত?" আহা-হা! মোস্তফা'ত একা ফাতেমার পিতা ছিলেন না। প্রত্যেক দুস্থ অভাবগ্রস্থ মোছলেম নরনারীর

(১) মাইশাতুন্নবী।

—না, না—প্রত্যেক আর্ত্তের প্রত্যেক ব্যথিত মানবহৃদয়ের সকল দুঃখ ও সকল বেদনা দূর করাই যে সেই মহামানবের স্বভাব ধর্ম্ম।

কোরআন অধ্যয়ন ও অধ্যাপন, বিপদসঙ্কুল স্থান সমূহে আপনাদিগের প্রাণের বিনিময়ে এছলাম প্রচার এবং দুঃস্থ মোছলেম নরনারীগণের সেবাই এই সন্ন্যাসী সঙ্ঘের প্রধান সাধনা ছিল। দুষ্ট কপটদিগের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া ইঁহাদের ৭০ জন সন্ন্যাসীকে নাজদে এছলাম প্রচারের জন্য পাঠান হইয়াছিল, এবং পথি মধ্যে তাঁহাদের প্রত্যেকই কাফেরগণের খরধার কৃপান বক্ষে গ্রহণ করিয়া, এছলামের সেবায় সানন্দে আত্মদান করিয়াছিলেন। স্মরণ করিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, এই সন্ন্যাসী শহীদগণের লাশের গোরও হয় নাই, কাফনও হয় নাই; মরিয়াও তাঁহারা আপনাদের দেহের মাংস দিয়া শত শত বুভুক্ষু শকুনী গৃধিনীর উদরজ্বালা নিবৃত্তি করিয়াছিলেন। (১)

এখানে এই সমস্যা উপস্থাপিত হইতে পারে যে, এছলাম সন্ন্যাস বা 'রাহ্‌বানিয়তের' অনুমোদন করে না। হজরত বলিয়াছেন—لا رهبانية في الاسلام অর্থাৎ এছলামে রাহবানিয়ৎ নাই। কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়তে এই রোহবান ও রাহবানিয়তের প্রতিবাদ সূচক মন্তব্য দেখিতে পাওয়া যায়। এ অবস্থায় আছ্‌হাবে ছুফ্‌ফার সাধনা সমূহের সহিত এই সকল শাস্ত্রীয় প্রবচনের সামঞ্জস্য থাকিতেছে না। এই সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত আলোচনার আবশ্যক হইবে।

সন্ন্যাস ও এছলাম।

প্রথমে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আছহাবে ছুফ্‌ফার কর্ম্মীমণ্ডলী হজরতের সময়ে এবং এছলামের প্রাথমিক অবস্থাতেই বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহারা যেরূপ প্রণালীতে আপনাদের কর্ম্মজীবন অতিবাহিত করিতেন, তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ বিষয় হজরতের জানা ছিল, এবং তাহা অহি অবতীর্ণ হওয়ার সময়ের কথা। অথচ হজরত তাঁহাদিগকে যে বিশেষ করিয়া সাধনার এই প্রণালী পরিত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, তাহারও কোনই প্রমাণ নাই। বরং হাদিছ ও ইতিহাসে এরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে, হজরত এই কর্ম্মযোগী দলের ক্রিয়াকলাপের সমর্থন করিতেন, ধর্ম্ম ও সমাজের সেবাকল্পে ইঁহাদিগের সহায়তা গ্রহণ করিতেন—ইঁহাদিগকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, হজরত কার্য্যতঃ এই প্রণালীর সমর্থন করিয়াছেন। তাহার পর কোরআন ও হাদিছের প্রবচনগুলির উল্লেখ করিয়া সামঞ্জস্য সম্বন্ধে যে সংশয় উপস্থিত করা হয়, তাহা আমাদের গবেষণা ও প্রণিধানের অভাব ব্যতীত আর কিছুই নহে। রাহ্‌বানিয়ৎ সম্বন্ধে বর্ণিত সমস্ত আয়ত ও হাদিছ

(১) মাওলানা শিবলী, বোখারী, মোছলেম, মোছনাদ, ছোয়ুতী, জোরকানী প্রভৃতি হইতে আছহাবে ছুফ্‌ফার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহারই সংক্ষিপ্ত সার এখানে সঙ্কলিত হইয়াছে।

যথাযথভাবে প্রণিধান করিয়া দেখিলে, আমাদের এই ভ্রম সহজে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। প্রথমে কোরআনের আয়তগুলির আলোচনা করিতেছি।

কোরআনে, ছুরা তাওবায়, এহুদী ও খৃষ্টান জাতির শোচনীয় পতন এবং পতনের মূলীভূত কারণ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে,—اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله অর্থাৎ 'এহুদী ও খৃষ্টানগণ যথাক্রমে আপনাদের পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীদিগকে আল্লাহরূপে গ্রহণ করিয়াছে—এবং আল্লাহকে বিস্মৃত হইয়াছে।' ইহার ব্যাখ্যা হাদিছেই আছে। হজরত এই আয়ত পাঠ করিলে, একজন ছাহাবা জিজ্ঞাসাচ্ছলে নিবেদন করিলেন:—এহুদী ও খৃষ্টানগণ আপনাদের মৌলবী ও ফকীরদিগকে কখনইত পূজা করিত না? হজরত বলিলেন—কিন্তু, সেই মৌলবী ও ফকীরগণ যে কোন কাজকে হালাল (সিদ্ধ) বলিয়া প্রকাশ করিত, তাহারা (এহুদী ও খৃষ্টানগণ অন্ধের ন্যায়) তাহাকে সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইত; পক্ষান্তরে তাহারা কোন কাজকে অসিদ্ধ বলিয়া দিলে, সকলে তাহাকে চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইত; ইহাই পূজা। (১)

মানবের জ্ঞান ও বিবেককে অন্ধভক্তির অন্ধকারময় কুঠুরীতে আবদ্ধ করিয়া যাহারা এইভাবে নিজদিগকে বা অপর কাহাকে আল্লার আসনে বসাইয়া অজ্ঞ মানব সমাজের দ্বারা পূজিত হয়, তাহারাই মানবজাতির প্রধান শত্রু, তাহারাই সত্যধর্ম্মের প্রধানতম বৈরী। ইহাই এহুদী ও খৃষ্টান জাতির অধঃপতনের প্রধানতম কারণ হইয়াছিল। আয়তে নরপূজার এই ঘৃণিত নীতির প্রতিবাদ করা হইয়াছে। কিন্তু ছুফ্‌ফার কর্ম্মযোগী ত্যাগীগণের সহিত ইহার কোনই সম্বন্ধ বা সামঞ্জস্য নাই। ফলতঃ এহুদী ও খৃষ্টানদিগের পণ্ডিত ও সন্ন্যাসীগণের যে স্বরূপকে এখানে ধিক্কার দেওয়া হইয়াছে, তাহা যুগে যুগে নিষিদ্ধ, এবং মোছলেম নামধারী মৌলবী ও পীরদিগের সম্বন্ধেও তাহা সমানভাবে প্রযোজ্য। সে যাহা হউক, আলোচ্য আয়তে মূলতঃ রাহ্‌বানিয়তের প্রতিবাদ করা হয় নাই, বরং লোকে রোহ্‌বানদিগের মর্য্যাদা নির্ণয়ে যে অতিরঞ্জন করিয়া থাকে, তাহারই প্রতিবাদ করা হইয়াছে। ইহা স্বীকার না করিলে বলিতে হইবে যে, সন্ন্যাস অবলম্বনের ন্যায়, বিদ্যা ও শাস্ত্রীয় জ্ঞানার্জ্জনও নিষিদ্ধ। কারণ, আয়তে রোহ্‌বানদিগের সহিত আহবারগণকেও একই পর্য্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে।

ছুরা হাদিদের শেষভাগে, একটী আয়তে রাহ্‌বানিয়তের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। আয়তটী এই:—

— و رهبانية ابتدعوها ' ماكتبناها عليهم ' الا ابتغاء رضوان الله ' فمارعوها حق رعايتها ' فاتينا الذين آمنوا منهم اجرهم ' و كثير منهم فاسقون — (حديد)

(১) তেরমিজী—তফছির, প্রভৃতি।

অর্থাৎ—"এবং তাহারা যে রাহ্‌বানিয়তের সৃষ্টি করিয়াছে, আমরা তাহাদিগের উপর তাহা ফরজ (অবশ্য কর্ত্তব্য) করি নাই। (বরং তাহারাই) মাত্র আল্লার সন্তোষ লাভের আকাঙ্ক্ষায় তাহার সৃষ্টি করিয়াছিল, কিন্তু তাহারা যথাযথভাবে (নিজেদের আবিষ্কৃত এই) রাহ্‌বানিয়তের মর্য্যাদা রক্ষা করিল না, অপিচ তাহাদের মধ্যে যাহারা ঈমানদার আমরা তাহাদিগকে তাহাদের আজুরা দান করিলাম, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই অনাচারী।" এই আয়তে এই টুকু জানা যাইতেছে যে, হজরত ঈছার পরলোক গমনের পর খৃষ্টানেরা যে শ্রেণীর সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য অথবা মোটের উপর যে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিল—তাহা তাহাদেরই আবিষ্কার, আল্লাহ তাহাদিগের প্রতি সেই বৈরাগ্য অবলম্বন করা 'ফরজ' করেন নাই। কিন্তু সেই প্রাথমিক খৃষ্টানগণের সেই বৈরাগ্য যে মন্দ কাজ, আয়তে ইহা বলা হইতেছে না। বরং পরবর্ত্তী আয়তগুলি পাঠে তাহার সমর্থনই জানা যাইতেছে। নচেৎ 'যথাযথভাবে তাহারা সেই বৈরাগ্যের মর্য্যাদা রক্ষা করিল না—বলিয়া কখনই আক্ষেপ করা হইত না। কিন্তু এখানে আবার এই প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, প্রকারতঃ যখন ঐ নবাবিষ্কৃত বৈরাগ্য ধর্ম্মের সমর্থনই করা হইল, তখন 'আল্লাহ তাহাদিগের প্রতি তাহা ফরজ করেন নাই'—এই উক্তির সার্থকতা কি? এখানে বিস্তৃতভাবে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। কারণ, কর্ম্মযোগ ও বৈরাগ্যের যে মহাসম্মিলনে আছহাবে ছুফ্‌ফার সর্ব্বত্যাগী ও কর্ম্মী সন্ন্যাসীদলের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহার প্রকৃত স্বরূপ ও স্বত্বা, দুই দিকের দুই দল অজ্ঞ চরম পন্থীর অতিরঞ্জন ও টানাটানির ফলে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। **পতিত ও দুর্ব্বল জাতির উত্থান-প্রারম্ভে, মুক্তিমার্গের প্রথম পদনিক্ষেপের প্রাক্কালে—আছহাবে ছুফ্‌ফার ন্যায় কর্ম্মযোগী সন্ন্যাসীদের একান্ত আবশ্যক।** সুতরাং এই বৈরাগ্য সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার যথাসম্ভব আপনোদন করা প্রত্যেক সমাজ হিতচিকির্ষুর পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু

گلچین بہار تو ز داماں گلہ دارد

সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে, এককথায় বলা যাইতে পারে যে, উপরের বর্ণিত আয়তে খৃষ্টানদিগের আবিষ্কৃত সন্ন্যাসকে নিষিদ্ধ করা হয় নাই, কারণ স্থান-কাল-পাত্রাদির হিসাবে দুর্ব্বলচেতা লোকদিগের পক্ষে তাহাও মন্দের ভাল ছিল। কিন্তু ইহা বৈরাগ্যের অতি নিকৃষ্ট স্তর। সেই জন্য আল্লাহ ইহার জন্য আদেশ প্রদান করেন নাই। মোটের উপর কথা এই যে, কোন একটা বিষয় নিষিদ্ধ না হওয়া—আর তাহা অদার্শরূপে নির্দ্ধারিত হওয়া, এই দুইটা ব্যাপারে আকাশ পাতাল প্রভেদ। কোরআন কর্ম্মযোগীর কর্ত্তব্যের যে কি আদর্শ নির্দ্ধারিত করিয়াছে, আলোচ্য আয়তের উপক্রমভাগে তাহা স্পষ্টতর ভাষায় ব্যক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে:—

ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

و انزلنا الحديد فيه باس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب - ان الله قوى عزيز-

"আমরা নিজ রছুলদিগকে জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন সমূহ দিয়া প্রেরণ করিয়াছি, এবং তাহাদিগের সঙ্গে কেতাব অবতীর্ণ করিয়াছি, এবং (ন্যায়ের) তুলাদণ্ড (অবতীর্ণ করিয়াছি)—যেন মানব সমাজ ন্যায়-বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং (নিদর্শন, শাস্ত্র ও ন্যায়-দণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে) লৌহকে অবতীর্ণ করিয়াছি,—উহাদ্বারা ভীষণ সমর (পরিচালিত হয়) এবং তাহাতে মানবের মহা মঙ্গল নিহিত—আল্লাহ জানিতে চাহেন, কে অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে এবং তাঁহার রছুলদিগকে (ঐ লৌহের খরধার অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা ন্যায়ের ধর্ম্মসমরে) সাহায্য করিবে!—অথচ তিনি মহাশক্তিশালী ও প্রবল।"

এই আয়তে রছুল, তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্রপ্রভাব এবং তাঁহার সঙ্গে প্রেরিত কেতাব ও ন্যায়ের তুলাদণ্ডের কথা পরপর বলা হইয়াছে। কিন্তু জগতে ন্যায় ও বিচারকে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ কাজ নহে। প্রবলের অত্যাচার হইতে দুর্ব্বলকে রক্ষা করিতে হইলে, মানব সমাজকে ন্যায় ও বিচারের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, এবং বলদৃপ্ত অত্যাচারীর কবল হইতে মানব সাধারণের স্বত্বাধিকারগুলিকে রক্ষা করিতে হইলে, তোমার আবশ্যক হইবে লৌহের—লৌহ নির্ম্মিত অস্ত্রশস্ত্রের। অন্যায় ও অধর্ম্মকে দলিত মথিত করার এক মাত্র অবলম্বন—চরম উপকরণ ইহাই। এই অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে তোমাকে অন্যায় অধর্ম্ম ও অবিচারের বিরুদ্ধে ভীষণ সমর বাধাইয়া দিতে হইবে। অত্যাচারীর মুণ্ড—শরীর সংযুক্ত থাকিয়া হউক বা দেহচ্যুত হইয়া হউক—ন্যায়ের সিংহাসন তলে লুণ্ঠিত করিয়া, তাহাকে দমিত নমিত করিয়া, তাহার গর্ব্বস্ফীত বক্ষঃপঞ্জরগুলিকে দলিত মথিত করিয়া, ঐ লৌহের সাহায্যে জোর করিয়া দুন্‌য়ায় ন্যায় ও সত্যকে প্রতিষ্ঠিত এবং জয়যুক্ত করিতে হইবে। তোমার ধার্ম্মিকতার দাবী ভণ্ডামীর ভাণ, না সত্যিকার ঈমান!—তোমার ভগবৎ প্রেম, তোমার মহাপুরুষগণের ভক্তি, তোমার ন্যায়নিষ্ঠা ও শান্তি-প্রতিষ্ঠার দাবী, অগ্নিপরীক্ষার টাকশালে কতটুকু টিকিতে পারে, আল্লাহ তাহাও জানিতে চাহেন।

সত্য সনাতন এছলামের (১) যে কর্ম্মযোগ—আল্লাহ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট আত্মত্যাগের যে আদর্শ, তাহা উপরের আয়তে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আছহাবে-ছুফ্‌ফা এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই ন্যায় ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় আপনাদিগকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। অত্যাচারীর খরধার তরবারী প্রথমে তাঁহাদের মস্তকে পতিত হইত; ধর্ম্মদ্রোহী পাষণ্ডের খরধার কৃপাণকে

(১) প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক সত্যধর্ম্মই এছলাম—এবং প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক মহামানব ও নবী রছুলই এছলামের আদর্শ ও সম্মানার্হ, ইহাদের কাহারও অসম্মান করিলে কাফের হইতে হয়, ইহা এছলামের বিধান।

তাঁহারাই প্রথমে আলিঙ্গন দান করিতেন, আবার পাপ ও অত্যাচারের মস্তকে প্রথম কুঠারাঘাত তাঁহারাই করিতেন। তাঁহারা আপনাদিগকে ত্যাগ করেন নাই—দান করিয়াছিলেন। যখন সত্য ধর্ম্মের গ্লানি হইতেছিল, যখন ন্যায় ও মানবতা ক্ষুন্ন হইতেছিল, শয়তানের তাণ্ডব নৃত্যে যখন ধরা বক্ষ টলমলায়মান হইয়া উঠিয়াছিল, অথচ সত্যের সেবক মোস্তফাকে সাহায্য করিবার ও তাঁহার ইঙ্গিত ও উপদেশ মতে এছলামের সেবায় আত্মদান করার লোকের সংখ্যা যখন খুবই অল্প ছিল; তখন আছহাবে ছুফ্‌ফার মুক্ত মহামানবগণ একাধারে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ধর্ম্মের প্রচারক, কোরআনের অধ্যাপক, দুস্থ নরনারীর সেবক, দরিদ্র পরিবারের অন্ন সংগ্রাহক, বৃদ্ধ বিধবার কাষ্ঠাহরক প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত ছিলেন। হজরতের মুখের একটা বাণী শুনিবার জন্য তাঁহারা চাতকের ন্যায় অপেক্ষা করিতেন, তাঁহার প্রত্যেক পদনিক্ষেপের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, আর সর্ব্বাপেক্ষা বিপদসঙ্কুল কর্ম্মে আত্মদান করিতেন। ইহাতে কোন স্থলে নির্ব্বিঘ্নে বা অল্প বিঘ্নে জয়যুক্ত হইতেন, আর স্থানে স্থানে আপনাদের হৃৎপিণ্ডের তপ্ত শোণিত দিয়া অত্যাচারী শয়তানের পদলেখাগুলি ধুইয়া ফেলিতেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা বাঁচিয়া থাকিতেন তাঁহারা ক্রমে ক্রমে তিলেতিলে পলেপলে মরণকে বরণ করিতেন। অহো-হো! এ মরণ বুঝি আরও কঠিন, আরও মধুর!

রোহ্‌বান ও রাহ্‌বানিয়ৎ শব্দের ধাতু র-হ-ব, ইহার অর্থ ভীতি বা আতঙ্ক। সুতরাং ধাতুগত অর্থের হিসাবে রোহ্‌বান শব্দের অর্থ হইতেছে—ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তি। খৃষ্টান যাজকগণ রাজদণ্ডের এবং অজ্ঞ জনসাধারণের অত্যাচারের ভয়ে ভীত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। ঐ অন্যায়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পরাজিত করার এবং সত্যকে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা তাঁহাদের উচিত ছিল। কিন্তু মানসিক দুর্ব্বলতা হেতু তাঁহারা তাহা করিতে না পারিয়া সত্য সেবার তৃতীয় বা নিকৃষ্টতর স্তরে গিয়া উপনীত হইলেন, এবং পাহাড়ে পর্ব্বতে লুকাইয়া, লোকালয় হইতে দূরে পলায়ন করিয়া আপনাদের ক্ষুদ্র দেহ, ক্ষুদ্র বক্ষ ও তাহার ক্ষুদ্র বিশ্বাসটুকুকে বাঁচাইয়া তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করিলেন। দুঃখের বিষয় খৃষ্টানের এই আদর্শ আজ মুছলমান সমাজের মধ্যেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

দুই আদর্শে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, বোধ হয় পাঠকগণ এখন তাহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। হজরত বলিয়াছেন—'জেহাদকে কখনই ত্যাগ করিও না—উহাই আমার উম্মতের সন্ন্যাস (রাহ্‌বানিয়ৎ)।' সুতরাং আমরা দেখিতেছি, সন্ন্যাসের প্রকার ও স্বরূপ লইয়া মতভেদ, মূল সন্ন্যাসকে এছলাম সমর্থন করিয়াছে। এছলামের সন্ন্যাস ও আছহাবে ছুফ্‌ফার আদর্শ, এবং জগতের সাধারণ সন্ন্যাস ও বৈরাগ্যের আদর্শ, দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ। এছলাম বলিতেছে—একদল লোক মানবের সেবা ও মুক্তির সাধনার জন্য কর্ত্তব্যের আহ্বানে কর্ম্মের কঠোর সমর প্রাঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়িবে—নীরবে আপনার জীবন যৌবন বিলাইয়া দিবে, ক্ষুদ্র আত্মীয়তা

ও সঙ্কীর্ণ সংসারের মায়া মোহ হইতে মুক্ত থাকিয়া, তাহারা বিরাট জাতি ও বিশাল বিশ্বকে আপনার আত্মীয় ও নিজের পরিজন বলিয়া মনে করিবে—তাহাদের সেবা ও মুক্তির জন্য আপনার যথাসর্ব্বস্ব দান করিবে। স্বদেশ ও স্বজাতির চরম অধঃপতনের এবং অন্যায় ও অধর্ম্মের প্রবল প্রাধান্যের সময়, আছহাবে ছুফ্‌ফার ন্যায় এক দল সর্ব্বত্যাগী কর্ম্মযোগীর বিশেষ আবশ্যক হইয়া থাকে।

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند
نکتها هست بسی، محرم اسرار کجاست ؟

পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

"انما المؤمنون اخوة"

প্রথম হিজরীর অন্যান্য ঘটনা।

আবদুল্লাহ-বেন-ছালাম মদিনাবাসী এহুদী সমাজের প্রধানতম পণ্ডিত। মদিনা ও পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের সমস্ত এহুদী তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। যখন হজরতের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় মদিনায় আগ্রহ ও উৎসাহ মিশ্রিত আনন্দস্রোত প্রবাহিত হইতেছিল, তখন এই এহুদী পণ্ডিতও তাঁহার দর্শন লাভের আকাঙ্ক্ষায় বিশেষ ব্যাকুলভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এহুদী যাজকগণ শাস্ত্রের সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্ম ও কূটাদপিকূট বিতণ্ডার বিশ্লেষণ করিতে করিতে স্বভাবতঃ ভক্তি ও বিশ্বাসহীন হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা জগতকে সংশয় ও সন্দেহের চক্ষে দেখিত। আবদুল্লাহও এই ভাব লইয়া বহু বিশ্রুত আরবীয় নবীর ভাবগতিক পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন। তিনি নিজেই সাক্ষ্য দিয়াছেন যে, হজরতের মুখ দেখিয়াই যেন আমার আত্মা বলিয়া উঠিল—'ইহা ভণ্ড ও মিথ্যাবাদীর মুখ নহে।' আবদুল্লাহ এখানেই নিবৃত্ত হইলেন না। হজরত, আবুআইউব আনছারীর গৃহে বিশ্রাম করার পর, আবদুল্লাহ সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং ধর্ম্মতত্ত্ব সংক্রান্ত কয়েকটা জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করতঃ হজরতকে তাহার মীমাংসা করিয়া দিতে বলিলেন। হজরত সংক্ষেপে কয়েকটা কথায় তাহার এমন সুন্দর ও সন্তোষজনক উত্তর দিলেন যে, তাহা শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লার যুগযুগান্তরের জটিল যুক্তিতর্ক ও কুটিল দার্শনিকতা জর্জ্জরিত হৃদয়ে একটা অভিনব তৃপ্তি শান্তি ও ভক্তির উদ্রেক হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তৌরাতের বর্ণিত লক্ষণাদির সহিত মিলাইয়া দেখিয়াও তাঁহার বিশ্বাস ঈমানে পরিণত হইল, এবং তিনি কাহারও অপেক্ষা না করিয়া স্বীকার করিলেন যে, নিশ্চয় মোহাম্মদ সত্যের বাহক ও আল্লার সেই সত্য রছুল।

আবদুল্লার এছলাম গ্রহণ।

আবদুল্লাহ-বেন-ছালাম এছলাম গ্রহণের পর হজরতের খেদমতে আরজ করিলেন—'এহুদীগণ আমাকে তাহাদের প্রধান পণ্ডিত ও সমাজপতি বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে, আমার পিতা সম্বন্ধেও তাহাদের এইরূপ বিশ্বাস ছিল। এখন আমার এছলাম গ্রহণের সমাচার প্রকাশ না করিয়া আপনি তাহাদিগকে ডাকিয়া আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করুন।' হজরত এহুদীদিগকে

ডাকিয়া তাহাদিগকে সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলেন। বলা বাহুল্য যে, এহুদীগণ তাহা স্বীকার করিল না। তখন হজরত তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমাদের আবদুল্লাহ-বেন-ছালাম লোকটী কেমন?

এহুদীগণ:—তিনি মহাপুরুষের বংশধর, নিজেও একজন মহাপুরুষ। তিনি মহাপণ্ডিতের বংশধর ও নিজেও মহাপণ্ডিত। তিনি আমাদের ছর্দ্দারজাদা-ছর্দ্দার।

হজরত:—আচ্ছা, আবদুল্লাহ যদি আমাকে সত্যনবী বলিয়া স্বীকার করেন, তিনি যদি এছলাম গ্রহণ করেন?

এহুদীগণ:—আরে সর্ব্বনাশ! তাহাও কি কখনও সম্ভব!

তখন হজরতের আহ্বানে আবদুল্লাহ অন্তরাল হইতে বহির্গত হইলেন এবং সমবেত এহুদীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—'তোমরা সকলেই জানিতেছ যে, ইনিই আল্লার সেই সত্য রছুল, তাহাতে বিশ্বাস কর, মুক্তি পাইবে।' এহুদীগণ তখন বিপরীত সুর ধরিয়া বলিতে লাগিল, আমরা প্রথমে ঠিক কথা বলি নাই। আবদুল্লাহ একটা আস্ত পাজী, ভয়ানক পাষণ্ড, তার চৌদ্দপুরুষ পাষণ্ড—ইত্যাদি।

আবদুল্লাহ বলিতেছেন—আমি যখন প্রথমে হজরতের সাক্ষাৎলাভ করি, তখন হজরত সহচর ও উপস্থিত জনগণকে "প্রকৃত পুণ্য কি," তাহা বুঝাইয়া দিয়া বলিতেছেন—

افشوا السلام ' و اطعموا الطعام ' و صلوا فی اللیل و الناس نیام

"হে লোক সকল! সকলকে শান্তি ও প্রেমপূর্ণ অভিবাদন কর, সকলকে অন্ন ভক্ষণ করাও, এবং নিস্তব্ধ নির্জ্জন নিশীতে—যখন সমস্ত লোক ঘুমাইয়া থাকে—তখন নামাজে লিপ্ত হও!" (১)

আনছারগণের মহত্ব।

মদিনার মুছলমানগণ, এই সময় ত্যাগ ও মহত্বের যে অভূতপূর্ব্ব আদর্শ স্থাপন করিয়াছিলেন, এমাম বোখারী প্রমুখ হাদিছ ও ইতিহাস সঙ্কলকেরা তাহা বিস্তৃতরূপে সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। প্রবাসী মোহাজেরগণ নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া যখন দলে দলে মোস্তফা-নগরে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন, তখন সেই ক্ষুধিত পিপাসাতুর ভ্রাতা-ভগ্নীদিগের সেবার জন্য মদিনার মোছলেম সমাজে আগ্রহের সীমা রহিল না। কিন্তু সকলের ইচ্ছা আগন্তুক প্রবাসীকে তিনিই লইবেন, তিনিই আপনার ধন-সম্পত্তি দিয়া সেই দুস্থ ভ্রাতাকে সুস্থ করিবেন। কাজেই অনেক সময় ইহা লইয়া আনছারগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইয়া যাইত, এবং অবশেষে 'কোরআ' বা গুটিদ্বারা ঠিক করা হইত যে, নবাগত মোছলমান কাহার অতিথি হইবেন। অতিথি বলিলে ভুল

(১) বোখারী, মোছনাদ, প্রভৃতি। আবদুল্লাহ ৪০ হিজরীতে মদিনায় পরলোক গমন করেন। এছাবা ৪৭১৬ নং।

হয়, আনছারগণ মোহাজেরদিগকে সর্ব্বতোভাবে আপনাদের সহোদর ভ্রাতারূপেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মদিনার মছজিদ নির্ম্মাণ শেষ হওয়ার পর, হজরত انما المؤمنون اخوة 'নিশ্চয় মুছলমানবৃন্দ পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতা ব্যতীত আর কিছুই নহে',—কোরআনের এই পবিত্র উপদেশ অনুসারে ঘোষণা করিলেন—শ্রবণ কর হে প্রবাসী মোহাজের! শ্রবণ কর হে মদিনাবাসী আনছার! এ আল্লার আদেশ—"এক মুছলমান অন্য মুছলমানের ভাই।"

ভ্রাতৃত্ব-প্রতিষ্ঠা।

মদিনায় আনন্দ-উৎসবের বাণ ডাকিল, প্রেম-মদিরা পান করিয়া মোছলেমগণ মাতওয়ারা হইয়া উঠিলেন—হজরত মদিনাবাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তোমরা ধর্ম্মসম্বন্ধে এক একজন প্রবাসীকে ভ্রাতৃরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া লও।' পূর্ব্বে সাধারণ ভাবে যে ভ্রাতৃভাবের উন্মেষ হইয়াছিল, আজ তাহারই বিশেষ প্রতিষ্ঠা। হজরতের উপদেশ শ্রবণ মাত্রই মোহাজের ও আনছারগণ মদিনার এক গৃহ-প্রাঙ্গনে সমবেত হইলেন, এবং হজরতের ইঙ্গিতমতে ভ্রাতৃ-নির্ব্বাচন হইতে লাগিল। ইতিহাসে মোহাজের ও আনছার ভ্রাতৃযুগলগণের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। (১) স্থান সঙ্কীর্ণতা হেতু আমরা তাঁহাদের নামের দীর্ঘ তালিকা প্রদান করিতে পারিলাম না।

এই নির্ব্বাচন ব্যাপারে একটী সূক্ষ্ম বিশেষত্ব লক্ষ্য করিবার আছে। একজন আনছার ও একজন মোহাজেরকে লইয়া এই 'যুগল' নির্ব্বাচন হইয়াছিল—বটে। কিন্তু ইহার বিশেষত্ব এই যে, হজরত এই নির্ব্বাচনে উভয় দলের লোকদিগের প্রকৃতিগত বিশেষত্ব-গুলির প্রতি বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। সকলের মানসিক গতি, রুচি ও প্রকৃতি সম্যকরূপে অনুশীলন করিয়া, ঠিক যাঁহাকে যাঁহার সহিত যুক্ত করিয়া দিলে, তাঁহাদের আত্মাগুলিও পরস্পরকে আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে, মানব চরিত্রের মহাপণ্ডিত নিরক্ষর মোহাম্মদ মোস্তফা ঠিক তেমনটী করিয়াই এই যুগল নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। ছাইদ-বেন-জায়দের সহিত কা'বের পুত্র ওবাই, ছায়াদ-বেন-মোআজের সহিত আবুওবায়দাঃ, কি, আশ্চর্য্য সম্মিলন। আবার বেলালের সহিত আবু বোওয়ায়হা, এবং ছালমানের সহিত আবুদ্দার্দা! ব্যবসায় প্রিয় আবদুর রহমান-বেন-আওফের সহিত মদিনার ধনস্বামী ছায়াদ-বেন-রবীর সম্মিলন। ইহা কি অসাধারণ প্রতিভা নহে?

নির্ব্বাচনের বিশেষত্ব।

প্রবাসী মুছলমানগণ এতদিন এক হিসাবে অতিথিরূপে কালযাপন করিতেছিলেন। কিন্তু আজ আর তাঁহারা মেহমান নহেন, অতিথি নহেন—আজ তাঁহারা আনছারগণের সহোদর ভাই। কাজেই আনছারগণ বলিয়া উঠিলেন, হজরত! ভাইকে ভায়ের প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করিবা

(১) দেখ—এবনে হেশাম ১—১৭১ প্রভৃতি।

না। আমাদের বিষয়-সম্পত্তি—এই কৃষিক্ষেত্র, খেজুর বাগান ও ঘর-বাড়ী—যাহা কিছু আছে, ভাইকে অর্দ্ধেক করিয়া ভাগ করিয়া দিন! কিন্তু কথা উঠিল, মোহাজের ভ্রাতারা বণিক জাতি, কৃষিকার্য্য তাঁহারা জানেন না ও করিতে পারিবেন না। তখন আনছারগণ নিজেরাই স্থির করিয়া দিলেন—দুই ভাই যখন, তখন সম্পত্তির অর্দ্ধেক ত তাহার প্রাপ্যই। আমরা যদি এই অসমর্থ ভাইগুলির বিষয়কর্ম্মগুলি একটু দেখিয়া শুনিয়া না দেই, তাহা হইলে আমাদের ভ্রাতৃত্বের দাবী মিথ্যা। কাজেই স্থির হইল যে, মোহাজের ভ্রাতার প্রাপ্য অর্দ্ধেক কৃষিক্ষেত্র ও কাননাদি আনছারগণই আবাদ করিয়া দিবেন, সমস্ত শস্য মোহাজের ভ্রাতারই প্রাপ্য হইবে। (১)

এই সম্মিলনের কথা কোরআন শরীফে, আনফাল ছুরার শেষ রুকুতে বর্ণিত হইয়াছে:—

'নিশ্চয় যাহারা ঈমান আনিয়াছে ও হেজরত করিয়াছে এবং নিজেদের ধনপ্রাণ লুটাইয়া দিয়া আল্লার পথে জেহাদ করিয়াছে—(তাহারা এবং মদিনার সেই সকল বিশ্বাসীগণ) যাহারা তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছে ও সাহায্য করিয়াছে, তাহারা একে অন্যের 'অলি'—নিকটাত্মীয়।'

এই আত্মীয়তার বন্ধন অনুসারে, প্রথম প্রথম প্রবাসী মুছলমানদিগকে উত্তরাধিকারের স্বত্ব পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছিল। কোন আনছার পরলোক গমন করিলে জুবেল-আরহাম বা দূরবর্ত্তী দায়াদকে বঞ্চিত করিয়া এই "ধর্ম্মভাই" তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী লাভ করিতেন। কিছুদিন পরে—সম্ভবতঃ বদর সমর শেষ হইয়া গেলে—এই উত্তরাধিকার স্বত্ব রহিত হইয়া যায়। ছুরা নেছা আনফাল ও আহজাবের বিভিন্ন আয়তে ইহার উল্লেখ আছে। এমাম বোখারী ছুরা নেছার তফছিরে ও ফারায়েজ প্রভৃতি অধ্যায়ে এই হাদিছের উল্লেখ করিয়াছেন। আবুদাউদ প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থেও এই বিবরণটী প্রকটিত হইয়াছে।

আনছারগণ সকলে অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন না। বরং তাঁহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই যে দরিদ্র ছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। একদিন জনৈক ক্ষুধিত ব্যক্তি হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করিলে, হজরত প্রথমে নিজের গৃহে সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে পানি ব্যতীত বাটীতে আর কিছুই নাই। তখন তিনি বাহিরে আসিয়া বলিলেন—আজ কে এই ক্ষুধার্ত্তের সেবা করিবে? আবুতাল্‌হা ছাহাবী নিবেদন করিলেন—"আমি।" আবুতাল্‌হা বাটী গিয়া জানিতে পারিলেন, কেবল তাঁহার সন্তানগণের আবশ্যক মত কিছু খাদ্য আছে। আবুতাল্‌হা ও তাঁহার স্ত্রী শিশুসন্তানগুলিকে ভুলাইয়া ঘুম পড়াইয়া রাখিলেন, গৃহের প্রদীপ নিবাইয়া দেওয়া হইল, এবং (আরবীয় প্রথা অনুসারে)

(১) বোখারী ১৫—৪১০ প্রভৃতি।

উভয় স্বামী-স্ত্রী সেই অতিথির সহিত দস্তরখানে বসিয়া, এমন ভাব দেখাইতে লাগিলেন, যেন তাঁহারাও খাইতেছেন। এমনই ভাবে সকলে উপবাস করিয়া ক্ষুধিত অতিথির সেবা করিলেন। (১) কোরআন শরীফের নিম্নলিখিত আয়তে এই ঘটনার উল্লেখ আছে:—

و يوثرون على انفسهم و لو كان بهم خصاصة

'এবং তাহারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হইয়াও, অন্যের অভাবকে নিজেদের অভাব অপেক্ষা অগ্রগণ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে।' মহানুভব আনছারগণ কি অবস্থায় এবং কেমন করিয়া এছলামিক ভ্রাতৃত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন, এই সকল বিবরণ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

আনছারগণের ত্যাগের এই অবস্থা, পক্ষান্তরে মোহাজেরগণের আত্ম-নির্ভরশীলতার বিষয়ও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আনছারগণের মহানুভবতায় একান্ত কৃতজ্ঞ হইলেও,

মোহাজেরগণের আত্ম-নির্ভরশীলতা।

প্রাবাসী মোহাজেরগণ প্রথম দিবস হইতে আপনাদের কায়িক পরিশ্রম ও ব্যবসায় বাণিজ্য দ্বারা নিজেদের উপজীবিকা সংগ্রহের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ আদৌ আনছারগণের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। মদিনার প্রধান ধনী ছাআদ-বেন-রবী' প্রবাসী আবদুর রহমানের ভ্রাতৃরূপে নির্ব্বাচিত হইলে, ছাআদ ভাবের আবেশে মাতওয়ারা হইয়া যখন আপনার সমস্ত ধন সম্পত্তির অর্দ্ধেক অংশ, (এমন কি আপনার দুই স্ত্রীর মধ্যে একটী) স্বীয় ধর্ম্মভ্রাতাকে দান করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখন আবদুর রহমান অতি সংযত ভাষায় তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতঃ ধন্যবাদসহকারে বলিলেন,—'ভাই, আমাকে তোমাদের বাজারের পথ দেখাইয়া দাও।' তখন লোকে তাঁহাকে 'বানি কাইনোকা' বাজারের পথ দেখাইয়া দিল। আবদুর রহমান প্রথমে মাথায় মোট করিয়া সেই বাজারে সামান্য ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন, এবং কালে তদ্দ্বারা বহু ধনের অধিপতি হইয়া পড়িলেন। (২) এইরূপে হজরত আবুবাকর, ওমর, ওছমান প্রভৃতি মহাজনগণ অবিলম্বে ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া, আপনাদের উপজীবিকা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। (৩) আনছারদিগের প্রদত্ত সম্পত্তি যাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিছুদিন পরে (খায়বার বিজয়ের অব্যবহিত পরে) তাঁহারা তৎসমস্তই আবার তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। (৩)

মদিনায় মছজিদ নির্ম্মিত হওয়ার পর কিছুদিন পর্য্যন্ত লোকে অনুমানের দ্বারা নামাজের সময় নিরূপণ করিয়া মছজিদে আগমন করিতেন। তখনও আজান দিবার প্রথা প্রচলিত হয় নাই।

---

(১) বোখারী ১৫—৪১৩, মোছলেম প্রভৃতি। (২) বোখারী ১৫—৪১০, এছাবা।
(৩) এছাবা, এবনে-ছাআদ ৩—১১০, ৭, মোছনাদ ১—৬২, ৪—৪০০, ৩—৩৪৭ প্রভৃতি।
(৪) মোছলেম—জেহাদ, ২—৯৬।

আজান। (১) ইহাতে যে অসুবিধা হইতে লাগিল, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবেনা। সাম্য ও সম্মিলনের যে মহামূল্য নীতি এছলামের সকল এবাদতের—বিশেষতঃ নামাজের—একটা প্রধানতম লক্ষ্য, এই প্রকার বিক্ষিপ্তরূপে নামাজ সম্পাদিত হওয়ায় তাহা সম্যকরূপে সুসম্পন্ন হইতেছিল না। এই সময় হজরত একদা ছাহবাগণকে লইয়া এসম্বন্ধে পরামর্শ করিতে বসিলেন। (২) আলোচনা প্রসঙ্গে কেহ কেহ বলিলেন, খৃষ্টানদিগের ন্যায় ঘণ্টা বাজাইয়া সকলকে নামাজের সময় জানাইয়া দেওয়া হউক। কেহ কেহ প্রস্তাব করিলেন, এহুদীদিগের ন্যায় শিঙ্গা বাজাইয়া বা মজুছদিগের মত আগুন জ্বালাইয়া সকলকে নামাজের জন্য আহ্বান করা হউক। (৩) কিন্তু ইহার প্রত্যেক প্রস্তাবকেই হজরত 'নাপছন্দ করিলেন।' (৪) হজরত ওমরও তখন সেই মজলিছে উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, একটা লোক পাঠাইয়া সকলকে ডাকিয়া আনিলে হয় না? হজরত ইহার কোন উত্তর না দিয়া বেলালকে বলিলেন—উঠিয়া লোকদিগকে নামাজের জন্য আহ্বান কর। (৫)

সেই শুভদিনের শুভ মূহূর্ত্ত হইতে মদিনার পবিত্র মছজিদে আজানের প্রারম্ভ হইল, এবং আজ সার্দ্ধ তের শত বৎসর ধরিয়া জগতের প্রায় প্রত্যেক জনপদে সজ্ঞ্বসিঙ্গা ও কাঁসরাদির কোলাহলকে জয় করিয়া দিনে পাঁচবার সেই করুণাময় মহিমময় আল্লার নামের জয়জয়কারে, তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিতেছে। আজান শব্দের অর্থ আহ্বান নহে—ঘোষণা। নামাজের জন্য আহ্বান ইহার প্রধানতম উদ্দেশ্য হইলেও, বিশ্বের সকল দেহে রোমাঞ্চ তুলিয়া তাওহিদের জয়ঘোষণা করাই ইহার গৌণ ও সূক্ষ্মতম লক্ষ্য।

আজানের প্রথমে তাওহিদের সেই বীজমন্ত্র—"আল্লাহো আকবর"—চারিবার ঘোষিত হইয়া থাকে। ইহার অর্থ পূর্ব্বে সংক্ষেপে নিবেদন করিয়াছি। আল্লাহো আকবর—মহত্তম আল্লাহ; আল্লাহ আকবর—বৃহত্তম বিরাটতম আল্লাহ; আল্লাহো আকবর—প্রিয়তম আল্লাহ, আল্লাহো আকবর—শ্রেষ্ঠতম প্রভু আল্লাহ! একমাত্র তিনিই বড়—আর সমস্ত ছোট, ক্ষুদ্র, হেয়, নগণ্য। তোমার সুখ সম্পদ, তোমার আরাম আয়েশ, তোমার ধনপ্রাণ, তোমার সকল লাভ নোকছানের আশা আশঙ্কা, সমস্তই ছোট, সমস্তই ক্ষুদ্র, সমস্তই হেয়, সমস্তই নগণ্য! তাহার পর দুইবার করিয়া 'আশ্হাদো আল্লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়—তিনি ব্যতীত কেহ উপাস্য নাই; আমি এই সাক্ষ্য দিতেছি। আশ্হাদো আন্না মোহাম্মদর রছুলুল্লাহ,—আমি সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষ্য দিতেছি যে মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরিত। হাইআ আলাছ্-ছালাহ্,—আইস সকলে নামাজের জন্য। হাইআ

আজানের অর্থ।

(১) বোখারী, মোছলেম—আজান। (২) এবনে-মাজা।
(৩) বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি। (৪) এবনে-মাজা প্রভৃতি।
(৫) বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি।

আলাল্-ফালাহ,—আইস সকলে জীবনের সফলতা অর্জ্জনের জন্য! আবার দুইবার আল্লাহো আকবর, তাহার পর মোছলেমজীবনের চরম সাধনা, মানবীয় দেহ ও মনের চরম মুক্তিবাণী, শেষ ঘোষণা—"লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ,"—আল্লাহ্ ব্যতীত মানবের প্রভু আর কেহই নাই।

আবুদাউদ, এবনে মাজা, দারমী প্রভৃতি গ্রন্থে আবদুল্লাহ-বেন-জাএদ কর্ত্তৃক একটী হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ হাদিছে আবদুল্লাহ নিজেই বলিতেছেন যে, আজানের শব্দগুলি তিনিই প্রথমে স্বপ্নযোগে জানিতে পারেন। তিনি সেই স্বপ্নের কথা হজরতকে জ্ঞাপন করিলে হজরত তাহাই গ্রহণ করেন এবং বেলালকে ঐ শব্দগুলি বলিয়া দিতে আদেশ করেন। সেই অনুসারে আজান দেওয়া আরম্ভ হইলে—ওমর তাহা শুনিয়া দৌড়িতে দৌড়িতে মছজিদে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—'হজরত! আমিও ঠিক এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি।' যাহা হউক, এই স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত আজানই হজরত কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইল। দুঃখের বিষয় এই যে, নানা কারণে আমরা এই হাদিছটাকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি নাই। খৃষ্টান লেখকগণ এই ঘটনা প্রসঙ্গে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতে ক্রুটী করেন নাই। কারণ, এই হাদিছে ফেরেশ্‌তার গল্পে এবং ইতিহাস ও ফেকাহ পুস্তকসমূহে বহু লোকের স্বপ্নদর্শনের অতিরঞ্জনে, তাঁহাদের পক্ষে ইহার একটা সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাজেই, আমাদিগকে এখানে আলোচ্য হাদিছ সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলিতে হইতেছে।

আজান সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা।

আবদুল্লার হাদিছ অপ্রামাণ্য।

আবদুল্লাহ কর্ত্তৃক বর্ণিত হাদিছটীকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কারণ:—

(১) আলোচ্য হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'হজরত ঘণ্টা (নাকুছ) বাজাইয়া সকলকে নামাজের জন্য সমবেত করার পর' তিনি এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু বোখারী মোছলেম প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে, ঘণ্টা বা শিঙ্গা বাজাইবার বা আগুন জ্বালাই-বার প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। এমন কি হজরত ওমর লোক পাঠাইয়া সকলকে ডাকিয়া আনিবার যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাহাও গ্রহণ না করিয়া, হজরত বেলালকে আদেশ করিলেন, দাঁড়াইয়া লোকদিগকে নামাজের জন্য আহ্বান কর। টীকাকারগণ স্বপ্নের বিবরণ-টীকে সত্য প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট আয়াস স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের সম্মুখে এই সমস্যা উপস্থিত হয় যে, বোখারী ও মোছলেমের হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, যে সভায় আজান সম্বন্ধে পরামর্শ হয়, সেখানে হজরত ওমর উপস্থিত ছিলেন এবং তখন তিনি নিজের স্বপ্ন দর্শনের কথা বলেন নাই, বরং লোক পাঠাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ঐ সকল হাদিছে ইহাও স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত সেই মজলিছেই বেলালকে আদেশ করিলেন—দাঁড়াইয়া

লোকদিগকে নামাজের জন্য আহ্বান কর। তাহা হইলে আবদুল্লাহ ও ওমরের স্বপ্নের বিবরণ মাঠে মারা যায়। প্রথম সমস্যার সমাধান কল্পে, তাঁহারা অনুমান মাত্রের উপর নির্ভর করতঃ এই সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছেন যে, দুই দিন করিয়া পরামর্শ সভা বসিয়াছিল। স্বপ্নের বিবরণ হজরতের গোচরীভূত করা হয়—দ্বিতীয় সভায়। তাঁহাদের এই অনুমানের একমাত্র 'প্রমাণ' এই যে, একথা বলিলে স্বপ্নের গল্পটা উড়িয়া যায়! পক্ষান্তরে দ্বিতীয় সমস্যার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, প্রথম দিন হজরত বেলালকে নামাজের জন্য আহ্বান করিতে আদেশ দিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে দিন বর্ত্তমান আকারের আজান দেওয়া হওয়া হয় নাই। সেদিন বেলাল কেবল الصلواة جامعة বলিয়া আজান দিয়াছিলেন। এই অনুমানের প্রমাণ তাঁহারা এবনে ছাআদ প্রমুখ ঐতিহাসিকের বিবরণ হইতে দিতে চাহেন! এই প্রমাণের মূল্য যাহাই হউক, এখানে পাঠক তাঁহাদের এই সিদ্ধান্তের কথা স্মরণ রাখিবেন যে, প্রথম দিবস, বর্ত্তমান আকারের আজান দেওয়ান হয় নাই, সেদিন বেলাল কেবল 'আচ্ছালাতো-জামেআতুন্' বা 'নামাজের জমা'তের জন্য সকলে সমবেত হও' ইহাই ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই কথাটা স্মরণ রাখার পর আমরা পাঠকগণকে আবার আবদুল্লাহ-বেন- জায়েদের স্বপ্নের বিবরণ ঘটিত হাদিছের কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ঐ হাদিছে স্পষ্টতঃ কথিত হইয়াছে যে, নামাজের নিমিত্ত লোকদিগকে আহ্বান করার জন্য, হজরত খৃষ্টানদিগের ন্যায় ঘণ্টা বাজাইবার আদেশ দেওয়ার কিছুকাল পরে, রাবী আবদুল্লাহ এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এখন পাঠক দেখিতেছেন, বোখারী ও মোছলেমের হাদিছগুলির সমস্যা কাটাইবার জন্য টীকাকারগণ যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার সহিত আবদুল্লার হাদিছের এই অংশের সামঞ্জস্য নাই, বরং তাহা পরস্পর বিপরীত। টীকাকারগণের কথা অনুসারে প্রথম দিবসের পরামর্শ মতে, বেলাল 'আচ্ছালাতো-জামেআতুন্' বলিয়া আজান দিয়া লোকদিগকে নামাজের জন্য আহ্বান করিতেছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যে হাদিছকে বাঁচাইবার জন্য এত আয়াস স্বীকার করিয়াছনে, তাহার প্রারম্ভেই বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রথম পরামর্শের পর, হজরত ঘণ্টা বাজাইয়া লোকদিগকে সমবেত করার ব্যবস্থা ও আদেশ দান করিয়াছিলেন!

(২) হজরত যে বিধর্ম্মীদিগের প্রথার অনুমোদন করেন নাই, বোখারী মোছলেমের বর্ণিত হাদিছে তাহা জানিতে পারা যাইতেছে। অধিকন্তু বিজাতীয় ও বিধর্ম্মীদিগের অনুকরণ সম্বন্ধে হজরতের যে সকল কঠোর নিষেধাজ্ঞা হাদিছে বর্ণিত আছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলেও এক মুহূর্ত্তের জন্য অনুমান করা যায় না যে, হজরত মোশ্‌রেক খৃষ্টানদিগের ঘণ্টা ও কাসর বাজাইবার আদেশ দিয়াছিলেন। ইহা কেবল অনুমানের কথাই নহে, এবনে মাজা নামক হাদিছ গ্রন্থে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে,—

فذكروا البوق فكره من اجل اليهود ثم ذكرو الناقوس فكرهه من اجل النصارى

অর্থাৎ হজরত পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলে ছাহাবীগণ ঘণ্টা ও শিঙ্গার কথা বলিলেন, কিন্তু হজরত 'উহা এহুদী ও খৃষ্টানদিগের অনুষ্ঠান বলিয়া' তাহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। রাওহ-বেন-আত্তার আর একটী রেওয়ায়তেও এইরূপ স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। (১) সুতরাং "খৃষ্টানদিগের অনুকরণে হজরত ঘণ্টা বাজাইয়া লোকদিগকে নামাজের জন্য আহ্বান করিতে আদেশ দিয়াছিলেন," এই কথা যে হাদিছে আছে, তাহা আদৌ প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।

(৩) এই ঘটনার সময়, অর্থাৎ হিজরীর প্রথম সনে আলোচ্য স্বপ্ন দর্শন-হাদিছের রাবী আবদুল্লার বয়স কত ছিল, এখানে তাহাও উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। চরিত-কারগণ এ সম্বন্ধে নানাপ্রকার পরস্পর বিপরীত কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আবদুল্লার পুত্রের এক বিবরণে জানা যায় যে, তাঁহার পিতা ৩২ হিজরীতে ৬৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছিলেন। (২) মেশ্কাত শরীফ সঙ্কলক আল্লামা খতিব তাবরেজী এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। (৩) কিন্তু মোহাদ্দেছ হাকেম দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, 'আবদুল্লাহ 'ওহদ' যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন—ইহাই ঠিক।' অন্যান্য কতিপয় হাদিছ শাস্ত্রবিদেরও এই মত। ওহোদের যুদ্ধ হিজরীর তৃতীয় সনে সংঘটিত হইয়াছিল। এখানে প্রথম প্রশ্ন এই যে, যে ছইদ-বেন-মুছাইয়েব আবদুল্লার প্রমুখাৎ এই বিবরণ শ্রবণ করিয়াছেন, আবদুল্লার মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স কত ছিল? চরিত-অভিধান লেখকগণ বলিতেছেন যে, ছইদ হজরত ওমরের খেলাফতের ২য় সনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। (৪) তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, এই হিসাবে ছইদের জন্মের অন্ততঃ দশ বৎসর পূর্ব্বে আবদুল্লার মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং এবনে ছাআদের ন্যায় ঐতিহাসিকের কথার উপর নির্ভর করিয়া, যে ছইদ আবদুল্লার মৃত্যুর দশ বৎসর পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আবদুল্লার মুখে আজান সংক্রান্ত সব ঘটনা অবগত হইয়াছেন, এরূপ বিবরণে বিশ্বাস করা এবং এহেন সূত্রের উপর নির্ভর করিয়া বেলালের প্রথম আজানের অন্য স্বরূপ নির্ণয় করা, আমরা কোন মতেই সঙ্গত বলিয়া মনে করিনা। মোহাদ্দেছ এছমাইলীর সংস্করণে, বোখারীর হাদিছে 'নাদে' শব্দের পরিবর্ত্তে 'আজ্জেন' শব্দের উল্লেখ আছে। এমাম নাছাই 'আজানের প্রারম্ভ' বলিয়া যে অধ্যায়টী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তিনি তাহাতেও এই হাদিছটী আনয়ন করিয়াছেন। দুর্ব্বল হইলেও এমন বহু হাদিছ বিদ্যমান আছে, যাহাদ্বারা জানা যাইতেছে যে, 'আল্লাহ তাআলা মক্কায় অবস্থানকালেই হজরতকে আজান সংক্রান্ত সমস্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন।' (৫) এখানে ইহা আরজ করিয়া দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি যে, শেষোক্ত হাদিছগুলি নির্দ্দোষ না হইলেও ওয়াকেদী বা তাঁহার সেক্রেটারীর ইতিহাসের বিবরণ

---

(১) ফাৎহল্ বারী ৩—৩৩৪। (২) এছাবা। (৩) একমাল। (৪) ঐ।
(৫) ফাৎহল্ বারী।

অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান। বক্ষমান প্রসঙ্গে সে গুলির সংখ্যাধিক্যের হিসাবেও তাহার গুরুত্ব এবনে ছাআদের বর্ণনা অপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিক।

আবদুল্লার নাম করণে বর্ণিত এই হাদিছটীর রাবীদিগের আলোচনা করিবনা। ইহার প্রধান রাবী মোহাম্মদ-বেন-এছহাক। ভূমিকায় ইঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। এমাম মালেক প্রমুখ মোহাদ্দেছগণ ইঁহার সম্বন্ধে যে সকল তীব্রতর ও কঠোরতম মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে এখানে এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, মোহাদ্দেছগণের সাধারণ সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁহার ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন রেওয়ায়ত গ্রহণ করা সঙ্গত নহে।

অন্যান্য ঘটনা।

মদিনার মছজিদ নির্ম্মিত হওয়ার কিছুকাল পরে, হজরতের পরিবারবর্গের জন্য মছজিদ সংলগ্ন স্থানে কয়েকটা ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মিত হইল। হজরত এই সময় স্বীয় পরিজনবর্গকে মদিনায় আনিবার জন্য জায়েদকে কিছু অর্থ দিয়া মক্কায় প্রেরণ করিলেন। হজরতের কন্যাগণের মধ্যে বিবি ফাতেমা তখনও অবিবাহিতা। তিনি ও বিবি ছওদা মদিনায় আনীত হইলেন। বিবি রুকাইয়া তখন তাঁহার স্বামী হজরত ওছমানের সহিত আবিসিনিয়ায় অবস্থান করিতেছিলেন। বিবি জয়নাবকে তাঁহার স্বামী আসিতে দেন নাই—তিনি তখনও এছলাম গ্রহণ করেন নাই। বিবি আএশা তাঁহাব ভ্রাতার সহিত মদিনায় আগমন করেন। (১)

পাঠকগণ বোধ হয় মহাত্মা আছআদ বেন জোরারার কথা বিস্মৃত হন নাই। হজরতের মদিনা আগমনের অনধিক কাল পরেই আছআদ পরলোক গমন করেন। এছলামের এই প্রধান ও প্রথম প্রচারকের মৃত্যু হইলে এহুদীগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং মোনাফেকগণ বলিতে লাগিল,—দেখ, মোহাম্মদ যদি সত্য নবী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার বন্ধু কি এমনই করিয়া মরিয়া যাইত। ইহাদের মূর্খোচিত কথা শ্রবণ করিয়া হজরত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

لا املک لی ولا لصاحبی من الله شيئا

'আল্লার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে! আল্লার কাজের উপর, নিজের বা কোন বন্ধুর সম্বন্ধে আমার কোনই শক্তি বা অধিকার নাই।' (২) আজি কালিকার দরগাহ কবর ও পীরপূজক 'মুছলমানগণ' কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন।

হেজরতের পূর্ব্বে নামাজ দুই রেকআৎ করিয়া ফরজ হইয়াছিল। মদিনা আগমনের পর

(১) তাবরী ২—২৫৮ প্রভৃতি।
(২) " " ২৫৭ "।

জোহর ও আছরে চারি রেকআৎ পড়িবার আদেশ হয়। তবে প্রবাসে পূর্ব্বের ন্যায় দুই রেকআৎ পড়ার ব্যবস্থাই বলবৎ থাকে। (১)

"হজরত মদিনা আগমন করিয়া দেখিলেন, এহুদীগণ 'আশুরার' রোজা রাখিতেছে। তখন হজরতও সেদিন রোজা রাখিলেন, এবং আর সকলকে ঐদিন রোজা রাখিতে আদেশ প্রদান করিলেন।" আজকাল যেরূপ মহরম মাসের দশম দিবসকে মাত্র আশুরা বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, তাহার শাস্ত্রীয় ভিত্তি আমি অবগত হইতে পারি নাই। (২) হাফেজ এবনে হাজর লিখিতেছেন,—'প্রত্যেক যুগের মুছলমানগণ মহরম মাসের দশম তারিখে আশুরার রোজা রাখিতেন, ইহাই সর্ব্বজন বিদিত।' কিন্তু এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি তেবরানী কর্ত্তৃক বর্ণিত যে হাদিছের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে ঐ কথার প্রতিবাদই হইতেছে। (৩) এহুদীদিগের ব্যবস্থা শাস্ত্র হইতে তাহাদের রোজার নির্দ্ধারিত সময় ইত্যাদি বিষয়ও এখানে বিবেচ্য। দীর্ঘসূত্রতা বর্জ্জনের উদ্দেশ্যে এস্থলে সে সকল আলোচনা পরিত্যক্ত হইল।

মদিনায় শুভাগমন করার পর, মছজিদ নির্ম্মাণ, প্রবাসী মোহাজেরগণের অবস্থানাদি এবং অন্যান্য সাংসারিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা কথঞ্চিতভাবে সম্পন্ন করার পর, হজরত দেশের শান্তিরক্ষা ও মঙ্গলবিধানের প্রতি মনোনিবেশ করিলেন। মদিনা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লীগুলি তখন বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী তিনটী স্বতন্ত্র 'জাতির' আবাসভূমি। পরস্পর বিপরীত চিন্তা রুচি ও ধর্ম্মভাব সম্পন্ন এহুদী, পৌত্তলিক ও মুছলমানদিগকে দেশের সাধারণ স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গল বিধানের জন্য, একই কর্ম্মকেন্দ্রে সমবেত করিতে হইবে, তাহাদিগকে একটা রাজনৈতিক 'জাতি' বা 'কওমে' পরিণত করিতে হইবে। তাহাদিগকে শিখাইতে হইবে যে, এক দেশের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়সমূহ, নিজেদের ধর্ম্মগত স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিয়াও, দেশমাতৃকার সেবা-মন্দিরে একত্র সমবেত হইতে পারে এবং এইরূপ হওয়াই কর্ত্তব্য।

মদিনার সাধারণ তন্ত্র প্রতিষ্ঠা।

জগতে সর্ব্বপ্রথমে এই আদর্শ স্থাপন করিলেন—হেজাজের মরুপ্রান্তরবাসী নিরক্ষর মোহাম্মদ মোস্তফা। তিনি মদিনার এহুদী, পৌত্তলিক ও মুছলমানদিগকে একত্র করিয়া এক প্রতিজ্ঞাপত্র বা আন্তর্জাতিক সনন্দ (International magnacharta) লিপিবদ্ধ করাইলেন, এবং মদিনার বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও পরস্পর বিদ্বেষপরায়ণ বিভিন্ন গোত্রের বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন মানব সকলকে লইয়া এক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই আন্তর্জাতিক সনদে, প্রথমে মোহাজের আনছার ও অন্যান্য মুছলমানদিগের পরস্পরের সম্বন্ধ ও স্বত্বাধিকার এবং তাঁহাদের সমাজগত বিষয়সমূহের শাসন ও বিচারের বিধিব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হইল। তাহাতে

(১) বোখারী, মোছলেম, তাবরী প্রভৃতি। (২) বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি।
(৩) ফৎহুল বারী, ১৫—৫১২।

এই কথাটি পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, এই সকল বিষয়ের মীমাংসার ভার মুছলমান জনসাধারণের উপর ন্যস্ত থাকিবে। পৌত্তলিকদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নাম করিয়া, তাহাদিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ঐ প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বীকৃত হইল। তবে এহুদী ও মুছলমানদিগের ন্যায় তাহাদিগকেও কতকগুলি সাধারণ শর্ত্তে আবদ্ধ করা হইল। নিম্নে ঐ প্রতিজ্ঞাপত্র হইতে এহুদীদিগের দায়িত্ব কর্ত্তব্য ও অধিকার সম্বন্ধে কয়েকটা ব্যবস্থা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, ঐ দীর্ঘ দস্তাবেজের কতকটা আভাস উহা হইতে পাওয়া যাইবে।

আন্তর্জাতিক সনন্দ।

(১) এহুদীগণ মুছলমানদিগের সহিত এক 'উম্মৎ'। (১)

(২) এই সনন্দের অন্তর্ভুক্ত কোন গোত্র বা সম্প্রদায় শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, সকলকে সমবেত শক্তি দিয়া তাহা প্রতিহত করিতে হইবে।

(৩) কেহ কোরেশদিগের সহিত কোন প্রকার গুপ্ত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবে না, কেহ তাহাদের কোন লোককে আশ্রয় দিবে না, তাহাদের সঙ্কল্পের সহায়তা করিবে না।

(৪) মদিনা আক্রান্ত হইলে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলে মিলিয়া যুদ্ধ করিবে, এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজেদের যুদ্ধব্যয় নিজেরা বহন করিবে।

(৫) এহুদী মুছলমান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায় স্বাধীনভাবে আপন আপন ধর্ম্মকর্ম্ম পালন করিতে পারিবেন, কেহ কাহারও ধর্ম্মগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিবে না।

(৬) অমুছলমানগণের মধ্যে কেহ কোন অপরাধ করিলে তাহা তাহার ব্যক্তিগত অপরাধ মাত্র বলিয়া গণ্য হইবে। অর্থাৎ তজ্জন্য তাহার বা তাহাদের জাতির স্বত্বাধিকারের কোন প্রকার খর্ব্ব করা হইবে না।

(৭) মুছলমানগণ, সাধারণতন্ত্রের অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি সদাই সস্নেহ ব্যবহার করিবেন, এবং তাঁহাদের কল্যাণ ও মঙ্গলের চেষ্টায় রত থাকিবেন। কোন প্রকারে তাঁহাদের অনিষ্ট সাধনের সঙ্কল্প তাঁহারা পোষণ করিবেন না।

(৮) উৎপীড়িতকে রক্ষা করিতে হইবে।

(৯) প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মিত্র জাতিসমূহের স্বত্বাধিকারের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হইবে।

(১০) মদিনায় নরহত্যা বা রক্তপাত করা, আজ হইতে 'হারাম' বলিয়া গণ্য হইবে।

(১১) শোণিত পণ, পূর্ব্বের ন্যায় বহাল থাকিবে।

(১২) মোহাম্মদ রছুলুল্লাহ, এই সাধারণতন্ত্রের প্রধান নায়করূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। যে সকল বিবাদ বিসম্বাদ সাধারণ ভাবে মীমাংসিত হওয়া সম্ভবপর না হইবে, তাহার মীমাংসার ভার তাঁহার উপরে ন্যস্ত হইবে। আল্লার ন্যায়বিধান মতে, তিনি তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন।

(১) এখানে উম্মৎ অর্থে Nation।

(১৩) আল্লার নামে—ইহা চিরস্থায়ী প্রতিজ্ঞা। যে বা যাহারা ইহা ভঙ্গ করিবে, তাহাদের উপর আল্লার অভিসম্পাৎ। (১)

যাহাতে ধর্ম্ম ও বংশ লইয়া মদিনাবাসীদিগের মধ্যে আত্মকলহ ও গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি না হইতে পারে, যাহাতে পূর্ব্বের ন্যায় দেশবাসীর শোণিতপাত করিয়া জন্মভূমির বক্ষ কলুষিত করা না হয়, কোরেশগণ যাহাতে মদিনা আক্রমণ করিবার সুযোগ না পায়, এই সন্ধিপত্রে তাহারই ব্যবস্থা করা হইল। পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের অধিবাসীদিগকে এবং মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্ত্তী বিভিন্ন 'জাতি'কে এই সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিতে অনুরোধ করা হয়। ফলতঃ যাহাতে ভাবী যুদ্ধবিগ্রহের পথ সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হইয়া যায়, হজরত সেজন্য চেষ্টার ত্রুটী করিলেন না। এই উদ্দেশ্যে হজরত ওদ্দান, বোওয়াত, জুল্‌আশীরা প্রভৃতি স্থানে স্বয়ং গমন করিয়া, সন্ধিপত্রে স্থানীয় অধিবাসীগণের সাক্ষর ও সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২)

স্থায়ী শান্তি স্থাপনের চেষ্টা।

কিন্তু, মদিনার মোনাফেক্ বা কপটগণের কুটীলতা, এহুদীদিগের নীচ-ষড়্‌যন্ত্র এবং মক্কার কোরেশদিগের হিংসাবিদ্বেষ একত্র সম্মিলিত হইয়া, হজরতের এই সাধুসঙ্কল্পকে স্থায়ী হইতে দিল না। ইহার বিস্তারিত আলোচনা যথাস্থানে প্রদত্ত হইবে।

(১) এবনে-হেশাম ১—১৭৮। (২) জাদুল-মাআদ ১—৫

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

মক্কার ১৩ বৎসর।

মক্কাবাসীগণ হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার এবং তাঁহার ভক্ত মোছলেম নরনারীগণের প্রতি যে প্রকার নির্ম্মম ও লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছিল, যথাস্থানে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা নিম্নে অতি সংক্ষেপে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতেছি :—

১। মোছলেম নরনারীর প্রতি ধারাবাহিকরূপে নানাপ্রকার অমানুষিক অত্যাচার করা হইয়াছিল, 'কারণ তাহারা বলিল—এক ও অদ্বিতীয় আল্লাই আমাদের প্রভু।' (কোরআন)।

২। তাহারা মুছলমানদিগের জন্মগত স্বত্বাধিকার ও স্বাধীনতা হরণ করিয়াছিল—তাঁহাদিগকে তিন বৎসর গিরিশঙ্কটে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

৩। কোরেশগণ মুছলমানদিগকে হত্যা করিয়াছিল, তাহাদের সম্পত্তি এমন কি স্ত্রী পুত্রদিগকেও কাড়িয়া লইয়াছিল।

৪। উৎপীড়নে উত্যক্ত হইয়া মোছলেম নরনারীগণ আবিসিনিয়ায় পলায়ন করিলে, নরাধমগণ তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল—এবং মিথ্যা অপবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে কোরেশ জাতির বন্দীরূপে মক্কায় ফিরাইয়া আনিয়া দণ্ডিত করার চরম চেষ্টা ও প্রচুর ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

৫। মুছলমানদিগের ধর্ম্মগত স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত করা হইয়াছিল—

(ক) তাঁহারা স্বাধীনভাবে আপনাদের ধর্ম্মপ্রচার করিতে পারিতেন না,

(খ) তাঁহারা স্বাধীনভাবে ধর্ম্মানুষ্ঠান পালন করিতে পারিতেন না। এমন কি নিজের গৃহকোণেও নামাজে উচ্চকণ্ঠে কোরআন পাঠ করিতে পারিতেন না। (১)

(গ) সমস্ত আরবের সাধারণ অধিকারভুক্ত কাবাগৃহের হজ্‌ তাওয়াফ ইত্যাদির অধিকার হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত রাখা হইয়াছিল।

৬। দেশত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিতেও মুছলমানদিগকে যথাসাধ্য বাধা দিবার ত্রুটি করা হয় নাই।

(১) বোখারী, হেজরত, আবুবকরের ঘটনা দেখ।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

৭। মুছলমানদিগকে বলপূর্ব্বক ধর্মত্যাগ করাইবার জন্ত, কোরেশগণ পাশবিক অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিল।

৮। এছলাম ধর্ম্ম, মোছলেম জাতি ও তাহাদের ধর্ম্মগুরু হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফার ধ্বংসসাধনের জন্ত তাহারা দলবদ্ধভাবে যথাসাধ্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল।

৯। মোছলেম মহিলাগণের প্রতি অকথ্য লোমহর্ষণ অত্যাচার করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হয় নাই।

১০। হজরতকে হত্যা করার জন্ত তাহারা দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিল, এবং এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করার জন্ত তাহারা সাধ্যপক্ষে চেষ্টার ক্রটী করে নাই।

১১। হজরত মদিনায় গমনের পর যে কয়জন মুছলমান কোরেশদিগের হস্তগত হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও নানা অত্যাচারে জর্জ্জরিত করা হইয়াছিল।

১২। মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার জন্ত, কোরেশগণ বিভিন্ন আরব গোত্রের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল।

১৩। কোরেশগণ সম্মিলিত ভাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে উপরোক্ত সকল প্রকার অত্যাচার ও নরহত্যার চেষ্টা করিয়াছিল। কেবল এই উদ্দেশ্যেই তাহাদের একটা বিশেষ সমিতি গঠিত হইয়াছিল, এবং মক্কার সমস্ত কোরেশই আগ্রহ সহকারে তাহাতে যোগদান করিয়াছিল।

১৪। কোরেশের অত্যাচারে মুছলমানদিগকে জননী জন্মভূমির ক্রোড় হইতে চিরকালের জন্ত বঞ্চিত হইতে হইয়াছিল।

১৫। দস্যুতা, দরিদ্র-পীড়ন, নারীনির্য্যাতন, দাসদাসিগণের প্রতি পাশবিক অত্যাচার, সুরাপান, ব্যভিচার, কন্তা হত্যা, সন্তান হত্যা, নরহত্যা, জুয়াখেলা ইত্যাদি সকল প্রকার দুষ্কর্ম্মে তাহারা অতি ঘৃণিত ভাবে লিপ্ত ছিল।

১৬। সমস্ত আরবদেশকে নানাপ্রকার অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রাখিয়া তাহারা আপনাদের কৌলিন্ত ও পৌরোহিত্য গৌরব অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করিত। সেই জন্ত জ্ঞান ও আলোকের উন্মেষ তাহারা দেখিতে পারিত না, এবং এজন্ত যথাসাধ্য তাহার বিরুদ্ধাচরণও করিত।

কোরেশদিগের উপরোক্ত অপরাধগুলির মধ্যে যে কোন একটীর জন্ত তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা মুছলমানদিগের পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হইত। কিন্তু একসঙ্গে এতগুলি কারণের

অপরাধের আলোচনা। সৃষ্টি হইলেও, হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন নাই। মদিনাবাসী মুছলমানদিগের নিকট হইতে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, যদি কোরেশগণ মুছলমানদিগকে আক্রমণ করে, অথবা অপর কোন শত্রু কর্ত্তৃক দেশ আক্রান্ত হয়, কেবল তখনই মদিনার মুছলমানগণ প্রবাসী মুছলমানদিগকে ও হজরতকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করিবেন। পক্ষান্তরে মদিনায় আন্তর্জাতিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় যে সকল শর্ত্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহাতেও কেবল এইটুকু বলা হইয়াছে যে, কোন বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক মদিনা আক্রান্ত হইলে; সকল ধর্ম্মাবলম্বী ও সকল গোত্রের লোক এক সঙ্গে আততায়ীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য অস্ত্রধারণ করিবেন।

পাঠকগণ এখানে মুহূর্ত্তেক অপেক্ষা করিয়া, ইউরোপের পুরাতন ও আধুনিক যুদ্ধবিগ্রহাদির কারণগুলি চিন্তা করিয়া দেখুন। প্রাচীন ইউরোপের Evengualizing missionএর কর্ণধারগণ, এবং বর্ত্তমানের সভ্যতর ইউরোপের বহুবিশ্রুত Civilizing missionএর কর্ম্মকর্ত্তৃবর্গ—ইউরোপ ও ইউরোপের বাহিরে যে সকল 'কারণে' সমরানল প্রজ্জলিত করিয়া লক্ষ লক্ষ নরবলি দেওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাঁহারা যে সকল 'অপরাধে' দুনয়ার সমস্ত দেশ ও সকল জাতির স্বাধীনতা হরণ করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকার হীনতার চরম স্তরে উপনীত করিয়াছেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে তাহারও আভাস গ্রহণ করুন, এবং তাহার পর যে সকল খৃষ্টান লেখক হজরতের ভাবী যুদ্ধবিগ্রহগুলির নিন্দা রটাইবার জন্য নিজেদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়াছেন, তাঁহাদের ন্যায়নিষ্ঠার বিচার করুন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, কোরেশগণের বহু মারাত্মক অপরাধের মধ্যে যে কোন একটার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিলেও, ন্যায়ের চক্ষে তাহা কখনই নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত না। এমন কি মদিনায় আগমন করার পর, মুছলমানগণ যদি শক্তিসঞ্চয় করিয়া মক্কা আক্রমণ করিতেন এবং মক্কাবাসীদিগকে বিধ্বস্ত করতঃ তথায় আপনাদের স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া লইতেন—যদি মক্কাবাসীদিগকে তাহাদিগের অজস্র অপকর্ম্মের জন্য দণ্ডিত করিতেন, তাহা হইলেও ন্যায়ের হিসাবে তাহা কখনই অবিহিত এমন কি Offensive war বলিয়াও বিবেচিত হইতে পারিত না। M. Bluntchili আধুনিক যুগের আন্তর্জাতিক আইনের (International Law) একজন সর্ব্বজনমান্য পণ্ডিত। তিনি বলিয়াছেন :—

আন্তর্জাতিক আইন।

"A war undertaken for defensive motive is a defensive war, notwithstanding that it may be militarily offensive."

অর্থাৎ আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে যে যুদ্ধ চালান হয়, সামরিক পরিভাষায় তাহা আক্রমণমূলক

('offensive) যুদ্ধ বলিয়া কথিত হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তাহা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ। (১) আন্তর্জাতিক আইনের প্রধানতম ছনদ (authority) কেণ্ট বলিতেছেন:—

The right of self defence is part at the law of our nature, and it is the indispensable duty of Civil Society to protect its members in the enjoyment of their rights, both of person and property... This is the fundamental principle of the social compact, ...The injury may consist, not only in the direct violation of personal or political rights, but in wrongfully withholding what is due, or in the refusal of a reasonable reparation for injuries committed, or of adequate explanation or security in respect to manifest and impending danger. (২)

সুতরাং আমরা দেখিতেছি, ইউরোপের আন্তর্জাতিক আইনের ফৎওয়া অনুসারেও মুছলমানগণ কোরেশদিগকে আক্রমণ করিয়া আপনাদের স্বত্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে পারিতেন। কিন্তু ক্ষমা ও প্রেমের পূর্ণতম আদর্শ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা তাহাদিগের যাবতীয় অপরাধ ও অপকর্ম্ম ক্ষমা করিয়াছিলেন এবং শান্তির সহিত মদিনায় অবস্থান করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। দুর্দ্দান্ত কোরেশদিগের পক্ষে ইহাও অসহ্য হইল। মদিনা আক্রমণ করিয়া হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে, আর তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে মোছলেম জাতি ও এছলামধর্ম্মকে বিধ্বস্ত এবং সমূলে উৎপাটিত করিবার জন্য, তাহারা পূর্ব্ববৎ নীচ ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত হইল। কারণ আল্লার মঙ্গলবিধান অনেক সময় অমঙ্গলের মধ্য দিয়াই কল্যাণের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

শিকার সম্পূর্ণরূপে হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে। মুছলমান নরনারিগণ মদিনায় পহুঁছিয়া শান্তি ও স্বস্তি সহকারে আপনাদের ধর্ম্মকর্ম্ম পালন করিতেছেন। হজরত শিষ্যবর্গকে লইয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আল্লার উপাসনা করিতেছেন। যে ধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধনের জন্য সমস্ত কোরেশ একযুগ ধরিয়া চেষ্টা পরিশ্রম এবং অত্যাচার উৎপীড়নের চরম করিয়াছে, তাহা মদিনা ও পার্শ্ববর্ত্তী পল্লী সমূহে শনৈঃ শনৈঃ প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার লাভ করিয়া চলিয়াছে। এই সকল সংবাদে কোরেশদিগের শয়তানী ক্রোধ শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া গেল। তাহার পর যখন তাহারা শুনিল যে, হজরত মদিনার মোছলেম এহুদী ও পৌত্তলিকদিগকে লইয়া এক আন্তর্জাতিক সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—যাহাতে সে দেশে আর কখনও

কোরেশের ক্রোধ।

(১) The international Law, by William Edward Hall, M A., Oxford 1880, P 820.

(২) Kents Commentary on international Law. Edited by J. Y. Abdy LL, D., 2nd Edition, Page 144.

গৃহযুদ্ধের অভিনয় না হয়, যাহাতে বহির্শত্রু দেশ আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে না পারে, মদিনা ও পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের বিভিন্নধর্ম্মাবলম্বী গোত্রগুলিকে এক সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া সেজন্য হজরত আন্তর্জাতিক সন্ধিস্থাপন করিয়াছেন, তখন তাহারা ক্ষোভে ও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল।

হজরত ও তাঁহার সহচরবর্গের প্রতি এই নরাধমেরা যে অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছিল, এখন তাহাও তাহাদের স্মরণপথে উদিত হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ইহাও ভাবিয়া দেখিল যে, হজরত আরও কিছু শক্তি সঞ্চয় করিয়া তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাদের পরিণাম কত শোচনীয় হইতে পারে। তাহাদের আতঙ্কের আর একটা কারণ ছিল— মক্কা ও সিরিয়ার মধ্যবর্ত্তী বাণিজ্যপথ। সিরিয়ার বাণিজ্যই মক্কাবাসীদিগের প্রধান এবং একমাত্র অবলম্বন। খাদ্য শস্যাদির প্রধানাংশ এই পথ দিয়াই মক্কায় আমদানী হইয়া থাকে। পথটী সিরিয়া হইতে দক্ষিণে আসিয়া মদিনার নিকট দিয়া দক্ষিণাভিমুখে মক্কার দিকে চলিয়া গিয়াছে। কাজেই এই সকল বাণিজ্য সম্ভার লুণ্ঠন করা মদিনাবাসী মুছলমানদিগের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক। অন্যায় আচরণাদি দ্বারা তাহারা নিজেরাই যে মুছলমানদিগের সহিত একটা বৈর সম্বন্ধ State of War স্থাপন করিয়াছে, এবং মুছলমানদিগের পক্ষে তাহাদিগকে Common enemy বলিয়া নির্দ্ধারণ করাও যে সঙ্গত ও স্বাভাবিক, একথা তাহারাও উত্তমরূপে অবগত ছিল। এই সকল চিন্তা ও উদ্বেগ, কোরেশের ক্রোধানলে ঘৃতাহুতির কাজ করিল। তখন অবিলম্বে মদিনা আক্রমণ করতঃ মোহাম্মদ ও তাঁহার অনুচরবর্গকে ধ্বংস করার জন্য তাহারা যথারীতি উদ্যোগ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল।

মদিনা ও সহরতলীর এহুদীগণ, দুইটী কারণে স্থানীয় পৌত্তলিকদিগের উপর প্রাধান্য করিয়া আসিতেছিল। প্রথমতঃ কুসীদজীবী এহুদী জাতি মদিনার মহাজন, স্থানীয় অধিবাসীগণ সকলেই তাহাদের খাতক। দ্বিতীয়তঃ, দেশের মধ্যে একমাত্র তাহারাই শিক্ষিত। এই দুইটী উপকরণের দ্বারা তাহারা যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল তাহা অবিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য তাহারা মদিনার আওছ ও খজরজ গোত্রকে পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতঃ সর্ব্বদাই তাহাদের মধ্যে অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়া রাখিত। মদিনার এই দুইটী প্রধান গোত্রের মধ্যে যাহাতে কখনই সদ্ভাব ও সম্প্রীতি স্থাপিত হইতে না পারে, (বর্ত্তমান যুগের দূরদর্শী শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায়) তাহারা সর্ব্বদাই তাহার চেষ্টা করিত। কিন্তু চকিত চমকিত চক্ষে তাহারা দেখিল যে, এছলামের কল্যাণে তাহাদের সেই কুসীদ গ্রহণের আশা চিরকালের তরে বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। পক্ষান্তরে, মোস্তফা চরিত্রের স্বর্গীয় মহিমায়, আওছ ও খজরজের সেই পুরুষানুক্রমিক কলহকোন্দল একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল আওছ ও খজরজ নহে, বরং মক্কার প্রবাসী মুছলমান এমন কি আবিসিনিয়ার বেলাল, রুমের ছোহেব ও

মদিনার অবস্থা।

একপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

পারস্যের মুছলমান আজ এছলামের সাম্যমন্ত্র ও প্রেমনীতির কল্যাণে সত্যিকার ভ্রাতৃসমাজের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। যে শত্রুর হৃৎপিণ্ডে খরবাণ কৃপাণ বিদ্ধ করিয়া দিতে পারিলে, দুই দিন পূর্ব্বে লোকে আপনার জীবনকে সার্থক বলিয়া মনে করিত, এছলামের কল্যাণে সেই শত্রুই আজ তাহার এমন আপনজনে পরিণত হইয়াছে যে, তাহার সেই শত্রুর বিরুদ্ধে উত্থিত খরধার তরবারীকে নিজের বুকে গ্রহণ করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিতে পারিলেই আজ সে নিজের জীবনকে সার্থক বলিয়া মনে করে। এহুদীজাতি স্বভাবতঃ ক্রুর ও কুটীল, মদিনার এই অভিনব দৃশ্য দর্শনে তাহারাও মনে মনে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ শঙ্কিত ও ভবিষ্যৎ ভাবনায় বিচলিত হইয়া উঠিল। আর একটী কারণে এছলামধর্ম্ম এহুদী জাতির বিরাগভাজন হইয়াছিল। তাহারা হজরত ঈছা (১) ও তাঁহার মাতা বিবি মরয়মকে যথাক্রমে জারজ ও কুলটা বলিয়া বিশ্বাস ও বর্ণনা করিত। কিন্তু হজরত জগতের অন্যান্য সাধুসজ্জন ও নবীরছুলের ন্যায়, হজরত ঈছারও গুণ গান করেন, তাঁহাকে মহাসাধু মহাসাধক ও মহামানব (২) বলিয়া ঘোষণা করেন। কেবল ঘোষণাই নহে, বরং ইহা এছলামের অবশ্য কর্ত্তব্য বিশ্বাস বলিয়া প্রচার করেন। এহুদী ইহা শুনিতে পারেনা, সহিতে পারেনা। কাজেই ধর্ম্মের দিক দিয়াও তাহারা হজরতের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া গেল।

মদিনার কপট ও পৌত্তলিকদল।

হেজরতের পরবর্ত্তী সময়েও মদিনা ও সহরতলীতে এবং পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহে অসংখ্য পৌত্তলিক অবস্থান করিত। তাহারা এছলামের বিরুদ্ধে মক্কার পৌত্তলিকদিগের ন্যায় কঠোরতা অবলম্বন না করিলেও, এই নূতন ধর্ম্মের প্রতি তাহাদের যথেষ্ট বিদ্বেষ ছিল। তাহার পর, প্রথম হইতে মদিনায় একদল কপট-মুছলমানের সৃষ্টি হয়, এছলামী পরিভাষায় ইহাদিগকে 'মোনাফেক' বলিয়া বর্ণনা করা হয়। আবদুল্লাহ-বেন-উবাই এই দলের পাণ্ডা হইয়া, স্থানীয় এহুদী ও পৌত্তলিকদিগকে সর্ব্বদাই মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করার চেষ্টায় থাকিত। এছলাম মদিনায় প্রবেশলাভ করিবার পূর্ব্বে, তথাকার পৌত্তলিকদিগের উপর আবদুল্লার যথেষ্ট প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার আশা ছিল, অনতিবিলম্বে সে মদিনার রাজারূপে অভিষিক্ত হইবে, এমন কি তাহার জন্য রাজমুকুটও প্রস্তুত করা হইয়াছিল। কিন্তু, কোন ব্যক্তিবিশেষ বা দলবিশেষকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া তাহার বা তাহাদের অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হওয়া, এছলামের নীতিবিরুদ্ধ। এছলাম বলিয়াছে, আল্লার আকাশতলে এবং আল্লার ধরিত্রী বক্ষে, মানুষ একমাত্র অধীনতা স্বীকার করিবে আল্লার। ইহা ব্যতীত মানুষ আর কাহারও দাসত্ব স্বীকার করিতে পারেনা। (৩) সে

(১) খ্রীষ্টানেরা বলেন, ইনিই আমাদের পুজিত যীশুখৃষ্ট। কিন্তু কোরআন ও বাইবেলের আদর্শে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

(২) মানব বলায় অন্যদিককার চরমপন্থী খৃষ্টানদল চটিয়া যান।

(৩) বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ—আবুহোরাএরা হইতে। তাইছির ৩—১২ দেখ।

সম্পূর্ণ মুক্ত, সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই স্বাধীনতা তাহার স্বর্গদত্ত অধিকার। অবশ্য দেশের শান্তি শৃঙ্খলা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেশবাসিগণ নিজেরাই, আপনাদের অবস্থানুসারে তাহার বিহিত ব্যবস্থা করিবে। সুতরাং এছলাম মদিনায় প্রবেশ করার পর আবদুল্লাকে সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষায় জলাঞ্জলী দিতে হইয়াছিল। একে তাহার (ও অন্য কপটগণের) হৃদয়ের কুক্ষিগত ধর্ম্মবিদ্বেষ, তাহার উপর হতাশ হৃদয়ের কঠোর প্রতিহিংসা। কাজেই সেও নিজের দলবল লইয়া এছলামের মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল।

মদিনায় আগমন করার পর, উল্লিখিত কারণসমূহের জন্য, মুছলমানদিগকে সদাই সতর্ক ও সন্ত্রস্তভাবে অবস্থান করিতে হইত। বোখারী, নাছাই, দারমী প্রভৃতি বিভিন্ন হাদিছ গ্রন্থে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তরূপে এমন অনেক 'রেওয়ায়েত, বিদ্যমান আছে, যাহা হইতে সেই উদ্বেগ ও সতর্কতার সন্ধান পাওয়া যায়। ভিতরে-বাহিরে শত্রুদিগের ভীষণ ষড়যন্ত্র, কাজেই তাঁহাদিগকে হঠাৎ আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় সর্ব্বদাই প্রস্তুত হইয়া থাকিতে হইত। উল্লিখিত হাদিছ গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, মদিনা আগমনের পর, অনেক সময় হজরতকে সমস্ত রাত্রি জাগিয়া কাটাইতে হইয়াছিল। সতর্কতার জন্য, সমস্ত রাত্রি মোছলেম পল্লীর চারিদিকে পাহারা দেওয়া হইত। মুছলমানগণ অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া নিদ্রা যাইতেন এবং প্রাতে সেই অবস্থায় গাত্রোত্থান করিতেন।

মুছলমানদিগের উৎকণ্ঠা ও সতর্কতা।

এই অধ্যায়ের বর্ণিত বিষয়গুলিকে আগামী অধ্যায় সমূহের ভূমিকা স্বরূপে গ্রহণ করিয়া, কোরেশ ও এহুদীদিগের সহিত, হজরতের যুদ্ধবিগ্রহগুলির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। তাহা হইলে ঐ যুদ্ধগুলির প্রকৃত অবস্থা ও কারণাদির বিচার করা পাঠকগণের পক্ষে সহজ হইবে। অবশ্য প্রত্যেক যুদ্ধের বর্ণনাকালেও আমরা তাহার সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেখিতে পাইব।

দ্বিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

কোরেশদিগের ভীষণ ষড়যন্ত্র।

আপনাদিগের হিংসা বিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য কোরেশগণ যখন উপায় অন্বেষণে ব্রতী হইল, তখন স্বাভাবিকভাবে তাহাদের দৃষ্টি স্বধর্ম্মাবলম্বী মদিনাবাসী পৌত্তলিকদিগের উপর পতিত হইল। কোরেশদলপতিগণ মদিনায় আবদুল্লাহ-বেন-উবাই ও তাহার দলস্থ পৌত্তলিক-দিগের নিকট যে গুপ্তপত্র প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করিতে উত্তেজিত করিয়াছিল, আবুদাউদ নামক হাদিছগ্রন্থ হইতে নিম্নে তাহার মর্ম্মানুবাদ প্রদত্ত হইতেছে:—

"হে মদিনাবাসি! (তোমরা আমাদের স্বধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও) আমাদের সেই পরম শত্রু মোহাম্মদকে নিজের দেশে আশ্রয় দিয়াছ। হয় তোমরা যুদ্ধ করিয়া তাহাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে, না হয় নিজেদের দেশ হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দিবে। আমরা চরম দিব্য করিয়াছি যে যদি এই দুইটী শর্ত্তের কোন একটী তোমরা অবলম্বন না কর, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় নিজেদের সমস্ত শক্তি লইয়া তোমাদিগকে আক্রমণ করিব, তোমাদের যুবকদলকে নিহত করিব এবং তোমাদিগের স্ত্রীলোকদিগকে বাঁদী বানাইয়া লইব।"

আবদুল্লাহ-বেন-উবাই ও তাহার দলস্থ পৌত্তলিকগণের নিকট এই পত্র পহুছিলে তাহারা সমবেতভাবে হজরতের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হজরত স্বয়ং তাহাদিগের নিকট গমন করিয়া বলিলেন—'দেখিতেছি, কোরেশদিগের 'চাল' তোমাদিগের উপর বেশ চলিয়া গিয়াছে। ইহাতে যে সকল দিক দিয়া তোমাদেরই অধিকতর ক্ষতি হইবে, তাহা একবার ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? কোরেশগণ যদি আক্রমণ করে, তাহা হইলে তোমাদের যুদ্ধ হইবে, অত্যাচারী বিদেশীর বিরুদ্ধে। কিন্তু এখন তোমরা যাহা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছ, তাহার ফলে, তোমরা জয়যুক্ত হইলেও, তোমরা নিজহস্তে নিজেদের পুত্র ও ভ্রাতাদিগকে হত্যা করিয়া আপনারাই দেশের ক্ষাত্রশক্তিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবা।' আবদুল্লাহ দেখিল, হজরতের এই যুক্তিপূর্ণ উক্তির প্রভাবে, আওছ ও খজরজ গোত্রের পৌত্তলিকদিগের মধ্যে যেন মত পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখা যাইতেছে। কাজেই তখন সে আর কিছু বলিল না। এদিকে

মুছলমানদিগকে আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে যে সৈন্যদল সংগৃহীত হইয়াছিল, তাহাও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল।' (১)

এই সময় আনছার-প্রধান মহাত্মা ছাআদ-বেন-মআজ ওমরা-ব্রত সম্পন্ন করার জন্য মক্কায় গমন করেন। মক্কার উমাইয়া-বেন-খাল্‌ফের সহিত পূর্ব্বে তাঁহার যথেষ্ট সৌহৃদ্য ছিল, সেই হিসাবে তিনি সঙ্গোপনে উমাইয়ার গৃহে অতিথি হন। ছাআদ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, কাজেই কা'বা প্রদক্ষিণ না করিলে তাঁহার ব্রত সম্পূর্ণ হইবে না। এই জন্য তিনি উমাইয়ার সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন—দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রে মক্কাবাসী যখন আপন আপন গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিবে, সেই সময় বাহির হইয়া তিনি তওয়াফের কার্য্য সমাধা করিয়া লইবেন। এই পরামর্শমত তাঁহারা কাবাগৃহের নিকটে উপস্থিত হইলে, নরাধম আবুজেহেল ছাআদকে দেখিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে জিজ্ঞাসা করিল—এ লোকটা কে? উমাইয়া সংক্ষেপে উত্তর দিলেন—ইনি ছাআদ! ছাআদের নাম শুনিয়া আবুজেহেল ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিতে লাগিল,—দেখিতেছি তুমি বেশ নির্ভয়ে মক্কায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছ! অথচ তোমরা আমাদের 'নাস্তিক' ছাবীগুলাকে আপনাদের নগরে আশ্রয় দিয়াছ, এবং তাহাদিগকে সাহায্য করিবে বলিয়াও তোমরা যথেষ্ট স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতেছ! কি বলিব, তুমি উমাইয়ার সঙ্গে আছ, নচেৎ তোমাকে আর নিজের পরিজনবর্গের মুখ দেখিতে হইত না। ছাআদ মদিনার প্রধান ব্যক্তি, আবুজেহেলের কটূক্তি নীরবে সহ্য করা তিনি সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। উমাইয়ার নিষেধ সত্বেও তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিলেন,—আজ যদি তুমি আমাকে কা'বা হইতে বারিত কর, তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তে আমি তোমার সিরিয়া গমনের পথ বন্ধ করিয়া দিব, তখন মজা দেখিবে। তখন উমাইয়ার সহিত নানাপ্রকার বিতণ্ডা হওয়ার পর ছাআদ মদিনায় চলিয়া আসেন। (২)

কোরেশগণ মুছলমানদিগকে বিপন্ন ও বিপর্য্যস্ত করার জন্য যে যথারীতি উদ্যোগ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, হজরতের তাহা জানিতে বাকী ছিল না। আমরা পরে দেখিতে পাইব, হেজরতের এক বৎসর পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত কয়েকজন মুছলমান ছদ্মবেশে (অর্থাৎ নিজেদের ধর্ম্মবিশ্বাস সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়া) কোরেশদলে মিশিয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহারাই যে সেখানে গুপ্তচরের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতেন, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। কোরেশ দলপতিগণের সঙ্কল্প ছিল—এবং এই সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে তাহারা অনেকাংশে সফলতাও লাভ করিয়াছিল—মদিনার এহুদী ও পৌত্তলিক জাতিগুলি অন্তর্বিপ্লব সৃষ্টি করিবে, পার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের দুর্দ্ধর্ব গোত্রগুলি সেই বিদ্রোহে যোগদান করিবে, এবং মক্কাবাসিগণ সেই সুযোগে মদিনা আক্রমণ করিবে। মদিনা আক্রমণ করিতে হইলে পথি পার্শ্বস্থ জাতিগুলির সহায়তা

(১) আবুদাউদ, খেরাজ ২—৬১। (২) বোখারী ১৬—৪।

গ্রহণ করা বিশেষ আবশ্যক। এজন্য তাহারা ঐসকল জাতির সহিত ষড়যন্ত্র করিতেও ক্রটী করে নাই। (১)

এই সকল কারণে মুছলমানেরা সর্ব্বদাই সতর্ক ও সন্ত্রস্তভাবে অবস্থান করিতেন। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা এই সময় কোরেশদিগের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ এবং মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্ত্তী বিভিন্ন জাতির সহিত "শান্তিরক্ষার সন্ধি" স্থাপন করার নিমিত্ত মোটের উপর তিনটী deputation বা প্রতিনিধি-সঙ্ঘ প্রেরণ করেন। আমাদিগের অসতর্ক ঐতিহাসিকগণ তাঁহাদিগের চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে, চোখ বন্ধ করিয়া এইগুলিকে 'অভিযান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এমনকি তাঁহাদিগের প্রদত্ত বিবরণেই এই সকল 'ডেপুটেশনে'র উদ্দেশ্য স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইলেও, তাঁহারা ওয়াকেদী বা এবনে-এছহাকের অন্ধ অনুকরণে প্রত্যেক স্থানে বলিয়া যাইতেছেন যে, কোরেশদিগের বিরুদ্ধে এই অভিযান করা হইয়াছিল। খৃষ্টান লেখকগণ, এই সকল বিবরণকে তিলে তাল করিয়া দেখাইতেছেন যে, 'মোহাম্মদ মদিনায় আগমন করিবার পরই কোরেশদিগকে উত্যক্ত করিয়া, তাহাদের বাণিজ্য সম্ভারাদি লুণ্ঠন করিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তিনি প্রথম বৎসর কোরেশদিগের বিরুদ্ধে এইসকল 'অভিযান' না করিলে বদর যুদ্ধ কখনই সংঘটিত হইত না। সুতরাং প্রথম বৎসরের এই তথাকথিত অভিযানগুলির বিষয় একটু বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইতিবৃত্ত লেখকগণ বলিতেছেন যে, 'হজরত মদিনা আগমনের এক বৎসর পরে, কোরেশদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া অব্দান নামক স্থানে পৌঁছিলেন। সেখানে বানুজোমরা গোত্রের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ফিরিয়া আসেন। এই অভিযানে কোরেশদিগের সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই।' (২) এবনে-ছাআদ পরিষ্কারভাবে বলিয়াছেন যে, কোরেশদিগের কাফেলা লুণ্ঠন করাই এই অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল। (৩)

আবওয়া 'অভিযান।'

কিন্তু, আমরা ঐসকল লেখকের বিবরণেই দেখিতে পাইতেছি যে, হজরত এই যাত্রায় বানুজোমরা নামক প্রবল ও শক্তিশালী গোত্রের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করেন যে, তাঁহার পরস্পর পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবেন না এবং কোন পক্ষ অপর পক্ষের শত্রুকে কোন প্রকারে সাহায্য করিবেন না। আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, এই সন্ধিপত্র 'লেখাপড়া' হইয়া যাওয়ার পরই হজরত মদিনায় ফিরিয়া আসেন। অধিকন্তু সে যাত্রায় কোরেশদিগের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎও হয় নাই। সুতরাং সেবার হজরত যে একমাত্র মদিনা ও মক্কার মধ্যবর্ত্তী এই প্রবল জাতির সহিত সন্ধি করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাইতেছি। পরবর্ত্তী যুগের লেখক ও রাবীগণ 'কাফেলা লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যে' এই কথাগুলি (নিজেদের ভ্রান্তধারণার উপর

(১) এই সকল বিবরণের ঐতিহাসিক প্রমাণ পাঠকগণ যথাযথ স্থানে প্রাপ্ত হইবেন।
(২) তাবরী ২—২৫৯ প্রভৃতি। (৩) তাবকাত ১, ২—৩ পৃষ্ঠা।

নির্ভর করিয়া) যোগ করিয়া দিয়াছেন। তাঁহারা যে এইরূপ করিতে সিদ্ধহস্ত, বদর যুদ্ধের আলোচনায় তাহা স্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইবে। ইহারপর 'বোওয়াৎ' ও 'ওশায়রা' নামক আর দুইটী 'অভিযানে'র উল্লেখ করা হইয়াছে।

বোওয়াত ও ওশায়রা।

প্রথমোক্ত অভিযান সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, কোরেশ দলপতি উমাইয়া বেন্ খাল্‌ফের কাফেলা লুট করার জন্য এই যাত্রা করা হইয়াছিল। আমাদের লেখকগণ, বহুযুগ পরে এই কাফেলার মানুষ ও উটের সংখ্যাও সূক্ষ্মভাবে দিতে পারিয়াছেন। (১) কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদিগকে লুট করার জন্য যাঁহারা গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা এই কাফেলার কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন নাই! জুল্-ওশায়রা অভিযান সম্বন্ধেও 'কাফেলা—লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে'—রূপ বাঁধাগতের আবৃত্তি করিতে এই শ্রেণীর লেখকগণ কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে, এই যাত্রায় য়্যাম্বুর নিকটবর্ত্তী জুল্ ওশায়রা নামক স্থানের 'বানি-মুদলেজ' জাতির সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া হজরত মদিনায় ফিরিয়া আসেন। এ যাত্রায়ও কোরেশদিগের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটে নাই।

প্রকৃত কথা এই যে, প্রথম বদর যুদ্ধের সূত্রপাত হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই বিরাট কোরেশ বাহিনী কর্ত্তৃক মদিনা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় মুছলমানগণ বিচলিত হইয়াছিলেন। গৃহ-শত্রুদলের বিদ্রোহের বিভীষিকাও প্রত্যেক মুহূর্ত্তে লাগিয়াছিল। এইজন্য দূরদর্শী রাজনৈতিক গুরু হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা, এই আসন্ন বিপদের প্রতিবিধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে মধ্যবর্ত্তী বড় বড় গোত্রগুলির সহিত সন্ধিস্থাপন করার জন্য নানাদিকে 'ডেপুটেশন' প্রেরণ করা হইয়াছিল। ইতিহাসকারগণ পরবর্ত্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিযানের যে অনাবশ্যক দীর্ঘ তালিকা প্রদান করয়িাছেন, তাহা পাঠ করিলেও জানা যায় যে, কোরেশদিগের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য তাহাদিগের আগমন পথে সময় সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'চৌকী' বসান হইয়াছিল। পাঠকগণ একটু পরেই দেখিবেন যে, স্বদেশের শত্রুদিগের ও কপটদলের দুরভিসন্ধি হইতে রক্ষা পাইবার জন্য হজরত সর্ব্বদাই 'মন্ত্রগুপ্তি' করিতেন। তিনি কোনদিকে কি উদ্দেশ্যে যাত্রা করিতেছেন, সহযাত্রী ভক্তগণও কিছুকাল পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারিতেন না। পক্ষান্তরে, রাবীর সাক্ষ্যের মধ্যে তাহার অনুমান ও নিজস্ব মতামতগুলিও যে কিরূপে প্রবেশলাভ করিয়া থাকে, ভূমিকায় আমরা তাহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, এখানে ঐ বিষয়টী উত্তমরূপে স্মরণ রাখা আবশ্যক। ইহা ব্যতীত, আমাদিগের ইতিবৃত্তকারগণ ধরিয়া লইয়াছেন যে, হজরত কোরেশদিগের কাফেলা লুণ্ঠন করিতে যাওয়াতেই বদর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। আবার কোরআনের স্পষ্ট সাক্ষ্যের বিপরীত এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের উপর পূর্ব্ববর্ত্তী অভিযানগুলির ভিত্তি স্থাপন করা হইয়াছে। এই

প্রকৃত কথা।

(১) ঐ ঐ প্রভৃতি।

তিনটী কারণে, তাঁহারা যে কোন একটা ডেপুটেশনের সংশ্রবে خرج يعترض لعير قريش 'কোরেশ কাফেলা আক্রমণ করার জন্য বাহির হইলেন' বলিয়া অভিমত প্রকাশে কুণ্ঠিত হন নাই।

শ্রদ্ধাস্পদ মাওলানা শিবলী মরহুম, 'কাফেলা লুণ্ঠনে'র প্রতিবাদ করিয়াছেন। অথচ নিজেই বলিতেছেন যে, 'কোরেশদিগকে সন্ধিস্থাপনে বাধ্য করিবার জন্য, হজরত সিরিয়া ও মক্কার বাণিজ্যপথ অবরুদ্ধ করার চেষ্টা করেন। (১) কোন প্রকার যুদ্ধবিগ্রহ বা লুটতরাজ না করিয়া এই পথ রোধ যে কি প্রকারে সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সে যাহা হউক, "কোরেশদিগকে সন্ধি করিতে বাধ্য করার জন্যই" যে তাহাদের বাণিজ্যপথ বন্ধ করার চেষ্টা করা হইয়াছিল, লেখক এই কথার পোষকে কোনই প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। আমরাও ইহার অনুকুল কোন দলিল প্রমাণের সন্ধান অবগত নহি। সুতরাং পথরোধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মাওলানা মরহুম যে সাধু সঙ্কল্পের কথা কহিয়াছেন, তাহাকে আমরা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। তাহার পর 'পথরোধ করার চেষ্টা করিয়াছিলেন',—ইহা ইতিহাসকারগণের 'কাফেলা লুণ্ঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন'—এই বিবরণের ভব্যাকারের একটা সংস্করণ মাত্র। যাবৎ শাস্ত্রীয় বা প্রামাণ্য ঐতিহাসিক দলিলের দ্বারা প্রতিপন্ন করা না হইবে যে, (ক) সন্ধি স্থাপনের সদুদ্দেশ্যে পথরোধের চেষ্টা হইয়াছিল, এবং (খ) লুণ্ঠন রক্তপাতাদি সামরিক শক্তির প্রয়োগ ব্যতীতও, কোরেশদিগের বাণিজ্যপথ অবরুদ্ধ করা সম্ভবপর ছিল,— তাবৎ এই আনুমানিক সিদ্ধান্তগুলির কোন মূল্যই হইতে পারে না। আমাদের মনে হয়, লেখক এতদ্দ্বারা 'লুণ্ঠনে'র অভিযোগটা প্রকারতঃ স্বীকারই করিয়া লইয়াছেন।

শিবলীর সিদ্ধান্ত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই কথাটা ঐতিহাসিকগণের ভিত্তিহীন অনুমান মাত্র। (২) প্রকৃত বৃত্তান্ত এই যে, তথাকথিত অভিযানগুলির মধ্যে কোন একটীতেও হজরত বা মুছলমানগণ কোরেশের বা অন্য কাহারও কাফেলা লুণ্ঠন করেন নাই। প্রকৃতপক্ষে লুট করার উদ্দেশ্য থাকিলে, পুনঃ পুনঃ সেই উদ্দেশ্যে অভিযান করিয়া, বদর যুদ্ধ পর্য্যন্ত একবারও তাঁহারা কাফেলার সাক্ষাৎলাভে সমর্থ হইলেন না, ইহার কারণ কি? অথচ মদিনার পার্শ্ববর্ত্তী পথ দিয়াই কোরেশদিগের সিরিয়ায় গমনাগমন করিতে হইত। ইহা হইতেও এই অনুমানটার ভিত্তিহীনতা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

হেজরতের ন্যূনাধিক এক বৎসর পরে, কুর্জ-বেন-জাবের নামক মক্কার একজন প্রধান

(১) ১—২২৬।

(২) লেখক ও রাবীদিগের সঙ্কলিত ঐতিহাসিক উপকরণ আর তাঁহাদের অনুমান ও 'কিয়াছ' যে দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু, হাদিছ ও ইতিহাস আলোচনার সময় তাহা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে। ভূমিকায় এ বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

ব্যক্তি (১) বহু সৈন্য লইয়া মদিনার প্রান্তরস্থ কৃষিক্ষেত্রগুলির উপর আক্রমণ করিয়া মুছলমানদিগের পশুপালগুলি ধরিয়া লইয়া যায়। এই সংবাদ অবগত হইয়া হজরত কতিপয় মুছলমানকে সঙ্গে লইয়া তাহার পশ্চাদ্ধাবন করেন। কিন্তু আততায়ী দল ততক্ষণে বহুদূরে চলিয়া গিয়াছিল, সুতরাং এই অভিযান অকৃতকার্য্য অবস্থায় ফিরিয়া আসে। (২) কোরেশগণ মদিনা আক্রমণের জন্য যে যথাসাধ্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, কুর্জের এই আক্রমণে তাহা নিঃসন্দেহে জানা যাইতেছে। মুছলমানগণ কোরেশদিগের আক্রমণ আশঙ্কায়, পূর্ব্ব হইতে বিচলিত হইয়াছিলেন। কুর্জের এই আক্রমণের পর, সে আশঙ্কা শতগুণে বাড়িয়া গেল এবং তাঁহারাও কোরেশদিগের গতিবিধির সংবাদ অবগত হইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মদিনা আক্রমণ।

এই ঘটনার পাঁচ মাস পরে, (যখন মক্কাবাসীদিগের সমরায়োজনের কথা বিশেষভাবে হজরতের গোচরীভূত হইয়াছিল,) হজরত, আবদুল্লাহ-বেন-জাহ্‌শ নামক জনৈক প্রবাসী মুছলমানের নেতৃত্বাধীনে একটী গুপ্তচর দল গঠন করিয়া তাঁহাদিগকে মক্কার পথে যাত্রা করিতে বলেন। এই দলের সরঞ্জামের মধ্যে ছিল ৪টী উট, আর ৮ জন মাত্র (৩) মুছলমান। হজরত দলপতি আবদুল্লাকে একখানা পত্র দিয়া বলিয়া দিলেন, দুই দিনের পথ অতিবাহন করার পর এই পত্র খুলিয়া দেখিবা ও তাহার মর্ম্মানুসারে কাজ করিবা। তবে, সেই কর্ত্তব্য সম্পাদন করার জন্য কাহাকেও অনিচ্ছাসত্বে বাধ্য করিবা না। আবদুল্লাহ পত্র লইয়া চলিয়া গেলেন, এবং দুই দিন পরে তাহা খুলিয়া দেখিলেন, তাহাতে লেখা আছে :—

গুপ্তচরসজ্ঞ প্রেরণ।

"পত্র পাঠ করিয়া, মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্ত্তী নাখলা নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইবে এবং গোপনে কোরেশদিগের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদিগকে তাহাদের সংবাদ জানাইতে থাকিবে।"

নাখ্‌লা, তায়েফ ও মক্কার মধ্যে, মক্কার সন্নিকটে অবস্থিত। মদিনা হইতে এতদূর, শত্রুকেন্দ্রের এত নিকটবর্ত্তী নাখলা প্রান্তরে গমন, একটা সহজ পরীক্ষার কথা নহে। কিন্তু মোস্তফার চরণ সেবকগণ কর্ত্তব্যের জন্য সমস্ত অসমসাহসিক কার্য্যই সম্পাদন করিতে পারিতেন। আবদুল্লাহ, হজরতের পত্র পাঠ করিয়া সকলকে তাহার মর্ম্ম অবগত করিয়া বলিলেন, ভাই সকল! জোর নাই, জবরদস্তী নাই, মোস্তফার আদেশ ইহাই, এছলামের জন্য, স্বজাতির মঙ্গলের জন্য, ইহাই আমাদিগের কর্ত্তব্য। অতএব আমি এই কর্ত্তব্য পালনের

(১) এছাবা ৭৩৮৮ নং।
(২) জাদুল মায়াদ, ১—৩৩৪, কামেল ২—৪২; তাবকাত ২—৪; প্রভৃতি।
(৩) এবনে খলদুন ২—৩—১১। এবনে হেশাম ২—৭, কাথির ২—৩১৭।

জন্য যাত্রা করিলাম। যাহার ইচ্ছা হয় দেশে ফিরিয়া যাও, আর শহীদের গৌরবজনক মৃত্যু যাহার অভিপ্রেত হয়, আমার সঙ্গে আইস। এই বলিয়া দলপতি আবদুল্লা আল্লার নাম করিয়া যাত্রা করিলেন। আবদুল্লার সহচরগণও সকলেই একই টাকশালের মোহর, সুতরাং তাঁহারাও আনন্দ উৎফুল্ল চিত্তে আবদুল্লার সঙ্গে যাত্রা করিলেন। মদিনা হইতে আন্দাজ ৬০ মাইল (১) দূরে, হজ যাত্রীদিগের পথ ধরিয়া দক্ষিণদিকে আসিলে বাহরাণ নামক একটী স্থান পাওয়া যাইবে। ছাআদ-বেন-আবি-আক্কাছ ও ওৎবার উট এইখানে আসিয়া হারাইয়া যায়। তাঁহারা উটের সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্তু আবদুল্লাহ অবশিষ্ট ছয়জন মাত্রকে লইয়া নাখ্‌লার দিকে অগ্রসর হইলেন।

নাখলায় উপনীত হওয়ার পর হঠাৎ কোরেশদিগের একটী ক্ষুদ্র বণিকদলের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়। আমর-বেন-হাজরামী, হাকাম্-বেন-কাইছান, ওছমান-বেন-আবদুল্লাহ প্রভৃতি কোরেশগণ ঐ দলের সহযাত্রী ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এই সময় ওয়াকেদ্-বেন-আবদুল্লাহ নামক জনৈক মুছলমান শর নিক্ষেপ করিয়া হাজরামীকে নিহত করেন, এবং মুছলমানগণ অবশিষ্ট দুইজনকে বন্দী করিয়া কাফেলার সমস্ত বাণিজ্য-সম্ভার সহ তাহাদিগকে মদিনায় আনয়ন করেন। দলপতি আবদুল্লাহ, এই লুণ্ঠিত দ্রব্য ও বন্দীদিগকে লইয়া যখন মদিনায় উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহাদের এই কার্য্যকলাপের বিষয় অবগত হইয়া, হজরত যাহার পর নাই অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি আবদুল্লাহকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন— আমি ত তোমাদিগকে যুদ্ধ বা লুণ্ঠন করিতে প্রেরণ করি নাই, তবে তোমরা এই অন্যায় আচরণ কেন করিলে? হজরতের সহচরগণও তারস্বরে তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহাদের অনুতাপের অবধি রহিল না। ইতিহাসকারগণ বলেন যে, ظنوا انهم قد هلكوا তাঁহাদের মনে হইতে লাগিল যে, এই পাপের জন্য তাঁহারা নিশ্চয়ই ধ্বংস হইয়া যাইবেন।

যাহা হউক, এই ব্যাপারের পর, মক্কাবাসীগণ দূত পাঠাইয়া বন্দীদিগের মুক্তি প্রার্থনা করিল। কিন্তু দলের যে দুইজন ছাহাবী উটের সন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁহারা তখনও মদিনায় পৌঁছেন নাই। কাজেই আশঙ্কা হইল, কোরেশগণ সম্ভবতঃ তাঁহাদিগকে বন্দী বা হত্যা করিয়া থাকিবে! হজরত কোরেশ-দূতগণকে তাঁহাদের এই আশঙ্কার কথা জ্ঞাপন করিয়া, ঐ সহচরদ্বয়ের প্রত্যাবর্ত্তন না করা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন, এবং তাঁহারা মদিনায় ফিরিয়া আসিলেই বন্দীদ্বয়কে মদিনা ত্যাগ করার অনুমতি প্রদান করিলেন। ওছমান মুক্তিলাভ করিয়া মক্কায় চলিয়া গেলেন, কিন্তু হাকাম্ ইতোমধ্যেই মোস্তফা প্রেমপাশে বন্দী হইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই কয়দিনের সংসর্গ ফলে আমি মহামুক্তির

(১) ইংরাজী মাইল

সন্ধান পাইয়াছি। আমি মোস্তফা চরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছি, সসাগরা পৃথিবীর রাজমুকুটের বিনিময়েও আমি এ দাসত্বগৌরব বিক্রয় করিতে প্রস্তুত নহি,—আমি মোছলেম! মহাত্মা হাকান্ যথার্থ-ই মোছলেম হইয়াছিলেন, এবং কিছুদিন পরে বিরমাউনার সমরে, এছলামের বিজয় বিষাণ বাজাইতে বাজাইতে, তাঁহার সেই প্রেমপূর্ণ হৃৎপিণ্ডের শোণিততর্পণে, মোছলেম জীবনের চরম সাফল্য সঞ্চয়পূর্ব্বক সানন্দে আত্মদান করিয়াছিলেন।

এই বিবরণে এমন কতকগুলি ঐতিহাসিক অসামঞ্জস্য আছে, যাহা দেখিলে স্বতঃই মনে হয় যে, সম্ভবতঃ উহাতে নানাপ্রকার ভ্রম প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে। সেই সকল বিষয়ের দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, এখানে পাঠকগণকে এই ঘটনার কার্য্যকারণ-পরম্পরার কথা স্মরণ রাখিয়া, উহার বিচারে প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি। এই প্রসঙ্গে প্রথম দ্রষ্টব্য— এই দূতসঙ্ঘের লোক সংখ্যা। হজরত আঠ জন মাত্র লোককে মক্কাবাসীদিগের বাণিজ্য-সম্ভার লুণ্ঠন করার জন্য, মক্কার নিকটবর্ত্তী নাখলা নামক স্থানে প্রেরণ করিয়াছিলেন, ইহা কখনই বিশ্বাস করা যায় না। তাহার পর দলপতিকে হজরত যে অনুজ্ঞাপত্র (১) লিখিয়া দিয়াছিলেন, তাহাদ্বারাও স্পষ্টতঃ জানিতে পারা যাইতেছে যে, গোপনে মক্কাবাসীদিগের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখাই, এই 'অভিযানে'র একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং দলপতি বা তাঁহাদের আর কেহ বস্তুতঃ কোন অন্যায় করিয়া থাকিলেও, তজ্জন্য হজরতের উপর কোনপ্রকার দোষারোপ করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ ইতিহাসে এই বিবরণের সঙ্গে সঙ্গে যখন ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, এই কার্য্যের জন্য তিনি যথেষ্ট মনঃক্ষুণ্ন ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তখন এই ঘটনা সম্বন্ধে হজরতের প্রতি কোনপ্রকার দোষারোপ করার ন্যায় অন্যায় কার্য্য আর কি হইতে পারে ?

এই ঘটনা সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিবরণগুলি এক সঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মুছলমান ও কোরেশগণ হঠাৎ পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া পড়ায় উভয় পক্ষই যেন বিচলিত ও কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছলেন! এই আতঙ্ক ও গোলযোগের মধ্যে এই দুর্ঘটনাটী সংঘটিত হইয়া যায়। অবশ্য মূল বিবরণের ঐতিহাসিক ভিত্তি যে অতিশয় দুর্ব্বল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি। পাঠক মানচিত্রে দেখিতে পাইবেন যে, তায়েফ মক্কার পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে এবং উভয় নগরের মধ্যস্থিত নাখলা নামক স্থানটী মক্কার খুব নিকটেই অবস্থিত। নাখলা হইতে মদিনায় যাইতে হইলে, মক্কার পার্শ্ব দিয়া যাইতে হয়। ইতিহাসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, কোরেশদলের 'নওফল ও তাহার সঙ্গীগণ মক্কায় পলাইয়া যায়' (২) সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, :—

মুছলমান দলে এই সময় ছয়জন মাত্র লোক ছিলেন, এবং কোরেশদিগের দলে

(১) তাবরী ২—২৬২; জাদুল মায়াদ ২—৩৩৫; এবনে হেশাম ২—৭ ইত্যাদি।
(২) এবনে খলদুন, তাবরী প্রভৃতি।

হত ও বন্দী ৩ জন, এবং নওফল (১) ও তাঁহার "সঙ্গিগণ" ছিল। আরবী ব্যাকরণ অনুসারে বহুবচনের ন্যূনতম সংখ্যা তিনের কম হইতে পারে না। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, অন্ততঃ চারিজন লোক মক্কায় পলাইয়া গিয়াছিল। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, অন্ততঃপক্ষে কাফেরদিগের সংখ্যা তখন সাত জন ছিল। এই সাতজন সম্ভ্রান্ত ও যুদ্ধ ব্যবসায়ী কোরেশ, নিজেদের নগরপ্রান্তে ছয়জন মুছলমানের দ্বারা এমনভাবে বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইল—অথচ তাহারা আত্মরক্ষার কোনই চেষ্টা করে নাই, একটা তীরও নিক্ষেপ করে নাই, একজন মুছলমানকে সামান্য ভাবেও আহত করিতে পারে নাই, এ সকল কথা সহজে বিশ্বাস করা যায় না। মুছলমানগণ যখন দুইজন কোরেশকে বন্দী করেন, তখন নওফল ও তাহার সঙ্গিগণ পলায়ন করিয়া মক্কায় গিয়াছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, মুছলমানেরা বন্দী ও বাণিজ্যসম্ভারের সমস্ত মালপত্র লইয়া নাখলা হইতে মদিনায় রওয়ানা হইলেন, অথচ মক্কার কোরেশগণ নওফলের মুখে এই সকল সংবাদ শ্রবণ করিয়াও নগর হইতে বাহির হইয়া তাহাদের পথ আগলাইয়া দাঁড়াইল না, তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বাণিজ্যসম্ভার ও বন্দীদিগকে ছাড়াইয়া লইল না, হাজরামীর ন্যায় প্রধান ব্যক্তির প্রতিশোধ গ্রহণ করিল না! এই সকল ও অন্যান্য বহু কারণে এই বিবরণের ভিত্তি সম্বন্ধে আমাদের মনে সংশয় উপস্থিত হয়—এবং আমরা যখন দেখিতে পাই যে, বোখারী মোছলেম প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থসমূহে এই ঘটনার কোন আভাসই দেওয়া হয় নাই, তখন আমাদের এই সংশয় যথেষ্ট দৃঢ় হইয়া যায়।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক এবনে জরির তাবরী এই প্রসঙ্গের উপসংহারে একটা রেওয়ায়তের উল্লেখ করিয়াছেন। উহার মর্ম্ম এই যে, নাখলা অভিযানে আমর-হাজরামী নিহত হওয়াতেই বদর সমরের, এবং হজরতের ও কোরেশদিগের মধ্যে সংঘটিত অন্যান্য সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহের সৃষ্টি হইয়াছিল। (২) খৃষ্টান লেখকগণ এই রেওয়ায়তটাকে প্রধান অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়া কোরেশদিগের ভাবী আক্রমণ সম্বন্ধে একমাত্র হজরতকে দায়ী ও দোষী প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রদ্ধাস্পদ ঐতিহাসিক মাওলানা শিবলী মরহুমও তাবরীর বর্ণিত এই রেওয়ায়তটাকে উদ্ধৃত করিয়া প্রকারতঃ ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, আমরের হত্যা ব্যাপারই ভাবী সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহের কারণ। কিন্তু এই সিদ্ধান্তটী যে একেবারে ভিত্তিহীন, তাহা আমরা একটু পরেই জানিতে পারিব।

(১) মাওলানা শিবলী বন্দীদিগের তালিকায় হাকামের স্থলে নওফলের নাম দিয়াছেন। (১—২২৮)।
(২) ২—২৬৭।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا - و ان الله على نصرهم لقدير

এছলামের প্রথম ধর্ম্মসমর।

বদর যুদ্ধের কার্য্যকারণ এবং তাহার দায়িত্ব ও পরিণাম ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ায় পূর্ব্বে, মোস্তফা জীবনের বিগত চতুর্দ্দশ বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি একবার স্মরণ করিয়া লওয়া উচিত। হেজরতের পূর্ব্বে মুছলমানদিগকে সাধারণ ভাবে এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে বিশেষরূপে, মক্কাবাসীদিগের হস্তে কি প্রকার অত্যাচার উৎপীড়নে জর্জ্জরিত হইতে হইয়াছিল, পাঠকগণ এখানে তাহা একবার স্মরণ করিয়া দেখুন। দেশত্যাগী হইবার পরও গত দেড় বৎসব ধরিয়া মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার জন্য কোরেশগণ কি প্রকার ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, কিরূপে তাহারা মদিনার সহরতলী পর্য্যন্ত ধাওয়া করিয়া মুছলমানদিগের ধনপ্রাণ বিপন্ন করিয়াছিল, এবং প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই বিরাট শত্রুসৈন্য-বাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় মুছলমানগণ সর্ব্বদাই কিরূপ সতর্ক ও সন্ত্রস্ত হইয়া কালযাপন করিতেছিলেন, পূর্ব্ব অধ্যায় সমূহের বর্ণিত সেই বৃত্তান্তগুলিও এখানে স্মরণ রাখা উচিত।

এই উদ্বেগ ও আশঙ্কার সময় হজরত কোন প্রকার সতর্কতা অবলম্বন করিতে বিরত হন নাই। এজন্য কোরেশদিগের গতিবিধির সন্ধান লইবার নিমিত্ত বিভিন্ন সময় মক্কার পথে এক এক দল গুপ্তচর প্রেরণ করা হইত। পূর্ব্ব অধ্যায়ের বর্ণিত নাখলা অভিযানও ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। হজরত যে কেবল আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে কোরেশদিগের গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন, এবং সেই জন্যই যে এই সকল গুপ্তচরদল প্রেরিত হইত—দুইটী সর্ব্ববাদীসম্মত ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা সম্যকরূপে অবগত হওয়া যায়। প্রথমতঃ, ঐতিহাসিক বিবরণ, সমস্বরে সাক্ষ্য দিতেছে যে, মদিনায় শুভাগমনের পর হজরত যতগুলি "অভিযান" প্রেরণ করিয়াছিলেন—প্রতিপক্ষের তুলনায় তাহার লোকসংখ্যা একেবারেই নগণ্য ছিল। কোরেশদিগের কাফেলা লুঠ করাই এই সকল অভিযান প্রেরণের উদ্দেশ্য হইলে, এত অল্পসংখ্যক লোক কখনই প্রেরিত হইতেন না। দ্বিতীয়তঃ, ইতিহাসে সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ইতিপূর্ব্বে এই প্রকার যতগুলি অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার

একটীও কোরেশদিগের কাফেলার উপর আক্রমণ করে নাই বা তাহা লুটও করিতে পারে নাই। মানচিত্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, মদিনা নগর মোটামুটিভাবে মক্কার ঠিক উত্তরে এবং সিরিয়া বা শাম দেশও মদিনার বহু উত্তরে অবস্থিত। সুতরাং মক্কা হইতে শামদেশে যাইতে হইলে মদিনার নিকট দিয়া যাওয়া ব্যতীত গত্যন্তর ছিল না। এ অবস্থায় সম্পূর্ণ দেড় বৎসর পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও মুছলমানগণ একটী কাফেলারও সাক্ষাৎ পাইলেন না, বস্তুতঃ ইহা বড়ই অপরূপ ব্যাপার। এতদ্ব্যতীত আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, মুছলমানগণ মদিনা হইতে বহির্গত হইয়া একবারও শামের দিকে গমন করেন নাই। বরং প্রত্যেকবারেই তাঁহারা মক্কার পথে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ মক্কাবাসীদিগের ও তাহাদিগের আত্মীয় ও বন্ধু গোত্রসমূহের মুষ্টির মধ্যে গিয়া উপনীত হইতেছেন। কোরেশ-দিগের কাফেলা লুণ্ঠন করা উদ্দেশ্য হইলে, মুছলমানেরা মদিনার উত্তর দিকে সিরিয়ার পথে অল্প কিছুদূর অগ্রসর হইলেই খুব সহজে আপনাদিগের উদ্দেশ্য সফল করিতে পারিতেন। কিন্তু আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ নাছোড়বান্দা, তাঁহারা হেজরত হইতে বদরের সমর যাত্রা পর্য্যন্ত প্রত্যেক গুপ্তচরদলকে "অভিযান" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং প্রত্যেক অভিযান সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, 'তাঁহারা কোরেশদিগের কাফেলা আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে বহির্গত হইলেন।' বদর সমর সম্বন্ধেও তাঁহারা এই প্রকার গড্ডলিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়া বলিতেছেন যে, হজরত আবুছুফ্য়ানের কাফেলা লুট করার জন্য মদিনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। আবুছুফ্য়ান এই বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়া মক্কায় সংবাদ দেয় এবং নিজে পথ ভাঁড়াইয়া পলাইয়া যায়। মক্কাবাসিগণ এই বিপদের সংবাদ পাইয়া দলেবলে মদিনার দিকে অগ্রসর হয়। আবুছুফয়ান'ত কাফেলা লইয়া পলাইয়া গেল, মধ্যে পড়িয়া বদর প্রান্তরে কোরেশ সৈন্যবাহিনীর সহিত মুছলমান-দিকের সাক্ষাৎ ও সংঘর্ষ ঘটিয়া যায়। এই বিবরণটী যে খৃষ্টান-লেখকগণের পক্ষে বিশেষ আনন্দ-দায়ক হইবে, তাহা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে পারেন। তাঁহারা ইহাকে উত্তমরূপে ফেনা-ইয়া ফাঁপাইয়া লইয়া, উপসংহারে গম্ভীরভাবে বলিতেছেন যে, "মোহাম্মদ কোরেশদিগের কাফেলা লুণ্ঠন করিতে প্রয়াসী হইয়াই অন্যায়পূর্ব্বক যুদ্ধবিগ্রহের সূত্রপাত করিলেন। আবুছুফ্য়ানের কাফেলা লুটিবার সঙ্কল্প না করিলে বদরযুদ্ধও ঘটিত না, ভবিষ্যতে মক্কাবাসীদিগের সহিত অন্যান্য যুদ্ধবিগ্রহের সূত্রপাতও হইত না।" কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, এই বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের সঙ্কলিত ভিত্তিহীন রেওয়ায়তগুলির উপর নির্ভর করিতে আমরা বাধ্য হইব না। কোরআনশরিফের বিভিন্ন আয়তে বদর সমরের এবং তাহার অবস্থাব্যবস্থাদির বিশদ বর্ণনা সন্নিবেশিত হইয়া আছে। বিশ্বস্ত হাদিছগ্রন্থসমূহের বিভিন্ন রেওয়ায়তেও বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত বহু আবশ্যকীয় বৃত্তান্তের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত ঐতিহাসিক সমালোচনার দিক দিয়াও অনেক অকাট্য যুক্তি প্রমাণের সন্ধানও পাওয়া যায়। এই সকল আয়ত হাদিছ ও যুক্তিপ্রমাণগুলি সমন্বয়ে এবং

উচ্চকণ্ঠে বলিয়া দিতেছে যে, ঐতিহাসিকগণের সঙ্কলিত এই বিবরণটী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অনৈতিহাসিক উপকথা মাত্র। আমরা নিম্নে যথাক্রমে এই সকল বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

আবুছুফ্‌য়ান ও আবুজেহেল কোরেশদিগের প্রধান দলপতি, এছলামের প্রধান বৈরী এবং মোছলেম নির্য্যাতনের প্রধান নায়ক। তাহারা ও তাহাদিগের সহচরবর্গ উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছিল যে, মদিনায় গমন করিবার পর হইতে মুছলমানগণ ক্রমশঃ অধিকতর শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিতেছে। আর কিছুকাল অপেক্ষা করিলে তাহারা অজেয় হইয়া দাঁড়াইবে। সুতরাং নিজেদের হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার কোন সুযোগই তখন আর তাহাদিগের পক্ষে সহজলভ্য হইয়া উঠিবে না। পক্ষান্তরে নিজেদের অনুষ্ঠিত অত্যাচার এবং আপনাদিগের অবলম্বিত নীচ ষড়যন্ত্রাদির কথাও সদাসর্ব্বদা তাহাদিগের স্মরণপথে উদিত হইত। তাহারা নিজেদের মানসিকতার হিসাবে দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেছিল যে, সুযোগ পাইলেই মোহাম্মদ এই সকল অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। এতদ্ব্যতীত মোছলেম শক্তি মদিনায় প্রবল হইয়া উঠিলে, তাহাদিগের পক্ষে শামের বাণিজ্যপথ যে একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে, এবং ইহার ফলে তাহাদিগকে যে প্রমাদ গণিতে হইবে, একথাও তাহারা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল। এই সকল কারণে মুছলমানদিগের সহিত যথাসম্ভব সত্বর যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার জন্য কোরেশদলপতিগণ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। আবদুল্লাহ-বেন-জাহশ ও তাহার সঙ্গিগণ হজরতের আদেশ বিস্মৃত হইয়া, আমর-হাজরমীকে নিহত করিয়া ফেলায় আবুজেহেল ও আবুছুফ্‌য়ানের পক্ষে স্বদলস্থ জনসাধারণকে উত্তেজিত করার বিশেষ সুযোগও ঘটিয়া গেল। এই সময় আবুজেহেল ও আবুছুফ্‌য়ান প্রমুখ দলপতিগণ গোপনে পরামর্শ আঁটিয়া মদিনা আক্রমণের জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইল এবং এই আক্রমণের একমাত্র উদ্দেশ্যে আবুছুফ্‌য়ান আলোচ্য কাফেলা লইয়া শামদেশে গমন করিল।

আবুছুফয়ান ও তাহার কাফেলা।

পাঠকগণ প্রথমে কাফেলার অসাধারণত্বটা একবার আলোচনা করিয়া দেখুন। এবার আবুছুফ্‌য়ানের বাণিজ্যসম্ভার বহন করার জন্য এক সহস্র উট তাহার সঙ্গে চলিল। মক্কাবাসিগণ ৫০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা আবুছুফ্‌য়ানের সঙ্গে প্রেরণ করে। এমন কি لم يبق بمكــة قرشي ولا قرشية له مثقال فصاعدا الا بعث به فى تلك العير মক্কার কোরেশ নরনারীদিগের মধ্যে এক রতি মাসা সোণা চাঁদিও যাহার নিকট ছিল, সেও তাহা এই কাফেলার সঙ্গে প্রেরণ করিয়াছিল। (১) কোরেশ ও মুছলমানদিগের তখনকার রাজনৈতিক সম্বন্ধ এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে কাফেলার এই অসাধারণ আয়োজন—এই সকলের মূলে কি কোন রহস্য নাই?

---

(১) দাহলান ১—৩৬৫। তাবকাত—স্বয়ং আবুছুফ্‌য়ানের স্বীকারোক্তি।

কোরেশগণ যে কোন একটা গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল—এই সকল ব্যাপারে কি তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে না ?

সকল পক্ষ এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, বদর যুদ্ধই এছলামের সর্ব্বপ্রথম সমর। তাহার পূর্ব্বে মুছলমানগণ কাহারো সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন নাই। ইহাও সকলে স্বীকার করিয়াছেন যে, হজরত মদিনায় আসিবার কিছুকাল পরে জেহাদের অনুমতিবাচক প্রথম আয়তটী অবতীর্ণ হইয়াছিল। আয়তটী নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে ঃ—

জেহাদের ১ম আয়ত।

اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا - وان الله علي نصرهم لقدير - الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله - ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع و صلوات - ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الايه - حج ۴ ركوع

অনুবাদ ঃ—যাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা হইতেছে, তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করা হইল—কারণ তাহারা অত্যাচারিত। সেই সমস্ত লোক যাহারা স্বদেশ হইতে অন্যায়রূপে বহিষ্কৃত হইয়াছে—তবে তাহারা এইমাত্র বলিয়াছিল যে, আল্লাই আমাদিগের প্রভু। আল্লাহ যদি মানব সমাজের কতিপয় লোকের দ্বারা অন্য লোকদিগকে অপসৃত না করিতেন, তাহা হইলে মন্দির গির্জ্জা উপাসনালয় এবং মছজেদ সমূহ—যাহাতে বহুলরূপে আল্লার নাম করা হইয়া থাকে—সেগুলিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলা হইত। (হজ্—৪)। অর্থাৎ যে মুছলমাগণকে অন্যায়পূর্ব্বক নিজেদের মাতৃভূমি হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার পরও আবার তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করার আয়োজন করা হইতেছে—আল্লাহ এই আয়ত দ্বারা তাহাদিগকে আত্মরক্ষার্থ (১) যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করিতেছেন, কারণ ইহারা যথেষ্ট আত্যাচারিত হইয়াছে এবং অতঃপর অস্ত্রধারণ না করিলে অত্যাচারী কোরেশদিগের হস্তে তাহাদিগকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে হইবে। ইহাই জেহাদের প্রথম আয়ত। (২) এই আয়ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিষয়টী বিশেষরূপে প্রণিধান যোগ্য।

আয়তে يقاتلون শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে। উহার অর্থ যাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করা হইতেছে কিম্বা করা হইবে। কোরেশগণ যে অবস্থায় মুছলমানদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার আয়োজন করিতেছিল এই আয়তটী যে সেই সময় অবতীর্ণ হইয়াছিল, তাহা আলোচ্য 'য়োকাতালুনা' শব্দ হইতেই প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃ জানিতে পারা যাইতেছে যে, বদর সমর সংঘটিত হওয়ার পূর্ব্বেই কোরেশগণ মুছলমানদিগকে আক্রমণ করার

---

(১) উদ্ধৃত আয়তের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী আয়তটী একসঙ্গে আলোচ্য।

(২) ফৎহল্ বারী ৭—১১১। নাছাই আএশা হইতে এবং নাছাই তেরমিজী ও হাকেম আব্বাছ হইতে। কবির ৬—২৩৬ প্রভৃতি।

আয়োজন করিতেছিল এবং সেইজন্যই আল্লাহ উৎপীড়িত মুছলমানদিগকে আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণের অনুমতি বা অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। কাফেলা লুট করিতে গিয়া হিতে-বিপরীত ঘটিয়া হঠাৎ একটা যুদ্ধ বাধিয়া যায় নাই।

বদর যুদ্ধ সংক্রান্ত বহু বৃত্তান্ত কোরআন শরীফের 'আনফাল' ছুরায় বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। মক্কাবাসীগণ যে কি উদ্দেশ্যে তাহাদিগের শেষ রৌপ্যখণ্ড পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া শামদেশে প্রেরণ করিয়াছিল এবং পরিণামে তাহা যে কি কাজে ব্যয়িত হইয়াছিল, ছুরা আনফালের একটী আয়তে তাহার স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে :—

কোরআনের প্রমাণ ২য় আয়ত।

ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله - فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون

অর্থাৎ কাফেরগণ মুছলমানদিগকে আল্লার পথ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য আপনাদিগের ধনসম্পদসমূহ ব্যয় করিতে যাইতেছে, অপিচ শীঘ্রই তাহারা 'উহা (এছলাম ধর্ম্মে বিঘ্নদানের উদ্দেশ্যে) ব্যয় করিয়া ফেলিবে—তখন ইহা তাহাদিগের পক্ষে অনুতাপেরই কারণ হইবে, তদন্তর তাহারা পরাজিত হইয়া যাইবে।

তফছিরকারগণ এই আয়তের 'শানে নজুল' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ একমত হইতে না পারিলেও, তাঁহাদিগের মন্তব্যগুলি একত্রে আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, আবু-ছুফয়ানের কাফেলার সমস্ত ধনসম্পদই ওহোদ যুদ্ধের আয়োজনে ব্যয় করা হইয়াছিল। এই যুদ্ধে দুই সহস্র "হাবশী" সৈন্যকে মক্কাবাসীগণ নিয়মিত বেতন দিয়া নিযুক্ত করিয়াছিল। ইহা ব্যতীত মক্কার ও অন্যান্য স্থানের বহুসংখ্যক আরব সৈন্যও তাহাদিগের সঙ্গে ছিল! এ সকল কথা তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। একটু মনোযোগ সহকারে আয়তটীর প্রতি লক্ষ্য করিলেও কাফেলার প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যাইবে। এই আয়ত দুইটার ক্রিয়াপদ দ্বারা বদর যুদ্ধের পূর্ব্ব এবং পরবর্ত্তী অবস্থা বিবৃত করা হইয়াছে। প্রথম পদে বলা হইতেছে যে, তাহারা মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে আপনাদিগের সমস্ত ধনসম্পদ ব্যয় করার আয়োজন করিতেছে,—আল্লার পথ অর্থাৎ এছলাম ধর্ম্মকে প্রতিহত করাই তাহাদিগের লক্ষ্য। দ্বিতীয় পদে বলা হইতেছে যে, অদূরভবিষ্যতে তাহারা ঐরূপ কার্য্যে কথিতরূপ ধনসম্পদ ব্যয় করিবে। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, শেষোক্ত পদের বর্ণিত ভাবী ঘটনাটী সংঘটিত হওয়ার পূর্ব্বেই আলোচ্য আয়তটী অবতীর্ণ হইয়াছিল। অতএব এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বদর সমর সংঘটিত হওয়ার পূর্ব্বেই মক্কাবাসীগণ আপনাদিগের সমস্ত ধনসম্পদ ব্যয় করিয়া মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এইরূপে নিজেদের সমস্ত

শক্তি ব্যয় করিয়া কোরেশগণ মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার আয়োজন করিতেছিল বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত আয়তে মুছলমানদিগকে আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। এই দুই আয়ত দ্বারা যথাক্রমে প্রমাণিত হইতেছে যে, বদর সমর সংঘটিত হওয়ার পূর্ব্বেও কোরেশ-গণ মুছলমানদিগকে আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল এবং আবুছুফয়ান এই উদ্দেশ্যে অস্ত্রশস্ত্র ও রসদাদি রণসম্ভার খরিদ করার ও বেতনভোগী সৈন্যদল সংগ্রহের জন্যই মক্কার সমস্ত ধনসম্পদ লইয়া সিরিয়ায় গমন করিয়াছিল। তাহার এই যাত্রা প্রকৃতপক্ষে সমর অভিযান, বাণিজ্যের কথা একটা বাহ্যিক আবরণ মাত্র।

কোরআনের প্রমাণ—৩য় আয়ত। কোরআন শরীফের আনফাল ছুরায় বদর সমর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আয়তটী বর্ণিত হইয়াছে :—

كما اخرجك ربك من بيتك بالحق ، و ان فريقا من المومنين لكارهون
يجادلونك في الحق بعد ما تبين كانما يساقون الى الموت و هم ينظرون - واذ يعدكم الله احدى الطايفتين انها لكم وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله
ان يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين

মর্ম্মানুবাদ :—হে মোহাম্মদ! তোমার প্রভু তোমাকে ন্যায্যরূপে স্বগৃহ হইতে বহির্গত করিলেন, অথচ এই বহির্গমনের সময় একদল মুছলমান (যাইতে) বিশেষ কুণ্ঠিত হইতেছিল। সত্য স্পষ্টরূপে পরিস্ফুট হওয়ার পরও তাহারা তোমার সহিত বিতণ্ডা করিতেছিল। যেন তাহাদিগকে মৃত্যুর পানে তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হইতেছিল, আর সেই মৃত্যুকে যেন তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছিল। এবং (হে মুছলমানগণ! তোমরাও বদর সমরের সেই প্রারম্ভিক অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া দেখ) যখন দুই দলের মধ্যে একটীর সম্বন্ধে আল্লাহ তোমাদিগকে এই ওয়াদা দিতেছিলেন যে, তোমরা সেটার উপর জয়যুক্ত হইতে পারিবে; কিন্তু তোমাদিগের বাসনা ছিল যে (উল্লিখিত দল দুইটার মধ্যে) যেটী নিষ্কণ্টক, সেইটার উপর তোমরা অধিকার লাভ কর—অথচ আল্লা স্বীয় বাণীদ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার এবং ধর্ম্মদ্রোহীদিগের মূলোচ্ছেদ করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

এই আয়ত দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে যে :—

(১) হজরত আল্লার আদেশক্রমেই বদর অভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন।

(২) হজরতের নিজ বাটীতে অর্থাৎ মদিনায় অবস্থান করার সময়কার বৃত্তান্ত এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) এই আয়ত দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মদিনা হইতে বহির্গমনের কথা হইলে,

এক দল মুছলমান নীরবে হজরতের আদেশ মানিয়া লইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু আর এক দল ইহাতে বিশেষরূপে ভীত ও কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

(৪) এজন্য তাঁহারা হজরতের সহিত যথেষ্ট বাদ-বিতণ্ডাও করিয়াছিলেন।

(৫) তাঁহারা যে এতদূর ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং "সত্য স্পষ্টরূপে" বিবৃত হওয়ার পরও হজরতের সঙ্গে বাদ-বিতণ্ডা করিতেও যে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই, ইহার কারণ এই যে তাঁহারা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিতেছিলেন যে, যে কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য তাঁহাদিগকে আদেশ দেওয়া হইতেছে, তাহা অত্যন্ত দুরূহ বরং অসাধ্য ব্যাপার। সে কার্য্যের দিকে অগ্রসর হইলে মুছলমানদিগকে স্বদলবলে যে একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইতে হইবে—ইহাতে তাঁহাদের আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না।

(৬) মুছলমানগণ যখন মদিনা হইতে বহির্গত হন, তাহার পূর্ব্বে উভয়—আবু-ছুফ্‌য়ানের কাফেলা এবং কোরেশদিগের যুদ্ধযাত্রার—সংবাদই তাঁহারা যুগপৎভাবে অবগত ছিলেন।

(৭) এই দুই দলের মধ্যে আবু-ছুফ্‌য়ানের কাফেলাটাই নিষ্কণ্টক ছিল, মুছলমানগণ এই "নিষ্কণ্টক দলকে" আক্রমণ করার জন্য উৎসুক ছিলেন। পক্ষান্তরে মক্কা হইতে সমাগত সমর অভিযানের সম্মুখীন হইতে তাঁহারা ভীতি-বিহ্বলতা প্রকাশ করিতেছিলেন।

(৮) আবু-ছুফ্‌য়ানের বাণিজ্য কাফেলা আক্রমণ করা আল্লার তথা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার অভিপ্রেত ছিল না।

এই আয়তটী যে বদর যুদ্ধ সম্বন্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহাতে কাহারও মতদ্বৈধ নাই। (১) সাধারণ ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, আবুছুফ্‌য়ানের কাফেলা লুণ্ঠন করার উদ্দেশ্যেই হজরত মদিনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। কিন্তু বদরে উপনীত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, কাফেলা'ত চলিয়া গিয়াছেই, পক্ষান্তরে কোরেশদিগের বিরাট সৈন্যবাহিনী মদিনার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কাজেকাজেই তাঁহারা বদর-প্রান্তরে পড়াও করিলেন এবং সেখানেই মক্কাবাসীদিগের সহিত তাঁহাদিগের হঠাৎ এই যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কিন্তু আলোচ্য আয়তের উপরি-বর্ণিত নির্দ্দেশগুলির দ্বারা তাঁহাদিগের এই রেওয়ায়তের প্রত্যেক বিষয়েরই যথেষ্ট প্রতিবাদ হইয়া যাইতেছে। তাঁহারা বলিতেছেন,—যেহেতু হজরত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিতেছিলেন না, কাজেই অনেকে মনে করিলেন—কাফেলা আক্রমণ করার জন্য যাওয়ার আবশ্যক নাই। তাই তাঁহারা যাত্রা করিতে এমন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সাধারণ তফছিরে এমন কি হাদিছের বহু টীকাতেও এই প্রকার হাস্যজনক ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। কোরআন বলিতেছে—তাহারা সম্মুখে মৃত্যু-বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করিয়া বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল—পক্ষান্তরে কাফেলা লুট করার জন্য তাহারা বিশেষরূপে উৎসুক হইয়াছিল। আর

(১) ফৎহল বারী ৬—৪।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

আমাদিগের গ্রন্থকারগণ—কেবল ঐতিহাসিকগণের ভিত্তিহীন রেওয়ায়ত-প্রসূত কতিপয় সংস্কারকে বহাল রাখার জন্য—অবলীলাক্রমে বলিয়া যাইতেছেন যে, কাফেলা লুট করা হইবে বলিয়াই লোকের এত কুণ্ঠা ও ভীতি হইয়াছিল, হজরত যুদ্ধযাত্রা করিলে সকলে তাহাতে বিশেষ আগ্রহ সহকারে যোগদান করিতেন! অর্থাৎ কোরেশদিগের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহাদের মনে একটুও চাঞ্চল্য বা ভীতি উপস্থিত হইত না—কিন্তু তিন শতাধিক সশস্ত্র লোকে মিলিয়া ৩০।৪০ জনের বাণিজ্য অভিযান লুট করার কথা হইলে অমনি তাঁহাদিগের সম্মুখে মৃত্যুবিভীষিকার ভীষণ তাণ্ডব আরম্ভ হইয়া যাইত! এই কথাগুলি যে কতদূর স্বাভাবিক, পাঠকবর্গ তাহার বিচার করুন।

আমাদিগের ঐতিহাসিক ও তফছিরকারগণ ইহাও বলিয়াছেন যে, হজরত কাফেলা আক্রমণ করার জন্য মদিনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন। বদরের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি মক্কাবাসী-দিগের অভিযান সংবাদ অবগত হন এবং সেই সময়ও সেই স্থানে সহযাত্রী আনছার ও মোহাজেরগণের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। কোরআনের আলোচ্য আয়তে এই সময়কার বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আমরা কোরআন হাদিছ ও যুক্তির হিসাবে এই সিদ্ধান্তটীকে অসঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছি।

ঐতিহাসিক প্রমাদ।
১ম প্রমাণ

আলোচ্য আয়তের প্রথম অংশে وان فريقا পদের পূর্ব্ববর্ত্তী 'ওয়াও' কে সকলেই 'হালিয়া' বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। বায়জাভী, রাজী, জমখ্‌শরী, মাদারেক, খাজেন প্রভৃতি তফছির-কারগণ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, হজরতের মদিনা হইতে বহির্গমন এবং একদল মুছলমানের কুণ্ঠা ও অসন্তোষ, যুগপৎভাবে একই সময় সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং এই ব্যাপারের আলোচনা, ছাহাবাগণের মতামত গ্রহণ এবং একদলের ভীতিবিহ্বলতা ও মৃত্যু-বিভীষিকা দর্শন প্রভৃতি যে হজরতের 'স্বগৃহ' (মদিনা) হইতে বহির্গত হওয়ার সময়ই ঘটিয়াছিল, তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এই আয়তের শেষার্দ্ধে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, আয়তে যখনকার ঘটনা বিবৃত হইতেছে, তখন আবু-ছুফ্‌য়ানের কাফেলা এবং মক্কার সমর-অভিযানের মধ্যে যে কোনওটীকে আক্রমণ করা মুছলমানদিগের পক্ষে সম্ভবপর ছিল। কিন্তু বদর প্রান্তরের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়াই তাঁহারা ত জানিতে পারিলেন যে, কাফেলা পূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে, একথা তাঁহারা সকলেই বলিতেছেন।[১] সুতরাং তখন আর দুইটী দল তাঁহাদিগের সম্মুখে ছিল না। অথচ আয়তে দুই দলের কথা আছে। অতএব হজরত বদরের নিকটবর্ত্তী হইয়া সহচরগণের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন বলিয়া ঐতিহাসিকগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহা কখনই সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

২য় প্রমাণ।

(১) বদর বিবরণ, কান্‌জুলওম্মাল ৫—২৭০।

বোখারী, মোছলেম ও আবুদাউদ প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে আনাছ-বেন-মালেক হইতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত উপস্থিত সমস্যা সম্বন্ধে ছাহাবীগণের মতামত জানিতে চাহিলে, আনছারগণের পক্ষ হইতে ছাআদ-বেন-ওবাদা বিশেষ উৎসাহ সহকারে বলিয়াছিলেন—হজরত! আপনি আদেশ করিলে আমরা সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। এই হাদিছ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা যথাস্থানে বর্ণিত হইবে। এখানে প্রতিপাদ্য এই যে, আনছার সমাজপতি ছাআদ-বেন-ওবাদা এই পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন। অথচ সমস্ত ঐতিহাসিক ও চরিতকার একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় উল্লিখিত ছাআদ সে-বার মদিনা হইতে বাহির হইতে এবং বদর যুদ্ধে যোগদান করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং পরামর্শ ও মতামত গ্রহণাদি যে মদিনাতেই সম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা এই হাদিছ দ্বারা অকাট্যরূপে প্রতিপাদিত হইতেছে।

৩য় প্রমাণ।

ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, 'হজরত বদর অভিমুখে যাত্রা করিলে, নওফলের কন্যা ওম্মেওয়ার্কা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া শুশ্রূষাকারিণীরূপে সেনাদলের সঙ্গে যাইবার অনুমতি চাহিলেন।' হজরত তাঁহাকে বলিলেন—"নিজ নিজ বাটীতে অবস্থান কর।" আমরা যতদূর অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে এই যাত্রায় কোন স্ত্রীলোকের সঙ্গে যাওয়ার প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায় না। হাদিছের বিশ্বস্ততম পুস্তকসমূহে ওমর ফারূক প্রভৃতি ছাহাবীগণ কর্তৃক বদরী ছাহাবাগণের সংখ্যা বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে সংখ্যার পর স্পষ্টতঃ "পুরুষ" শব্দের উল্লেখ আছে। (১) সুতরাং এই সকল হাদিছ হইতেও প্রমাণিত হইতেছে যে, এই যাত্রায় কোন স্ত্রীলোকই মুছলমানদিগের সঙ্গে ছিলেন না। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, ওম্মেওয়ার্কা মদিনাতেই হজরতের সহিত বর্ণিতরূপ কথোপকথন করিয়াছিলেন।

৪র্থ প্রমাণ।

ঐতিহাসিকগণের নিজস্ব বর্ণনা হইতেও ইহার আরও প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, বাহুল্যভয়ে সেগুলি পরিত্যক্ত হইল। উপরের বর্ণিত প্রমাণ চতুষ্টয় হইতে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ছাহাবীগণের মতামত গ্রহণ, তাঁহাদিগের কাফেলা লুণ্ঠনের অনুকূল ইচ্ছা প্রকাশ, যুদ্ধের নামে ভীতিবিহ্বলতা ও মৃত্যুবিভীষিকা দর্শন এবং হজরতের সহিত আলোচনা ও বাদবিতণ্ডা প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারই যাত্রার পূর্ব্বে মদিনাতেই সংঘটিত হইয়াছিল। অতএব সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, হজরত কাফেলা লুট করিতে অস্বীকৃত হইয়া মক্কাবাসীদিগের আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হওয়াতেই একদল ছাহাবী এত ভীত কুণ্ঠিত ও বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং মুখের গ্রাস পরিত্যাগ করিয়া ঐ ভয়াবহ সংঘর্ষের জন্য নগর হইতে বহির্গত হওয়ার তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠিতে না পারায়, এমনভাবে হজরতের সহিত

(১) মোছলেম, তেরমিজী, আবুদাউদ।

বাদবিতণ্ডা করিয়াছিলেন। আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ প্রথমে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, হজরত আবুছুফ্‌য়ানের কাফেলা লুট করার জন্যই মদিনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহার পর কোরআন ও হাদিছের সমস্ত প্রমাণকে ঠুকিয়া ঠাকিয়া টানিয়া হেঁচড়াইয়া নিজেদের সেই সংস্কারের সহিত সমঞ্জস করার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহাতেই যত গণ্ডগোল বাধিয়াছে।

ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, হজরত কাফেলা লুণ্ঠনের সঙ্কল্প করিলে আবুছুফ্‌য়ান তাহা জানিতে পারিল। তখন সে জম্‌জম্‌ নামক এক ব্যক্তিকে মক্কায় পাঠাইয়া মক্কাবাসী-দিগকে এই বিপদের সংবাদ জ্ঞাপন করিল। ইহারই ফলে কোরেশগণ এই অভিযান লইয়া কাফেলাকে রক্ষা করার জন্যই মদিনা অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। আবুছুফ্‌য়ান কোথায় কি প্রকারে ও কাহার মুখে সংবাদ পাইল, আর জম্‌জম্‌ সাহেব কি ভাবে মক্কায় সংবাদ লইয়া গেলেন, এ সকল কথার আলোচনা অনাবশ্যক। সে যাহা হউক, ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত এই রেওয়ায়ৎটীকে আমরা সঙ্গত ও সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। কোরেশদিগের আলোচ্য সমর অভি-যানের স্বরূপ কোরআন শরীফে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। কোরআন বলিতেছে :—

আর একটী ঐতিহাসিক ভ্রম।

الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورياء الناس ويصدون عن سبيل الله ‘ و الله بما يعملون محيط - انفال

অর্থাৎ "কোরেশগণ অহঙ্কারে গর্ব্বিত হইয়া লোকদিগকে (নিজেদের শক্তিমত্তা) দেখাইতে দেখাইতে আল্লার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করার জন্য আপনাদিগের গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া-ছিল...।" এই আয়তের আলোচনা প্রসঙ্গে তফছিরকারগণ বলিতেছেন যে, হজরত বদর প্রাঙ্গনে মক্কার সৈন্যদলকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—"হে আল্লাহ! কোরেশ তাহার সমস্ত দর্প ও সমস্ত অহঙ্কার লইয়া তোমার ধর্ম্মকে প্রতিহত করিতে এবং তোমার রছুলের সহিত যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছে।" প্রায় সমস্ত তফছিরে হজরতের এই প্রার্থনার উল্লেখ আছে। আলোচ্য আয়ত ও বর্ণিত রেওয়ায়ত হইতে স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে যে, কোরেশ-গণ কাফেলা রক্ষা করার জন্য নিতান্ত দায়ে ঠেকিয়া মক্কা হইতে বহির্গত হয় নাই। বরং শক্তিমদে উন্মত্ত ও অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া তাহারা মুছলমানদিগকে বিধ্বস্ত করতঃ এছলামকে ধ্বংস করার জন্য আগমন করিয়াছিল। ঐতিহাসিক ও তফছিরকারগণ বলিতেছেন যে, কোরেশগণ 'জোহ্‌ফা' নামক স্থানে উপস্থিত হইলে আবুছুফ্‌য়ানের লোক আসিয়া সংবাদ দিল যে, কাফেলা নিরাপদে চলিয়া আসিয়াছে, অতএব তোমরা ফিরিয়া আইস। কিন্তু আবুজেহেল ইহাতে অসম্মত হইয়া বলিল—আমরা এখান হইতে বদরে যাইব, সেখানে উট জবাই করিব, পানভোজন আমোদ আহ্লাদ করিব। ইহাতে সমস্ত আরব জাতি আমাদিগের শক্তিসামর্থ্যের কথা শুনিতে পাইবে, তাহাতে ভবিষ্যতে আমাদিগের অনেক উপকার হইবে। আবুজেহেলের

এই অহঙ্কারাদির কথাই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু আলোচ্য আয়তে স্পষ্টরূপে বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, কোরেশগণ এই সকল ভাব ও উদ্দেশ্য লইয়াই মক্কা হইতে বহির্গত হইয়াছিল। কারণ আয়তে তাহাদিগের 'স্বগৃহ হইতে বহির্গমন কালীন' অবস্থারই উল্লেখ করা হইতেছে। সুতরাং ঐতিহাসিকগণের বর্ণিত ঐ রেওয়ায়তগুলি কোরআনের সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ায়, ধর্ম্ম ও ইতিহাস উভয় হিসাবেই অবিশ্বাস্য অগ্রাহ্য এবং অসঙ্গত বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে।

আমরা কোরআন ও হাদিছ হইতে যে সকল দলিল প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাদ্বারা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হজরত কাফেলা লুট করার উদ্দেশ্যে মদিনা হইতে বহির্গত হন নাই। কিন্তু প্রতিপক্ষ এই প্রসঙ্গে হাদিছ হইতে কতকগুলি সমস্যা উপস্থাপিত করিতে পারেন। সেইজন্য নিম্নে তাঁহাদিগের দলিল প্রমাণগুলির উল্লেখ করিয়া তৎসম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য নিবেদন করিতেছি।

প্রতিপক্ষের ১ম দলিল ও তাহার খণ্ডন। কা'ব-বেন-মালেক নামক জনৈক ছাহাবী কর্ত্তৃক বর্ণিত একটী হাদিছ বোখারীতে উল্লিখিত হইয়াছে। রাবী কা'ব বলিতেছেন :—

انما خرج رسول الله صلعم يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم و بين عدوهم علي غير ميعاد -

অর্থাৎ হজরত কোরেশের কাফেলা লুণ্ঠন করার জন্যই বহির্গত হইয়াছিলেন—কিন্তু হঠাৎ তাঁহারা শত্রুদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া পড়েন। এমাম বোখারী তাবুক যুদ্ধের বিবরণেও এই হাদিছটী বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই বিবরণ সম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, এটী প্রকৃতপক্ষে 'হাদিছ' নহে—বরং ইহা রাবী কাব-বেন-মালেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা অভিমত মাত্র। সুতরাং ইহাতে বৃত্তান্ত ঘটিত ভুলভ্রান্তি হওয়া অসম্ভব নহে। দ্বিতীয় কথা এই যে, এই কা'ব হজরতের বিশেষ আগ্রহ ও অনুরোধ সত্ত্বেও বদর-যাত্রায় যোগদান করেন নাই। সুতরাং তিনি ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী নহেন। এখানে সত্যের অনুরোধে বিশেষ দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই বিবরণের রাবী কা'ব হজরতের বিশেষ তাকিদ সত্ত্বে তাবুক যুদ্ধেও যোগদান করেন নাই। সেজন্য হজরত ও মুছলমানগণ দীর্ঘ পঞ্চাশ দিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে বয়কট করিয়া রাখিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার পরিজনবর্গও তাঁহার সহিত কথা বলা অন্যায় ও অধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। কা'ব এখানে তাবুক যুদ্ধে নিজের অনুপস্থিতি এবং নিজের অপরাধ ও অবশেষে তাহার মার্জ্জনার বিবরণ প্রদান করিতেছেন। এই উপলক্ষে তিনি প্রসঙ্গক্রমে বদর যুদ্ধের কথারও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—'আমি একমাত্র তাবুক ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধে অনুপস্থিত থাকি নাই।' এই

কথাগুলি বলার পর তাঁহার যখন স্মরণ হইতেছে যে, এছলামের সর্ব্বপ্রথম অগ্নিপরীক্ষাতেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, তখন তিনি শোধরাইয়া লইয়া বলিতেছেন—

غير اني تخلفت في غزوة بدر و لم يعاتب احد تخلف عنها -

"তবে আমি বদর যুদ্ধেও যোগদান করি নাই। কিন্তু বদর যুদ্ধে যোগদান না করার জন্য কাহাকেও দণ্ডিত বা ভৎর্সিত হইতে হয় নাই।" এই প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়ার পর, বদর সমরের গুরুত্ব হ্রাস করার মানসে তিনি বলিতেছেন যে, সে-বার হজরত কোরেশদিগের কাফেলা লুট করার জন্যই বহির্গত হইয়াছিলেন, কিন্তু হঠাৎ এই যুদ্ধ বাধিয়া যায়। কিন্তু কোরআন শরীফের বিভিন্ন আয়তে এবং বহুসংখ্যক বিশ্বস্ত হাদিছে বদর যুদ্ধের যে সকল বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পাঠ করার পর কা'বের এই উক্তিটাকে সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। মদিনা হইতে বহির্গত হইবার পূর্ব্বে হজরতের সেই আকুল আহ্বান, সমরক্ষেত্রে তাঁহার সমস্ত রজনীব্যাপী সেই ব্যাকুল প্রার্থনা, বদরী-ছাহাবীগণের অশেষ মহিমা-কীর্ত্তন প্রভৃতির দ্বারা কা'বের কথার প্রতিবাদ হইয়া যাইতেছে। সে যাহা হউক, এখানে ঐতিহাসিক হিসাবে মোটের উপর কথা এই যে, এই বিবরণের রাবী কা'ব বদর সমরে উপস্থিত হন নাই, এবং এই সকল কথা তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত ও অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ মাত্র; সুতরাং উহা হাদিছ বা শাস্ত্রীয় প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না। বিশেষতঃ কোরআন ও হাদিছের স্পষ্ট সিদ্ধান্তগুলির মোকাবেলায় তাহার কোনই মূল্য নাই।

প্রতিপক্ষের ২য় দলিল ও তাহার খণ্ডন।

ছহী মোছলেম নামক হাদিছগ্রন্থে আনছ হইতে একটী বিবরণ উদ্ধৃত হইয়াছে। রাবী আনছ ঐ বিবরণে বলিতেছেন যে,—

ان رسول الله صلعم شاور حين بلغه اقبال ابي سفيان ... فقام سعد بن عبادة الحديث

অর্থাৎ আবুছুফ্‌য়ানের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া হজরত সকলের মতামত গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এই সময় আবুবাকর ও ওমর পরপর নিজেদের মত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে, হজরত তাঁহাদিগের কথা শুনিতে চাহিলেন না। তখন (আনছার দলপতি) ছাআদ-বেন-ওবাদা দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন—হজরত! আপনি আমাদিগের (আনছারদিগের) মতামত জানিতে চাহিতেছেন? যাঁহার হস্তে আমার প্রাণ—তাঁহার দিব্য, আপনি আদেশ করিলে আমরা সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারি, জগতের দুর্গমতম স্থানকে পদদলিত করিতে পারি! অতঃপর হজরত সকলকে আহ্বান করিলেন এবং মুছলমানগণ যাত্রা করিয়া বদরে উপনীত হইলেন। কোরেশদিগের অগ্রগামী (Pioneer) সৈন্যদল তখন সেখানে উপস্থিত হইল। মুছলমানগণ তাহাদিগের মধ্যকার একটী দাসকে ধরিয়া আনিলেন এবং তাহাকে আবুছুফয়ানের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে উত্তরে বলিতে লাগিল—আবুছুফ্‌য়ানের কোন

সংবাদই আমি অবগত নহি, তবে আবুজেহেল, ওৎবা, শায়বা প্রভৃতির সংবাদ জ্ঞাত আছি, তাহারা এই সঙ্গে আছে। (আবুছুফয়ান সংক্রান্ত সংবাদ গোপন করিতেছে মনে করিয়া) মুছলমানগণ তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলে সে বলিল—আচ্ছা, বলিতেছি, আবু-ছুফ্‌য়ান এই সঙ্গে আছে। হজরত তখন নামাজ পড়িতেছিলেন, গোলামটাকে অন্যায়রূপে প্রহার করা হইতেছে দেখিয়া তিনি শীঘ্র শীঘ্র নামাজ শেষ করিয়া বলিতে লাগিলেন—বেচারী যখন সত্যকথা বলিতেছে তখন তোমরা তাহাকে প্রহার করিতেছ, আর যখন মিথ্যাকথা বলি-তেছে তখন তোমরা তাহাকে ছাড়িয়া দিতেছ, ইত্যাদি। (১)

একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে উত্তমরূপে জানিতে পারা যাইবে যে, আনছের প্রদত্ত এই বিবরণটী প্রকৃতপক্ষে আমাদিগের সিদ্ধান্তের সমর্থনই করিতেছে। এই বর্ণনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, বদর অভিমুখে যাত্রা করার পূর্ব্বে এবং মদিনাতেই হজরত ছাহাবাগণের মতামত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কারণ ছাআদ-বেন-ওবাদা নামক আনছার দলপতিই যে সেই পরামর্শ সভায় আনছারগণের মুখপাত্ররূপে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এই বিবরণে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত আছে। অথচ এই ছাআদ শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন যে সে যাত্রায় মদিনা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য। ইহা প্রতিপন্ন হইলেই কাফেলা লুটের সমস্ত কল্পনাই একেবারে মাঠে মারা যায়। আমরা পূর্ব্বে এ বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি।

চিন্তাশীল পাঠকগণ এই বিবরণে আরও দেখিতে পাইবেন যে, কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া আবুছুফ্‌য়ানের নাম করা হইয়াছিল। আবুছুফ্‌য়ান মক্কার প্রধানতম জননায়ক এবং এছলামের ভীষণতম বৈরী; সুতরাং মদিনা আক্রমণের এই বিরাট অভিযানে সেই-ই যে দলপতিরূপে আগমন করিবে, এই প্রকার অনুমান করাই স্বাভাবিক ছিল। আবুছুফ্‌য়ান যে কাফেলা লইয়া শামদেশে গমন করিয়াছে, এ সংবাদ তখনও সাধারণ মুছলমানগণের জানা ছিল না, অন্যথায় অগ্রগামী কোরেশ সৈন্যদলের লোকদিগের নিকট তাঁহারা আবুছুফ্‌য়ানের সন্ধান করিবেন কেন? বিশেষতঃ আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ যখন স্বীকার করিতেছেন যে, মুছলমানগণের বদর সন্নিধানে উপনীত হইবার বহুপূর্ব্বে আবুছুফ্‌য়ান তাহার কাফেলা সহ বদর ত্যাগ করিয়া অন্য পথে চলিয়া গিয়াছিল, তখন আবার আবুছুফ্‌য়ানের সংবাদ লইবার জন্য ছাহাবাগণের এত ব্যগ্রতার কারণ কি? সে যাহা হউক, এই বিবরণ দ্বারা জানা যাইতেছে যে, আবুছুফ্‌য়ানই যে কোরেশ সৈন্যবাহিনীর প্রধানতম নায়করূপে আগমন করিয়াছে, যুদ্ধের পূর্ব্বদিবস পর্য্যন্ত সাধারণ ছাহাবাগণের তাহাই ধারণা ছিল। তাহার কাফেলা লইয়া যাওয়ার কথা তাঁহারা পরে জানিতে পারেন। আমাদিগের মনে হয় যে, উভয়পক্ষের গুপ্ত পরামর্শও

(১) মোছলেম ২—১০২ পৃষ্ঠা।

ত্রিপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্রগুপ্তি এবং উভয়দলের জনসাধারণের সেই সকল বিষয়ের অজ্ঞতা একসঙ্গে জড়ীভূত হইয়া, আনছ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ও নির্লিপ্ত এবং ঘটনাক্ষেত্রে অনুপস্থিত রাবীগণের ভ্রমের কারণ হইয়াছে। তাঁহারা অনুমান করিয়া আবুছুফ্‌য়ানের নাম করিলেন, পরবর্ত্তী রাবীগণ এই সঙ্গে সঙ্গে তাহার কাফেলাটারও যোগ করিয়া দিলেন, এবং ক্রমে ক্রমে কাফেলা লুটের একটা বিরাট কল্পনা, অসতর্ক কিংবদন্তিসঙ্কলকগণের কল্যাণে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় একটা বাস্তব আকার ধারণ করিয়া বসিল। পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, আনছের এই বিবরণে কাফেলা বা তাহার লুণ্ঠন সম্বন্ধে একবিন্দু আভাসও পাওয়া যাইতেছে না। এখানে ইহাও স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, হিজরীর প্রথম সনে আনছ দশ বৎসর বয়স্ক বালক মাত্র। অতএব ছাহাবী-গণের সহিত হজরতের পরামর্শাদির বিবরণ অবগত হওয়া তাঁহার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত না হইলেও, হজরত যে কোন গুহ্য সামরিক সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ছাহাবাগণের সহিত পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, একাদশ বৎসরের বালক আনাছের পক্ষে তাহা সম্যকরূপে জ্ঞাত থাকা যে অসম্ভব, একথা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে।

বীরকেশরী মহাত্মা আ'লি এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন, এবং মোশরেকগণ যখন 'যুদ্ধং দেহি' 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া আস্ফালন করিতেছিল, তখন এই বীর যুবকই সর্ব্বপ্রথমে সমরক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন। এমাম আহমদ হাম্বল তাঁহার মোছনাদে এই আলির প্রমুখাৎ বদর সমরের বিস্তৃত বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। হাদিছ ও ইতিহাস সংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তকেও এই বিবরণটী উদ্ধৃত হইয়াছে। (১) হজরত আলি বলিতেছেন :—

প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা।

'لما قدمنا المدينة ... وكان النبى صلعم يتخبر عن بدر' فلما بلغنا ان المشركين قد اقبلوا سار رسول الله صلعم الى بدر ... فسبقنا المشركون اليها الحديث-

مسند ا ص ١١٧

অর্থাৎ 'হেজ্‌রতের পর হজরত সর্ব্বদাই বদর সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করিতেন। অতঃপর যখন আমরা সংবাদ পাইলাম যে, মোশরেকগণ আমগন করিতেছে, তখন হজরত বদর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু মোশরেকগণ আমাদিগের পূর্ব্বেই সেখানে পৌঁছিয়া যায়।' ইহার পর বদর যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। (১) পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, প্রত্যক্ষ-দর্শী সাক্ষী হজরত আলির প্রদত্ত বিবরণে, কাফেলা লুণ্ঠনের কথা দূরে থাকুক, আবুছুফ্‌য়ানের নামগন্ধও নাই। বরং এই বিবরণ দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মক্কার মোশরেকগণের

(১) মোছনাদ ১—১১৭, কান্‌জুল-ওম্মাল ৫—২৬৬, তাবরী ২—২৬১, বায়হাকি, এবনে-আবিশায়বা ও মোছনাদ আবুয়্যালা প্রভৃতি।

আগমন সংবাদ পাইয়াই এবং তাহাদিগের মদিনা আক্রমণে বাধা দিবার জন্যই হজরত বদর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

এই আলোচনার উপসংহারে আমাদিগের নিবেদন এই যে, কেবল ঐতিহাসিক সত্যের উদ্ধারের জন্য আমরা এই দীর্ঘ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। নচেৎ তর্কের খাতিরে যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে, হজরত বস্তুতঃ আবুছুফ্‌য়ানের কাফেলা লুণ্ঠন করার জন্যই মদিনা হইতে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহাতেও দোষের কথা দেখিতে পাওয়া যায় না। মক্কাবাসীগণ স্বতন্ত্র ও সমবেতভাবে এছলাম ধর্ম্ম, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা এবং মোছলেম নরনারীগণের ধন প্রাণ মান সম্ভ্রম এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে সকল অনাচার ও অত্যাচার করিয়াছিল,—হেজরতের পরও তাহারা মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে যে সকল ষড়যন্ত্র পাকাইতেছিল, যেরূপ ঘরে বাহিরে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়া মুছলমানদিগকে একদিনে সমূলে উৎপাটিত করার চেষ্টা করিতেছিল,—পাঠকগণ পূর্ব্বে তাহা অবগত হইয়াছেন। আবুছুফ্‌য়ানের বাণিজ্য অভিযানের স্বরূপ, তাহার লক্ষ্য ও তাহার পরিণাম সম্বন্ধেও সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় তাঁহারা পূর্ব্বে অবগত হইয়াছেন। এ অবস্থায় হজরত যদি বাস্তবিকই কোরেশদিগের বাণিজ্যপথ বন্ধ করায় অথবা আবুছুফ্‌য়ানের কাফেলা লুট করার সঙ্কল্প করিয়াই থাকেন, তাহাহইলেও তাহাকে কোন দিক দিয়া অন্যায় ও অসঙ্গত বলা যাইতে পারে না। এছলামের জেহাদ সম্বন্ধে সাধারণভাবে এবং বদর যুদ্ধ সম্বন্ধে বিশেষভাবে ইউরোপীয় লেখকগণ যে সকল ভ্রান্ত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, মোস্তফা-চরিতের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিতরূপে সেগুলির আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

চতুষ্পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

বদর সমর—ভক্তগণের ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা।

"يوم الفرقان ' يوم التقى الجمعان"

রমজান মাস—শুক্রবারের সুপ্রভাত, বদরের পর্ব্বতপ্রান্তর মুখরিত করিয়া আজানধ্বনি উত্থিত হইল। ক্লান্ত শ্রান্ত ছাহাবাগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে রজনী যাপন করিতেছিলেন। পদব্রজে হেজাজের বন্ধুর পথ পর্য্যটন, কএকদিন ব্যাপিয়া বিশ্রামের অভাব এবং রাত্রির বৃষ্টিজল-সিক্ত হওয়ার অবসাদ প্রভৃতি কারণে তাঁহারা যেন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু নামাজের এই আহ্বানধ্বনি উত্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহাদের সমস্ত অবসাদ এবং সমস্ত ক্লান্তি ক্ষণেকের মধ্যে কোথায় দূর হইয়া গেল, যেন কোন এক অভূতপূর্ব্ব তাড়িত প্রবাহের ঐন্দ্রজালিক প্রভাবে মুহূর্ত্তের মধ্যে হৃদয়ে হৃদয়ে জীবনের সাড়া জাগিয়া উঠিল। অজু সমাপন করিয়া সকলে জমাআতে সমবেত হইলেন। হজরত সমস্ত রজনী বিনিদ্র অবস্থায় অতিবাহন করিয়া প্রার্থনা ও উপাসনায় নিমগ্ন ছিলেন। ভক্তগণ সমবেত হইলে তিনি সকলকে সঙ্গে করিয়া ফজরের নামাজ পড়িলেন, এবং নামাজ শেষ হইলে মোছলেম বীরবৃন্দকে জেহাদ সম্বন্ধে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করিলেন।

প্রভাতরশ্মির প্রথম বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উভয় সৈন্যদলে সাজ সাজ সাড়া পড়িয়া গেল। সহস্রাধিক কোরেশ সৈন্য নানা অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সমর প্রাঙ্গনে সমবেত হইল।

কোরেশের ব্যূহ রচনা।

আপাদমস্তক লৌহ বর্ম্মে আচ্ছাদিত শতাধিক বিখ্যাত আরববীর আরবীয় অশ্বপৃষ্ঠে সেনাপতির আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। তাহাদিগের দক্ষিণে বামে ও পশ্চাতে তৎকালীন সমর পদ্ধতি অনুসারে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচিত হইয়াছে। মক্কার কবি ও প্রধান নায়কবৃন্দ মধ্যস্থলে অবস্থান করিয়া দুর্দ্ধর্ষ আরবগণকে এছলামের, হজরতের ও মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছে। অন্যদিকে মাত্র ৩১৩ জন মুছলমান, কতকগুলি পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ময়দানের অপর প্রান্তে দণ্ডায়মান। ইহার মধ্যে একজন মাত্র অশ্বসাদী, বর্ম্ম ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রেরও এই অবস্থা। এই সাজ সরঞ্জাম লইয়া তিনশত সেবক, মোস্তফা চরণপ্রান্তে সমবেত হইলেন। হজরত সংক্ষেপে মানবজীবনের কর্ত্তব্য বুঝাইয়া দিয়া সকলকে

ছত্রবদ্ধরূপে দণ্ডায়মান হইতে আদেশ করিলেন। মুছলমান ইহাতে অভ্যস্ত, সকলে পায়ে পায়ে ও কাঁধে কাঁধে মিলাইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, বদর প্রান্তরে كأنهم بنيان مرصوص এর পুণ্যদৃশ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনশত মুছলমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যূহে ও ছত্রে বিভক্ত বিন্যস্ত হইয়া স্থানটীকে লৌহদুর্গে পরিণত করিলেন। মোস্তফা তখন সেনানায়করূপে সকল ছত্রের ও সকল ব্যূহের অবস্থাদি পরির্শন করিতেছেন, আবশ্যক মত সামরিক উপদেশ দিতেছেন। এইরূপে সৈন্যবিন্যাস ও তাহার পরিদর্শনাদি কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি সকলের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আদেশ করিলেন :—সকলে সাবধান! তোমরা যেন অগ্রে আমক্রণ করিও না। বিপক্ষগণ আক্রমণ করিলে তীর নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বাধা দিও, কিন্তু তরবারী বাহির করিও না। সাবধান, আমি আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত কেহ আক্রমণ করিও না।

হজরতের জন্য আরিশ নির্ম্মাণ।

ছাহাবাগণ পরামর্শ করিয়া হজরতের জন্য সামান্যপ্রকারের একটা আরিশ বা বস্ত্রবাটিকা নির্ম্মান করিয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দকে বর্ণিতরূপ উপদেশ দেওয়ার পর হজরত সেই আরিশে প্রবেশ করিলেন। য্যারে-গার আবুবাকর ব্যতীত সেখানে আর কেহই ছিল না। হজরত এই পার্থিব উপকরণগুলিকে পরিত্যাগ করতঃ তখন একবার তাঁহার সেই চরম ও পরম আপনজনের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তখন সব ভুলিয়া গিয়াছেন—সেই আপনজনে একেবারে তন্ময় তদ্‌গত হইয়া পড়িয়াছেন। সহস্র নর-শার্দ্দূলের বিকট হুঙ্কার, সমূলে ধ্বংস পাইবার আশু আশঙ্কা, তিনশত আত্মোৎসর্গকারী ভক্তের অপূর্ব্ব বিশ্বাসের তেজ—এ সমস্ত বিস্মৃত হইয়া তিনি নিজের সেই চরম ও পরম বন্ধুর শরণ লইলেন, তাহাকে ডাকিয়া নিজের মনের কথা নিবেদন করিলেন। আরিশের সে প্রার্থনা আরশে পৌঁছিতে বিলম্ব হইল না। এই প্রার্থনায় হজরত এতদূর তন্ময় ও বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কোন কোন রাবী মনে করিয়াছিলেন, হজরত প্রার্থনা করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হজরতের প্রার্থনা।

হজরত আরিশে আপনভাবে বিভোর হইয়া আছেন, মুছলমানগণ প্রভুর আদেশক্রমে অচল পর্ব্বত খণ্ডবৎ ধীর স্থিরভাবে দণ্ডায়মান। এমন সময় কোরেশপক্ষ হইতে বাণ বর্ষণ আরম্ভ হইল। দেখিতে দেখিতে একটা তীর মেহ্‌জা' নামক ছাহাবীর বক্ষস্থল বিদ্ধ করিল। মেহ্‌জা' কলেমায় শাহাদত পাঠ করিতে করিতে তখনই ভূতলশায়ী হইলেন, ইনিই বদর সমরের সর্ব্বপ্রথম শহিদ। (১) তিনশত বীর চক্ষের সম্মুখে এ দৃশ্য দর্শন করিলেন, কিন্তু চাঞ্চল্য ক্রোধ বা ব্যগ্রতার কোন লক্ষণই তাঁহাদিগের মধ্যে পরিদর্শিত হইল না। প্রভুর হুকুম—'আমি আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত কেহ বিপক্ষকে

(১) এছাবা মুছা-বেন-ওকবা হইতে।

আক্রমণ করিও না।' কাজেই সকলে নীরব নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। এই সময় হারেছা-বেন-ছোরাকা নামক ভক্ত হাওজের ধারে জলপান করিতেছিলেন। হারেছা পাত্র তুলিয়া মুখে দিতে যাইতেছেন, এমন সময় কোরেশদিগের একটা শানিত শর তাঁহার কণ্ঠনালি ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। পিপাসিত হারেছা শরবতে শাহাদৎ পান করিয়া সব জ্বালাযন্ত্রণা জুড়াইয়া বসিলেন। ভক্তবৃন্দ নীরবে এ দৃশ্য দর্শন করিলেন এবং নীরবে তাহা সহ্য করিয়া থাকিলেন।

ভক্তগণ প্রস্তুত।

হজরতের প্রার্থনা শেষ হইয়াছে। তিনি মাথা তুলিয়া সুহৃদবর আবুবাকরকে বলিলেন—আবুবাকর, শুভসংবাদ, আনন্দিত হও, বিজয় নিশ্চিত। এই বলিতে বলিতে তিনি আরিশ হইতে বহির্গত হইয়া মোছলেম বীরবৃন্দের সম্মুখে উপনীত হইলেন। হজরতের বদনমণ্ডলের স্বাভাবিক মধুরগম্ভীর ভাব, তখন যেন কি এক স্বর্গীয় তেজে দৃপ্ত হইয়া এক অভিনব রূপ ধারণ করিয়াছে। এইরূপে হজরতকে সম্মুখে দর্শন করিয়া ভক্তগণ যেন পুলকে শিহরিয়া উঠিলেন। আমির হামজা, ওমর ফারুক এবং শেরে খোদা হজরত আলি প্রমুখ মোছলেম বীরবৃন্দ রুদ্ধশ্বাসে প্রভুর আদেশের অপেক্ষা করিতেছেন। হজরতকে সম্মুখে দেখিয়া আনন্দে ও উৎসাহে এক একবার যেন আপনি পা উঠিয়া যাইতেছে, কিন্তু আবার তখনই সতর্কতা অবলম্বিত হইতেছে। এই সময় হজরত ধর্ম্মসমরে আত্মোৎসর্গ করার সফলতা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া সকলকে প্রস্তুত হইতে আদেশ করিলেন। তিনশত কণ্ঠের তকবির ধ্বনি ঐছলামিক পরিভাষায় উত্তর করিল—"প্রস্তুত, প্রস্তুত, প্রভুহে, আমরা সকলেই প্রস্তুত!"

যুদ্ধ নিবৃত্তির প্রস্তাব।

ওদিকে কোরেশ সৈন্যদলে মহাকোলাহল আরম্ভ হইয়াছে। কেহ আত্মপ্রশংসার সঙ্গীত গান করিতেছে। কেহ অহঙ্কারভরে চীৎকার করিতেছে, কেহ রোষকষায়িতলোচনে দাঁত কড়মড় করিতেছে। কেহ ক্রোধভরে মাটীতে পদাঘাত করিতেছে! আর সকলে সমস্বরে এছলাম ধর্ম্মের, মুছলমান সমাজের ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার উদ্দেশে অকথ্য গালিবর্ষণ করিয়া শাসাইতেছে। এই সময় কোরেশদলপতিগণের আদেশক্রমে ওমের-বেন-অহব নামক এক ব্যক্তি মুছলমানদিগের সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য অশ্বারোহণে তাঁহাদিগের চারিদিক প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়া যায়। স্বদলে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ওমের বলিতে লাগিল—মুছলমানদিগের সংখ্যা তিন শতের অধিক হইবেনা। তাহাদিগের পশ্চাতে সাহায্য করিবারও কেহ নাই। তরবারী ব্যতীত আত্মরক্ষার অন্য কোন উপকরণ তাহাদিগের সঙ্গে নাই, ইহাও উত্তমরূপে বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু তাহারা এমন দৃঢ় ও সুবিন্যস্তভাবে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে যে, একটি প্রাণের বিনিময় না দিয়া আমরা তাহাদিগের একটা প্রাণনাশ করিতে পারিব না। ফলে এই যুদ্ধে আমাদিগের পক্ষের অন্ততঃ তিনশত প্রাণ উৎসর্গ না করিয়া

আমরা কোন মতেই অগ্রসর হইতে পারিব না। ওমেরের কথা শুনিয়া হাকিম-বেন-হেজাম নামক জনৈক মহদন্তকরণ কোরেশের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি জনসাধারণের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করিলেন এবং সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, এই অন্যায় সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার কোনই কারণ নাই, তিনশত প্রাণ বলি দিয়া এই যুদ্ধে জয়লাভ করার সার্থকতাও কিছুই নাই। হাকিম বক্তৃতা দিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি ওৎবা বেন রাবিআ নামক কোরেশদলপতির নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের মনোভাব প্রকাশ করিলেন। ওৎবা হাকিমের কথার সমীচীনতা অস্বীকার করিতে পারিল না। হাকিম তখন আশান্বিত হইয়া বলিলেন :—দেখুন, আপনি ধনে মানে কোরেশের একজন বরেণ্য ব্যক্তি। আজ আপনি একটু দৃঢ়তা অবলম্বন করিয়া এই অন্যায় সমর হইতে স্বজাতিকে বিরত করুন—আরবের ইতিবৃত্তে আপনার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ওৎবা উত্তর করিল—আমি'ত প্রস্তুত আছি। এক আমর হাজরমির শোণিত পণ, তাহাও আমি নিজে পরিশোধ করিয়া দিতে পারি। কিন্তু হানজালিয়ার পুত্র (আবুজেহেল) কে কোন যুক্তির দ্বারাই বিরত রাখা সম্ভব নহে। যাহা হউক, তুমি তাহার নিকট গিয়া চেষ্টা করিয়া দেখ, তোমার প্রস্তাবে আমার সম্মতি আছে। হাকিম তখন আবুজেহেলের নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের ও ওৎবার মতামত ব্যক্ত করিলেন। কত ষড়যন্ত্র করিয়া আজ তাহারা সহস্রাধিক দুর্দ্ধর্ষ আরব যোদ্ধা লইয়া এমন অতর্কিতে মুছলমানদিগকে সমূলে ধ্বংস করার সুযোগ পাইয়াছে। মুষ্টিমেয় মুছলমানকে বদর প্রান্তরে বিধ্বস্ত করিতে পারিলে মদিনা আক্রমণ সহজ হইবে। এহুদী, কপট মুছলমান ও পৌত্তলিকগণ মদিনায় তাহাদিগের অপেক্ষা করিতেছে। এমন সুযোগ পরিত্যাগ করা কি কোন প্রকারে সম্ভব হইতে পারে! হাকিমের কথা শুনিয়া তাহার আপাদমস্তক জলিয়া উঠিল। সে ক্রোধ কম্পিতস্বরে বলিতে লাগিল :— মোহাম্মদের যাদু ওৎবার উপর বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে। ভীরু কাপুরুষ, কোরেশের কলঙ্ক, আজ সমরের নামে ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার বাহানা খুঁজিতেছে! না, না, এতক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছি—ওৎবার পুত্র মোহাম্মদের দলভুক্ত, সে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত! তাহার নিহত হওয়ার আশঙ্কায় নরাধম এমন বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। ধিক্, শত ধিক্ তাহাকে। হাকিম তখন আবুজেহেলকে সেইখানে রাখিয়া ওৎবার নিকট গমন করতঃ সমস্ত বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন। ক্রোধ অভিমান ও অহঙ্কারে ওৎবা একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িল। কি, আমি ভীরু, আমি কাপুরুষ, পুত্রের মায়ায় আমি বীর ধর্ম্মে জলাঞ্জলী দিতেছি! আচ্ছা, আরব দেখুক, জগত দেখুক, কে বীর আর কে কাপুরুষ। এই বলিয়া ওৎবা সদলবলে সমর প্রাঙ্গনে অগ্রসর হইল। ওদিকে আবুজেহেল ছুটিয়া গিয়া আমর হাজরমীকে বলিল—দেখিতেছ কি, তোমার ভ্রাতার প্রতিশোধ গ্রহণ আর সম্ভবপর হইবে না।

কাপুরুষ ওৎবা সদলবলে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া যাইতেছে। শীঘ্র উঠিয়া আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ কর। আবুজেহেলের কথা শেষ হইতে না হইতে, আমর সমস্ত অঙ্গে ধুলা মাখিতে মাখিতে এবং গায়ের কাপড় ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে তাহার ভ্রাতার নাম লইয়া আর্ত্তনাদ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। আর যায় কোথায়, হাকিমের সমস্ত পরিশ্রম পণ্ড হইয়া গেল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে সহস্র কণ্ঠনিসৃত বীভৎস চীৎকারে রণপ্রাঙ্গন প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল।

যুদ্ধের সূত্রপাত—ওতবা নিহত।

মুছলমানগণ ধীরস্থির ও নীরব নিস্পন্দভাবে অচল পর্ব্বতবৎ দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদিগের শিরায় শিরায় ঈমানের অজেয় অদম্য তাড়িততরঙ্গ সহস্র আলোড়নের সৃষ্টি করিতেছে, তাঁহারা একবার সম্মুখস্থ শত্রুসৈন্যদলের প্রতি আর একবার কোটি বিলম্বিত তরবারীর প্রতি তাকাইতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর চরণযুগলের প্রতি চকিত দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া পুনরায় গম্ভীরভাবে স্থির হইয়া দাঁড়াইতেছেন। তখন নিয়ম ছিল যে, যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রত্যেক পক্ষের বিখ্যাত বীরগণ রণপ্রাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া অন্যপক্ষকে সমরে আহ্বান করিতেন। সে পক্ষের নির্ব্বাচিত কয়েকজন খ্যাতনামা বীর এই আহ্বানের উত্তর প্রদানের জন্য বীরদর্পে অগ্রসর হইতেন। প্রথমে বাচনিক আস্ফালন এবং তাহার পর অস্ত্র ব্যবহার আরম্ভ হইত। এইরূপে কয়েকদল যোদ্ধা প্রেরণের পর সাধারণ আক্রমণ আরম্ভ হইয়া যাইত। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। অভিমান ক্ষুব্ধ ওৎবা, তাহার সহোদর শায়বা ও পুত্র অলিদ সহ অগ্রসর হইয়া চীৎকার করিতে লাগিল—কে আসিবি আয়, আমাদের তরবারীর খেলা দেখিয়া যা! এই আহ্বান শুনিয়া কয়েকজন আনছার বীর উলঙ্গ তরবারী হস্তে সেইদিকে ধাবিত হইলেন। হজরত নিষেধ করার পূর্ব্বেই ওৎবা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—মোহাম্মদ! মদিনার এই চাষাগুলির সহিত যুদ্ধ করা আমাদিগের পক্ষে অসম্মানজনক। আমাদিগের যোগ্য যোদ্ধা পাঠাও! ততক্ষণ আনছার বীরগণ হজরতের আদেশক্রমে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। তখন হজরত নিজের পরমাত্মীয়গণের মধ্য হইতে আমির হামজা, মহাত্মা ওবায়দা ও বীরকেশরী আলীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—তোমরা উহাদিগের মোকাবেলায় অগ্রসর হও! ইঁহারা অগ্রসর হইলে কাফেরগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল—অলিদের সহিত আলীর, শায়বার সহিত হামজার এবং ওৎবার সহিত ওবায়দার যুদ্ধ বাধিয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে শায়বা ও অলিদের মস্তক ভূলুন্ঠিত হইয়া পড়িল। ওবায়দা তখন সকলের অপেক্ষা বৃদ্ধ, তিনি ওৎবাকে নিহত করিলেন বটে, কিন্তু নিজেও গুরুতররূপে আহত হইয়া পড়িলেন, এবং অল্পক্ষণ পরে তিনিও শাহাদৎ প্রাপ্ত হইলেন। সাধারণ ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ওবায়দা আহত হইলে আলি ও হামজা গিয়া ওৎবাকে নিহত করেন। কিন্তু বিশ্বস্ত হাদিছ গ্রন্থসমূহে স্বয়ং হজরত আলির প্রমুখাৎ যে রেওয়ায়ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে এ কথার উল্লেখ নাই। (১)

(১) মোছনাদ, কান্‌জুল্‌ ওম্মাল প্রভৃতি।

ওৎবার সবংশে নিধনপ্রাপ্তির পর সমস্ত কোরেশ সৈন্য একত্রে মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিল। এতক্ষণ ধৈর্য্যধারণ করার পর সুযোগ পাওয়ামাত্র মুছলমানগণও প্রচণ্ডবেগে তাহাদিগের উপর পতিত হইলেন। দুইদলে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল।

সাধারণ আক্রমণ।

হজরতের জীবনী লেখকগণ এক্ষেত্রে কেবল সংখ্যায় ও সাজসরঞ্জামের তারতম্য প্রদর্শন করতঃ এই পরীক্ষার গুরুত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের মনে হয়, এই অনল পরীক্ষার গুরুত্বের আরও একটী দিক আছে, সেটী বীরত্ব, দৈহিকবল বা সমরপটুতার সহিত সংশ্লিষ্ট নহে, সেটী হইতেছে বিশ্বাস ও ঈমানের শক্তিপরীক্ষা। পাঠক, একবার কল্পনানেত্রে চাহিয়া দেখুন, স্বীয় প্রাণপ্রতীম পুত্র আবদুর রহমানকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া আবুবাকর উলঙ্গ তরবারী হস্তে তাঁহার প্রাণবধ করার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। ওৎবার এক পুত্র হোজায়কা পূর্ব্বেই মুছলমান হইয়াছিলেন। পিতাকে সমরক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে দেখিয়া তিনি মোকাবেলার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন। হজরত ওমরের তরবারীর আঘাতে তাঁহার মাতুলের দেহ দ্বিখণ্ডিত হইতেছে। আল্লার নামে এবং সত্যের সেবায় এমন করিয়া সকল মায়ার বাঁধনকে কাটিয়া ফেলা, সহস্র রোস্তমের মুণ্ডপাত করা অপেক্ষা অধিকতর দুঃসাধ্য। এ পরীক্ষায় প্রাতস্মরণীয় ছাহাবাগণ যে সফলতা প্রদর্শন করিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

যখন দুইদলে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা এবং রণকোলাহলে বদরের গগন পবন যখন ভীষণভাবে আলোড়িত হইতেছে, তখন হজরত সেখান হইতে চলিয়া আসিয়া পুনরায় সেই আরিশে প্রবেশ করিলেন। তিনশত ভক্ত নিজেদের তিন গুণেরও অধিক ধর্ম্মদ্রোহীদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কোরেশগণ আসিয়াছে সত্যসনাতন এছলাম ধর্ম্মকে সমূলে উৎপাটিত করিতে, আল্লার নাম বিলুপ্ত হউক ইহাই তাহাদিগের সঙ্কল্প। আর মুছলমানগণ নিরস্ত্র, একমাত্র আল্লার নাম ব্যতীত তাহাদিগের অন্য কোন সম্বল নাই—তাহারা আসিয়াছে প্রাণের বিনিময়ে আল্লার নামকে জয়যুক্ত করিতে। মুছলমানগণ ধ্বংস হইয়া যায় যাউক, কিন্তু তাহা হইলে তাওহীদের ঝঙ্কার যে চিরকালের তরে থামিয়া যাইবে, মুছলমান যে তাওহীদের বাহন। এই প্রকার চিন্তায় হজরতের মন আলোড়িত হইয়া উঠিল, তিনি আল্লাহকে পুনঃপুনঃ আকুল আহ্বান করিয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেন এবং পূর্ব্ববৎ প্রার্থনায় সম্পূর্ণরূপে তন্ময়-তদগত হইয়া গেলেন। আশেকে-রছুল ছাআদ-বেন-মাআজ এই অবস্থা দেখিয়া কয়েকজন আনছার বীরকে সঙ্গে লইয়া আরিশের দ্বারদেশে পাহারা দিতে লাগিলেন। আলি বলিতে-ছেন—আমি যুদ্ধ করিতে করিতে হজরতের তত্ত্ব লইবার জন্য তিনবার আরিশে প্রবেশ

হজরতের আকুল প্রার্থনা।

করিয়াছিলাম। তিনবারই দেখিলাম, হজরত সেজদায় গিয়া একেবারে আপনহারা অবস্থায় প্রার্থনায় নিমগ্ন আছেন। তিনবারই শুনিলাম, হজরত বলিতেছেন :—

يا حي يا قيوم برحمتك استغيث

ওমর ফারূক বলিতেছেন—যুদ্ধের প্রারম্ভকালে হজরত কেবলা মুখীন হইয়া দুই বাহু ঊর্দ্ধে উত্থিত করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন :—

اللهم انجزلي ماوعدتني ! اللهم آت ماوعدتني ! اللهم انك ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في الارض -

'হে আমার আল্লাহ, আমার সহিত যে ওয়াদা করিয়াছ, তাহা পূর্ণ কর! হে আমার আল্লাহ, আমাকে যাহা দিবার ওয়াদা করিয়াছ, তাহা দান কর! আল্লাহ! বিশ্বাসীগণের এই দলটীকে যদি তুমি ধ্বংস করিয়া ফেল, তাহা হইলে ধরাতলে আর তোমার পূজা হইবে না।' (১) ভারতবর্ষের স্বনামধন্য কবি 'একবাল' যেন হজরতের এই প্রার্থনার প্রতিধ্বনি করিয়াই বলিতেছেন :—

ہم تو زندہ ہیں کہ دنیا میں ترا نام رہے
کیا یہ ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے؟

যাহাহউক, হজরতের স্বর ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর এবং গম্ভীর হইতে গম্ভীরতর গ্রামে উপনীত হইল, এবং এই আপনহারা অবস্থায় উত্তরীয়খানি স্কন্ধদেশ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। তখনও তিনি পূর্ব্ববৎ তন্ময়ভাবে নিমগ্ন। ভক্তপ্রবর মহাত্মা আবুবকর এই দৃশ্য দর্শন করিয়া অধীরভাবে ছুটিয়া আসিলেন, এবং উত্তরীয়খানা দ্বারা হজরতের শরীর আচ্ছাদিত করতঃ তাঁহাকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন :—"সম্বর, সম্বর, প্রভু হে! যথেষ্ট হইয়াছে। এ প্রার্থনা ব্যর্থ যাইবে না! আল্লাহ শীঘ্রই নিজের ওয়াদা পূর্ণ করিবেন।" এই সময় আল্লার নিকট হইতে অভয়বাণী আসিল, হজরতের বদনমণ্ডল স্বর্গীয়প্রভায় তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। ছুরা আনফালের বিভিন্ন আয়ত এই সময় অবতীর্ণ হয় এবং হজরত মুছলমানদিগকে এই সকল আয়তের মর্ম্ম অবগত করিয়া দেন।

এদিকে ময়দানে তুমুল সংগ্রাম চলিতেছে। সত্যের সেবক মোছলেম বীরবৃন্দ এক একবার আল্লার নামে জয়ধ্বনি করিতেছেন এবং এক একজন যেন শত সৈনিকের শক্তি লইয়া শত্রু-দলনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। কোরেশ দলপতি ওৎবা পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছে।

যুবকের সঙ্কল্প।

হজরতের ও এছলামের আর একটী প্রধান বৈরী ছিল—নরাধম উমাইয়া-বেন-খালফ। আনছার বীরগণের হস্তে তাহাকেও পঞ্চত্ব পাইতে হইয়াছে। আবুলাহব

(১) এবারৎটী মোছলেম হইতে গৃহীত।

বদর যুদ্ধে যোগদান করে নাই—নিজের পরিবর্ত্তে একজন খাতককে পাঠাইয়া দিয়াছিল, আবুছুফয়ান ও যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল না। সুতরাং তখন এক আবুজেহেলই কোরেশ সৈন্য দলের একমাত্র বল বুদ্ধি। আবদুর রহমান বেন আওফ বলিতেছেন—আমি অন্যান্য মোজাহেদ্ গণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত আছি। এমন সময় দেখি, দুইটী তরুণ বয়স্ক যুবক সমরক্ষেত্রের এদিক ওদিক যেন কি খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। অল্পক্ষণ পরে তাহাদিগের একজন আমার নিকটে আসিয়া বলিল—তাত! আবুজেহেল লোকটা কে? সে কোথায় আছে? তাহাকে একবার দেখাইয়া দিতে পারেন? কিছুক্ষণ পরে অন্য যুবকটী আসিয়াও ঐরূপে আবুজেহেলের সন্ধান লইতে লাগিল। আমি তখন বিশেষ ঔৎসুক্য সহকারে জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমরা আবুজেহেলকে খুঁজিতেছ কেন? যুবকদ্বয় উত্তর করিল—আমরা আল্লার নামে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—আবুজেহেলের সাক্ষাৎ পাইলেই তাহাকে হত্যা করিব। তাই আজ সেই প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আবদুর রহমান বলিতেছেন, এই তরুণ যুবকদ্বয়ের মুখে তাহাদিগের সঙ্কল্পের কথা শ্রবণ করিয়া আমি যাহারপর নাই আনন্দিত হইলাম এবং আবুজেহেলকে দেখাইয়া দিলাম।

আবুজেহেল তখন কোরেশ সৈন্যদলের কেন্দ্রস্থলে ব্যূহ বেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। কোরেশ সৈন্যদলের কতিপয় প্রধান প্রধান বীর তাহার বিশেষ দেহরক্ষক রূপে নিযুক্ত হইয়াছে, সতর্কতার একটুও ত্রুটি নাই। এমন সময় মাআজ ও মোআউজ নামক বর্ণিত ভ্রাতৃযুগল উলঙ্গ তরবারী হস্তে আবুজেহেলের ব্যূহের দিকে ধাবিত হইয়া নিমিষের মধ্যে তাহারা ব্যূহের উপর আপতিত হইল। অতর্কিত আক্রমণের ফলে কোরেশ সৈন্যগণ যেন একটু হতভম্ব হইয়া পড়িল এবং "ব্যাপার কি" তাহার সঠিক সংবাদ লইতে লইতে ভ্রাতৃযুগল একেবারে আবুজেহেলের মাথার উপর উপস্থিত। এই সময় আবুজেহেলের পুত্র একরামা মাআজের বাম বাহুতে তরবারীর আঘাত করিয়া তাঁহার গতিরোধ করিতে চায়। কিন্তু মাআজ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না অথবা একরামার আক্রমণের প্রতিশোধ লইবার জন্যও ব্যস্ত হইলেন না। তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য—সঙ্কল্প সিদ্ধি। সুতরাং আঘাত জর্জ্জরিত হইয়াও এছলামের এই তরুণ মোজাহেদ যুগল একমাত্র আবুজেহেলকে লক্ষ্য করিয়া তীরবেগে ধাবিত হইলেন। বলিতে ভুলিয়াছি—একরামার তরবারীর আঘাতে মাআজের বাম বাহুটীর অধিকাংশ কাটিয়া গিয়া ঝুলিতে থাকে। মাআজ দেখিলেন—তাঁহারই বাহু এখন তাঁহার সাধন পথের প্রধান বিঘ্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তখন আর বিলম্ব সহিল না, মাআজ দোদুল্যমান বাহুটী পদতলে চাপিয়া ধরিয়া এমন জোরে ঝট্‌কা দিলেন যে, বাহুটী তাঁহার দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তখন তিনি বিশেষ স্ফূর্ত্তিসহকারে সঙ্কল্প সাধন মানসে লক্ষ্য স্থলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে যুগল বাহুর সমবেত আঘাতে

আবুজেহেল নিহত হইল।

চতুষ্পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

আবুজেহেলের রক্তরঞ্জিত দেহ ধূলায় গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে বাহ্যিক হিসাবে এই ভ্রাতৃযুগলই বদর বিজয়ের প্রধান উপকরণ।

মোছলেম বীরবৃন্দের সিংহবিক্রমে দেখিতে দেখিতে ন্যূনাধিক ৭০ জন কোরেশ সৈন্য ধরাশায়ী হইল। যে ১৪ জন কোরেশ-প্রধান হজরতকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে নায়কত্ব করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ১১ জন এই যুদ্ধে নিহত হইল। নিহত লোকদিগের মধ্যে ওৎবা, শায়বা, আবুজেহেল, তস্য ভ্রাতা আছী, আবুছুফয়ানের পুত্র হানজালা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। এইরূপে বহু সৈন্য হতাহত এবং অধিকাংশ প্রধান ব্যক্তিকে নিহত হইতে দেখিয়া কোরেশ সেনাদলের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল এবং তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। মুছলমানগণ তখন অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করিয়া পলায়নপর শত্রুসেনাবর্গকে বন্দী করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতিহাসে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, মুছলমানগণ যদি তখন অস্ত্র ব্যবহার বন্ধ না করিতেন, তাহাহইলে বহু কোরেশ সৈন্য তাঁহাদিগের দ্বারা শমন সদনে প্রেরিত হইত। আরিশের দ্বাররক্ষক ছাআদ এ সম্বন্ধে প্রকারান্তরে হজরতের নিকট অভিযোগও করিয়াছিলেন। কিন্তু তত্রাচ তিনি এসময়ে অস্ত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেন নাই। যুদ্ধের পূর্ব্বে হজরত সকলকে বিশেষ তাকিদ সহকারে বলিয়া দিয়াছিলেন—"কোরেশদিগের মধ্যে কতকগুলি লোক অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হইয়াছে। সাবধান, তাহাদিকে কেহ আঘাত করিওনা।"

সত্যের জয়।

এই যুদ্ধে কোরেশ পক্ষের ৭০ জন সৈন্য মুছলমানদিগের হস্তে বন্দী হয়। ইতিহাসে আহত ও নিহত কোরেশদিগের নাম ও বংশ পরিচয় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। তখনকার প্রচলিত সামরিক রীতিনীতি ও দেশাচার অনুসারে মুছলমানগণ এই বন্দী-দিগকে হত্যা করিয়া ফেলিতে অথবা বংশপরম্পরাক্রমে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিতেন। ইহাদিগের পূর্ব্বাপর অনুষ্ঠিত নৃশংস অত্যাচার এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কা স্মরণ করিলে, সতত মনে হয় যে, এই মহাপাতকের কেন্দ্রগুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলাই উচিত ছিল। কিন্তু দয়ার সাগর মোহাম্মদ মোস্তফা আদেশ করিলেন—

কোরেশ বন্দীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার।

استوصوا بالاسارى خيرا

"বন্দীদিগের সহিত যথাসাধ্য সদ্ব্যবহার করিবে।" আবুআজিজ নামক জনৈক বন্দী নিজ মুখে বলিয়াছে:—"মোহাম্মদের আদেশক্রমে মুছলমানগণ দুই বেলা আমাদিগের জন্য রুটী তৈয়ার করিয়া দিত, আর নিজেরা খেজুর খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করিত। আহারের কোন উত্তম জিনিষ হস্তগত হইলে, নিজেরা না খাইয়া তাহা আমাদিগকে খাওইয়া যাইত। সার উইলিয়ম মুয়রের ন্যায় খৃষ্টান লেখকও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,—

In Persuance of Mohammads command,......the citizens, and such of the Refugees as had houses of their own, received the prisoners with kindness and consideration. 'Blessings on the men of Medina!' said one of these in later days: 'they made us ride, whilc they themselves walked afood; they gave us wheaten bread to eat when there was little of it, contenting themselves with dates.' (১)

অর্থাৎ মোহাম্মদের আদেশক্রমে মদিনাবাসীগণ এবং সমর্থ মোহাজেরবর্গ বন্দীদিগের সহিত বিশেষ সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। একজন বন্দী পরে নিজেই বলিয়াছে—'খোদা মদিনাবাসী-দিগের মঙ্গল করুন, তাহারা আমাদিগকে উটে ও ঘোড়ায় ছওয়ার করিয়া দিত আর নিজেরা হাঁটিয়া যাইত। তাহারা আমাদিগকে ময়দার রুটি তৈয়ার করিয়া খাওয়াইত, আর নিজেরা খেজুর খাইয়া কাটাইয়া দিত।'

বন্দীদিগের সম্বন্ধে যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করার পর হজরত নিহত ব্যক্তিগণের সৎকারে প্রবৃত্ত হইলেন। মুছলমানদিগের পক্ষে ৬জন মোহাজের এবং ৮জন আনছার মোট ১৪জন এই যুদ্ধে শাহাদৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মুছলমানগণ তাঁহাদিগকে যথাবিধি সমাধিস্থ করিলেন। নিহত কোরেশ সৈন্যগণের লাশগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ময়দানে পড়িয়াছিল। সেইগুলিকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া আসা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল না। ইহাদিগের জন্য একটা বড় কবর খনন করা হইল এবং সেই অর্দ্ধগলিত দুর্গন্ধ লাশগুলিকে ছাহাবাগণ নিজেরা বহিয়া আনিয়া তাহাতে সমাধিস্থ করিলেন। (২)

(১) ১৯২৩ সালের সংস্করণ, ২৩০ পৃষ্ঠা।

(২) এই অধ্যায়ের বর্ণিত বিবরণগুলি—বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ, মোছনাদ, তাইছির কানজুল্ ওম্মাল প্রভৃতি হাদিছগ্রন্থের বিভিন্ন রেওয়ায়ৎ এবং এবনে-হেশাম, তাবরী, তাবকাত, অফা-উল-অফা, মওয়াহেব ও হালবী প্রভৃতি ইতিহাস হইতে সঙ্কলিত। এই বিবরণগুলি সম্বন্ধে বিশেষ কোন মতভেদ না থাকায় স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক বিবরণের বরাত দেওয়া হইল না।

পঞ্চপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

বদর সমর সংক্রান্ত অন্যান্য ঘটনা।

মুছলমানগণ নিহত সৈনিকদিগকে সমাধিস্থ করিতে, বন্দীদিগের সুব্যবস্থা করিতে, আহত-গণের চিকিৎসাদির বন্দোবস্ত করিতে এবং কোরেশদিগের পরিত্যক্ত রণসম্ভার ও অন্যান্য আছবাবপত্র গোছাইয়া লইতে ব্যাপৃত আছেন। তখন মদিনাবাসী ভক্তগণের উৎকণ্ঠার কথা তাঁহাদের স্মরণ হইল। মদিনার পৌত্তলিকগণ এবং এহুদী সমাজ তখন আশায় উৎফুল্ল হইয়া 'সুসংবাদের' অপেক্ষা করিতেছিল। কপট মুছলমানগণও গোপনে গোপনে তাহাদিগের সহায়তা করিতেছিল। তাহাদিগের দৃঢ় আশা ছিল যে, মুছলমানগণ এই যুদ্ধে একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। মুছলমানদিগের পরাজয় সংবাদ মদিনায় পৌঁছামাত্র তাহারা সকলে মিলিয়া প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে—এই প্রকার সঙ্কল্পও যে পূর্ব্বে স্থির হইয়া গিয়াছিল, পূর্ব্বাপর সংঘটিত ঘটনাগুলি একত্রে আলোচনা করিলে তাহা নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারা যায়। পাঠকগণ এই ষড়যন্ত্রের কথা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন, পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহের দ্বারা ইহার আরও প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

যাহা হউক, হজরত আর কালবিলম্ব না করিয়া আবদুল্লাহ ও জাএদ নামক ছাহাবীদ্বয়কে বদরের বিজয় সংবাদ লইয়া মদিনা ও কোবায় পাঠাইয়া দিলেন। এই দূতদ্বয় মদিনা ও কোবার প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইয়া মুছলমানদিগকে আল্লার অনুগ্রহের সংবাদ প্রদান করিলেন। মদিনায় যখন এই সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন মুছলমানগণ হজরতের নয়নমনি, মহাত্মা ওছমানের সহধর্ম্মিণী বিবি রোকাইয়ার সৎকার কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বদর যাত্রার পূর্ব্বে ইনি পীড়িত হইয়া পড়েন, হজরত ওছমান এইজন্য যুদ্ধে যোগদান করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, এই বিজয় সংবাদ পৌঁছামাত্র মদিনার মুছলমান-দিগের মধ্যে মহাউৎসব আরম্ভ হইয়া গেল। তাঁহারা দলে দলে জাএদ ও আবদুল্লার নিকট সমবেত হইতে লাগিলেন এবং নিজ কর্ণে বিজয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া আল্লার নামে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন।

মদিনায় সংবাদ প্রেরণ

এহুদী পৌত্তলিক ও কপটগণ মনে করিয়াছিল, কোরেশদিগের এ আক্রমণ সহ্য করা মোহাম্মদের পক্ষে কোন মতেই সম্ভবপর হইবে না। তাহার পর তাহারা যখন দেখিল যে,

এহুদীদিগের মনস্তাপ।

জাএদ হজরতের বিশিষ্ট উটটী লইয়া একাকী মদিনায় ফিরিয়া আসিতেছেন, তখন তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ প্রকাশ্যভাবে বলিয়া ফেলিল—এইবার মোহাম্মদের দফারফা হইয়াছে, ঐ দেখ, তাহার উট ফিরিয়া আসিতেছে! কিন্তু জাএদ নগরদ্বারে উপস্থিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—"মোছলেম সমাজ! আনন্দিত হও। সত্যের শত্রুগণকে আল্লাহ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়াছেন। কোরেশ দলপতিগণের মধ্যে অধিকাংশই নিহত হইয়াছে। তাহাদের বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে। তাহাদিগের বহু রণ-সম্ভার ও সাজ সরঞ্জাম আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। বহুসংখ্যক কোরেশ বন্দী হইয়া মদিনায় প্রেরিত হইতেছে।" এই কল্পনাতীত স্বপ্নাতীত সংবাদ শ্রবণে তাহারা ক্ষোভে ও ক্রোধে একেবারে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। কা'ব-বেন-আশরফ এহুদীদিগের প্রধান জননায়ক, সে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া প্রকাশ্যভাবে বলিয়া ফেলিল :—

ويسلم احق هذا ؟ وهؤلاء وشراف العرب وملوك الناس - ان كان محمد اصاب هؤلاء فبطن الارض خير من ظهرها -

"তোদের সর্ব্বনাশ হউক, এ সংবাদ কি সত্য? হায় হায়, ইহারা আরবের নায়ক ও রাজা। মোহাম্মদ যদি ইহাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া থাকে, তাহা হইলে এখন ত মরণই শ্রেয়স্কর!" মুছলমানগণ এই প্রকার প্রলাপোক্তি ও অন্যায় ব্যবহারের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া পরস্পরকে এই আনন্দ-সংবাদ দিতে লাগিলেন।

এদিকে মুছলমানগণ বন্দী ও বিজয়লব্ধ সাজসরঞ্জাম সঙ্গে লইয়া মদিনা যাত্রা করিলেন। ইতিহাস পাঠে মনে হয় যে, হজরত কএক মনজেল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা পথে একটু বিশ্রাম করিয়া দুই এক দিন পরে মদিনায় উপনীত হন।

হজরতের প্রত্যাগমনে মদিনায় উৎসব।

হজরতের শুভাগমন সংবাদে মদিনায় নূতন করিয়া উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল। বৃদ্ধ ও প্রাচীনেরা তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য মদিনা হইতে বহির্গত হইয়া বদর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যুবকেরা আনন্দে উৎসবে মত্ত হইয়া মুহুর্মুহু তক্‌বির-ধ্বনি দ্বারা মদিনার গগন পবন কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিলেন। মদিনার বালিকাগণ "দফ্" বাজাইয়া সমবেত কণ্ঠে সম্বর্দ্ধনাসূচক সঙ্গীত গান করিতে লাগিলেন। হজরত যথাসময় মদিনায় উপনীত হইলে, সে রাজীবচরণ দর্শন করিয়া ভক্তগণ আশ্বস্ত তৃপ্ত ও কৃতার্থ হইলেন। মদিনায় পৌঁছিয়াই হজরত বন্দীদিগের আহার ও বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন, আহুত কুটুম্বগণের ন্যায় তাহাদের আদর যত্ন হইতে লাগিল। এই যুদ্ধে যে সকল মালে-গনিমৎ মুছলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল, পথিমধ্যেই হজরত তাহা মুছলমানদিগকে সমানভাবে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন।

এছলামিক ইতিহাসে সুপরিচিত 'জুল-ফাকার' নামক তরবারীখানিও এই যুদ্ধে মুছলমানদিগের হস্তগত হয়, এবং হজরত তাহা নিজের জন্য রাখিয়া লন। (১)

ছেহা-ছেত্তার বিভিন্ন পুস্তকে বহু প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবী কর্ত্তৃক বদরের বন্দীদের সম্বন্ধে কতিপয় হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে। ঐ হাদিছগুলির সারমর্ম্ম এই যে, বদর যুদ্ধে ধৃত বন্দীদিগের সম্বন্ধে মীমাংসা করার ভার ও অধিকার আল্লাহ কর্ত্তৃক মুছলমানদিগের প্রতি ন্যস্ত হইয়াছিল এবং হজরত প্রকাশ্যভাবে ইহা ঘোষণাও করিয়া দিয়াছিলেন। তিরমিজী নামক হাদিছ গ্রন্থে বহু ছাহাবা কর্ত্তৃক বর্ণিত একটী হাদিছে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, বন্দীগণকে হত্যা করা হইবে অথবা মুক্তিপণ লইয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হইবে, আল্লার আদেশক্রমে হজরত এ মীমাংসার ভার ছাহাবাগণের উপর ন্যস্ত করিয়াছিলেন। ছাহাবাগণ মুক্তিপণ গ্রহণের সপক্ষে অভিমত প্রকাশ করেন। (তিরমিজী ১ম খণ্ড ২০৩ ও ২১৮ পৃষ্ঠা দেখ)। যাহা হউক, বদর যুদ্ধের পর বন্দীগণকে আনয়ন করা হইলে মদিনায় পরামর্শ সভার অধিবেশন হইল এবং পূর্ব্ববর্ণিত মন্তব্য প্রকাশ করতঃ হজরত তাহাদিগের সম্বন্ধে ছাহাবাগণের মতামত জানিতে চাহিলেন। এসম্বন্ধে ছাহাবাগণের মধ্যে যে মতভেদ হইয়াছিল, ছহি হাদিছের বর্ণনামতেও তাহা প্রমাণিত হইতেছে। রাজনীতিক্ষেত্রে চিরকালই চরমপন্থী ও ধীরপন্থী দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। (অবশ্য নীচস্বার্থের দাস মোনাফেকদিগের কথা স্বতন্ত্র!)। এ ক্ষেত্রেও এই দুই দলে মতভেদ উপস্থিত হইল। আবুবকর নিবেদন করিলেন:—'হজরত! ইহারা সকলেই আমাদিগের স্বজন ও আত্মীয়। আমার মতে কিছু কিছু অর্থ লইয়া ইহাদিগকে মুক্তি দেওয়া উচিত। ইহাতে আমাদিগের সাধারণ তহবিলে যথেষ্ট অর্থ সঞ্চিত হইবে। পক্ষান্তরে অল্পদিনের মধ্যে ইহাদিগের সকলের পক্ষে এছলাম গ্রহণ করাও সম্ভব।' এখানে বলা আবশ্যক যে হজরত ভক্তপ্রবর আবুবকরের নিকট ছাহাবাগণের অভিমত জানিতে চাহিয়াছিলেন। তখন ওমরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন—খাত্তাবের পুত্র, আপনার কি মত? ওমর সসম্ভ্রমে নিবেদন করিলেন—"আমি আবুবকরের সহিত একমত হইতে পারিতেছি না। ইহারা এছলামের চিরশত্রু এবং মুছলমানগণের প্রাণের বৈরী। আমাদিগকে নির্য্যাতিত করিতে, আল্লার রছুলকে হত্যা করার চেষ্টা করিতে এবং আল্লার সত্যধর্ম্মকে জগতের পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া ফেলিতে ইহারা সাধ্যপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি করে নাই। এ গুলি অন্যায় অধর্ম্ম ও অত্যাচারের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি—এগুলিকে অবিলম্বে হত্যা করিয়া ফেলা হউক। প্রত্যেক মুছলমান উলঙ্গ তরবারিহস্তে দণ্ডায়মান হউক, এবং নিজহস্তে নিজের আত্মীয়বর্গের মুণ্ডপাত করুক—আমার ইহাই মত।" তিরমিজীর হাদিছ হইতে পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, আবুবকর ছাহাবাগণের

বন্দীগণ সম্বন্ধে পরামর্শ।

(১) এবনে-হেশাম, তাবকাত, তাবরী, হালবী বদর প্রসঙ্গ।

সাধারণ মতের প্রতিধ্বনি করিয়াছিলেন, অতএব ওমরের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া আবুবকরের অভিমত অনুসারে হজরত মুক্তিপণ গ্রহণের সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন।

সাধারণ ইতিহাস লেখকের বর্ণনা পাঠ করিলে মোটের উপর পাঠককে এই ধারণায় উপনীত হইতে হইবে যে, বদর যুদ্ধের বন্দীদিগের মুক্তিপণ এক হাজার হইতে চারি হাজার দেরহাম পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু নাছাই আবুদাউদ প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে এবনে আব্বাছ কর্ত্তৃক যে ছহী হাদিছটী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ সপ্রমাণ হইতেছে যে, বদর যুদ্ধের বন্দীদিগের জন্য চারি শত দেরহাম মাত্র মুক্তিপণ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। (১) হাদিছ ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, যে সকল বন্দী লেখাপড়া জানিত, হজরত তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন যে, তোমরা প্রত্যেকে মদিনার দশটী বালককে লেখা শিখাইয়া দাও, ইহাই তোমাদিগের মুক্তিপণ। কতিপয় নিঃস্ব ব্যক্তিকে কোন প্রকার পণ না লইয়াই যে মুক্তি দেওয়া হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। (২) এখন পাঠকগণ বিগত পঞ্চদশ বৎসরে ইতিহাস এবং কোরেশদিগের কার্য্যকলাপ একবার স্মরণ করুন। তাহারা কি উদ্দেশ্যে মদিনা আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল এবং এই আক্রমণে সফলকাম হইলে তাহাদিগের হস্তে মুছলমানদিগের কি অবস্থা হইত, তাহাও বিবেচনা করিয়া দেখুন। তাহার পর বন্দীদিগের প্রতি মুছলমানদিগের বর্ত্তমান ব্যবহার বা তাহাদিগের মুক্তিসংক্রান্ত ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারাই বিচার করিয়া বলুন যে, বস্তুতঃ জগতের ইতিহাসে ইহা অতুল কিনা? প্রিয় পাঠকপাঠিকাগণ এখানে ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, জীবনের সর্ব্বপ্রথম সুযোগেই, হজরত মদিনায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোরআনের বিখ্যাত লিপিকার আনছ এই সময় শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। (৩) আমরা 'বাধ্যতামূলক' বিশেষণ প্রয়োগে কোন কোন পাঠক একটু চমকিত হইবেন, ইহা আমরা বিদিত আছি। কিন্তু একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মদিনার মুষ্টিমেয় আনছার বালকগণকে পাঠশালায় যাইতে বাধ্য করা না হইয়া থাকিলে, এতগুলি বন্দীর প্রত্যেকের পক্ষে দশটী বালককে শিক্ষা দিবার সুযোগলাভ কোনমতেই সম্ভবপর হইতে পারিত না।

মুক্তিপণ—প্রকার ও পরিমাণ।

এবনে-এছহাক, এবনে জরির ও এবনে-ছাআদ প্রমুখ ইতিবৃত্ত সঙ্কলকগণ বলিতেছেন যে, মদিনা আসিবার সময় পথিমধ্যে নজ্‌র বেন-হারেছ ও ওকবা-বেন-আবু-মুআএৎ নামক দুইজন বন্দীকে হত্যা করা হইয়াছিল। কেহ কেহ ইহাও বলিয়াছেন যে, হজরতের সম্মুখে, এমনকি তাঁহারই আদেশক্রমে, এই হত্যা সাধিত হইয়াছিল। খৃষ্টান লেখকগণ এই ব্যাপারটাকে খুব ঘোরাল করিয়া দেখাইবার

বন্দী হত্যার মিথ্যা অভিযোগ।

(১) আবুদাউদ ২—১০, আওনুল মাবুদ ৩—১৪ ও নাছাই প্রভৃতি দেখ।
(২) মোছনাদ ১—২৪৭ এবং এবনে-হেশাম তাবরী প্রভৃতি। (৩) তাবকাত—বদর।

চেষ্টা করিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, ঐতিহাসিকগণের সঙ্কলিত এই কিংবদন্তিটী সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইলেও, তাহাদ্বারা হজরতের চরিত্রের উপর কোন দোষারোপ করা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। যুদ্ধবিগ্রহে ও রাজনৈতিক ব্যাপারে এই প্রকার 'নরহত্যা' সর্ব্বদাই সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহা লইয়া খৃষ্টান লেখকগণের—বিশেষতঃ জেনারেল ডায়ারের কুটুম্ব ও মুরুব্বিবর্গের—এতটা হৈ চৈ করা আদৌ সঙ্গত ও শোভনীয় হয় নাই। তাঁহারা ঐতিহাসিক হিসাবে একটু তদন্ত করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিতেন যে, এই হত্যার বিবরণগুলি, অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিবিশেষের স্বকপোল কল্পিত উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা নিম্নে যথাক্রমে এই তথাকথিত হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

নাজ্‌র বেন-হারেছের হত্যা সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বর্ণনায় যে সকল অসমাধ্য অসামঞ্জস্য বিদ্যমান আছে, সংক্ষেপের খাতিরে তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলাম না। যাহা হউক, কথিত ইতিহাসগুলির পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন করিলে প্রথমেই দেখা যাইবে যে, এই হত্যাকাণ্ডের বর্ণনাকালে কোন ঐতিহাসিক তাহার 'ছনদ' বর্ণনা করেন নাই। এবনে-এছহাক বলিতেছেন—'মক্কার কোন পণ্ডিত ব্যক্তি এই গল্পটী আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন।' এবনে-এছহাক অন্যান্য সকল স্থানে ছনদ বর্ণনা করিতেছেন, আর এখানে এমন করিয়া সারিয়া দিতেছেন, ইহার অর্থ কি? আর এই শ্রেণীর ভিত্তিহীন গল্প গুজবের মূল্যই বা কি? এরূপ ক্ষেত্রে এবনে-জরির ও এবনে-এছহাকের প্রদত্ত বিবরণগুলি যে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, এই পুস্তকের ভূমিকায় আমরা তাহা সম্যকরূপে প্রতিপাদন করিয়াছি।

নাজ্‌রের হত্যা।

যে কিংবদন্তিটীর উপর নির্ভর করিয়া এই উপকথার সৃষ্টি করা হইয়াছে, একটু মনোযোগ সহকারে সেটী পাঠ করিয়া দেখিলে সহজে জানিতে পারা যায় যে, তাহা পুঞ্জীভূত ভ্রমপ্রমাদ অথবা স্বপীকৃত মিথ্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই বিবরণে বলা হইয়াছে যে, বদর যুদ্ধে মাত্র ৪৪জন কোরেশ বন্দী হইয়াছিল এবং ঐ পরিমাণ শত্রু সৈন্য নিহত হইয়াছিল। অথচ ঐ ঐতিহাসিকগণ নিজেরাই ৭০জন বন্দীর নামের উল্লেখ করিয়াছেন। জাজ্বল্যমান সত্যের বিপরীত এবনে-এছহাক বলিতেছেন যে, ছাএব-বেন-ছাএব বদর যুদ্ধে মুছলমানদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। অথচ ইনি মুছলমান অবস্থায় বহুদিন পর্য্যন্ত হজরতের সঙ্গে ছিলেন, এবং স্বয়ং হজরত ইঁহার গুণগরীমার প্রশংসা করিয়াছেন। (১) সুতরাং যে রেওয়াএতের কোন ছনদ নাই এবং যাহার রাবীগণ এই প্রকার ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়া থাকেন, তাহার ও তাঁহাদিগের ভিত্তিহীন কথা মাত্রের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া কোন সিদ্ধান্তে

(১) বোখারী, এছাবা প্রভৃতি।

উপনীত হওয়া কখনই সমীচীন হইতে পারে না। মজার কথা এই যে, উপরি বর্ণিত ইতিহাসের রাবীগণই বলিতেছেন যে, ৮ম হিজরীতে সংঘটিত হোনাএন যুদ্ধের পর হজরত এই নাজর-বেন-হারেছকে গনিমতের মাল হইতে একশত উট উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। এই অসামঞ্জস্যের সমাধান করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই শেষোক্ত নাজ্‌রকে "সম্ভবতঃ প্রথমোক্ত নাজরের ভ্রাতা" বলিয়া অনুমান করিয়া লইয়াছেন। আবার কেহ কেহ হোনাএন উপলক্ষে বর্ণিত নাজরকে 'নাছর' 'নোজের' 'নোছের' 'হারেছ' প্রভৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সার উইলিয়ম মুয়র তাঁহার পুস্তকে বদর উপলক্ষে খুব ফেনাইয়া কাঁপাইয়া নাজরের হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিই আবার ঐ পুস্তকের ৪র্থ খণ্ডের ১৫১ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে নিজ মুখে স্বীকার করিতেছেন যে, হোনেনের গনিমত হইতে নাজ্‌র-বেন-হারেছকেও এক শত উট প্রদান করা হইয়াছিল। এবনে-মোন্দা ও আবু নাইমের ন্যায় প্রাচীন চরিত লেখকগণ একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে, এই নাজ্‌র-বেন-হারেছ হোনেন যুদ্ধ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন, এবং হজরত তাঁহাকে একশত উট প্রদান করিয়াছিলেন। (১) এবনে-মোন্দা ছনদ সহকারে এবনে-এছহাক হইতে এবং এবনে-এছহাক আবু ছইদ ছাহাবী হইতে ছনদ সহকারে বর্ণনা করিতেছেন যে, হোনেন যুদ্ধের পর হজরত এই নাজ্‌র-বেন হারেছকে একশত উষ্ট্র প্রদান করিয়াছিলেন। (২) কিন্তু যেহেতু কোন কোন ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে যে, বদর যুদ্ধের পর নাজ্‌রকে হত্যা করা হইয়াছিল, অতএব পরবর্ত্তী লেখকেরা এই পরম্পরাগত ও প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবী কর্ত্তৃক প্রদত্ত রেওয়াএতটীকে একেবারে উড়াইয়া দিয়াছেন। অধিকন্তু এই ভিত্তিহীন কিম্বদন্তিটীকে রক্ষা করার জন্য তাঁহারা এবনে-মোন্দা ও আবু-নাইমের ন্যায় মোহাদ্দেছগণের সিদ্ধান্তকে বিনা বিচারে ডিস্‌মিস্ করিয়া দিতেও এক বিন্দু কুণ্ঠিত হন নাই! (৩)

বিজ্ঞ পাঠকগণ এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন যে, এবনে-হেশামের মারফত এবনে-এছহাকের যে সঙ্কলনটী এখন আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত হারেছ-বেন-হারেছকে উট দিয়াছিলেন। কিন্তু এই হারেছ-বেন-হারেছের অস্তিত্ব খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কাজেই সঙ্কলক এবনে-হেশাম টীকা করিয়া বলিতেছেন—হারেছ-বেন-হারেছ নহে, নোজের-বেন-হারেছ হইবে। তবে উহার নাম নোজের ও হারেছ উভয় হইতেও পারে। অধিকন্তু কোন কোন সংস্করণে নোজরের স্থলে নোছের নামের উল্লেখ হইয়াছে। এত গণ্ডগোলের পরও আমরা দেখিতেছি যে, এবনে-হেশামের সঙ্কলিত এই বর্ণনার সঙ্গে রাবী এবনে-এছহাক কোন প্রকার ছনদ এমন কি উপরিতন একটী রাবীর নামেরও উল্লেখ করেন

(১) তাজরিদ ২—১২০১ নং নাম। (২) এছাবা ৮৭০৫ নং নাম।
(৩) এবনে-আছির কৃত তাজরিদ দেখ।

নাই। (১) কিন্তু পক্ষান্তরে মোছান্দেছ এবনে-মোন্দা কর্তৃক বর্ণিত রেওয়াএতে এবনে-এছহাক হইতে হজরত পর্য্যন্ত সমস্ত রাবীর নাম যথাবিহিত ধারাবাহিকরূপে উল্লিখিত হইয়াছে, এবং এবনে-এছহাকের এই রেওয়ায়ত দ্বারা স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণিত হইতেছে যে, নাজ্‌র-বেন হারেছ বদর যুদ্ধের পর নিহত হন নাই, বরং ইহার ছয় বৎসর পরে হোনেন যুদ্ধের গনিমতের ভাগও তিনি পাইয়াছিলেন। ফলতঃ নাজ্‌রের হত্যাকাণ্ডের কাহিনীটা যে কিরূপ ভিত্তিহীন কল্পনা, আশা করি পাঠকগণ তাহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। আমরা এক্ষণে ওকবার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই চারিটা কথা নিবেদন করিব।

আমাদিগের ইতিহাস লেখকগণ বদর যুদ্ধ সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন—তাহার মধ্যে একটা ছনদ-বিহীন বর্ণনায় কথিত হইয়াছে যে, নাজ্‌র-বেন হারেছের পর হজরতের আদেশে ওকবা-বেন-আবুমুইৎকেও হত্যা করা হয়। ওয়াকেদী এবনে এছহাক প্রভৃতি এই বিবরণ সম্বন্ধে কোন প্রকার ছনদ বা পরম্পরার উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ ইঁহাদিগের বর্ণনায় এত অসামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে যে, তাহার সমাধান করাও অসম্ভব। এই দুইটা কারণে ঐতিহাসিক হিসাবে এই কিংবদন্তিগুলির কোনই মূল্য নাই। অবশ্য আবুদাউদ নামক হাদিছ গ্রন্থে এ সম্বন্ধে একটী হাদিছের উল্লেখ দেখা যায়। আমরা নিম্নে হাদিছটী উদ্ধৃত করিয়া তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

ওকবার হত্যাকাণ্ড।

عن ابراهيم قال اراد الضحاک بن قيس ان يستعمل مسروقا - فقال له عمارة بن عقبة اتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان؟ فقال له مسروق ' حدثنا عبد الله بن مسعود ' وکان فی انفسنا موثوق الحديث ' ان النبی صلعم لما اراد قتل ابيک ' قال من للصبية ؟ قال النار - فقد رضيت لک مارضی لک رسول الله صلعم -

ابوداود ٢ ص ١٠

“এবরাহিম বলেন :—জোহাক-বেন-কাএছ, মাছরূক্‌কে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক হইলে, ওকবার পুত্র ওমারা জোহাককে বলিলেন, আপনি কি ওছমানের হত্যাকারীদিগের অবশিষ্ট ব্যক্তি (অর্থাৎ এই মাছরূক্) কে কার্যে নিযুক্ত করিবেন? তখন মাছরূক ওমারাকে বলিলেন—আবদুল্লা-বেন-মাছউদ আমাদিগকে বলিয়াছেন—আর তিনি আমাদিগের মধ্যে খুব বিশ্বস্তব্যক্তি—হজরত যখন তোমার পিতাকে হত্যা করার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তখন সে বলিয়াছিল—আমার সন্তানবর্গের তত্ত্বাবধান কে করিবে? হজরত বলিলেন—“আগুন।” (২) বলা আবশ্যক যে, ইহা বদর যুদ্ধের ন্যূনাধিক ৬০ বৎসর পরের ঘটনা। পক্ষান্তরে রাবী মাছরূক তাবেয়ী এবং ওমারা হজরতের ছাহাবী। এই ছাহাবীর সাক্ষ্যে

(১) এবনে-হেশাম ৩—২১ পৃষ্ঠা। (২) আবুদাউদ ২—১০ পৃষ্ঠা।

জানিতে পারা যাইতেছে যে, মাছরূক এছলামের ৩য় খলিফা হজরত ওছমানকে হত্যা করিয়াছিলেন। আমির জোহাক এই মাছরূককে কোন দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করিতে চাহিলে ওমারা তাঁহার পূর্ব্বকীর্ত্তির উল্লেখ করিয়া এই নিয়োগের প্রতিবাদ করেন। মাছরূক ইহাতে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন এবং এই ন্যায্য অভিযোগের কোন সঙ্গত প্রতিবাদ করিতে অসমর্থ হইয়া, ওমারার প্রতিবাদের প্রতিশোধ লওয়ার জন্যই এবনে-মাছউদের নামকরণে একটা হাদিছ বলিয়া ফেলিলেন। রাবী-মাছরূক এই বিবরণের শেষাংশে ছাহাবী ওমারা ও তাঁহার অন্যান্য ভ্রাতাভগ্নিগণকে নারকী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন। অথচ ইঁহারা সকলেই হজরতের ছাহাবী! বলাবাহুল্য যে, যে মহাপুরুষ হজরত ওছমানের ন্যায় খলিফাকে হত্যা করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, যিনি একটী ছাহাবী পরিবারকে নারকী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে একটুও কুণ্ঠিত হন নাই, তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির সাক্ষ্য কখনই বিশ্বাস্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। অধিকন্তু যে অবস্থায় তিনি এই হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন, বিচারকালে তাহাও বিশেষরূপে স্মরণ রাখা উচিত।

এই হাদিছের শেষভাগে বর্ণিত হইয়াছে যে, প্রাণদণ্ডের কথা শুনিয়া ওক্বা যখন হজরতকে জিজ্ঞাসা করিল—আমার সন্ততিবর্গের ভার কে গ্রহণ করিবে? হজরত উত্তরে বলিলেন—আন্নার। নার শব্দের সাধারণ অর্থ অগ্নি, নরকাগ্নি সম্বন্ধেও ইহার প্রয়োগ হইয়া থাকে। মাছরূকের কথামতে ইহার অর্থ এই যে, তাহারা সব জাহান্নামে যাইবে। সার উইলিয়ম মুয়র প্রভৃতি সুযোগ পাইয়া ইহার অর্থ করিয়াছেন—Hell fire! খৃষ্টান লেখকগণ এই উক্তিদ্বারা হজরতের নৃশংসতা সপ্রমাণ করিয়া যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এই বর্ণনাটীকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও, এখানে 'নার' শব্দের অর্থ যে অগ্নি বা নরকাগ্নি হইতে পারে না, একথা তাঁহাদের একবার স্মরণ করা উচিত ছিল। বিজ্ঞ পাঠকগণ অবগত আছেন যে, মক্কার একটী বংশ 'নার গোত্র' বলিয়া আখ্যাত হইত। (১) ওকবা তাহাদিগের বিশেষ আত্মীয়। সুতরাং তথাকথিত হাদিছের আলোচ্য অংশের অর্থ এই হইবে যে, বান্নার বংশের স্বজনগণ তোমার সন্ততিবর্গের তত্বাবধানভার গ্রহণ করিবে। (২)

উপসংহারে পাঠকবর্গকে পুনরায় স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আলোচ্য নাজ্র ও ওক্বা, এছলামের, হজরতের এবং মুছলমানদিগের ধনপ্রাণ ও মানসম্ভ্রমের বিরুদ্ধে কোনওপ্রকার ভীষণতম ও জঘন্যতম অপরাধ করিতে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হয় নাই। এবনে-হেশাম তাঁহার ইতিহাসের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অধ্যায়ে ইহাদিগের অমানুষিক অত্যাচার অনাচারের বিশদ বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন। (৩) অবশেষে হেজ্রতের পরও তাহাদিগের এই অন্যায় আক্রমণ। এই সময়ও এই দুইজন

(১) কামুছ—নুর। (২) মৌলবী চেরাগ আলী কৃত A Critical Exposition of the Popular Jihad ৭১ পৃষ্ঠা। (৩) ১—১২৪, ১২৩।

শয়তানীর পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। আলোচ্য বিবরণ সত্য হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, ৭০ জন কোরেশ বন্দীর মধ্যে মাত্র এই দুইজনের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহাদ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই দুই ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ অপরাধে লিপ্ত হইয়াছিল। অতএব এই দুই ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের ব্যাপার লইয়া হজরতের চরিত্রের উপর দোষারোপ করার ন্যায় ধৃষ্টতা আর কি হইতে পারে। আমাদিগের খৃষ্টান বন্ধুগণ প্রত্যেক প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর উল্লেখকালে, সেগুলিকে হজরত কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত murder ও assassination বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন!

যাহা হউক, দয়ার সাগর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা বদর যুদ্ধের সমস্ত বন্দীকেই সম্ভবমত অর্থের বিনিময়ে মুক্তিপ্রদান করিলেন। যাহাদিগের অর্থ দিবার শক্তি ছিল না, কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ না লইয়াই তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইল। আবুল-ওজ্জা নামক জনৈক বন্দী হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল:—মোহাম্মদ! তুমি জানিতেছ, আমার অর্থ দিবার ক্ষমতা নাই। আমি গরীব এবং কয়েকটী কন্যার পিতা, আমার প্রতি দয়া কর। হজরত ইহাকেও বিনা ক্ষতিপূরণে মুক্তিদান করিলেন। এই প্রকার বহু লোক কোন প্রকার বিনিময় না দিয়াও মুক্তিলাভ করিল। ফলতঃ হজরতের দয়া এবং মুছলমানদের অনুগ্রহের ফলে অল্পদিনের মধ্যে কোরেশের সমস্ত বন্দী স্বাধীনভাবে স্বদেশে চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহারা এই দয়া ও অনুগ্রহের যে কি প্রকার প্রতিদান করিয়াছিল, পরবর্ত্তী ঘটনাদ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইবে।

ষট্‌পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

দ্বিতীয় হিজরীর অন্যান্য ঘটনা।

মক্কার নরপশুগণ এই করুণ ব্যবহারের যথাযোগ্য প্রতিশোধ দিতে এক বিন্দুও কুণ্ঠিত হইলনা। হজরতকে হত্যা করিয়া বদর যুদ্ধের ক্ষোভ ও অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মক্কায় ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল। এই ষড়যন্ত্রের ফলে ওমের-বেন-অহব নামক জনৈক দুর্দ্দান্ত ব্যক্তি হজরতকে অতর্কিতভাবে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হইল। স্থির হইল—সে কোন একজন বন্দীকে মুক্ত করার বাহানা লইয়া মদিনায় গমন করিবে এবং সুযোগমত অতর্কিত অবস্থায় হজরতের উপর তরবারী চালাইবে। তাড়াতাড়িতে দুইএক বারের অধিক আঘাত করা হয়ত সম্ভবপর নাও হইতে পারে, এবং সেজন্য হজরত আহত হইয়াও বাঁচিয়া যাইতে পারেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া ওমেরের খরধার তরবার খানি আমূল তীব্র হলাহলে সিক্ত করা হইল, যেন কোন গতিকে তাহা একবার হজরতের অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিলে, তাঁহার প্রাণরক্ষা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হইয়া পড়ে। ওমের যদি নিহত হয়, তাহা হইলে ওমাইয়ার পুত্র ছুফওয়ান তাহার সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিবে এবং তাহার পরিজনবর্গের প্রতিপালনভার গ্রহণ করিবে—ইহাও পাকাপাকি ভাবে স্থির হইয়া গেল।

হজরতকে হত্যা করার নূতন ষড়যন্ত্র।

হজরত মদিনার মছজেদে বসিয়া আছেন, ওমর প্রভৃতি ছাহাবীগণ বাহিরে বসিয়া বদর যুদ্ধ সম্বন্ধে কথোপকথন করিতেছেন। এমন সময়, গলায় তরবারী ঝুলাইয়া ওমের মছজেদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। তখন মুছলমানগণ ওমেরকে شيطان من شياطين القريش কোরেশদলের অন্যতম শয়তান বলিয়া উল্লেখ করিতেন। তাহার কুটিল চাহনি ও সন্দেহজনক হাবভাব দেখিয়া হজরত ওমরের মনে খটকা লাগিল। তিনি সকলকে সতর্ক হইতে ইঙ্গিত করিলেন এবং কএকজন আনছারকে হজরতের চারিদিকে উপবেশন করার আদেশ দিয়া স্বয়ং হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া অবস্থা নিবেদন করিলেন। হজরত একটু মধুর হাস্য করিয়া বলিলেন—'বেশ, তাহাকে লইয়া আইস।' ওমেরের কণ্ঠবিলম্বিত তরবারী ধরিয়া টানিতে টানিতে হজরত ওমর তাহাকে লইয়া মছজেদের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। ইহা দেখিয়া হজরত তাহাকে

ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন এবং ওমেরকে তাঁহার নিকটে সরিয়া আসিতে বলিলেন। অতঃপর হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন—

"ওমের! কি মনে করিয়া ?"

ওমের—"আজ্ঞে! এই বন্দীদের জন্য। আপনি দয়া করুন!"

হজরত—"সেত খুব ভাল কথা। কিন্তু এই তরবারী কেন আনিয়াছ ?"

ওমের—"তরবারীর কপালে আগুণ! উহা আপনাদের কি ক্ষতি করিতে পারিয়াছে ?" হজরত তাহাকে পুনঃ পুনঃ সত্য কথা বলিতে আদেশ করিলেন, কিন্তু ওমের নানাপ্রকার বাহানা করিয়া এক কথাই বলিতে লাগিল। তখন হজরত হাসিয়া মক্কার গুপ্ত ষড়যন্ত্র এবং ছফওয়ানের সহিত প্রতিজ্ঞা-প্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে সমস্ত কথা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। এমন গোপনীয় পরামর্শ এবং গুপ্তষড়যন্ত্র—হজরত এ সমস্ত ব্যাপার কিরূপে অবগত হইলেন! ওমের তখন চমকিত চিত্তে হজরতের এই মো'জজার কথা ভাবিতেছে। ওমেরের বিবেক আর আত্ম-গোপন করিতে পারিল না, সে ভয় ভক্তি বিজড়িত কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল—মোহাম্মদ! পূর্ব্বে তোমার কথায় বিশ্বাস করি নাই, এখন সেজন্য অনুতপ্ত হইতেছি। বস্তুতঃ তুমি সত্যই আল্লার রছুল। আল্লাহকে ধন্যবাদ, তিনি এই মহাপাতকের উপলক্ষে আমাকে সত্যের জ্যোতি সন্দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন,.........।"

এইরূপে প্রাণের বৈরী দুইদিনে হজরতের অনুরক্ত সেবকে পরিণত হইলেন। হজরত সকলকে বলিয়া দিলেন—তোমাদের এই ভ্রাতাকে উত্তমরূপে কোরআন শিক্ষা দাও। কিছুকাল পরে ওমের হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন—মহাত্মন! আমি আল্লার জ্যোতিকে নির্ব্বাপিত এবং সত্যের সেবকগণকে নির্য্যাতিত করিতে সাধ্যপক্ষে চেষ্টার ক্রটী করি নাই। এইরূপে যে মহাপাতক সঞ্চয় করিয়াছি, এখন আমি তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাই। আপনি অনুমতি দিন, আমি মক্কায় গিয়া যথাসাধ্য এছলাম প্রচার করিতে থাকি। হজরত ওমেরকে অনুমতি দিলেন, এবং স্পর্শমণির সংস্রবে নূতন জীবন লাভ করিয়া তিনি মক্কায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এদিকে ছফ্ওয়ান মক্কার লোকদিগকে ইঙ্গিতে বলিয়া রাখিতেছিল—'দেখিও, আমি শীঘ্রই এমন শুভ সংবাদ দিতে পারিব, যাহাতে তোমরা বদরের সমস্ত শোক ভুলিয়া যাইবা।' কিন্তু ওমেরকে দেখিয়া সে অবাক হইয়া রহিল। একি! এহেন দুর্দ্ধর্ষ ওমের, তাহার উপরও মোহাম্মদের যাদু খাটিয়া গেল। (১) বস্তুতঃ এ 'যাদুর', এ মোজেজার এবং এ মহিমার কি তুলনা আছে ? মোস্তফা চরিত্রের এমনই মহিমা যে, কোরেশগণ যখনই যাহাকে তাঁহার হত্যাসাধনের জন্য নিযুক্ত করিয়াছে;—সেই-ই চক্ষের পলকে তাঁহার প্রধানতম সেবকরূপে

(১) কিছুদিন পরে স্বয়ং ছফওয়ানও এছলাম গ্রহণ করেন।

পরিণত হইয়া ষড়যন্ত্রকারীদিগের মনস্তাপের কারণ হইয়াছে। যাহা হউক, কোরেশগণ ওমেরের প্রাণের বৈরী হইয়া দাঁড়াইল, কিন্তু তিনি এখন ভয়ভাবনার অতীত। তিনি কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া আপনার কর্ত্তব্যপালন করিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার আদর্শে ও প্রচার মাহাত্ম্যে মক্কার বহুসংখ্যক নরনারী এছলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। (১)

কোরেশের প্রতিহিংসা।

বদর যুদ্ধের ভীষণ পরাজয়ে কোরেশের প্রতিহিংসাবৃত্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া গেল। হজরতকে হত্যা করার জন্য তাহারা যে ষড়যন্ত্র পাকাইয়াছিল, তাহার বিপরীত ফল ফলিতে দেখিয়া তাহাদিগের ক্ষোভ ও অভিমানের সীমা রহিল না। তখন তাহারা প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নূতন উপায় অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা অনেক যুক্তি পরামর্শের পর স্থির করিল, উপঢৌকন ও উৎকোচ দ্বারা আবিসিনিয়া দরবারের সমস্ত কর্ম্মচারীকে এবং অবশেষে রাজা নাজ্জাশীকে বশীভূত করিয়া লইতে হইবে। তাহার পর প্রবাসী মুছলমানদিগকে, যে কোন উপায়েই হউক, হস্তগত করতঃ তাহাদিগকে হত্যা করিয়া বদরের শোক ও অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রকার পরামর্শ আঁটিয়া তাহারা আমর-বেন-আছ ও আবদুল্লা-বেন-রাবিআ নামক দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিজেদের প্রতিনিধি করিয়া আবিসিনিয়ায় প্রেরণ করিল। এই প্রতিনিধিদ্বয়ের সহিত আরও কয়েকজন কোরেশ যে আবিসিনিয়ায় যাত্রা করিয়াছিল, ইতিহাসে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আমর-বেন-আছ, কুটরাজনৈতিক ব্যাপারে চিরকালই বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সহচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া যথাসময় আবিসিনিয়ায় উপস্থিত হইলেন এবং উপঢৌকনের নামে নানাপ্রকার উৎকোচ দিয়া সেখানকার সকলকে বশীভূত করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রাজা নাজ্জাশীও এই সকল মূল্যবান উপহারাদি পাইয়া তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। রাজার এই প্রকার সদয় ব্যবহার দেখিয়া প্রতিনিধিদিগের আশা হইল যে, এইবার তাহাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে—প্রবাসী মুছলমানদিগকে মক্কায় লইয়া গিয়া তাহাদিগের রক্তে বদরের শোক ক্ষোভ ও অপমান ধুইয়া ফেলার সুযোগ ঘটিবে। আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া একদিন সুযোগ বুঝিয়া তাহারা রাজসমীপে উপস্থিত হইল এবং নিজেদের দুরভিসন্ধির কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিল। কিন্তু মহামনা নাজ্জাশী, কোরেশপ্রতিনিধিগণের মুখে এই নীচ প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং আমর-বেন-আছের মুখে এমন জোরে চপেটাঘাত করিলেন যে, তাহার নাক দিয়া রক্তধারা নির্গত হইতে লাগিল। স্বয়ং আমর-বেন-আছ ও জা'ফর-বেন-আবিতালেবের প্রমুখাৎ এই ঘটনাটী বিস্তৃতরূপে বিবৃত হইয়াছে। (২)

---

(১) তাবরী ২—২১৩, এবনে-হেশাম ২—৩৪, এছাবা ৫—৩৬ প্রভৃতি। (২) হালবী ২—২০০ হইতে ২০২ পৃঃ।

ষট্‌পঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ।

বদর যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, হজরত তাঁহার প্রাণপ্রতীম-কন্যা বিবি ফাতেমাকে হজরত আলীর সহিত বিবাহিত করিলেন। হজরত আলীর সম্বলের মধ্যে ছিল একটা বর্ম্ম—বদর যুদ্ধের 'গণিমত' হইতে এই বর্ম্মটা তাঁহার ভাগে পড়িয়াছিল। এইটা বিক্রয় করিয়া যে কয়টা টাকা পাওয়া গেল—তাহাই মোহররূপে প্রদত্ত হইল। স্বয়ং হজরত খোৎবা পড়িয়া আলি ও ফাতেমাকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করিয়া দিলেন। এই দম্পতিযুগলের বিশেষত্ব ও মহিমা বর্ণনা করিতে হইলে একখানা স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করার আবশ্যক। এখানে ঐতিহাসিক হিসাবে কেবল এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইঁহারাই ছৈয়দ বংশের আদি জনকজননী, এমাম হাছন্ ও এমাম হোছেন ইঁহাদিগেরই দুলাল। (১)

বিবি ফাতেমার বিবাহ।

মক্কার প্রধান সমাজপতি আবুছুফ্‌য়ান, বদর সমরের পরিণাম দর্শন করিয়া যাহার পর নাই মর্ম্মাহত হইয়াছিল। কোরেশবন্দীগণ মক্কায় ফিরিয়া আসার পর সে আরবের তৎকালীন প্রথা অনুসারে প্রতিজ্ঞা করিল যে, বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ না লওয়া পর্য্যন্ত সে কোন প্রকার সুগন্ধি ব্যবহার করিবে না—স্ত্রীলোকের নিকটেও যাইবে না। তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল—যে কোন প্রকারে হউক, মুছলমানদিগকে যুদ্ধে বিধ্বস্ত করিবে। এই প্রতিজ্ঞার পর, জিলহাজ্ মাসের প্রথম ভাগে দুইশত নির্ব্বাচিত কোরেশ ছওয়ার সঙ্গে লইয়া সে মদিনার দিকে ধাবিত হইল। যথাসময়ে এই অভিযান মদিনার নিকটবর্ত্তী হইলে, আবুছুফ্‌য়ান তাহাদিগের আর সকলকে একটা গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিল, এবং নিজে রজনীর অন্ধকারে গা ঢাকিয়া অতি সন্তর্পণে মদিনার এহুদ-পল্লীতে প্রবেশ করতঃ ছাল্লাম-বেন-মেশ্‌কামের বাটীতে উপস্থিত হইল। ছাল্লাম বানি-নাজির গোত্রের এহুদীগণের প্রধান ধনকুবের, যুদ্ধবিগ্রহাদির জন্য সঞ্চিত সাধারণ তহবিলটীও তাহারই জেম্মায় ছিল। ছাল্লাম বিশেষ আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে আবুছুফ্‌য়ানের অভ্যর্থনা করিল। এখানে বলা আবশ্যক যে, মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করা সম্বন্ধে মক্কার কোরেশ ও মদিনার এহুদীদিগের মধ্যে পূর্ব্ব হইতে চিঠিপত্রের আদানপ্রদান চলিতেছিল। (২) যাহা হউক, পান-ভোজনের পর দুই দলপতি মিলিয়া মোছলেম বিনাশের উপায় সম্বন্ধে সমস্ত পরামর্শ স্থির করিল, মুছলমান সমাজসংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ও আবুছুফ্‌য়ান ছাল্লামের নিকট অবগত হইল। এইরূপে সমস্ত কথাবার্ত্তা ও পরামর্শ শেষ হওয়ার পর, অল্প একটু রাত্রি থাকিতে সে নগর হইতে বহির্গত হইয়া কোরেশদিগের সহিত মিলিত হইল। বলাবাহুল্য যে, তাহারা আর কালবিলম্ব না করিয়া মক্কার দিকে ধাবিত হইল। মদিনার দুইজন অধিবাসী সহর হইতে দূরে নিজেদের কৃষিক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছিলেন, কোরেশগণ তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়া এবং

আবুছুফ্‌য়ানের নূতন ষড়যন্ত্র।

(১) মোছনাদ, এছাবা, আবুদাউদ প্রভৃতি। (২) আবুদাউদ—নজির প্রসঙ্গ।

তাঁহাদিগের ফল শস্যাদি পোড়াইয়া দিয়া চলিয়া গেল। মদিনায় এই সংবাদ পৌছামাত্র হজরত কতিপয় ভক্তকে লইয়া আবুছুফয়ানের অনুসরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের যাত্রা করার অনেক পূর্ব্বেই কোরেশগণ সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়াছিল। কাজেই বহু চেষ্টাতেও মুছলমানগণ তাহাদিগের লাগ ধরিতে পারিলেন না। আবুছুফ্‌য়ান নিজ সৈন্যদলের রসদের জন্য বহু পরিমাণ ছাবিক বা ছাতু সঙ্গে আনিয়াছিল, এবং ফিরিবার সময় নিজেদের বোঝা হালকা করার উদ্দেশ্যে তাহা ফেলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। এই ছাতুর বস্তাগুলি অনুসরণকারী মুছলমানদিগের হস্তগত হয় বলিয়া এই অভিযানটী ছাবিক অভিযান বলিয়া খ্যাত হইয়া যায়।

হিজরীর দ্বিতীয় সনে রমজানের রোজা ফরজ হইয়াছিল বলিয়া ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে। এই রোজা এছলামের একটা মহত্তম ব্রত এবং শ্রেষ্ঠতম সাধনা। এই ব্রতকে কোরআনে 'ছিয়াম' নামে আখ্যাত করা হইয়াছে। ইহার অর্থ—আত্মসম্বরণ বা আত্ম-সংযম। শরীরের সকলপ্রকার গ্লানি এবং মনের সকল প্রকার পাপবৃত্তিকে শাসিত ও সংযত করিয়া লওয়ার জন্য, দীর্ঘ ত্রিশ দিবারাত্রি ব্যাপিয়া মুছলমানকে এই ব্রত পালন করিতে হয়। ক্রোধ, হিংসা, মিথ্যাকাজ, মিথ্যাকথা এবং ব্রহ্ম-মুহূর্ত্ত বা ছোব্‌হে ছাদেক্ হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত পান ভোজনাদি দ্বারা এই ব্রত ভঙ্গ হইয়া যায়। এমনকি, এই ব্রতকালে কেহ গালাগালি দিলে বা প্রহার করিলেও সাধক তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিবেন না—ইহা শাস্ত্রের অলঙ্ঘনীয় বিধান। মোস্তফা-চরিতের ১ম খণ্ড কতকগুলি ঘটনা পরম্পরার সমষ্টি মাত্র, সুতরাং রোজা জাকাত প্রভৃতি এছলামিক ব্রত ও সাধনা-গুলির বিস্তারিত আলোচনা এই খণ্ডে সম্ভবপর নহে। আল্লাহ শক্তি দিলে ২য় খণ্ডে এই সকল বিষয় যথাযথভাবে আলোচিত হইবে।

রোজা ও ঈদের জমাআত।

বলা বাহুল্য যে, রমজানের রোজার পর রোজার ফেৎরাদান এবং ঈদের নামাজের জন্য জমাআতের অনুষ্ঠানও প্রথম এই সনে প্রচলিত হইয়াছিল। বানি-কাইনোকা' নামক এহুদী গোত্রের সহিতও এই সনের শেষভাগে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। কিন্তু আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা পর সনের ঘটনাবলীর সহিত একত্রে উহার উল্লেখ করিব। (১)

(১) ঐতিহাসিকগণের বর্ণনা মতে ঈদল-আজহার জমাআৎ এবং কোরবানীর প্রথম অনুষ্ঠানও এই সনে সম্পন্ন হইয়াছিল।

এহুদীদিগের বিশ্বাসঘাতকতা।

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা মদিনায় শুভাগমন করিয়া প্রথমেই সেখানকার সকল জাতিকে লইয়া একটী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। মদিনার এহুদী পৌত্তলিক ও মুছলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সমবায়ে এই গণতন্ত্র গঠিত হয়, এবং তাহার ফলে বিভিন্ন বংশ ও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক-দিগকে "এক জাতি" বলিয়া ঘোষণা করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের প্রারম্ভে সকল সম্প্রদায়ের সমবায়ে ও সমর্থনে যে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টভাষায় ঘোষিত হয় যে, এহুদ পৌত্তলিক ও মুছলমান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা আপন আপন বিশ্বাস ও সংস্কার অনুসারে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ধর্ম্মকার্য্য সমাধা করার অধিকারী হইবেন, ব্যবসায় বাণিজ্যাদি সম্বন্ধেও সকলের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকিবে। এ সকল বিষয়ে কেহ কাহারও অধিকারে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারিবেন-না। পক্ষান্তরে কোন বিদেশী শত্রু মদিনা আক্রমণ করিতে প্রয়াসী হইলে, সকলে সমবেত শক্তিদ্বারা তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবেন। কেহ বাহিরের কোন শত্রুকে কোনপ্রকার সাহায্য করিতে পারিবেন না, কোন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে পারিবেন না। বলা বাহুল্য যে, মদিনার এহুদ সমাজ এই প্রতিষ্ঠানের একটী অন্যতম অঙ্গ ছিল। পাঠকগণ যথাস্থানে এই সকল বিবরণ অবগত হইয়াছেন।

কৌশিল্য ও অন্যান্য নানাবিধ নীচবৃত্তি এবং ষড়যন্ত্র ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এহুদীজাতি চির প্রসিদ্ধ। তাহারা একদিকে প্রকাশ্যে এই সকল প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইল, অন্যদিকে গোপনে মুছলমানদিগের সর্ব্বনাশ সাধনের উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহারা দেখিল—হজরত একেশ্বরবাদী হইলেও সকল যুগের সকল দেশের নবী-রছুল ও মহাজনগণের প্রতি ভক্তি ও সম্ভ্রম প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে যীশুকে লইয়া বিগত ছয় শতাব্দী ধরিয়া খৃষ্টানদিগের সহিত তাহাদিগের এত কাটাকাটি মারামারি, এবং যাঁহাকে 'অভিশপ্ত জারজ' বলিয়া বিশ্বাস করাকেই তাহারা প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিয়া থাকে—হজরত শতমুখে তাঁহার ও তাঁহার গর্ভধারিণী বিবি মরিয়মের মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করিতেছেন। মদ্যপান ও ব্যভিচার তখন এহুদী জাতির—বিশেষতঃ তাহাদিগের ধনী ও প্রধান পক্ষের—অঙ্গের ভূষণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদিগের যাজক ও পুরোহিতগণ ধনীদিগের

এহুদের আশঙ্কা।

বৃত্তিভোগী হওয়ায় এই সকল মহাপাতক সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান অনুসারে উপযুক্ত দণ্ডের ব্যবস্থা হইত না। কাজেই সাধারণ সমাজে উহা ভীষণভাবে সংক্রামক হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহারা দেখিল যে, হজরত কঠোর ভাষায় এই সকল ব্যভিচারের প্রতিবাদ করিতেছেন—এই সকল পাপে লিপ্ত ব্যক্তিগণের জন্য কঠিন দণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছেন। লোভ ও পরস্ব অপহরণ বৃত্তির ফলে এহুদীগণ এমনই অধঃপতিত হইয়া গিয়াছিল যে, সামান্য দুই এক খানা অলঙ্কারের জন্য তাহারা মা'ছুম বালিকাদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিতে এক বিন্দুও দ্বিধা বোধ করিত না। (১) কিন্তু তাহারা দেখিল যে, হজরত এই সকল শিশু হত্যার কঠোরতর প্রতিবাদ করিতেছেন—প্রাণের বিনিময়ে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করিতেছেন। এহুদ জাতি অর্থগৃধ্নুতার জন্য যুগে যুগে বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করিয়া আসিয়াছে। কুসীদ গ্রহণই তাহাদিগের এই জঘন্যবৃত্তি চরিতার্থ করার প্রধান উপলক্ষ। এই উপলক্ষকে অবলম্বন করিয়া তাহারা মদিনাবাসী জনসাধারণের হৃদয়-শোণিত শোষণপূর্ব্বক তাহাদিগকে দাসানুদাসে পরিণত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইতেছে। এমনকি, দুঃস্থ ও অজ্ঞ মদিনাবাসীদিগের পুত্রকন্যা ও স্ত্রীদিগকে বন্ধক রাখিয়া আপনাদিগের পাশব প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এখন তাহারা দেখিল—হজরত সুদ গ্রহণকে ভীষণতম ও জঘন্যতম মহাপাতক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, সুদ প্রদান করাও মহাপাপ বলিয়া ঘোষিত হইতেছে। অধিকন্তু সঙ্গে সঙ্গে দুঃস্থ ও দুর্দ্দশাগ্রস্ত স্বদেশবাসীর সাহায্যের জন্য তিনি সাধারণ তহবিল বা বায়তুল-মাল প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। কাজেই তাহাদিগের এই পাপ ব্যবসায়টী যে আর অধিকদিন চলিতে পারিবে না, ধূর্ত্ত এহুদীগণ তাহা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল। পক্ষান্তরে আওছ ও খজ্‌রজ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে কলহ-বিবাদ বাধাইয়া অথবা তাহাদিগের গৃহ-বিবাদে উৎসাহ দিয়া এতদিন তাহারা সহজে উভয় গোত্রকেই পদাবনত করিয়া রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু এখন তাহারা দেখিল—হজরতের শিক্ষাগুণে আনছারদিগের সব কলহ সব বিবাদ চিরকালের জন্য মিটিয়া যাইতে বসিয়াছে। এক মুছলমান অন্য মুছলমানকে সহোদর ভ্রাতা অপেক্ষাও ভাল বাসিতেছে। প্রেম সাম্য ও ভ্রাতৃভাবে দুনয়ায় তাহাদিগের তুলনা হইতে পারে না। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া এহুদীজাতি আপনাদিগের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চমকিয়া উঠিল। ধূর্ত্ত কা'ব-বেন-আশরফ তখন এহুদীদিগের সর্ব্বপ্রধান সমাজপতি। সেই-ই তখন মদিনার সর্ব্বেসর্ব্বা এবং 'হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা!' কিন্তু সে দেখিল যে তাহার ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় হইয়া আসিতেছে। সুতরাং সেও বিচলিত হইয়া পড়িল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি এবং নীচবৃত্তি ও বিশ্বাসঘাতকতায় মদিনার এহুদীগণ পৃথিবীর অন্যান্য এহুদীদিগকেও পরাস্ত করিয়াছিল। তাহারা এখন সমবেতভাবে এছলামের ও মুছলমানদিগের মূলোচ্ছেদে প্রবৃত্ত হইল। পাছে যাজক ও পুরোহিতগণ ধর্ম্ম ও

(১) বোখারী—মোছলেম।

নীতির দোহাই দিয়া অথবা অন্য কোন কারণে এই বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহাচরণে বাধাপ্রদান করে, এই আশঙ্কায় ধূর্ত্ত কা'ব সর্ব্বপ্রথমে মদিনার সমস্ত এহুদী যাজক ও ব্যবস্থাপক পণ্ডিতকে ডাকিয়া সকলের জন্য যথাযোগ্য মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিল, এবং সকলে এছলামের বিরুদ্ধাচরণে সম্মতি দিলে পর তাহাদিগের মোশাহেরা বণ্টন করিয়া দিল। (১)

বদর যুদ্ধের বহুপূর্ব্ব হইতে কোরেশ প্রধানদিগের সহিত মদিনার এহুদদলপতিগণের যে ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, পাঠকগণ পূর্ব্বেই তাহা অবগত হইয়াছেন। বদর যুদ্ধের পর মদিনায় আবু-ছুফ্‌য়ানের আগমন এবং এহুদ দলপতি ছাল্লামের সহিত তাহার গুপ্তষড়যন্ত্রের কথাও আমরা পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি। বদর যুদ্ধে মুছলমানদিগের বিজয়লাভের সংবাদ অবগত হইয়া নরাধম কা'ব যে প্রকার স্পষ্ট ভাষায় নিজের মনস্তাপ প্রকাশ করিয়াছিল, তাহাও যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। এখানে বলা আবশ্যক যে, নরাধম কা'ব কেবল মৌখিক মনস্তাপ প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হইল না। সে অবিলম্বে মক্কায় গমন করিল এবং মক্কার পল্লীতে পল্লীতে উপস্থিত হইয়া বদর সমরে নিহত কোরেশগণের শোকগাথা গান করিয়া বেড়াইতে লাগিল। কাব নিজে কবি, সে নিজের দুষ্ট প্রতিভার সাহায্য লইয়া প্রত্যেক নিহত কোরেশের নামে এক একটা গাথা রচনা করিল, এবং তাহার আবৃত্তি করিয়া কোরেশদিগকে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। এ যাত্রায় মদিনার ৪০ জন এহুদী কা'বের সহিত মক্কায় গমন করিয়াছিল। (২) কোরেশ ও এহুদ এখন এছলামের সাধারণ শত্রু, সুতরাং সমস্ত প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতিকে মুছিয়া ফেলিয়া বিশ্বাসঘাতক এহুদদলপতিগণ মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার জন্য কোরেশদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল, এবং সমস্ত যুক্তি পরামর্শ স্থির করার পর কা'ব ও তাহার সহচরবর্গ মদিনায় চলিয়া গেল। (৩)

মদিনায় পৌছার পর নরাধম কা'ব নিমন্ত্রণের অছিলায় হজরতকে স্বগৃহে আনয়নপূর্ব্বক তাঁহাকে হঠাৎ হত্যা করিয়া ফেলার আয়োজন করিয়াছিল। কিন্তু হজরত তাহা পূর্ব্বাহ্ণেই জানিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার সে ষড়যন্ত্র সফল হইতে পারে নাই। (৪) তখন কা'ব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া হজরতের নামে নানাপ্রকার গ্লানিজনক কবিতা রচনা করিয়া তাহা মদিনাময় প্রচার করিয়া দিতে লাগিল। (৫) তাহাদিগের তখনকার 'ভাবগতিক' দেখিয়া স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছিল যে, কোন গতিকে একটা ছুতানাতা বাহির করিয়া মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করার জন্য তাহারা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এমনভাবে উত্যক্ত ও

---

(১) জরকানী—এবনে-এছহাক প্রভৃতি হইতে।
(২) আবুদাউদ—এখ্‌রাজুল্‌ এহুদ, খামিছ ৫১৭। বিবৃত পরে দ্রষ্টব্য।
(৩) জরকানী—মুছা-বেন-ওকবা হইতে ২—১০ পৃষ্ঠা।
(৪) য়্যাকুবী—বানিনজির, ফৎহল্‌ বারী—কাবের প্রাণদণ্ড।
(৫) আবুদাউদ—কা'ব প্রসঙ্গ।

বিপন্ন হইয়াও মুছলমানগণ কোরআনের আদেশ ও হজরতের উপদেশ অনুসারে ধৈর্য্যধারণ করিয়া রহিলেন। (১) তখন এহুদীগণ প্রকাশ্যভাবে এবং মুছলমানদিগের সম্মুখে হজরতের অবমাননা করার চেষ্টা করিতে লাগিল। সাক্ষাৎকালে মুছলমানগণ 'আছ্ছালাম আলায়কুম' বলিয়া পরস্পরকে শুভাশীষ প্রদান করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ—'তোমাদিগের প্রতি শান্তি হউক, তোমাদিগের কল্যাণ হউক!' কিন্তু এহুদীগণ হজরতের সাক্ষাৎ পাইলেই ইহার পরিবর্ত্তে 'আচ্ছাম আলায়কা' (অর্থাৎ তুমি ধ্বংস হইয়া যাও) বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল। (২) মুছলমান সমাজ তখনকার অবস্থা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কোরেশগণ প্রস্তুত হইয়া আছে, মদিনার এহুদসমাজ উত্থান করিলেই তাহারা মদিনার উপর আপতিত হইবে, এ সকল যুক্তিপরামর্শের কথা তখন আর কাহারও অবিদিত ছিল না। এদিকে এই সকল ব্যাপার এহুদীদিগের ব্যক্তিগত অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল, এবং সেইজন্য হজরত এহুদীজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করিলেন না। কিন্তু হজরতের এই ন্যায়নিষ্ঠা এবং মুছলমানদিগের এই ধৈর্য্য তখন দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতা বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল। ফলে এহুদীদিগের স্পর্দ্ধা ও তাহাদিগের ধৃষ্টতা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া গেল। এমন কি, তখন সন্ধ্যার পর হজরতের বাটীর বাহিরে গমন করাও ছাহাবাগণ নিরাপদ বলিয়া মনে করিতেন না। (৩)

মদিনার এহুদগণ নানাপ্রকার দুরভিসন্ধি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিল। দেশবাসী বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বিভিন্ন সমাজের মধ্যে গৃহবিবাদের সৃষ্টি করিয়া দিতে পারিলেই মুষ্টিমেয় বিদেশী ও বিজাতীয়দিগের পক্ষে তাহাদিগের উপর প্রভুত্ব করা সহজ হইয়া দাঁড়ায়। এহুদীগণ এই শাসননীতি অনুসারে এ যাবৎ মদিনার উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু যখন তাহারা দেখিল যে, এছলামের শিক্ষাগুণে আনছারগণ পূর্ব্বের সমস্ত কলহবিবাদ বিস্মৃত হইয়া ভ্রাতৃভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যাইতেছে, তখন তাহাদিগের আতঙ্ক ও আশঙ্কার অবধি রহিল না। এই অধ্যায়ে যে সময়কার অবস্থা আলোচিত হইতেছে, তখন এহুদসমাজ ইহার প্রতিকারে মনোযোগী হইয়াছে। এই সময়, আওছ ও খজরজ্ গোত্রের মধ্যে বিবাদাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিবার জন্য তাহারা বিশেষরূপ চেষ্টা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে কে কাহার পূর্ব্বপুরুষকে হত্যা করিয়াছে, কবে কোন সমাজকে অন্যের হস্তে কিরূপে অপদস্থ হইতে হইয়াছিল, কে বীর আর কে কাপুরুষ—ইত্যাদি বিষয় লইয়া এহুদগণ সর্ব্বত্র চর্চ্চা আরম্ভ করিয়া দিল। বলাবাহুল্য যে উভয় সমাজের কপট মুছলমানগণ এই কার্য্যে "প্রভুপক্ষকে" যথেষ্ট সাহায্যও

---

(১) কোরআন ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب—اذى كثيرا الاية আয়ৎ ও আবুদাউদ প্রভৃতির বর্ণিত হাদিছ। বিস্তারিত পরে দ্রষ্টব্য।

(২) বোখারী—বিভিন্ন অধ্যায়ে বর্ণিত হাদিছ। (৩) এছাবা—তালহা-বেন-বারা।

করিয়াছিল। একদা উভয় গোত্রের লোকেরা এক মজ্‌লিসে বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময় বিশেষরূপে নিযুক্ত কয়েকজন এহুদী "চর" সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং 'বোআছ' যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলিয়া উভয় গোত্রের লোকদিগের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া দিল। সুযোগ বুঝিয়া তাহারা উভয় দলকে এমন করিয়া ক্ষেপাইয়া তুলিল যে, সেই মজলিসে দুইদলে মারামারি আরম্ভ হইয়া যায়, এবং দুইজন মুছলমান এই দাঙ্গায় আহত হইয়া পড়েন। আর যায় কোথায়—দেখিতে দেখিতে দুইদলই রণসাজে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। এমন সময় এই বিপদের সংবাদ পাইয়া হজরত স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং এই আত্মকলহের পার্থিব ও পারলৌকিক পরিণামের কথা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন। তখন সকলের চৈতন্য হইল এবং অনুতপ্ত ও লজ্জিতভাবে তাহারা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিল। কোরআনের নিম্নলিখিত আয়তটী এই ঘটনা উপলক্ষে অবতীর্ণ হয় :—

يا ايها الذين آمنوا ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين.

হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যদি এক দল আহলে-কেতাবের বশীভূত হইয়া পড়, তাহাহইলে তাহারা তোমাদিগকে মুছলমান হওয়ার পর পুনরায় কাফের বানাইয়া দিবে। (১)

ইহা ব্যতীত এছলামের গুরুত্ব হ্রাস করার জন্য তাহারা একটা নূতন পন্থা অবলম্বন করিল। এই অভিসন্ধি অনুসারে এহুদীগণ হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া এছলাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অল্পসময় পরে এছলাম ত্যাগ করিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে, মোহাম্মদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—উহা একেবারে অসার, তাই ঐ ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। এইপ্রকারে এছলামের গুরুত্বনাশ ও তাহার মর্য্যাদা হানি করাই তাহাদিগের উদ্দেশ্য ছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল যে, এই উপায়ে মুছলমান-দিগের ধর্ম্মবিশ্বাসও শিথিল হইয়া যাইবে এবং তাহারাও এছলাম পরিত্যাগ করিয়া বসিবে। কোরআনের নিম্নলিখিত আয়তে এই ঘটনার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে :—

وقالت طايفة من اهل الكتاب آمنوا بالذى انزل على الذين آمنوا وجه النهار
واكفروا آخره لعلهم يرجعون –

"এবং গ্রন্থধারীদিগের মধ্যে এক দল (পরস্পরকে) বলিল—মুছলমানদিগের প্রতি যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে, পূর্ব্বাহ্নে তাহার প্রতি বিশ্বাস প্রকাশকর এবং অপরাহ্নে তাহাকে অমান্য কর। ইহাতে মুছলমানগণও (স্বধর্ম্ম হইতে) ফিরিয়া যাইতে পারে। (২) ফলতঃ বদর যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে এহুদীগণ এইপ্রকারে হজরতকে ও মুছলমান সমাজকে নানাপ্রকারে উত্যক্ত করিয়া যুদ্ধ বাধাইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল।

(১) এছাবা ১—৮৮, আওছ। (২) আলে এমরান, ৮ম রুকু।

সে সময় বানিকইনোকা' নামক একটী এহুদ গোত্র মদিনায় বাস করিত, এহুদীদিগের মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধনিপুন ও ধনী বলিয়া আরবে ইহাদিগের বিশেষ খ্যাতি ছিল। ইহারা বদর যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে বিশেষ চেষ্টা করিয়া বহু অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম আপনাদিগের দুর্গে সংগ্রহ করিয়া রাখিতেছিল। সমর ঘোষণা হওয়া মাত্র ইহাদিগের শত শত যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারিত। এবনে খলদুন বলিতেছেন যে, কৃষিকার্য্য বা ভূসম্পত্তির প্রতি ইহারা কখনই আগ্রহ প্রদর্শন করে নাই, বাণিজ্য ও গৃহ শিল্পই ইহাদিগের জীবিকা নির্ব্বাহের একমাত্র উপলক্ষ ছিল। ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে বলিতেছেন যে, এই কইনোকা বংশের এহুদগণই সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল এবং তাহারাই সর্ব্বাগ্রে মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে উত্থান করিয়াছিল। (১)

বানিকইনোকা বংশের প্রকাশ্য বিদ্রোহাচরণ

মুছলমানগণ তখনও বদরের অনল পরীক্ষায় বিপন্ন, এমন সময় সুযোগ বুঝিয়া—এবং পূর্ব্ব নির্দ্ধারণ অনুসারে—বানিকইনোকার এহুদীগণ মদিনার মধ্যে সমরানল প্রজ্বলিত করার চেষ্টা করিল। এই সময় একদিন জনৈক মোছলেম মহিলা কোন আবশ্যকের জন্য বাজারে গিয়াছিলেন। এহুদীগণ স্বর্ণসুযোগ মনে করিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকারে উত্যক্ত ও অবমানিত করিতে লাগিল। কএকজন দুর্ব্বৃত্ত তাঁহার মুখের অবগুণ্ঠন খুলিয়া ফেলার জন্যও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল। মহিলাটী তখন নিরুপায় হইয়া তাঁহার পরিচিত জনৈক স্বর্ণকারের দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তিনি স্বর্ণকারের দোকানে বসিয়া আছেন, এমন সময় একজন এহুদী আসিয়া তাঁহার চাদরের কোনা দোকানের খুঁটিতে বাঁধিয়া দিল এবং নরাধমগণ 'মজা' দেখিবার জন্য একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে, দুর্ব্বৃত্তগণ সরিয়া গিয়াছে মনে করিয়া মহিলাটী যেমন গাত্রোত্থান করিলেন, অমনি তাঁহার গায়ের চাদরখানি খসিয়া পড়িল। এই ভদ্র পুরমহিলাকে বিবস্ত্র অবস্থায় দর্শন করিয়া নরপিশাচগণ হো হো করিয়া হাসিতে এবং করতালি দিতে থাকিল। মহিলাটী লজ্জায় ও ক্ষোভে মৃতপ্রায় হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—মোছলেম কুল মহিলা এহুদী নরপিশাচদিগের হস্তে বিপন্ন, তাহার সম্ভ্রম রক্ষা করার কেহ আছ কি? এই আর্ত্তনাদ জনৈক মুছলমান পথিকের কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনি উলঙ্গ তরবারী হস্তে সেদিকে ছুটিয়া আসিয়া মহিলার সম্ভ্রম রক্ষা করিলেন। এই সময় দুই এক কথায় বচসা বাধাইয়া এহুদীগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। তিনিও যথাসাধ্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আক্রমণকারী এহুদীদিগের সংখ্যাধিক্য হেতু তাঁহাকে অচিরাৎ নিহত হইতে হইল। তাঁহার তরবারীর আঘাতে একটী এহুদীও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। (২) এই সংবাদে মদিনাস্থ আনছার ও মোহাজেরগণের মনে যে প্রকার ক্রোধ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তাঁহারা পূর্ব্বকার সেই আরব থাকিলে তখনই

(১) তাবকাত, তাবরী, মাওয়াহেব, হালবী, এবনে-হেশাম প্রভৃতি।

মদিনার গলিতে গলিতে রক্তগঙ্গা বহিয়া যাইত, একটী স্ত্রীলোকের অপমানের প্রতিশোধে শত শত স্ত্রীলোককে নির্য্যাতিত এমনকি নিহত হইতে হইত। কিন্তু এখন তাঁহারা মুছলমান—আর এছলাম তাঁহাদের ধর্ম। এছলামের অর্থ শান্তি ও আনুগত্য, মহিমান্বিত মোস্তফার শিক্ষাগুণে তাঁহারা ইহা—কেবল স্বীকার নহে, বরং—প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। সুতরাং এহেন উত্তেজনার সময়েও তাঁহারা এই শিক্ষাকে অর্থাৎ এছলামকে বিস্মৃত হইলেন না। তাঁহারা নীরবে ধৈর্য্যধারণ পূর্ব্বক হজরতের আগমন-প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। (১)

মদিনায় প্রত্যাগমন করার পর এহুদীদিগের এই বিদ্রোহাচরণের কথা শুনিয়া হজরত স্বয়ং কইনোকাদিগের বাজারে উপস্থিত হইলেন এবং এহুদীদিগকে ডাকাইয়া নানাপ্রকার হিতোপদেশ প্রদান করিলেন। আবুদাউদের একটী হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত এহুদীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—"হে এহুদ সমাজ! তোমরা আনুগত্য স্বীকার কর, (১) অন্যথায় কোরেশদিগের ন্যায় তোমাদিগকেও বিপন্ন হইতে হইবে।" কিন্তু এহুদীগণ হজরতের উপদেশ গ্রহণ করিলনা। তাহারা বিশেষ ধৃষ্টতাসহকারে বলিতে লাগিল :—মোহাম্মদ! কতকগুলি কোরেশকে হত্যা করিয়াছ বলিয়া গর্ব্বিত হইওনা। তাহারা যুদ্ধ সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ ছিল। কিন্তু আমাদিগের সঙ্গে যখন সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, তখন জানিতে পারিবা যে ব্যাপারটা কিরূপ কঠিন। (২) যাহাহউক, এহুদীগণ আনুগত্য স্বীকার করিল না—হজরতের উপদেশ গ্রহণ করিল না। বরং প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধের 'চ্যালেঞ্জ' দিয়া হজরতকে শাসাইতে লাগিল। এদিকে মোছলেম মহিলার নির্য্যাতন ও অবমাননা এবং তাঁহার রক্ষাকারী আনছার বীরের হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মুছলমানদিগের মধ্যে উত্তেজনার অবধি নাই। হজরত যে এহুদীদিগকে ইহারই একটা বিচার মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। যাহাহউক, হজরত বিফল মনোরথ হইয়া সেখান হইতে ফিরিয়া আসিলেন।

এহুদীজাতি দুরভিসন্ধি ও নীচ ষড়যন্ত্রে সিদ্ধহস্ত হইলেও মনের বল ও ইমানের তেজ তাহাদিগের আদৌ ছিল না। হজরত ফিরিয়া যাওয়ার পর তাহারা দেখিল যে, তাহাদিগকে অচিরে মুছলমানদিগের সহিত সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। সুতরাং এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের সমস্ত স্পর্দ্ধা ও অহঙ্কার বিলুপ্ত হইয়া গেল। তাহারা অগত্যা দুর্গের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দুর্গের পথঘাটগুলি উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিল। তখন হজরত মুছলমানদিগকে লইয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন। এহুদীগণ মনে করিয়াছিল—কোরেশ শীঘ্রই মদিনা আক্রমণ করিবে; সুতরাং অল্প কিছুদিন এইভাবে কাটাইয়া দিতে পারিলেই তাহাদের সুদিন উপস্থিত

(১) উপক্রম উপসংহারের খাতিরে এই অর্থ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছি।
(২) বর্ণিত ইতিহাসগুলি দেখ।

হইবে, তখন তাহারা দুর্গ হইতে বাহির হইয়া মুছলমানদিগের ধ্বংস সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবে। কিন্তু দীর্ঘ ১৫ দিনের অবরোধের পর যখন তাহারা দেখিল যে, মক্কা হইতে কোন সাহায্য আসিল না, পক্ষান্তরে এই দীর্ঘ অবরোধের ফলে তাহাদিগের রসদাদিও নিঃশেষপ্রায় হইয়া আসিয়াছে—তখন তাহারা হজরতের নিকট আত্মসমর্পন করতঃ দুর্গ হইতে বাহির হইয়া আসিল। হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহারা প্রস্তাব করিল:—"আমরা আমাদিগের ধনসম্পদ ও অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ মদিনা হইতে বাহির হইয়া যাইতেছি। আমাদিগের প্রতি অন্য কোনপ্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন না!" তখনকার দেশাচার ও সামরিক নিয়মানুসারে মুছলমানগণ এই বিদ্রোহী বন্দীদিগের প্রতি যদৃচ্ছা দণ্ডের ব্যবস্থা করিতে পারিতেন, প্রধান পক্ষকে হত্যা করিয়া তাহাদিগের স্ত্রী ও বালকবালিকাগণকে দাসদাসীতে পরিণত করিয়া রাখিতে পারিতেন। আর তখনকার কথাই বা বলিতেছি কেন, সভ্যতার এই চরম উৎকর্ষের দিনে, জগতের সভ্যতাভিমানী জাতিগুলি "বিদ্রোহী" দিগেব সম্বন্ধে যে কি প্রকার মোলাএম ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা সকলেরই বিদিত আছে। সেণ্টহেলেনায় নেপোলিয়নের ন্যায় বীরকেও কি অবস্থায় জীবন যাপন করিতে হইয়াছে, তাহাও সকলে অবগত আছেন। এই সেদিনকার কথা—পরাজিত কাইসর ও আনওয়ার পাশা প্রভৃতির জন্য ইংলণ্ডে যেরূপ যুপকাষ্ঠের ব্যবস্থা করা হইতেছিল, ভারতবর্ষে "শান্তিশৃঙ্খলা ও সুশাসনের নামে" নিরস্ত্র দেশবাসীর উপর গুলি চালাইয়া নিয়তই যে মহানুভবতা প্রকাশ করা হইতেছে—ভারতবাসী মাত্রই তাহা অবগত আছেন। আজ যদি সার উইলিয়ম মুয়র ও ডাক্তার মারগোলিয়থের স্বজাতীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন কোন দেশে ঐপ্রকার ঘটনা সংঘটিত হয়, তাহা হইলে তাঁহারাই যে বিদ্রোহীদিগের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন, বোধহয় জগদ্বাসীর তাহা অবিদিত নাই। কিন্তু হজরত এই বিদ্রোহী এহুদীদিগের একটী প্রাণীকেও কোনপ্রকারে দণ্ডিত করিলেন না। তিনি শান্তির প্রার্থী, তাই তিনি বিনা-বাক্যে এহুদীদিগের প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। কেবল সম্মতিই নহে—বরং তাহাদিগের যাত্রার সুব্যবস্থা করার জন্য ওবাদা-বেন-ছামেৎ নামক বিখ্যাত ছাহাবীকে বিশেষরূপে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে এই ওবাদার সহিত কইনোকা বংশের বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। অধিকন্তু হজরত তাহাদিগকে তিন দিনের অবকাশ প্রদান করিলেন।

এবনে-এছহাক প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এহুদীগণ হজরত সমীপে উপস্থিত হইলে, আবদুল্লাহ্-এবনে-উবাই নামক কপট, বিশেষ অনুনয় বিনয় করিয়া বলিতে লাগিল—'মোহাম্মদ! ইহাদিগের প্রতি করুণ ব্যবহার কর!' এই প্রকার বলিতে বলিতে সে হজরতের বর্ম্মের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া তাঁহাকে পশ্চাৎদিক হইতে ধরিয়া ফেলিল। হজরত বিশেষ বিরক্তি ও ক্রোধ সহকারে পুনঃ পুনঃ তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বলিলেন, কিন্তু সে এতৎসত্ত্বেও পুনঃ পুনঃ উত্তর করিতে লাগিল—আমি কোন মতেই ছাড়িব না। যাবৎ তুমি উহাদিগের সম্বন্ধে করুণ ব্যবস্থা

না কর, তাবৎ আমি তোমাকে ছাড়িতে পারি না ! তাহার পর হজরত রাগ করিয়া বলিলেন—"দূর হইয়া যাউক, তোমার খাতিরে উহাদিগকে ছাড়িয়া দিলাম।" এই বিবরণটী যে প্রক্ষিপ্ত, এই অস্বাভাবিক গল্পটাই তাহার প্রমাণ। বর্ণিত আবদুল্লা যে একজন কপট এবং সে যে শত্রুদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করার প্রধান পাণ্ডা, তাহা হজরতের এবং মুছলমানদিগের জানিতে বাকী ছিল না। ইহার ন্যায় নরাধমের জেদে হজরত এহুদীদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন—এরূপ কথা পাগলেও বিশ্বাস করিতে পারেনা। অধিকন্তু এই গল্পে আবদুল্লার যে উৎকট ব্যবহারের কথা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক ও অসম্ভব। বিশেষতঃ রেওয়ায়তের হিসাবেও এই বিষয়টী অবিশ্বাস্য। স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়াকেদী, এই বিবরণের সঙ্গে وهو يريد قتلهم পদাংশ যোগ করিয়া দিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, হজরত বানিকইনোকার এহুদীদিগকে হত্যা করার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু আবদুল্লা-বেন-ওবাই নামক মোনাফেকের খাতিরে এবং তাহার অত্যাচারে তাহা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ওয়াকেদীর ন্যায় 'মিথ্যা বিবরণের প্রবর্ত্তক' ঐতিহাসিকের এবম্বিধ অশাস্ত্রীয় ও অস্বাভাবিক বর্ণনাকে আমরা বিনা বিচারেই মিথ্যা সাব্যস্ত করিতে পারি, ভূমিকায় ইহার বিষয় বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। আমরা উপরে আবুদাউদের যে হাদিছটী উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেও এইসকল কথার কোন আভাস নাই।

এহুদীগণ মুছলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করার জন্য বহুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র রণসম্ভার ও রসদপত্র দুর্গে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিল, সেগুলি মুছলমানদিগের হস্তগত হইল—এবং এই প্রকারে আল্লার অনুগ্রহে শত্রুগণই তাঁহাদিগের শক্তিবর্দ্ধনের কারণ হইয়া দাঁড়াইল।

عدو شود سبب خير گر خدا خواهد

হেজরতের পর হইতে বিগত দুই বৎসর পর্য্যন্ত মদিনার এহুদগণ এছলাম মুছলমান সমাজ এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার বিরুদ্ধে যে কি প্রকার নৃশংস ও জঘন্য আচরণে লিপ্ত হইয়াছিল, এই অধ্যায়ের প্রথমে তাহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। পাঠকগণ এই উপলক্ষে কা'ব-বেন-আশরফ নামক এহুদ-দলপতির সম্যক পরিচয়ও জানিতে পারিয়াছেন। ৩য় হিজরীর রবিউলআউওল মাসে এই কা'ব হজরতের আদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। খৃষ্টান লেখকগণ এই প্রসঙ্গে হজরতের প্রতি নানাপ্রকার দোষারোপ করিয়াছেন। সেইজন্য আলোচনার সুবিধার নিমিত্ত আমরা কা'বের গত দুই বৎসরের দুষ্কীর্ত্তিগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কা'বের প্রাণদণ্ড।

(১) বদর যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই মক্কার কোরেশ ও মদিনার এহুদদিগের মধ্যে যে গুপ্ত ষড়যন্ত্র চলিতেছিল, কা'ব তাহার প্রধান নায়ক।

(২) বদর যুদ্ধে মুছলমানদিগের বিজয়লাভের সংবাদ শ্রবণ করা মাত্র নরাধম কা'ব ক্রোধে ও অভিমানে আত্মহারা হইয়া যে ভাষায় নিজের মনোভাব প্রকাশ করিয়াছিল, পাঠকগণ তাহা যথাস্থানে অবগত হইয়াছেন।

(৩) কা'ব বদর যুদ্ধের পর প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করতঃ প্রধান প্রধান এহুদী দলপতি ও পুরোহিতদিগকে সঙ্গে লইয়া মক্কায় গমন করে এবং মদিনা আক্রমনপূর্ব্বক বদরের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য কোরেশদিগকে উত্তেজিত করিতে থাকে।

(৪) সে মক্কায় গিয়া প্রত্যেক নিহত কোরেশের নামে এক একটী উত্তেজনাপূর্ণ কবিতা রচনা করে এবং কোরেশদিগের প্রতিহিংসাবৃত্তিকে ভীষণতর করিয়া তুলে।

(৫) সে মক্কায় গিয়া কোরেশদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতে থাকে যে, মোহাম্মদ একেশ্বরবাদী হইলেও কোরেশদিগের পৌত্তলিকতার ধর্ম্ম, তাঁহার ধর্ম্ম অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ।

(৬) কা'ব স্বজাতীয় প্রধান পুরোহিতদিগকে সঙ্গে করিয়া কা'বায় কোরেশ দলপতিগণের সহিত মিলিত হয়। সেখানে উভয় দল ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করে যে, তাহারা সম্মিলিতভাবে মুছলমানদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

(৭) ইহার পর আবুছুফ্‌য়ানও গুপ্তভাবে মদিনা আগমন করে এবং এসম্বন্ধে সমস্ত যুক্তি পরামর্শ স্থির করিয়া যায়।

(৮) কা'ব প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কোরেশদিগের সহিত ষড়যন্ত্র পাকাইয়া এবং তাহাদিগকে মুছলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করার জন্য বিশেষরূপে উৎসাহিত করিয়া আসিতেছিল।

(৯) মদিনার সমস্ত এহুদগোত্রকে মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করার জন্য সে প্রথম হইতে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছিল। এমন কি, এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া সমস্ত পুরোহিত ও যাজককে নিজের অনুগত করিয়া লইয়াছিল।

(১০) সে নানা প্রকার কবিতা রচনা করিয়া প্রকাশ্যভাবে হজরতের ও মুছলমানদিগের নামে নানারূপ গ্লানিকর কথার প্রচার করিত। মক্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর সে মোছলেম পুরমহিলাগণের নামেও ঐ প্রকার জঘন্য কবিতা রচনা করিতে এবং তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত করিতে আরম্ভ করিল।

(১১) মক্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সে হজরতকে হত্যা করার জন্য অভিসন্ধি আঁটিয়া, তাঁহাকে নিমন্ত্রণের আছিলায় রাত্রিকালে স্বগৃহে আহ্বান করিল। এদিকে হত্যার সমস্ত আয়োজন ঠিক হইয়া রহিয়াছে। এহুদ পল্লীতে উপস্থিত হইয়া হজরত এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারেন এবং অতি সঙ্গোপনে কা'বের বাটী হইতে সরিয়া পড়েন।

(১২) ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কা'ব জননী জন্মভূমির স্বাধীনতা বিলুপ্ত করিতে এবং

তাহাকে চিরকালের জন্য বিদেশী কোরেশদিগের দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া দিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল।

উপরে কা'বের যে সকল নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অপরাধের কথা উল্লেখিত হইয়াছে, তাহা যে কিরূপ মারাত্মক, পাঠকগণ তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। এহেন নরাধমকে এই অবস্থায় আর কিছুদিন ছাড়িয়া দিলে সে যে হজরতকে ও মুছলমানদিগকে ভবিষ্যতে কি প্রকার বিপন্ন করিতে পারিত, তাহাও একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। সুতরাং এহেন কা'বের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ দেওয়া যে সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত ও সমীচীন হইয়াছিল, ন্যায়নিষ্ঠ পাঠক মাত্রকেই তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

কা'বের হত্যা ব্যাপার লইয়া ইতিহাস পুস্তকসমূহে নানাপ্রকার ভিত্তিহীন কিম্বদন্তি ও গল্পগুজব সঙ্কলিত হইয়াছে। রেওয়ায়তের হিসাবেও যে ঐ বিবরণগুলির কোনই মূল্য নাই, বিজ্ঞ পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবেনা। বোখারী মোছলেম প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থেও কা'বের প্রাণদণ্ডের বিবরণ বিস্তারিতরূপে উল্লেখিত হইয়াছে। আমরা যতদূর অবগত হইতে পারিয়াছি, এই হাদিছ গ্রন্থগুলিতেও কোন প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবীর সাক্ষ্য উদ্ধৃত হয় নাই। একটা উদাহরণ দিতেছি। বোখারীর একটী রেওয়ায়ত একরামা হইতে বর্ণিত হইয়াছে। একরামা বলিতেছেন যে তিনি এবনে-আব্বাছের মুখে কা'বের হত্যা সংক্রান্ত বর্ণনাটী অবগত হইয়াছেন। কিন্তু একটু অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারা যাইবে যে, ঘটনার সময় এবনে-আব্বাছ পাঁচ বৎসরের শিশু মাত্র, বিশেষতঃ তখন তিনি তাঁহার পিতার সহিত মক্কায় অবস্থান করিতেছিলেন। ইহা ব্যতীত একরামা যে কিরূপ বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি, ভূমিকায় তাহা বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে। এই শ্রেণীর রেওয়ায়তগুলির উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগের ঐতিহাসিক ও টীকাকারগণের মধ্যে অনেকেই বলিয়াছেন যে, আলোচ্য ঘটনা উপলক্ষে ছাহাবাগণকে হজরত প্রকারান্তরে মিথ্যাকথা কহিবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। অথচ এই রেওয়ায়তগুলির ষোল কড়াই কাণা।

সার উইলিয়ম প্রমুখ খৃষ্টান লেখকগণ এই প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের অভ্যাসমত নানাপ্রকার প্রলাপোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের খাতিরে নিম্নে একজন ইংরেজ লেখকের মন্তব্য উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। মিঃ ষ্ট্যানলি লেনপুল মিঃ E. W. Lane কৃত selections from the Koran নামক পুস্তকের ভূমিকায় এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—

"The excution of the half-dozen marked Jews is generally called assasination, because a Muslem was sent secretly to kill each of the criminals. The reason is almost too obvious to need explanation.

There were no police or law courts, at Madina; some one of the followers of Mohammad must therefore be the executer of the sentence of death, and it was better it should be done quietly, as the excuting of a man openly before his clan would have caused a brawl and more bloodshed and retaliation, till the whole city had become mixed up in the quarrel. If secret assassination is the word for such deeds, secret assassination was necessary part of the internal government of Madina. The men must be killed, and best in the way. In saying this I assume that Mohammad was cognisant of the deed, and that it was not merely a case of private vengance; but in several instances the evidence that traces these executions to Mohammad's order is either entirely wanting or is too doubtful to claim our credence."

অষ্টপঞ্চাশৎ পরিচ্ছেদ

ওহোদের অগ্নি-পরীক্ষা।

মক্কার সমস্ত ধনসম্পদ লইয়া আবুছুফয়ান কি উদ্দেশ্যে সিরিয়া যাত্রা করিয়াছিল, বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে আমরা তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করিয়াছি। বদর যুদ্ধে ভীষণভাবে পরাজিত হওয়ার পর কোরেশের বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসা শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া গেল এবং তাহারা মুছলমানদিগকে দুনয়ার পৃষ্ঠা হইতে মুছিয়া ফেলার জন্য যথাসাধ্য উদ্যোগ আয়োজন করিতে লাগিল। গতবার হঠাৎ আক্রমণ করিয়া বসায় তাহাদিগকে যেপ্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল এবং ঐ যুদ্ধে অল্পসংখ্যক মোছলেম বীর যে অসাধারণ বলবীর্য্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, কোরেশ দলপতিগণের তাহা বিশেষরূপে স্মরণ ছিল। কাজেই এবার তাহারা এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখিয়াই উদ্যোগ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। বদর সময়ের পূর্ব্বে কোরেশগণ নিজেদের শেষ রৌপ্যখণ্ডটীও আবুছুফ্য়ানের হস্তে সমর্পন করিয়াছিল এবং এইপ্রকারে তাহার তহবিলে পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল, এ বিবরণ আমরা যথাস্থানে অবগত হইয়াছি। সিরিয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর পূর্ণ এক বৎসর সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আবুছুফ্য়ানের কাফেলার ধনসম্পদগুলি এযাবত প্রাপকগণকে ফিরাইয়া দেওয়া হয় নাই, বরং তৎসমুদায় কোরেশদিগের মন্ত্রণা গৃহে আমানত রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল। (১) ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলে চিন্তাশীল পাঠকগণ সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার একমাত্র উদ্দেশ্যে এই বিপুল ধনরাশি সঞ্চিত হইয়াছিল। আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, মক্কায় শোকসন্তাপ কথঞ্চিতরূপে প্রশমিত হইয়া গেলে, একরামা ও ছফওয়ান প্রভৃতি আবু-ছুফ্য়ানের নিকট প্রস্তাব করে যে, মূলধনগুলি প্রাপকগণকে ফিরাইয়া দেওয়া হউক, আর মুনাফার টাকাগুলি যুদ্ধের জন্য ব্যয় করা হউক। আবুছুফ্য়ান বিশেষ আগ্রহসহকারে এই প্রস্তাবে সম্মতিপ্রদান করে। তাহার পর মুনাফার টাকাগুলি লইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ আয়োজনে ব্যয় করা হয়। কিন্তু এক বৎসর পর্য্যন্ত এই টাকাগুলি এমনভাবে ফেলিয়া রাখা হইল কেন—তাহার কারণ অনুসন্ধান করা কেহই আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই! অধিকন্তু তাঁহারা এক বাক্যে বলিতেছেন যে, "এইরূপে মুনাফার পঞ্চাশ হাজার

কোরেশের রণ-সজ্জা।

(১) এবনে-হেশাম, তাবরী, হালবী প্রভৃতি।

স্বর্ণমুদ্রা কোরেশদিগের যুদ্ধ তহবিলে সঞ্চিত হইয়া গেল।" অর্থাৎ তাঁহাদিগের কথা অনুসারে এ যাত্রায় আবুছুফ্‌য়ানের শতকরা একশত টাকার হিসাবে লাভ হইয়াছিল। ইহার উপর কোরেশগণ এক হাজার উটও এই মুনাফা খাতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং এই এক হাজার উটের মূল্যও ঐ পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রার সহিত যোগ করিয়া দিতে হইবে। বলা বাহুল্য যে, এই রেওয়ায়তগুলির উপর আমরা আদৌ কোন আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না। সকল দিক ভাবিয়া সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে সহজেই উপলব্ধ হইবে যে, ইতিহাসের রাবী বা জনশ্রুতি-বর্ণনাকারীগণ এসম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারেন নাই, এবং আমাদিগের মোহাদ্দেছ ও আলেমগণ ঐসকল ইতিহাসকে চিরকালই উপেক্ষার চক্ষে দেখিয়া আসায় অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় তাহার সূক্ষ্ম আলোচনাও এযাবত হইতে পারে নাই। প্রকৃত কথা এই যে বর্ণিত ৫০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা যুদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্যেই আবুছুফ্‌য়ানের নিকট সঞ্চিত হইয়াছিল, মুনাফাসহ এই মূলধন সঙ্কল্পিত যুদ্ধে ব্যয় করার জন্যই এত কাল আমানত রাখা হইয়াছিল এবং পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত উদ্দেশ্য সাধন করার প্রথম সুযোগ উপস্থিত হওয়া মাত্রই মূল ধনের ঐ পঞ্চাশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ও তাহার মুনাফা হইতে খরিদা রণসম্ভার ও যান বাহনাদি সমস্তই যুদ্ধের জন্য ব্যয়িত ও নিয়োজিত হইয়াছিল। বদর যুদ্ধ প্রসঙ্গে আমরা কোরআনের প্রমাণ দ্বারা এই বিষয়টী প্রতিপন্ন করিয়া আসিয়াছি।

এই প্রসঙ্গে আরও বলা আবশ্যক যে, বদর হইতে ওহোদ পর্য্যন্ত কোরেশগণ যে নিজেদের সমস্ত ধনসম্পদ ও বাণিজ্যসম্ভার মন্ত্রণাগৃহে তালাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল এবং এতদিন তাহারা যে গালে হাত দিয়া বসিয়াছিল, এরূপ অনুমান করাও সমীচীন হয় নাই। ঐতিহাসিকগণ নিজেরাই স্বীকার করিতেছেন যে, এই সময় কোরেশগণ পুরাতন বাণিজ্যপথ পরিত্যাগ করিয়া এরাকের মধ্য দিয়া সিরিয়া যাতায়াত করিতে থাকে। এইজন্য জাএদ-বেন-হারেছার নেতৃত্বাধীনে একটা অভিযান প্রেরণের কথাও তাঁহারা স্বীকার করিতেছেন। ফলতঃ কোরেশজাতি নিজের সমস্ত ধনসম্পদ ব্যয় করিয়া এই সাধারণ তহবিল গঠন করিয়াছিল এবং বাণিজ্যদ্বারা ঐ তহবিল বাড়াইয়া লওয়ার চেষ্টাও তাহারা করিয়াছিল। অধিকন্তু এই বাণিজ্য উপলক্ষে আরব ও সিরিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে গমনপূর্ব্বক অস্ত্রশস্ত্র ও রণসম্ভারাদি সংগ্রহ করার বিশেষ সুবিধাও তাহাদের হইয়াছিল। যাহা হউক, দীর্ঘকালের চেষ্টার ফলে কোরেশদিগের সাধারণ তহবিলে প্রচুর অর্থ সঞ্চিত হইয়া গেল এবং তাহাদের অস্ত্রশস্ত্রেরও আর কোন অভাব থাকিল না।

কোরেশের ধনবল ও জনবল।

এইরূপ ধনবলে যথেষ্ট বলীয়ান হওয়ার পর কোরেশদলপতিগণ জনবল সংগ্রহের প্রতি মনোযোগী হইল। এহুদজাতির সহিত তাহাদিগের ষড়যন্ত্রের কথা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। মদিনা আক্রান্ত হইলে, এহুদীগণ যে প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া মুছলমানদিগকে

আক্রমণ করিবে, পরস্পরের মধ্যে এইরূপ সন্ধি ও প্রতিজ্ঞা বহুপূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। সুতরাং কোরেশগণ এখন আরবের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন বংশ ও বিভিন্ন গোত্রের নিকট প্রতিনিধি পাঠাইয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে লাগিল। এজন্য তাহারা মক্কার দুইজন কবিকে বিশেষভাবে নিয়োজিত করিল। ইহাদিগের মধ্যে প্রথম ও প্রধান আবুল-আজ্জা। এই নরাধম বদর যুদ্ধে মুছলমানদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল। তাহার পর হজরতের দয়ায় বিনাক্ষতিপূরণে মুক্তি পাইয়াছিল। সে হজরতের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিল যে, অতঃপর আর কখনও মুছলমানদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। কিন্তু সে মক্কায় পৌঁছামাত্র খুব বড় গলা করিয়া বলিতে লাগিল—"মোহাম্মদকে কেমন ঠকাইয়া আসিয়াছি।" যাহা হউক, এই নরাধম কোরেশের অন্যতম কবি মোছাফে'র সহিত যোগদান করতঃ বিভিন্ন গোত্রের আরবদিগের নিকট উপস্থিত হইল এবং নিজেদের দুষ্টপ্রতিভা ও শয়তানী-শক্তির প্রভাবে, হেজাজের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আগুণ লাগাইয়া দিল। "ধর্ম্মের অপমান, ধর্ম্মমন্দিরের অপমান, ঠাকুরদেবতার অপমান, পুরোহিত পণ্ডিতদিগের সর্ব্বনাশ—" প্রভৃতি বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া তাহারা চারিদিকে এমনি উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া দিল যে, অল্পকালের মধ্যে নানাস্থান হইতে বহু দুর্দ্ধর্ষ আরবযোদ্ধা মক্কায় সমবেত হইয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে অন্যূন তিন সহস্র সৈন্যের এক বিরাটবাহিনী মদিনা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হইল।

যাত্রার সময় কোরেশগণ তাহাদিগের প্রধান দেবতা হোবল ঠাকুরকে সঙ্গে লইতে বিস্মৃত হইল না। সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে কোরেশের জয়পতাকা। পতাকার পশ্চাতে বিকট-দর্শন বিরাটকায় হোবল ঠাকুর উচ্চ চতুর্দ্দোলার উপর প্রতিষ্ঠিত। ঠাকুরের পশ্চাতে ১৫শ জন কোরেশনারী 'রণচণ্ডী' বেশে উটের উপর বসিয়া আছে। তাহারা রণবাদ্য বাজাইয়া এবং যুদ্ধসঙ্গীত গান করিয়া এই বিপুল কোরেশবাহিনীর প্রতিহিংসাবৃত্তিকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছে। আরবের বিখ্যাত বীর খালেদ-বেন-অলিদ দুইশত সুসজ্জিত অশ্বসাদী সৈন্য লইয়া তাহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান। তাহার পর সাতশত উষ্ট্রারোহী দুর্দ্ধর্ষ আরব বীর লৌহবর্ম্মে আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিয়া অপেক্ষা করিতেছে। এইরূপে তিন সহস্র সৈন্যের এই বিরাটবাহিনী, সত্যকে সমূলে উৎপাটিত করার উদ্দেশ্যে মদিনার পথে যাত্রা করিল। হজরতের পিতৃব্য আব্বাছ, কোরেশের এই উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া যারপরনাই বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং জনৈক অনুগত লোককে একখানা পত্রসহ মদিনায় পাঠাইয়া দিলেন। আব্বাছের প্রেরিত দূত বিশেষ চেষ্টা করিয়া কোরেশবাহিনীকে পশ্চাতে রাখিয়া মদিনায় উপস্থিত হইল। কোরেশের এই বিপুল সাজ-সজ্জায় সংবাদপ্রাপ্ত হইয়া হজরত ধীরগম্ভীর স্বরে বলিলেন :—

কোরেশবাহিনীর যুদ্ধযাত্রা।

حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔

অসংখ্য সৈন্য ও বিরাট আয়োজন সহকারে কোরেশগণ আমাদিগকে ধ্বংস করিতে আসিতেছে আসুক! "আমাদিগের আল্লাহ আছেন, তিনি আমাদিগের অবলম্বন, তিনিই আমাদিগের সম্বল, তিনিই আমাদিগের সহায়। তিনি একাকীই আমাদিগের পক্ষে যথেষ্ট।" অতঃপর আততায়ীদিগের সংবাদ আনিবার জন্য তখন দুইজন ছাহাবীকে মদিনার বাহিরে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, কোরেশ সৈন্যবাহিনী একেবারে মদিনার নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছে।

শুক্রবারের প্রাতঃকালে হজরত ছাহাবাগণকে পরামর্শের জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। আবদুল্লা-বেন-ওবাইকেও ডাকা হইল। সকলে সমবেত হইলে কিংকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে পরামর্শ আরম্ভ হইল। আনছার ও মোহাজেরগণের মধ্যে যাঁহারা প্রবীণ, তাঁহাদিগের অধিকাংশই নিবেদন করিলেন—'হজরত! সকল দিককার সমস্ত অবস্থা সম্যকরূপে বিবেচনা করিয়া আমাদিগের মনে হইতেছে যে, এবার নগরের বাহিরে গমন করা আমাদের পক্ষে কোনমতেই সঙ্গত হইবে না।' পাঠকগণ মদিনার আভ্যন্তরীণ অশান্তির কথা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। এই আশঙ্কায় গত কয়েকদিন ধরিয়া সমস্ত মদিনার উপর কড়া পাহারা বসাইতে হইয়াছিল। মহাত্মা ছাআদ-বেন-মাআজ প্রভৃতি আনছার নায়কগণ বহু বিশ্বস্ত ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া গতরাত্রি মদিনার মছজিদের দ্বারদেশে রক্ষীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এ অবস্থায় সম্ভবতঃ আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের আশঙ্কা করিয়াই প্রবীনেরা এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে মদিনানগরী তখনকার হিসাবে ক্ষুদ্র দুর্গ এবং প্রাচীর ও পরীখাদির দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। সুতরাং শত্রুসৈন্য নগরের নিকটবর্ত্তী হইলে তাঁহারা সহজেই তাহাদিগের ক্ষতিসাধন করিতে পারিবেন, অথচ শত্রুগণ তাঁহাদিগের বিশেষ কোন ক্ষতি করিয়া উঠিতে পারিবে না। হজরতও এই মতের সমর্থন করিয়া বলিলেন— আমার মতেও ইহাই সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে। স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিয়া আমরা নগরের মধ্যেই অবস্থান করি।

পরামর্শ সভা।

কিন্তু এই মতটী সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল না। এবনে-ছাআদ বলিতেছেন যে, সর্ব্বপ্রথমে فتيان احداث অর্থাৎ নব্য যুবকগণ (young party) এই প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করিলেন। তাঁহারা সসম্ভ্রমে নিবেদন করিলেন—হজরত! আমরা এই প্রস্তাবের সমর্থন করিতে পারিতেছিনা। আমাদের মতে এই প্রকারে নগরে অবরুদ্ধ হইয়া থাকিলে শত্রুপক্ষের স্পর্দ্ধা বাড়িয়া যাইবে। তাহারা মনে করিবে যে, আমরা তাহাদিগের বলবিক্রম দর্শনে ভীত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা শত্রুপক্ষকে দেখাইতে চাই যে, আমরা দুর্ব্বল নহি, কাপুরুষ নহি। আজ যদি আমরা অগ্রসর হইয়া আক্রমণ করিতে পারি, তাহা হইলে ভবিষ্যতে আবার আমাদিগকে আক্রমণ করিতে এত সহজে সাহসী

তরুণের প্রতিবাদ ও ভোট গ্রহণ।

হইতে পারিবে না। হজরতের পিতৃব্য বীরকুলকেশরী আমীর হামজা এতক্ষণ চুপ করিয়া এই সকল আলোচনা শুনিয়া যাইতেছিলেন। এতক্ষণে তিনি হুঙ্কার দিয়া বলিলেন—এইত কথার মত কথা। আমরা সত্যের সেবক মুছলমান—সত্যের সেবায় আত্মোৎসর্গ করাই আমাদিগের পার্থিব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সফলতা। জয়-পরাজয় আল্লার হাতে এবং জীবন-মরণ তাঁহার অধিকারে—সে ভাবনা ভাবার কোন দরকার আমাদের নাই। 'হে আল্লার সত্যনবী! যিনি আপনার প্রতি কোরআন অবতীর্ণ করিয়াছেন—তাঁহার দিব্য, মদিনার বাহিরে গিয়া উহাদিগের সহিত যুদ্ধ না করিয়া আমি অন্ন স্পর্শ করিব না!' একদল আনছারও শেষোক্ত দলে যোগদান করিলেন। ফলতঃ এই প্রকার বাদানুবাদের পর দেখা গেল যে,

غلب على الامر الذى يريدون — ابن سعد

শেষোক্ত প্রস্তাবের পক্ষেই অধিকাংশ লোকের মত—অর্থাৎ নবীন দলের প্রস্তাবই ভোটে জয়যুক্ত হইল। সুতরাং নিজের ও নিজের বিশিষ্ট সহচরগণের মতের বিরুদ্ধ হইলেও হজরত এই প্রস্তাব অনুসারে ঘোষণা করিলেন—"সকলে প্রস্তুত হও, অদ্যই যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইবে।" এই পরামর্শ সভা ভঙ্গ হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই জুমআর নামাজের সময় উপস্থিত হইল। নামাজ অন্তে হজরত সকলকে জেহাদ সম্বন্ধে উপদেশ ও উৎসাহ প্রদান করিলেন এবং তাঁহাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে—"ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেই তাহাদের জয় নিশ্চিত।" জুমআর পর এই প্রকার ওয়াজ নছিহতে আছরের ওয়াক্ত উপস্থিত হইল এবং আছরের নামাজ পড়াইয়া হজরত সকলকে প্রস্তুত হইতে আদেশ দিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। ভক্তপ্রবর মহাত্মা আবুবাকর ও ওমরও হজরতের সঙ্গে গমন করিলেন। এদিকে আদেশ প্রাপ্তি মাত্র মুছলমানগণ নিজ নিজ বাটীতে গমন করিলেন এবং অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মছজিদের সম্মুখে সমবেত হইতে লাগিলেন।

হজরত অন্তঃপুরে প্রবেশপূর্ব্বক রণসাজে সুসজ্জিত হইতে লাগিলেন। এবারকার রণসজ্জায় হজরতের বিশেষ আগ্রহ দর্শন করিয়া ভক্তযুগল যেন একটু চমকিয়া উঠিলেন। কিন্তু কোনপ্রকার জিজ্ঞাসাবাদ না করিয়া তাঁহারা প্রভুকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। হজরত পর-পর দুইটী বর্ম্ম দ্বারা অঙ্গ আচ্ছাদিত করিলেন। বর্ম্মের উপর দৃঢ় কটিবন্ধ শোভিত হইল, 'জুলফাকার' বামে দুলিতে লাগিল। ভক্তযুগল প্রভুকে এই প্রকারে সুসজ্জিত করার পর তাঁহার শিরোদেশে আমামা বাঁধিয়া দিলেন। এইরূপে হজরত আজ সেনাপতি বেশে সুসজ্জিত হইয়া মুছলমান মোজাহেদগণের জন্য কর্ম্মযোগের পূর্ণতম আদর্শ সংস্থাপনে প্রস্তুত হইলেন। এদিকে এক সহস্র মুছলমান রণসাজে সজ্জিত হইয়া প্রভুর আগমন অপেক্ষায় ছত্রবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান—সকলের দৃষ্টি এক দিকে। এমন সময় ছাআদ-বেন-মাআজ প্রমুখ কএকজন বিশিষ্ট ছাহাবী সমবেত জনগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—আপনারা সকলে আর একবার

চিন্তা করিয়া দেখুন। আমার বিবেচনায় এই প্রকারে হজরতের মতের বিরুদ্ধাচরণ করা আমাদিগের পক্ষে কোনমতেই উচিত হইতেছে না। আপনারা সকলে হজরতের মতের উপর নির্ভর করুন। এখানে এই প্রকার কথোপকথন হইতেছে—এমন সময় ভক্তযুগলকে সঙ্গে করিয়া হজরত তাঁহাদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। এমন অভূতপূর্ব্ব রণসজ্জা, এমন অপরূপ বেশ-ভূষা—আজ কিসের জন্য ? সেই চির রমনীয়-চিরকমনীয়, চির সুন্দর-চির মনোহর, স্বর্গীয় সুষমায় চির উদ্ভাষিত বদনমণ্ডলের প্রশান্ত গম্ভীর ভাব দর্শনে ভক্তগণ যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। তখন ছাআদের পূর্ব্ব কথিত উপদেশ মতে কএকজন ছাহাবা অগ্রসর হইয়া নিবেদন করিলেন—'হজরত ! আমরা নিজেদের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতেছি, আপনার প্রতি নির্ভর করিতেছি। আপনি এ বেশ ত্যাগ করুন !' কিন্তু হজরত দৃঢ় কণ্ঠে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন—"অসম্ভব !" জনমতের আধিক্যে একটা সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে এবং জননায়ক সেই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণাও করিয়া দিয়াছেন। এক্ষণে জনসাধারণ সেই নেতার ব্যক্তিগত মতের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নিজেদের স্বাধীন মতটীকে বিসর্জ্জন দিতেছে, তাঁহার মতে আত্মসমর্পন করিতেছে—সুতরাং হজরত এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিতে পারিলেন না। তাই তিনি ভক্তগণকে মধুর সম্ভাষণপূর্ব্বক বলিলেন—ইহা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে আল্লাহ্ যদি আমাকে ইহার বিপরীত আদেশপ্রদান করিতেন, তাহা হইলে আমি সেই আদেশের অনুসরণ করিতাম। এখন সকলে প্রস্তুত হও, আল্লার নাম করিয়া যাত্রা কর। ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলে তোমাদিগের জয় নিশ্চিত।

পৃথিবীর সকল সভ্যতা কেন্দ্র হইতে দূরে অবস্থিত আরব উপদ্বীপে, আজ হইতে সার্দ্ধ ত্রয়োদশ শত বৎসর পূর্ব্বে, একজন নিরক্ষর আরব দুন্য়াকে গণতন্ত্রের এবং মানবীয় অধিকারের মূলসূত্র সম্বন্ধে যে শিক্ষা দিতেছেন, জনমতের মর্য্যাদা রক্ষা সম্বন্ধে যে আদর্শ স্থাপন করিতেছেন—পাঠকগণ এখানে একবার তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। আরবের দুর্দ্ধর্ব 'বেদুইন'—যাহারা সমাজপতির আদেশ নির্দ্দেশ মাত্রের অন্ধ অনুকরণ করিয়া চলিতে চিরঅভ্যস্ত, হজরতের শিক্ষা-গুণেই আজ তাহারা তাঁহারই মতের প্রতিবাদ করিতেছে। অথচ তাহারা প্রাণে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, হজরত আল্লার সত্য রছুল এবং তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেই নিজেদের ধনপ্রাণ লুটাইয়া দিতে তাহারা কখনও মুহূর্ত্তের জন্যও কুণ্ঠা বোধ করে নাই। এ শিক্ষার এবং এ আদর্শের কি তুলনা আছে ?

পাঠকগণ কোরেশদিগের উদ্যোগ আয়োজন এবং তাহাদিগের ধনবল ও জনবলের কথা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। এখন মুছলমানদিগের আয়োজনের ব্যাপারটাও দর্শন করুন।

মোছলেমবাহিনীর যুদ্ধযাত্রা।

জুম্‌আর পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত স্থির হইল এবং আছরের নামাজঅন্তে সকলকে প্রস্তুত হইয়া আসিবার আদেশ দেওয়া হইল। আদেশমাত্র সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিলেন, আর যাহার যাহা সম্বল ছিল তাহাই লইয়া মুহূর্ত্তেকের মধ্যে

ফিরিয়া আসিলেন। বীরত্বের হুঙ্কার নাই, অহঙ্কারের দুন্দভি নিনাদ নাই, প্রতিহিংসার আস্ফালন নাই—সকলে ধীর স্থির পদ নিক্ষেপে নিজের নিজের অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মছজিদের সম্মুখে সমবেত হইতেছেন। তাঁহাদিগের দলে মোট দুইজন অশ্বসাদী, মাত্র ৭০জন বর্ম্মাবৃত এবং ৫০জন তীরন্দাজ সৈন্য সংগৃহীত হইল। আর সকলে নগ্নদেহ ও পদাতিক, কাহারও হাতে তরবারী, কাহারও হাতে বর্শা। এই সাজসরঞ্জাম লইয়া এক হাজার মুছলমান হজরতের আদেশে নগর প্রান্তরে বহির্গত হইয়া পড়িলেন। নগর পরিত্যাগ করিয়া কিছু দূর গমন করিলে, মদিনার প্রধান মোনাফেক নরাধম আবদুল্লা-বেন-ওবাই নিজের দলবলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগল—

عصانى و اطاع الولدان و من لا راى له

"মোহাম্মদ আমার কথা শুনিলেন না, আমার পরামর্শের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিলেন না, আর কতকগুলি অজ্ঞ বালকের কথা অনুসারে কাজ করিলেন। আমরা ইহার সঙ্গে যাইব কেন? চল আমরা সকলে ফিরিয়া যাই।" এই বলিয়া সে নিজের দলের তিনশত সৈন্যকে ভাগাইয়া লইয়া মদিনায় ফিরিয়া গেল। হজরত সেদিকে আদৌ ভ্রুক্ষেপ করিলেন না, তাহাকে 'কোনমতে' রস্ত করার চেষ্টাও করিলেন না। অবশিষ্ট সাতশত মোছলেম বীরকে লইয়া তিনি ওহোদ পর্ব্বতের নিকট উপস্থিত হইলেন। (১) কোরেশবাহিনী ময়দানের অপর প্রান্তে চড়াও করিয়াছিল।

শনিবারের প্রত্যুষে মুছলমানগণ ফজরের জমাআতে হজরতের সঙ্গে নামাজ সমাপন করতঃ কাতার বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। হজরত তখন মোছল্লা ছাড়িয়া ময়দানে উপস্থিত হইয়াছেন, এবং নামাজের এমাম তখন দক্ষ নায়ক ও বীর সেনাপতির ন্যায় মোজাহেদবর্গকে দলে দলে বিভক্ত করতঃ যথাযথ স্থানে সংস্থাপিত করিতেছেন। তখন এই সাত শত বীর ওহোদ পর্ব্বতকে পশ্চাতে রাখিয়া শত্রুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু পশ্চাতে পর্ব্বতমালার মধ্যে একটা গিরিপথ ছিল, যাহাতে শত্রু সেনা পশ্চাৎদিক দিয়া মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিতে না পারে, এজন্য বর্ণিত পঞ্চাশ জন তীরন্দাজকে ঐ গিরিপথ রক্ষা করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইল, আবদুল্লা-বেন-জোবের এই দলের নায়ক পদে নিয়োজিত হইলেন। আবদুল্লাহ নিজের এই ক্ষুদ্র সেনাদলটাকে লইয়া পাহাড়ের একটা সুরক্ষিত স্থানে ঘাঁটি পাতিয়া বসিলেন। হজরত ইঁহাদিগকে বিশেষ তাকিদ করিয়া বলিয়া দিলেন—তোমরা কোন অবস্থায় স্থান ত্যাগ করিও না। যখনই দেখিবে যে, শত্রুসৈন্য গিরিপথ দিয়া অগ্রসর হইতেছে, তোমরা তখনই তাহাদিগের প্রতি তীর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিও। জয় হউক, পরাজয় হউক, আমার আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন অবস্থায় এই স্থান ত্যাগ করিও না। ইহার যেন অন্যথা না হয়—সাবধান! (২)

সেনাপতিরূপে আল্লার রছুল।

---

(১) ওহোদ মদিনার উত্তরদিকে ন্যূনাধিক দুই মাইল দূরে অবস্থিত।

(২) বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ, তিরমিজী এবং প্রায় সমস্ত ইতিহাসেই এই সকল ঘটনা বিবৃত হইয়াছে।

মদিনার কতিপয় অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকও মোছলেমবাহিনীর সঙ্গে যোগদান করিয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হজরত তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া মদিনায় ফিরাইয়া দিলেন। এমাম আবুইউছফের পূর্ব্বপুরুষ ছাআদ-বেন-হবতাও ইঁহাদিগের মধ্যে একজন। এই কিশোর বয়স্ক মোছলেমগণ যখন দেখিলেন যে, 'ছোট' বলিয়া তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে, তখন তাঁহাদিগের মনস্তাপের অবধি রহিল না। রাফে' নামক একজন বালক এই ছোটত্বের কলঙ্ক ঘুঁচাইবার জন্ম পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠির উপর ভর দিয়া জোর করিয়া বড় হইতে লাগিলেন। তখন সকলে বলিলেন যে, বালকটী তীরনিক্ষেপে খুবই সিদ্ধহস্ত, সুতরাং এই সকল কারণে তাঁহাকে অনুমতি দেওয়া হইল। ছামরা-বেন-জোন্দবও তখন বালক ছিলেন এবং এইজন্ম তাঁহাকেও যুদ্ধে যোগদান করার অনুমতি দেওয়া হয় নাই। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন যে, তাঁহাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে আর রাফে'কে অনুমতি দেওয়া হইতেছে, তখন তিনি অভিমানভরে স্বীয় পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—রাফে'কে আমি কুশ্‌তি লড়িয়া হারাইয়া দিয়া থাকি, সে অনুমতি পাইল—আর আমাকে ফিরিয়া যাইতে হইতেছে, এ কেমন বিচার! বালকগণের আত্মোৎসর্গের এই স্বর্গীয় স্পৃহা দর্শনে হজরত যে কতদূর আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। শিশু ও বালকগণকে লইয়া আনন্দ করিতে হজরত বড়ই ভালবাসিতেন। হুকুম হইল—"বেশ কথা! তুমি রাফের সঙ্গে কুশ্‌তি লড়, দেখা যা'ক্।" আর যায় কোথায়, দেখিতে দেখিতে দুই বালক তাল ঠুকিয়া মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সৌভাগ্যবান ছামরা ইহাতে জয়লাভ করিলেন। তখন হজরত হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তোমাকেও অনুমতি দেওয়া গেল।" পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে, এই বালকগণই দু'দিন পরে অর্দ্ধপৃথিবীর উপর এছলামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান করিয়াছিলেন। ধন্য তাঁহারা, ধন্য তাঁহাদিগের জনকজননী, আর শত ধন্য সেই মহাগুরু—যাঁহার শিক্ষাপ্রভাবে এমন অসাধ্য সাধনও সম্ভবপর হইয়াছিল।

বালকগণের ভক্তি ও অভিমান।

মদিনার আওছবংশে আবুআমের নামক একজন যাজক বাস করিত, এছলামের পূর্ব্বে সে 'রাহেব' আখ্যায় আখ্যাত ছিল। আওছ ও খজরজবংশের লোকেরা দলে দলে মুছলমান হইতেছে দেখিয়া আবুআমের কতকগুলি লোককে সঙ্গে লইয়া মক্কায় পলাইয়া যায় এবং সেখানে কোরেশদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকে। মদিনার এই প্রবীণ পুরোহিত, কতিপয় দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যকর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে ময়দানে উপস্থিত হইল এবং আনছারগণকে সম্বোধন করতঃ উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিল—'হে মদিনার অধিবাসীগণ! আমাকে চিনিতে পারিতেছ কি? আমি তোমাদিগের পুরোহিত আবুআমের! তোমরা মোহাম্মদকে ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে যোগদান কর, তোমাদিগের কল্যাণ হইবে।'

যুদ্ধের সূচনা।

কিন্তু আনছারগণ এখন পীর-পুরোহিতগণের প্রবঞ্চনার অতীত, তাঁহারা সমবেত কণ্ঠে উত্তর করিলেন—'দূর হ' প্রবঞ্চক, তোর পৌরহিত্যের কোন ধার আমরা ধারি না, তোর অভিসন্ধি সিদ্ধ হইবে না।' আবুআমের কোরেশদিগকে আশা দিয়া বলিয়াছিল যে, 'আমি মদিনার পুরোহিত, যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া আমি একবার আহ্বান করিলে মদিনাবাসীরা সকলেই মোহাম্মদকে ত্যাগ করিয়া আমার দলে যোগদান করিবে। কিন্তু আনছারগণের উত্তর শুনিয়া সে বলিতে লাগিল—দেখিতেছি, আমার অবিদ্যমানে হতভাগাগুলা একেবারে বিগড়াইয়া গিয়াছে। তখন তাহার পৌরোহিত্যের ক্ষুব্ধ অভিমান পুরাতন প্রতিহিংসার সঙ্গে যোগ দিয়া প্রচণ্ড হইয়া উঠিল, এবং এই হতভাগ্যই সর্ব্বপ্রথমে সদলবলে প্রস্তর ও বাণ বর্ষণ করতঃ যুদ্ধের সূত্রপাত করিয়া দিল। আবুআমের তাহার আক্রমণের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর পাইয়া সরিয়া দাঁড়াইলে, আবুছুফ্‌য়ান দেখিল যে এতদিন অনর্থক এই হতভাগাটার ভারবহন করা হইয়াছে। আনছার-দিগের একটী বালক বাঁচিয়া থাকিতেও যে, তাহারা হজরতের বা অন্যান্য মোহাজেরগণের কিছুই করিয়া উঠিতে পারিবেনা, ধূর্ত্ত আবুছুফ্‌য়ান তাহা সম্যকরূপে অবগত ছিল—ছিল বলিয়াই মদিনার প্রাচীন পুরোহিতকে দিয়া এই রাজনীতিক চা'ল চালিয়াছিল। কিন্তু এখন তাহার পরিণাম দেখিয়া সে নিজেই ময়দানে উপস্থিত হইল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"হে আওছ, হে খজরজ—তোমরা আমাদিগের স্বগোত্রস্থ লোকগুলাকে পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া দাঁড়াও, আমরা তোমাদিগকে কিছুই বলিব না, তোমাদিগের নগর আক্রমণ করিব না, এখান হইতেই ফিরিয়া যাইব।" আবুছুফয়ানের এই জঘন্য প্রস্তাব শ্রবণ করা মাত্রই আনছারগণ ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন এবং তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার ও ভৎ'সনা করিতে লাগিলেন।

খণ্ডযুদ্ধ।

ইহার পর খণ্ডযুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল, মক্কার বিখ্যাত বীর তাল্‌হা ইহার সূত্রপাত করিল। তাল্‌হা ময়দানে আসিয়া ব্যঙ্গস্বরে মুছলমানদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিল। সে অবশেষে বলিতে লাগিল—মুছলমান! তোমাদিগের মধ্যে এমন কেহ আছে কি—যে নিজের তরবারী দ্বারা আমাকে নরকে প্রেরণ করিতে অথবা আমার তরবারী দ্বারা নিজে স্বর্গে গমন করিতে প্রস্তুত? বলাবাহুল্য যে মুছলমান-দিগের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের প্রতি বিদ্রূপ করিয়াই তাল্‌হা এই প্রকার প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যাহা হউক, তাল্‌হার এই আহ্বান শ্রবণ করিয়া হজরত আলী অগ্রসর হইয়া বলিলেন—আমি আছি। আমিই তোমার নরকযাত্রার সাধ মিটাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া হজরত আলী সিংহবিক্রমে তাল্‌হার উপর আপতিত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে তাহার মস্তক ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পিতার এই পরিণাম দেখিয়া তাল্‌হার পুত্র ওছমান নানা-প্রকার আস্ফালন করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। আমির হামজা লম্ফ দিয়া তাহার উপর

আক্রমণ করিলেন এবং তাঁহার তরবারীর অব্যর্থ আঘাতে ওছমানের দেহ দ্বিখণ্ডিত হইয়া ভূপতিত হইল। পরপর দুইজন নায়কের শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিয়া কোরেশগণ ভীত হইয়া পড়িল, এবং খণ্ডযুদ্ধ স্থগিত করিয়া তাহারা সকলে সমবেতভাবে মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিল। এই সময় কোরেশ রাক্ষসীগণ করতাল বাজাইয়া তালে তালে রণসঙ্গীত গাহিয়া সৈন্যগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিল। আবুছুফ্‌য়ানের সহধর্ম্মিণী হেন্দ ও তাহার সহচরীবৃন্দ সমবেত কণ্ঠে গান ধরিল :—

نحــــن بنات طارق' نمشى على الذمارق' مشى القطا النوازق
و المسك فى المفارق' و الدر فى المخانق' ان تقبلوا نعانق
و نفرش الذمارق — او تـــدبروا نفـــارق' فراق غيــــر وامـــق

অর্থাৎ— "শুকতারার কন্যা আমরা, খঞ্জন পক্ষীর ন্যায় সুন্দর গতিতে বাসর শয্যাগুলিকে পদদলিত করিয়া থাকি। দেখ দেখ, আমাদিগের শিরোদেশে মৃগনাভী, কণ্ঠদেশে মুক্তামালা। যদি অগ্রসর হইতে পার, তাহা হইলে আমরা তোমাদিগের জন্য শয্যা রচনা করিব, তোমাদিগকে আলিঙ্গন দান করিব। আর যদি তোমরা পশ্চাদ্‌পদ হও, তাহা হইলে আমাদিগের সহিত বিচ্ছেদ, অসন্তোষের চির বিচ্ছেদ!" সাধারণ আক্রমণের প্রারম্ভে কোরেশদিগের পতাকা বেষ্টন করিয়া এই রণরাক্ষসীগণ চীৎকার করিয়া বলিতেছিল :—

ضربا بنى عبد الدار' ضربا حماة الـــدار' ضـــربا بكل تبار

তখন তিন সহস্র দুর্দ্ধর্ষ আরব, হোবল ঠাকুরের নামে জয়নিনাদ করিতে করিতে সাত শত মুছলমানকে আক্রমণ করিল। মুছলমানদিগের মুখে দর্প নাই দম্ভ নাই, তাঁহারা ধীর স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইয়া কোরেশের প্রথম আক্রমণের বেগ প্রতিহত করিতে লাগিলেন। একদিকে বর্ম্মাবৃত সহস্রাধিক উষ্ট্রারোহী সেনার প্রচণ্ড আক্রমণ, অন্যদিকে দুইশত বর্ম্মধারী অশ্বসাদীর ভীম বিক্রম, তাহার উপর অন্যদিক দিয়া শত শত পদাতিকের অস্ত্রবর্ষণ—কিন্তু মুছলমানগণ তিনদিক হইতে বেষ্টিত ও আক্রান্ত হইয়াও বিন্দুমাত্র বিচলিত হইলেন না। উদ্বেলিত সাগরবক্ষের উত্তাল উর্ম্মিমালা যেমন তীরস্থিত পর্ব্বতমূলকে প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ করিতে থাকে, বিপুল কোরেশ বাহিনী সেইরূপে মোছলেম ব্যূহগুলিকে আক্রমণ করিতে থাকিল। তাহারপর ঐ তরঙ্গমালা যেমন পর্ব্বতগাত্রে মাথা ঠুকিয়া আপনাআপনিই ভাঙ্গিয়া চুরিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, আবুছুফ্‌য়ানের বিরাট বাহিনী সেইরূপে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। বিশেষতঃ আলী, হামজা, আবুদোজানা এবং তাল্‌হা প্রভৃতি গাজীগণ এই সময় যে প্রকার অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, মুছলমানের জাতীয় ইতিহাসে তাহা চিরকালই সোণার অক্ষরে লিখিত থাকিবে। কোরেশের প্রথম আক্রমণের বেগ প্রতিহত করিয়াই মুছলমানগণ কোরেশ বাহিনীকে আক্রমণ করিলেন। বোখারী মোছলেম প্রভৃতি

হাদিছ গ্রন্থে এবং প্রায় সকল ইতিহাসে এই মহামতি মোজাহেদগণের বীরত্বকাহিনী বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

মুছলমানগণ প্রথমেই শত্রুবাহিনীর কেন্দ্র আক্রমণ করিলেন। এই কেন্দ্রেই তাহাদিগের পতাকা প্রতিষ্ঠিত ছিল। দেখিতে দেখিতে কোরেশের জয়পতাকা ভূলুণ্ঠিত হইল। ইহা দেখিয়া আর একজন কোরেশ যোদ্ধা লম্ফ দিয়া সেই পতাকা তুলিয়া ধরিল, সেও সেই মুহূর্ত্তে শমনসদনে প্রেরিত হইল। দেখিতে দেখিতে দ্বাদশজন কোরেশ, পতাকা রক্ষার জন্য অগ্রসর হইল, এবং নিমিষের মধ্যে সকলের প্রাণহীন দেহ যুদ্ধক্ষেত্রে গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। একা হজরত আলীই ৮জনকে নিহত করেন। কোরেশ সেনাপতিগণ সহস্র চেষ্টা করিয়া দেখিল, কিন্তু মুছলমানদিগকে কোন প্রকারেই পশ্চাদ্‌পদ করিতে পারিল না। আরবের বিখ্যাত বীর খালেদ বেন অলিদ অশ্বসাদী সেনাদল সঙ্গে লইয়া তিনবার গিরিপথ দিয়া মোছলেম বাহিনীর পশ্চাদ্‌ভাগ আক্রমণ করার চেষ্টা করিল, কিন্তু আবদুল্লা-বেন-জোবেরের অধীনস্থ অব্যর্থ লক্ষ্য তিরন্দাজ সৈন্যগণের বাণ বর্ষণের ফলে তাহাকে তিনবারই বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইল।

শহিদ কুলশিরোমণি আমীর হামজা দুই হাতে দুইখানা তরবারী লইয়া কোরেশ কাফের-দিগের ব্যূহের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন এবং 'দোদাস্তি তলওয়ার' চালাইয়া নরাধমগণকে শমনসদনে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কোরেশগণ এই আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য বহু সৈন্য তাঁহার দিকে পরিচালিত করিয়া দিল, কিন্তু আমিরের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি দুইহাতে তলোয়ার চালাইয়া যাইতেছেন। দেখিতে দেখিতে ৩১জন কোরেশবীরের দেহ দ্বিখণ্ডিত করিয়া হামজা একটু থমকিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার নাভির তলদেশ অনাচ্ছাদিত হওয়ার উপক্রম হওয়ায় তিনি 'সামাল' হইবার জন্য যেমন দাঁড়াইলেন, অমনি অহশী নামক মক্কার এক হাবশী গোলাম তাঁহার 'তলপেট' লক্ষ্য করিয়া বর্শা নিক্ষেপ করিল। আমির তখন শরীর আচ্ছাদনে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময় অহশীর বর্শা তাঁহার উদরে বিদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠভেদ করিয়া চলিয়া গেল—আমীর সেই অবস্থাতেও তরবারী উত্তোলনপূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তখন ফের্দৌছের কাছেদগণ উপস্থিত হইয়াছেন, আমীর আল্লার নাম করিয়া ঢলিয়া পড়িলেন—এবং সেই মুহূর্ত্তেই তিনি শাহাদত প্রাপ্ত হইলেন। (১)

আমির হামজার বীরত্ব ও শাহাদত।

শেরে খোদা হজরত আলীও বীরবিক্রমে কোরেশবাহিনীর উপর আপতিত হইলেন, এবং তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে সম্মুখবর্ত্তী কোরেশ সৈন্যগণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। এই সময় হজরত একখানা তরবারী হাতে লইয়া বলিলেন:—"কে ইহা গ্রহণ করিবে, কে ইহার মর্য্যাদা রক্ষা করিবে?" এই তরবারীর একদিকে নিম্নলিখিত পদটী লিখিত ছিল:—

আবুদোজানার সৌভাগ্য।

(১) বোখারী, এছাবা প্রভৃতি।

فی الجبن عار وفی الاقبال مکرمة
والمرء بالجبن لا ینجو من القدر

অর্থাৎ "কাপুরুষতায় কলঙ্ক এবং অগ্রসর হওয়াতেই সম্ভ্রম। আর সত্যকথা এই যে কাপুরুষতার কলঙ্ক বহন করিয়াও মানুষ নিয়তির হাত এড়াইতে পারে না।" যাহাহউক এই তরবারী হস্তে গ্রহণ করিয়া হজরত ছাহাবীগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন—কে ইহা গ্রহণ করিবে, কে ইহার সম্ভ্রম রক্ষা করিবে। বলা বাহুল্য যে, এই তরবারী গ্রহণের জন্য চারিদিক হইতে শত শত বাহু ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছিল। উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই উহা গ্রহণ করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অন্য কাহাকেও না দিয়া হজরত এই তরবারীখানি আবুদোজ্জানা নামক আনছার বীরের হস্তে সমর্পণ করিলেন। তখন আবুদোজ্জানার গর্ব্ব দেখে কে?—তিনি মাথায় লাল রুমালের সুশ্রী পাগড়ী বাঁধিয়া হেলিতে দুলিতে এবং নাচিতে কুঁদিতে কোরেশ বাহিনীর উপর আপতিত হইলেন, এবং হজরতের প্রদত্ত তরবারী ও তাহার উপর লিখিত কবিতাটীর মর্য্যাদা রক্ষণে যত্নবান হইলেন। আবুদোজ্জানা একে প্রতিথনামা বীর, তাহার উপর আনছারী মুছলমান, এবং সর্ব্বোপরি হজরতের প্রদত্ত তরবারী তাঁহার হস্তে—সুতরাং তাঁহার বল বিক্রম এবং মানসিক তেজ তখন যে কি পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আবুদোজ্জানা এই তরবারী লইয়া কোরেশ সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন—এমন সময় আবুছুফ্‌য়ানের স্ত্রী পিশাচিনী হেন্দ তাঁহার তরবারীর নিম্নে পড়িয়া গেল। এমন তুমুলযুদ্ধ, এহেন ভীষণ সংগ্রাম, আর তাদৃশ উত্তেজনার সময়ও আবুদোজ্জানার বাহু শিথিল হইয়া আসিল। কি সর্ব্বনাশ, এ যে স্ত্রীলোক! আমার হাতে যে হজরতের তরবারী! আবুদোজ্জানা উত্তোলিত তরবারী সম্বরণ করতঃ অন্যদিকে গমন করিলেন। এইরূপে যুদ্ধ করিতে করিতে যখন তরবারীখানি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল, তখন এই বীর সেবক তাহা লইয়া হজরতের পদপ্রান্তে উপহার প্রদান করিলেন। (১)

(১) হালবী, এছাবা প্রভৃতি।

ঊনষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধক্ষেত্রের দৃশ্য পরিবর্ত্তন।

মোছলেম বীরগণ আর অপেক্ষা না করিয়া সমবেতভাবে সাধারণ আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কোরেশগণ এসময় মুছলমাদিগের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে প্রচণ্ড আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অল্পকালের মধ্যেই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে মোজাহেদগণ তাহাদের কেন্দ্রস্থলটী অধিকার করিয়া লইলেন এবং কোরেশ-পক্ষ তাহাদিগের রণসম্ভারগুলি পরিত্যাগ করিয়া হটিয়া যাইতে লাগিল। 'হেন্দ' প্রভৃতি কোরেশ নারীবৃন্দ তখনকার অবস্থা দেখিয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করতঃ পলায়নপর হইল। এই প্রকারে কোরেশসৈন্য একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ার পর মুছলমানগণ তাহাদিগের পরিত্যক্ত রণসম্ভার ও আছবাবপত্র সংগ্রহ করিতে ব্যাপৃত হইলেন। আবদুল্লাহ-বেন-জোবেরের তিরন্দাজ সৈন্যদল এতক্ষণ পর্ব্বতমূলে অবস্থান করতঃ নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু এই আশাতীত জয়ের উল্লাসে এখন তাঁহারা আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। হজরত তাঁহাদিগকে যে কঠোর তাকিদ করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহারা তাহা ভুলিয়া গিয়া গনিমত সংগ্রহের জন্য সমরক্ষেত্রের দিকে ছুটিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের নায়ক আবদুল্লাহ তাঁহাদিগকে নিবারিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন—হজরতের কঠোর নিষেধের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ সৈনিকগণ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া বলিতে লাগিলেন—এখন আমাদের সম্পূর্ণ জয় হইয়াছে, এখন আর এখানে বসিয়া থাকিব কিসের জন্য? এই বলিয়া তাঁহাদিগের অধিকাংশ সৈনিকই স্থান ত্যাগ করিয়া ময়দানের দিকে ছুটিয়া গেলেন। আবদুল্লা মাত্র কয়জন লোককে লইয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন।

আদেশ অমান্য করার শোচনীয় প্রতিফল।

এইরূপে হজরতের কঠোর নিষেধ এবং সেনাপতির আদেশ অমান্য করার ফলও হাতে হাতে ফলিতে আরম্ভ হইল। আরবের বিখ্যাত বীর এবং রণকুশল সেনাপতি খালেদ-বেন-অলিদ অশ্বসাদী সেনাদল লইয়া চারিদিকে চক্র কাটিয়া সুযোগের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছিলেন। খালেদ যখন দেখিলেন যে, মুছলমানগণ গিরিপথ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া তিনি সেই অরক্ষিত পথের দিকে নক্ষত্রবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া

দিলেন, এবং দেখিতে দেখিতে পশ্চাৎদিক দিয়া মুছলমানদিগের মাথার উপর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বীরবর আবদুল্লা তাঁহার সহচর কয়জনকে লইয়া জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত হজরতের আদেশ পালন করিলেন—কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহারা সকলেই শাহাদতপ্রাপ্ত হইলেন। এদিকে মুছলমান সৈন্যগণ নির্ভাবনায় গনিমতের মাল সংগ্রহ করিতে ব্যাপৃত আছেন। এমন সময় প্রথমে খালেদের অশ্বসাদী সেনাদল এবং তাহার পর অন্যান্য ছওয়ার ও পদাতিক সৈন্যগণ অতর্কিত অবস্থায় তাঁহাদিগকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়া দিল এবং সতর্ক হওয়ার পূর্ব্বেই বহু মুছলমানকে কোরেশদিগের হস্তে নিহত হইতে হইল। কোরেশের জাতীয় পতাকা এতক্ষণ মাটিতে গড়াগড়ি যাইতেছিল। খালেদের এই আক্রমণ এবং মুছলমানদিগের উপস্থিত সঙ্কট অবস্থা দেখিয়া 'আম্রা' নাম্নী জনৈক কোরেশ বীরাঙ্গনা আবার তাহা তুলিয়া ধরিল। সম্পূর্ণ পরাজয়ের পর ভূলুণ্ঠিত জাতীয় পতাকাকে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে উড্ডীয়মান হইতে দেখিয়া, বিক্ষিপ্ত ও পলায়নপর কোরেশসৈন্য আবার সেই পতাকার দিকে ছুটিয়া আসিল এবং তাহারা আবার দলবদ্ধভাবে মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিল। (১)

হজরতের ও তাঁহার ছাহাবাগণের জীবনে ইহা একটী ভীষণতম অগ্নিপরীক্ষা। অতর্কিতে হঠাৎ মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ার ন্যায় এই আকস্মিক বিপদে মুছলমানগণ একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের শৃঙ্খলা এবং ব্যূহ প্রভৃতি প্রথমেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, এখন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তাঁহারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই সকলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারিলেন এবং যিনি যেখানে ছিলেন, তিনি সেইখান হইতে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই সময় ছাহাবাগণ, বিশেষতঃ আনছার বীরবৃন্দ, এমনকি মোছলেম মহিলাগণ পর্য্যন্ত যে প্রকার ভক্তিবিশ্বাস এবং ধৈর্য্যশৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, বস্তুতঃ দুনয়ায় তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এই অধ্যায়ের শেষভাগে আমরা নমুনাস্বরূপ দুই একজনের পরিচয় প্রদান করিব।

পাঠকগণ বোধ হয় মদিনার প্রথম অধ্যাপক মহাত্মা মোছআবকে বিস্মৃত হন নাই। ওহোদের অগ্নিপরীক্ষায় মুছলমানের জাতীয় পতাকা এই মোছআবের হস্তেই সমর্পিত হয়।

মোছআবের আত্মত্যাগ।

এই পতাকার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য মোছআবকে প্রথম হইতেই যুদ্ধ করিয়া আসিতে হইয়াছিল, এবং তীর ও তরবারীর আঘাতে তাঁহার আপাদমস্তক একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া গিয়াছিল। আলোচ্য সময় 'এবনে-কামিআ' নামক জনৈক দুর্দ্ধর্ষ কোরেশ অগ্রসর হইয়া তাঁহার দক্ষিণ বাহুর উপর তরবারীর আঘাত করিল। বাহুটী কাটিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোছআব বাম হস্তে পতাকাধারণ করিলেন—কিন্তু অবিলম্বে এবনে-কামিআর তরবারীর দ্বিতীয় আঘাতে তাঁহার বাম বাহুটীও দেহচ্যুত হইয়া পড়িল—

(১) বোখারী, আবুদাউদ ও অন্যান্য ইতিহাস গ্রন্থ।

এবং সঙ্গে সঙ্গে শক্রপক্ষের একটী তীর আসিয়া তাঁহার জ্ঞান ভক্তি ও বীরত্বপূর্ণ বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল, মোছআব চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া শহীদের অমরজীবন লাভ করিলেন। মোছ-আব শহীদ হওয়ার পর হজরত আলী এই জাতীয় পতাকা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইলেন। বাহ্যিক সাদৃশ দর্শনে ভ্রান্ত হইয়া এবনে-কামিআ মোছআবকে হজরত বলিয়া মনে করিয়াছিল। সে তখন উল্লসিত স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল:—"মোহাম্মদ নিহত হইয়াছে।" একে যুদ্ধের এই শোচনীয় অবস্থা, তাহার উপর এই মর্মন্তুদ দুঃসংবাদ, অথচ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত এবং শক্রসৈন্যকর্তৃক পরিবেষ্টিত ছাহাবাগণের পক্ষে হজরতের বা অন্য কাহারও সংবাদ লইবারও সুযোগ নাই। কাজেই এই দুঃসংবাদ রটনার পর অধিকাংশ মুছলমানই ক্ষণেকের জন্য একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। একদল মুছলমান ইতোমধ্যেই শাহাদৎপ্রাপ্ত হইয়াছেন, জীবিতদিগের মধ্যে একদল গুরুতররূপে আহত হইয়া পড়িয়াছেন। আর হজরত নিহত হইয়াছেন শুনিয়া একদল অস্ত্রত্যাগ করতঃ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ, এমনকি কেহ কেহ মদিনায় পলায়ন পর্য্যন্ত করিলেন। (১)

এদিকে হজরতের সম্মুখবর্ত্তী কোরেশসৈন্যদল উৎসাহিত হইয়া সমবেতভাবে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন একদল আনছার হজরতকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার দেহরক্ষা করিতেছেন। কাফেরগণ অজস্রধারে তীর তরবারী বর্শা ও প্রস্তরাদি নিক্ষেপ করিতেছে, আর ভক্তগণ নিজেদের দেহকে ঢাল বানাইয়া তাহাদ্বারা প্রভুকে নিরাপদ রাখার চেষ্টা করিতেছেন। এই সময় বহুসংখ্যক আনছার হজরতের পদপ্রান্তে জীবন উৎসর্গ করিয়া অমরত্বলাভ করেন। এমনকি, এক সময় হজরতের সন্নিধানে কেবল তাল্‌হা ও ছাআদ মাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া যান। (২) হাদিছ ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে এই সময়কার ক্ষুদ্রবৃহৎ বহু ঘটনার বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সেগুলি স্বাভাবিকরূপে এমন বিশৃঙ্খল ও অসংলগ্নভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে যে, সেগুলির একত্র সঙ্কলন এবং পরস্পর সংলগ্ন ও সমঞ্জসরূপে তাহার সম্পাদন সহজসাধ্য নহে। আমরা নিম্নে তাহার মধ্য হইতে দুই চারিটী আবশ্যকীয় ঘটনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

হজরতের উপর ভীষণ আক্রমণ।

'মোহাম্মদ নিহত হইয়াছেন' শুনিয়া কোরেশ সৈন্যদল এতক্ষণ বিশেষ উৎফুল্ল হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগের একদল যখন দেখিল যে এসংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা, তিনি তাহাদিগের সম্মুখে অক্ষত দেহে দণ্ডায়মান আছেন—তখন তাহারা আর সকলকে ত্যাগ করিয়া সমবেতভাবে হজরতের উপর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। হজরতকে নিহত করাই এই সকল আক্রমণের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য তাহারা আক্রমণের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিল, কিন্তু মুছলমান-

(১) বোখারী, এছাবা, কাৎহুল্‌বারী, তাবরী প্রভৃতি। (২) বোখারী।

গণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে বিফলমনোরথ করিয়া দিতে লাগিলেন। ভক্তকুল-শিরোমণি 'ছাআদ' অব্যর্থ লক্ষ্য তিরন্দাজ, তিনি হজরতের সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিলেন এবং বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যদিগের উপর বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দুইখানা ধনুক ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি অন্যের নিকট হইতে নূতন ধনুক সংগ্রহ করিয়া তীর চালাইতে লাগিলেন। এইরূপে ছাআদ একাই সেদিন ন্যূনাধিক এক সহস্র বাণবর্ষণ করিয়াছিলেন। আবুতাল্‌হাও মদিনার বিখ্যাত তিরন্দাজ। তিনি কাফেরদিগের অস্ত্র বর্ষণ দর্শনে বিচলিত হইয়া নিজের গাণ্ডীব হজরতের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন এবং ঢাল লইয়া হজরতের শরীর রক্ষা করিতে লাগিলেন। হজরত এক একবার ঢালের আড়াল হইতে মুখ বাহির করিয়া যুদ্ধের অবস্থা দেখিতে যান, আর আবুতাল্‌হা চমকিত হইয়া বলেন—প্রভু! বাহির হইবেন না।

(نفسي لنفسك الفداء ، و وجهي لوجهك الوقاء)

অর্থাৎ "আমার দেহ প্রভুর দেহের ঢাল হউক, আমার প্রাণ প্রভুর প্রাণের বিনিময়ে উৎসর্গীত হউক!" এই সময় আবুতালহা হজরতের প্রতি নিক্ষিপ্ত বাণগুলি নিজের বুক পাতিয়া গ্রহণ করিতে লাগিলেন। আবুদোজ্জানার বীরত্বের কথা পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। এই বিপদের সময় তিনিও আসিয়া হজরতের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং প্রাণপণে শত্রুপক্ষের আক্রমণের প্রতিরোধ করিতে লাগিলেন। একজন শত্রু হজরতের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বর্বা নিক্ষেপ করিতেছে দেখিয়া, আবুদোজ্জানা কুব্জ হইয়া নিজের দেহ দ্বারা হজরতকে আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। চক্ষের পলকে বর্বাটী আবুদোজ্জানার পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। এইরূপে শত্রুপক্ষের বাণ ও বর্বার আঘাতে আবুদোজ্জানার পৃষ্ঠদেশ একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। (১)

কোরেশসৈন্য হজরতকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং ক্ষিপ্রকারিতার সহিত অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার দিকে হল্লা করিতেছে, মুষ্টিমেয় ভক্তগণ প্রাণপণ চেষ্টায়ও যেন সে আক্রমণের বেগ প্রতিরোধিত করিতে পারিতেছেন না। এমন সময় হজরত তেজদৃপ্ত গম্ভীর ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"নিজের প্রাণ উৎসর্গ করিয়া শত্রুর গতিরোধ করিতে পারে, এমন কেহ আছে কি?" প্রভুর জন্য, ধর্ম্মের জন্য, আল্লার নামে আত্মবলি—ইহাইত মোছলেম জীবনের পরম সার্থকতা। জিয়াদ নামক জনৈক আনছার যুবক হুঙ্কার দিয়া বলিলেন—"আমি"। এই একটী শব্দে কত ভাব কত ভক্তি, কত তেজ, কত শক্তি এবং কত সাধনা কত সিদ্ধি লুকাইয়া আছে, পাঠক তাহা একবার ভাবিয়া দেখিবেন। যাহাহউক, জিয়াদ পাঁচ সাতজন আনছার বীরকে সঙ্গে লইয়া অগ্রবর্ত্তী শত্রুসেনাদলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। জিয়াদ ও তাঁহার সহচরগণ মরণের হাতে অমর বর

জিয়াদের অপূর্ব্ব সৌভাগ্য।

(১) বোখারী, মোছলেম, তাবরী, জাদুল্‌মাআদ, কাজলুল্‌ওয়াল প্রভৃতি।

লাভের আশায় দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াই এমন অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, শৌর্য্যবীর্য্য ও আত্মোৎসর্গের ফলে যুগপৎভাবে তাঁহাদিগের উভয় উদ্দেশ্যই পূর্ণ হইয়াছিল। শত্রুসৈন্যগণ একটু সরিয়া দাঁড়াইলে দেখা গেল যে, জিয়াদের সহচরগণ তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বহু পূর্ব্বেই ফের্দৌসে প্রস্থান করিয়াছেন। জিয়াদ তখনও মুমূর্ষু, হজরতের আদেশে তাঁহাকে তুলিয়া আনা হইল। হজরত তখন জিয়াদের মস্তক নিজের পদযুগলের উপর রক্ষা করিয়া সজল নয়নে তাঁহাদের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এত সুখ এত সম্পদেও বুঝি জিয়াদের সাধ মিটিল না। তাই মরণের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তিনি হজরতের চরণযুগলের উপর 'উপুড়' হইয়া পড়িলেন, জিয়াদের গণ্ডদেশ হজরতের সেই ভক্তভয় নিবারণ কদমশরীফকে স্পর্শ করিল—মুহূর্ত্তের মধ্যেই সব শেষ হইয়া গেল! (১)

سر بوقت ذبح اپنا اس کے زیر پاے ہے
یہ نصیب' اللہ اکبر! لوٹنے کی جاے ہے!

বস্তুতঃ এ কি মরণ, সহস্র জীবন উৎসর্গ করিয়াও কি এমন মরণের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়?

منم و همین تمنا که بوقت جان سپردن
برخ تو دیده باشم' تو درون دیده باشی!!

কবি যেন এই ঘটনার চিত্র আঁকিয়া বলিয়াছেন:—

بچه ناز رفته باشد ز جهان نیاز مندے
که بوقت جان سپردن بسرش رسیده باشی!

আকাবায় বায়আত উপলক্ষে পাঠকগণ বিবি ওম্মে-আমারার নাম অবগত হইয়াছেন। ইঁহার নাম নোছায়বা, কিন্তু ইনি সাধারণতঃ ওম্মে-আমারা বলিয়া খ্যাত ছিলেন। বিবি আয়েশা প্রভৃতি মোছলেম মহিলাগণের সহিত ইনিও শুশ্রূষাকারিণীরূপে সমর-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া, আহত সৈনিকগণকে জলদান এবং তাঁহাদিগের অন্যান্য প্রকার সেবা শুশ্রূষা করিতেছিলেন। এমন সময় তিনি শুনিতে পাইলেন যে, মুছলমানগণ পরাজিত হইয়াছেন এবং কোরেশসৈন্য হজরতকে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। এই সংবাদ শ্রবণমাত্র ওমে-আমারা কাঁধের মশক ও হাতের জলপাত্র ছুঁড়িয়া ফেলিলেন এবং তীরধনুক ও তরবারী লইয়া হজরতের নিকট ছুটিয়া গেলেন। তখন মুষ্টিমেয় ভক্ত প্রাণপণ করিয়া হজরতের দেহরক্ষা করিতেছিলেন। ওম্মে-আমারা সিংহিনীর ন্যায় বিক্রমসহকারে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে বাণ বর্ষণ করিয়া কোরেশদিগকে ধ্বংস করিতে লাগিলেন। শেষে যখন তীরে আর কুলাইলনা, তখন গাণ্ডীব

ওম্মে-আমারার অপূর্ব্ব বীরত্ব।

(১) মোছলেম, এছাবা ও বিভিন্ন ইতিহাস।

ফেলিয়া দিয়া তিনি উলঙ্গ তরবারী হস্তে অগ্রগামী কোরেশদিগের উপর আপতিত হইলেন। শত্রুদিগের বর্শা ও তরবারীর আঘাতে তাঁহার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত ও জর্জ্জরিত হইয়া পড়িল। কিন্তু এই মোছলেম বীরাঙ্গনা সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতে লাগিলেন। ওহোদ যুদ্ধের বর্ণনা কালে স্বয়ং হজরত বলিয়াছেন :— "সেই বিপদের সময় আমি দক্ষিণে বামে যেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, সেই দিকেই দেখি, ওম্মে-আমারা আমাকে রক্ষা করার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন।" এইসময় কোরেশদিগের একটা ঘোড়ছওয়ার ঘোড়া ছুটাইয়া হজরতের উপর আক্রমণ করিতে আসিল। ওম্মে-আমারা নক্ষত্রগতিতে তাহার উপর আপতিত হইলেন এবং মুহূর্ত্তেকের মধ্যে তাহাকে আজরাইলের হস্তে সমর্পন করিলেন। (১)

হজরত আহত হইলেন।

হজরত এই ঘোর বিপদের সময়ও অচল পর্ব্বতের ন্যায় স্বস্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। ভয় নাই ভীতি নাই, উদ্বেগ নাই উৎকণ্ঠা নাই, নিজেদের এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে অবসাদ নাই, বিমর্ষতা নাই। তিনি আল্লার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া বীর-সেনাপতির ন্যায় মুষ্টিমেয় ভক্তদলকে লইয়া কাফেরদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিতেছেন। এইসময় এবনে-কামিআ প্রভৃতি কএকজন নরাধমের অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে হজরতের চারিটা দাঁত স্থানচ্যুত হইয়া যায়। এবনে-শেহাব কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের আঘাতে তাঁহার মনিবন্ধ আহত হইয়া পড়ে। কাফের সৈন্যগণ হজরতের উপর পুনঃ পুনঃ তরবারী চালনা করিয়াছিল, কিন্তু হজরত ও তাঁহার ভক্ত অনুচরবৃন্দের দৃঢ়তা সতর্কতা ও বীরত্বের ফলে এসমস্তই ব্যাহত হইয়া আসিতেছিল। অবশেষে একবার নরাধম এবনে-কামিয়া হজরতের মস্তকের উপর তরবারীর আঘাত করে। এই আঘাতে হজরতের শিরোস্ত্রাণটী কাটিয়া যায় এবং তাহার দুইটী 'কড়া' তাঁহার কপালে ঢুকিয়া পড়ে। ইহার ফলে হজরতের মস্তক ও বদনমণ্ডল হইতে দরবিগলিতধারে শোণিত পাত হইতেছিল। হজরত তখন বদনমণ্ডল হইতে রক্তধারা মুছিতে মুছিতে তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নবী বিশেষের পরীক্ষার কথা কহিতেছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন—নিজেদের মুক্তি ও মঙ্গলকামী রছুলকে রক্ত-রঞ্জিত করিয়া সমাজ কিরূপে সফলতা লাভ করিতে পারে? ইহার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার সমস্ত হৃদয় দয়া ও করুণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং সেই অবস্থায় তিনি করুণ কণ্ঠে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন :—

رب اغفر لقومی فانهم لا يعلمون

"হে আমার প্রভু! আমার 'জাতি'কে ক্ষমা কর, কারণ তাহারা অজ্ঞ!!" অর্থাৎ অজ্ঞান বলিয়াই তাহারা আমার প্রতি এই অত্যাচার করিয়াছে। অতএব প্রভু হে, তুমি তাহাদিগের

(১) এবনে-হেশাম, হালবী, এছাবা প্রভৃতি।

এই অজ্ঞতাজনিত অপরাধ ক্ষমা কর, যেন পূর্ব্ববর্ত্তী ওম্মতদিগের ন্যায় ইহারা তোমার অভিশাপ ভাজন না হয়। (১)

মুষ্টিমেয় মোছলেম বীরগণের অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্য এবং অনুপম আত্মত্যাগের ফলে কোরেশ সৈন্যগণের আক্রমণবেগ প্রশমিত ও প্রতিহত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে হজরত উপস্থিত সহচরবৃন্দকে লইয়া পর্ব্বতের উপরিভাগে আরোহণ করিলেন। শত্রুগণ এখানেও আক্রমণ করার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু মুছলমানদিগের প্রস্তর বর্ষণের ফলে তাহারা সেখান হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। যাহাহউক, এই অবস্থায় জামাআত সহকারে নামাজ সম্পন্ন করা হইল। হজরত বসিয়া বসিয়াই এমামত করিলেন এবং ভক্তগণও তাঁহার পশ্চাতে উপবিষ্ট হইয়া নামাজে প্রবৃত্ত হইলেন—দাঁড়াইয়া নামাজ পড়ার শক্তি কাহারও ছিল না। তাহার পর আহতদিগের যথাসম্ভব সেবাশুশ্রূষা হইতে লাগিল।

'হজরত নিহত হইয়াছেন'—মদিনায় এই জনরব প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোছলেম পুরমহিলাগণ সমরক্ষেত্রের দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। ওম্মে-আয়মন এই সময় জনৈক মুছলমানকে নগর অভিমুখে যাইতে দেখিয়া বলিতে লাগিলেন—কাপুরুষ! কোথায় যাইতেছ? মদিনার পুরমহিলাগণ এছলামের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতেছে, আর তোমরা পলায়ন করিতেছ! "এই লও, আমার বস্ত্র তোমাকে দিতেছি, তোমার অস্ত্র আমাকে দাও।" বানিদিনার বংশের আর একটী মহিলা উদাসিনী বেশে ছুটিয়া আসিতেছেন, এমন সময় কতিপয় মুছলমানের সাক্ষাৎ পাইয়া তিনি ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সংবাদ কি?"

মদিনার মহিলাগণ ময়দানে।

"সংবাদ আর কি বলিব—তোমার সহোদর নিহত হইয়াছেন।"

"ইন্নালিল্লাহে—আল্লাহ তাঁহার আত্মার মঙ্গল করুন! আর কি সংবাদ?—"

"তোমার স্বামী নিহত।"

"উহ্—ইন্না ইল্লাল্লাহে, তাঁহার আত্মার কল্যাণ হউক! আর কি সংবাদ?—"

"তোমার পিতা—"

"হায়, স্নেহময় পিতা নিহত। ইন্নালিল্লাহে, তাঁহার আত্মার কল্যাণ হউক। হজরতের সংবাদ কি, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছি!"

"ভদ্রে! সংবাদ শুভ, হজরত জীবিত আছেন এবং ঐ তোমার সম্মুখদিকে অবস্থান করিতেছেন।"

"আমাকে একবার দেখাও, সেই প্রাণপ্রতীম প্রিয়তম কোথায়?" তখন মুছলমানগণ

(১) বোখারী ও মোছলেম—ওহোদ। ফৎহল্‌বারী ৭—২৬১, শেফা, হালবী প্রভৃতি।

তাঁহাকে লইয়া হজরতের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। এতক্ষণে তাঁহার শান্তি হইল, এবং তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

كل مصيبة بعدك جلل

তোমাকে পাইলে সব বিপদই নগণ্য। (১) পিতাগতপ্রাণ বিবি ফাতেমাও এইসকল সংবাদ পাইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখনও হজরতের ক্ষতস্থান হইতে শোণিত পাত হইতেছিল। হজরতের কপালে শিরোস্ত্রাণের দুইখানি লৌহখণ্ড প্রবেশ করিয়াছিল, পাঠকগণ পূর্ব্বেই এসংবাদ অবগত হইয়াছেন। মহামতি আবুওবায়দা দাঁতে করিয়া তাহা তুলিয়া দেন, ইহাতে তাঁহার কএকটা দাঁত ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার পর হজরত আলি ঢালে করিয়া পানি আনিতে লাগিলেন এবং বিবি ফাতেমা তাহাদ্বারা হজরতের ক্ষতস্থানগুলি ধৌত করিয়া দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই রক্ত বন্ধ হইতেছেনা দেখিয়া, তিনি একটা চাটাইয়ের টুকরা পোড়াইয়া সেই ভস্ম ক্ষতস্থানে প্রদান করিতে লাগিলেন, ইহাতে রক্ত বন্ধ হইয়া গেল। (২)

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! একদিকে মোছলেম-কুলজননী বিবি আয়েশা প্রমুখ মহিলাগণ, স্নেহ ও করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তিরূপে আহত ও আসন্নমৃত্যু সৈনিকগণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাদের সেবা করিতেছেন—তাহাদিগের শুষ্ক কণ্ঠে জল প্রদান করিতেছিলেন, (৩) অন্যদিকে কোরেশ রাক্ষসীগণ নরপিশাচিনীরূপে সমরক্ষেত্রে তাণ্ডবনৃত্য করিয়া বেড়াইতেছিল। যেখানে তাহারা দেখিল—মুমূর্ষু মোছলেম সৈন্য এক গণ্ডূষ জলের জন্য ছটফট করিতেছে, তাহারা অবিলম্বে সেখানে উপস্থিত হইল এবং অস্ত্রের দ্বারা খোঁচাইয়া খোঁচাইয়া তাহার জ্বালা যন্ত্রণার নিরাকরণ করিল। এই সময় ও এই অবস্থাতে আবুদোজানার তরবারী, প্রধান রাক্ষসী হেন্দের মস্তকোপরি উত্তোলিত এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্বরিত হইয়াছিল! যুদ্ধাবসানের পরও রাক্ষসীগণ নিজেদের পাশব প্রবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল। এইসময় তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রের চারিদিকে বিচরণ করিয়া আহত ও নিহত মুছলমানদিগের নাক কাণ কাটিয়া মালা গাঁথিতে এবং তাহা গলায় পরিয়া বীভৎস চীৎকার ও তাণ্ডবনৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। হামজার মৃতদেহ সম্মুখে দেখিয়া হেন্দ প্রথমে তাহাকে পূর্ব্বোক্তরূপে বিকলাঙ্গ করিয়া ফেলিল—তাহার পর সেই লাশের বুকে বসিয়া তাহার বক্ষ বিদীর্ণ করতঃ হৃৎপিণ্ডটা টানিয়া বাহির করিল, এবং বুভুক্ষু কুক্কুরীর ন্যায় তাহা চর্ব্বণ করিতে লাগিল। (৪)

নররাক্ষসীদিগের পৈশাচিক কাণ্ড।

এই শোচনীয় দুরবস্থার মধ্যে পতিত হইয়াও কতিপয় মুছলমান বীর বিশ্বাস ও বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনে পশ্চাৎপদ হন নাই। "হজরত নিহত হইয়াছেন শুনিয়া তাঁহাদিগের

(১) তাবরী ৩—২৭, হালবী প্রভৃতি। (২) বোখারী, মোছলেম—ওহদ।
(৩) বোখারী—মাগাজী। (৪) বোখারী, আবুদাউদ, এছাবা, ফৎহল্‌বারী ও সমস্ত ইতিহাস।

মধ্যে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন :—"হজরত একজন প্রেরণাপ্রাপ্ত রছুল ব্যতীত আর কিছুই নহেন। যদি তিনি মরিয়া যান অথবা নিহত হন, তাহাহইলে কি তোমরা তাঁহার প্রচারিত সত্যকে পরিত্যাগ করিয়া পশ্চাৎপানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে ?" আনছ-বেন নাজর নামক জনৈক ভক্ত এইরূপে যুদ্ধ করিতে করিতে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, কতিপয় মোহাজের ও আনছার অবসন্ন অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রের একপ্রান্তে অধঃবদনে বসিয়া আছেন। আনছ তাঁহাদিগকে এমনভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া ভর্ৎসনার স্বরে চীৎকার করিয়া বলিলেন—এসময় তোমরা এখানে বসিয়া কি করিতেছ ? তাঁহারা একান্ত বিমর্ষ ও সন্তপ্তস্বরে উত্তর করিলেন—"আর কি করিব, হজরত নিহত হইয়াছেন !" ছাহাবীগণের মুখে এই কথা শুনিয়া আনছ সিংহ-গর্জ্জনে চীৎকার করিয়া উঠিলেন :—

তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ।

فماذا تصنعون بعده؟ فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلعم

"তাহাহইলে এজীবন রাখিয়া আর কি ফল ? যাও, যে কর্ত্তব্য পালনের জন্য হজরত আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তোমরাও তাহার জন্য আপনাদিগকে বলিদান কর !" এই কথা বলিতে বলিতে আনছ ক্ষিপ্রগতিতে শত্রুসৈন্যদলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যুদ্ধের পর একটী লাশকে কেহ চিনিতে পারিলেন না—অস্ত্রের আঘাতে আঘাতে তাঁহার সমস্ত শরীর এমনভাবে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে একজন মোছলেম মহিলা আঙ্গুলের বিশেষ চিহ্ন দ্বারা তাঁহাকে চিনিয়া বলিলেন—"আমার ভাই আনছ !" আদর্শ কর্ম্মবীর আদর্শ ধর্ম্মবীর আনছ, ইমানের ও এছলামের মূল তত্ত্বটী যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। "হজরত মরিয়াছেন কিন্তু কর্ত্তব্যত মরে নাই ? হজরত নিহত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রচারিত সত্যত নিহত হয় নাই। অতএব সেই কর্ত্তব্য পালনের জন্য এবং সেই সত্যের সেবার নিমিত্ত নিজের ধন প্রাণ লুটাইয়া দেওয়াইত মুছলমানের কাজ।" আনছ ইহা বুঝিয়াছিলেন এবং নিজের পুণ্যতম আদর্শের দ্বারা মুছলমানদিগকে তাহা বুঝাইয়া গিয়াছেন। (১)

বিভিন্ন সমরক্ষেত্রের দিকে দিকে আত্মোৎসর্গের এই মহিমাময় চিত্র উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, এমন সময় কা'ব-বেন-মালেক সর্ব্বপ্রথমে হজরতকে দেখিতে ও চিনিতে পারিয়া সানন্দে চীৎকার করিয়া উঠিলেন :—"মুছলমান শুভসংবাদ—এই যে হজরত !" কা'বের এই চীৎকার শুনিবামাত্র ভক্তগণের আড়ষ্টদেহে অনল প্রবাহের সৃষ্টি হইল, তাঁহাদিগের শিরায় শিরায় নবজীবনের তাড়িততরঙ্গ বহিয়া গেল এবং সকলে সেদিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। কিন্তু বিশাল সমরক্ষেত্রের সকল প্রান্তে এই সংবাদ পৌঁছিতে পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইল, যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অনেকেই এ শুভসংবাদের কথা জানিতেই

(১) বোখারী, মোছলেম, তিরমিজি, এছাবা এবং তাবরী, হালবী প্রভৃতি ইতিহাস।

পারেন নাই। যাহাহউক, নিকটবর্ত্তী মুছলমানগণ হজরতের চারিদিকে সমবেত হইতে লাগিলেন।

বিভিন্ন হাদিছগ্রন্থে বারা-বেন-আজেব্ নামক প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবার প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে যে, যুদ্ধাবসানের পর আবুছুফ্য়ান মুছলমানদিগের নিকটবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—"মোহাম্মদ তোমাদিগের মধ্যে আছেন? আবুবাকর তোমাদিগের সঙ্গে আছেন? ওমর তোমাদিগের সঙ্গে আছেন?"

আবুছুফ্য়ান হতভম্ব।

কেহই এই প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ায় নরাধম উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"সব কয়টাই নিহত হইয়াছে!" হজরত ওমরের আর সহ্য হইলনা, তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন—রে আল্লার শত্রু, তুই মিথ্যাকথা কহিতেছিস্! তোর দর্প চূর্ণ করার জন্য আল্লাহ ইঁহাদের সকলকেই জীবিত রাখিয়াছেন। তখন আবুছুফ্য়ান হোবল ঠাকুরের নামে জয়ধ্বনি করিলে মুছলমানগণ আল্লার নামের জয়নিনাদে পর্ব্বপ্রান্তর কাঁপাইয়া তুলিলেন। এই প্রকারে কয়েকবার কথা কাটাকাটি করার পর আবুছুফ্য়ান সে স্থান হইতে চলিয়া গেল। (১) যাইবার সময় সে বলিয়া গেল—আগামী বৎসর বদর প্রান্তরে আবার তোমাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইবে! হজরতের আদেশে মুছলমানগণও বলিলেন—বেশ কথা, আমরা এই 'চ্যালেঞ্জ' গ্রহণ করিলাম। (২)

আবুছুফ্য়ান মুখে এইরূপ প্রলাপ বকিল বটে, কিন্তু তাহার সমস্ত হৃদয় অবসাদে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। আবুছুফ্য়ান বহুদর্শী যোদ্ধা এবং ধূর্ত্ত বণিক। সে দেখিল—একদিকে সাত শত নিঃসম্বল মুছলমান, আর অন্যদিকে সর্ব্বপ্রকার সাজসরঞ্জামে সুসজ্জিত তিন সহস্র কোরেশ সৈন্যের বিরাট বাহিনী। এই সামান্য সংখ্যক সৈন্যদিগের নিকট তাহাদিগের ঘৃণিত পরাজয়, মুছলমান তিরন্দাজ সৈন্যদলের মারাত্মক ভ্রম, সেই ভ্রমের জন্য আকস্মিকভাবে ভীষণ বিপদে বিপন্ন হইয়াও মোছলেম বীরবৃন্দের অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্য এবং আল্লার নামে তাঁহাদের অকাতরে আত্মদান—তাহার পর উভয়পক্ষের ক্ষতির পরিমাণ প্রভৃতি ব্যাপার একে একে তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল। সে ভাবিয়া দেখিল যে, প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধে তাহাদিগেরই পরাজয় ঘটিয়াছে। এদিকে যুদ্ধক্ষেত্রের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মুছলমানগণ আবার একত্র কেন্দ্রীভূত হইতেছেন। এই আহত শার্দ্দুল দল আবার যদি সমবেতভাবে আক্রমণ করিয়া বসে, তাহাহইলেই সর্ব্বনাশ! এইপ্রকার সাতপাঁচ ভাবিয়া আবুছুফ্য়ান নিজের দলবল সহ যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এই যুদ্ধে মুছলমানগণ ভীষণভাবে পরাজিত ও ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন। মুছলমানগণ যে নিজেদের কর্ম্মদোষে এই যুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছিলেন,

(১) বোখারী, আবুদাউদ—ওহোদ। (২) তাবরী, তাবকাত, এবনে-হেশাম প্রভৃতি।

যুদ্ধের জয় পরাজয়।

তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু কোরেশগণ যে মুছলমানদিগের তুলনায় অল্প ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, ইহার কোনও প্রমাণ আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। পক্ষান্তরে এই যুদ্ধে মুছলমানদিগের পরাজয় হইয়াছিল বলিয়া ঐতিহাসিকগণ যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহারও সমর্থন করিতে পারিতেছিনা। জিজ্ঞাসা করি, বিজয়ী কোরেশসৈন্য পরাজিত মুছলমানদিগকে ধ্বংস না করিয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া গেল—কেন? আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, এই 'ভীষণ পরাজয়' সত্বেও কোরেশগণ একটী মুছলমানকেও বন্দী করিতে পারে নাই—এমনকি, একজন আহত মুছলমান সৈনিকও তাহাদিগের হস্তে বন্দী হন নাই। যুদ্ধে কোরেশ পক্ষের বিজয়লাভ ঘটিয়া থাকিলে এরূপ হওয়া কোন মতেই সম্ভবপর হইত না। ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, কোরেশপক্ষে মাত্র ২৩জন সৈন্য নিহত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের এই বর্ণনাটীর উপর আমাদিগের এক বিন্দুও আস্থা নাই। এই অনাস্থার বহু কারণের মধ্যে একটী প্রধান কারণ এই যে, তাঁহারা নিজমুখে বলিয়াছেন যে একা আমির হামজার হাতে ৩১ জন কোরেশ সেনা নিহত হইয়াছিল! মুছলমান পক্ষে ন্যুনাধিক ৭০জন বীর 'প্রাণপণে যুদ্ধ করার পর' শাহাদত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের হস্তে যে কত লোক নিহত হওয়া সম্ভব, তাহাও সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় মোছলেম বীরগণের প্রচণ্ড আক্রমণে তিন সহস্র কোরেশ সেনা পলায়নপর হইতে বাধ্য হইয়াছিল, তখন মুছলমান পক্ষ শত্রু বিনাশে একটুও ত্রুটী করেন নাই। সুতরাং এই সময়ও যে বহুসংখ্যক শত্রুসৈন্য হতাহত হইয়াছিল, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া কোরআনের বিখ্যাত টীকাকার হজরত এবনে-আব্বাছ বলিয়াছেন যে, "বদর যুদ্ধে হজরতের যে প্রকার জয়লাভ হইয়াছিল—সেরূপ বিজয় আর কখনও ঘটে নাই।" তিনি ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه আয়ত হইতে নিজের অভিমত সপ্রমাণ করেন। (১)

যাহাহউক, ওহোদ যুদ্ধে ন্যুনাধিক ৭০জন মুছলমান শাহাদত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে আমির হামজা ও অধ্যাপক মোছআব প্রভৃতি পাঁচ ছয়জন মোহাজের, অবশিষ্ট সকলেই আনছার। যুদ্ধাবসানের পর হজরতের আদেশে শহিদগণের লাশ সংগৃহীত হইল এবং তাঁহাদের সেই রক্তরঞ্জিত বস্ত্রের কাফনে তাঁহাদিগকে দুইতিন জন করিয়া এক কবরে সমাধিস্থ করা হইল। ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরত ও মুছলমানগণ শহিদদিগের জন্য জানাজার নামাজ পড়িয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কথা। বোখারী প্রভৃতি বিশ্বস্ত হাদিছ গ্রন্থ সমুহে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, শহিদগণের জানাজা পড়া হয় নাই। (২) এমাম শাফেয়ী বলিতেছেন যে, যে সকল ঐতিহাসিক ছহি ও মোতাওয়াতের হাদিছের

(১) জাদুল্‌মাআদ ১—৩৪৫। (২) বোখারী, ফৎহল্‌বারী প্রভৃতি।

স্পষ্ট সিদ্ধান্তের বিপরীত রেওয়ায়তগুলি বর্ণনা করিয়া জানাজা পড়ার কথা বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের লজ্জিত হওয়া উচিত। আল্লামা বোরহানুদ্দিন হালবী এমাম ছাহেবের এই উক্তি উদ্ধৃত করার পর, রাবীদিগের সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, তাঁহাদিগের মধ্যে দুইজন রাবী মোন্‌কার ও মাওজু' হাদিছ বর্ণনা করিতে অভ্যস্ত ছিলেন। (১) হালবীর এই মন্তব্য যে খুবই সমীচীন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। তবে কথা এই যে, এখানে জানাজার নামাজ সংক্রান্ত শরিয়তের একটা মছলার তর্ক উঠিয়াছে বলিয়া হালবী ও অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ ঐতিহাসিক বর্ণনার সূক্ষ্ম সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নচেৎ এই শ্রেণীর বহু অবিশ্বাস্য রাবীর ভিত্তিহীন গল্পগুজবগুলিকে চোখবন্ধ করিয়া আপনাদের ইতিহাস পুস্তকগুলিতে স্থান দান করিতে, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই কোন প্রকার কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। এ সম্বন্ধে ভূমিকায় বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে।

হজরত শহিদগণের 'কাফন দাফন' শেষ করিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে মদিনায় পৌঁছিলেন। মগরবের নামাজ মদিনাতেই সম্পন্ন হইয়াছিল। নামাজের সময় হজরত স্বনামধন্য ছাআদযুগলের স্কন্ধে ভর দিয়া বাটী হইতে মছজেদে আগমন করিয়াছিলেন। (২)

কোরেশের বিরাট বাহিনী কএক মাইল পথ অতিবাহিত করিয়া "রাওহা" নামক স্থানে পড়াও করিল। এখানে কিংকর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাদিগের পরামর্শ হইতে লাগিল। আবুছুফ্‌য়ান একরামা প্রভৃতি দলপতিগণ বলিতে লাগিল:—মোহাম্মদ আহত, তাহার অধিকাংশ ভক্তই আঘাত জর্জ্জরিত, এ অবস্থায় মদিনা আক্রমণ না করিয়া ফিরিয়া যাওয়া আমাদিগের পক্ষে কোনমতেই যুক্তিসঙ্গত হইতেছে না। মুছলমানদিগকে সমূলে উৎপাটিত ও সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত করার জন্যই আমরা এত উদ্যোগ আয়োজন করিলাম, নিজেদের যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ফেলিলাম। এখন তাহার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, অথচ আমরা ফিরিয়া যাইতেছি। দুইদিন পরে তাহারা আবার সামলাইয়া উঠিবে, তখন আমাদিগের উদ্দেশ্য সফল করা সহজসাধ্য হইবে না। আবুছুফ্‌য়ান প্রভৃতি আরবের বিভিন্ন গোত্রের লোকদিগকে নানাপ্রকারে প্রলুব্ধ করিয়া আপনাদিগের দলে আনায়ন করিয়াছিল। তাহারা বলিতে লাগিল—কি করিতে আসিয়াছিলাম আর কি করিয়া যাইতেছি! মদিনা আক্রমণ করিয়া ধর্ম্মের শত্রুদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিব, মদিনার সমস্ত ধন সম্পদ লুটিয়া লইব, তাহাদিগের যুবতী ও কুমারীদিগের সতীত্ব হরণ করিব। কিন্তু এখন দেখিতেছি

হামরাউল-আছাদ্ অভিযান।

---

(১) হালবী ২—২৪৮।

(২) ওহোদ যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ, তিরমিজি, কান্জুল্‌ওম্মাল, ফৎহুল্‌বারী, এছাবা এবং তাবকাৎ, এবনে হেশাম, তাবরী, হালবী, মাওয়াহেব ও জাদুল্‌মাআদ প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত হইল।

এসব কিছুই হইল না। আমাদিগকে উল্টা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইতেছে। অতএব তাহারা সিদ্ধান্ত করিল—"মদিনা আক্রমণ করিতেই হইবে।" উমাইয়ার পুত্র ছফ্‌ওয়ান ইহার প্রতিবাদ করিল বটে, কিন্তু কেহ তাহার কথা গ্রাহ্য করিল না। এই সময় কোরেশ দলপতিগণ আপনাদিগের লোক লস্করসহ মদিনার পথে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বানিখোজাআ গোত্রের প্রধান সমাজপতি মা'বাদ্, মুছলমানদিগের বিপদ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য মদিনায় যাইতেছিলেন। তাঁহার গোত্রের অনেক লোক তখনও এছলাম গ্রহণ করে নাই, কিন্তু হজরতের ও মুছলমানগণের প্রতি তাহাদিগের বিশেষ সহানুভূতি ছিল। পথে মা'বদ কোরেশসৈন্যদিগের এই অভিসন্ধির বিষয় জানিতে পারিলেন, এবং দ্রুতপদে মদিনায় আগমনপূর্ব্বক হজরতকে তাহাদিগের এই সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাত করিলেন। হজরত তখনই মহাত্মা আবুবকর ও ওমরকে ডাকিয়া পরামর্শ করিলেন এবং স্থির হইল যে, আগামী কল্য প্রাতেই যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে। পাঠকগণ মুছলমান-দিগের তৎকালীন অবস্থাটা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন। অধিকাংশ ছাহাবী ভীষণভাবে আহত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের ক্ষতস্থানগুলি হইতে তখনও রক্তধারা প্রবাহিত হইতেছে, ৭০জন শহীদের শোকসন্তপ্ত স্বজনগণের অশ্রুধারা তখনও স্থগিত হয় নাই,—এমন সময় ফজরের আজানের সঙ্গে সঙ্গে, বেলালের কণ্ঠস্বর উচ্চতর আরাবে ঘোষণা করিল—"মোছলেম বীরবৃন্দ, প্রস্তুত হও! এখনই যুদ্ধযাত্রা করিতে হইবে।" কোরেশবাহিনী মদিনা আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইতেছে, তাহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে মুছলমান এখনও মরে নাই, কখনও মরিতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে, গত কল্যের যুদ্ধে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, অদ্য কেবল তাঁহারাই যাত্রা করিতে পারিবেন।

এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মদিনার মোছলেম পল্লীটা নবজীবনে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। আহত মুছলমান বীরবৃন্দ 'আল্লাহো আকবার' বলিয়া শয্যার উপর লাফাইয়া উঠিলেন। সব শোক সব সন্তাপ, সমস্ত জ্বালা সমস্ত যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া তাঁহারা গত কল্যের রক্তরঞ্জিত অস্ত্রশস্ত্রগুলি সংগ্রহ করিয়া লইলেন এবং সোৎসাহে হজরতের খেদমতে সমবেত হইতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মোছলেমবাহিনী মদিনা ত্যাগ করিয়া গেল। হজরত পূর্ব্ববৎ রণসাজে সজ্জিত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন—আর সকলে পদাতিক।

পূর্ব্ব কথিত মা'বদ্ প্রত্যূষে মদিনা ত্যাগ করিয়া গেলেন। পথে আবুছুফ্‌য়ানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। মা'বদ আবুছুফ্‌য়ানের সমধর্ম্মী, সুতরাং তাঁহাকে দেখিয়া সে সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—"এই যে মা'বদ, সংবাদ কি?"

"সংবাদ আর কি, এখনও সরিয়া পড়, নচেৎ—"

"নচেৎ কি? মোহাম্মদ সম্বন্ধে কোন সংবাদ আছে না কি?"

"আছে বৈ কি! মোহাম্মদ বিপুল আয়োজনে অগ্রসর হইতেছেন। এবার মদিনার প্রত্যেক মুছলমানই যোগদান করিয়াছে।"

"আরে সর্ব্বনাশ! তুমি কি বলিতেছ? তাহাদিগের অবশিষ্ট শক্তিটুকুকে বিনষ্ট করিতে, তাহাদিগকে সমূলে উৎপাটিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া মদিনার দিকে অগ্রসর হইতেছি, মোহাম্মদ প্রত্যুষে আবার যুদ্ধযাত্রা করিয়াছে—ইহাও কি সম্ভব? তুমি বলিতেছ কি?"

"বলিতেছি ভালই, এখনও মানে মানে সরিয়া পড়। মুছলমান-বাহিনী আসিয়া পড়িতে বেশী বিলম্ব নাই—পালাও!"

আবুছুফ্‌য়ান তখন সকলকে মক্কার পথে যাত্রা করার আদেশ প্রদান করিল, কোরেশ-বাহিনী আর কালবিলম্ব না করিয়া স্বদেশাভিমুখে ধাবিত হইল। এদিকে হজরত মোছলেম-বাহিনী লইয়া, মদিনা হইতে আট মাইল দূরবর্ত্তী 'হামরাউল আছাদ' নামক প্রান্তরে উপনীত হইলেন, এবং কএকদিন সেখানে অপেক্ষা করার পর মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন। (১)

ওহোদ যুদ্ধের পর আবুলআজ্জা ও মাআবিয়া নামক দুইজন মক্কাবাসী মুছলমানদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিল বলিয়া কোন কোন ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহাদিগের বন্দী হওয়ার কারণ বড়ই কৌতুহলজনক। কোন কোন রাবী বলেন যে, 'কোরেশবাহিনী প্রাতঃকালে হামরাউল আছদ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। আবুলআজ্জা তখন ঘুমাইতেছিল, সে সময় তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। তাহার পর একপ্রহর বেলার সময় মুছলমানগণ সেখানে উপস্থিত হন এবং সেই অবস্থায় তাহাকে গ্রেপ্তার করেন।' তিনহাজার কোরেশসৈন্যের বিপুল বাহিনী, তাহাদিগের শত শত অশ্ব উষ্ট্র এবং সমস্ত সাজ সরঞ্জাম গোছাইয়া লইয়া যাত্রা করিতেছে, সে সময়কার কোলাহলে আবুলআজ্জার নিদ্রাভঙ্গ হইল না, কেহ তাহার নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটানও সঙ্গত বলিয়া মনে করিল না! তাহার পর একপ্রহর বেলা পর্য্যন্ত তাহার সে নিদ্রার অবসান হইল না—ছয়শত মুছলমান সৈন্যের আগমনেও তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল না। এই কুম্ভকর্ণের নিদ্রার কথা বিশ্বাস করিয়া লওয়া সহজ ব্যাপার নহে।

দুইজন বন্দীর প্রাণদণ্ড

সে যাহাহউক, ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, হজরতের আদেশে আবুলআজ্জা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। এই আবুলআজ্জা পাঠকগণের বিশেষ পরিচিত মক্কার বিখ্যাত কবি। বদর যুদ্ধে কবিবর মুছলমানদিগের হস্তে বন্দী হন এবং হজরতের দয়া ভিক্ষা করিয়া বিলাপনে মুক্তিলাভ করেন। তাহার পর মক্কায় গিয়া ইনি যেরূপে নিজের চাতুরীর বাহাদুরী করিয়াছিলেন,

(১) বোখারী, এবনে-হেশাম, তাবকাত, কামেল, জাদুল-মাআদ প্রভৃতি।

এবং ওহোদ যুদ্ধের পূর্ব্বে সমস্ত আরব গোত্রগুলিকে মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া যে প্রকারে হজরতের অনুগ্রহের প্রতিদান করিয়াছিলেন, পাঠকগণ তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বাসঘাতক ও কৃতঘ্ন নরাধমটাই ওহোদ সমরের প্রধান উত্তোক্তা। এহেন নরাধমের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করা সঙ্গত হইয়াছিল কিনা, পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন।

এই যুদ্ধের দ্বিতীয় বন্দী মাআবিআ, ইহার প্রতিও প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। মাআবিআ নাকি যুদ্ধের পর "পথ ভুলিয়া" সোজা মদিনায় পৌঁছিয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে যখন দেখিল যে, মুছলমানগণ তাহার এই ভুলের কথা উত্তমরূপে জানিতে পারিয়াছেন, তখন সে হজরত ওছমানের নিকট গিয়া তাঁহাকে ধরিয়া পড়িল। ওছমান গণি অতি বড় শত্রুকেও "না" বলিতে পারিতেন না। তিনি মাআবিয়াকে সঙ্গে লইয়া হজরতের খেদমতে উপস্থিত হন এবং তাহার জন্য সুপারিশ করেন। হজরত বলিলেন—ইহাকে তিন দিন সময় দেওয়া হইল, তিন দিনের মধ্যে মদিনা ত্যাগ করিয়া না গেলে ইহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। কিন্তু এহেন কঠোর আদেশ প্রাপ্ত হওয়া সত্বেও মাআবিআ মদিনায় থাকিয়া গেল। হামরাউল আছাদ হইতে ফিরিয়া আসার সময়, অর্থাৎ এই আদেশের চার পাঁচ দিন পরে, ছাহাবাগণ মদিনার সহরতলীর একটী পল্লীতে ইহাকে ধৃত ও নিহত করেন।

মাআবিআ কোরেশের বিরাট বাহিনীটাকে আরবের উন্মুক্ত প্রান্তরে এমন সহজে হারাইয়া ফেলিল কি করিয়া? সে মদিনার পথকে মক্কার পথ মনে করিয়া মদিনার পল্লীতে পল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইল, তবুও তাহার এ ভ্রম ঘুচিল না? তাহার পর প্রাণদণ্ডের কঠোর আদেশ শ্রবণ করা সত্বেও সে মদিনায় থাকিয়া গেল কেন? সার উইলিয়ম মুয়র যথেষ্ট গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন—'বেচারী যথাসময় চলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু কি করিবে—কুগ্রহ, সে আবার পথ ভুলিয়া মদিনায় চলিয়া আসিল!' প্রকৃত কথা এইযে, কোরেশগণ যে পুনর্ব্বার মদিনা আক্রমণ করিবে, ইহা স্থির হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা মাআবিআ প্রভৃতিকে গুপ্তচর-রূপে প্রেরণ করিয়াছিল। ইহারা মদিনার সমস্ত আবশ্যকীয় সংবাদ সংগ্রহ করিয়া কোরেশ-দিগের নিকট সেই সকল সংবাদ প্রেরণ করিতেছিল। এবনে-আছির এই প্রসঙ্গে বলিতে-ছেন—"হজরতের সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্ত মাআবিআ মদিনায় অবস্থান করিতেছিল।" অন্যান্য ইতিহাসেও স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে যে, প্রাণদণ্ডের আদেশ পাইয়াও মাআবিআ তিন দিবস পর্য্যন্ত মদিনায় লুকায়িত থাকিয়া কোরেশদিগকে জানাইবার জন্য হজরতের সংবাদাদি সংগ্রহ করিতেছিল। (১)

ওহোদ যুদ্ধের ফলাফল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার স্থানভাব, বোধ হয় তাহার

(১) কামেল, এবনে-হেশাম, হালবী প্রভৃতি।

বিশেষ আবশ্যকও নাই। সংক্ষেপে আমরা ইহার কয়েকটী ফলের কথা নিবেদন করিয়া এই প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি করিব।

প্রথম ফল :—হজরতের উপদেশ বিস্মৃত হওয়ার এবং আমির ও সেনাপতির আদেশ অমান্য করার ফল যে পার্থিব হিসাবেও কতদূর শোচনীয় হইতে পারে, মুছলমানগণ সে সম্বন্ধে সম্যক শিক্ষালাভ করিলেন।

দ্বিতীয় ফল :—সমস্ত আরব বিশেষতঃ কোরেশদলপতিগণ বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল যে, মুছলমানকে ধ্বংস করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে।

তৃতীয় ফল :—জেহাদের অগ্নিপরীক্ষায় আসল ও মেকি অর্থাৎ মুছলমান ও মোনাফেকের বাছাই হইয়া গেল।

চতুর্থ ফল :—ওহোদ প্রাঙ্গনে ওম্মতের জন্য কর্ম্মযোগ ও শোণিত-তর্পণের অভিনব আদর্শ ও পুণ্যময় 'ছোন্নৎ' প্রতিষ্ঠিত হইল।

ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

চতুর্থ হিজরীর ঘটনাবলী।

রাজী প্রান্তরের শোণিত-তর্পণ।

চতুর্থ হিজরীর ছফর মাসে আছেম-বেন ছাবেত নামক ছাহাবীর নেতৃত্বাধীনে দশজন মুছলমানকে মক্কার পথে প্রেরণ করা হয়—পথে চৌকীপাহারা দেওয়ার এবং নূতন কোন বিপদ উপস্থিত হইলে মদিনায় তাহার সংবাদ প্রেরণ করার জন্যই এই গুপ্তচর দলটীকে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। পথে রাজী' নামক স্থানে উপনীত হইলে হোজেলবংশের দুই শত লোক বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক ইঁহাদিগকে আক্রমণ করে। মুছলমানগণ তখন 'বেগতিক' দেখিয়া নিকটস্থ পর্ব্বতে আরোহণপূর্ব্বক আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। আততায়ীগণ তখন তাঁহাদিগকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিল। কিন্তু মুছলমানদিগের ভাবগতিক দেখিয়া তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল যে, প্রাণ থাকিতে ইহারা কখনই আত্মসমর্পণ করিবে না। এদিকে জীবিত অবস্থায় বন্দী না করিতে পারিলে তাহাদিগের মূল উদ্দেশ্য সফল হয় না। কারণ তাহারা পূর্ব্বেই স্থির করিয়াছিল যে, কয়েকজন মুছলমানকে কোন গতিকে বন্দী করিয়া ফেলিতে পারিলে তাহাদিগকে কোরেশদিগের হস্তে সমর্পণ করিবে, এবং তৎবিনিময়ে—কোরেশদলপতিগণের ঘোষণা অনুসারে—বহু মূল্যবান পুরস্কার লাভ করিব, কোরেশের নিকট হইতে নিজেদের বন্দীদিগকে ছাড়াইয়া আনিবে। কাজেই তখন তাহারা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে লাগিল—আমরা তোমাদিগকে হত্যা করিব না, তোমরা নামিয়া আসিয়া আত্মসমর্পণ কর! দলপতি আছেম তাহাদিগের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি তোমাদিগের ন্যায় বিশ্বাসঘাতকগণের প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। নরাধমগণ তখন মুছলমানদিগের উপর তীর বর্ষণ করিতে লাগিল। দলপতি আছেম তখন সহচরবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"আর দেখিতেছ কি? সাবধান, আমাদের একটা জীবন্ত দেহও যেন উহাদিগের হস্তগত না হয়, আল্লাহো আকবর, চালাও তলওয়ার!"

দলপতির আদেশমাত্র মুছলমানগণ উলঙ্গ তরবারী হস্তে আততায়ীদিগকে আক্রমণ করিলেন, এবং অল্পক্ষণের মধ্যে তাঁহাদিগের সাতজন বীর শাহাদৎপ্রাপ্ত হইলেন। তাহারা তখন খোবেব خبيب জাএদ ও আবদুল্লা নামক অবশিষ্ট তিনজন মুছলমানকে আত্মসমর্পণ

করিতে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিল, এবং ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতে লাগিল যে, আমরা তোমাদিগের কোন অনিষ্ট করিব না, তোমরা নামিয়া আইস, আমাদিগের একটা বিশেষ আবশ্যক আছে। অবশিষ্ট মুছলমানগণ দুষ্টদিগের এই প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাস করিয়া যেমন অস্ত্রত্যাগ করিলেন, অমনি তাহারা তাঁহাদিগকে ধরিয়া ফেলিল, এবং দড়িদড়া বাহির করিয়া তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া ফেলিতে লাগিল। আবদুল্লাহ এই অবস্থা দেখিয়া বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত একজনের নিকট হইতে তরবারী কাড়িয়া লইয়া বলিয়া উঠিলেন—ইহা বিশ্বাসঘাতকতার পূর্ব্বাভাস। আল্লার দিব্য, আমি ইহাদিগের নিকট আত্মসমর্পণ করিব না। বলাবাহুল্য যে, অল্পক্ষণের মধ্যেই আবদুল্লাকে নিহত হইতে হইল। তখন অবশিষ্ট দুইজন অর্থাৎ জাএদ ও খোবেবকে লইয়া নরাধমগণ মক্কার পথে রওয়ানা হইয়া গেল। কোন কোন ঐতিহাসিক বিবরণে দেখা যায় যে, শেষোক্ত তিনজন ছাহাবী প্রথম হইতেই দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন এবং 'জীবনের মায়ায়' কাফেরদিগের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অপবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই সকল ঐতিহাসিক বর্ণনায় ছেহাছেত্তার ছহি হাদিছের সম্পূর্ণ বিপরীত অনেক ভিত্তিহীন বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিবরণটীও বোখারী আবুদাউদ প্রভৃতির উল্লিখিত হাদিছের বিপরীত—সুতরাং অবিশ্বাস্য। (১)

প্রকৃত কথা এইযে, এই দুইজন বীর কাফেরদিগের অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে সাঙ্ঘাতিক রূপে আহত হইয়া পড়িয়াছিলেন। আততায়ীগণ তাঁহাদিগকে এই অবস্থায় বন্দী করিয়া ফেলে। (২) পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, দুষ্টগণ দুইশত যোদ্ধা লইয়া এই দশজন মুছলমানকে ঘেরাও করিয়াছিল। বোখারীর রেওয়াতে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, তাহারা একশত তিরান্দাজ সৈন্য সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং এই দুইজনের আহত হওয়া যে কতদূর স্বাভাবিক, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত মহামতি খোবেব প্রভৃতি অতঃপর যে অসাধারণ দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদিগের প্রতি এই দুর্ব্বলতার দোষারোপ করা আদৌ সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, নরাধমগণ বন্দী-দ্বয়কে লইয়া যথাসময় মক্কায় উপস্থিত হইল এবং নিজেদের বন্দীদ্বয়ের বিনিময়ে তাঁহাদিগকে কোরেশদিগের হস্তে বিক্রয় করিয়া ফেলিল।

বন্দীদ্বয়কে মক্কার নরপিশাচদিগের হস্তে যে কি প্রকার নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু কয়েকদিন অমানুষিক নির্য্যাতন ভোগের পর তাঁহাদিগের মুক্তির সময় নিকটবর্ত্তী হইল। তখন একদা ছফওয়ান-বেন-উমাইয়া ও তাহার নাস্তাস নামক দাস, জাএদকে বধ্যভূমিতে লইয়া

জাএদের আত্মত্যাগ।

(১) বোখারী, আবুদাউদ, আবুহোরায়রা হইতে—রাজী' অভিযান দেখ।

(২) আমির আলী।

চলিল। শৃঙ্খলাবদ্ধ সিংহ বধ্যভূমিতে নীত হইতেছে—এই তামাশা দেখিবার জন্য মক্কার পিশাচপ্রকৃতি নরনারী এবং বালকবালিকাগণ হৈ হৈ করিয়া ছুটিয়া আসিল। এই সময় আবুছুফয়ান ভক্তপ্রবর জাএদকে আল্লার দিব্য দিয়া জিজ্ঞাসা করিল :—জাএদ, সত্য করিয়া বল, এখন মোহাম্মদকে যদি তোমার স্থলে যুপকাষ্ঠে আবদ্ধ করা হয়, আর তাহার ফলে তোমাকে মুক্তি দেওয়া যায়, তুমি তাহা পছন্দ করিবে? জাএদ ভক্তিগদগদকণ্ঠে গম্ভীরস্বরে উত্তর করিলেন—আবুছুফয়ান তুমি কি বলিতেছ! আমি শতবার প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে পারি, কিন্তু হজরতের শ্রীপাদপদ্মে একটা কণ্টক বিদ্ধ হইলে তাহা সহ্য করিতে পারি না। তখন আবুছুফয়ান বলিয়া উঠিল :—

والله ما رأيت من قوم قط اشد حبا لصاحبهم من اصحاب محمد (صلعم) له

"আল্লার দিব্য, মোহাম্মদের অনুচরগণ তাহার প্রতি যে প্রকার প্রেম ও ভক্তি পোষণ করিয়া থাকে, জগতে অন্য কোন জাতির মধ্যে তাহার তুলনা নাই।" যাহা হউক, জাএদ ধীরস্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ছফয়ানের আদেশে নাস্তাস তাঁহার গ্রীবাদেশে অস্ত্রাঘাত করিল এবং কলেমায় তাওহীদ উচ্চারণ করিতে করিতে জাএদ মাটীতে লুটাইয়া পড়িলেন। মক্কার পিশাচপিশাচিনীগণ চকিত চমকিত চিত্তে এবং বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে এ দৃশ্য দর্শন করিল। (১)

মহামতি খোবাএবও এতদিন বন্দী অবস্থায় অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিয়া আসিতে-ছিলেন, কিন্তু এখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার মুক্তির সময়ও নিকটবর্ত্তী হইয়াছে।

খোবাএবের লোমহর্ষণ পরীক্ষা।

খোবাএবের এখন ভারী অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। এযে বড় সুখের বড় সাধের মরণ, অথচ এতদিন বন্দীখানায় পড়িয়া থাকায় তাঁহার নখচুল প্রভৃতি অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছে। কাজেই তিনি জনৈক স্ত্রীলোকের নিকট হইতে একখানা 'ক্ষুর' চাহিয়া লইয়া এই অস্বস্তি দূর করিলেন এবং সাধ্যপক্ষে সাজিয়া গুজিয়া মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

মক্কার বাহিরে তান্ইম নামক স্থানে 'ক্রুশ' স্থাপিত হইয়াছে। নগরে আজ মহাকোলাহল —খোবাএবকে আজ নিহত করা হইবে। ক্রুশে আবদ্ধ বন্দী অস্ত্রের আঘাতে আঘাতে ছটফট করিতে করিতে তিলেতিলে প্রাণত্যাগ করে, সুতরাং আজিকার তামাশাটা খুব মজাদার হইবে। তাই মক্কার আবালবৃদ্ধবনিতা তান্ইমে সমবেত হইয়া বন্দীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। এই সময় কোরেশ দলপতিগণ শৃঙ্খলাবদ্ধ বন্দীকে লইয়া সেখানে উপস্থিত হইল। তখন ইমানের নূর এবং বীরত্বের প্রভাবে খোবাএবের বদনমণ্ডল তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় দৃপ্ত

---

(১) বোখারী, এছাবা, এবনে হেশাম, তাবরী, তাবকাত প্রভৃতি।

হইয়া উঠিয়াছে। খোবাএব চলিতেছেন—সে চরণে একটুও জড়তা নাই, খোবাএব চাহিতে-ছেন—সে চাহনীতে একটুও আবিলতা নাই। এইরূপে ক্রুশের তলদেশে উপনীত হইয়া খোবাএব থমকিয়া দাঁড়াইলেন এবং কোরেশদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'একটু অপেক্ষা কর, আমি একবার প্রাণ ভরিয়া সেই প্রাণপ্রতীমকে ডাকিয়া লই।' এই বলিয়া তিনি নামাজে প্রবৃত্ত হইলেন এবং যথারীতি সুসৌষ্ঠবের সহিত দুই রেকআত নামাজ সমাপন করিয়া বলিলেন—আহা, কত তৃপ্তি কত শক্তি কত শান্তি এই প্রার্থনায়। আমার আরও দুই রেকআত নামাজ পড়ার সাধ হইতেছিল, কিন্তু তাহা হইলে তোমরা হয়'ত মনে করিতে যে, খোবাএব মরণের ভয়ে সময় লইতেছে, তাই আমি বিরত হইলাম। এখন আমি প্রস্তুত! তখন নরাধমগণ খোবাএবকে ধরিয়া যথারীতি ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ ও আবদ্ধ করিয়া দিল, এবং ঘাতকগণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে বর্শা বল্লম প্রভৃতির দ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। পরীক্ষার এই কঠোরতম সময় তাহারা খোবাএবকে বলিয়াছিল—এখনও এই নাস্তিকতার ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পৈতৃকধর্ম্ম গ্রহণ কর, তাহা হইলে আমরা তোমাকে এখনই মুক্তিদান করিতে পারি। এই প্রসঙ্গে খোবাএব বলিয়াছিলেন :—

وقد خيروني الكفر والموت دونه - وقد هملت عيناى من غير مجزع

যাহাহউক, এই সময় মহামতি খোবাএব যে কবিতার দ্বারা নিজের অবস্থা ও মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন, বোখারী ফৎহুলবারী এবনে হেশাম প্রভৃতি হইতে নিম্নে তাহার কয়েকটী পদের ভাবার্থ সংগ্রহ করিয়া দিতেছি :—

"তাহারা আমার চতুর্দ্দিকে দলে দলে সমবেত হইয়াছে। সকল গোত্রের লোককে ডাকিয়া আনিয়া খুব সমারোহ করিতেছে।"

"তাহারা সকলেই বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেছে, সকলেই আমার বিরুদ্ধে খড়্গাখস্ত, আর আমি এই বধ্যভূমিতে বন্দী হইয়া আছি।"

"তাহারা নিজেদের স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকেও ডাকিয়া আনিয়াছে, আর আমি দৃঢ় ও উচ্চ ক্রুশকাষ্ঠের সন্নিধানে নীত হইয়াছি।"

"তাহারা আমাকে বলিতেছে—'ধর্ম্মত্যাগ করিলে মুক্তি পাইবে', কিন্তু মরণ যে ইহা অপেক্ষা খুব সহজ! আমার নয়নযুগল অশ্রুবর্ষণ করিতেছে কিন্তু তাহাতে কাপুরুষতার কলঙ্ক নাই।"

"আল্লাহ আমাকে এই বিপদে ধৈর্য্যদান করিয়াছেন, দেখ, তাহারা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া আমার শরীরের মাংস কাটিয়া লইয়াছে, আমার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত প্রায়!"

খোবাএব অবশেষে বলিতেছেন :—

ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

ابالی حین اقتل مسلما - علی ای شق کان فی الله مصرعی !
و ذلک فی ذات الا له و ان یشا - یبارک علی اوصال شلو ممزع

"যখন মুছলমান-স্বরূপে মরিতে পারিতেছি, তখন যেরূপ অবস্থায় মৃত্যু হউক, তাহার ভাবনা আমার নাই।"

"আর প্রকৃত কল্যাণ প্রভুর ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। তিনি ইচ্ছা করিলে আমার দেহের প্রত্যেক কর্ত্তিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তাঁহার আশীর্ব্বাদ লাভ করিতে পারে!" (১)

পাঠক! একবার স্থির হইয়া সমস্ত ব্যাপারটা চিন্তা করিয়া দেখুন! ধৈর্য্যের, ইমানের এবং আল্লার উপর আত্মনির্ভরের এমন মহিমাপূর্ণ দৃশ্য—এমন কল্যাণময় আদর্শ জগতের ইতিহাসে অতি বিরল, নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাইবেলের কথিত মতে এই ঘটনায় দীর্ঘ পাচ শত বৎসর পূর্ব্বে যীশুখৃষ্টকেও নাকি এইরূপে ক্রুশে আবদ্ধ করিয়া নিহত করা হইয়াছিল। (২) কিন্তু ইতিহাস হিসাবে এইসকল লেখার কোনই মূল্য নাই, সুতরাং তাহার উপর মোটেই আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে ঐগুলিকে ক্ষণেকের জন্য বিশ্বস্ত বলিয়া ধরিয়া লইলেও, বাইবেল যীশুর এই সময়কার চাঞ্চল্য ও দুর্ব্বলতার যে চিত্রখানা দুনয়ার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে, খোবেবের সহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না। বাইবেলের যীশু মৃত্যুবিভীষিকা দর্শনে চঞ্চল হইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন :—

ایلی ! ایلی ! لما سبقتنی ؟

"হে আমার প্রভু, হে আমার প্রভু! তুমি আমাকে কেন পরিত্যাগ করিলে?" আর ক্রুশে আবদ্ধ এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি দেহ হইতে কর্ত্তিত হওয়ার পরও খোবাএব কি বলিতেছেন, আমরা তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছি। বাইবেলের এই কল্পিত আদর্শকে সম্বোধন করিয়া খোবেবের প্রত্যেক দেহচ্যুত মাংসখণ্ড যেন উচ্চ নিনাদে বলিতেছিল :—

عمرے ست کہ آوازۂ منصور کہن شد - من از سر نو جلوہ دہم دار و رسن را !

খোবাএব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শ্রীচরণের একজন দাস মাত্র। যাঁহার শিক্ষা ও সাহচর্য্যের ফলে জাএদ ও খোবাএবের ন্যায় শত সহস্র মহামানবের উদ্ভব হইয়াছিল, তিনি কত মহান কত মহিমায়! আশা করি, আলোচনার সময় আমাদের নিরপেক্ষ পাঠকগণ তাহা বিস্মৃত হইবেন না।

এই মাসে আমের নামক এক ব্যক্তি হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল—কতকগুলি

---

(১) বোখারী, আবুদাউদ, ফৎহল বারী—রাজী।

(২) মুছলমানেরা বলেন—যীশু ক্রুশে নিহত হন নাই। আধুনিক পাশ্চাত্য লেখকগণের মধ্যে অনেকেই এখন এই মতের সমর্থন করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে লিখিত Rational Press Association কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য।

উপযুক্ত লোক আমাদিগের দেশে পাঠাইয়া দিন। তাঁহারা সকলকে এছলামের মহিমা বুঝাইয়া দিলে বিস্তর লোক মুছলমান হইতে পারে। আমেরের কথা শুনিয়া হজরত বলিলেন—নাজদবাসীগণ ইহাদিগের অনিষ্ট করিতে পারে, তাহার উপায় কি? তখন আমের প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিল, আমরাই সেদেশের প্রধান; সকলে আমাদিগের কথা অনুসারে কাজ করে। আমি ইঁহাদিগের ভার গ্রহণ করিতেছি, অতএব আশঙ্কার কোনই কারণ নাই। আমেরের কথার উপর বিশ্বাস করিয়া হজরত সত্তরজন বিশিষ্ট আনছার দ্বারা একটী মিশন গঠন করিয়া আমেরের সমভিব্যাহারে পাঠাইয়া দিলেন। এই মহাজনগণ দিনের বেলায় কাষ্ঠ আহরণ করিয়া বাজারে বিক্রয় করিতেন এবং সেই আয় দ্বারা 'আছহাবে ছোফ্‌ফার' উদাসীন সাধকগণের জন্য অন্নের সংস্থান করিয়া দিতেন। রাত্রিকালে তাঁহারা কোরআন অধ্যয়ন অধ্যাপন এবং উপাসনা ও নামাজে ব্যাপৃত থাকিতেন। এহেন সেবক ও সাধক মহাজনগণের দ্বারা গঠিত এছলামের এই প্রথম 'মিশন' বীরমাউনা নামক স্থানে উপস্থিত হইলে এই আমের এবং তাহার স্বগোত্রস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করে। মুছলমানগণ প্রথমে আমেরের নিকট হারামকে দূতরূপে প্রেরণ করেন। আমের কোন কথা না বলিয়া ঘাতককে ইঙ্গিত করা মাত্র, সে পশ্চাৎদিক হইতে এমন জোরে বর্শার আঘাত করে যে, হারাম সেই আঘাতের ফলে ঊর্দ্ধে লাফাইয়া উঠেন। এই সময় তিনি চীৎকারপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন! فزت و رب الكعبة 'আমি সিদ্ধকাম হইলাম—আল্লার দিব্য!' হারামকে শহীদ করার পর আমেরের ইঙ্গিতে চারিদিক হইতে বহু লোকজন আসিয়া এই নিরীহ সেবকগণকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। একমাত্র কা'ব-বেন-জাএদ মুমূর্ষূ অবস্থায় কিছুকাল সেখানে পড়িয়া থাকার পর দৈবক্রমে উদ্ধার পাইয়াছিলেন। রাজী ও বীর মাউনার বিপদ সংবাদ একই সময় মদিনায় পৌঁছিয়াছিল। (১)

শত্রুপক্ষের ভীষণ ষড়যন্ত্র।

মক্কার কোরেশগণ—মদিনার পৌত্তলিক ও এহুদীদিগের সহিত যে ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, পূর্ব্বেই তাহার আভাস দেওয়া হইয়াছে। বদর যুদ্ধের পর কোরেশগণ বুঝিতে পারিল যে, আবদুল্লা-বেন-ওবাই প্রভৃতি কপটগণ মুখে যতই আস্ফালন করুক না কেন, একটা বড় কাজ গড়িয়া তোলার অর্থাৎ মদিনায় অন্তর্বি-প্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করার শক্তি তাহাদিগের নাই। তাই তাহারা এখন এহুদীদিগের সহিত ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিল। 'তখন নাজিরগোত্রের সমস্ত এহুদী পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, তাহারা মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করিবে।' বিদ্রোহের পরামর্শ স্থির হইয়া

এহুদীদিগের ষড়যন্ত্র।

(১) বোখারী, মোছলেম, ফৎহুল্ বারী, এবনে-হেশাম প্রভৃতি।

যাওয়ার পর তাঁহারা মতলব আঁটিয়া হজরতকে বলিয়া পাঠাইল যে—আপনার সহিত আমাদিগের ধর্ম্ম লইয়াই যত মতভেদ, আমরা ইহার একটা মীমাংসা করিয়া লইতে চাই। অতএব আপনি ত্রিশজন মুছলমানকে লইয়া আস্থন, আমরাও ত্রিশজন এহুদী পণ্ডিত লইয়া যাইতেছি। উভয়দল কোন মধ্যস্থলে সমবেত হইয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা হউক। যদি আমাদিগের পণ্ডিতবর্গ আপনার ধর্ম্মের সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা সকলেই এছলাম গ্রহণ করিব। এহুদীদিগের এই প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া হজরত তাহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন—তোমরা একটা প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া না দিলে তোমাদিগের কথার উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। এই সময় বানি-কোরেজা নামক এহুদগোত্র মুছলমানদিগের সহিত সন্ধি করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, তাহারা আর কখনও শত্রুপক্ষের সহিত কোন প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে না, তাহাদিগকে কোন প্রকারে সাহায্য করিবে না এবং কোনরূপ বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে না। হজরত বানিনাজিরবংশের এহুদীদিগকেও এই প্রকার সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। তাহারা একথাটা চাপা দিয়া বলিয়া পাঠাইল—যত গণ্ডগোল এক ধর্ম্ম লইয়া। আপনি আমাদিগকে স্বধর্ম্মের সত্যতা বুঝাইয়া দিন, আমরা সকলেই মুছলমান হইয়া যাইতেছি। তাহা হইলে আর সন্ধিপত্রের কোন আবশ্যকই থাকিবে না। আপনার বিশ্বাস না হয়, আমরা মাত্র তিনজন পণ্ডিত পাঠাইতেছি, আপনি মাত্র দুইজন মুছলমানকে সঙ্গে লইয়া আগমন করুন। আপনি এই তিনজনকে এছলামের সত্যতা বুঝাইয়া দিতে পারিলে আমরা সকলেই এছলাম গ্রহণ করিব।

তখন হজরতও এই প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করিলেন এবং দুইজন ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানের দিকে যাত্রা করিলেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হইবে, স্থতরাং কেহই অস্ত্রশস্ত্র সঙ্গে লইলেন না। পক্ষান্তরে এহুদীগণ বস্ত্রের মধ্যে খঞ্জর খড়্গা প্রভৃতি খরধার অস্ত্রশস্ত্র লুকাইয়া লইয়া বহির্গত হইল। সমস্ত এহুদীই যে এই সময় প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

হজরতকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র।

এছলামের পূর্ব্বে আওছ ও খাজরাজবংশের সহিত মদিনার এহুদীদিগের বৈবাহিক আদানপ্রদান প্রথা প্রচলিত ছিল। জনৈক আনছারের ভগ্নী মদিনার একজন বিশিষ্ট এহুদীর সহিত বিবাহিত হইয়াছিলেন। তিনি এই ষড়যন্ত্রের বিষয় জানিতে পারিয়া, গোপনে তাঁহার ভ্রাতাকে সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া সতর্ক করিয়া দিলেন।—আবুদাউদ باب خبر النضير অধ্যায়ে জনৈক ছাহাবী কর্ত্তৃক একটা হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, এবং হাফেজ এবনে-হাজর ফৎহলবারী গ্রন্থে মোহাদ্দেছ এবনে-মর্দ্দওয়হ কর্ত্তৃক বর্ণিত আর একটা হাদিছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই হাদিছটা যে ছহীছনদসহকারে বর্ণিত, এবনে-হাজর তাহারও উল্লেখ করিয়াছেন। আমরা এই দুইটা হাদিছ হইতে উপরের বর্ণনাগুলি সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ প্রভৃতি বিশ্বস্ত হাদিছ গ্রন্থসমূহে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে, নাজির ও কোরেজাগোত্রের এহুদগণ حاربوا رسول الله صلعم হজরতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। (১) মুছা-বেন-ওকবা বর্ত্তমান মাগাজী লেখকগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তিনি এই প্রসঙ্গে লিখিতেছেন :—

كانت النضير قد دسوا الى قريش وحضوهم على قتال رسول الله صلعم ودلوهم على العورة -

অর্থাৎ নাজিরবংশ কোরেশের সহিত দুরভিসন্ধি ও গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, কোরেশকে হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উত্তেজিত করিয়াছিল এবং তাহাদিগের সমস্ত গোপনীয় বিষয় জানাইয়া দিয়াছিল। (২) কোরআন শরীফের ছুরা হাশরে এহুদী ও কপটদিগের এই সকল দুরভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রের কথা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই ছুরার প্রাথমিক আয়তগুলিতে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, এহুদগণ নিজেদের সুদৃঢ় দুর্গমালার ভরসায় হজরতের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিল।

কোরআন হাদিছ ও বিশ্বস্ত ইতিহাস হইতে উপরে যে বিবরণ উদ্ধৃত হইল, এবনে এছহাক প্রমুখ কয়েকজন ঐতিহাসিক ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত রেওয়ায়ত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ঐতিহাসিকগণের বিপরীত বর্ণনা।

এই ছনদহীন রেওয়ায়তের সারমর্ম্ম এইযে, আমর-বেন-উমাইয়া বীরমাউনার ঘটনার পর কেলাব বংশের দুইজন লোককে ভ্রমক্রমে হত্যা করিয়া ফেলেন। নিহত ব্যক্তিদ্বয়ের ক্ষতিপূরণ আদায় করিতে (এখানেও অনেক মতভেদ— হালবী দেখ) বানিনাজিরদিগের পল্লীতে গমনপূর্ব্বক হজরত একটী বাটীর প্রাচীরমূলে উপবেশন করেন। এই সময়—এদিকে পরস্পর কথাবার্ত্তা হইতেছে, ওদিকে এহুদগণ হজরতকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। স্থির হইল যে, একজন লোক বড় একখানা পাথর লইয়া তাহা ছাদ হইতে হজরতের মাথার উপর ফেলিয়া দিবে, তাহা হইলেই তাহাদিগের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। এহুদগণ ইহার উদ্যোগ করিতেছে—এমন সময় হজরতের নিকট আছমান হইতে সংবাদ আসায় তিনি চুপ করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন। তাহার পর সকলকে এই 'আছমানের খবরের' বিষয় অবগত করাইয়া ষড়যন্ত্রকারীদিগের দুর্গাদি অবরোধ করার আদেশ প্রদান করিলেন। খৃষ্টান লেখকগণ এই সকল ভিত্তিহীন বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া বলিতেছেন যে, 'মোহাম্মদ এই প্রকারে আছমানের দোহাই দিয়া নাজিরীয় এহুদীদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করার একটা বাহানা বাহির করিয়া লইলেন। প্রকৃতপক্ষে এই দোষারোপের

(১) মোহাদ্দেছ আবদুররজ্জাক (তাঁহার তফছিরে) ও আবদ-এবনে-হামিদও এই হাদিছটী রেওয়ায়ত করিয়াছেন। দেখ জর্কানী প্রভৃতি। (২) ফৎহল বারী হইতে।

অন্য কোন প্রমাণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। স্যার উইলিয়ম মুয়র (IV. 308) এই প্রসঙ্গে মনের সাধ মিঠাইয়া ঝাল ঝাড়িয়া লইয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয় এইযে, আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আমরা মাগাজী লেখকগণের ভিত্তিহীন কিংবদন্তিগুলির উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইতেছি না। উপরি বর্ণিত ছহি হাদিছগুলি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছে যে, এবনে এছহাক প্রভৃতির সঙ্কলিত রেওয়ায়তগুলির কোনই মূল্য নাই। এহুদীগণ হজরতকে হত্যা করার জন্য যে ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহা যে হজরত 'অমিনের' সংবাদেই অবগত হইয়াছিলেন, বর্ণিত হাদিছ দ্বারা তাহাও সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে।

এহেন নীচ ষড়যন্ত্র এবং ভীষণ শত্রুতাচরণের সময়ও হজরত—বর্ত্তমান যুগের সভ্যতম গবর্ণমেণ্টগুলির ন্যায়—তাহাদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন না, অথবা বিনাবিচারে তাহাদিগকে কারাগারে আবদ্ধ করার, কিম্বা তাহাদিগের ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লওয়ার আদেশ প্রদান করিলেন না। তিনি তাহাদিগকে নূতন করিয়া সন্ধিপত্র লিখিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু এহুদীগণ তখন প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণার উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত—তাহারা একদিকে নানাপ্রকার বাহানা করিয়া কালক্ষেপণ করিতে লাগিল, অন্যদিকে মদিনার পৌত্তলিক ও কপটগণের সহিত সমস্ত বন্দোবস্ত পাকা করিয়া লইতে লাগিল। হজরত এই সকল ব্যাপার অবগত হইয়া আর কালবিলম্ব করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি জনৈক দূত পাঠাইয়া এহুদীদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তোমাদিগের সমস্ত দুরভিসন্ধির বিষয় আমরা অবগত হইয়াছি। স্বদেশের শান্তি এবং স্বজাতির ধনপ্রাণ ও মানসম্ভ্রম বিনষ্ট ও বিধ্বস্ত করার জন্য তোমরা চেষ্টার ত্রুটী করিতেছ না। আমরা পুনঃ পুনঃ সন্ধির প্রস্তাব করা সত্ত্বেও তোমরা সেদিকে ভ্রুক্ষেপও করিলে না। এ অবস্থায় তোমাদিগকে মদিনায় থাকিতে দেওয়া আমাদিগের পক্ষে আর সম্ভবপর হইবে না। অতএব তোমাদিগকে আদেশ করা যাইতেছে যে, তোমরা অনতিবিলম্বে মদিনার বাহিরে চলিয়া যাও।

হজরতের উদারতা এবং এহুদগণের ধৃষ্টতা।

মদিনার মোনাফেকগণ তখন এহুদীদিগকে বলিয়া পাঠাইল :—"খবরধার, নগর ত্যাগ করিও না। আমাদিগের দুই সহস্র যোদ্ধা প্রস্তুত হইয়া আছে। আমরা জীবনে মরণে কোন অবস্থায় তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিব না। নগর ত্যাগ করিতে হয়, আমরাও তোমাদিগের সঙ্গে গমন করিব। তোমরা তিষ্ঠিয়া থাক, আমরা প্রস্তুত হইয়া আসিতেছি, বানি-কোরেজার সমস্ত এহুদ আমাদিগের সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।" (১) এই প্রকার উৎসাহ পাইয়া নাজিরীয় এহুদগণের স্পর্দ্ধার অবধি রহিল না। তাহারা হজরতকে বলিয়া পাঠাইল :—'আমরা তোমার কোন কথাই শুনিতে চাহিনা, তোমার যাহা সাধ্য হয়, করিতে পার।' এহুদী

(১) ছুরা হাশরের ২য় রুকুতে এই উৎসাহের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

দূতের মুখে এই 'আল্‌টিমেটম' প্রাপ্ত হওয়া মাত্রই হজরত গাত্রোত্থান করিলেন, এবং মুছলমান-গণকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে এহুদীদিগের পল্লীটা ঘেরাও করিয়া ফেলিলেন। এহুদীগণ তখন পল্লীর প্রবেশদ্বারাদি উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিয়া সুরক্ষিত দুর্গগুলিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা মনে করিতে লাগিল, মদিনার দুই হাজার সৈন্য আর বানি-কোরেজার বহুসংখ্যক যোদ্ধা এখনই আসিয়া পড়িবে। তখন মুছলমানগণ 'বুকেপিঠে' আক্রান্ত হইয়া নিষ্পেষিত হইয়া যাইবে! কিন্তু কাপুরুষগণের এই প্রকার নীচ ষড়্‌যন্ত্র যে কখনই সফলতা লাভ করিতে পারে না, তাহা তাহারা জানিত না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, দূতের মুখে এহুদীদিগের চরম কথা শ্রবণ মাত্রই হজরত তাহাদিগের পল্লী বেষ্টনের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। মদিনার কপটগণ একে কাপুরুষ, তাহার উপর হজরতের এই ক্ষিপ্রকারিতার ফলে তাহারা দলবদ্ধ হওয়ারও সুযোগ পাইল না। পক্ষান্তরে অনতিকাল পূর্ব্বে হজরত কোরেজাবংশের এহুদীদিগকে নূতন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। কাজেই বহুদিনের অপেক্ষা ও অবরোধের পর তাহারা নিরাশ হইয়া পড়িল এবং একজন দূত পাঠাইয়া হজরতের নিকট প্রস্তাব করিল যে, আমরা তোমার পূর্ব্বকার আদেশ মানিয়া লইয়া মদিনা ত্যাগ করিয়া যাইতেছি, আমাদিগকে মুক্তি দাও। বলাবাহুল্য যে, বহুদিনের অবরোধের ফলে দুর্গে অবস্থান করা এখন আর তাহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর ছিলনা। সুতরাং বর্ত্তমান অবস্থায় হয় ক্ষুৎপিপাসায় না হয় মুছলমানদিগের অস্ত্রে স্ববংশে নিধনপ্রাপ্ত হওয়া ব্যতীত তাহাদিগের গত্যন্তর ছিলনা। হজরত তাহাদিগের প্রতি কোন প্রকার দণ্ড বা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করিয়া এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অধিকন্তু অস্ত্রশস্ত্র ব্যতীত আর সমস্ত ধনসম্পদ এবং তৈজসপত্র সঙ্গে লইয়া যাওয়ার অনুমতি প্রদান করিলেন, এজন্য তাহাদিগকে দশ দিনের সময়ও দেওয়া হইল। এহুদগণ ছয়শত উট বোঝাই দিয়া নিজেদের সমস্ত ধনসম্পদ লইয়া বহির্গত হইল। ইহা ব্যতীত মাথা মোটে যাহা গেল, তাহা স্বতন্ত্র। ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে, এহুদগণ ঘরের জানালা দরওয়াজা ও ছোট ছোট কাঠের টুকরাগুলি পর্য্যন্ত কুড়াইয়া লইয়া যাইতেও বিস্মৃত হয় নাই। যাহা হউক, এহুদগণ দশদিন পরে যথেষ্ট সমারোহসহকারে মদিনা হইতে বহির্গত হইল। (১)

এছলামের পূর্ব্বে মদিনার মৃতবৎসা স্ত্রীলোকেরা 'মানসা' করিত যে, তাহাদের সন্তান বাঁচিলে তাহারা তাহাকে এহুদীধর্ম্মে দীক্ষিত করিবে। বানুনাজির বংশের এহুদগণ যখন মদিনা হইতে দেশান্তরিত হয়, তখনও আনছারদিগের পুত্রগণ (বর্ণিতরূপে) এহুদ সমাজভুক্ত হইয়াছিল। তখন একদিকে আনছারগণ বলিতে লাগিলেন—আমরা আমাদিগের পুত্রগুলিকে এহুদীদের সঙ্গে যাইতে দিব না, অন্যদিকে

এছলামের উদার ব্যবস্থা।

(১) তাবরী, হালবী, এবনে-এছহাক প্রভৃতি।

এহুদীরা বলিতে লাগিল—ইহারা আমাদিগের সমাজভুক্ত হইয়া গিয়াছে, অতএব আমরা উহাদিগকে ছাড়িয়া যাইব না। কোরআনের নিম্নলিখিত আয়তটী সেই সময় অবতীর্ণ হইল :—

لا اكراه فى الدين ' قد تبين الرشد من الغي

"ধর্ম্ম সম্বন্ধে জোর জবরদস্তি (সঙ্গত) নহে, পথ ও বিপথের মধ্য হইতে সৎপথ দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।" তখন হজরত বলিলেন—ঐ যুবকগুলি নিজেদের স্বাধীন মতানুসারে কাজ করুক, তাহারা ইচ্ছা করিলে তোমাদিগের সমাজে প্রবেশ করিতে পারে। আর যদি তাহারা এহুদীধর্ম্মকে পছন্দ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখার অধিকার তোমাদের নাই। (১)

ইহা ৪র্থ হিজরীর রবিওল আউওল মাসের ঘটনা। একদল পণ্ডিত বলিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বে এই আয়ত অনুসারে কাজ হইত বটে, কিন্তু জেহাদের আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার পর এই আয়ত মনসুখ অর্থাৎ ইহার আদেশ রহিত হইয়া যায়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এখানে অসম্ভব। তবে পাঠকগণকে সংক্ষেপে এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, তাহাদের বর্ণিত ঐ জেহাদের আয়তটী বদর যুদ্ধের পূর্ব্বে অবতীর্ণ হইয়াছিল, আর আলোচ্য আয়তটী—আবুদাউদ প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থের বর্ণিত এই রেওয়ায়ত অনুসারে—৪র্থ হিজরীর প্রথম ভাগে অবতীর্ণ হয়। অতএব উল্লিখিত পণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত যে অসঙ্গত, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

মাদকদ্রব্য ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা এই সময় প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা হঠাৎ একদিনে প্রচারিত হয় নাই, এসম্বন্ধে পরপর কোরআনের তিনটী আয়ত অবতীর্ণ হইয়াছিল। প্রথম আয়তে এইমাত্র বলিয়া দেওয়া হয় যে, সুরা শয়তানের একটা জঘন্য প্রতিষ্ঠান ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই আয়ত অবতীর্ণ হইলে আরবের চিরাচরিত সংস্কারে আঘাত লাগিল এবং বিবেকের সহিত তাহার সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়া গেল। ইহার কিছুকাল পরে আদেশ হইল যে, মদমত্ত অবস্থায় কেহ নামাজ পড়িতে পারিবে না। নামাজ না পড়িলে নয়—তাহা ব্যতীত মুছলমান মুছলমানই থাকিতে পারে না, অথচ মদের মোহ পরিত্যাগ করাও সহজ নহে। কাজেই তখন নামাজের সময় বাদ দিয়া মদ্যপানের চেষ্টা হইতে লাগিল। প্রাতঃকাল হইতে এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত পাঁচবার নামাজ পড়া একেবারে অপরিহার্য্য। কাজেই দিবাভাগে মদ্যপানের সুযোগ ঘটা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। এই প্রকারে আরও কিছুকাল জনসাধারণকে সংযমে অভ্যস্ত করার পর একদিন আদেশ প্রদত্ত হইল যে, সকল প্রকার মদ ও মাদকদ্রব্য অবশ্য পরিহার্য্য—হারাম। মদ্যের ক্রয়বিক্রয় নিষিদ্ধ, মদ্যপায়ীকে

মদ্য পানের নিষেধাজ্ঞা

(১) আবুদাউদ ২—৯, আওনল মাবুদ ৩—১১। নাছাই, দুর্‌রে মনছুর ১—৩২৯। এবনে হেব্বান, বাইহাকী প্রভৃতি।

রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। মদের সঙ্গে সঙ্গে জুয়াব্যাভিচারাদিরও মূলোৎপাটন করা হইয়াছিল। এছলাম কি প্রকারে 'শয়তানের সমস্ত জঘন্য প্রতিষ্ঠান' গুলির সংস্কার করিয়াছিল, কিরূপে সুনীতি সুরুচি ও মনুষ্যত্বকে পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, কোরআনের তফছিরে এবং এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে তাহা বিশদরূপে প্রদর্শন করার ইচ্ছা রহিল।

ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এই সনে হজরত আলীর প্রথম পুত্র এমাম হাছানের জন্ম হইয়াছিল।

একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

সমস্ত আরবগোত্রের সমবেত শত্রুতা।

পাঠকগণের বোধ হয় স্মরণ আছে—ওহোদ যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আবুছুফ্‌য়ান মুছলমান-দিগকে ধমকাইয়া গিয়াছিল—আগামী বৎসর বদরপ্রাঙ্গনে আবার যুদ্ধ হইবে। ওহোদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাহারা এসম্বন্ধে যুক্তি পরামর্শ করিয়া স্থির করিল—সমস্ত আরবের সমবেত শক্তি লইয়া মদিনা আক্রমণ করিতে হইবে। সেজন্য এত দম্ভ সত্বেও তাহারা বদরে আগমন করে নাই। একে স্বাভাবিক ধর্ম্মবিদ্বেষ, তাহার উপর কোরেশ ও এহুদীদিগের উত্তেজনা, কাজেই অল্পকালের মধ্যে সমগ্র হেজাজ প্রদেশ মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল এবং পঞ্চম হিজরীর প্রথম হইতে তাহার কেন্দ্রে কেন্দ্রে সৈন্যসঞ্চয় ও রণসজ্জা আরম্ভ হইয়া গেল। হজরতও চারিদিকে দূত ও গুপ্তচর পাঠাইয়া সমস্ত অবস্থা অবগত হইতে লাগিলেন। সুখের বিষয় এই যে, এই সকল আপদবিপদের মধ্যেও মদিনার নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহে ধীরে ধীরে এছলামের প্রসার বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

মুছলমানগণ তখন সদাসতর্ক ভাবে অবস্থান করিতেছেন—প্রতিমুহূর্ত্তেই আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা। এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল যে, দুমাতলজন্দল প্রদেশের অধিবাসীরা বাণিজ্যপথে লুটতরাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। পক্ষান্তরে তাহরা মদিনা আক্রমণ করার জন্যও প্রস্তুত হইতেছে। এই সংবাদপ্রাপ্তির পর কয়েক শত মুছলমানকে সঙ্গে লইয়া হজরত সেদিকে অগ্রসর হন এবং দুই একদিন বাহিরে অবস্থান করিয়া মদিনায় ফিরিয়া আসেন। মুছলমানগণ যে প্রস্তুত হইয়া আছেন, ইহা প্রদর্শন করাই এই শ্রেণীর অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। (১)

দুমা অভিযান।

পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে মদিনায় সংবাদ পৌছিল যে, বানি-মোস্তালেকবংশের সমস্ত লোক রণসজ্জায় সজ্জিত হইতেছে। অন্যান্য গোত্রের বহু লোকও তাহাদিগের সঙ্গে যোগ দিতেছে। বলাবাহুল্য যে, হেজাজের সমস্ত পৌত্তলিক, সমস্ত এহুদী ও খৃষ্টান এবং সমস্ত কপট সমবেতভাবে মদিনা আক্রমণের যে সংকল্প করিয়াছিল, এগুলি তাহার পূর্ব্বাভাস মাত্র। যাহা হউক, এই সংবাদ প্রাপ্ত

বানি মোস্তালেক বংশের উত্থান।

(১) তাবরী, এবনে-হেশাম প্রভৃতি। ইহা রবিউল-আউওল মাসের ঘটনা।

হইয়া হজরত বোরাএদা-বেন-হোছাএব নামক জনৈক বিশিষ্ট ছাহাবীকে ইহার তদন্তের জন্ম নিযুক্ত করিলেন এবং ইঁহার মুখে যখন জানিতে পারিলেন যে সংবাদটী সত্য, তখন হজরত কয়েকশত মুছলমানকে লইয়া মদিনা হইতে বহির্গত হইলেন।

এই অভিযান ২রা শা'বান তারিখে মদিনাত্যাগ করে। এবার কতকগুলি কপট মুছলমানও এই অভিযানের সঙ্গে গমন করিয়াছিল। বানু মোস্তালেক গোত্রের দলপতিগণ মদিনার সংবাদাদি সংগ্রহের জন্ম যে গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিল, ঘটনাক্রমে মুছলমানগণ তাহাকে পথিমধ্যে বন্দী করিয়া ফেলেন। কাজেই বিদ্রোহীগণ হজরতের যাত্রার সংবাদ আদৌ জানিতে পারে নাই। তাহারা হঠাৎ দেখিল যে, মুছলমানবাহিনী একেবারে মাথার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। তখন এই অতর্কিত আক্রমণে ভীত হইয়া অন্যান্য গোত্রের আরবগণ অবিলম্বে সরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মোস্তালেক গোত্রের বহু যোদ্ধা মোরায়ছি' নামক জলাশয়ের নিকটে সমবেত হইয়া মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিল এবং বহু শত লোক তীর নিক্ষেপ করিয়া মোছলেম বাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তখন হজরতও মোছলেম বাহিনীকে যথাযথভাবে বিন্যস্ত করিয়া লইলেন এবং অল্পক্ষণ পরে সাধারণ আক্রমণের আদেশ প্রদান করিলেন। শত্রুপক্ষ এই আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময় তাহাদিগের শতাধিক পরিবারের বহু নরনারী মুছলমানদিগের হস্তে বন্দী হইল। তাহাদিগের দুই সহস্র উট ও পাঁচ সহস্র ছাগ মেষাদি পশুও মুছলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল। (১) মোস্তালেক বংশের খোজআ গোত্রের প্রধান দলপতি হারেছ। এই হারেছের কন্যাও এই সঙ্গে বন্দী হইয়াছিলেন।

বন্দীগণ যথাসময় মদিনায় আনীত হইলে হজরত তাহাদিগের দুরবস্থা দর্শনে যারপরনাই ব্যথিত হইয়া পড়িলেন এবং তাহাদিগের মুক্তির উপায় সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগলেন।

হজরতের অনুপম করুণা।

দলপতি-হারেছের কন্যা জোওয়ায়রিয়ার জন্যও একটা মুক্তিপণ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তিনি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন যে, আমি মুছলমান—এই পণ দিবার সাধ্য আমার নাই। আপনি ইহার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিন। জোওয়ায়রিয়া প্রকাশ্যভাবে বলিতেছেন যে তিনি মুছলমান, অধিকন্তু তিনি সাহায্য ভিক্ষা করার জন্য হজরতের নিকট আগমন করিয়াছেন। এদিকে অন্যান্য বন্দীদিগকে মুক্তি দিবার জন্যও হজরত ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছেন। এই সময় হারেছও হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া কন্যার মুক্তিপ্রার্থনা করিলেন। হজরত হারেছকে বলিলেন— আপনি আপনার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখুন, তিনি যাহা বলেন, আমি তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। কিন্তু জোওয়ায়রিয়া তাঁহার পিতাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিলেন—"আমি

(১) বোখারী, মোছলেম, ফৎহুল বারী, জাদুল-মাআদ প্রভৃতি।

মুছলমান, হজরতের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আমি আর কোথাও যাইবনা।" তখন হজরত নিজেই তাঁহার পক্ষ হইতে মুক্তিপণের সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়া দিলেন। হারেছের মদিনায় অবস্থান কালেই হজরতের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া যায় এবং সেই মতে দাসী ও বন্দিনী জোওয়ায়রিয়া অচিরাৎ হজরতের সহধর্ম্মিণী পদে বরিত হইলেন।

মোস্তালেক গোত্রের শতাধিক পরিবারের সমস্ত নরনারী ও বালকবালিকা এবং তাহাদিগের সমস্ত ধনসম্পদ মুছলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সমস্ত বন্দী পরিবারের পক্ষ হইতে মুক্তি পণ দিবার কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় তাহাদিগকে মুছলমানদিগের মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু মদিনায় যখন প্রচারিত হইল যে, হজরত হারেছের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, তখন মুছলমানগণ পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—ইহারা এখন হজরতের শ্বশুরকুল, সুতরাং ইহাদিগকে আর বন্দী করিয়া রাখা সঙ্গত হইতেছেনা। হজরতের সহধর্ম্মিনী মাত্রই মুছলানদিগের মাতা, সুতরাং জননী জোওয়ায়রিয়ার পিতৃকুলের সমস্ত লোকই এখন তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন হইয়া দাঁড়াইলেন। মুছলমানগণ তখন কালবিলম্ব না করিয়া সমস্ত বন্দীকে বিনাপণে মুক্তিপ্রদান করিলেন এবং সমস্ত ধনসম্পদ সহ তাহাদিগকে বিশেষ সম্মানের সহিত স্বদেশে পাঠাইয়া দিলেন। এইরূপে মোস্তালেক বংশের শতাধিক পরিবারের বহুশত লোক এক দিনেই মুক্তি প্রাপ্ত হইল। (১)

মুছলমানদিগের এইপ্রকার করুণ ব্যবহার দর্শনে মোস্তালেক বংশ একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। যাহাদিগকে সমূলে বিনষ্ট করার জন্য তাহারা সাধ্যপক্ষে চেষ্টার ক্রটী করে নাই, তাহাদিগের নিকট এই প্রকার আশাতীত সদ্ব্যবহার পাইয়া তাহারা এছলামের মহিমায় অভিভূত হইয়া পড়িল এবং অনধিক কালের মধ্যে এই গোত্রটী এছলাম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইয়া গেল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কপট মুছলমান বা মোনাফেকগণও এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিল। ইহারা এবার দলত্যাগ না করিয়া দলভঙ্গ করার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহাদিগের

কপটদিগের শয়তানী।

ষড়যন্ত্রের ফলে কএকজন আনছার ও মোহাজেরের মধ্যে একটা সংঘর্ষ বাধিবার উপক্রম হয়। বিবি আয়েশা এই অভিযানে হজরতের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। ফিরিবার সময় নরাধমগণ তাঁহার চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়া একটা নূতন বিপ্লব বাধাইয়া দিবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাদিগের কোন চেষ্টাই সফলতা লাভ করিতে

(১) কামেল, হালবী, ফৎহল্‌বারী, এবনে-হেশাম প্রভৃতি।

পারে নাই। মোনাফেকদিগের দলপতি আবদুল্লা-বেন-ওবাই মুছলমানদিগকে প্রকাশ্যভাবে বলিয়া দিয়াছিল :—

لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعزمنها الاذل

অর্থাৎ "আমাদিগকে মদিনায় ফিরিয়া যাইতে দাও, তখন দেখিতে পাইবে যে, ছোটলোকগুলা ভদ্রলোকদিগের দ্বারা কিরূপে বিতাড়িত হয়।" (১) বলা বাহুল্য যে, এছলামের শত্রুগণ সমবেতভাবে অবিলম্বে মদিনা আক্রমণ করার জন্য যে উদ্যোগ আয়োজন করিতেছিল, নরাধম তাহারই ভরসায় স্পর্দ্ধান্বিত হইয়া এইপ্রকার ধৃষ্টতা প্রকাশে সাহসী হইয়াছিল।

হজরত অতর্কিত অবস্থায় বানি-মোস্তালেক গোত্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, বোখারী ও মোছলেমের হাদিছ হইতে ইহা প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু এবনে ছাআদের একটা বর্ণনায় এই 'অতর্কিত আক্রমণের' কথা নাই। মওলানা শিবলী মরহুম বলিতেছেন যে, বোখারী মোছলেমের এই হাদিছটাও প্রমাণরূপে ব্যবহৃত হওয়ার যোগ্য নহে। কারণ, ইহার প্রথম রাবী নাফে, যুদ্ধে যোগদান করা ত দূরের কথা, তিনি হজরতকে কখন দর্শনও করেন নাই। সুতরাং হাদিছটী মোন্‌কাতা' বলিয়া পরিগণিত হইবে। (২) দুঃখের বিষয় এই যে, বোখারী ও মোছলেমের ন্যায় শ্রেষ্ঠতম পুস্তকের হাদিছ সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশের সময়ও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা হয় নাই। আলোচ্য হাদিছের শেষভাগে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, নাফে' উহার প্রথম রাবী নহেন। তিনি বলিতেছেন :—

মওলানা শিবলীর ভ্রান্ত অভিমত।

حدثني به عبد الله بن عمر و كان في ذلك الجيش

অর্থাৎ আবদুল্লাহ-বেন-ওমর আমার নিকট এই হাদিছটা বর্ণনা করিয়াছেন—তিনি এই অভিযানে (সহযাত্রী) ছিলেন। সুতরাং মাওলানা মরহুমের এই সিদ্ধান্তটী যে খুবই অসমীচীন হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

ওহোদ যুদ্ধের অবসান ও বানিনাজির বংশের নির্ব্বাসনের পর হইতে হেজাজের এহুদ ও পৌত্তলিক জাতিগণ মুছলমানদিগের ধ্বংস সাধন এবং এছলামের মূল উৎপাটনের জন্য বিশেষ আগ্রহ সহকারে উদ্যোগ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, পাঠকগণ ইহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। আবুছুফ্‌য়ান ওহোদক্ষেত্রে নিজে ঘোষণা করিয়াও যে কেন নির্দ্ধারিত সময়ে বদরে আগমন করে নাই, তাহাও ইতিপূর্ব্বে নিবেদিত হইয়াছে। আলোচ্য সময় বিভিন্ন আরবগোত্র স্বতন্ত্রভাবে যে কিরূপ বিদ্রোহাচরণ আরম্ভ করিয়াছিল, পাঠকগণ তাহাও বিদিত হইয়াছেন।

মদিনা আক্রমণের বিরাট আয়োজন।

(১) ছিরৎ ১—৩০৪। (২) কোরআন—মোনাফেকুন। জাদুল-মাআদ ১—৩৬৭।

একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

এই সময় নাজির-গোত্রের এহুদ-দলপতিগণ দেখিল যে, এই প্রকারে বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল বিদ্রোহের দ্বারা তাহাদিগের পক্ষেরই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। হঠাৎ ইহার একটা সুব্যবস্থা না হইলে সমবেতভাবে মদিনা আক্রমণের 'স্কিম'টা একেবারে মাঠে মারা যাইবে। দীর্ঘস্থায়ী পরাধীনতার ফলে এহুদজাতি স্বাভাবিকরূপে মনুষ্যত্বের সর্ব্বপ্রকার উচ্চবৃত্তি হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল। পক্ষান্তরে যুগপৎভাবে কাপুরুষতার সমস্ত উপকরণ তাহাদিগের মধ্যে যথেষ্টরূপে সঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে আগমন করিতে—বুক ঠুকিয়া শত্রুর মোকাবেলায় প্রবৃত্ত হইতে এহুদজাতি কখনই সাহসী হয় নাই। কিন্তু গোপনে গোপনে ষড়যন্ত্র পাকাইতে এবং বিভিন্ন ষড়যন্ত্রকারীদলকে organize করিতে তাহারা চিরকালই সিদ্ধহস্ত। সুতরাং আলোচ্য সময় মদিনা আক্রমণের জন্য বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী জাতি ও গোত্রসমূহকে organize করার এবং এতৎসম্বন্ধে অন্যান্য সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয়ের সুব্যবস্থা করিয়া দিবার ভার এহুদগণ স্বহস্তে গ্রহণ করিল।

এই সকল ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করার জন্য নাজির দলপতিগণ চতুর্দ্দিকে বাহির হইয়া পড়িল। হোয়াই-বেন-আখ্‌তব মক্কায় গিয়া কোরেশদিগের সহিত পরামর্শ স্থির করিতে লাগিল। কানানা-বেন-রাবী গৎফান গোত্রের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল, খায়বরের উৎপন্ন ফলশস্যের অর্দ্ধেক তাহাদিগকে দেওয়া হইবে—ইহাও স্থিরীকৃত হইল।

এহুদীদিগের ভীষণ ষড়যন্ত্র।

গৎফান গোত্রের সহিত বানি-আছদ বংশের সন্ধি ও মিত্রতা ছিল, তাহারাও প্রস্তুত হইল। বানি-ছালিম ও বানি-ছাআদ প্রভৃতি গোত্রও এই সঙ্গে যোগদান করিল। ওহোদ যুদ্ধের পর বানি-কোরেজা গোত্রের এহুদগণ মুছলমানদিগের সহিত পুনরায় সন্ধিস্থাপন করিয়াছিল, পাঠকগণ ইহা যথাস্থানে অবগত হইয়াছেন। নাজির গোত্রের প্রধান দলপতি হোয়াই-বেন-আখতব এই সময় তাহাদিগের দুর্গে গমন করিল এবং তাহাদিগকে উত্থান করার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। কোরাএজা বংশের প্রধান সমাজপতি প্রথমে ইহাতে অসম্মতি প্রকাশ করতঃ বলিয়াছিল—'মোহাম্মদ অদ্যাবধি কখনই আমাদিগের সহিত বিশ্বাস-ঘাতকতা করেন নাই। তুমি আমাদিগের সর্ব্বনাশ করার জন্যই আসিয়াছ।' কিন্তু হোয়াই তাহাকে বুঝাইয়া বলিল:—'তুমি বুঝিতেছ না। মোহাম্মদকে ও মুছলমানদিগকে সমূলে বিনষ্ট করার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কোরেশ প্রভৃতি জাতি তাহাদিগের সমবেত শক্তি লইয়া মদিনার পথে অগ্রসর হইয়াছে। এমন সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না।' অবশেষে উত্থান করাই স্থিরীকৃত হইল, এবং কা'ব কোরেজার সকল লোককে একত্র করিয়া তাহাদিগের সম্মুখে সন্ধিপত্রখানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। ষড়যন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র হইয়াছিল মক্কায়। সেখানে এছলামের শত্রুগণ প্রতিজ্ঞা করিল—আমাদিগের

মধ্যে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, মুছলমান আমাদিগের সাধারণ শত্রু। যাহাতে এই শত্রুদল এবং তাহার দলপতি মোহাম্মদের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট না থাকে, সেজন্য আমরা সকলে প্রাণপণে চেষ্টা করিব। এইরূপে মোহাম্মদকে, মুছলমানদিগকে এবং এছলাম ধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও বিলুপ্ত করিবার কঠোর সঙ্কল্প লইয়া দশ সহস্র দুর্দ্ধর্ষ আরব মদিনার পথে ধাবিত হইল।

কোরেশ ও এহুদীদিগের এই সকল ষড়যন্ত্রের কথা হজরতের ও বিশিষ্ট সহচরগণের সম্পূর্ণ অবিদিত ছিলনা। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে যে এত বড় একটা অভিযান, অস্ত্রশস্ত্রে এমন সুসজ্জিত হইয়া মদিনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে পারিবে, সম্ভবতঃ মুছলমানগণ ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, শত্রুপক্ষের এই সমবেত অভিযানের সংবাদ পাইয়া, হজরত পরামর্শের জন্য ছাহাবাগণকে আহ্বান করিলেন। এবার মদিনার বাহিরে যাওয়া হইবে কিনা, এই বিষয়ে পরামর্শ আরম্ভ হইল। তখন সভাস্থলে নানাপ্রকার প্রস্তাবের আলোচনা হইতে লাগিল—কিন্তু কিছুই সিদ্ধান্ত হইল না। বাহিরের এই প্রচণ্ড আক্রমণ আর সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বিপ্লবের বিভীষিকা। বর্ত্তমান অবস্থায় নগরের বাহিরে যাওয়া কোনমতেই সঙ্গত নহে, অথচ মদিনা চারিদিক হইতে সুরক্ষিতও নহে। কাজেই আক্রমণকারী সৈন্যগণ নগরে প্রবেশ করিতে দ্বিধা করিবে না। এই সকল বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, এমন সময় ছাল্‌মান ফার্সী (পারস্যবাসী) অগ্রসর হইয়া বলিতে লাগিলেন:—পারস্যে আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে এই প্রকার বিপুল শত্রুবাহিনী কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে হয়। আমরা এরূপ অবস্থায় নগরের চারিদিকে পরিখা খনন করিয়া থাকি। ইহাতে শত্রুর পক্ষে নগরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমান অবস্থায় ছাল্‌মানের প্রস্তাব অনুসারে কাজ করাই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইল এবং সকলে পরিখা খননের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

মদিনায় সংবাদ পৌঁছিল।

পরামর্শ স্থির হওয়ার পর, মুছলমানগণ কালবিলম্ব না করিয়া পরিখা খননে প্রবৃত্ত হইলেন। কপট মুছলমানগণ ব্যতীত আর সকলেই ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া সমস্ত ক্লেশ ও যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করিয়া দিবারাত্রি সমানভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। মদিনার পশ্চাৎদিকে 'ছাল্‌অ' سلع পর্ব্বত, সুতরাং সেদিকটা বিশেষ সুরক্ষিত ছিল। ইহা ব্যতীত অন্যান্য দিকের স্থানে স্থানেও পরিখা খননের আবশ্যক হয় নাই। এই সময় কাজের শৃঙ্খলার জন্য হজরত মুছলমানদিগকে দশ দশ জনের এক একটী ক্ষুদ্রদলে বিভক্ত করিয়া দিলেন। প্রত্যেক দল দশ গজ পরিমিত গড় খনন করিয়া দিবেন এবং পরিখা পাঁচ গজ গভীর হইবে—হজরত এইরূপ স্থির করিয়া দিলেন, প্রত্যেক দলের জমিও মাপিয়া দেওয়া হইল। ঐতিহাসিকগণ এই পরিখার দীর্ঘতা সম্বন্ধে কোন কথা না বলিলেও, তাঁহাদিগের

পরিখা খনন।

একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

প্রদত্ত বিবরণ হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, পরিখাটি ন্যূনাধিক ছয় হাজার হাত দীর্ঘ হইয়াছিল।

মুছলমানগণ দলে দলে বিভক্ত হইয়া মৃত্তিকা খননে প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহাদিগের আনন্দ ও উৎসাহের ইয়ত্তা নাই। ছহী হাদিছে স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হইয়াছে যে মুছলমানদিগের নিকট দাস না থাকাতে তাঁহারা নিজেরাই মজুরের কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

অপরূপ দৃশ্য। সে সময় মদিনায় খুব শীত পড়িতেছিল, তাহার উপর অল্প অল্প বৃষ্টিপাতও হইতেছিল। (১) এহেন দুর্দ্দিনে ভক্তগণ পরম উৎসাহসহকারে পরিখা খনন করিতেছেন, কাঁধে করিয়া মাটীর ঝুড়ি বহিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে সমবেতকণ্ঠে ঝঙ্কার দিয়া বলিতেছেন ঃ—

نحن الذي بايعوا محمدا   على الجهاد ما بقينا ابدا

"আমরা তাহারাই—যাহারা মোহাম্মদের হস্তে জেহাদের বায়আৎ করিয়াছে, আমাদিগের এই প্রতিজ্ঞা চরম ও চিরস্থায়ী।" এই সময় হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাও ছাহাবীগণের সহিত যোগদান করিয়া সমানভাবে পরিশ্রম করিতেছিলেন। তাঁহার সমস্ত দেহ ধূলিধূসরিত হইয়া গিয়াছে, সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপও নাই। দিনদুনয়ায় রাজাধিরাজ আমার, আজ মজুররূপে কর্ম্মযোগের আদর্শ স্থাপন করিতেছেন এবং নিজেও ধর্ম্মমূলক ও উৎসাহব্যঞ্জক গাথার আবৃত্তি করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে মোহাজের ও আনছারগণকে উচ্চকণ্ঠে আশীর্ব্বাদ দিতেছেন। এইরূপে বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত কাজ চলিতেছে—এমন সময় পরিখার একস্থানে একখণ্ড কঠিন প্রস্তর বাহির হইয়া পড়িল, ছাহাবাগণ চেষ্টা করিয়াও তাহা ভাঙ্গিতে পারিলেন না। ছাল্‌মান হজরতের দলে পড়িয়াছিলেন, তাঁহারা কয়েকজন মাটী খুঁড়িতেছিলেন, আর হজরত অন্য কয়জনকে লইয়া সেই মাটী বহিয়া লইয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় ছাল্‌মান আসিয়া প্রস্তরের কথা নিবেদন করিলে হজরত বলিলেন—আচ্ছা বেশ, চল আমি যাইতেছি। এই বলিয়া হজরত জনৈক ছাহাবীর নিকট হইতে কাপড়া চাহিয়া লইলেন এবং 'বিছমিল্লাহ' বলিয়া প্রস্তরখণ্ডের উপর আঘাত করিলেন। প্রথম আঘাতেই পাথরখানার কতকটা অংশ ভাঙ্গিয়া গেল এবং পরপর তিন আঘাতে তাহা একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। আঘাতের ফলে প্রস্তর হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতেছিল। এই সময় হজরত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া বলেন যে, পারস্য এমন প্রভৃতি দেশ মুছলমানদিগের করতলগত হইবে—ঐ সকল দেশের সমস্ত লোকই এছলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রবেশ করিয়া আল্লার নামের জয় জয়কার করিবে। বলা বাহুল্য যে এই বাণী দ্বারা হজরত ছাহাবাগণকে বুঝাইয়া দিলেন যে, সত্য অচিরাৎই জয়যুক্ত হইবে—অতএব বর্ত্তমান সঙ্কট দর্শনে কেহ যেন বিমর্ষ বা অবসন্ন হইয়া না পড়ে।

(১) বোখারী, মোছলেম ও ফৎহল্‌বারী। কান্‌জুল্‌ওম্মাল ৫—২৭১ পৃষ্ঠা।

এবনে এছহাক একটী ছনদহীন রেওয়ায়তে এই সহজ ও সরল ঘটনার মধ্যে কতকগুলি ভিত্তিহীন গল্পগুজব ঢুকাইয়া দিয়াছেন। একে এবনে এছহাকের রেওয়ায়ত, তাহাতে আবার ছনদশূন্য; সুতরাং এই রেওয়ায়তের মূল্য যে কত, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে।

এইরূপে তিন হাজার মুছলমান দীন দিন-মজুরের ন্যায় 'দিনের মজুরী' সংগ্রহ করিয়া কৃতার্থ হইতে লাগিলেন। এই সময়কার শীত বৃষ্টির কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহার উপর বিপদ হইল খাদ্যের অভাব। বোখারীর কএকটা হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, মুছলমানদিগকে অনেকদিনের পুরাতন ও দুর্গন্ধযুক্ত খাদ্য—তাহাও আবার খুব সামান্য পরিমাণে—ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতে হইয়াছিল। এমন কি, শেষভাগে হজরতকে এবং মুছলমানগণকে পরপর কএক সন্ধ্যা সম্পূর্ণ উপবাস করিয়া কাটাইয়া দিতে হইয়াছিল। ক্ষুধায় পেটের চামড়া পিঠের সঙ্গে লাগিয়াছে, কোমর উঁচু করিয়া কাজ করা কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাই আরবের প্রথা অনুসারে পেটে পাথর বাঁধিয়া কাজ চলিতে লাগিল। কোরেশদিগের এই অবরোধ যে কতদিন স্থায়ী হইবে, তাহার কোনও স্থিরতা ছিল না। কাজেই এ সময় মদিনার স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগের প্রাণরক্ষার জন্যই যে অধিকাংশ শস্য রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

এই যুদ্ধ আহজাব ও খন্দক উভয় নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আহজাব অর্থে বহু দল এবং খন্দক অর্থে পরিখা। আরবের বিভিন্ন জাতি বহু সৈন্যদল লইয়া মদিনার উপর আপতিত হইয়াছিল এবং মুছলমানগণ খন্দক খনন করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন বলিয়া উহার এই দুইটী নাম পড়িয়া যায়। বহু ছহী হাদিছে ছাহাবাগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, মুছলমানগণ আর কখনও এমন বিপদে পতিত হন নাই। নগরের বাহিরে দশহাজার সৈন্যের ভীষণ রণনিনাদ, মধ্যে দুই সহস্র মোনাফেক কর্ত্তৃক অন্তর্বিপ্লবের আশঙ্কা, তাহার উপর বানিকোরেজার আক্রমণ বিভীষিকা—পক্ষান্তরে খাদ্য ও রসদাদির দারুণ অভাব। কোরআনশরীফের একটী ছুরা এই আহজাব নামে খ্যাত হইয়া থাকে। এই ছুরায় আলোচ্য সময়ের শোচনীয় অবস্থা বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহার কতকগুলি আয়তের অনুবাদ প্রদান করিতেছি:—

কোরআনের বর্ণনা।

"হে মোমেনগণ! তোমাদিগের প্রতি আল্লার সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর—যখন বহু সেনাসঙ্ঘ তোমাদের উপর আপতিত হইয়াছিল, আমি তখন তাহাদিগের উপর ঝঞ্ঝা ও তোমাদিগের অলক্ষিত সেনাদল প্রেরণ করিয়াছিলাম; আর আল্লাহ তোমাদিগের কার্য্যকলাপগুলি দর্শন করিতেছিলেন। যখন তাহারা উচ্চ ও নিম্ন সকলদিক দিয়া তোমাদিগের পানে আগমন করিয়াছিল এবং যখন সকলে চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছিল এবং যখন

হৃৎপিণ্ডগুলি (উল্টাইয়া) মুখের দিকে আসিতেছিল এবং যখন তোমরা আল্লার (ওয়াদা) সম্বন্ধে নানাবিধ অনুমাণ করিতেছিলে। তখনই বিশ্বাসীগণের পরীক্ষা হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল। কপট ও দুর্ব্বলচেতা ব্যক্তিগণ যখন বলিতেছিল যে, "আল্লার ও তাঁহার রছুলের ওয়াদাগুলি প্রবঞ্চণা ব্যতীত আর কিছুই নহে।" কিন্তু প্রকৃত মোমেনগণ এহেন বিপদ দর্শনেও এক বিন্দু বিচলিত হইলেন না। কোরআনে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে ঃ—"মোমেনগণ (আক্রমণকারী) সৈন্যসঙ্ঘকে দর্শন করিয়া বলিতে লাগিল, আল্লাহ ও তাঁহার রছুল আমাদিগকে যে (পরীক্ষার) কথা বলিয়াছেন—তাহা এইবার আসিয়াছে, আল্লা ও তাঁহার রছুল সত্যই ব্যক্ত করিয়াছেন (অর্থাৎ ইমানের পরীক্ষায় ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতে পারিলে আমরা নিশ্চয়ই উভয় জীবনে সফলকাম হইতে পারিব) আর এই পরীক্ষায় পতিত হইয়া তাহাদিগের বিশ্বাস ও আত্মসমর্পন আরও বাড়িয়া গেল।" (১)

শত্রুপক্ষের মদিনা অবরোধ।

মুছলমানগণ দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া সপ্তাহেক কালের মধ্যে পরিখার কাজ শেষ করতঃ নগর রক্ষার অন্যান্য ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত আছেন, এমন সময় কোরেশের এই বিরাট বাহিনী মদিনার প্রান্তর ভূমিতে উপনীত হইল এবং একটু দুরে দুরে থাকিয়া নগর বেষ্টন করিয়া ফেলিল। সে সময় মুছলমান পুরুষের সংখ্যা সর্ব্বসাকুল্যে তিন হাজারের অধিক হইবে না। ১৫শ বৎসর বয়স্ক বালকগণও এই হিসাবের মধ্যে গণিত হইয়াছিলেন। শত্রু সেনাগণের আগমনের পূর্ব্বেই স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে নগরের একধারে একটী সুরক্ষিত দুর্গ বাটিকায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছিল। এই দিক দিয়া এহুদীদিগের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ভয় ছিল, মোনাফেকগণের উত্থানের আশঙ্কাও লাগিয়াছিল। সেইজন্য হজরত সর্ব্বপ্রথমে আভ্যন্তরীণ বিপ্লব নিবারণের ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন। এজন্য ছালমা-বেন-আছলম ও জাএদ-বেন-হারেছা নামক দুইজন অভিজ্ঞ ছাহাবীকে নায়কের পদে নির্ব্বাচিত করা হইল। ছালমার অধীনে দুইশত এবং জাএদের অধীনে তিনশত পরীক্ষিত মোছলেম বীরকে নিয়োজিত করা হইল—ইঁহারা অন্তর্বিপ্লব রক্ষার ভারপ্রাপ্ত হইলেন। সেনাপতিদ্বয়ের উপদেশ মতে এই পাঁচশত সৈন্য বিভিন্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ দলে বিভক্ত হইয়া নগরের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে এবং মধ্যে মধ্যে তকবির ধ্বনি করিতে লাগিলেন। মোনাফেকগণ মনে করিল, তাহাদিগের পল্লীর চারিদিকে অসংখ্য মুছলমান সৈন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সুতরাং এখন মাথা তুলিলে আর রক্ষা নাই। পক্ষান্তরে বানিকোরেজার এহুদগণও মুহূর্মুহু তকবির ধ্বনি শ্রবণে ভীত হইয়া পড়িল। কথা ছিল যে, তাহারা নিজেদের পল্লীর দিক হইতে বাহির হইয়া মুছলমান স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাদিগের আবাস স্থানটী

(১) কোরআন, আহজাব ২ ও ৩ রুকু।

আক্রমণ করিবে। কিন্তু চারিদিক হইতে আল্লাহো-আকবরের বজ্রনিনাদ শ্রবণে কাপুরুষগণ মনে করিল যে, এদিকে বহু মোছলেম সৈন্য তাহাদিগের মুণ্ডপাত করার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। কাজেই উভয়দল ভীত স্তম্ভিত হইয়া আপন আপন পল্লীতে বসিয়া রহিল। এদিকে হজরত অবশিষ্ট ২॥০ হাজার মুছলমানকে লইয়া পরিখা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

বানিকোরাএজার এহুদগণ প্রথম হইতেই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আসিতেছে। ওহোদ যুদ্ধের প্রাক্কালে ইহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কোরেশদিগের সহিত যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু এবারও হজরত তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। এই সময় তাহারা নূতন করিয়া সন্ধিস্থাপন করে এবং প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয় যে, ভবিষ্যতে কোন অবস্থায় তাহারা মুছলমানদিগের কোনপ্রকার অনিষ্টজনক কার্য্যে যোগ দিবে না। তাহার পর হোওয়াই-বেন-আখতব নামক এহুদ দলপতির প্ররোচনার ফলে তাহারা পুনরায় বিশ্বাসঘাতকতা করিতে প্রস্তুত হয় এবং সন্ধিপত্রখানা ছিঁড়িয়া ফেলে। এসকল কথা পাঠকগণ যথাস্থানে অবগত হইয়াছেন।

পরিখা খনন কার্য্য শেষ করিয়া মুছলমানগণ অন্যান্য ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইতেছেন, এমন সময় মদিনায় সংবাদ পৌঁছিল যে, বানিকোরেজার এহুদগণ পুনরায় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে এবং শত্রুপক্ষের সহিত যোগদান করার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মুছলমানগণ তখন চারিদিক হইতে 'বেড়া আগুনে' বেষ্টিত, পার্থিব হিসাবে তাঁহাদিগকে রক্ষা পাওয়ার কোনই উপায় ছিল না। এমন সময় এহেন বিপদের সংবাদে মানুষমাত্রকেই বিচলিত হইতে হয়। ছাহাবাগণের মধ্যে একদল লোক এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া প্রতিকারের জন্য চঞ্চলতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু হজরত এই অভিনব বিপদবার্ত্তা শ্রবণে বিশেষ দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিলেন—**"ভয় কি, আমাদের আল্লাহ আছেন, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তিনি একাই সকলের পক্ষে যথেষ্ট।"** হজরত আল্লাহকে এমনইভাবে চিনিয়াছিলেন, সেই সর্ব্বশক্তিমানের প্রকৃত স্বরূপকে নিজের মনেপ্রাণে এমনভাবে গ্রহণ ও ধারণ করিয়াছিলেন যে, জগতের সমস্ত দৈত্যদানবের সমবেত তাণ্ডব দর্শনেও তাঁহার হৃদয়ে একবিন্দু বিভীষিকার সৃষ্টি হইত না। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, সেই সত্যময় সর্ব্বশক্তিমানই সত্যের সেবার জন্য তাঁহাকে দুনয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার ব্যক্তিত্বের কোন সংস্পর্শ ইহাতে নাই। তাই ভীষণ হইতে ভীষণতর আপদ বিপদের সময়—যখন পার্থিব জ্ঞান উদ্ধারের উপায় না দেখিয়া আকুলি ব্যাকুলি করিতে থাকে—তখনও তাঁহার আত্মা অভয় দিয়া বলিতে থাকে—যাঁহার আদেশে এবং যাঁহার পবিত্র নামকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্যে তোমার এই সাধনা, তিনি কখনও তোমাকে বিধ্বস্ত হইতে দিবেন না। তাঁহার শরীরের প্রত্যেক শোণিত-কণায়, তাঁহার হৃৎপিণ্ডের শিরায় শিরায় এই অক্ষয় অব্যয় চরম ও চিরস্থায়ী বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল। তাই বাদি

বানিকোরেজার বিদ্রোহ।

কোরেজার এই উত্থান সংবাদ পাইয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া তিনি গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন :—"ভয় কি ? আমাদের আল্লাহ আছেন !"

যাহাহউক, এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, ধর্ম্মের নিকট হইতে সমস্ত দায়িত্ব এড়াইবার জন্য, হজরত আওছ ও খজরজ বংশের প্রধান সমাজপতি ছাআদযুগলকে এহুদীদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ছাআদযুগল আর কএকজন বিশিষ্ট ছাহাবাকে সঙ্গে লইয়া কোরাএজা-দিগের পল্লীতে উপস্থিত হইলেন এবং পূর্ব্বাপর সমস্ত কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাহাদিগকে এই বিশ্বাস-ঘাতকতার পরিণাম উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন। কিন্তু কোরাএজাদিগের পাপের ভরা তখন পূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদিগের কর্ম্মফল ভোগের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। কাজেই এই কৃতঘ্ন এহুদগণ মুছলমানদিগের কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাদিগকে উল্টা গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল। নরাধম কা'ব তখন নানাপ্রকার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল :—"মোহাম্মদ কে ? আমরা তাকে চিনি না। তোমাদের কোন সন্ধিপত্রের ধার আমরা ধারি না। তোমরা দুর হইয়া যাও !" মুছলমানগণ চলিয়া আসার পর তাহারা সদলবলে কোরেশদিগের সহিত যোগদান করিল।

শত্রু সৈন্যবাহিনী মদিনার বাহিরে চড়াও করিয়া নগর আক্রমণের ব্যবস্থা করিতে লাগিল। পদাতিক ও ছওয়ার সৈন্যগণ তিন দলে বিভক্ত হইল এবং আবুছুফ্‌য়ান প্রধান সেনাপতি পদে নির্ব্বাচিত হইল। অন্যান্য ব্যবস্থার পর তাহারা সকলে একই সময় মদিনার উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিল, পাষণ্ডদিগের হুহুঙ্কারে মদিনার গগন পবন প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। কিন্তু নগরের নিকটবর্ত্তী হইয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব পরিখা দর্শনে তাহারা একেবারে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। 'একি ব্যাপার, আরবেত এরূপ যুদ্ধের রীতি নাই। এ'ত যুদ্ধ নয়—প্রবঞ্চনা !' কিং-কর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া তাহারা এইরূপ বিকার বকিতে আরম্ভ করিল। সম্মুখে গভীর গড়খাই, তাহার পর উচ্চ মৃত্তিকাস্তূপ, ইহা অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এদিকে মুছলমানগণ নগর তোরণ-গুলিতে অব্যর্থ লক্ষ্য তীরন্দাজ সৈন্যদল বসাইয়া দিয়াছেন, পরিখা রক্ষার ব্যবস্থাও করিয়াছেন। কাজেই শত্রুপক্ষ তখন নগর অবরোধ করিয়া, বাহির হইতে তীর ও প্রস্তর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু মুছলমানগণ এজন্য পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইয়াছিলেন, সুতরাং শত্রুপক্ষের শত চেষ্টাতেও তাঁহাদিগের বিশেষ কোন ক্ষতি হইতে পারিল না।

অবরোধ ও আক্রমণ।

এইরূপে দিনের পর দিন অতিবাহিত হইতে লাগিল, অথচ নগর আক্রমণ করিয়া মুছলমান-দিগকে ধ্বংস করার কোন সুবিধাই ঘটিয়া উঠিল না। পক্ষান্তরে রসদ পত্রও ক্রমশঃ ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। তাহার উপর মদিনার খোলা ময়দানে শীতের প্রবল প্রকোপ। এই সকল কারণে শত্রুপক্ষ বাহার পর নাই বিচলিত হইয়া পড়িল। তখন তাহারা পরামর্শ

করিয়া স্থির করিল—যে কোন গতিকে হউক, পরিখা অতিক্রম করিতেই হইবে। একবার কিছু সৈন্য পরিখা পার হইতে পারিলে, অন্যান্য সমস্ত সৈন্য সেই পথ দিয়া নগর প্রবেশ করিতে পারিবে। তখন তাহাদিগের এই বিপুল বাহিনীর সম্মুখীন হওয়া, মুছলমানগণের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। আমর-বেন-আব্দেওদ্দ এবং একরামা-বেন-আবুজেহেল প্রভৃতি আরবের বিখ্যাত বীরগণ এই আক্রমণে নায়কের পদে নির্ব্বাচিত হইল। আমরের শক্তি, সমর-নিপুণতা ও তাহার বীরত্ব আরবময় বিখ্যাত ছিল। সাধারণতঃ লোকের ধারণা ছিল যে, আমর একা এক সহস্র সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। পর্ব্বত সংলগ্ন একটা স্থানে পরিখার প্রসার অপেক্ষাকৃত অল্প ছিল। আমর প্রভৃতি একটা ক্ষুদ্র অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়া এই স্থান হইতে পরিখা পার হওয়ার চেষ্টা করিল। আমর সর্ব্বাগ্রে পরিখা উল্লঙ্ঘন করিয়া আসিল এবং এপারে আসিয়া নানাপ্রকার তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে লাগিল। মুছলমানগণ তাহার এই সকল প্রগল্‌ভোক্তির কোন উত্তর দিতেছেন না দেখিয়া আমর হুঙ্কার দিয়া বলিতে লাগিল :—

لقد بححت من الندا' لجمعهم - هل من مبارز؟

"তাহাদিগকে ডাকিতে ডাকিতে বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছি—আছে কেহ যোদ্ধা?" শত্রুগণ পরিখা অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং আমর ও একরামা প্রভৃতি তাহাদিগের নায়ক, এই আকস্মিক বিপদে মুছলমানগণ যেন ক্ষণেকের তরে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তখন বীরকুলশিরোমণি শেরে-খোদা হস্তস্থিত তরবারী ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া বলিলেন—"এইযে, আছি।" তখন এই বীর যুবককে সতর্ক করার জন্য হজরত বলিলেন—"জানিতেছ, ও আমর।" বীর যুবক সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন—"সে আমর, আমিও আলী!" পারস্যের বিখ্যাত কবি ফতেহ আলি খাঁ ছাবা সংক্ষেপে অতি সুন্দর ভাষায় এই ঘটনার বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন :—

پیمبر ستودش که عمروست این   که دست یلے آخته ز استین
علي گفت اے شاه! اینک منم   که یک بیشه شیرست در جوشنم

আলী অনুমতি গ্রহণ করিয়া উলঙ্গতরবারী হস্তে আমরের পানে ধাবিত হইতেছেন—এই সময় হজরত করুণস্বরে বলিয়া উঠিলেন—আল্লাহ্ বদর সমরে ওবায়দাকে গ্রহণ করিয়াছ, ওহোদের অনল পরীক্ষায় হামজাকে গ্রহণ করিয়াছ, আর এই আলী তোমার সন্নিধানে উপস্থিত—হে আমার পরমাত্মীয়! আমাকে একেবারে স্বজন বর্জ্জিত করিও না। (১) যাহা হউক, আলী নিকটবর্ত্তী হইলে আমর তাহার উপর প্রচণ্ডবেগে অস্ত্রচালনা করিল। শেরে-খোদা বিশেষ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তাহার আঘাত ব্যাহত করতঃ তাহাকে আক্রমণ করিলেন। দেখিতে

(১) কানজুল-ওম্মাল ৫—২৮২।

একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

দেখিতে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। একদিকে আরবের প্রথিতযশা বহুদর্শী বীর আমর, অন্যদিকে আল্লার শক্তিতে শক্তিমান তরুণযুবক হজরত আলী। দুই বীরের পদচালনায় ধূলি উড়িয়া তাঁহাদিগের চারিদিক অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল, তখন কেবল শোনা যাইতেছিল অস্ত্রের ঝনঝনা, কেবল দেখা যাইতেছিল সেই ধূমপুঞ্জের মধ্যে রহিয়া রহিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। মুছলমানগণ রুদ্ধশ্বাসে ফলাফলের অপেক্ষা করিতেছেন—এমন সময় সেই ধূলিপুঞ্জের মধ্য হইতে পুনঃপুনঃ আল্লাহো আকবর ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। বাইবেলের বর্ণিত সেই ছালা পর্ব্বতে রোমাঞ্চ তুলিয়া সহস্র সহস্র কণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি করিল—"আল্লাহো আকবর।" আমর নিহত হইলে অবশিষ্ট ছওয়ারগণ পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল। প্রথম সংঘর্ষে হজরত আলীর এই আশাতীত বিজয়লাভে মুছলমানদিগের আনন্দ ও স্ফূর্ত্তির সীমা রহিল না। তাঁহারা সকলে অস্ত্রশস্ত্র লইয়া সেইদিকে ধাবিত হইলেন। এদিকে বীরবর খালেদ-বেন-অলীদ নির্ব্বাচিত সৈন্যগণের একটা বাহিনী গঠন করিয়া হজরতের অবস্থান স্থলটী আক্রমণ করিয়া দিলেন। সমস্ত দিন অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। এমন কি, হজরত ও ছাহাবাগণ নামাজের জন্যও এক মুহূর্ত্তের অবকাশ পান নাই—ইহা হইতেই যুদ্ধের ভীষণতা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যাহা হউক, কয়েকদিন প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ চালাইয়া খালেদের এই "নির্ব্বাচিত ও দুর্দ্ধর্ষ" সেনাদল অবসন্ন হইয়া পড়িল। সেনাপতি খালেদও বুঝিলেন যে, পরিখা রক্ষাকারী সৈন্য-প্রাচীর ভেদ বা ভগ্ন করা তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

ফেব্রুয়ারী মাস, মদিনার অসহ্য শীত, ক্রমশঃ রসদাদির অভাব, সঙ্কল্প সিদ্ধি সম্বন্ধে নিরাশা ইত্যাদি কারণে শত্রুসৈন্য এমনকি তাহাদিগের পরিচালকগণ ক্রমশঃ অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে কোরেজাবংশের এহুদগণ যখন দেখিল যে গতিক বড় ভাল নয়, তখন তাহারা কোরেশদিগের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। কোরেজার কাপুরুষগণ প্রথমে স্থির করিয়াছিল যে, সহরতলীর প্রান্তদেশ দিয়া তাহারা মোছলেম মহিলা ও বালকবালিকাগণকে অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণ করিয়া বাহাদুরী দেখাইবে। কিন্তু হজরত পূর্ব্ব হইতে সে সম্বন্ধে যে সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, পাঠকগণ তাহা যথাস্থানে অবগত হইয়াছেন। তখন অগত্যা লোক দেখাইবার জন্য তাহারা এদিক ওদিক একটু ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তখন বাহির হইতে প্রস্তরাদি বর্ষণ ব্যতীত অন্য কোনও কাজও ছিল না। ইহাতে বিশেষ কোন ক্ষতির আশঙ্কা নাই দেখিয়া এহুদগণ দুই চারিদিন এই প্রকারে কোরেশদিগের সহিত ময়দানে অবস্থান করিল। কিন্তু যখন পরিখা অতিক্রম করার জন্য ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল, তখন একদিন হঠাৎ তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িল। কোরেশগণ ইহা দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল, এবং তাহাদিগের নিকট লোক পাঠাইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল। এহুদীগণ বলিয়া

শত্রুপক্ষের অবসাদ।

পাঠাইল:—কারণ আর কি! আজ আমাদিগের 'ছাবাথ' বা শনিবার। আজ আমরা কিছুতেই ময়দানে যাইতে পারিব না। কোরেশের পক্ষ হইতে অনেক অনুরোধ উপরোধ হইল, কারণ সেই সময়ই স্থানীয় লোকদিগের সাহায্যের বিশেষ দরকার ছিল। কিন্তু এহুদগণ বলিয়া পাঠাইল—"সে কোনমতেই হইতে পারে না। পূর্ব্বে একবার ছাবাথ অমান্য করিয়া আমাদিগের একদল শূকর বানর হইয়া গিয়াছে, আবার তাই?" এহুদীদিগের এই কথা শুনিয়া আবুছুফ্ য়ান বিশেষ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিল:—"এই শূকর-বানরের আত্মীয়রা আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিল।"

এহেন অকৃতকার্য্যতার প্রাক্কালে দুর্ব্বলচেতা লোকদিগের মানসিক অবস্থা সাধারণতঃ যেরূপ হইয়া থাকে, কোফর-বাহিনীর সৈন্যদল ও দলপতিদিগের অবস্থাও তখন সেইরূপ হইয়া পড়িয়াছে। এত উদ্যোগ এত আয়োজন, এত ক্ষতি, এত অর্থব্যয়, এত শয়তানী এত ষড়যন্ত্র সমস্তই বিফল হইয়া গেল। তাহারা মনে করিয়াছিল, একদিনের যুদ্ধেই মুছলমানদিগের দফারফা হইয়া যাইবে। কিন্তু দেখিতে দেখিতে আজ তিন সপ্তাহ অতিবাহিতপ্রায়, দশ সহস্র সৈন্যের আহারাদির ব্যবস্থা সোজা ব্যাপার নহে। কাজেই এই কল্পনাতীত বিলম্বের ফলে তাহাদিগের রসদপত্র ফুরাইয়া আসিল। প্রাকৃতিক অসুবিধারও ইয়ত্তা ছিলনা। তাহারা আসিয়াছিল, একদিনে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে এবং মুছলমান জাতিকে ধ্বংস করিতে, তাঁহাদিগের ধর্ম্মকে সমূলে উৎপাটিত করিতে। কিন্তু মুছলমানগণ অক্ষতদেহে নগরে বসিয়া আছে, আর তাহারা এই প্রচণ্ড শীতের দিনে খোলা ময়দানে থাকিয়া আধমরা হইয়া পড়িতেছে। এই দুর্দ্দশা ও দুরবস্থার সময় তাহারা স্বাভাবিকভাবে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ ও অবিশ্বাস প্রকাশ করিতে লাগিল। এরূপ সময় সাধারণতঃ চারিদিকে নানাপ্রকার মিথ্যা জনরবের সৃষ্টি হইয়া তাহা ক্রমশঃ অতিরঞ্জিত হইতে থাকে, এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। বানি কোরাএজাদিগের এই বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা নানাপ্রকারে অতিরঞ্জিত হইয়া সর্ব্বত্র প্রচারিত হইতে লাগিল। তখন কেহ কেহ অনুমান করিয়া বলিল—সম্ভবতঃ কোরাএজার এহুদগণ মোহাম্মদের সহিত সন্ধি করিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যে এই উক্তির 'সম্ভবতঃ' লোপ হইয়া গেল। কোরাএজার এহুদগণ প্রথমে বিশ্বাসঘাতকতা করিতে প্রস্তুত হয় নাই, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এখন তাহারা দেখিল যে, কোরেশদিগের সমস্ত আস্ফালনই মিথ্যা হইয়া গেল। মোহাম্মদ ও মুছলমানগণ মদিনায় অক্ষত অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন। এই অকৃতকার্য্যতার ফলে কোরেশ ও অন্যান্য আরব সৈন্যদিগের মধ্যে যে অবসাদের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাও তাহারা অবগত ছিল। এদিকে শনিবারে বিশ্রাম গ্রহণ করায় কোরেশ প্রভৃতি গোত্রের প্রধানগণ তাহাদিগকে যে বিশেষ সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছিল—তাহা বুঝিতেও তাহাদের বাকী ছিলনা।

অবসাদ আত্ম কলহে পরিণত হইল।

তখন তাহাদিগের চৈতন্য হইল এবং তাহারা ভাবিতে লাগিল যে, কোরেশগণ চিরকাল এমনভাবে অবরোধ করিয়া থাকিতে পারিবে না। অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে যে দীর্ঘকাল অবরোধ রক্ষা করাও আর তাহাদিগের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। এ অবস্থায় তাহারা দুদিন পরে নিজ নিজ দেশে চলিয়া যাইবে, তখন আমাদিগের অবস্থা কি হইবে ? দেশ-দ্রোহী নরাধমগণ এই প্রকার চিন্তা করিয়া কোরেশদিগকে বলিয়া পাঠাইল—'তোমরা আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইবে না, ইহার জামিনের জন্য তোমাদিগের মধ্য হইতে সত্তরজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে প্রতিভূস্বরূপ আমাদিগের দুর্গে পাঠাইয়া দাও, অন্যথায় আমরা তোমাদিগের সঙ্গে থাকিতে পারিব না।' এহুদীদিগের এই প্রস্তাব শুনিয়া কোরেশগণ মনে করিল যে, যাহা শোনা গিয়াছিল, তাহাত ঠিকই। কোরাএজার বিশ্বাসঘাতকগণ নিশ্চয়ই মোহাম্মদের সঙ্গে সন্ধি করিয়া লইয়াছে। এক্ষণে আমাদিগের সত্তর জন বিশিষ্টব্যক্তিকে মুছলমানদিগের হাতে ধরাইয়া দিয়া, তাহারা নিজেদের পূর্ব্বকৃত বিশ্বাসঘাতকতার ক্ষতিপূরণ করিতে চাহিতেছে।

ঐতিহাসিক বর্ণনা।

ঐতিহাসিক এবনে-এছহাক বলেন যে, নোআএম-বেন-মাছউদ নামক জনৈক গৎফানী প্রধান এই সময় হজরতের নিকট আগমন করিয়া বলিলেন যে—হজরত আমি মুছলমান হইয়াছি, কিন্তু আমার স্বজাতীয়রা ইহা অবগত নহে। আপনি আমাকে যে কাজের আদেশ করিবেন, আমি তাহা পালন করিতে প্রস্তুত আছি। তখন হজরত তাঁহাকে ছলচাতুরি করিয়া শত্রুসৈন্যদিগের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করিয়া দিতে বলিলেন। কোরেশ ও কোরাএজাদিগের বর্ণিত অবিশ্বাস ও আত্মকলহ এই নোআএমের শঠতার ফল। কিন্তু এবনে-এছহাকের এই বিবরণটী যে একেবারে ভিত্তিহীন উপকথা, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এবনে-এছহাক এই বিবরণের কোন ছনদ প্রদান করেন নাই। এমন কি তিনি যে কাহার মুখে উহা জ্ঞাত হইয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করেন নাই। (১) সুতরাং রেওয়ায়তের হিসাবে এই বর্ণনাটীর কোনই মূল্য নাই। গৎফানজাতি হজরতের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল, নোআএমও কাফের অবস্থায় মদিনা আক্রমণের জন্য স্বদলবলে কোরেশদিগের সহিত যোগদান করে। (২) এই শত্রুদলের একজন প্রধানব্যক্তি পরিখা পার হইয়া মদিনায় আসিল, কেহ তাহাতে কোন বাধা দিলনা। পক্ষান্তরে 'আমি মুছলমান হইয়াছি' বলামাত্র, হজরত বিশ্বাস করিয়া সমস্ত গুপ্তকথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। এসকল কথা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে।

যাহা হউক, প্রায় তিন সপ্তাহকাল এই অবস্থায় অতিবাহিত হওয়ার পর, একদিন মদিনায় প্রবল ঝঞ্ঝা প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। কুয়াশা ও কুজ্ঝটিকায় গগনমণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া

(১) এবনে-হেশাম ২—২৪৪। (২) হালবী ২—৩২৪।

শেষ সাহাবা।

পড়িল এবং সন্ধ্যার পর হইতে ঝটিকাবেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। মক্কা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের সৈন্যগণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশের অধিবাসী, সুতরাং একে প্রথম হইতে তাহারা সকলেই হিমাড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর এই প্রচণ্ড ঝটিকার ফলে তাহারা একেবারে অস্থির হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে তাহাদিগের তাম্বু-কানাৎগুলি ছিন্নভিন্ন হইয়া কোথায় উড়িয়া গেল, রসদশালার সমস্ত জিনিষপত্র একেবারে লণ্ডভণ্ড হইয়া পড়িল। সে প্রবল তুষার ঝটিকার প্রচণ্ডবেগে আবুছুফ্য়ানের সমস্ত দম্ভ, সমস্ত স্পর্দ্ধা, সমস্ত শয়তানী ও সমস্ত সঙ্কল্প কোথায় উড়িয়া গেল—তাহারা তখন পরস্পরকে ধরাধরি করিয়া কোন গতিকে জীবনরক্ষা করিতে লাগিল। প্রভাত হইতে না হইতে আবু-ছুফ্য়ানের আদেশে কোরেশ-শিবিরে যাত্রার বাদ্য বাজিয়া উঠিল এবং তাহারা বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় দ্রুতপদে মক্কার পথে ধাবিত হইল। (১)

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ও তাঁহার ভক্তসেবকমণ্ডলীকে বিধ্বস্ত বিপর্য্যস্ত এবং সমূলে উৎপাটিত করার চরম চেষ্টা এইরূপে ব্যর্থ হইয়া গেল। কিন্তু বদর ও ওহোদের ন্যায় এবারও

ছাআদের আত্মবলি।

মুছলমানদিগকে একটা বড়দরের কোরবানী দিতে হইয়াছিল। পাঠকগণ ভক্তকুলশিরোমনি আনছার সমাজপতি ছাআদ-বেন-মআজের নাম অনেকবার পাঠ করিয়াছেন। ছাআদ অন্য কোন কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কাফেরগণ 'সাধারণ আক্রমণ' করিয়া নগর প্রবেশের চেষ্টা করিতেছে,—এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া তিনি বর্শাহস্তে সেদিকে ছুটিয়া যাইতেছেন, আর ব্যগ্রতাপূর্ণ ভাষায় বলিতেছেন :—

لبث قليلاً تدرك الهيجاء جمل   لا باس بالموت اذ الموت نزل

"একটু অপেক্ষা কর, মানুষ আসিতেছে! সময় পূর্ণ হইলে মরণত আসিবেই—সুতরাং মরণের আর ভয় কি?" ছাআদের মাতা পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বৎস! পিছাইয়া পড়িয়াছ, শীঘ্র অগ্রসর হও!" মাতৃ-আশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিয়া ছাআদ অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় শত্রুপক্ষের একটা তীক্ষ্ণধার শর বিদ্ধ হইয়া তিনি আহত হইয়া পড়েন। জনৈক অভিজ্ঞ মহিলা ছাআদের শুশ্রূষাকারিণীরূপে নিযুক্ত হইলেন, তাঁহার চিকিৎসার কোন ত্রুটী করা হইল না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইলনা, কয়েকদিন আহত থাকার পর ছাআদ অমর হইলেন।

(১) বোখারী, মোছলেম, ফৎহল্‌বারী প্রভৃতির বিভিন্ন হাদিছ এবং এবনে-হেশাম, তাবরী, হালবী প্রভৃতি ইতিহাস হইতে পরিখা সমরের সমস্ত বিবরণ সঙ্কলিত হইল। বিশেষ আবশ্যকীয় স্থানগুলির হাওয়ালা যথাস্থানে প্রদত্ত হইল।

দ্বিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

কোরাএজা গোত্রের প্রতি সামরিক দণ্ড।

কোরাএজা গোত্রের এহুদীদিগের শঠতা ও ষড়যন্ত্র এবং তাহাদিগের বিশ্বাসঘাতকতার কথা পাঠকগণ বিভিন্ন প্রসঙ্গে অবগত হইয়াছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এখানে তাহাদিগের অপরাধগুলি সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

(১) মদিনায় শুভাগমনের পরই হজরত সেখানকার সকল জাতি ও সকল ধর্ম্মাবলম্বী অধিবাসীদিগকে লইয়া একটী গণতন্ত্র গঠন করিয়াছিলেন। তাহাতে ধর্ম্ম বাণিজ্য ও অন্যান্য সমস্ত আভ্যন্তরীণ বিষয়ে এহুদীদিগের সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য স্বীকৃত ও ঘোষিত হইয়াছিল এবং বিগত চারি বৎসর পর্য্যন্ত তাহারা সেই স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল।

(২) এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় তাহারা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল যে, তাহারা মুছলমানদিগের কোন শত্রুকে কোন প্রকারে সাহায্য করিবেনা। কোন বহিঃশত্রু মদিনা আক্রমণ করিলে তাহারাও মুছলমানদিগের ন্যায় স্বদেশ রক্ষার্থ নিজেদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিবে।

(৩) কিন্তু এই সন্ধির সর্ত্ত এবং স্বদেশের স্বাধীনতা ও সম্মানকে নির্ম্মমভাবে পদ দলিত করিয়া তাহারা প্রথম হইতেই শত্রুপক্ষের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং মুছলমান দিগকে বিপন্ন ও বিধ্বস্ত করার উদ্দেশ্যে তাহাদের শত্রু পক্ষকে যথাসাধ্য সাহায্য করে। এই সকল সাধারণ অবস্থা পুর্ব্বে বিশদরূপে আলোচিত হইয়াছে।

(৪) বানি কোরাএজার এহুদীদিগের এই সকল অপরাধ পুনঃপুনঃ ক্ষমা করিয়া দেওয়া হয়। ওহোদ যুদ্ধের পর তাহারা পুনরায় নূতন সন্ধি স্থাপন করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, যে, অতঃপর আর কখনই তাহারা মুছলমানদিগের শত্রু পক্ষের সহিত যোগদান করিবে না—তাহাদিগকে কোন প্রকারে সাহায্য করিবেনা। এবারও তাহাদিগকে বিনাদণ্ডে ও বিনা ক্ষতিপূরণে মা'ফ করিয়া দেওয়া হয়।

(৫) কিন্তু পরিখা সমরের পুর্ব্বে অর্থাৎ নূতন সন্ধি স্থাপনের পর প্রথম সুযোগ প্রাপ্তি মাত্রই তাহারা এই সন্ধি পত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া শত্রু দলে যোগদান করে। এই বিপদের সময় হজরত মদিনার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে তাহাদিগের নিকট পাঠাইয়া এই বিদ্রোহ বিশ্বাসঘাতকতা ও কৃতঘ্নতার পরিণাম তাহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন। কিন্তু,

সে সকল উপদেশের প্রতি কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, তাহারা চরম ধৃষ্টতা সহকারে উত্তর দিয়াছিল যে, 'মোহাম্মদ কে আমরা চিনি না—তাহার কোন সন্ধিপত্রের ধারও আমরা ধারি না।'

(৬) অতঃপর তাহারা আপনাদিগের সমস্ত শক্তি লইয়া প্রকাশ্য ভাবে পরিখা যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। মোছলেম মহিলা ও বালক বালিকাগণকে আক্রমণ এবং তাহাদিগের হত্যা-সাধনের ভার এই নরাধমগণই গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার ফলে মুছলমানদিগকে পরিখা পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের সমস্ত শক্তি সেই দিকে প্রয়োগ করিতে হইত। পক্ষান্তরে দশ সহস্র দুর্দ্ধর্ষ আরব সহজে অরক্ষিত পরিখা অতিক্রম করিয়া নগর প্রবেশ পূর্ব্বক মুছলমানদিগকে নির্ম্মূল করিতে পারিত। তাহাদিগের সঙ্কল্প সফল হইলে মুছলমানের নাম গন্ধ দুনয়া হইতে চিরকালের তরে বিলুপ্ত হইয়া যাইত।

কোরাএজা গোত্রের অতীত অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন। নরাধমগণ এই পর্য্যন্ত আসিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই। তাহারা যখন দেখিল যে, আরবগণ সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করার উপক্রম করিতেছে, তখন তাহারা অনুতপ্ত বা চিন্তিত না হইয়া নিজেরাই মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। বানি-নাজির গোত্রের প্রধান হোয়াই-বেন-আখাতাবের কথা পাঠকগণের স্মরণ আছে। হোয়াই সদলবলে খাইবারে গমন করিয়া সেখানকার এহুদীদিগের সমাজপতি হইয়া বসিয়াছিল। এই হোয়াই যে পরিখা সমরের একজন অন্যতম উদ্যোক্তা, তাহাও পাঠকগণ যথাস্থানে অবগত হইয়াছেন। খাইবারের এবং নাজিরবংশের প্রবাসী সমস্ত এহুদই এখন হোয়াইএর অনুগত ও আজ্ঞাধীন। সুতরাং তাহারা মনে করিল যে একটু সামলাইয়া লইয়া হেজাজের সমস্ত এহুদীকে একত্র করিয়া তাহারা মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করিবে। নরাধম হোয়াই এইজন্য খাইবারে না গিয়া কোরেজাদিগের দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই সময় সে যে খাইবারের এহুদীদিগকে সুসজ্জিত হইয়া শীঘ্র মদিনা আক্রমণ করার জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয় পাঠাইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এহেন বিশ্বাসঘাতক নরপিশাচদিগকে, এমন অবস্থায়, পুনরায় প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দেওয়া—আর মুছলমানদিগকে স্বহস্তে হত্যা করা একই কথা। কাজেই পরিখা সমর হইতে অব্যাহতি লাভ করার পরমুহূর্ত্তে হজরত আদেশ দিলেন—'কালবিলম্ব না করিয়া সকলে যাত্রা কর, কোরাএজাদিগের দুর্গ অবরোধ করিতে হইবে।' হজরতের আদেশ প্রাপ্তিমাত্রেই মুছলমানগণ যাত্রা আরম্ভ করিলেন—হজরত আলী পতাকাধারীরূপে সর্ব্বাগ্রে গমন করিলেন। তিনি ও তাঁহার সহযাত্রীগণ দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইলে, নরাধমগণ দুর্গতোরণ হইতে হজরতের ও তাঁহার সহধর্ম্মিণীগণের উদ্দেশ্যে নানাপ্রকার অশ্লীল ও অকথ্য গালাগালি দিতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের [illegible] ধারণা ছিল—খাইবারের বিরাট এহুদবাহিনী শীঘ্রই মদিনার উপর আপতিত হইবে,

কোরাএজার বর্ত্তমান সঙ্কল্প।

তখন তাহারা একযোগে মুছলমানদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিবে। কোরেশ প্রভৃতি আরব-জাতি দুর হইয়া গিয়াছে, ভাল হইয়াছে। এখন মদিনা প্রদেশের বিশাল রাজত্বটা একা এহুদীদিগের হইয়া যাইবে। এই সকল খেয়ালের বশবর্ত্তী হওয়াতেই তাঁহাদিগের স্পর্দ্ধা এমন চরমে উঠিয়াছিল। অন্যথায় এহেন বিপদের সময় এমন ধৃষ্টতা প্রকাশ করা তাহাদিগের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না।

যাহা হউক, তিন সহস্র মুছলমান যথাসাধ্য সত্বর বানি-কোরাএজার দুর্গ অবরোধ করিলেন। হজরত সেখানে উপস্থিত হইলে এবং আলী তাঁহাকে এহুদীদিগের কঠোর ও অশ্লীল গালাগালির কথা জ্ঞাপন করিলে, হজরত সদয়ভাবে উত্তর করিলেন—আমার অনুপস্থিতিতে যাহা বলিয়াছে, সে সম্বন্ধে কেহ কিছু মনে করিও না। উহারা আর ঐরূপ কথা বলিবে না। অতঃপর হজরত তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ আত্মসমর্পণ করিতে বলিলেন, কিন্তু নরাধমগণ বিশেষ ধৃষ্টতাসহকারে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল। কোরাএজা গোত্রের সমাজপতি কা'ব সকলকে বুঝাইয়া বলিল—"এই নরাধম (হোয়াই) আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তোমরা আর ইহার কুহকে ভুলিও না। এখন আমার কথা শোন—যে উপায়ে হউক মোহাম্মদের সহিত একটা মিটমাট করিয়া লও, নচেৎ আর রক্ষা নাই। কা'ব নিজের অপরাধের গুরুত্ব বিশেষরূপে অবগত ছিল, তাই সে প্রস্তাব করিল :—আমরা মুছলমানদিগকে কিছু কর দিতে স্বীকার করিয়া তাহাদিগের সহিত একটা ছোলেহ নিষ্পত্তি করিয়া ফেলি, ইহাই আমার শেষ প্রস্তাব। কিন্তু দুষ্ট এহুদগণ তখনও আশা করিতেছিল যে, খাইবার হইতে বিরাট এহুদবাহিনী আসিয়া শীঘ্রই মুছলমানদিগকে আক্রমণ করিবে। কাজেই কা'বের এ প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হইয়া গেল। এইরূপে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর যখন তাহারা দেখিল যে, খাইবার বাহিনীর স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হওয়ার আর কোনই আশা নাই, তখন তাহারা হজরতের নিকট সন্ধির প্রস্তাব ও তাহার শর্ত্ত পাঠাইতে আরম্ভ করিল। হজরত তখন স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন—"তোমরা সকলে আমার নিকট বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ কর, আমার বিচার মীমাংসা মান্য করিয়া চলিয়া আইস। ইহা ব্যতীত তোমাদিগের অন্য কোন প্রস্তাব আমি শুনিতে প্রস্তুত নহি।" কিন্তু তখন কোরাএজাদিগের কর্ম্মফল ভোগের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাই নরাধমগণ দয়ার সাগর মোস্তফা চরণে আত্মসমর্পণ করিতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিল। হজরতের দয়া ও ক্ষমাগুণের পরিচয় তাহারা বহুবার প্রাপ্ত হইয়াছিল। কায়নোকা ও নাজির গোত্রের বিদ্রোহীদিগের প্রতি হজরত যে সদয় ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহারা তাহাও অবগত ছিল। কিন্তু তাহারা হজরতকে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিয়া পাঠাইল যে, আমরা ছাআদ-বেন-মআজের বিচার মান্য করিয়া তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে প্রস্তুত

দুর্গ অবরোধ।

আছি। হজরত এই প্রস্তাবে সম্মতিদান করিলে এহুদগণ দুর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্মসমর্পণ করিল।

ছাআদ পরিখা যুদ্ধে ভীষণভাবে আহত হইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনের আশা ক্রমশঃ কমিয়া আসিতেছিল। এই অবস্থায় তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া মছজিদে আনয়ন করা হইল। ছাআদ সমস্ত কথা শুনিয়া হজরতকে বলিলেন—আপনিই ইহাদিগের সম্বন্ধে আদেশ প্রদান করুন। কিন্তু হজরত তাঁহাকে উভয়পক্ষের প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতির কথা বুঝাইয়া দিলে তিনি ইহাতে সম্মত হইলেন। ছাআদ তখন সেই মজলিসে সকল পক্ষকে ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, তাঁহার আদেশ সকলে মান্য করিবেন। তাহার পর ছাআদ গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিলেন—"উহাদিগের যোদ্ধৃপুরুষগণকে হত্যা করা হউক, অন্যান্য সকলকে বন্দী করা হউক এবং উহাদিগের বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হউক, ইহাই আমার সিদ্ধান্ত।" বলা বাহুল্য যে, এই সিদ্ধান্ত অনুসারে কোরাএজার একদলকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এবং একদলকে বন্দী করা হইল।

পরিখা সমরের অকৃতকার্য্যতায় ফলে কোরেশের পক্ষের সম্মিলিতভাবে মদিনা আক্রমণের আশা চিরকালেরতরে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টানজগৎ এরূপ ক্ষেত্রে চিরকালই এহুদীদিগের দ্বারা কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। এখানেও মুছলমানদিগের ধ্বংসসাধনের একমাত্র উপলক্ষ ছিল—কোরাএজার এহুদ সমাজ। তাহাদিগের শয়তানী শক্তিও আজ চিরকালের মত চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল, এ দুঃখ রাখিবার কি ঠাঁই আছে! তাই যীশুখৃষ্টের আদর্শ শিষ্যগণের প্রেমবৃত্তি এস্থলে অতিমাত্রায় স্ফুরণপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রেমের আবেগে তাঁহারা এরূপ শোচনীয়ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন যে, এক্ষেত্রে নিজেদের ভাষার সংযমও তাঁহারা রক্ষা করিতে পারেন নাই। কিন্তু বানিকোরাএজার এহুদ নরপিশাচগণ পূর্ণ চারি বৎসর ব্যাপিয়া বিদ্রোহ কৃতঘ্নতা ও বিশ্বাস ঘাতকতার যে নারকীয় অভিনয় করিয়া আসিতেছিল, মুছলমানদিগকে সবংশে বিনষ্ট করার জন্য তাহারা যে সকল ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, এবং হজরতের পুনঃপুনঃ ক্ষমাসত্বেও, প্রত্যেক সুযোগেই মুছলমানদিগের সহিত সম্মুখসমরে প্রবৃত্ত হইয়া তাহারা নিজেদের নীচতার যে প্রকার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাতে এই বিদ্রোহীদিগের একদলের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করা যে খুবই সঙ্গত এবং খুবই সমীচীন হইয়াছে, কোন ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিই তাহাতে একবিন্দু সন্দেহ করিতে পারিবেন না। এখানে পাঠকগণ ইহাও স্মরণ রাখিবেন যে, এহুদীগণই ছাআদকে বিচারকরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছিল এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করিবেন বলিয়া হজরতও ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন।

খৃষ্টান লেখকগণের গাত্রদাহ।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা! আমরা উপরে খৃষ্টানলেখকগণের প্রতি দোষারোপ করিয়াছি। কিন্তু এখানে অবনত মস্তকে স্বীকার করিতেছি যে, তাঁহাদিগের সমস্ত আক্রমণের এবং

ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

ঐতিহাসিকগণের প্রলাপোক্তি।

সকল প্রকার অপবাদের প্রধান অবলম্বন আমাদিগের তথা কথিত ঐতিহাসিকগণ। বিজয়ের গুরুত্ব বর্দ্ধনের জন্য, অথবা স্বাভাবিক অবহেলার নিমিত্ত কিম্বা ব্যক্তিগত নীচ স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে ইঁহারা নিজেদের পুথিগুলিতে ইতিহাসের নামে যে প্রকার সত্যের অপচয় বা অকামর্হ অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছেন, পাঠকগণ তাহা যথাস্থানে বিশদরূপে অবগত হইয়াছেন। ইঁহারা হজরতের জীবনী সম্বন্ধে বিনা তদন্তে ও বিনা পরীক্ষায় যে সকল অমূলক কিংবদন্তি সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন, স্থানে স্থানে তাহা পাঠ করিতে করিতে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। এক কথায়, ইঁহারা বহু যত্নে যে কালিমা রাশি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, ইউরোপীয় লেখকগণ হজরতের চরিত্র অঙ্কনে সুনিপুন হস্তে তাহারই সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এই তথা কথিত ঐতিহাসিকগণ এবং তাঁহাদিগের পুথিগুলিকে মোহাদ্দেছ ও এমামগণ যে কি চক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন, ভূমিকায় তাহা বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই শ্রেণীর ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, কোরাএজা গোত্রের সমস্ত বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকে হত্যা করা হইয়াছিল। নিহত ব্যক্তিগণের সংখ্যা দিতেও তাঁহারা কৃপণতা করেন নাই।

বিশ্বস্ত হাদিছের প্রমাণ।

তবে ইহাতেও যথারীতি অনেক মত বিরোধ দেখা যায়। যাহাহউক, তাঁহারা এই সংখ্যা ছয় শত হইতে নয় শত পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিরমিজি নাছাই প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে "বিশ্বস্ত সূত্রে," কোরাএজা অভিযানে উপস্থিত জাবের কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে :—

كانوا اربع مائة فلما فرغت من قتلهم الحديث —

এই হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'ছাআদ কোরাএজার পুরুষদিগকে নিহত করার আদেশ প্রদান করেন—তাহাদিগের সংখ্যা ছিল চারি শত। অতঃপর তাহারা নিহত হওয়ার অব্যবহিত পরে ছাআদের মৃত্যু হয়।' এই হাদিছের রাবী কোরাএজার পুরুষদিগের সংখ্যা দিতেছেন—চারিশত। পক্ষান্তরে তিনি নিহতদিগের সংখ্যা প্রদানের সময় স্পষ্টতঃ কোন কথা না বলিয়া, ছাআদের আদেশ ও কোরাএজার পুরুষ সংখ্যা মিলাইয়া ব্যক্তির হিসাবে সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, সমস্ত পুরুষকে যখন নিহত করার আদেশ দেওয়া হয় এবং যখন তাহাদিগের সংখ্যা চারিশত হওয়াও নিশ্চিত, তখন ইহাদ্বারা সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, ঐ চারিশত পুরুষকে নিহত করা হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, রাবীর যুক্তির উপক্রম ভাগের অনুমানটাকে অভ্রান্ত বলিয়া ধরিয়া লইলেও তদ্দ্বারা ঐতিহাসিকগণের অসাবধানতা ও অতিরঞ্জন প্রিয়তার যথেষ্ট প্রমাণ হইয়া যাইতেছে। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আলোচ্য কিংবদন্তিগুলি সঙ্কলের সময় তাঁহারা ছেহাছেত্তার হাদিছ এমন কি কোরআনের আয়ত সমূহের সন্ধান

লওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। এ সম্বন্ধে আমাদিগের দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, রাবীর প্রথম অনুমানটী অভ্রান্ত নহে। আমাদিগের এই দাবীর প্রমাণগুলি নিম্নে বিশদরূপে আলোচিত হইতেছে।

আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, উপরি বর্ণিত হাদিছের রাবী আবের বলিতেছেন যে, ছাআদ "সমস্ত পুরুষকে" নিহত করার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু বোখারী ও মোছলেমের ন্যায় বিশ্বস্ততম হাদিছ গ্রন্থে ছাআদের উক্তি স্পষ্টাক্ষরে উল্লিখিত হইয়াছে :—

انی احکم فیهم ان تقتل المقاتلة —

"আমি আদেশ করিতেছি যে, যুদ্ধে লিপ্ত (১) পুরুষদিগকে নিহত করা হউক।" আলোচ্য হাদিছের কোন রাবী ভ্রম ক্রমে এই অত্যাবশ্যকীয় বিশেষণটী পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাই "যুদ্ধে লিপ্ত পুরুষদিগকে নিহত করা হউক" পদটী "পুরুষদিগকে নিহত করা হউক" পদে পরিণত হইয়া গিয়াছে। এখন তিরমিজি ও নাছাই প্রভৃতির হাদিছটাকে বোখারী ও মোছলেমের হাদিছের সঙ্গে মিলাইয়া পড়িলে, সকলকে স্বীকার করিতে হইবে যে, কোরাএজার বন্দীদিগের সম্বন্ধে ছাআদের আদেশ প্রচারিত হওয়ার পর, কে মোকাতেল আর কে মোকাতেল নহে, তৎসম্বন্ধে একটা বিচার হইয়াছিল। বিচারের পর ঐ চারিশত পুরুষের মধ্যে যাহাদিগের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভাবে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া বা বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল।

৩য় প্রমাণ—কোরআন। কোরআন শরীফে বানি-কোরাএজার এই ঘটনা বর্ণনা কালে কথিত হইয়াছে :—

و انزل الذین ظاهروهم من اهل الکتاب من صیاصیهم و قذف فی قلوبهم الرعب فریقا تقتلون و تاسرون فریقا الآیه —

অর্থাৎ "যে সকল গ্রন্থধারী (এহুদী) কোরেশগণের সহায়তা করিয়াছিল, আল্লাহ তাহাদিগকে তাহাদিগের দুর্গমালা হইতে বহির্গত করিলেন, এবং তাহাদিগের হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করিয়া দিলেন, (তাহাতে) তোমরা একদলকে নিহত করিতে এবং একদলকে বন্দী করিতে লাগিলে...।" (২) এই আয়ত দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কোরাএজার যেসকল পুরুষ কোরেশদিগের সহায়তা করিয়াছিল, তাহাদিগের একদলকে বন্দী করা হইয়াছিল—সকল পুরুষকেই নিহত করা হয় নাই। সুতরাং নাছাই ও তিরমিজির বর্ণিত চারিশত পুরুষের মধ্য হইতেও যে কতকগুলি লোককে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

(১) অথবা যুদ্ধে লিপ্ত হইতে সমর্থ। (২) ছুরা আহজাব।

ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

এবনে-আছাকের একজন বিখ্যাত মোহাদ্দেছ, ওয়াকেদী ও এবনে এছহাক অপেক্ষা তাঁহার মর্য্যাদা কত অধিক, অভিজ্ঞ পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

৪র্থ প্রমাণ—হাদিছ।

কোরাএজার ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি নিম্ন লিখিত হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন :—

فقتل سول الله صلعم منهم ثلاث مايه و قال لبقيتهم انطلقوا الى ارض المحشر مانا فى آثـــا ركم يعني ارض الشام فسيرهم اليها ـ

অর্থাৎ—অতঃপর হজরত তাহাদিগের তিনশত পুরুষকে নিহত করিলেন এবং অবশিষ্ট লোকদিগকে বলিলেন—তোমরা সিরিয়া প্রদেশে চলিয়া যাও, অবশ্য আমরা তোমাদিগের গতিবিধির সন্ধান রাখিতে থাকিব। অতঃপর হজরত তাহাদিগকে সিরিয়া প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন। (১) আমাদিগের রেওয়ায়ত সঙ্কলকগণের বর্ণনাগুলি যে কিরূপ ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ এবং তাহা যে কতদূর অতিরঞ্জিত, উপবের আলোচনা হইতে পাঠকগণ তাহার আভাস পাইতেছেন।

কোরাএজার এহুদগণ আত্মসমর্পণ করিলে তাহাদিগকে কোথায় রাত্রিবাস করিতে দেওয়া হইয়াছিল, ইতিহাসলেখকগণ রাবীদিগের প্রমুখাৎ তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক

৫ম প্রমাণ
সাধারণ যুক্তি।

হালবী এই পরস্পর বিপরীত বর্ণনাগুলিকে কোন প্রকারে সামঞ্জস করিয়া বলিতেছেন যে, কোরাএজার সমস্ত পুরুষকে ওছামা-বেন-জাএদের গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল। একে তখনকার সাধারণ দারিদ্র্য, তাহার পর জাএদ ও তাঁহার পুত্রের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা, এবং সর্ব্বোপরি তৎকালীন আরবদিগের গৃহনির্ম্মাণের ধারা—একসঙ্গে বিবেচনা করিয়া দেখিলে পাঠকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, ওছামার গৃহ একখানা ক্ষুদ্র পর্ণকুটির ব্যতীত আর কিছুই নহে। না হয় তখন খাতিরে স্বীকার করিলাম যে, উহা একখানা বড় ঘর। এখন পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন, যে, ঐ শ্রেণীর একখানা ঘরে কত লোকের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে? আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ একদিকে হিসাব দিতেছেন যে, নয়শত বন্দীকে নিহত করা হইয়াছিল;—অন্যদিকে তাঁহারাই আবার বলিয়া দিতেছেন যে, নিহত বন্দীদিগকে পূর্ব্বরাত্রে ওছামার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিলন! অতএব তাঁহাদিগের বর্ণনা যে কতদূর বিভ্রান্ত, তাহা ইহাদ্বারাই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ ব্যতীত অবশিষ্ট নরনারীগণকে হজরত সিরিয়া প্রদেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবনে-আছাকারের বর্ণিত হাদিছে আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। সিরিয়া

(১) কানজুল ওম্মাল ৫—২৮২ পৃষ্ঠা।

প্রদেশটী তখন এহুদীজাতির প্রধান কেন্দ্র ছিল, এইজন্য কোরাএজার এহুদদিগকে সেখানে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। কোরআনের فاما منا بعد واما فدا আয়ত হইতেও ইহার সমর্থন হইতেছে।

ওয়াকেদী ও এবনে এছহাক বলিয়াছেন যে, রায়হানা নাম্নী কোরেজার একটী স্ত্রীলোককে হজরত বাঁদীস্বরূপে রাখিয়া লইয়াছিলেন। এবনে ছাআদ বলিয়াছেন যে, মুক্তিদান করার পর হজরত তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বর্ণিত লেখকগণ এই প্রসঙ্গে আরও কতকগুলি গল্পগুজবের সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু এই বিবরণটী এবং তাহার আনুসঙ্গিক অন্যান্য গল্পগুলি ভিত্তিহীন উপকথা ব্যতীত আর কিছুই নহে। হাফেজ-এবনে-মন্দার ন্যায় রেজাল শাস্ত্রের এমাম স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে :—

রায়হানার মিথ্যা গল্প।

و استسرى ريحانة من بنى قريظة ثم اعتقها فلحقت با هلها ـ

"অর্থাৎ হজরত বানি-কোরাএজার রায়হানাকে বন্দী করার পর মুক্তি করিয়া দিলে, রায়হানা স্বীয় পরিজনগণের নিকট চলিয়া গেল।" হাফেজ-এবনে-হাজরও ইহার সমর্থন করিয়াছেন। (১)

হিজরীর পঞ্চম সনের শেষভাগে হজরত বিবি জয়নাবকে বিবাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মোস্তফা চরিতের দ্বিতীয় খণ্ডে 'হজরত ও বহুবিবাহ সন্দর্ভে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

৫ম সনের অন্যান্য ঘটনা।

আরবের স্ত্রীলোকগণ এতদিন অসংযতভাবে যত্রতত্র যাতায়াত করিত, পোষাক পরিচ্ছদের সুরুচি ও ভব্যতার প্রতি লক্ষ্য রাখা হইত না। এই সময় আদেশ প্রদত্ত হইল যে, ভদ্রমহিলাগণ বাটী হইতে বাহির হইবার সময় বড় চাদর দ্বারা আপাদমস্তক আচ্ছাদিত করিয়া লইবেন। সুরুচি ও শ্লীলতার বিপরীত অন্যান্য প্রথাগুলিও সঙ্গে সঙ্গে রহিত করিয়া দেওয়া হইল।

আরবে ব্যভিচারের কোন দণ্ড ছিলনা। এছলাম এই সনে ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনে এই ধারা যোগ করিয়া দিল যে, ব্যভিচারী নরনারীকে এখন হইতে কঠোর শারীরিক দণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। স্ত্রীলোকদিগের লজ্জাশীলতার হানি করা এবং তাহাদিগের নামে কুৎসিত অপবাদ রটনা করা তখন আরবীয়দের নিকট খুবই মজার জিনিষ বলিয়া পরিগণিত হইত। স্ত্রীলোকেরা অগত্যা ইহা সহ্য করিয়া থাকিত এবং ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের আত্মসম্ভ্রম জ্ঞানও বিলুপ্ত হইয়া যাইত। হিজরীর পঞ্চম সনে কোরআনের ভাষায় ঘোষণা করা

(১) এছাবা ৮—৮০ পৃষ্ঠা।

হইল :—"যদি কেহ সতীসাধ্বী নারীদিগের প্রতি দুশ্চরিত্রার দোষারোপ করে, তাহা হইলে তাহাকে নিজের কথার সত্যতা প্রমাণের জন্য চারিজন (প্রত্যক্ষদর্শী) সাক্ষী উপস্থিত করিতে হইবে। অন্যথায় অপবাদ রটনাকারীর প্রতি ৮০ দোর্‌রার দণ্ড প্রদত্ত হইবে এবং তাহার সাক্ষ্য আর কথনই গ্রাহ্য করা হইবে না।" এই সঙ্গে স্ত্রীবর্জ্জনের কতকগুলি প্রচলিত রীতির সংস্কারও এই সনে করিয়া দেওয়া হয়।

পরিখা সমর ৫ম হিজরীর জি-কা'দ মাসে সংঘটিত হইয়াছিল।

ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

إنا فتحنا لك فتحا مبينا

মুছলমানদিগের তীর্থযাত্রা—হোদায়বিয়া সন্ধি।

দীর্ঘ ছয়টী বৎসর অতিবাহিতপ্রায়—মোহাজেরগণ ধর্ম্মের নামে দেশত্যাগী হইয়াছেন। মদিনার আনছারগণের আন্তরিক যত্ন ও অনুপম ত্যাগস্বীকারের ফলে, তাঁহাদিগের কোন বিষয়ে বিশেষ কোন অভাব হয় নাই সত্য, কিন্তু জননী জন্মভূমির প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহা'ত যাইবার নহে। বিশেষতঃ তাঁহাদের বড় আদরের, বড় যত্নের এবং বড় সম্মানের কা'বা মন্দির—অর্দ্ধযুগ হইতে তাহার ছায়াদর্শনের সৌভাগ্যও তাঁহারা লাভ করিতে পারেন নাই। তাই আনছার ও মোহাজেরগণ একবার মক্কায় গমন করার এবং সেখানে গমন করিয়া কা'বায় উপাসনাদি সম্পন্ন করার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। করুণার ছবি রহমতের নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাও ব্যাকুলচিত্তে সেই সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিলেন। ছাহাবাগণ যখন ব্যাকুলচিত্তে জিজ্ঞাসা করিতেন :—"হজরত! কা'বার তীর্থ করা কি আর আমাদিগের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিবে না ?" হজরত তখন সান্ত্বনা দিয়া বলিতেন :— নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদিগকে তাহার সুযোগ করিয়া দিবেন।

এছলামের বয়ঃক্রম এখন ১৯ বৎসর। এই দীর্ঘকালব্যাপিয়া শয়তান নিজের সমস্ত শক্তি লইয়া তাহার সহিত সংগ্রাম করিয়াছে। দৈত্যদানবগণের তাণ্ডবনৃত্যে আরবদেশ কাঁপিয়া গিয়াছে। কিন্তু শয়তান ও তাহার অনুচরবর্গের সমস্ত চেষ্টা ও সকল উদ্যোগকে উপেক্ষা করিয়া সত্য আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া চলিয়াছে। তাই শত বাধাবিঘ্ন সত্বেও আজ আরবের বিভিন্ন কেন্দ্রে তাওহিদের বিজয়দুন্দুভি নিনাদিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, শয়তান নতজানু হইয়া পরাজয় স্বীকার করিতেছে। কোরেশ এখন স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে যে, মুছলমানদিগকে 'পিষিয়া মারার' সঙ্কল্পসিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর হইবেনা, তাহারা ইহাও বুঝিতে পারিয়াছে যে— "মোহাম্মদ অজেয়।" কিন্তু তখনও তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই যে, মোহাম্মদ অজেয়, ইহার একমাত্র কারণ এইযে, "সত্য অজেয়।" এখন তাহারই সূত্রপাত হইতে চলিল।

৬ষ্ঠ হিজরীর জি-কা'দ মাসে হজরত মক্কাধামে তীর্থযাত্রা করার বাসনা প্রকাশ করিলেন।

ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

ইহা যে কেবল তীর্থযাত্রা, যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্য কোন প্রকার রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিত ইহার যে কোনই সম্বন্ধ নাই—সঙ্গে সঙ্গে একথাগুলি সকলকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া হইল। নির্দ্দিষ্ট তারিখে ন্যূনাধিক ১৫ শত ভক্তকে লইয়া হজরত তীর্থযাত্রা করিলেন। কোরবানীর পশু ইত্যাদি যথানিয়মে সঙ্গে লওয়া হইল। হজরত তীর্থযাত্রা করিতেছেন শুনিয়া মদিনার পার্শ্ববর্ত্তী নবদীক্ষিত বেদুইন গোত্রসমূহ তাঁহার সহযাত্রী হইবার জন্য মাতিয়া উঠিল। কিন্তু উত্তেজনার সময় ইহাদিগকে সংযত করিয়া রাখা কষ্টকর হইবে। পক্ষান্তরে কোরেশগণও মনে করিতে পারে যে, মুছলমানগণ মক্কা আক্রমণের জন্য দলেবলে অগ্রসর হইয়াছে। তাই বর্ণিত বেদুইন জাতিগুলিকে এবারকার মত ক্ষান্ত করিয়া দেওয়া হইল। পাছে কাহারও মনে কোন প্রকার সন্দেহের উদয় হয়, তাই তীর্থযাত্রার নিয়মানুসারে বলির পশুগুলিকে সাজাইয়া গোজাইয়া অগ্রে অগ্রে রওয়ানা করিয়া দেওয়া হইল। রজব, জিলকা'দ, জিলহাজ্জ ও মহরম মাসকে আরবগণ বিশেষরূপে মান্য করিয়া চলিত। এই চারিমাস তাহাদিগের সমস্ত যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ হইয়া যাইত এবং সকলে শান্তি ও স্বস্তির সহিত তীর্থ যাত্রা ও বাণিজ্যাদি কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিত। এই সময় শত্রু মিত্র সকলেই তীর্থার্থে মক্কায় আগমন করিত এবং তীর্থ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যাইত। কেহ তাহাতে কোন বাধা দিত না, বাধা দিবার অধিকারও কাহার ছিলনা—এই প্রকার বাধা দেওয়াকে আরবগণ মহাপাপ বলিয়া মনে করিত। হজরত মুছলমানদিগকে লইয়া জিলকা'দ মাসে তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন, পাঠকগণ ইহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। কিন্তু জেদ ঈর্ষা ও অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া আজ কোরেশগণ নিজেদের চিরাচরিত সংস্কারকে পদ দলিত করিতেও এক-বিন্দু কুণ্ঠিত হইল না।

"কী, এত বড় স্পর্দ্ধা! সেই বিতাড়িত বিদূরিত নাস্তিকটা তাহার শত শত অনুচরকে সঙ্গে করিয়া আবার মক্কায় প্রবেশ করিবে, তাহারা স্পর্দ্ধা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে, আর আমরা তাহা বসিয়া বসিয়া দেখিব? ইহা অপেক্ষা মরণ ভাল।" এই প্রকারে কোরেশ দলপতিগণ মক্কায় উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সমস্ত আরব জাতিকে সংবাদ দিল—এইবার শীকার মুখের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইতেছে। সকলে শীঘ্র শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া আইস! মুছলমানদিগকে বাধা দিবার জন্য, খালেদ-বেন-অলীদ ও এক্‌রামা-বেন-আবু জেহেল কএক শত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সর্ব্বাগ্রে বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু হজরত তাহাদিগের চোখ বাঁচাইয়া অন্য পথে মক্কার নিকটবর্ত্তী "হোদায়বিয়া" নামক স্থানে উপনীত হইলেন। এখানে একটা পুরাতন কুপ অবস্থিত ছিল। মুছলমানগণ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহা হইতে জল তুলিতে আরম্ভ করিলে অল্প সময়ের মধ্যে তাহার সমস্ত জল নিঃশেষিত হইয়া যায়, নিকটে অন্য কোথাও জল পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কাজেই ভক্তগণ হজরতের

নিকট উপস্থিত হইয়া জলাভাবের কথা জ্ঞাপন করিলেন। তখন হজরতের প্রার্থনায় কূপটী পুনরায় জলে পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

খোজাআ গোত্রের আরবগণ পৌত্তলিক হইলেও হজরতের সহিত তাহাদিগের বিশেষ মিত্রতা ছিল। মুছলমানগণ ইহাদিগের নিকট বহুবার বিশেষ সাহায্যও পাইয়াছিলেন। পরিখা সমরের আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠকগণ ইহাদের সহানুভূতির পরিচয় পাইয়াছেন। হজরতের আগমন সংবাদ পাইয়া খোজাআ গোত্রের দলপতি বোদাএল-বেন অরকা স্বগোত্রের অন্য কতিপয় লোক সমভিব্যাহারে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন:—"আমি দেখিয়া আসিতেছি, কোরেশ দলপতিগণ প্রস্তুত হইতেছে। তাহারা আপনার সহিত যুদ্ধ করিবে এবং কোন মতেই আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করিতে দিবে না।" বোদাএলের কথা শুনিয়া হজরত বিশেষ মর্ম্মাহত হইলেন এবং তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন:—"তুমি গিয়া কোরেশকে বল যে, আমরা যুদ্ধ করার জন্য আসি নাই। আমরা যাত্রী—তীর্থ করিতে আসিয়াছি মাত্র। এই প্রতিহিংসা এবং যুদ্ধের বাতিকে কোরেশ একেবারে জেরবার হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদিগের মহা ক্ষতি হইয়াছে। তাহারা এখনও ক্ষান্ত হউক। আমি বলিতেছি, একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য কোরেশগণ আমার সহিত সন্ধি স্থাপন করুক এবং আমাকে ও আরব জাতিকে স্বাধীনভাবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিতে ছাড়িয়া দিউক। তাহার পর আমি যদি জয়যুক্ত হই, তাহা হইলে আরবের অন্য সমস্ত গোত্র যে ধর্ম্মে প্রবেশ করে, কোরেশগণ ইচ্ছা করিলে তাহা গ্রহণ করিবে, অন্যথায় তাহারা স্বস্তির সহিত বিশ্রাম করিবে। পক্ষান্তরে তাহারা যদি ইহাতেও সম্মত না হয়, অর্থাৎ যদি এখনও তাহারা মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার সঙ্কল্প পরিত্যাগ না করে, তাহা হইলে আমিও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে ক্ষান্ত হইব না।" কোরেশ বিগত ১৯ বৎসর ধরিয়া অবিশ্রান্ত ভাবে যে কত অত্যাচার করিয়া আসিয়াছে, পাঠকগণ তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। পরিখা সমরের অকৃত-কার্য্যতার ফলে তাহাদিগের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহাদিগের মদিনা আক্রমণের আশা চিরকালের তরে বিলুপ্ত হইয়াছে। পরিখা সমরের পর হজরত একথা স্পষ্টাক্ষরে ব্যক্ত করিয়া ছিলেন। যাহা হউক, এখন কোরেশদিগকে তাহাদিগের কৃতকার্য্যের প্রতিফল দিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। হজরত প্রতিশোধ দিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত না হইয়া বরং তাহাদিগকে রক্ষা করার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। যুদ্ধে যুদ্ধে কোরেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে—তাহার সর্ব্বনাশ হওয়ার উপক্রম হইয়াছে, না জানি কত বেদনার সহিত হজরত এই কথাগুলি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অথচ এই অন্যায় যুদ্ধগুলি করা হইয়াছিল তাঁহাকে মুছলমান সমাজকে এবং এছলাম ধর্ম্মকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত ও সমূলে উৎপাটিত

বাধা প্রদান ও সন্ধির প্রস্তাব।

করার জন্য। পক্ষান্তরে প্রথম দিবস হইতে আজ পর্য্যন্ত কোরেশগণ এছলাম প্রচারে নানাপ্রকার বাধা দিয়া আসিতেছে। তাহাদিগকে বলা হইল যে, তোমরা এই বাধা প্রদান স্থগিত রাখ। প্রচারের ফলে এছলাম যদি জয়যুক্ত হয় এবং আরবের সমস্ত গোত্র যদি এছলাম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তখন কোরেশগণ স্বাধীন ভাবে নিজেদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইবে। যদি তাহাদের মত হয়, তবে তাহরাও সকলের সঙ্গে সত্য ধর্ম্মকে স্বীকার করিয়া লইবে; আর ইহাতে যদি তাহাদিগের অমত হয়, তাহারা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত বর্ত্তমানবৎ নিজের ধর্ম্মেই থাকিয়া যাইবে। ইহা অপেক্ষা উদার এবং ইহা অপেক্ষা মহান প্রস্তাব আর কি হইতে পারে?

বোদেল কোরেশদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন:—আমি এখনই মোহাম্মদের নিকট হইতে আসিতেছি। তিনি কতকগুলি কথা বলিয়া দিয়াছেন। আপনারা শুনিতে চাহিলে বলিতে পারি। তখন গোঁয়ার গোবিন্দ শ্রেণীর লোকগুলি ঘৃণা ও উপেক্ষার সহিত বলিয়া উঠিল—"রাখ তোমার কথা, কথায় আর কাজ নাই!" কিন্তু প্রবীণেরা বোদেলকে সব কথা ব্যক্ত করিতে অনুরোধ করিলে, তিনি উপরোক্ত প্রস্তাবটী বুঝাইয়া বলিলেন। বোদেলের বক্তব্য শেষ হইলে ওরওয়া-বেন-মাছউদ নামক জনৈক প্রধান ব্যক্তি (নিজের বিশ্বস্ততা ও গুরুত্ব প্রতিপাদনের পর) বলিয়া উঠিল, মোহাম্মদ তোমদিগকে খুব সরল ও মঙ্গলজনক পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। তোমরা অনুমতি দিলে আমি নিজে গিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া আসি।

ওরওয়া উপস্থিত হইলে হজরত তাহাকেও পূর্ব্ব বর্ণিত কথাগুলি বুঝাইয়া দিলেন। হজরতের প্রস্তাব যে খুব সঙ্গত ও সুবিধাজনক, কোরেশদিগের মজলিসে সে তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু হজরতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার ক্ষুব্ধ অভিমান উগ্র হইয়া উঠিল, এবং সে হজরতকে সম্বোধন করিয়া ভর্ৎসনার স্বরে বলিতে লাগিল:—মোহাম্মদ! একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, তুমি যদি কোরেশকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে সমর্থ হও, তাহাতেই বা তোমার কি পৌরুষ! নিজের জাতিকে তোমার পূর্ব্বে আর কেহ ধ্বংস করিয়াছে কি? পক্ষান্তরে ইহাও ভাবিয়া দেখ যে যদি পরিণামে আমাদিগেরই জয় হয়, তাহা হইলে তোমার সঙ্গেকার ছোটলোক গুলি তখনই তোমাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিবে। ওরওয়ার এই প্রকার প্রলাপোক্তি শ্রবণ করিয়া ছাহাবাদিগের মধ্যে যে কি প্রকার উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। অন্যের কথা দূরে থাকুক, হজরত আবুবাকর পর্য্যন্ত অধৈর্য্য হইয়া ওরওয়াকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করিয়াছিলেন। এদিকে সাধারণ আরবের রীতি অনুসারে ওরওয়া পুনঃ পুনঃ হজরতের দাড়ীতে হাত দিতেছিল। এই প্রকার ধৃষ্ঠতাও কাহারও কাহারও অসহ্য হইয়া

সত্যের প্রভাব।

উঠিল। যাহাহউক, উভয় পক্ষ হইতে কঠোর ভাষার আদান প্রদান আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হজরত ঐ সকল অপ্রাসঙ্গিক আলোচনা বন্ধ করিয়া দিলেন। ওরওয়া কিছুক্ষণ মুছলমানদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়া এবং তাহাদিগের ভক্তির গাঢ়তা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা দেখিয়া স্তম্ভিত হইল। কিছুক্ষণ পরে ওরওয়া হজরতের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কোরেশদিগের নিকট উপস্থিত হইল এবং সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল:—আমি ভক্তি বিশ্বাস এবং আনুগত্য ও তন্ময়তার যে দৃশ্য দেখিয়া আসিতেছি, দুনয়ায় তাহার তুলনা পাওয়া যাইবে না। আমি রাজন্যবর্গের নিকট গমন করিয়াছি, কায়সর কেস্রা ও নাজ্জাশীর দরবারে উপস্থিত হইয়াছি; কিন্তু মোহাম্মদের অনুচরবর্গ তাঁহাকে যে প্রকার আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধা করে এবং সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিয়া থাকে, তাহা কুত্রাপিও দেখিতে পাই নাই। মোহাম্মদ খুব সঙ্গত প্রস্তাব করিয়াছেন, সকলে তাহাতে সম্মত হও! ওরওয়ার প্রস্থানের পর পার্শ্ববর্তী গোত্র সমূহের কএকজন আরব ছরদার পর পর হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া ধীরভাবে তাঁহার বক্তব্য গুলি শ্রবণ করিল। তাহারা নিজেরাও বিশেষরূপে তদন্ত করিয়া বুঝিতে পারিল যে, বস্তুতঃ হজরত যুদ্ধের জন্য আগমন করেন নাই, বিদেশী তীর্থ যাত্রীর ন্যায় তিনি আল্লার ঘরের তওয়াফ ও কোরবাণী করিয়া চলিয়া যাইবেন। এদিকে তিনি সন্ধি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করিতেছেন, তাহাও তাহাদিগের নিকট অত্যন্ত উদার ও সমীচীন বলিয়া বোধ হইল। কোরেশের জেদের ফলে এহেন প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যাত হইতেছে। অধিকন্তু আরবের চিরাচরিত প্রথা ও সংস্কারকে পদদলিত করিয়া কোরেশগণ তীর্থ যাত্রী ও তাহাদিগের বলির পশু গুলিকে মক্কার সহরতলী হইতে ফিরাইয়া দিতেছে। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া কোরেশের মিত্র জাতি সমূহের মধ্যে একটা অসন্তোষ ও তজ্জনিত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইতে লাগিল। পরস্পরের মধ্যে ইহা লইয়া স্থানে স্থানে দুই একবার বচসাও হইয়া গেল।

আরবগণ এতদিন যাবৎ কোরেশের মুখে শুনিয়া শুনিয়া হজরত সম্বন্ধে যে সকল বিরুদ্ধ ও জঘন্য ধারণা পোষণ করিয়া আসিতেছিল, আজ হজরতের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করার ফলে সে ধারণা সম্বন্ধে তাহাদিগের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হইল। ধূর্ত কোরেশ দলপতিগণ এই অবস্থা দর্শনে বিচলিত হইল এবং মুছলমানদিগের সহিত শীঘ্র শীঘ্র একটা সংঘর্ষ বাধাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

কোরেশের ধূর্ততা।

এই সময় খেরাশ নামক হজরতের জনৈক দূত সন্ধির প্রস্তাব লইয়া মক্কায় গমন করিলেন। সন্ধির নিমিত্ত নিজের বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শনের জন্য, খেরাশকে হজরত নিজের বিশিষ্ট উটের উপর ছওয়ার করাইয়া দিয়াছিলেন। খেরাশ মক্কায় পৌঁছিলে তাঁহার প্রস্তাবের প্রতি কর্ণপাত করা'ত দূরে থাকুক, কোরেশগণ হজরতের উটটাকে মারিয়া ফেলিল। খেরাশকে হত্যা করার জন্যও তাহারা অগ্রসর হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব কথিত আরব গোত্রের

লোকেরাই তাঁহার প্রাণ রক্ষা করিল—তাঁহাকে হজরতের নিকট পাঠাইয়া দিল। এই সময় কোরেশদিগের একটী অগ্রবর্ত্তী সেনাদল মুছলমানদিগকে আক্রমণ করার চেষ্টা করিতে থাকে, কিন্তু তাহার অধিকাংশকেই গ্রেপ্তার করিয়া ফেলা হয়। হজরত তাহাদিগকে মুক্তি দিবার আদেশ করিলেন। কোরেশের এই সকল অন্যায় আচরণ এবং হজরতের এই অনুপম উদারতা, নিকটবর্ত্তী আরব গোত্র গুলির উপর যে কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, আগামী দুইবৎসরের ঘটনাবলীর দ্বারা তাহাব পরিচয় পাওয়া যাইবে।

যাহা হউক, সন্ধিসংক্রান্ত আলোচনায় এই দীর্ঘ সূত্রতা দেখিয়া হজরত নিজের কোন বিশিষ্ট ছাহাবীকে কোরেশদিগের নিকট পাঠাইয়া দিবার সংকল্প করিলেন। প্রথমে ওমরের নাম হইয়াছিল, কিন্তু শেষে সকলদিক বিবেচনা করিয়া ওছমানকে প্রেরণ করাই স্থিরতর হইল। ওছমান মক্কায় আসিয়া কোরেশদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, হজরত কেবল তীর্থ করার জন্যই আগমন করিয়াছেন। হজরত শান্তির প্রার্থী, তাই তিনি নিজেই তোমাদিগের সহিত সন্ধি করার প্রস্তাব করিতেছেন। কোরেশগণ ওছমানের কথায় কোন প্রকার উত্তর দিল না, পক্ষান্তরে তাঁহাকে সেইখানে আটক করিয়া ফেলিল। ওছমানের প্রত্যাগমনে যতই বিলম্ব ঘটিতে লাগিল, হজরতের ও মুছলমানদিগের চাঞ্চল্যও ততই বাড়িয়া চলিল। এই অধীরতার সময় সংবাদ আসিল যে, কোরেশগণ ওছমানকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। কোরেশের পূর্ব্বাপর আচরণের ফলে সকলে এসংবাদে বিশ্বাস করিলেন।

'ওছমান নিহত'—এই সংবাদে ভক্তবৎসল হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা যাহার পর নাই বিচলিত হইয়া পড়িলেন, আনছার ও মোহাজেরগণের ক্রোধ ও উত্তেজনার অবধি রহিল না। তখন হজরত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন:—

ছাহাবাগণের মরণ পণ।

"ওছমানের শোণিতের জন্য কোরেশকে উপযুক্ত শিক্ষা না দিয়া ক্ষান্ত হইব না। মরণ পণ করিয়া সকলে প্রস্তুত হও!" আদেশের সঙ্গে সঙ্গে সকলে প্রস্তুত হইলেন। স্বদেশ হইতে বহু দূরে, অসংখ্য শত্রু সৈন্য কর্ত্তৃক বেষ্টিত ১৫ শত তীর্থ যাত্রী নরনারী, একটী বৃক্ষতলে বসিয়া হজরতের হাতে হাত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—মরিবার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধ করিব, কোন অবস্থায় এক পদ পশ্চাৎবর্ত্তী হইব না—আল্লার নামে আমাদিগের এই প্রতিজ্ঞা। এছলামের ইতিহাসে ইহাই "বায়আতে রেজ্‌ওয়ান" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কোরআন শরীফের "ফৎহ" নামক ছুরায় এই বায়আতের কথাই উল্লেখিত হইয়াছে।

মুছলমানদিগের এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া কোরেশ দলপতিগণের চেতনা হইল। মুছলমানের বাহুবল ও ইমানের তেজ তাহাদিগের অবিদিত ছিল না। পক্ষান্তরে যে

কোরেশের চৈতন্ত।

আরব গোত্রগুলিকে লইয়া তাহাদের এত স্পর্দ্ধা, তাহাদিগের সহিত ইতিমধ্যে বেশ একটু মত বিরোধ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাহারা এই সময় কোরেশকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছিল—"আল্লার ঘরে তীর্থ বন্ধ করার জন্য আমরা তোমাদিগের সহিত সন্ধি করি নাই। হয় তোমরা মোহাম্মদকে তীর্থ করিয়া যাইতে দিবে, না হয়, আমরা সমস্ত লোকজন সহ তোমাদিগকে ত্যাগ করিয়া যাইব।" যাহাহউক, এই সকল অবস্থা গতিকে কোরেশগণ দমিয়া গিয়া ওছমানকে ছাড়িয়া দিল। মুছলমানগণ তাঁহাকে পাইয়া শান্ত হইলেন। পক্ষান্তরে কোরেশগণ ছোহেল-বেন-আমর নামক একজন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে অন্য কয়েকজন বিশিষ্ট লোকের সঙ্গে হজরতের নিকট পাঠাইয়া দিল। ইহারা কোরেশের প্রতিনিধি স্বরূপ সন্ধির সর্ত্তগুলি আলোচনা করিতে আরম্ভ করিয়া প্রথমেই বলিয়া উঠিল :—"এবার তোমাদিগকে এখান হইতেই ফিরিয়া যাইতে হইবে। নচেৎ আরব বলিবে, মোহাম্মদ জোর করিয়া তীর্থ করিয়া গিয়াছে। এ অপমান, এ হেয়তা, আমরা সহ্য করিতে পারিব না।" কিন্তু এত বড় স্পর্দ্ধার কথা সহিয়া যাওয়া মুছলমান-দিগের পক্ষেও কষ্টকর হইয়া উঠিল। সত্যের সেবায় আত্মবলিদান করাই যাহাদিগের সাধক জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সফলতা, আল্লার নামে উৎসর্গ করার জন্য যাহারা নিজেদের প্রাণ গুলিকে সর্ব্বদাই করপুটে লইয়া বসিয়া আছে—কোরেশের এই স্পর্দ্ধা সহ্য করা তাহাদিগের পক্ষে কতদূর যন্ত্রণাদায়ক, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং চতুর্দ্দিক হইতে ক্ষুব্ধ অভিমানের অস্ফুট অভিব্যক্তি শ্রুত হইতে লাগিল। কিন্তু হজরত সকলকে শান্ত করিয়া বলিলেন—ন্যায়ের নামে শান্তির নামে এবং আত্মীয়তার নামে কোরেশ আমার নিকট যে দাবী করিবে, আমি তাহা পূরণ করিব। ছোহেল, আমি তোমার এই সর্ত্ত স্বীকার করিয়া লইতেছি।

সন্ধির সর্ত্ত।

তখন বহু বাদ-প্রতিবাদের পর নিম্ন লিখিত সর্ত্তে সন্ধি হওয়া স্থিরীকৃত হইল :—

১। মুছলমানগণ এবৎসর হোদায়বিয়া হইতে ফিরিয়া যাইবেন।

২। আগামী বৎসর তাঁহারা তীর্থ করিতে আসিতে পারিবেন—কিন্তু তিন দিনের অধিক মক্কায় অবস্থান করিতে পারিবেন না।

৩। পথিকদিগের জন্য যতটা আবশ্যক, মুছলমানগণ মাত্র সেই পরিমাণ অস্ত্র সঙ্গে লইয়া আসিতে পারিবেন। তাহাও থলির মধ্যে বন্ধ করিয়া আনিতে হইবে।

৪। মক্কায় যে-সকল মুছলমান আছে, মোহাম্মদ তাহাদিগকে মদিনায় লইয়া যাইতে পারিবেন না। তাঁহার সঙ্গীদিগের মধ্য হইতে কেহ যদি মক্কায় থাকিয়া যাইতে চায়, তিনি তাহাকে বারণ করিতে পারিবেন না।

ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

৫। তাঁহাদিগের মধ্যকার কোন পুরুষ কোরেশদিগের নিকট পলাইয়া আসিলে কোরেশগণ তাঁহাকে মুছলমানদিগের নিকট ফিরাইয়া দিবে না। কিন্তু মক্কার কোন মুছলমান বা অমুছলমান (পুরুষ) মুছলমানদিগের নিকট গমন করিলে, মুছলমানগণ তাহাকে কোরেশের নিকট ফিরাইয়া দিতে বাধ্য থাকিবেন।

৬। অতঃপর কোন পক্ষ অন্যপক্ষের সহিত কোন প্রকার শত্রুতাচরণ করিবে না।

৭। আরবের অন্য গোত্রগণ স্বেচ্ছামতে যে কোন পক্ষের সহিত স্বাধীনভাবে মিত্রতা স্থাপনের অধিকারী হইবে। (১)

নুতন পরীক্ষা।

সন্ধির সর্ত্তগুলি স্থির হইয়া গিয়াছে, সন্ধিপত্র লিখিত হইবার আয়োজন হইতেছে। এক মহামতি আবুবাকর ব্যতীত অন্য সমস্ত মুছলমানই এই "হেয়তা জনক" সর্ত্তগুলির জন্য যাহার পর নাই ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। মজলিসের চারিদিক হইতে অসন্তোষের কলরব উঠিতেছে। ওমর উত্তেজিত স্বরে প্রতিবাদ করিতেছেন। আর হজরত সকলকে বুঝাইয়া সুঝাইয়া শান্ত করিতেছেন। ঠিক এই সময় আবুজন্দল নামক জনৈক মুছলমান লৌহ শৃঙ্খল বিজড়িত অবস্থায় সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আবু-জন্দল এছলাম গ্রহণ করায় তাঁহার স্বজনবর্গ নানাপ্রকার অত্যাচার করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্মচ্যুত করার চেষ্টা করিতেছিল। এখন সুযোগ পাইয়া তিনি হজরতের নিকট পলাইয়া আসিয়াছেন। আবু-জন্দলকে দেখিয়াই ছোহেল বলিতে লাগিল—সত্য রক্ষার এই প্রথম পরীক্ষা উপস্থিত হইয়াছে। মোহাম্মদ! তুমি এখন আবু জন্দলকে কোরেশের নিকট ফিরাইয়া দিতে বাধ্য। হজরত ছোহেলকে অনেক করিয়া বুঝাইলেন—আবুজন্দলের দাবী ত্যাগ করার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই সম্মত হইল না। তখন হজরত অগত্যা আবুজন্দলকে মক্কায় ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। সে কি করুণ দৃশ্য! আবুজন্দল নিজের শরীরের ক্ষতগুলি দেখাইয়া হজরতকে ও মুছলমানদিগকে বলিতেছেন—আজ আমাকে কোরেশদিগের হাতে ফিরাইয়া দেওয়া হইতেছে। সেখানে ধর্ম্মচ্যুত করার জন্য আমার উপর আবার এই প্রকার অত্যাচার করা হইবে। হজরত তখন আবুজন্দলকে সম্বোধন করিয়া গভীর বেদনাযুক্ত গম্ভীর স্বরে বলিলেন—'আবু জন্দল! তোমার পরীক্ষা খুবই কঠিন, ধৈর্য্য ধারণ কর। আল্লার নামে শক্তি সঞ্চয় করতঃ সমস্ত সহিয়া যাও। তোমার ও তোমার ন্যায় উৎপীড়িত মুছলমানদিগের জন্য আল্লাহ শীঘ্রই উপায় করিয়া দিবেন। আমরা এই মাত্র সন্ধি করিয়াছি, তাহার অমর্য্যাদা করা অসম্ভব।' অতঃপর আবু জন্দলকে কোরেশদিগের নিকট ফিরাইয়া দেওয়া হইল।

---

(১) ছহি মোছলেমের বিভিন্ন হাদিছ হইতে সঙ্কলিত।

সন্ধি-পত্র-লেখার ভার আলীর উপর ন্যস্ত হইল। হজরতের উপদেশ মতে তিনি প্রথমে লিখিলেন :—بسم الله الرحمن الرحيم 'করুণাময় কৃপানিধান আল্লার নামে।' ছোহেল প্রতিবাদ করিয়া বলিল যে, তোমাদের এই "রহমান"কে আমরা চিনি না। আমাদিগের চিরাচরিত রীতি অনুসারে উহার স্থলে باسمك اللهم লিখিয়া দাও। হজরত বলিলেন, আচ্ছা তাহাই লেখা হউক। তাহার পর লেখা হইল :—'আল্লার রছুল মোহাম্মদ, কোরেশ প্রতিনিধি ছোহেলের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি করিতেছেন যে......।' ছোহেল আপত্তি করিয়া বলিল—আমরা তোমাকে আল্লার রছুল (প্রেরিত) বলিয়া স্বীকার করিলে আর এত গণ্ডগোল হইবে কেন? 'মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ' পদের 'রছুলুল্লাহ' শব্দ কাটিয়া 'মোহাম্মদ-বেন-আবদুল্লা' লিখিতে হইবে। হজরত বলিলেন—আমি আবদুল্লার পুত্র, ইহাও মিথ্যা নহে। অতএব রছুলুল্লাহ কাটিয়া দেওয়া হউক। তখন মুছলমানদিগের মনস্তাপ ও উত্তেজনা ধৈর্য্যের সীমা উত্তীর্ণ করিয়া গেল, এবং তাঁহারা চারিদিক হইতে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন। আলী সসম্ভ্রমে উত্তর করিলেন, 'প্রভু! ক্ষমা করিবেন, আমি ঐ শব্দটা কাটিয়া দিতে পারিব না।' তখন হজরতের আদেশে আলী ঐ শব্দটা দেখাইয়া দিলে হজরত নিজহস্তে কলম ধরিয়া তাহা কাটিয়া দিলেন। তাহার পর সন্ধিপত্র লিখিত হইয়া গেল এবং উভয় পক্ষের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাহাতে সাক্ষর করিলেন। (১) সন্ধিপত্রের সপ্তম সর্ত্ত অনুসারে বানি-বেক্‌র নামক গোত্রটী কোরেশদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল এবং খোজাআ গোত্রের লোকেরা মুছলমানদিগের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল।

মক্কার মুছলমানগণ এই সন্ধির সময় পর্য্যন্ত কোরেশদিগের হস্তে কিরূপ নির্ম্মমভাবে অত্যাচারিত হইয়া আসিতেছিলেন, পাঠকগণ আবুজন্দলের ঘটনায় তাহার পরিচয় পাইয়াছেন।

ওৎবার ঘটনা।

হজরত মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর ওৎবা নামক জনৈক মুছলমান কোন গতিকে কোরেশদিগের বন্দীখানা হইতে পলায়ন করিয়া মদিনায় আগমন করেন এবং হজরতের শরণ গ্রহণ করিয়া সেখানে অবস্থান করার জন্য প্রার্থী হন। হজরত তাঁহাকে দেখিয়াই বলিলেন :—"ওৎবা! তোমাকে মক্কায় ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমাদিগের ধর্ম্মে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার কোন স্থান নাই।" ওৎবা মদিনায় গিয়াছেন জানিতে পারিয়া কোরেশগণ হজরতের নিকট দুইজন দূত পাঠাইয়া দিল এবং সন্ধিসর্ত্ত অনুসারে তাঁহাকে ফিরাইয়া পাওয়ার দাবী করিল। হজরত ওৎবাকে ধৈর্য্যধারণের উপদেশ দিয়া তাঁহাকে দূতদিগের সঙ্গে মক্কায় পাঠাইয়া দিলেন। পথে এক স্থানে সকলে বসিয়া আছেন, এমন সময় ওৎবা বিশেষ চাতুরী সহকারে সঙ্গীদিগের তরবারী হস্তগত করিয়া তাহাদিগের একজনকে এক আঘাতেই নিহত করিয়া ফেলিলেন, অন্য ব্যক্তি পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিল

(১) বোখারী মাগাজী ও শরুৎ, যোহলের ২—১০৪ হইতে ১০৬, কছতলবারী তাবরী প্রভৃতি।

এবং মদিনায় আসিয়া হজরতকে এই হত্যার সংবাদ জ্ঞাপন করিল। অল্পক্ষণ পরে ওৎবাও উলঙ্গ তরবারীহস্তে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং হজরতকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন:—মহাত্মন্! আপনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন, আমাকে বন্দী করিয়া কোরেশদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু আমি উঁহাদিগের অত্যাচার হইতে নিজের ধর্ম্মকে রক্ষা করার উপায় নিজেই করিয়া লইয়াছি। হজরত ওৎবার কথা শুনিয়া যাহার পর নাই দুঃখিত হইলেন এবং তাঁহার এই কার্য্যে বিশেষ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ওৎবা মনে করিয়াছিলেন, হজরত যখন সন্ধিসর্ত্ত পালন করিয়া আমাকে একবার কোরেশদিগের হস্তে ফিরাইয়া দিয়াছেন, তখন তাঁহার দায়িত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন আমি স্বচ্ছন্দে মদিনায় অবস্থান করিতে পারিব। কিন্তু হজরতের কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার সে ভ্রম দূর হইয়া গেল। তিনি তখন বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করার জন্য কোরেশগণ আবার লোকজন পাঠাইলে আবার তাঁহাকে তাহাদের হস্তে বন্দী হইতে হইবে। তখন তাহার পরিণাম যে কি হইবে, তাহাও তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। কাজেই আর কালবিলম্ব না করিয়া ওৎবা মদিনা হইতে পলায়ন করিলেন এবং সমুদ্রের উপকূলস্থ 'ঈছ' নামক স্থানে একটী সুরক্ষিত উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মক্কার উৎপীড়িত মুছলমানগণ এই সংবাদ অবগত হইলে তাঁহাদিগের মধ্যকার অনেক লোক অবিলম্বে পলাইয়া আসিয়া ওৎবার সঙ্গে যোগদান করিলেন। এইরূপে দলপুষ্টি হওয়ার পর পলাতক বন্দীগণ কোরেশদিগের বাণিজ্যপথে হানা দিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহাদিগের গুপ্ত আক্রমণের বিভীষিকায় কোরেশগণ বিব্রত হইয়া পড়িল। তখন তাহারা অনুরোধ উপরোধ করিয়া সন্ধিপত্রের ৫ম সর্ত্তটী রহিত করিয়া দিল। ফলে উৎপীড়িত মুছলমানগণ দলে দলে মদিনায় চলিয়া আসিতে লাগিলেন। পুরুষদিগের ন্যায় মোছলেম-মহিলাগণকেও কোরেশদিগের হস্তে অশেষ প্রকারে নির্য্যাতিত হইতে হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে কয়েকজন মহিলা মদিনায় পলাইয়া আসিলে, কোরেশপক্ষ তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া পাওয়ার জন্যও হজরতের নিকট লোক পাঠাইয়াছিল। কিন্তু সন্ধিপত্রে কেবল পুরুষদিগের কথা লিপিবদ্ধ থাকায় হজরত তাহাদিগের দাবী অগ্রাহ্য করেন।

এক আবুবাকর ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত ছাহাবাই হোদায়বিয়ার সন্ধিসর্ত্তগুলিকে মুছলমান-দিগের পক্ষে বিশেষ হেয়তাজনক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহা লইয়া ছাহাবাদিগের মধ্যে যে উত্তেজনা ও অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছিল, পাঠকগণ পূর্ব্বেই তাহার পরিচয় পাইয়াছেন। কিন্তু কোরআন শরীফে এই 'হেয়তা স্বীকার'কেই فتح مبين বা স্পষ্ট বিজয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার প্রথম ও প্রধান কারণ এই যে, হোদায়বিয়ার

মহা বিজয়।

পুণ্যক্ষেত্রে আরব জাতিসমূহের হিংসা বিদ্বেষ ও দুর্দ্ধর্ষতা, হজরতের ক্ষমা প্রেম ও শান্তিপ্রিয়তার নিকট সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া গেল। যে শত্রুকে বিধ্বস্ত করার জন্য তাহারা এযাবৎ নিজেদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া আসিয়াছে, তিনি প্রকৃতপক্ষে তাহাদের মঙ্গলকামী। এখন তিনি যথেষ্ট শক্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, বলপূর্ব্বক নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার বা প্রতিশোধ গ্রহণের যথেষ্ট সামর্থ্য তাঁহার হইয়াছে—তবুও শান্তির খাতিরে তিনি এমন হেয়তা স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। কোরেশ ও অন্যান্য আরবজাতির অন্তরাত্মা, মোস্তফা হৃদয়ের এই অনুপম মহিমার নিকট আত্মসমর্পন করিল, তাহারা নিজেদের কার্য্যকলাপের অসমীচীনতা স্বীকার করিয়া লইল। অধিকন্তু কোরেশ ও অন্যান্য আরব গোত্রের জনসাধারণ এই ব্যাপারে সম্যকরূপে বুঝিতে পারিল যে, কোরেশ প্রধানগণ এতদিন পর্য্যন্ত হজরত সম্বন্ধে যে সকল গ্লানিজনক কথা প্রচার করিয়া আসিতেছে, তাহার মূলে কোনই সত্য নাই। "বস্তুতঃ মোহাম্মদ শান্তির পক্ষপাতী, তিনি খুব সঙ্গত প্রস্তাবই করিয়াছেন। পক্ষান্তরে কোরেশগণই হঠকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার শত্রুতা করিতেছে, নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ এবং অন্যায় জেদ চরিতার্থ করার জন্য আরবময় অশান্তির দাবানল প্রজ্বলিত করিয়া তুলিতেছে"—এতদিনে হেজাজের জনসাধারণ ইহা সম্যকরূপে জানিতে ও বুঝিতে পারিল। কোরেশ অন্যায় জেদের বশবর্ত্তী হইয়া আজ এই যাত্রীদলকে "আল্লার ঘরের" তীর্থ হইতে বারিত করিল, আরবের চিরাচরিত ধর্ম্ম সংস্কার ও বিধি ব্যবস্থা পদদলিত করিয়া ফেলিল; এমন কি, এসম্বন্ধে তাহাদিগের সমস্ত অনুরোধ উপরোধ এবং চেষ্টা চরিত্র বিফল হইয়া গেল;—ইহা দেখিয়া কোরেশের মিত্র-গোত্রসমূহ তাহাদিগের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে এই সন্ধি স্থাপিত হওয়ার পর মুছলমানগণ আরবের সর্ব্বত্র গমনাগমন করার সুযোগ পাইলেন। অমুছলমান আরব গোত্রসমূহের সহিত মিলিয়া মিশিয়া ভাব ও চিন্তার আদান-প্রদান করিতে লাগিলেন। এছলাম কি, তাহার প্রকৃত শিক্ষা এবং সাধনা কি, পৌত্তলিক জাতিসমূহ এতদিনে তাহার সম্যক পরিচয় গ্রহণের সুযোগ পাইল। হজরতের ছাহাবাগণ নানাকার্য্য ব্যপদেশে দেশের প্রান্তে প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িলেন—স্থানীয় আরবগণ তাঁহাদিগের চরিত্রের মহিমা উপলব্ধি করিয়া স্তম্ভিত ও মুগ্ধহৃদয়ে তাঁহাদিগের আদর্শের অনুবর্ত্তী হইতে লাগিল। এইরূপে হোদায়বিয়ার সন্ধির পর অনধিক দুই বৎসর সময়ের মধ্যে মুছলমানদিগের সংখ্যা দ্বিগুণ অপেক্ষাও বর্দ্ধিত হইয়া গেল। (১) ত্যাগ ও প্রেম সমরের এই অতুলনীয় জয়লাভ এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী আশুফলকেই কোরআনে "মহাবিজয়" বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। ধর্ম্মক্ষেত্রে ও কর্ম্মক্ষেত্রে হজরতের এই

(১) নববী জাদুল মাআদ, মাওয়াহেব ও হালবী প্রভৃতি।

ত্রিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

পুণ্য আদর্শ এবং মহিমা-মণ্ডিত ছুন্নতের অনুসরণ করিতে পারিলে, মুছলমান সমাজ এখনও বর্ণিতরূপ সফলতা লাভ করিতে পারেন। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আমরা আজ এই শ্রেণীর অত্যাবশ্যকীয় ছুন্নৎগুলি সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া বসিয়াছি। (১)

---

(১) এই অধ্যায়ের লিখিত বিবরণগুলি বোখারী, মোছলেম, নববী, ফৎহলবারী, জাদুল মাআদ, হালবী, তাবরী, প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত হইল। এবনে এছহাক মুছলমানদিগের যে সংখ্যা দিয়াছেন; তাহা বোখারী কর্তৃক বর্ণিত সমস্ত হাদিছের বিপরীত, সুতরাং অগ্রাহ্য।

চতুঃষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

খায়বর বিজয়।

মদিনার নিকটবর্ত্তী পল্লীসমূহের এহুদী গোত্রগুলি পরিখা সমর পর্য্যন্ত কোরেশদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া এছলামধর্ম্ম ও মোছলেম জাতির মূলোৎপাটন চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কিন্তু পরিখা সমরে—তাহাদিগের শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে—কোরেশ দলপতিগণ তাহাদিগের প্রকৃত স্বরূপ সম্যকরূপে জানিতে পারিয়াছিল বলিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোর অনৈক্য ও অবিশ্বাসের সূত্রপাত হইয়া যায়। ধূর্ত্ত এহুদ দলপতিগণ, পৌত্তলিক ও মোছলেম আরবগণকে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত করিয়া নিজেরা ভবিষ্যতের জন্য সুযোগ ও সুবিধার অপেক্ষা করিতেছিল। যখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, পরিখা সমরের পর কোরেশের মেরুদণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদিগের পক্ষে মদিনা আক্রমণ করা আর কখনই সম্ভবপর হইবে না। পক্ষান্তরে কোরেশ পক্ষের সহিত অর্দ্ধযুগ ব্যাপী সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার ফলে মুছলমানদিগেরও যথেষ্ট ক্ষতি ও শক্তিক্ষয় হইয়া গিয়াছে। তখন তাহারা নিজেদের বহুযুগের সেই গুপ্ত অভিসন্ধি সফল করিবার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল—মুছলমানদিগকে বিধ্বস্ত করতঃ আরবময় এহুদী সাম্রাজ্য সংস্থাপনের বাসনায় খায়বারের এহুদ কেন্দ্রে সাজ সাজ সাড়া পড়িয়া গেল।

পূর্ব্বকথা।

মদিনা হইতে নির্ব্বাসিত এহুদগণও ক্রমে ক্রমে খায়বারে গিয়া সমবেত হইয়াছে। বহু ক্ষুদ্র বৃহৎ দুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত ও সুরক্ষিত এক বিশাল শস্যশ্যামল ভূভাগের নাম খায়বার। সিরিয়ার প্রান্তদেশে অবস্থিত হওয়ায় নানা কারণে এই স্থানটী বহুদিন হইতে এহুদী জাতির একটা প্রধানতম কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। নির্ব্বাসিত এহুদীগণ তথায় সমবেত হওয়াতে স্থানীয় এহুদীদিগের শক্তি ও উদ্যম শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া গেল এবং তাহারা মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার জন্য সমবেতভাবে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। তাহাদিগের এই সকল চেষ্টার ফল যথাসময়ে নানাদিক দিয়া এবং নানা আকারে প্রকাশ পাইতে লাগিল। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর মুছলমানগণ একটু স্বস্তিবোধ করিয়া নিজেদের কাজকারবারে প্রবৃত্ত হইতে যাইতেছিলেন—ঠিক এই সময় এহুদীদিগের অনুষ্ঠিত নূতন বিভীষিকাগুলি বিশেষ করিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ বিপন্ন ও সশঙ্ক করিয়া তুলিল। অধিকন্তু এহুদী জাতি যে অদূর

খায়বার ও তাহার বর্ত্তমান অবস্থা।

ভবিষ্যতে মদিনা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, তাহাও মুছলমানদিগের অবিদিত রহিল না। এহুদীদিগের এই সকল অতীত ও অবশ্যম্ভাবী অত্যাচারগুলির স্থায়ী প্রতিকার করার জন্যই হজরত খায়বারের দিকে অভিযান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আমাদিগের ইতিহাসকার বা কিংবদন্তি সঙ্কলক গ্রন্থকারগণ খায়বার অভিযানের কার্য্য কারণ পরম্পরার অনুসন্ধান করা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। "হজরত অমুক সনে অমুক মাসে এত সৈন্য লইয়া খাইবার অবরোধ করিলেন" বলিয়াই তাঁহারা এই অধ্যায়টী আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। পক্ষান্তরে খায়বারের পূর্বে সংঘটিত কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় ঘটনার কাল নির্ণয় সম্বন্ধে মারাত্মক ভ্রমে পতিত হইয়া তাঁহারা ও তাঁহাদিগের অন্ধ মোকাল্লেদগণ, ঐ কার্য্যকারণের আবিষ্কার করাও দুঃসাধ্য করিয়া রাখিয়াছেন। এই গ্রন্থকারগণের উপেক্ষা ও ভ্রমপ্রমাদের ফলে ব্যাপারটা এমনই অবোধগম্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহাদিগের প্রদত্ত বিবরণ পাঠ করিলে স্বতঃই মনে হইবে—হজরত বিনাকারণে ও বিনা অপরাধে খায়বারের নিরীহ এহুদীদিগের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য যে, খৃষ্টানলেখকগণও এই কথাটী খুব জোর গলায় বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই শ্রেণীর লেখক ও রেওয়ায়ত সঙ্কলকগণ যে কিরূপ মারাত্মক ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়াছেন নিম্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় পাঠকগণ তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

কার্য্যকারণ পরম্পরা।

হেজরত হইতে পরিখা সমর পর্য্যন্ত মদিনার এহুদগণ মুছলমানদিগকে সমূলে উৎপাটিত করার জন্য যে সকল চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র করিয়া আসিতেছিল, পাঠকগণ তাহা যথাস্থানে বিশদরূপে অবগত হইয়াছেন। পরিখা সমরের পর তাহারা এছলামের চিরশত্রু "গৎফান" গোত্রের সহিত বিশেষরূপে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইল। বলাবাহুল্য যে এই ষড়যন্ত্র পূর্ব্বাপর সমানভাবে চলিয়া আসিতেছিল। এজন্য আবুরাফে নামক এহুদদলপতি গৎফান ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী পৌত্তলিক জাতিগণকে সমবেত করিয়া হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়াছিল। (১) হজরতের অর্থাৎ মদিনার উপর আক্রমণ চালাইবার জন্য এহুদপ্রধানগণ বহু অর্থব্যয়ে আরবের পৌত্তলিকদিগকে প্রস্তুত করিয়াছিল। (২) আবুরাফের পর এছির নামক একব্যক্তি এহুদসমাজের প্রধান দলপতির পদে নির্ব্বাচিত হয়। তাহার সম্বন্ধে ইতিহাসকারগণ বলিতেছেন :—

এহুদপক্ষের ষড়যন্ত্র ও সমরায়োজন।

و كان من حديث اليسير بن رازم انه كان بخيبر يجمع غطفان لغزو رسول الله صلعم

"এছির-বেন-রাজেম হজরতের সহিত যুদ্ধ করার জন্য গৎফান জাতিকে খায়বারে সমবেত

(১) তাবকাত ৬৬ পৃষ্ঠা। (২) বোখারী, ফৎহল বারী ৭—২৪০ পৃষ্ঠা।

করিতেছিল। (১) ক্রমে গৎফান ও তাহার চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী পৌত্তলিকগণের এবং খায়বারের এহুদীদিগের সমবেত অত্যাচারে মুছলমানদিগকে যাহারপরনাই উত্যক্ত হইয়া উঠিতে হয়। তাহারা একদিকে মদিনা আক্রমণের আয়োজনে প্রবৃত্ত ছিল, অন্যদিকে সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই মুছলমানদিগের উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। তাহাদিগের এই সকল অত্যাচারের প্রতিকার করার জন্য মদিনা হইতে পরপর কয়েকবার অভিযান প্রেরণ করিতে হয়। একবার মোছলেম বণিকদের একটা কাফেলা আক্রমণ করিয়া নরাধমগণ বহু মুছলমানকে হতাহত করিয়া ফেলে এবং তাঁহাদের সমস্ত ধনসম্পদ লুটিয়া লইয়া যায়। জাএদ-বেন-হারেছার নেতৃত্বাধীনে ওয়াদিল-কোরা অভিযান এই জন্যই প্রেরিত হইয়াছিল। (২) হজরত আলীর নেতৃত্বাধীনে যে 'ফদক অভিযান' প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, এহুদগণ পার্শ্ববর্ত্তী আরব গোত্রসমূহের দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধাদিগকে খায়বারে সমবেত করিতে থাকে, তাহাদিগের পথরোধ করার জন্যই এই অভিযানটী প্রেরিত হইয়াছিল। (৩) এহুদজাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করার পর আছির বা ওছাএর সকলকে সম্বোধন করিয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিল :—"আমার সহচরগণ এতদিন পর্য্যন্ত মোহাম্মদ সম্বন্ধে যে নীতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছিলেন, আমি এখন হইতে তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া সম্পূর্ণ নূতন ধারা অবলম্বন করিতে চাই। আমি এখন মোহাম্মদের রাজধানীর উপর আক্রমণ করার নিমিত্ত প্রস্তুত হইব। এজন্য আমাকে স্বয়ং গৎফান জাতির নিকট যাইতে হইবে—তাহাদিগকে মোহাম্মদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে।" এহুদীদিগের সভায় এই প্রকার সঙ্কল্প স্থিরতর হওয়ার পর, আছির গৎফান প্রভৃতি জাতির নিকট গমন করতঃ তাহাদিগকে হজরতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ ও উত্তেজিত করিয়া তুলিল। এই সংবাদ পাইয়াই হজরত আবদুল্লা-বেন-রওয়াহা ও তাঁহার সঙ্গীত্রয়কে গুপ্তচররূপে প্রেরণ করেন। তাঁহারা ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, জনরব ঠিক—খায়বার অঞ্চলের এহুদ ও পৌত্তলিকগণ মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে উত্থান করার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে। গৎফানীয় পৌত্তলিকগণ এহুদীদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া মদিনা আক্রমণ করিবে এবং এহুদগণ তৎবিনিময়ে খায়বারের অর্দ্ধেক খেজুর তাহাদিগকে দান করিবে, ইহাও স্থির হইয়া গিয়াছিল। (৪) এহুদীগণের এই সকল আচরণের পরও হজরত নীরব ছিলেন, এমন কি তাহাদিগের সহিত সন্ধিস্থাপনের জন্য তিনি ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে থাকেন। কিন্তু হজরতের ধৈর্য্য ও শান্তিপ্রিয়তার ফলে এহুদদিগের স্পর্দ্ধা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া গেল।

---

(১) এবনে-হেশাম ৩—৮২ প্রভৃতি।
(২) জাদুল মাআদ, ১—৩৭২ প্রভৃতি।
(২) এবনে-হেশাম ৩—৮২, ফৎহুল বারী ৭—৩৫০।
(৪) এই ঘটনাগুলি হালবী, খামিছ ও তাবকাত হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে।

চতুঃষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

ধৈর্য্যও শান্তিপ্রিয়তা অনেক সময় প্রতিপক্ষের নিকট ভীতি ও কাপুরুষতা বলিয়া প্রতীত হয় এবং সেজন্য তাহাদিগের দুঃসাহস শতগুণে বর্দ্ধিত হইয়া যায়। এহুদ ও তাহাদিগের বন্ধু গৎফানজাতি মনে করিল—এত অত্যাচার মোহাম্মদ নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেছেন—শক্তির অভাবে। অতএব আর কালবিলম্ব না করিয়া মদিনা আক্রমণ করা উচিত। এইরূপ ভাবিয়া তাহারা নিজেদের মধ্য হইতে একটী দস্যুদল গঠন করতঃ তাহাদিগকে মদিনার পথে পাঠাইয়া দিল। মদিনা হইতে অনধিক দূরে "জু-কারাদ্" নামক একটী চারণক্ষেত্রে হজরতের এবং তাঁহার ছাহাবাগণের পশুপাল চরাণ হইতেছিল। এই দস্যুদল হঠাৎ তথায় আপতিত হইয়া একজন মুছলমানকে নিহত করতঃ তাঁহার স্ত্রীকে এবং চারণক্ষেত্রে অবস্থিত হজরতের পশুগুলিকে লুটিয়া লইয়া যায়। মুছলমান-গণ পর দিবস বহু আয়াসে সেগুলির উদ্ধার সাধন করেন।

আক্রমণের সূত্রপাত।

এই প্রকারে খায়বারের এহুদীদিগের ও তাহার নিকটবর্ত্তী বিরাট গৎফান গোত্রের অত্যাচার উপদ্রবে এবং তাহাদিগের লুণ্ঠন ও নরহত্যার ফলে, মুছলমান সমাজ যাহারপর নাই উত্যক্ত ও অতিষ্ঠ হইয়া পড়েন। জু-কারাদের আক্রমণ পর্য্যন্ত হজরত ধৈর্য্যধারণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু এই আক্রমণের ফলে তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, এহুদী ও গৎফানীয় শক্তিকে অবিলম্বে বিধ্বস্ত করিয়া দিতে না পারিলে মোছলেম জাতির অস্তিত্ব রক্ষা সম্ভবপর হইবেনা, তখন তিনি খায়বার অঞ্চলে অভিযান প্রেরণের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে ও সমস্বরে বলিতেছেন যে, জু-কারদের আক্রমণ খায়বার অভিযানের সম্পূর্ণ এক বৎসর পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদিগের এই সিদ্ধান্ত যে অসঙ্গত, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই জন্যই এমাম বোখারী জু-কারাদ অভিযানের উল্লেখকালে স্পষ্টতঃ বলিয়া দিয়াছেন—"এবং এই অভিযান খায়বারের তিনদিন পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল।" (১) এমাম মোছলেম 'জুকারদ ও অন্যান্য অভিযান' শীর্ষক অধ্যায়ে একটী দীর্ঘ হাদিছ উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ হাদিছের প্রত্যক্ষদর্শী রাবী দিব্য করিয়া বলিতেছেন যে,—"জু কারাদ অভিযানের পর তিনদিন মাত্র মদিনায় অবস্থান করিয়াই আমরা হজরতের সমভিব্যাহারে খায়বার অভিযানে যাত্রা করিলাম...।" (২) আমাদিগের রেওয়ায়ত সঙ্কলক ঐতিহাসিকগণ যে কতদূর বেপরওয়াভাবে লেখনী চালনা করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগের সংগৃহীত বিবরণগুলি যে বহুস্থানে বিশ্বস্ততম হাদিছের সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে, পাঠকগণ পুনঃপুনঃ ইহার প্রমাণ পাইয়াছেন। আলোচ্য প্রসঙ্গটীও ইহার জাজ্জ্বল্যমান নিদর্শন। বোখারী মোছলেম প্রমুখ হাদিছগ্রন্থে উভয় ঘটনার 'নায়ক' ও প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবাগণ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইতেছে যে, জু-কারাদ আক্রমণের তিনদিন পরেই খায়বার অভিযান

(১) বোখারী ৭—৩২৩। (২) মোছলেম ২—১১৫। তাবরী, ছালমায় বর্ণনা।

মদিনা হইতে যাত্রা করিয়াছিল—আর তাঁহারা ঐ তিন দিনকে এক বৎসরে পরিণত করিয়া দিতে একবিন্দুও কুণ্ঠিত হইতেছেন না! একে তাঁহারা এহুদী ও গৎফানীয়দিগের ক্রমাগত অত্যাচার উপদ্রব এবং পূর্ব্বাপর সংঘটিত লুণ্ঠন ও নরহত্যাগুলিকে অন্যান্য ঘটনাপ্রসঙ্গে অবান্তরভাবে ও অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া তাহার গুরুত্ব ও পরম্পরা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট করিয়া দিয়াছেন; তাহার উপর জুকারাদ অভিযানের কালনির্ণয় সম্বন্ধে এই প্রকার গড্ডলিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়া এই অত্যাবশ্যকীয় ঐতিহাসিক সত্যটাকে এক প্রকার অজ্ঞেয় করিয়া তুলিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা উপরে খায়বারের এহুদী ও তাহাদিগের মিত্রজাতিসমূহের যে সকল অত্যাচার উপদ্রবের উল্লেখ করিয়াছি, তাহা পাঠ করার পর খায়বার অভিযানের কার্য্যকারণ পরম্পরা অবগত হওয়া আর কাহারও পক্ষে কষ্টকর হইবে না। তাহার পর আমরা এই প্রসঙ্গে ইহাও জানিতে পারিয়াছি যে, এহুদ দলপতি আছির সমস্ত এহুদের সমর্থন-মতে, মদিনা আক্রমণের সঙ্কল্প করিয়াছিল; সে সেজন্য বহু অর্থব্যয়ে যাবতীয় উদ্যোগ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; স্বয়ং পার্শ্ববর্ত্তী পৌত্তলিক গোত্রগুলির মধ্যে দওরা করিয়া তাহাদিগকে মদিনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল;—এমন কি তাহারা মদিনার পল্লীপ্রান্তর ও চারণক্ষেত্রের উপর আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। এই অবস্থায় হজরত খায়বার অভিযানের আদেশ প্রদান করেন। এই প্রকার অবস্থায় এই আদেশ প্রদান করা সঙ্গত হইয়াছিল কিনা, ন্যায়নিষ্ঠ পাঠকগণই তাহার বিচার করিবেন।

সপ্তম হিজরীর মহরম মাসে ১৪ শত পদাতিক ও দুইশত ছওয়ারকে সঙ্গে লইয়া, হজরত খায়বার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মদিনার অবশিষ্ট এহুদগণ, এই সংবাদ অবগত হইয়া যাহার পর নাই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। (১) কাজেই তাহারা যে খায়বারের এহুদীদিগকে এই সংবাদ জ্ঞাত করাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটী করে নাই, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। পক্ষান্তরে মদিনার প্রধানতম কপট আবদুল্লাহ-বেন-ওবাই খায়বারের এহুদীদিগকে ইতোমধ্যে পত্রদ্বারা অবগত করিয়া দেয় যে, 'মোহাম্মদ অচিরাৎ খায়বার আক্রমণ করিবেন। কিন্তু সেজন্য তোমাদিগের বিচলিত হওয়ার কোনই কারণ নাই, ইত্যাদি।' মদিনার এহুদী ও কপটগণের নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া খায়বারের এহুদগণ উপেক্ষার হাসি হাসিয়া বলিল—"আ মরণ! মোহাম্মদ আমা-দিগকে আক্রমণ করিবে?" কিন্তু তত্রাচ তাহারা সতর্কতা অবলম্বনে ত্রুটি করিল না। এই সতর্কতার খাতিরে কতিপয় এহুদ দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হওয়ার পর প্রত্যহ সম্মুখস্থ প্রান্তরে ছত্রবদ্ধ হইয়া মদিনাবাহিনীর আগমন সম্বন্ধে চৌকি পাহারার কাজ করিত। একদিন প্রাতঃকালে দুর্গদ্বার উন্মুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খায়বারের কৃষকগণ মোছলেম

খায়বার অভিযান।

(১) তাবকাত ৭৭।

বাহিনীর দর্শন পাইয়া ভীতিবিহ্বল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—"মোহাম্মদ, পঞ্চব্যূহ সৈন্যসহ সমাগত।"

এহুদ গুপ্তষড়যন্ত্র পাকাইতে অর্থদ্বারা বিদ্রোহের সৃষ্টি করাইতে প্রচ্ছন্নভাবে লুণ্ঠন ও গুপ্ত-হত্যা করিতে সিদ্ধহস্ত হইলেও, বীরের ন্যায় সন্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার সৎসাহস তাহাদিগের কথনই ছিল না। সুতরাং এত ষড়যন্ত্র এত অত্যাচার এবং এতাদৃশ স্পর্দ্ধা প্রকাশের পর যেমন তাহারা মুছলমান বাহিনীর সাক্ষাৎলাভ করিল, অমনি তাহাদের সমস্ত "বীরত্ব" শেষ হইয়া গেল এবং গৎফানীয় বন্ধুদিগের আগমন প্রতীক্ষায় তাহারা দুর্গমালার মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া দুর্গদ্বারগুলি উত্তমরূপে বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা পূর্ব্বাহ্নেই ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেই জন্য তিনি এমন ভাবে সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন, যাহাতে গৎফানীয়দিগের পক্ষে খায়বারে গমন করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পক্ষান্তরে গৎফান গোত্রের লোকেরা যখন দেখিল যে, হজরতের সঙ্গে মাত্র ১৬ শত মুছলমান আগমন করিয়াছে, তখন তাহারা স্থির করিল যে ইহাদের পশ্চাতে আর একটা বিরাট বাহিনী লুক্কায়িতভাবে আগমন করিতেছে। আমরা নিজেদের সুরক্ষিত পল্লীগুলি পরিত্যাগ করিয়া দূর প্রান্তরে উপনীত হইলেই, তাহারা পশ্চাৎদিক দিয়া আমাদিগের পল্লীগুলি আক্রমণ করিবে। বেড়াজালে বেষ্টিত হইয়া তখন আমরা ধনে প্রাণে মারা যাইব। (১) এই ভাবিয়া তাহারা এহুদীদিগের এতদিনের মিত্রতা, এমন বাধ্যবাধকতা, এত প্রতিজ্ঞা প্রতিশ্রুতি সমস্তই বিস্মৃত হইয়া আপনাপন পল্লীতে চলিয়া গেল। কাজেই এহুদীদিগের দুর্ভাগ্যের সীমা রহিল না।

দুর্গাবরোধ।

হজরত পূর্ব্বাপর সন্ধিস্থাপনের চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু "যখন তাঁহার প্রতীতি জন্মিল যে এহুদগণ যুদ্ধ না করিয়া ক্ষান্ত হইবে না, তখন তিনি স্বীয় সহচরবর্গকে ওয়াজ নছিহত করিলেন এবং সকলকে জেহাদের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।" (২) মুছলমানগণ তখনও একেবারে নিঃসম্বল। ১৬ শত মুছলমান কেবল কতকটা ছাতু সঙ্গে লইয়া খায়বার যাত্রা করিয়াছিলেন। দীর্ঘকালের অবরোধের ফলে ক্রমে ক্রমে তাহাও নিঃশেষিত হইয়া আসিল এবং মুছলমানগণ ক্ষুধায় তৃষ্ণায় যাহারপর নাই কষ্ট পাইতে লাগিলেন। যাহা হউক, এহুদগণ যখন সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইল না এবং সঙ্গে সঙ্গে হজরত যখন দেখিতে পাইলেন যে, দুর্গের প্রাচীর তোরণ ও সুরক্ষিত বুরুজ হইতে ইট পাথর এবং তীর শড়কী প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া এহুদগণ ক্রমান্বয়ে মুছলমানদিগের ধনপ্রাণের বিশেষ ক্ষতি করিয়াই চলিয়াছে; তখন তিনি দুর্গ আক্রমণ করার আদেশ প্রদান করিলেন। প্রভুর আদেশবাণী কর্ণকুহরে প্রবেশ করা মাত্রই

দুর্গ আক্রমণ।

(১) তাবরী। (২) খামিছ।

ক্ষুৎপিপাসায় অবসন্ন মুছলমানদিগের শীরায় শীরায় বিদ্যুতের লহরীলীলা আরম্ভ হইয়া গেল। তখন আল্লাহোআকবর নিনাদে খায়বারের পল্লীপ্রান্তরে রোমাঞ্চ তুলিয়া ১৬ শত মোছলেম বীর নাএম দুর্গের উপর আপতিত হইলেন। এই আক্রমণের নায়ক দুর্গতোরণ অধিকার করার সময় শত্রুপক্ষ কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত গুরুভার প্রস্তরের আঘাতে শাহাদত প্রাপ্ত হন। কিন্তু ইহাতে অবসাদের পরিবর্ত্তে নূতন উত্তেজনার সৃষ্টি হইল এবং দেখিতে দেখিতে নাএমের সর্ব্বোচ্চ তোরণচূড়ায় এছলামের বিজয় বৈজয়ন্তি উড্ডীন হইতে লাগিল। নাএমের পর আরও কএকটা দুর্গ মোছলেম বীরবৃন্দের পদতলগত হইল। তাহার পর তাঁহারা ক'মুছ দুর্গ আক্রমণ করিলেন। এই দুর্গটী খায়বার দুর্গমালার মধ্যে সকল দিক দিয়াই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া খ্যাত ছিল। মার্হাব নামক বিখ্যাত যোদ্ধা এই দুর্গের প্রধান নায়কপদে বরিত হইয়াছিল। আরবে তখন কিংবদন্তি ছিল যে একা মার্হাব এক সহস্র সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ।

ক'মুছ দুর্গ আক্রান্ত হইতে দেখিয়া দুর্গাধিপ মার্হব মত্তমাতঙ্গের ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। আরবের সাধারণ প্রথানুসারে সে ময়দানে আসিয়া দর্পপূর্ণ কবিতা আবৃত্তি করতঃ প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন আমের নামক জনৈক ছাহাবী হজরতের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তাহার মোকাবেলায় বহির্গত হইলেন এবং দেখিতে দেখিতে দুই বীরে ভীষণ সংগ্রাম বাধিয়া গেল। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাক বশতঃ আমের নিম্নে পড়িয়া যান এবং সেই অবস্থায় ক্ষিপ্রকারিতার সহিত তরবারী চালনা করিতে গিয়া তিনি নিজের তরবারীর আঘাতেই নিহত হন। আমের শাহাদত প্রাপ্ত হইলে, মোহাম্মদ-বেন মোছলেমা উলঙ্গ তরবারী হস্তে মার্হাবের উপর আপতিত হইলেন এবং তাহাকে সাংঘাতিকরূপে আহত করিয়া ফেলিলেন। এই সময় বীরবর হজরত আলি অগ্রসর হইয়া এক আঘাতেই তাহাকে শমনসদনে প্রেরণ করেন। (১)

ক'মুছ দুর্গ আক্রমণের জন্য প্রথম দিন মহাত্মা আবুবকর ছিদ্দিক এবং দ্বিতীয় দিন মহামতি ওমর ফারুক সেনাপতির পদে নিয়োজিত হইয়া অশেষ ধৈর্য্য ও বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ পরিচালিত করিয়াছিলেন। তৃতীয় দিন শেরেখোদা আলী মোর্ত্তজা নায়কপদে নিযুক্ত হইয়া প্রচণ্ডবেগে দুর্গ আক্রমণ করিলেন। প্রথম দুই দিনের আক্রমণের ফলে দুর্গ এবং দুর্গস্থ সৈনিকগণ বহু পরিমাণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল,

আলীর বীরত্ব।

---

(১) মারহাব কাহার হস্তে নিহত হইয়াছিল, এতৎসম্বন্ধে ঘোর মতভেদ দেখা যায়। ঐতিহাসিকগণ একবাক্যে বলেন যে, মোহাম্মদ বেন মোছলেমা'ই তাহাকে নিহত করিয়াছিলেন। মোছ্‌নাদের একটী হাছন রেওয়ায়তে জাবের কর্ত্তৃক বর্ণিত একটী বিবরণেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু ছহি মোছলেম, মোছনাদ নাছাই ও হাকেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ যে সকল হাদিছ রেওয়ায়ত করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, মারহাব হজরত আলীর হস্তেই নিহত হইয়াছিল। ওয়াকেদীর একটী রেওয়ায়ত অবলম্বন করিয়া কোন কোন পণ্ডিত হাদিছ ও ইতিহাসের রেওয়াতের মধ্যে বর্ণিতরূপ সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে ফৎহুলবারী, এস্তিআব ও হালবী প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

চতুঃষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

তাহার উপর বীরকুলশিরোমণি আলি মোর্ত্তাজার এই প্রচণ্ড আক্রমণ—শত্রুপক্ষ সে আক্রমণ বেগ প্রতিহত করিয়া উঠিতে পারিল না এবং অনতিবিলম্বে মোছলেম বীরবৃন্দ ক'মুছ দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন। (১)

কতিপয় শীয়ারাবী এবং শীয়া ভাবাপন্ন লেখক এই সরল সহজ ঘটনাটীকে নানাপ্রকারে অতিরঞ্জিত করিয়া মূল বিবরণকেই সাধারণ চক্ষে উপহাসম্পদ করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন—প্রথম দুইদিন আবুবকর ও ওমর কাপুরুষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া মুছলমানগণ হজরতের নিকট অভিযোগ করেন। পক্ষান্তরে যুদ্ধক্ষেত্রে হজরত আলীর ঢালখানা পড়িয়া যাওয়ায় তিনি এক লম্ফ দিয়া দুর্গের একখানা গুরুভার লৌহকপাট ছিঁড়িয়া লইয়া তাহাকে ঢাল বানাইয়া লইলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আলী ঐ কপটখানা পশ্চাৎদিকে চল্লিশ হাত দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। পরে ৭০ জন বলিষ্ঠ লোকে কপাটখানা স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই। কোন কোন রাবী বয়ান করেন যে, হজরত আলি ঐ কপাটখানা নিজ পিঠের উপর উঁচু করিয়া ধরিয়াছিলেন এবং মুছলমানগণ তাহার উপরে উঠিয়া দুর্গতোরণে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (২) এই গল্পটী বেওয়ায়ত এবং দেরায়ত উভয় হিসাবেই অগ্রাহ্য ও অবিশ্বাস্য। এমাম ছাখাভী, এমাম জাহবী প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ এই গল্পটীর সমস্ত ছনদ বা রাবী পরম্পরাকে বাজে কথাও অগ্রাহ্য বলিয়া মতপ্রকাশ করিয়াছেন। হজরত আবুবকর ও ওমরের নিন্দাসূচক অংশটী তাবরী আওফ নামক রাবী হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। এবনে জরির তাবরী নিজে শীয়াভাবাপন্ন লেখক বলিয়া পরিচিত। তাহার উপর তাঁহার এই ঘটনার রাবী আওফকে কোন কোন মোহাদ্দেছ "রাফেজী শয়তান" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং আলীর প্রশংসা কীর্ত্তনের এবং আবুবকর ও ওমরের নিন্দাপ্রচারের প্রলোভন সম্বরণ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠে নাই। সূক্ষ্মদর্শী ও ন্যায়নিষ্ঠ মোছলেম পণ্ডিতগণ এই শ্রেণীর রেওয়ায়তগুলিকে কখনই গণনার গণ্ডীর মধ্যে আনয়ন করেন নাই। বোখারী, মোছলেম, মোছনাদ প্রভৃতি হাদিছ-গ্রন্থে খায়বার সংক্রান্ত সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। বলাবাহুল্য যে কোন ছহী হাদিছেই এই সকল বাজে কথা ও বাজার গুজব স্থানলাভ করিতে পারে নাই। দুঃখের বিষয়, আমাদিগের খৃষ্টান লেখকগণ কোরআন ও হাদিছের বিশ্বস্ততম বর্ণনাগুলিকে বাদ দিয়া এই সকল বাজে কথার উল্লেখ করতঃ মুছলমানদিগের উপর ব্যঙ্গবিদ্রূপ বর্ষণ করিতে কুণ্ঠিত বা লজ্জিত হন নাই। হজরত আলীর জীবনী সঙ্কলন করিতে গিয়া কোন লেখক যদি বটতলার "আলী-হনুমানের কেচ্ছা" হইতে "হজরত আলি আর বীর হনুমান, অযোধ্যাতে মহাযুদ্ধ দোনোঁপাহলওয়ান" পদের উল্লেখ করিয়া মুছলমান জাতির উপর বিদ্রূপবাণ বর্ষণ

বাজে কথা।

(১) বোখারী, মোছলেম, নাছাই, মোছনাদ, হাকেম প্রভৃতি। (২) তাবরী, হালবী প্রভৃতি।

করেন, তাহা হইলে কেহ কি তাঁহাকে ন্যায়নিষ্ঠ লেখক বলিয়া উল্লেখ করিতে পারিবেন? আমাদিগের খৃষ্টানলেখকগণেরও এই অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমস্ত জাতির ও সকল ধর্ম্মের ছিদ্রান্বেষণ এবং ব্রণানুসন্ধান প্রিয়তার ফলে তাঁহাদিগের প্রবৃত্তিটাই যেন ঐরূপ বিকৃত হইয়া পড়িয়াছে।

ন্যূনাধিক তিন সপ্তাহকাল অবরোধ রক্ষার পর ক'মুছ দুর্গ মুছলমানদিগের হস্তে পতিত হইল। ইহার পর সপ্তাহকাল আরও তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছিল। কিন্তু একে একে সমস্ত দুর্গ মুছলমানদিগের হস্তে পতিত হইতে দেখিয়া অবশিষ্ট এহুদগণ অগত্যা অস্ত্রত্যাগপূর্ব্বক হজরতের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। খায়বার বিজয়ের স্বরূপ নির্ণয় এবং এহুদীদিগের ধনসম্পদাদির ব্যবস্থা সম্বন্ধে এমামগণের এবং হাদিছ সমূহের মধ্যে ঘোর মতভেদ ও অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমি এ সম্বন্ধে যথাশক্তি আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, খায়বারের কতকগুলি দুর্গ শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইবার পর মুছলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল। কতকগুলি দুর্গ যুদ্ধের প্রথমাবস্থায় এবং আর কতকগুলি অবরোধের অল্প পরেই আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। ইহাদিগের অস্থাবর ধনসম্পদ ও পশুপাল সম্বন্ধে যথোপযুক্তরূপে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। হাদিছগ্রন্থ সমূহে যে রেওয়ায়তগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন দুর্গসংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনার স্বতন্ত্র বিবৃতি মাত্র। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে উহার মধ্যে কোন প্রকার অনৈক্য নাই। ইতিহাসকারগণ বলেন যে, খায়বার যুদ্ধে ৯৩জন এহুদী নিহত হইয়াছিল। মুছলমান পক্ষের ১৫জন বীর এই যুদ্ধে শাহাদত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পূর্ণ বিজয়।

বিজিতদিগের অধিকার।

খায়বার বিজয়ের পর হজরত স্থানীয় এহুদীদিগকে নিম্নলিখিতরূপ অধিকার প্রদান করিলেন :—

(১) তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্বধর্ম্ম পালন করিতে থাকিবে, কেহ তাহাতে কোন প্রকার বিঘ্নদান করিতে পারিবে না।

(২) মুছলমানদিগের ন্যায় কোন প্রকার আয়কর বা ভূমিস্ব তাহাদিগকে প্রদান করিতে হইবে না।

(৩) মুছলমানদিগের ন্যায় তাহারা যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হইবে না।

(৪) কতকগুলি দুর্গের স্বর্ণ ও রৌপ্য স্পর্শ করা হইল না। তাহাদিগের নিকট হইতে কতকগুলি পশু গ্রহণ করিয়াই তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া হইল।

(৫) এহুদীদিগের বাড়ীঘর ও জমিজমা পূর্ব্ববৎ সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের স্বত্বাধিকারে থাকিবে।

(৬) দেশের সমস্ত ভূমির মূল মালেকী হকুক এখন মদিনার রাজসরকারের অধিকারভুক্ত

হওয়ায়, জনসাধারণ তাহাদিগের দেয় ফসলী খাজনা বা উৎপন্ন শস্তের ভাগ (উপরিতন জমিদারকে না দিয়া) এখন হইতে মদিনার রাজসরকারকে প্রদান করিবে।

(৭) ভাগ (যথাপূর্ব্ব) অর্দ্ধাংশ নির্দ্ধারিত রহিল।

খায়বারের এহুদগণ মদিনা আক্রমণ করতঃ মুছলমানদিগকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য যে প্রকার ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল এবং এজন্য তাহারা যেরূপ ভয়াবহ উদ্যোগ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, দস্যুতা লুণ্ঠন ও নরহত্যাদির দ্বারা কয়েক বৎসর ধরিয়া তাহারা মুছলমান-দিগকে যেরূপ উৎপীড়িত করিয়া আসিতেছিল, পাঠকগণ যথাস্থানে তাহার আভাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। আজ যদি এহুদগণ জয়যুক্ত হইত, তাহা হইলে মুছলমানের নামগন্ধ যে দুনয়া হইতে চিরকালের তরে বিলুপ্ত হইয়া যাইত, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। এহেন আততায়ী প্রাণের বৈরীদিগকে, সম্পূর্ণরূপে পদানত করার পর যে সকল অধিকার প্রধান করা হইয়াছিল, হজরত তাহাদিগের প্রতি যেরূপ সদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, বস্তুতঃ জগতের ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

পঞ্চষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

ঐতিহাসিক প্রমাদ।

খায়বার অভিযান প্রসঙ্গে কেনানা ও তাহার ভ্রাতার হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে ইতিহাসকারগণ যে সকল ভিত্তিহীন ও অনৈতিহাসিক বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাঁহারা বলিতেছেন যে, এই ভ্রাতৃযুগল সন্ধিশর্ত্ত ভঙ্গ করিয়া বানি নাজির বংশের বহু স্বর্ণ রৌপ্য এবং মণিমুক্তা ভূপ্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিল। হজরতের বিশেষ তাকিদ সত্বেও তাহারা এই গুপ্ত ধনসম্পদের সন্ধান না দেওয়ায়, তিনি জোবের নামক ছাহাবীর উপর কেনানাকে 'পীড়ন' করার ভার প্রদান করেন। এই আদেশমতে জোবের তাহার বুকের উপর চকমকি পাথর ঠুঁকিয়া সেই স্ফুলিঙ্গগুলি দ্বারা কেনানাকে 'ছেঁকা' দিতে থাকেন। অবশেষে জনৈক এহুদীর মুখে সন্ধান পাইয়া মুছলমানগণ উপরোক্ত ধনসম্পত্তি গুলি বাহির করিয়া ফেলেন এবং এই অপরাধের জন্ম কেনানা ও তাহার ভ্রাতাকে নিহত করা হয়। (১) কিন্তু আমরা বোখারীর ন্যায় বিশ্বস্ততম হাদিছ গ্রন্থে দেখিতে পাইতেছি যে, কেনানার এই ভ্রাতা হজরত ওমরের খেলাফত অবধি বাঁচিয়াছিল। (২) রেওয়ায়তের হিসাবেও গল্পটার কোনই মূল্য নাই। ইহার মূল রাবী এবনে এছহাক, কিন্তু তিনি যে কি সূত্রে এই বিবরণটী অবগত হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে কোন কথাই অবগত হইতে পারা যায় না। সুতরাং এই বিবরণটী যে ভিত্তিহীন উপকথা মাত্র, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ থাকিতেছে না।

প্রকৃত কথা এইযে, কেনানা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া মাহমুদ নামক জনৈক ছাহাবাকে হত্যা করিয়া ফেলে। যুদ্ধাবসানের পর এই বিশ্বাসঘাতকতা এবং ইচ্ছাপূর্ব্বক নরহত্যার অপরাধে কেনানার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয়। নিহত মাহমুদের ভ্রাতা মোহাম্মদ-বেন-মোছলেমা তাহাকে এই আদেশক্রমে নিহত করেন। তাবরী, হালবী প্রভৃতি ঐতিহাসিক-গণ উপরোক্ত ঘটনার উল্লেখ করার পর নিজেরাই স্বীকার করিতেছেন যে,

ثم دفعه صلعم محمد بن مسلمة فضرب عنقه باخيه محمود

হালবী ইহার পূর্ব্বে বলিয়াছেন :—

انه صلعم دفع كنانة لمحمد بن مسلمة ليقتله باخيه

অর্থাৎ অতঃপর হজরত কেনানাকে মোহাম্মদ-বেন-মোছলেমার হস্তে সমর্পণ করিলে, তিনি

---

(১) তাবকাত, খায়বার, ৮১।

(২) বোখারী باب اذا اشرط فى المزارعة الخ ও ফৎহল বারী দেখ।

স্বীয় ভ্রাতা মাহমুদের হত্যার বিনিময়ে কেনানাকে নিহত করিলেন। (১) আবুদাউদ গ্রন্থে এসম্বন্ধে যে হাদিছের উল্লেখ আছে, তাহাতে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, কথিত ধনসম্পদ হোয়াই-বেন-আখতাবের অধিকারভুক্ত ছিল। হোয়াই পূর্ব্বে নিহত হইয়াছিল। খায়বার যুদ্ধের পর হোয়াই-বেন-আখতাবের পিতৃব্য ছা'য়াকে হজরত ঐ ধনসম্পদের কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে যে, যুদ্ধবিগ্রহাদির ফলে সে সমস্তই ব্যয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পরে এই ধনসম্পদ পাওয়া যায়। (২) হোয়াইএর ধনসম্পদ তাহার পিতৃব্যের নিকট থাকাই স্বাভাবিক এবং এজন্য হজরত তাহাকেই সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াছিলেন, এবং এই ছা'য়াই উহার জন্য প্রকৃত দায়ী ও অপরাধী ছিল। কিন্তু এই হাদিছের দ্বারা জানিতে পারা যাইতেছে যে, এই অপরাধের জন্য তাহার প্রতি কোন প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা হয় নাই। সুতরাং স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ধনসম্পদ লুকাইয়া রাখার জন্য কাহারও প্রতি কোন প্রকার দণ্ডের ব্যবস্থা করা হয় নাই। কেনানাকে নরহত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল মাত্র।

শুশ্রূষাকারিণী মহিলা সঙ্ঘ।

হজরতের এবং তাঁহার মহিমান্বিত খলিফা চতুষ্টয়ের সময় মোছলেম মহিলাগণ শুশ্রূষাকারিণী রূপে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইতেন। যুদ্ধের সময় তাঁহারা আহত মুছলমানদিগকে জল পান করাইতেন, শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগের ক্ষত স্থানগুলিতে ঔষধ লাগাইয়া ও পটি বাঁধিয়া তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। সময় সময় ইঁহারা রণক্ষেত্রে পুরুষদিগকে অস্ত্রশস্ত্র যোগাইয়া দিতেন এবং আবশ্যক হইলে এই মোছলেম বীরাঙ্গনাবর্গ স্বামী ও ভ্রাতার এবং পিতা ও পুত্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া উলঙ্গ তরবারী হস্তে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন। এছলামের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস পৃষ্ঠাগুলি এই শ্রেণীর মহিলাগণের অক্ষয়কীর্ত্তি কলাপে উদ্ভাসিত হইয়া আছে। যথারীতি একদল মহিলা এই সকল কার্য্যের জন্য খায়বার যুদ্ধেও যোগদান করিয়াছিলেন। জনৈক কিশোরী নিজের কণ্ঠমালা প্রদর্শন করতঃ আনন্দ-গদ-গদ স্বরে বলিতেন— "আমার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া হজরত আমাকে এই পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।" (৩)

পার্শ্ববর্ত্তী এহুদীদিগের আত্মসমর্পণ।

ফদক, ওয়াদিল-কোরা প্রভৃতি স্থানের এহুদগণ খায়বারের এই পরাজয় দর্শনে যাহার পর নাই ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িল, এবং এতদিনের শত্রুতার পর শেষে অগত্যা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শরণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল। দয়ার সাগর করুণানিধান মোহাম্মদ মোস্তফা এই প্রাণের বৈরীগুলির মলিন মুখ দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলেন। ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা হইল যে, এই

(১) হালবী ৩—৩১, ৪০ এবং তাবরী ৩—১৫। (২) আবুদাউদ ২য় খণ্ড "খায়বারের ভূমি।"
(৩) আবুদাউদ, কঞ্জল ওম্মাল ও সাধারণ ইতিহাস পুস্তকগুলি দ্রষ্টব্য।

সকল স্থানের এহুদীদিগের নিকট হইতে কোনপ্রকার আয়কর বা ভূমিস্ত গ্রহণ করা হইবে না। তাহারা সাধারণতন্ত্রকে যুদ্ধবিগ্রহাদিতে কোনপ্রকার সাহায্য করিতেও বাধ্য হইবে না। এই সকল স্বত্বাধিকারের বিনিময়ে তাহারা প্রতি বৎসর কিছু কিছু "যিজয়া" কর প্রদান করিবে। 'যিজয়া' সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এই পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবেশিত হইবে। এখানে এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, ইউরোপীয় লেখকগণ যিজয়া শব্দটাকে যেরূপ ভীষণ ও বিভীষিকাময় করিয়া তুলিয়াছেন, বস্তুতঃ ব্যাপারটা তদ্রূপ কিছুই নহে। মদিনায় সাধারণতন্ত্রের অধীনে মুছলমানদিগকে সকলপ্রকার আয়ের উপর বাৎসরিক শতকরা ২॥০ টাকা হিসাবে 'আয়কর' দিতে হইত। ইহা ব্যতীত কৃষিক্ষেত্র ও বাগ-বাগিচার উৎপন্ন সমস্ত ফল শস্যের দশমাংশ করস্বরূপ প্রদান করিতে হইত। ছাগ, মেষ, উট, গাভী প্রভৃতি পশুর উপরও এইরূপ কর নির্দ্ধারিত ছিল। এছলামের পরি-ভাষায় ইহা 'জাকাত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কিন্তু যে সকল অমুছলমানের নিকট হইতে 'যিজয়া' গ্রহণ করা হইত, তাহারা বৎসরে একবার এই সামান্য কর বা 'ট্যাক্স' দিয়াই অব্যাহতি লাভ করিত। অধিকন্তু মুছলমানগণ যুদ্ধে যোগদান করিতে বাধ্য হইতেন, কিন্তু যিজয়া দানকারী অমুছলমানগণ ইহা হইতেও মুক্ত ছিলেন। পক্ষান্তরে সাধারণতন্ত্র তাহাদিগের ধন প্রাণ ও মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে দায়ী হইতেন। এই দায়িত্বের জন্যই তাহাদিগকে "জিম্মী" নামে অভিহিত করা হইত। হাদিছ ও ফেকাঃ গ্রন্থসমূহে জিম্মিদিগের অধিকার সম্বন্ধে সকল কথা লিপিবদ্ধ আছে।

এই সকল ব্যবস্থা সম্পন্ন করার পর বিশ্রামগ্রহণের জন্য হজরত কএক দিন খায়বার প্রান্তরে অবস্থান করেন। এই সময় কতিপয় এহুদী হজরতের প্রাণনাশ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ষড়যন্ত্র পাকাইতে থাকে। অবশেষে বিষ দিয়া হত্যা করাই স্থিরীকৃত হয়। তখন তাহারা একটা ছাগল জবাই করিয়া তাহার মোছাল্লাম তৈয়ার করিল এবং তাহার সহিত তীব্র হলাহল মিশাইয়া দিল। এহুদগণ সকলেই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিলেও, জয়নাব নাম্নী জনৈক এহুদী স্ত্রীলোক স্বহস্তে এই সকল কাজের যোগাড় করিয়াছিল। হজরত রাণের গোশ্‌ত পছন্দ করিতেন বলিয়া তাহাতে অধিক পরিমাণে বিষ মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হয়। অবশেষে জয়নাব ঐ মাংসগুলি লইয়া হজরতের খেদমতে উপস্থিত হয় এবং বিনয়সহকারে বলিতে থাকে:— "মোহাম্মদ! তোমার জন্য এই সামান্য হাদয়া (উপঢৌকন) আনয়ন করিয়াছি, তুমি ইহা গ্রহণ করিবে কি?" হজরত কখনও কোন মুছলমান বা অমুছলমানের হাদয়া ফেরৎ দিতেন না। বিশেষতঃ একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহার জন্য এই প্রীতিউপহার প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন। কাজেই তিনি ধন্যবাদের সহিত জয়নাবের উপহার গ্রহণ

হজরতকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র।

করিলেন। অতঃপর যথারীতি ছাহাবাগণকে সঙ্গে লইয়া হজরত এই মাংস ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মাংসের একটুকরা গলাধঃ করিয়াই হজরত সহচরগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিয়া উঠিলেন :—"মাংসে বিষ মিশ্রিত, সাবধান!" কিন্তু বেশর নামক জনৈক ছাহাবী ইহার পূর্ব্বেই একগ্রাস গলাধঃ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার শরীরে বিষের ক্রিয়া আরম্ভ হইয়া গেল এবং তিনি বিবর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

তখন হজরতের আদেশে জয়নাব ও অন্যান্য পাষণ্ডদিগকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল, হজরত তাহাদিগকে এই আচরণের কারণ ও কৈফিয়ত জিজ্ঞাসা করিলেন। জয়নাব তখন স্পষ্টাক্ষরে বলিতে লাগিল :—"তোমাকে হত্যা করার জন্যই আমি এই পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছিলাম।" জয়নাবের কথা শুনিয়া হজরত হাস্যসহকারে উত্তর করিলেন :—"তাহা হইবার নয়। আল্লাহ্ কখনও তোমাকে এই কার্য্যে সফল মনোরথ হইতে দিবেন না।" খায়বার বিজয়ী ছাহাবাগণ রুদ্ধশ্বাসে এই সকল বাদানুবাদ শ্রবণ করিয়া যাইতেছিলেন। জয়নাবের মুখে এই ভীষণ উক্তি শ্রবণ করিয়া তাঁহারা চারিদিক হইতে বলিয়া উঠিলেন—"এখনও কি আমরা উহার প্রাণ বধ করার অনুমতি পাইব না?" হজরত গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন—"না!" তাহার পর তিনি এহুদী পুরুষদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কি উদ্দেশ্যে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে?" তাহারা সমস্বরে উত্তর করিল :—"আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, তুমি যদি ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী হও, তাহা হইলে এই বিষের বিন্দুমাত্র তোমার জিহ্বাকে স্পর্শ করা মাত্রই তুমি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে, আর আমরাও স্বস্তি লাভ করিব। পক্ষান্তরে যদি তুমি সত্য সত্যই আল্লার নবী হও, তাহা হইলে এই বিষ তোমার প্রাণনাশ করিতে পারিবে না।"

বোখারী ও মোছলেম প্রমুখ মোহাদ্দেছগণ এই ঘটনা সম্বন্ধে যে সকল হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন, উপরে তাহার সার সঙ্কলন করিয়া দেওয়া হইল। ইহার মোকাবেলায়

ভিত্তিহীন গল্পগুজব।

ওয়াকেদীর ন্যায় অবিশ্বস্ত লেখকের প্রমাণহীন কথাগুলির যে আদৌ কোন মূল্য নাই, বোধ হয় পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। আমাদিগের অতিরঞ্জনপ্রিয় লেখকগণ এক্ষেত্রে ওয়াকেদীর অন্ধানুকরণ করিয়া কতকগুলি অস্বাভাবিক উপকথার সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, হজরত মাংস ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক হইলে ছাগলের সেই রাণখানার জবান হইল এবং সে বলিতে লাগিল—'য়্যা রছুলুল্লাহ! আপনি আমাকে ভক্ষণ করিবেন না। আমাতে বিষ মিশান আছে।' এই গল্পটাকে উপক্রম উপসংহারের সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য তাঁহারা আরও কতকগুলি ভিত্তিহীন উপকথা রচনা করিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ছহী হাদিছে এ সকল কথার কোনই উল্লেখ নাই, বরং তাহাদ্বারা এই গুলির প্রতিবাদই হইয়া যাইতেছে। এমামবোখারী বিভিন্ন

অধ্যায়ে এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন, এমাম মোছলেমও প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবা কর্ত্তৃক এই ঘটনা সংক্রান্ত হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। (১) বোখারী ও মোছলেমের এই সকল ছহী হাদিছ দ্বারা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হজরত উপরি বর্ণিত বিষাক্ত ছাগমাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। রাণের জবান হইয়া থাকিলে এবং সে চীৎকার করতঃ হজরতকে মাংস ভক্ষণে নিষেধ করিয়া থাকিলে, হজরত কখনই সে মাংস ভক্ষণ করিতেন না এবং বিষ ভক্ষণের জন্য তাঁহার ওষ্ঠপ্রদেশ বিবর্ণও হইত না!

জয়নাবের বর্ণনার পর হজরত যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা এখানে প্রথম আলোচ্য। 'জয়নাব! আল্লাহ তোমাকে এই সঙ্কল্পে কখনই সফলকাম হইতে দিবেন না'— আত্মসত্যে হজরতের যে কিরূপ গভীর বিশ্বাস ছিল, এই উক্তি দ্বারা তাহা সম্যকরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। তিনি মনে করিতেন—সত্যের সেবা এবং তাহার প্রচারের জন্য স্বয়ং আল্লাহ আমাকে নিয়োজিত করিয়াছেন, সুতরাং আমার এই সাধনা পূর্ণ পরিণত এবং সাফল্যমণ্ডিত না হওয়া পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত হলাহল দিয়াও কেহ আমার প্রাণবধ করিতে পারিবে না। পার্শ্বে সহচর 'বেশ্‌র' বিষের জ্বালায় মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত, সেই বিষ যথেষ্ট পরিমাণে গলাধঃ করিয়াও হজরত সম্পূর্ণ নির্ভীক ও নির্ব্বিকার চিত্তে এই মহীয়সী বাণী প্রচার করিতেছেন। পক্ষান্তরে বিজয়ী ভক্তগণ যখন এই পরাজিত ও পদানত শত্রুদিগের মুণ্ডপাত করার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন, উলঙ্গ তরবারী হস্তে জয়নাবকে লক্ষ্য করিয়া অনুমতি প্রার্থনা করিতেছেন, তখন হজরত প্রশান্তবদনে সকলকে ধৈর্য্যধারণের উপদেশ দান করিতেছেন—দণ্ডদানের পূর্ণ শক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও জয়নাব এবং তাহার সহযোগী এহুদীদিগকে অম্লানবদনে ক্ষমা করিতেছেন; এ মহিমার কি তুলনা আছে? জয়নাব ও অন্যান্য এহুদীদিগকে প্রতিফল দানের যথেষ্ট শক্তি বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হজরত কেন ক্ষমা করিয়াছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরদান কালে সমস্ত ঐতিহাসিক একবাক্যে বলিতেছেন যে, **হজরত তাঁহার ব্যক্তিগত অত্যাচার ও অপরাধের জন্য কখনই কোন অত্যাচারী বা অপরাধীকে কোনও প্রকার দণ্ড প্রদান করেন নাই।** (২) বলাবাহুল্য যে মাসাধিক কালের অবরোধ এবং অশেষ কষ্ট স্বীকারের পর খায়বারের প্রস্তর নির্ম্মিত দুর্গগুলি বিজিত হইয়াছিল, কতকগুলি এহুদীর শরীর মুছলমানদিগের দ্বারা অধিকৃত হইয়াছিল; কিন্তু আজ এই ঘটনা উপলক্ষে মোস্তফা চরিত্রের মহিমামণ্ডিত প্রকৃত স্বরূপটী যখন তাহাদিগের নয়ন সম্মুখে উজ্জ্বলে মধুরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—তখন এহুদীজাতির হৃদয় (তাহাদিগের

হজরতের দৃঢ়তা ও করুণা।

(১) বোখারী ৭—৩৪৮, ৮—১২, ৯—১১৩; মোছলেম ২—২২২।

(২) বোখারী, মোছলেম, তিরমিজি, নাছাই, এবনে-মাজা ও আবু দাউদ—আয়শা হইতে বর্ণিত হাদিছ:—ব্যক্তিগত অত্যাচারের জন্য হজরত কখনও কাহাকেও কোন প্রকার দণ্ড প্রদান করেন নাই।

অনিচ্ছাসত্বে এবং অজ্ঞাতসারে) মোস্তফা চরণে লুটাইয়া পড়িল এবং অচিরকালের মধ্যে এই পুণ্যপাদপে অমৃত ফল ফলিতে আরম্ভ হইল।

জয়নাব এতক্ষণ নীরব নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়াছিল। নিজের দুর্ব্বুদ্ধি এবং লোকের প্ররোচনা বশতঃ সে এতদিন পিশাচিনী সাজিয়াছিল। সে আনন্দ-উৎফুল্ল চিত্তে সিদ্ধান্ত করিয়া লইয়াছিল যে, কোন গতিকে এই মারাত্মক হলাহলের একবিন্দু মোহাম্মদের উদরস্থ করিয়া দিতে পারিলেই তাঁহাকে অবিলম্বে মানবলীলা সম্বরণ করিতে হইবে। কিন্তু সে যখন দেখিল যে হজরত সেই হলাহল ভক্ষণ করিয়াও সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার চিত্তে ও অক্ষতদেহে যথাপূর্ব্ব স্বস্থানে বিরাজ করিতেছেন, তখন তাহার আশ্চর্য্যের অবধি রহিল না। সঙ্গে সঙ্গে যখন তাহার এবং তাহার স্বজনবর্গের এই অপরাধ ধরা পড়িয়া গেল, তখন সে কম্পিত কলেবরে ঘাতকের তরবারীর অপেক্ষা করিতেছিল। সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, এই অপরাধের জন্য তাহাকে এবং তাহার স্বজাতিকে অবিলম্বে শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্যে পরিণত হইতে হইবে। কিন্তু সে যখন দেখিল যে, তাহার ন্যায় প্রাণের বৈরীকেও মোহাম্মদ প্রশান্তবদনে ক্ষমা করিতেছেন, সমস্ত এহুদীকে বিনাদণ্ডে মুক্তি দিতেছেন;—তখন জয়নাব আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিল না। তাহার সমস্ত হিংসা বিদ্বেষ, তাহার যাবতীয় রাক্ষসীবৃত্তি মুহূর্ত্তেকের মধ্যে কোথায় উধাও হইয়া গেল। তখন সেই পিশাচিনী জয়নার প্রেমপাগলিনীরূপে মোস্তফা চরণে লুটাইয়া পড়িল এবং প্রকাশ্যভাবে কলেমায় তাওহীদের জয়জয়কার করিয়া জীবন সার্থক করিয়া লইল। কিন্তু হতভাগিনী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এ সুখসম্ভোগের সুযোগ পাইল না। পূর্ব্বকথিত বেশর দুই তিন দিনের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন, তখন ইচ্ছাপূর্ব্বক নরহত্যার অপরাধে জয়নাবের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইল। (১)

জয়নাবের কর্ম্মফল।

মক্কাবাসীদিগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া যে সকল মুছলমান আবিসিনিয়ায় পলায়ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের একদল পূর্ব্বেই চলিয়া আসিয়াছিলেন। অবশিষ্ট মোহাজেরগণকে আনয়ন করার জন্য হজরত কিছুদিন পূর্ব্বে আবিসিনিয়ায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তথাকার রাজা নাজ্জাশী Negus তাঁহাদিগের স্বদেশ-যাত্রার সমস্ত সুবিধা করিয়া দিলে, তাঁহারা সেখান হইতে যাত্রা করিয়া ঠিক খায়বার বিজয়ের শেষ দিন তথায় উপস্থিত হন। হজরত আলীর সহোদর জা'ফরও এই সঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দীর্ঘকাল পরে পুনরায় এই স্বজনগণের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া হজরত ও অন্যান্য মুছলমানগণ যাহার পর নাই আনন্দিত হন। খায়বার বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ লাভ ঘটায় এই আনন্দ বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া যায়। (২)

প্রবাসীগণের প্রত্যাবর্ত্তন।

(১) নবভী ২—২২২, শেফা ও কংহল বারী দ্রষ্টব্য। (২) বোখারী, এবনে-হেশাম প্রভৃতি।

খায়বার বিজয়ের এবং জয়নাব কর্তৃক বিষ প্রদানের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার অব্যবহিত পরে, হাজ্জাজ নামক জনৈক এহুদী স্বেচ্ছায় এছলাম গ্রহণ করেন। হাজ্জাজ ধনকুবের এবং হেজাজের বিখ্যাত 'মহাজন'। মক্কার বণিকদিগের নিকট তাঁহার অনেক টাকার 'তেজারত' ছিল, তাঁহার অনেক পণ্যদ্রব্য সেখানে রক্ষিত ছিল। হাজ্জাজ তাঁহার এছলাম গ্রহণের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার পূর্ব্বেই নিজের টাকাকড়িগুলি সংগ্রহ করিয়া লওয়ার বাসনা করিয়া অবিলম্বে মক্কা যাত্রা করেন। তিনি নিজেই বলিতেছেন:—খায়বার যুদ্ধের ফলাফল জানিবার জন্ম মক্কার অধিবাসীগণ অতিশয় উদ্গ্রীব হইয়াছিল। আগন্তুক পথিকদিগের নিকট হইতে এই সংবাদ জ্ঞাত হওয়ার জন্ম একদল কোরেশ নগরের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় আমি সেখানে উপস্থিত হইলে তাহারা চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল:—সংবাদ কি? খায়বারের সংবাদ কি? আমি বলিলাম—সংবাদ খুব ভাল। তাহারা তখন আমার উটের চারিদিকে সমবেত হইয়া কি, কি, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আমি বলিলাম—সংবাদের মত সংবাদ, এমন শুভ সংবাদ তোমরা আর কখনও শ্রবণ কর নাই। মোহাম্মদের লোকজন সাংঘাতিকরূপে বিধ্বস্ত হইয়াছে,—একদম নাস্তানাবুদ। তাহাদের মেরুদণ্ড চিরকালের মত চূর্ণবিচূর্ণ, আর মোহাম্মদ এহুদীদিগের হস্তে বন্দী। খায়বার প্রধানগণের মত হইয়াছে যে, মোহাম্মকে বাঁধিয়া মক্কায় চালান দেওয়া হইবে। এখানে তোমরা স্বহস্তে তাঁহার মুণ্ডপাত করিবে।

মক্কাবাসীদিগের মনোভাব।

এহুদী মহাজন হজ্জাজ সবেমাত্র এহুদধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, এছলামের শিক্ষা ও প্রভাব এখনও তাঁহাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। সুতরাং তিনি খুব নুনমরিচ দিয়া গল্পটাকে মক্কাবাসীদিগের মুখরোচক করিয়া দিলেন। লোকগুলি ছুটিতে ছুটিতে নগরে এই সংবাদ পৌঁছাইয়া দিলে মক্কাসহরটা একেবারে সরগরম হইয়া উঠিল। এদিকে হজ্জাজ নগরে প্রবেশ কিরয়া এই সকল গল্পদ্বারা আসর জমকাইয়া বসিলেন এবং এই প্রকার গল্পগুজবের পর কাজের কথা পাড়িতে আরম্ভ করিলেন। তিনি তখন বলিতে লাগিলেন—তোমাদিগের আনন্দউৎসবে যোগদান করার জন্ম আমরাও মক্কায় আগমন করার সঙ্কল্প করিয়াছি, কিন্তু এখনও অনেক কাজ বাকী আছে। মোহাম্মদের অবস্থাত জানিতেছ, এখনও নিশ্চিত হইবার উপায় নাই। তাহার পর তাহার ভক্তগুলি বড় সামান্ত বস্তু নহে। তাহাদিগের অসাধ্য কাজ নাই। তাহারা আবার কখন কি করিয়া বসে, তাহারত ঠিকানা নাই। কাজেই আমরা স্থির করিয়াছি যে সামলাইবার অবসর না দিয়া মদিনা আক্রমণ করিতে হইবে, মুছলমানের শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া ফেলিতে হইবে। কিন্তু এজন্ম অনেক টাকার আবশ্যক। এতদিনের যুদ্ধবিগ্রহে আমাদিগের সঞ্চিত তহবিলগুলি একেবারে শূন্ত হইয়া পড়িয়াছে। সেজন্ম আমরা যত এহুদী মহাজন আছি, সকলে

একমত হইয়া স্থির করিয়াছি যে, এই কার্য্যের জন্য আমরা আমাদিগের যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ফেলিব।" এই কারণেই এ সময় আমার আসা। তোমরা মুহূর্ত্তেক বিলম্ব না করিয়া আমার টাকাকড়িগুলি পরিশোধ করিয়া দাও, আমি স্বদেশে গিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দেই। বিলম্বে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। এইপ্রকার চাল দিয়া ধূর্ত্ত মহাজন নিজের সমস্ত টাকাকড়ি সংগ্রহ করিয়া লইয়া মক্কা ত্যাগ করিলেন। যাইবার পূর্ব্বে তিনি হজরতের পিতৃব্য আব্বাছ্‌কে আসল কথা ভাঙ্গিয়া বলিয়া যান। তাঁহার নিষেধ ছিল, তিন দিন পর্য্যন্ত এসব কথা কাহারও নিকট ব্যক্ত করা হইবে না। এই সময় অতিবাহিত হওয়ার পর একদা আব্বাছ কৃষ্ণবর্ণ জুব্বা পরিয়া বাহির হন। ইহা দেখিয়া কোরেশগণ বিদ্রূপ করিয়া বলিতে লাগিল—আপনি দেখিতেছি, ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য পূর্ব্ব হইতে শোকবাস ধারণ করিয়াছেন! আব্বাছ তখন তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়া বলিলেন—এ উৎসবের পরিচ্ছদ আমার ভ্রাতুষ্পুত্র সম্পূর্ণরূপে জয়যুক্ত হইয়াছেন। হতভাগ্যগণ! এখনও সতর্ক হও! আল্লার প্রদীপকে মুখের ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করিতে যাইও না। ইহাতে কেবল তোমাদেরই মুখ পুড়িয়া যাইবে—কিন্তু সে প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইবে না। তখন আব্বাছের মুখে সমস্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া কোরেশদিগের অবস্থা যে কিরূপ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। (১)

মক্কাবাসীদিগের বর্ত্তমান মনোভাব ব্যক্ত করার জন্য আমরা এই সত্যদীক্ষিত এহুদী মহাজনের ধূর্ত্ততার কাহিনী পাঠকগণের গোচরীভূত করিলাম। 'স্বহস্তে মোহাম্মদের মুণ্ড কাটিবার' এবং মুছলমানদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া ফেলার জন্য তাহাদিগের কত আনন্দ, কত উৎসাহ! পাঠকগণ চিত্রের এই নারকীয় দিকটা উত্তমরূপে স্মরণ রাখিবেন। কিছুদিন পরে আমাদিগকে আবার এখানে আসিতে হইবে, তখন প্রেমে-পুণ্যে উদ্ভাসিত উহার স্বর্গীয় দিকটাও দর্শন করিবেন।

খায়বার সমরের পরও হজরত কয়েকটা সংস্কারমূলক আদেশ প্রচার করিলেন। এতদিন খাদ্যাখাদ্য বলিয়া আরবদিগের মধ্যে কোন বিচার ছিল না। এখন হিংস্র পশুপক্ষী অখাদ্য ও নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইল। গর্দ্দভ ও অশ্বতর মাংস এতদিন মুছলমানদিগের মধ্যেও অখাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। বোখারীর হাদিছে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, গর্দ্দভমাংস ভক্ষণ করার প্রথা প্রচলিত থাকিলে গর্দ্দভের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে এবং ইহাতে দেশের অনেক ক্ষতি হইবে—হজরত এই প্রকার আশঙ্কা করিয়াই গর্দ্দভ মাংস ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ বলিয়া আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। উট

কয়েকটা সংস্কার।

(১) এবনে-হেশাম ২—১৯২, কান্‌জুল্‌ওম্মাল ৫—৩৮৫ প্রভৃতি। এই বিবরণটির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে আমার তদন্ত করার সুযোগ ঘটে নাই।

কোরবানী করাতে দেশের এই অত্যাবশ্যকীয় পশুর সংখ্যার হ্রাস প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কায় হজরত একবার উটের কোরবানী বন্ধ করিয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে গো-কোরবানী করার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ছহী হাদিছে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এতদিন পর্য্যন্ত আরবদেশে মোৎআ বা নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য অস্থায়ী বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল। এখন হজরতের আদেশে এই নির্ম্মম প্রথাটী রহিত হইয়া গেল। (১)

হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে লিখিত হইয়াছিল যে, মুছলমানদিগকে সে বৎসর পথ হইতে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আগামী বৎসর তাঁহারা তীর্থ করিতে পারিবেন। এই শর্ত্ত অনুসারে

পুনরায় তীর্থযাত্রা।

হজরত কতিপয় ছাহাবীকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় তীর্থযাত্রা করেন। সন্ধি-শর্ত্ত অনুসারে কোরেশগণ এবার মুছলমানদিগকে কোন প্রকার বাধা দিলনা বটে, কিন্তু এ দৃশ্য দর্শন করার মত ধৈর্য্য তাহাদের ছিলনা। তাই কোরেশ প্রধানগণ তখন নগর হইতে বাহির হইয়া গেল। সন্ধিশর্ত্ত অনুসারে হজরত তিনদিন মক্কায় অবস্থান করিয়া তীর্থসংক্রান্ত সমস্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে থাকেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কোরেশ প্রধানগণ এই সময় নগর হইতে বহির্গত হইয়া নিকটবর্ত্তী আবুকোবাএছ পর্ব্বত উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, ক্রোধ ও হিংসা বিদ্বেষবশতঃই তাহারা নগর ত্যাগ করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু ঐ সকল ইতিহাসে ইহাও বর্ণিত হইয়াছে যে, মক্কার জনসাধারণ হজরত এবং তাঁহার সহযাত্রীদিগকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিয়া ও গালাগালি দিয়া উত্ত্যক্ত করিতে একবিন্দুও দ্বিধাবোধ করে নাই। যে আবুরাফের কথা সার উইলিয়ম মুয়র উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি এই সকল ঘটনার উল্লেখ করার পর নিজেই বলিতেছেন—......তখন আমি তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলিলাম—দেখিতেছি তোমরা বিশ্বাস-ঘাতকতা করার সঙ্কল্প করিয়াছ। অদূরে য়্যাযজ-প্রান্তরে আমাদিগের বহু অস্ত্রশস্ত্র সুরক্ষিত হইয়া আছে। তোমরা মনে করিয়াছ কি? এই প্রকার ধমক দেওয়ার পর তাহারা ভীত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। হজরত কাবাগৃহে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে তাহারা কঠোর ভাষায় বাধা দিয়া বলিল—সন্ধিপত্রে কেবল তীর্থ করার কথা আছে, মন্দির অভ্যন্তরে প্রবেশ করার কথা নাই। হজরত তাঁহার স্বাভাবিক মাহাত্ম্যগুণে এ সমস্তকেই ক্ষমা ও উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করিতেছিলেন। আবদুল্লা-বেন-রওয়াহা রণসঙ্গীত আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলে, ইহাদ্বারা কোরেশদিগের মনে বেদনা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইতে পারে মনে করিয়া হজরত তাঁহাকে ঐ সঙ্গীত গান করিতে নিষেধ করিয়া দেন। কোরেশদিগের কঠোর ভাষার ফলে এক সময় আনছার প্রধান ছাআদ-বেন-ওবাদা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, হজরত

(১) বোখারী, মোছলেম ও সাধারণ ইতিহাস। কোন কোন হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, মক্কা বিজয়ের সময় মোৎআ হারাম হয়।

তাঁহাকে ধৈর্য্যধারণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। এই সকল ঘটনার মধ্য দিয়া কোরেশ-জাতির তৎকালীন মানসিকতা খুবই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। তাহারা যে সে সময় ছুতানাতাদ্বারা একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া নিরস্ত্র তীর্থযাত্রীদিগের উপর আক্রমণ করার চেষ্টায় ছিল, এই সকল ঘটনা পরম্পরার দ্বারা তদ্রূপ অনুমান করাও অসঙ্গত হইবে না। (১)

সন্ধিশর্ত্ত অনুসারে তিন দিন মক্কায় অবস্থান করিয়া চতুর্থ দিবস সহচরবর্গকে সঙ্গে লইয়া হজরত মদিনা যাত্রা করেন। মক্কার জনসাধারণ এবং মধ্যবিত্ত অধিবাসীবর্গ তাহাদিগের প্রধানগণের প্ররোচনায় হজরতের প্রতি যৎপরোনাস্তি দুর্ব্যবহার করিয়াছিল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্র প্রভাবে তাহারা মুগ্ধ ও বিমোহিত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারই ফলে অল্পদিনের মধ্যে কতিপয় বিশিষ্ট কোরেশ মদিনায় গমনপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় এছলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাঠকগণ ইহার বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে প্রাপ্ত হইবেন।

(১) বোখারী মাওয়াহেব, জরকানী, শমাএল ও হালবী প্রভৃতি। কোন কোন অসতর্ক ঐতিহাসিক, বেলালের আজান ও হজরতের কাবা প্রবেশের ঘটনাকে এই সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা মক্কা বিজয়ের পরবর্ত্তী ঘটনা।

ষট্‌ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

خلایق را ز دعوت جام در داد   بهر کشور صلاے عام در داد
بفرمود از عطا عطرے سرشتند   بنام هر یکے سطرے نوشتند

ধর্ম্মের আহ্বান।

মানব-সৃষ্টির প্রথম মুহূর্ত্ত হইতেই জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হইয়া আসিতেছে, এবং এই মহামানবগণ যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া মানুষকে আল্লার পানে আহ্বান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল উপস্থিত যুগের হিসাবে স্বদেশের, এমনকি কেবল স্বদেশস্থ জাতিবিশেষের, মঙ্গলচিন্তায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। হজরত মুছা কেবলই ভাবিয়াছেন—ফেরওয়ানের দাসত্বপাশ হইতে স্বজাতির মুক্তির কথা, তাহাদিগকে লইয়া নিজস্ব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা, এবং কেবল সেই মুষ্টিমেয় মানবগণের পারলৌকিক কল্যাণের কথা। বাইবেলের যীশু স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া গিয়াছেন যে, পরজাতীয়দিগের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ বা সংশ্রবই নাই। কেবল এস্রাইলের হারাণ মেষগুলিকে একত্র করার জন্যই তাঁহার আগমন। প্লাটো, জরদষ্ট, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব প্রভৃতি মহাজনগণের শিক্ষা তাঁহাদিগের স্বদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। এই মহাপুরুষগণের প্রচারিত ধর্ম্মের মূল সত্যকে বিস্মৃত হওয়ার ফলে ঐ সকল ধর্ম্ম লইয়া দেশে দেশে ও সমাজে সমাজে ভয়ঙ্কর বিতণ্ডার সৃষ্টি হইল এবং তাহারা পরস্পর পরস্পরের প্রাণের বৈরী হইয়া দাঁড়াইল। সে যাহা হউক, পূর্ব্বযুগের সাময়িক অবস্থানুসারে ঐ প্রকার ব্যবস্থা ব্যতীত গত্যন্তরও ছিল না। কারণ তখনও মানবজাতির অবস্থা—একটা পূর্ণপরিণত, সর্ব্বসমন্বয়ী, সর্ব্বব্যাপী ও চিরস্থায়ী ধর্ম্মের উপযোগী হইয়া উঠে নাই। তাই এই অবস্থার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লার শেষ নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি আসিয়াছিলেন—সকল দেশের, সকল জাতির এবং সকল ধর্ম্মের সকল লোকদিগের নিকট আল্লার এক মহীয়সী বাণী পৌঁছাইয়া দিতে। তাঁহার প্রতি এই বিশেষ আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল যে, তুমি বিশ্বমানবকে তাহাদিগের প্রেমময় প্রভুর নামে—সেই সাধারণ ও সনাতন সত্যের পানে

আহ্বান কর! দুনয়ার সমস্ত কোন্দল কোলাহল এবং সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদ চিরকালের তরে বিলুপ্ত হইয়া যা'ক! (১)

এতদিন হজরতের এই সাধনপথে যে প্রকার বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইয়া আসিতেছিল, হোদায়বিয়ার সন্ধির পর কিছুকালের জন্য তাহা কথঞ্চিৎভাবে অপসৃত হইয়া গেলে, তিনি নিজের নবীজীবনের এই মহান কর্তব্যপালনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই অবসরে হজরত দেশবিদেশের প্রধান প্রধান নরপতি ও গোত্রপ্রধানদিগের নিকট সেই মুক্তির বাণী পৌঁছাইয়া দিতে আরম্ভ করিলেন। এই প্রকারে সকল দেশের সকল জাতির সকল ধর্মাবলম্বীকে আহ্বানপূর্ব্বক হজরত ঘোষণা করিলেন—সকলে আইস, আল্লার আহ্বান! সকলে শ্রবণ কর, মানবমাত্রই আল্লার সন্তান। সকলে শ্রবণ কর, জগতের সকল দেশের এবং সকল যুগের সমস্ত নবী-রছুল ও সকল মহাপুরুষ একই মূল সত্যের সাধক। সকলে সেই সনাতন ও সাধারণ সত্যকে অবলম্বন কর। মানবসমাজ এক অভেদ্য অখণ্ড সন্তানসমাজে পরিণত হউক! মানবের জাতি এক, ধর্ম্ম এক, কারণ তাহাদের আল্লাহ্ এক। আইস আমরা সকলে একযোগে সেই অক্ষয়অব্যয়, প্রেমময় করুণাময়, রহমানর-রহিম সচ্চিদানন্দে আত্মসমর্পণ করিয়া দুনয়ায় সত্যকার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করি! হোদায়বিয়া সন্ধির অব্যবহিত পরেই মদিনার দূতগণ হজরতের এই বাণী লইয়া দেশদেশান্তরে প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

খৃষ্টাব্দ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ৬২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পারস্য ও রোম সম্রাটের মধ্যে ভীষণ সংঘর্ষ চলিতে থাকে। প্রথমে রোম সম্রাটের পরাজয় ঘটে এবং মিছর সিরিয়া ও এসিয়া মাইনর প্রভৃতি দেশ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়া যায়। পরে রোমের তৎকালীন কায়সার বা সম্রাট Hearaclus এর চেষ্টায় পারস্যের পরাজয় ঘটে এবং কায়সারের হস্তচ্যুত রাজ্যগুলি আবার তাঁহার অধিকার-ভুক্ত হইয়া যায়। এই বিজয়ের পর কায়সার হেম্‌ছ হইতে যাত্রা করিয়া তীর্থ করার জন্য বায়তল মোকাদ্দছ বা যেরুজালেমে উপস্থিত হন। দেহ্‌য়া কাল্‌বী নামক বিখ্যাত ছাহাবী হজরতের পত্র লইয়া প্রথমে বোছরাস্থিত রোমান গভর্ণরের নিকট গমন করেন। তখন হারেছ নামক গচ্ছানবংশের প্রধান এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। হারেছ তখন আদি-বেন-হাতেমকে দেহ্‌য়ার সঙ্গে দিয়া উভয়কে হিরাক্লস বা কায়সারের দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং হজরতের পত্র রোমরাজকে পৌঁছাইয়া দিলেন। দূতের মুখে অন্যান্য বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সম্রাটের কৌতূহল ও আগ্রহের সীমা রহিল না। তিনি খৃষ্টান, সুতরাং যীশুর প্রতিশ্রুত "সেই ভাববাদীর" আগমন প্রতীক্ষা

রোমরাজের দরবারে মদিনার দূত।

(১) বস্তুতঃ এছলামই জগতের ধর্ম্মগত ও জাতিগত সমস্যার একমাত্র সমাধান। পর খণ্ডে এ সকল বিষয় বিশদরূপে প্রদর্শিত হইবে।

তিনিও করিতেছিলেন। কাজেই হজরতের পত্র পাইয়া তিনি সাম্রাজ্যের সমস্ত প্রধানব্যক্তি এবং ধর্ম্মযাজকগণকে লইয়া মহাধুমধামে এক দরবার করার আদেশ প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট ইহাও আদেশ করিলেন যে, এদেশে আরবীয় লোকজন যেখানে যাহাকে পাওয়া যাইবে, তাহাকে যেন এই দরবারে উপস্থিত করা হয়। এই সময় এছলামের প্রধানতম শত্রু আবুছুফয়ান কতিপয় কোরেশবনিকের সহিত সিরিয়া প্রদেশে অবস্থান করিতেছিল। আবু-ছুফয়ান নিজেই বলিতেছে :—"মোহাম্মদের পত্র পাইয়া কয়সার আমাদিগকে তলব দিলেন এবং আমি ও আমার সঙ্গিগণ দরবারে উপস্থিত হইলাম।"

"সেখানে গিয়া দেখিলাম, কায়সার রাজমুকুট পরিধান করিয়া সিংহাসনে সমাসীন এবং রোমের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবৃন্দ তাঁহার চারিপার্শ্বে উপবিষ্ট। এই সময় অনুবাদকের সাহায্যে কায়সার আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—তোমাদিগের যে লোকটী নিজকে নবী বলিয়া মনে করিতেছেন, তোমাদিগের মধ্যে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা নিকটাত্মীয় কে? আমি উত্তর করিলাম—'আমি, সে আমার পিতৃব্যপুত্র।' তখন সম্রাট আমাকে সদরে সরিয়া আসিতে এবং আমাদের আর সকলকে আমার পশ্চাতে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আমার সঙ্গীদিগকে বিশেষ তাকিদ করিয়া বলিয়া দিলেন :—"দেখ, আমি এই ব্যক্তিকে কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা করিব। সে মিথ্যা উত্তর দিলে তোমরা সকলে আমাকে তাহা বলিয়া দিবা।" একে রোম সম্রাটের দরবার, তাহার উপর এতগুলি কোরেশপ্রধান সঙ্গে, দেহয়া কালবী ও আদি-বেন-হাতেম তাহার সম্মুখে উপবিষ্ট, তাহার উপর সম্রাটের এই তাকিদ। কাজেই আবুছুফয়ানের আর মিথ্যাকথা বলার সাহস হইল না। সে নিজমুখে বলিতেছে—"কি করিব, এই সকল কারণে সত্যকথা বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।" এই সময় আবুছুফয়ানের সহিত সম্রাটের যে কথোপকথন হইয়াছিল, নিম্নে তাহার অনুবাদ করিয়া দিতেছি।

সম্রাট :—যে লোকটী নবুয়তের দাবী করিতেছে—তাহার বংশ কিরূপ?

আবু :—খুব ভদ্র ও সম্ভ্রান্তবংশে তাহার জন্ম।

সম্রাট :—তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ রাজা ছিল কি?

আবু :—কই, তা'ত দেখি না।

সম্রাট :—তাহার পূর্ব্বে তোমাদের মধ্যে কেহ নবী হওয়ার দাবী করিয়াছিল কি?

আবু :—না, আমাদের বংশে কেহ কখনও ঐরূপ কথা বলে নাই।

সম্রাট :—এই সকল কথা বলার পূর্ব্বে এই লোকটী কি কখনও মিথ্যাকথা বলিয়াছে? অথবা কেহ অন্যায়পূর্ব্বকও তাহার প্রতি মিথ্যাকথা বলার দোষারোপ করিয়াছে কি?

আবু :—না, মিথ্যাকথা সে জীবনে কখনও বলে নাই।

ষট্‌ষষ্ঠিতম পরিচ্ছেদ।

সম্রাট ঃ—তোমাদিগের মধ্যে কোন্ শ্রেণীর লোক অধিকতর তাহার অনুসরণ করিতেছে? বড় বড় প্রধান লোক, না গরীবগুলি?

আবু ঃ—না হুজুর, তাহাদের অধিকাংশই দীনদুঃখী—আর এই নব্যযুবকদল।

সম্রাট ঃ—মোহাম্মদের ভক্তদিগের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে না কমিতেছে?

আবু ঃ—না হুজুর, দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে।

সম্রাট ঃ—আচ্ছা বল দেখি, তাহার ধর্মগ্রহণ করার পর, সেই ধর্মের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কেহ তাহা ত্যাগ করিয়াছে কি?

আবু ঃ—না।

সম্রাট ঃ—তোমাদের সহিত তাহার যুদ্ধবিগ্রহ ঘটিয়াছে কি?

আবু ঃ—জি হাঁ, কয়েকবার ঘটিয়াছে।

সম্রাট ঃ—তাহার ফলাফল কিরূপ হইয়াছে?

আবু ঃ—কখনও আমরা জয়যুক্ত হইয়াছি আর কখনও সে জিতিয়াছে।

সম্রাট ঃ—এই ব্যক্তি কখন প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছে কি?

আবু ঃ—না, তা করে নাই। তবে আমাদের সঙ্গে হালে তাহার একটা সন্ধি হইয়াছে। দেখা যা'ক কি করে! আমাদেরত খুবই আশঙ্কা আছে।

সম্রাট ঃ—এই ব্যক্তি কি শিক্ষা দিয়া থাকেন?

আবু ঃ—বলে, এক ও অদ্বিতীয় আল্লার পূজা কর। তাঁহার পূজা অর্চ্চনায় আর কাহাকেও শরিক করিও না। আমরা পিতৃপিতামহাদিক্রমে যে সকল ঠাকুর-দেবতার পূজা করিয়া আসিতেছি, আমাদিগকে তাহা ত্যাগ করিতে বলে। সে বলে, আল্লাহ সর্ব্বশক্তিমান ও করুণাময়—তিনি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছেন। অতএব তাঁহার পূজা অর্চ্চনায় অথবা তাঁহার নিকট প্রার্থনা করার জন্য উকিল ও সুপারিশের দরকার হয় না। সে আল্লার উপাসনা করিতে আদেশ করে, আত্মীয়স্বজনগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে শিক্ষা দেয়, আমাদিগের পরিশ্রম অর্জ্জিত ধনের চল্লিশ ভাগের একভাগ দরিদ্রদিগকে বাঁটিয়া দিতে বলে। সত্যবাদী সচ্চরিত্র এবং সুরুচিসম্পন্ন হইবার জন্য সকলকে তাকিদ করে। প্রতিজ্ঞাপালন করিতে এবং আমানতে খেয়ানত না করিতে হুকুম দেয়।

রোমরাজ তখন মক্কাবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—দেখ, আমি প্রথমে এই লোকটীর বংশপরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তোমাদিগের কথায় জানিলাম যে আরবের সম্ভ্রান্ততম বংশে তাঁহার জন্ম। নবী রছুল ও মহাপুরুষগণ চিরকালই এইরূপ উচ্চবংশ হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। তোমরা বলিলে যে, তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে কেহ রাজা ছিলনা। সুতরাং, 'পিতৃরাজ্য উদ্ধার

সম্রাটের সিদ্ধান্ত।

করার জন্ম এরূপ করিতেছে', এই প্রকার সন্দেহও করা যায় না। তোমরা বলিলে যে, তাহার পূর্ব্বে কেহ ঐ প্রকার কথা কহে নাই। সুতরাং সে যে কাহারও অনুকরণ করিতেছে, এরূপ সন্দেহ করাও অন্যায় হইবে। তোমাদিগের কথায় বুঝিলাম, দীনদরিদ্র এবং নব্যযুবক-গণই অধিকতর তাহার ভক্ত হইয়াছে। নবীদিগের সম্বন্ধে চিরকালই এরূপ হইয়া আসিতেছে। তোমরা স্পষ্টতঃ স্বীকার করিতেছ যে, এই ব্যক্তি জীবনে কখনও কোন মিথ্যাকথা বলে নাই। ভাবিয়া দেখ, যে ব্যক্তি জীবনে মানুষ সম্বন্ধে কখনও কোন মিথ্যা বলে নাই, সে কি খোদার নামে মিথ্যারচনা করিতে পারে? তোমরা স্বীকার করিতেছ যে, কেহই তাহার ধর্ম্মত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিতেছে না। স্মরণ রাখিও, ইহা সত্যধর্ম্মের মহিমা ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিশ্বাসের পরমানন্দ একবার অন্তরের অন্তস্তলে প্রবেশলাভ করিলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। তোমরা বলিতেছ, যুদ্ধে তাহার জয়পরাজয় উভয়ই ঘটিয়া থাকে, ইহা নবীগণের পরীক্ষা। তোমরা বলিয়াছ, মোহাম্মদ জীবনে কখনও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেন নাই, ইহাইত সত্যসেবক নবীর লক্ষণ, নবী কখনও প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করেন না। তোমরা বলিতেছ যে, এই ব্যক্তি নামাজ, জাকাত, সচ্চরিত্রতা, আত্মীয়বৎসলতা প্রভৃতির শিক্ষা দিয়া থাকে। তোমা-দিগের কথা সত্য হইলে নিশ্চয়ই এই ব্যক্তি আল্লার সেই নবী। আমিও তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু তিনি যে তোমাদিগের দেশে আবির্ভূত হইবেন, ইহা কখনও মনে করিতে পারি নাই। আমার সাধ্য থাকিলে আমি সর্ব্বপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতাম। (তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে পারিলে আমি তাঁহার পা দু'খানি ধোয়াইয়া দিয়া ধন্য হইতাম। সকলে শ্রবণ কর, আজ আমি যে সিংহাসনে বসিয়া কথা কহিতেছি, আমার এই সিংহাসন এবং এই সাম্রাজ্য নিশ্চয়ই তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইবে।)

আবুছুফয়ান বলিতেছে—তখন সম্রাটের আদেশক্রমে হজরতের পত্র দরবারে পঠিত হইল। আমরা পত্রের মূল আরবী ও তাহার অবিকল অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

হজরতের পত্র।

করুণাময় কৃপানিধান আল্লার নামে।

আল্লার দাস ও তাঁহার প্রেরিত মোহাম্মদের পক্ষ হইতে, রোমের প্রধান হেরাকলের সমীপে। সত্যের অনুসরণকারিগণের প্রতি ছালাম। অতঃপর আমি তোমাকে এছলামের দিকে আহ্বান করিতেছি। এছলাম গ্রহণ কর, তোমার কল্যাণ হইবে। এছলাম গ্রহণ কর, আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কার

بسم الله الرحمن الرحيم

من محمد عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى - اما بعد فاني ادعوك بدعاية الاسلام - اسلم تسلم - واسلم يوتك الله اجرك مرتين فان توليت فعليك اثم الاريسيين - ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا و

প্রদান করিবেন। কিন্তু যদি তুমি ইহাতে অস্বীকৃত হও, তাহাহইলে তোমার প্রজা সাধারণের পাপের জন্ত তুমি দায়ী হইবে। (অতঃপর কোরাণের এই আয়তটী লিখিত ছিল) হে গ্রন্থধারিগণ! আইস, আমরা ও তোমরা সকলে একযোগে সেই সাধারণ সত্যকে অবলম্বন করি :— (তাহা এই)

بينكم — الا نعبد الا الله ولا يتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون الله - فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون -

الله
رسول
محمد

যে, আমরা কেহই আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও পূজা করিব না, এবং আল্লাহকে ত্যাগ করতঃ অন্য কোন মানুষকে নিজেদের প্রভু বানাইয়া লইব না! (খৃষ্টান ও এহুদ প্রভৃতি) গ্রন্থধারিগণ যদি (এই সাধারণ সত্যকে অবলম্বন করিতে) অসম্মত হয়, তাহাহইলে তোমরা তাহাদিগকে বলিয়া দাও যে, (তোমরা স্বীকার কর আর নাই কর, কিন্তু আমরা এই সত্যকে স্বীকার করিতে বাধ্য) আমরা মোছলেম, তোমরা একথার সাক্ষী হইয়া থাক।

(মোহর) আল্লার
রছুল
মোহাম্মদ

আবুছুফয়ান বলিতেছে—মোহাম্মদের পত্র পঠিত হওয়ার পর দরবারে অত্যন্ত কোলাহল ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। কাজেই তখন তাহাদিগের মধ্যে যে কি কথোপকথন হইয়াছিল, আমি তাহার কিছুই জ্ঞাত হইতে পারি নাই। তখন সম্রাটের আদেশক্রমে আমরা দরবার হইতে বহির্গত হইলাম। সেদিন আমার মনে দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল যে, মোহাম্মদকে জগতে আর কেহই বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না। (১)

রোমরাজের নিকট হজরতের পত্র প্রেরণ এবং দরবারে আবুছুফয়ানের সহিত তাঁহার কথোপকথন প্রভৃতি ঘটনা, বোখারী ও মোছলেমের ন্যায় বিশ্বস্ততম হাদিছগ্রন্থে স্বয়ং আবুছুফয়ানের প্রমুখাৎ বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। হজরতের দূত দেহয়া কল্বী এবং তাঁহার সহযাত্রী আদি বেন-হাতেম আলোচ্য সময় রাজদরবারে উপস্থিত ছিলেন। আবু-ছুফয়ানের সঙ্গেও বহু কোরেশ বণিক রোমরাজের দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আবুছুফয়ান ও তাহার সঙ্গীগণ তখন এছলামের পরম শত্রু, একথাও পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন। আবু-ছুফয়ান এই বর্ণনার মধ্যে কিছু অতিরঞ্জন বা যোগ বিয়োগ করিয়া থাকিলে, তাহার সঙ্গী কোরেশগণ এবং দেহয়া ও তাঁহার সহচর নিশ্চয় তাহা ব্যক্ত করিয়া দিতেন। ফলে এই বিবরণের ঐতিহাসিক ভিত্তি যে সন্দেহ ও সংশয়ের সম্পূর্ণ অতীত, তাহাতে

(১) বোখারী ৩—৬৮, মোছলেম ২—৯৭ হইতে ৯৯ প্রভৃতি।

আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, কোন কোন স্বনামখ্যাত আধুনিক মুছলমান লেখক, বোখারী ও মোছলেমের এই রেওয়াতটীর সন্ধান না পাইয়া ফংহুল বারীর আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন! পক্ষান্তরে সার উইলিয়ম মুয়রের ন্যায় আদর্শ খৃষ্টান লেখক এক্ষেত্রে কায়সার-দরবারের এই বিস্তৃত বিবরণটাকে কএক ছত্রের মধ্যে সারিয়া দিয়া নিজেদের জান বাঁচাইয়া লইয়াছেন। মোস্তফাচরিতের এই মনোমুগ্ধকর মহিমা, সত্যের এই অদম্য স্বর্গীয় প্রভাব, কায়সারের দরবারে এবং প্রাণের বৈরী আবুছুফয়ানের মুখে তাহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও হজরতের এই গুণকীর্ত্তন, খৃষ্টানলেখকগণের পক্ষে একেবারে অসহ্য। তাই তাঁহারা এই ঘটনাকে যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত ও সংকীর্ণ করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। মুয়র সাহেব তাঁহার পুস্তকের কএকটা পাদটিপ্পনীতে, অবশ্য খুব ধূর্ত্ততাসহকারে এমন কএকটা কথা বলিয়াছেন, যাহাতে তাঁহাকে বিশেষ ধরা ছোঁওয়ার মধ্যে যাইতে না হয়, অথচ সঙ্গে সঙ্গে পাঠকগণের মনে এই বিবরণের বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে একটা বড় রকমের সন্দেহেরও সৃষ্টি হইয়া যায়। বলা বাহুল্য যে, বোখারী ও মোছলেম হইতে এই বিবরণটী উদ্ধার করার পর সার উইলিয়ম মুয়রের সমস্ত কারিকরী সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। বোখারী ও মোছলেমে এই পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে যে, হজরতের পত্র পঠিত হওয়ার পর দরবারে এমন একটা কোলাহল ও হট্টগোল আরম্ভ হইয়া গেল যে, মক্কাবাসিগণ তখনকার কথাবার্ত্তা কিছুই জানিতে ও বুঝিতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে ইহার অব্যবহিত পরেই সম্রাট তাহাদিগকে দরবার হইতে বিদায় করিয়া দিলেন। সুতরাং কোন কোন ঐতিহাসিক যে সকল পরবর্ত্তী ঘটনার বিবরণ ইহার সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছেন, তাহা যে আদৌ বিশ্বস্ত নহে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। সার উইলিয়ম দার্শনিক হিসাবে এই পত্রের অবিশ্বস্ততা সপ্রমাণ করার জন্যও যথেষ্ট পণ্ডশ্রম করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন—"The letter of Heraculius contains a passage from the Koran which, as shown by Weil, was not revealed till the ninth year of Hijra অর্থাৎ এই পত্রে কোরআনের যে আয়তটী উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা নবম হিজরীর পূর্ব্বে অবতীর্ণ হয় নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, লেখক মহাশয় এখানে weil কর্ত্তৃক প্রদত্ত যুক্তিগুলির একটুও আভাস প্রদান করেন নাই। যাহাহউক, সার উইলিয়ম প্রভৃতি একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে অর্থাৎ সত্য আবিষ্কারের প্রতি তাঁহাদের একটুও আগ্রহ থাকিলে, তাঁহারা নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিতেন যে, আলোচ্য আয়তটী সপ্তম হিজরীর বহু পূর্ব্বেই অবতীর্ণ হইয়াছিল। উইল ও তাঁহার মুলরাবী এখানে মারাত্মক ভুল করিয়াছেন। সে আয়তটী হইতেছে:—

قل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم الاية

অষ্টষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

আবিসিনিয়া বা হাবশের রাজা নাজ্জাশী পাঠকগণের অপরিচিত নহেন। হজরত নাজ্জাশীর নিকটও জনৈক দূত প্রেরণ করিলেন। এই দূতের মারফত যে পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, কোন বিশ্বস্ত হাদিছগ্রন্থে তাহার অনুলিপি খুঁজিয়া পাই নাই। ইতিহাস গ্রন্থসমূহে যে নকল দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য না থাকিলেও মোটের উপর নিঃসন্দেহরূপে জানিতে পারা যায় যে, আবিসিনিয়ার এই খৃষ্টান নরপতিকেও হজরত সেই সনাতন ও সাধারণ সত্যের পানে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই পত্রে হজরত ইছা বা যীশুখৃষ্ট সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছিল :—"এবং আমি ঘোষণা করিতেছি যে, যীশু আল্লার বাণী এবং তাঁহার প্রেরণা, সতী সাধ্বী মরিয়মের গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছে।" যাহা হউক, হজরতের পত্র পাইয়া আবিসিনিয়ার রাজা আছ্‌হামা, রাজ্য রাজত্ব প্রভৃতি সমস্ত প্রলোভনকে দূরে ফেলিয়া প্রকাশ্যভাবে এছলাম গ্রহণ করেন। আল্লার সত্যধর্ম্ম এছলাম যে কি প্রকারে জগতে নিজের প্রভাব স্থাপন ও প্রসারবর্দ্ধন করিয়াছিল, এই সকল ঘটনা দ্বারা তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

নাজ্জাশীর নিকট পত্র প্রেরণ।

মিসরের অধিপতি মেকাওকাছের নিকট হজরতের যে পত্র প্রেরিত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাবধি সুরক্ষিত হইয়া আছে। মেকাওকাছ প্রকাশ্যভাবে এছলাম গ্রহণ করেন নাই সত্য, কিন্তু তিনি হজরতের দূতের এবং তাঁহার পত্রের প্রতি যে প্রকারে সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যেরূপ আন্তরিক ভক্তি ও বিনয়সহকারে মূল্যবান উপঢৌকনাদিসহ পত্রের উত্তর প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে, দুনয়ার বাধাবিঘ্নের জন্য তিনি প্রকাশ্যভাবে এছলাম গ্রহণ করিতে সমর্থ না হইলেও, তাঁহার মন মোস্তফাচরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

মিশর দরবারে এছলাম।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, হজরতের এই প্রেমের আহ্বান, এ সমন্বয় সাধনা, কোন দেশ বা জাতি বিশেষে সীমাবদ্ধ ছিল না। কাজেই খৃষ্টান রাজন্যবর্গের ন্যায় পারস্যের অগ্নি-উপাসক নরপতির নিকটও এই মর্ম্মে পরওয়ানা প্রেরিত হইল। খছরু-পরভেজ তখন পারস্যের "কেছরা" বা রাজাধিরাজ। হজরতের পত্র পাঠ করিয়া ক্রোধে ও অহঙ্কারে কেছরার আপাদমস্তক কম্পিত হইতে লাগিল। কি, এত বড় কথা! আমার একটা গোলাম, আমারই একটা সামান্য প্রজা, আজ আমাকে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে আহ্বান করিতেছে। আবার স্পর্দ্ধা দেখ, আমার নামের পূর্ব্বে নিজের নাম বসাইয়া দিয়াছে। কেছরা এইরূপে দম্ভ ও দর্প প্রকাশ করিতে করিতে হজরতের পত্রখানা ছিঁড়িয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। পারস্যের অমর কবি নেজামী এই অবস্থা বর্ণনাকালে বলিতেছেন :—

পারস্য দরবারে মোছলেম দূত।

چو عنوان گاه عالمتاب را دید - تو گفتی سگ گزیده آب را دید
غرور بادشاهی بردش از راه - که گستاخی که یارد' با چو من شاه؟
کرا زهره که با این احترامم - نویسد نام خود بالای نامم؟
رخ از گرمی چو آتشگاه خود کرد - بخود اندیشهٔ بد کرد' و بد کرد
دریدان نامهٔ گردن شکن را
نه نامه بلکه نام خویشتن را

পারস্যের প্রবল প্রতাপান্বিত শাহে-কাজকোলাহ, আজ পর্য্যন্ত দেশের প্রত্যেক প্রজাকে দাসানুদাস বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছে। তাহার ধারণা ছিল, অন্য কোনও মানুষ তাহার সমকক্ষতা করিবার অধিকারী নহে। কাজেই হজরতের পত্র পাইয়া সে একেবারে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া পড়িল। তখন এমনের শাসনকর্ত্তার নামে কড়া হুকুমসহ পরওয়ানা প্রেরিত হইল—মোহাম্মদকে গ্রেপ্তার করতঃ অবিলম্বে হুজুরে প্রেরণ করা আবশ্যক, ইহাতে কোনপ্রকার অন্যথা না হয়।

এমনের শাসনকর্ত্তা "বাজান" অবিলম্বে হজরতের নামের গ্রেপ্তারী পরওয়ানা দুইজন কর্ম্মচারীর জেম্মা করিয়া তাহাদিগকে মদিনায় যাইবার আদেশ প্রদান করিলেন। এই লোক দুইটী মদিনায় পৌঁছিয়া হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইল এবং পরওয়ানা দেখাইয়া সমস্ত বেওয়ারা খুলিয়া বলিল। হজরত তাহাদিগের আদর অভ্যর্থনার কোন প্রকার ত্রুটি করিলেন না বটে, কিন্তু তাহাদিগের কথা ও পরওয়ানার কোন পরওয়া না করায় তাহারা যুগপৎভাবে স্তম্ভিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া বলিতে লাগিল—আদেশমত যদি হাজির হও, তাহা হইলে গভর্ণর সাহেব তোমার সম্বন্ধে সুপারিশ করিতে পারেন। অন্যথায় শাহানশার ক্রোধানলে পড়িয়া তোমাকে ও তোমার স্বজনবর্গকে একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যাইতে হইবে। হজরত এই সকল কথার প্রতি আদৌ লক্ষ্য না করিয়া দূতদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন :—আচ্ছা বল, দেখি, তোমরা এমন করিয়া দাড়ী গোঁফগুলা কামাইয়া ফেলিয়াছ কেন? দূতদ্বয় বলিল—আমাদিগের প্রভুর (সম্রাটের) এইরূপ হুকুম। হজরত ইহার উত্তরে বলিলেন :—'কিন্তু আমাদিগের প্রভুর হুকুম, দাড়ী বড় আর গোঁপ ছোট করিতে হইবে।' এই প্রকার কথোপকথনের পর হজরত দূতদ্বয়কে আগামীকল্য আসিতে বলিয়া সেদিনের মত তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন।

বাজানের প্রেরিত কর্ম্মচারীদ্বয় পরদিন হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইলে, হজরত তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কাহার হুকুম, কাহার পরওয়ানা?

ষট্‌ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

দূতগণ—তাহাত গতকল্য পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি। পারস্যের শাহানশাহ খছরু-পরভেজের হুকুম।

হজরত—কিন্তু খছরু ত নিহত। তাহার পুত্র সিরওয়হ (বা Siroes) তাহাকে গত রাত্রি হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। যাও, বাজানকে এই সংবাদ জানাইয়া দাও! নিশ্চয় জানিও, এছলাম অনতিবিলম্বে কেছরার সিংহাসনের উপর অধিকার বিস্তার করিবে।

দূতগণ এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় অবস্থায় যখন হজরতের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছে, সেই সময় বিশেষ যত্নসহকারে তাহাদিগের পাথেয়াদির সুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ার পর, হজরত তাহাদিগকে সম্বোধন করতঃ গম্ভীরস্বরে এরশাদ করিলেন:—বাজানকে এছলাম গ্রহণ করিতে বলিবা। তাহা হইলে আমি তাহাকে পূর্ব্বপদে নিযুক্ত করিব। কর্ম্মচারীদ্বয় এবং তাঁহাদিগের সঙ্গী মিলিটারী ফৌজ এমনে পৌঁছিলে তথাকার শাসনকর্ত্তা বাজানও তাহাদিগের মুখে সমস্ত ব্যাপার অবগত হইলেন।

শাহানশাহ খছরু পরভেজের হুকুম—মোহাম্মদকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজধানীতে প্রেরণ করিতে হইবে। এই হুকুম তামিল করিতে চেষ্টার ক্রটী হয় নাই। রাজকর্ম্মচারী, গ্রেপ্তারী পরওয়ানা, পুলিশ ফৌজ সমস্তই পাঠান হইয়াছিল—কিন্তু সবই ব্যর্থ হইয়া গেল। তাহার উপর এমন তেজস্বিতার ভাব, আত্মসত্যে এমন দৃঢ় বিশ্বাস আর কখনও ত দেখিতে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। আমি পাঠাইলাম—সম্রাটের পরওয়ানা, আর মোহাম্মদ বলিয়া পাঠাই-তেছেন—"তোমার সম্রাট গত রাত্রে তাহার পুত্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে।" এমন স্পষ্ট অনাবিল ভবিষ্যদ্বাণী ত বাইবেলের কুত্রাপিও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না! তাহার পর আমাকে মুছলমান হইবার উপদেশ—তাহা হইলে মোহাম্মদ আমাকে আমার পূর্ব্বপদে বহাল রাখিবেন। ইহার অর্থ এই যে, আরব উপদ্বীপ স্বাধীন, কোন রাজা বা সম্রাটের ধার তাহারা ধারিবে না। সমস্ত আরব মিলিয়া এক মুক্ত স্বতন্ত্র ও স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবে। মোহাম্মদের ইহাই সঙ্কল্প, এবং তাঁহার ভাবগতিকে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এই সঙ্কল্পসিদ্ধি সম্বন্ধে তাঁহার মনে সন্দেহের লেশমাত্রও নাই। এই সকল কথার চিন্তা ও আলোচনা করার পর বাজান দরবারের পাত্রমিত্র ও জনসাধারণকে সমস্ত ব্যাপার জানাইয়া দিয়া বলিলেন:—এই ভবিষ্যদ্বাণী যদি সত্য হয়, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিব যে, মোহাম্মদ যথার্থই আল্লার সত্যনবী। এ কয়টা দিন অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ।

অনতিবিলম্বে বাজানের নামে শেরওয়হের ফরমান আসিয়া পৌঁছিল:—"খছরুকে তাঁহার অন্যায় আচরণের জন্য নিহত করিয়া আমি সিংহাসনের অধিপতি হইয়াছি। এমনবাসীকে আমার আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করিবা। আর মক্কার সেই ব্যক্তি সম্বন্ধে আমার দ্বিতীয় আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত কিছুই করিবা না।" এই পত্র পাওয়ার পর বাজান এবং এমনের বহু অগ্নি উপাসক (পার্সিক)

বাজান প্রভৃতির এছলাম গ্রহণ।

পরিবার এছলাম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইলেন। রাজনৈতিক অবস্থানুসারে বাজান কাগজে পত্রে খছরুর অধীন হইলেও প্রকৃতপক্ষে তখন তিনি এমনের আমির বা রাজা হইয়া বসিয়াছিলেন। এছলাম গ্রহণের পর তিনি কিছুকাল পূর্ব্ববৎ নিজের রাজ্যপাট দেখাশোনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার মনে একটা অতৃপ্তি ও অস্বস্তির ভাব জাগিয়া উঠিল। আশেকে-রছুল নিজের সেই পরম প্রেমাস্পদের চরণ দর্শনের জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে রাজ্য ও রাজত্বের সমস্ত মোহ কাটাইয়া তিনি একদিন ফকিরবেশে মদিনার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু শত্রুপক্ষ সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, তাহারা বাজানকে গুপ্তভাবে হত্যা করিয়া ফেলিল। (১)

آن کس که ترا بخواست جان را چه کند　فرزند و عیال و خانمان را چه کند
دیوانه کنی و هر دو جهانش بخشی　دیوانهٔ تو هر دو جهان را چه کند

(১) হালবী, এবনে-হেশাম, তাবরী ও এছাবা প্রভৃতি। নামটার বিশুদ্ধ উচ্চারণ বাদান হইবে বলিয়া মনে হয়।

সপ্তষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

ورایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا

হোদায়বিয়ার সন্ধিশর্তগুলি ছুনয়ার হিসাবে মানুষের চক্ষে যতই হেয়তাজনক বলিয়া প্রতিপাদিত হউক না কেন, ক্ষমা ও তিতিক্ষার শ্রেষ্ঠতম শিক্ষাগুরু এবং প্রেম ও শান্তির মহত্তম সাধক এই হেয়তা স্বীকারকেই নিজের নবীজীবনের একটা প্রধানতম সাফল্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। হোদায়বিয়ার এই সন্ধি কোরআনেও 'মহাবিজয়' বলিয়া আখ্যাত হইয়াছে। এছলাম শান্তির সাধনা—শান্তিতেই এই সাধনার প্রকৃত স্বরূপ লোকচক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতে পারে। তাই এই অবসরের জন্য হজরতের মন যৎপরোনাস্তি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেইজন্য তিনি কোরেশের সমস্ত অন্যায় জেদ স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, প্রথম সুযোগ হইতেই হজরত দেশবিদেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে আল্লার সেই সত্যসনাতন বাণী পৌঁছাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য যে, হিংসাবিদ্বেষ ও হঠকারিতার বেগ কথঞ্চিতরূপে কমিয়া আসিলে আরব অনারব বহু জাতিই মহিমময় মোহাম্মদ মোস্তফার প্রকৃত স্বরূপ দর্শনে সমর্থ হইয়াছিল, এবং বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন জাতির শত শত লোক স্বেচ্ছায় এছলাম গ্রহণ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছিল। এই সময়কার ছুই একটা ঘটনা পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে, আর কয়েকটা ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি, তাহা হইলেই পাঠকগণ তখনকার অবস্থার কতকটা আভাস জানিতে পারিবেন।

খালেদ ওছমান ও আমরের এছলাম গ্রহণ।

খালেদ-বেন-অলীদ এবং আমর-বেন-আছের নাম পাঠকবর্গের অবিদিত নাই। খালেদ আরবের অদ্বিতীয় বীর ও অজেয় সেনাপতি। ইঁহারই ক্ষিপ্রকারিতা ও অসম সাহসিকতার ফলে ওহোদ যুদ্ধে, সম্পূর্ণরূপে বিজয়লাভের পরও, মুছলমানদিগকে যেরূপ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছিল, পাঠকগণ তাহা বিস্মৃত হন নাই। নাজ্জাশীর দরবারে আমরা কয়েকবার আমর-বেন-আছের পরিচয় পাইয়াছি। এমন দূরদর্শী ও রাজনীতিবিশারদ পণ্ডিত তখন আরবে খুব অল্পই ছিলেন। মোহাজের মুছলমানদিগকে ধরিয়া আনার জন্য আবিসিনিয়া দরবারে এই আমর যে সকল কুটিল রাজনৈতিক চাল চালিয়াছিলেন, পাঠকগণের তাহা স্মরণ আছে। ওছমান-

বেন-তাল্‌হা কা'বার প্রধান মোহাফেজ, বায়তুল্লার সমস্ত তালাচাবি তাঁহারই জেম্মায় থাকিত। ইহা যে কত বড় সম্মানের পদ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমর অনেক পূর্ব্বেই সত্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন, কিন্তু নানাবিধ দুর্ব্বলতার জন্য এতদিন আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন নাই। তাই আজ মক্কার সমস্ত সুখসম্পদ ও ধনদৌলতের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, আমর মদিনার পথে বাহির হইয়া পড়িলেন। কয়েক মন্‌জিল অগ্রসর হইলে একদিন হঠাৎ খালেদ ও ওছমানের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ ঘটিয়া যায়। এই অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের ফলে উভয়পক্ষই একটু স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু আমর অনতিবিলম্বে নিজেকে সামলাইয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"খালেদ! কত দূর?" খালেদ বীরপুরুষ, তিনি বীর সৈনিকের ন্যায় ধীর ও অপকটভাবে বলিয়া ফেলিলেন—যাইতেছি মদিনায়। জেদের বশবর্ত্তী হইয়া অসত্যের পূজা করিতে করিতে অন্তরাত্মা হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। আর সহ্য করিতে পারিতেছি না, তাই মদিনায় চলিয়াছি—প্রকাশ্যভাবে সত্যকে স্বীকার করিতে, পূর্ব্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে। আমর আর কত দিন? নিশ্চয় জানিও এই ব্যক্তি সত্যবাদী, তিনি নিশ্চয়ই আল্লার সত্যনবী। আমি ও আমার সঙ্গী ওছমান এই উদ্দেশ্যেই মদিনা যাত্রা করিয়াছি।

আনন্দে উৎসাহে আমরের বদনমণ্ডল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনিও তখন নিজের মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিলেন। তখন এই সর্ব্বস্বত্যাগী যাত্রীত্রয় একসঙ্গে মদিনা অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং যথাসময় সেই প্রাণপ্রতীমের প্রেমামৃত পানে নিজেদের সব জ্বালাযন্ত্রণা জুড়াইয়া বসিলেন।

বাহ্‌রাএন প্রদেশ তখন পারস্য সম্রাটের অধীন একটা বিশেষ সমৃদ্ধিশালী করদ রাজ্য। মোন্‌জার-বেন-ছাভী নামক জনৈক সহৃদয় ব্যক্তি তখন বাহরাএন প্রদেশের রাজা। তাঁহার নিকট হজরতের পত্র পৌঁছিলে, তিনি এবং তাঁহার সমস্ত আরবপ্রজা স্বেচ্ছায় এছলাম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এহুদী ও অগ্নিপূজকগণের অধিকাংশই তখনও এছলাম গ্রহণ করিতে সম্মত হয় নাই।

বাহরাএন প্রদেশ বিজিত হইল।

মোনজার ইহাদিগের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া পাঠাইলে হজরত তাঁহার পত্রের যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিতে করিতে আমরা অশ্রুসম্বরণ করিতে পারি নাই। দেশের রাজা আজ পদানত দাসানুদাস হইয়া বিধর্ম্মীদিগের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন—আর হজরত কেবলই তাঁহাকে ধৈর্য্যের ও প্রেমের উপদেশ দিতেছেন, তাহাদিগের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিতে আদেশ করিতেছেন। হজরত স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিতেছেন, ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন প্রকার জোরজবরদস্তি করা অধর্ম্ম। কারণ যে ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করে, সেত কেবল নিজেরই কল্যাণ সাধন করিয়া থাকে। এবং যাহারা এহুদী বা পার্সিক ধর্ম্মে থাকিতে চায়, তাহাদিগকে রাজকর (যিজ্‌য়া)

দিতে হইবে মাত্র, ইহার অতিরিক্ত অন্য কোন বিষয়ে তাহাদিগের উপর তোমার আর কোন অধিকার থাকিবে না। (১) বলাবাহুল্য যে, বাহরাএনের অধিবাসীবৃন্দ এতদিন পারস্য সম্রাট ও তাঁহার কর্ম্মচারিগণের অমানুষিক অত্যাচারের ফলে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছিল। বেগার ও যিজ্‌য়া শব্দ দুইটীও মূলতঃ পারস্যরাজগণেরই আবিষ্কার। যাহা হউক, স্থানীয় এহুদী ও পার্সিক প্রভৃতি অমুছলমানগণ হজরতের এই ব্যবস্থার কথা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া পড়িল। এত দিনের করভারপ্রপীড়িত প্রকৃতিপুঞ্জ—মুছলমান অমুছলমান নির্ব্বিশেষে রহমতুল-লিল্-আলামীন মোহাম্মদ মোস্তফার নামে জয়জয়কার করিতে লাগিল।

এই সময় জায়ফর ও আব্দ নামক ভ্রাতৃযুগল ওম্মান প্রদেশের উপর আধিপত্য করিতে-ছিলেন। জায়ফর জ্যেষ্ঠ, সুতরাং সরকারীভাবেই তিনিই রাজা নামে ঘোষিত হইলেও, কনিষ্ঠের সহিত পরামর্শ না করিয়া তিনি কোন গুরুতর কার্য্যের মীমাংসা করিতেন না। আমর-বেন-আছ নামক ছাহাবী হজরতের পত্র লইয়া ওম্মান রাজদরবারে উপস্থিত হইলেন এবং কনিষ্ঠ আব্‌দকে অপেক্ষাকৃত ধীরপ্রকৃতি ও নম্রস্বভাব বলিয়া জানিতে পারিয়া তিনি প্রথমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আরবের এই পয়গম্বরের কথা এতদিনে দেশদেশান্তরে সকলের প্রধান আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরের কথা শুনিয়া আব্‌দ বিশেষ আগ্রহসহকারে বলিলেন :—

ওম্মান প্রদেশ বিজিত হইল।

"দেখুন, আমি কনিষ্ঠ। আমার জ্যেষ্ঠই প্রকৃতপক্ষে রাজা। আমি যথাসময় আপনাকে তাঁহার দরবারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ করিয়া দিব। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই। আপনাদিগের এই নবী আমাদিগকে কিসের পানে আহ্বান করিতেছেন?"

"এক অদ্বিতীয় অক্ষয় অব্যয় আল্লার উপাসনা করিতে, তিনি ব্যতীত আর সকলের পূজা অর্চ্চনা পরিত্যাগ করিতে, মোহাম্মদকে আল্লার প্রেরিত বলিয়া স্বীকার করিতে,...।"

"আমর! তুমি আরবের একজন গণ্যমান্য ছরদারের পুত্র। তোমার পিতাকে আমরা আদর্শ বলিয়া মনে করিতাম। তিনি কি করিয়াছেন?"

"দুঃখের বিষয়, তিনি হজরতের প্রতি ইমান আনিবার পূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছেন। আমিও বহুদিন পর্য্যন্ত পিতার মতেরই অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলাম।"

"তাহারপর তোমার এ মতি পরিবর্ত্তন হইল কবে?"

"সম্প্রতি, নাজ্জাশীর দরবারে। তিনিও মুছলমান হইয়াছেন কি না!"

"বল কি! আবিসিনিয়ার খৃষ্টান রাজা নাজ্জাশী নূতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছেন? আর সেখানকার প্রজাসাধারণ কি করিতেছে?"

(১) কামেল, হালবী প্রভৃতি।

"তাহারা নাজ্জাশীকে নিজেদের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। তাহারাও সকলে মুছলমান হইয়াছে কি না!"

"কি! প্রজাসাধারণ পাদরী পুরোহিত সকলেই?"

"জী-হাঁ, সকলেই।"

"আমর, সাবধান! মানুষের পক্ষে মিথ্যাকথা বলার ন্যায় ঘৃণিত কাজ আর কিছুই নাই।"

"মিথ্যা নয়। জীবনে কখনও মিথ্যাকথা বলি নাই। আমাদের ধর্ম্মে মিথ্যাকথা বলা মহা পাপ।"

"আচ্ছা বেশ! সম্রাট হিরাকল কি করিতেছেন? তিনি কি নাজ্জাশীর এছলাম গ্রহণের কথা জানিতে পারেন নাই?"

"জানিতে শুনিতে কিছুই বাকী নাই। তবে এখন লাচার। আবিসিনিয়া আর তাঁহার অধীনে করদ রাজ্য নহে। রোমরাজকে এক কপর্দ্দক করও এখন তাহারা দেয় না!"

"আমর! কি বলিতেছ? এসব প্রলাপ বলিয়া মনে হইতেছে।"

"না রাজকুমার, ইহা প্রলাপ নহে। এসব একেবারে খাঁটি সত্য। একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া তদন্ত করিলে নিজেই সমস্ত জানিতে পারিবেন।"

"আচ্ছা আমর! তোমাদিগের সেই নবী লোকদিগকে কি কি কাজ করিতে আদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, আর কোন কোন কাজে লিপ্ত হইতে লোকদিগকে বারণ করেন—তাহার বিবরণ আমাকে জানাইতে পার কি?"

"কুমার! যতটুকু জানি, ততটুকু বলিতেছি :—

(ক) তিনি লোকদিগকে আল্লার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতে আদেশ করেন এবং তাঁহার অবাধ্য হইতে নিষেধ করিয়া থাকেন।

(খ) তিনি মানুষ মাত্রের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে ও স্বজনগণের হিতসাধন করিতে আদেশ প্রদান করেন এবং অত্যাচার অনাচার করিতে, ব্যভিচার ও মদ্যপান করিতে, পাথর পূজা ও মূর্ত্তিপূজা এবং ক্রুশপূজা হইতে লোকদিগেকে নিষেধ করেন।"

"আহা, কত সুন্দর এই শিক্ষাগুলি! আমার ভ্রাতা সম্মত হইলে, আমরা উভয়ে মোহাম্মদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার উপর ঈমান আনিতাম এবং তাঁহার সত্যতা ঘোষণা করিতাম। তবে রাজত্বের মায়া, তিনি যে কি করেন, বলিতে পারি না।"

"তিনি এছলাম গ্রহণ করিলেও তাঁহার রাজত্ব তাঁহারই থাকিবে। তিনিই দেশের প্রধান পুরুষরূপে বিরাজমান থাকিবেন। তবে কথা এই যে, এখানকার বড়লোকদিগের

নিকট হইতে কিছু কিছু ছদ্‌কা লইয়া তাহা আবার এখানকার দীন দুঃখীদিগের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতে হইবে।"

"এ আদেশটা যে খুবই মহৎ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনাদের এই ছাদ্‌কার স্বরূপটা উত্তমরূপে বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না।"

মদিনার দূত স্বনামখ্যাত আমর-বেন-আছ তখন রাজকুমারকে ছাদ্‌কা ফেৎরা ও জাকাতের বিষয় যথাসাধ্য বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিলেন। এছলামের শিক্ষা এই যে, প্রত্যেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে স্বর্ণ, রৌপ্য, ফল শস্য এবং পশু প্রভৃতির একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ, সরকারী কর্ম্মচারিদিগের মধ্যবর্ত্তিতায় দীন দুঃখীদিগকে দান করিতে হইবে। এছলামের পরিভাষায় ঐ নির্দ্দিষ্ট অংশে দরিদ্রসমাজের ন্যায়সঙ্গত 'হক' বা অধিকার আছে। আমর-বেন-আছ এইসব কথা বুঝাইতে বুঝাইতে যখন গৃহপালিত পশুপালের জাকাতের কথা পাড়িলেন তখন আবদ্ একটু বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, মাঠের ঘাস আর জঙ্গলের লতাপাতা খাইয়া যে পশুগুলি বাঁচিয়া থাকে, দেশের হতভাগাগুলোকে তাহারও ভাগ দিতে হইবে! আমার আশঙ্কা হইতেছে, আমাদের দেশবাসিগণ এ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে কখনই সম্মত হইবে না!

যাহাহউক, কএকদিন অপেক্ষার পর আমর রাজদরবারে উপস্থিত হইবার সুযোগ পাইলেন এবং হজরতের মোহরাঙ্কিত পত্র তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন। রাজা জায়ফর ধীরস্থির ভাবে হজরতের পত্রখানা পাঠ করিতে লাগিলেন এবং পাঠ শেষ হইলে নীরবে তাহা কনিষ্ঠের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অতঃপর কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর রাজা মদিনার দূতকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে আমর তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিলেন।

আরব ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী দেশগুলিতে গত কএক বৎসর হইতে নানাকারণে এছলামধর্ম্ম ও তাহার প্রবর্ত্তক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার অবস্থা ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারের আন্দোলন আলোচনা চলিয়া আসিতেছিল। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর এছলাম ও তাহার প্রবর্ত্তক সম্বন্ধে দেশবাসীর কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া যাইতে লাগিল এবং একটু একটু করিয়া তাহারা সত্যের সহিত পরিচিত হইতে আরম্ভ করিল। এই সময় ওম্মান প্রদেশের রাজাপ্রজা সকলেই হজরতের শিক্ষাদীক্ষাদি সম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা করিয়া আসিতেছিল। আমরের আগমনের পরও দুই সহোদরের মধ্যে যে এই বিষয় লইয়া গভীর আলোচনা হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। হজরতের পত্র পাঠ করার পরও কয়েকদিন পর্য্যন্ত এই বিষয় সম্বন্ধে চিন্তা আলোচনা ও অনুধাবনে শেষ হইয়া গেল। তাহার পর উভয় সহোদর একসঙ্গে এছলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন।

এই অল্প সময়ের মধ্যে হজরতের দূত ও সহচরগণ দেশদেশান্তরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইঁহাদিগের আহ্বান শুনিয়া এবং আদর্শ দেখিয়া দিকে দিকে কলেমায় তাওহীদের

মঙ্গল আরাব উত্থিত হইতে লাগিল, দলে দলে লোক এছলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিল। 'ছুমাতলজন্দল' প্রদেশের প্রধান—'আকিদার' এবং তাঁহার গোষ্টির বহুলোক এইরূপে এছলাম গ্রহণ করেন। বিখ্যাত হেম্‌য়র জাতির প্রধান জুল্‌কেলা এমন ও তাএফের কতকগুলি জেলায় উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মোশরেক জাতিসমূহের সাধারণ কুসংস্কার মতে প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহাকেই ঈশ্বর বলিয়া মান্য করিয়া আসিতেছিল। হজরতের শিক্ষাগুণে জুল্‌কেলা নিজেকে ও নিজের প্রভুকে চিনিতে পারিলেন এবং ঈশ্বরের আসন হইতে দাসের আসনে নামিয়া আসিলেন। এছলাম গ্রহণের আনন্দোৎসব দিবসে রাজা তাঁহার ১৮ হাজার দাসদাসীকে মুক্তিদান করিয়াছিলেন। অবশেষে হজরত ওমরের খেলাফৎকালে এই ذوالكلاع 'জুল্‌কেলা' নিজের রাজ্যরাজত্ব সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিয়া মদিনায় চলিয়া আসেন। এইরূপে অন্যান্য বহু স্থানের নরপতি ও রাজন্যবর্গ হজরতের আহ্বানে জগতের সেই সাধারণ ও সনাতন সত্যকে অবলম্বন করিয়া মুছলমান হইলেন। ফলে দুই বৎসরের মধ্যে মুছলমানের সংখ্যা ও শক্তি দ্বিগুণ অপেক্ষাও অধিক বাড়িয়া গেল। (১)

"মোহাম্মদ এক হাতে কোরআন ও অন্য হাতে তরবারী লইয়া নিজের ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন"—এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে যাঁহারা একটুও লজ্জা বা কুণ্ঠা বোধ করেন না, তাঁহারা যে কোন শ্রেণীর মানুষ, পাঠকগণ এখানে একবার তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন বলিয়া আশা করি।

(১) দীর্ঘসূত্রতা বর্জ্জনের জন্য সমস্ত বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর হইল না। এই ঘটনাগুলি, তাবরী এবনে-এছহাক, কায়েল ও হালবী প্রভৃতি সঙ্কলিত।

অষ্টষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

খৃষ্টানশক্তির বিরুদ্ধাচরণ।

"মুতা" অভিযান ও তাহার কারণ।

পারস্যকে পরাস্ত করার পর রোমসম্রাট কায়সারের এবং তাঁহার কর্ম্মচারী ও স্বজনগণের দম্ভদর্প একেবারে চরমে উঠিয়াছিল। পৌত্তলিক আরবদিগের একটা নিরক্ষর লোক তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের দিকে আহ্বান করিতেছে—যীশুকে মানব সন্তান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে উপদেশ দিতেছে, এ 'ধৃষ্টতা' তাঁহাদের সহ্য হইয়া উঠিল না। তাই একটা ছুতানাতা বাহির করিয়া মুছলমানদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার এবং তাহাদিগকে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলার জন্য রোমরাজ্যের প্রধান ও পুরোহিতগণ সমবেতভাবে চেষ্টা করিতেছিলেন। সম্রাটও যে শেষে এই মতেরই সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষতঃ তিনি যখন দেখিলেন যে, এছলামের অভিনব শিক্ষার ফলে, আবিসিনিয়ার ন্যায় চিরপদানত করদ রাজ্যগুলি একে একে তাঁহার দাসত্বপাশ মুক্ত হইয়া নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন এই মোছলেম শক্তিকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করিয়া ফেলার জন্য তাঁহার আগ্রহের অবধি রহিল না।

ফরওয়া-বেন-আমের নামক জনৈক মহাপ্রাণ ব্যক্তি সে সময় সিরিয়ার 'মাআন' প্রদেশের গভর্ণর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নিজে হজরতের বিষয় অনুসন্ধান করিয়া যখন দৃঢ়রূপে বুঝিতে পারিলেন যে, বস্তুতঃ তিনি আল্লার সত্যনবী এবং যীশুখৃষ্টের প্রতিশ্রুত সেই মহামহিম ভাববাদী। তখন তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এছলাম গ্রহণ করেন এবং পত্রদ্বারা হজরতকে এ সংবাদ জানাইয়া দেন। হজরত তখন মোছলেম জীবনের সাধনাগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া ফরওয়ার পত্রের উত্তর প্রদান করিলেন। এদিকে ফরওয়ার এছলাম গ্রহণের কথা অবিলম্বে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। তখন রোমরাজ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া যান এবং এই নবধর্ম্ম ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। কিন্তু সত্যকে যে সত্যভাবে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করা তাহার সাধ্যাতীত। কাজেই ফরওয়া রাজ-আদেশ অমান্য করিতে বাধ্য হইলেন। তখন পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি এবং অন্যান্য

ফারওয়ার পরীক্ষা।

সকল প্রকার প্রলোভন দিয়া ফরওয়াকে বশ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু এ চেষ্টাও বিফল হইয়া গেলে, প্রবল প্রতাপান্বিত রোমসম্রাট বজ্রকঠোর কণ্ঠে ফরওয়াকে নৃশংসভাবে হত্যা করার আদেশ প্রদান করিলেন। বলাবাহুল্য যে, সে আদেশ অবিলম্বে প্রতিপালিত হইয়া গেল। কিন্তু নবদীক্ষিত ফরওয়া নিজের ধন, মান এমন কি জীবনের কোন পরওয়া না করিয়া ধীরস্থিরচিত্তে ও ভক্তিগদগদকণ্ঠে কলেমায় তাওহীদ পাঠ করিতে করিতে ক্রুশে আরোহণ করিলেন এবং জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আনন্দসঙ্গীত গান করিয়া, সহস্র সহস্র দর্শকের প্রাণে প্রাণে তাওহীদের ঝঙ্কার জাগাইয়া দিয়া, অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। এই মহামতি শহীদ জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে রোমসম্রাটকে যে উত্তর দিয়াছিলেন, মুয়র সাহেবের ভাষায় তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

"I will not quit the faith of Mohammad. Thou knowest well that Jesus prophesied before of Him. But as for thee, the fear of losing thy kingdom deterreth thee, and so He was crucified." (১) অর্থাৎ "ফরওয়া উত্তর করিলেন—'আমি মোহাম্মদের ধর্ম্ম কখনই ত্যাগ করিব না। আপনি উত্তমরূপে জানিতেছেন যে, যীশু পূর্ব্বে ইঁহারই আগমনের সুসংবাদ দান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সম্রাট! রাজ্য রাজত্বের মায়ায় পড়িয়াই আপনি আজ এ সত্যকে অস্বীকার করিতেছেন।' অতঃপর তাঁহাকে ক্রুশে দেওয়া হইল।"

ফরওয়াকে এরূপ অন্যায় ও নির্ম্মমভাবে নিহত করার ব্যাপারে তৎকালীন খৃষ্টানদিগের মানসিকতা উত্তমরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর হজরত দেশবিদেশের নরপতি ও সমাজপতিদিগকে এছলাম ধর্ম্মের পানে আহ্বান করিয়া কতকগুলি পত্র প্রেরণ করেন। হজরতের দূতগণ তাঁহার পত্র লইয়া যথাযথস্থানে পৌঁছাইয়া দিতে থাকেন। পাঠকগণ পূর্ব্বে ইহাদিগের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মুতা অভিযানের কারণ।

এই সময় হজরত, ওমর-বেন-হারেছ নামক জনৈক প্রিয় ভক্তকে এইরূপ একখানা পত্র দিয়া বোছারা বা হাওরাণের রাজার নিকট প্রেরণ করেন। হজরতের এই দূত 'মুতা' নামক স্থানে উপনীত হইলে, 'শোরাহবিল' নামক জনৈক খৃষ্টানপ্রধান ওমেরকে ধরিয়া রাখে। অবশেষে হাত পা বাঁধিয়া অশেষ যন্ত্রণা দিয়া অত্যন্ত নৃশংসভাবে তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলে। দূত অবধ্য—ইহা দুনয়ার চিরন্তন ও সর্ব্ববাদীসম্মত বিধান। কিন্তু শোরাহবিল—অবশ্য গুপ্ত পরামর্শ ও উৎসাহের ফলে—এ বিধানকে পদদলিত করিয়া ফেলিল। এই নৃশংস নরহত্যা এবং অন্যায় দূত হত্যার জন্য তাহারা কোন প্রকার অনুতপ্ত হওয়া

(১) ৩১৬ পৃষ্ঠা। মূল ঘটনার জন্য এছাবা ৩—২১০, এবনে হেশাম ৩—৭০, তাবরী প্রভৃতি।

দূরে থাকুক, বরং উল্টা মদিনা আক্রমণ করার জন্য সহস্র সহস্র সৈন্য সমবেত করিতে লাগিল। এই অবস্থায় 'শোরাহবিলের দুষ্কর্মের দণ্ডপ্রদান করার জন্য ৮ম হিজরীর প্রথম জামাদী মাসে তিন সহস্র মোছলেম সৈন্যের এক বাহিনী সিরিয়ার মুতাপ্রদেশ অভিমুখে প্রেরিত হয়।

এই অভিযান প্রেরণের সময় হজরত যে অসাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, পরবর্ত্তী ঘটনাসমূহের দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। সাধারণ নিয়ম ছিল যে, হজরত একজন ছাহাবীকে ছরদার বা নায়ক নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিতেন। কিন্তু মুতা অভিযান প্রেরণের সময় তিনি যথাক্রমে জাএদ-বেন-হারেছা, জা'ফর-বেন-আবিতালেব এবং আবদুল্লা-বেন-রওয়াহা নামক মহাজনত্রয়কে আমির বা নেতা নিযুক্ত করিয়া দিলেন। জাএদ প্রথম আমির, তিনি নিহত হইলে দ্বিতীয় আমির জাফর তাঁহার স্থান অধিকার করিবেন এবং জা'ফর নিহত হইলে আবদুল্লা আমির পদে বরিত হইবেন। ইহাও বলিয়া দেওয়া হয় যে, যদি আবদুল্লাও নিহত হন, তাহা হইলে মুছলমানগণ নিজেদের মধ্য হইতে যাহাকে ইচ্ছা আমির নির্ব্বাচিত করিয়া লইবেন। (১)

পাঠকগণ বোধ হয় এই অভিযানের প্রধান নায়ক জাএদকে বিস্মৃত হন নাই। বিবি খদিজার সহিত বিবাহিত হওয়ার পর এই জাএদ সর্ব্বপ্রথম ক্রীতদাসরূপে হজরতের হস্তে সমর্পিত হইয়াছিলেন। এছলামের কল্যাণে সেই "অতি ঘৃণিত ক্রীতদাস" আজ কেবল মুক্তই নহে, বরং বিরাট মোছলেম বাহিনীর প্রধান আমির ও প্রথম নায়ক। আর শত শত কোরেশ ও আনছার—এমন কি হজরত আলীর জ্যেষ্ঠ সহোদর বীরবর জাফর তাইয়ারও আজ তাঁহার অধীনে একজন সামান্য সৈনিক মাত্র। জাফর সবেমাত্র মোস্তফাচরণে আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সুতরাং কুলশীল এবং বংশমর্য্যাদার অভিমান হইতে তখনও তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই। জাএদকে আমির পদে বৃত হইতে দেখিয়া জাফর সসম্ভ্রমে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু হজরত তাঁহার প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন—জাফর! ক্ষান্ত হও, ইহাতে যে কি অনন্ত কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে, তাহা তুমি অবগত নহ। (২) কিন্তু হায় ভারতের হতভাগ্য মুছলমান! আজ এই অনর্থক কুলাভিমানে তাহাদের যে মহা সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে, দুঃখের বিষয় তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবারও লোক নাই। বাঙ্গলা দেশের অবস্থা আরও শোচনীয়। এই অনৈছলামিক ঘৃণা ও অহঙ্কারের নিষ্পেষণে পড়িয়া কত নিম্নশ্রেণীর" মুছলমান যে খৃষ্টান ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে বাধ্য হইতেছে; কত অজ্ঞ মুছলমান যে নেড়ানেড়ীর দলে মিশিয়া শান্তিলাভের চেষ্টা করিতেছে, তাহার হিসাব কে রাখে? "নীচ বংশে" জন্ম বলিয়া দিনদার

(১) বোখারী, মোছনাদ, নাছাই। (২) আহমদ, নাছাই।

পরহেজগার ও শিক্ষিত মুছলমানদিগকে মছজিদে প্রবেশ করিয়া নামাজ পড়িতে দেওয়া হয় না, আমাকে এ নির্ম্মম আর্ত্তনাদ অনেকবার শুনিতে হইয়াছে। খৃষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত মুছলমানগণ এবং অন্যান্য কতিপয় পার্ব্বত্যজাতির অবস্থা বিশেষরূপে অবগত হইবার সুযোগও আমার ঘটিয়াছে। বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, তাহাদিগের মুছলমান হওয়ার একমাত্র বাধা—মুছলমান। স্থানীয় মুছলমানগণ এই নব দীক্ষিত মুছলমান ভ্রাতাদিগকে 'জাতিভ্রষ্ট সুতরাং অচল' বলিয়া মনে করিয়া থাকে। হজরতের শিক্ষা ও এছলামের আদর্শ হইতে আমরা যে কত দূরে সরিয়া পড়িয়াছি, এই সকল ব্যাপার হইতে তাহা অনুমান করিতে পারা যায়।

এই সেনাদলের যাত্রার সময় স্বয়ং হজরত এবং মদিনার মুছলমানগণ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে 'বিদায় উপত্যকা' পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। বিদায়দানের সময় হজরত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ—আমি তোমাদিগকে সর্ব্বদা আল্লার ভয় করিয়া চলিবার উপদেশ দিতেছি। প্রত্যেক সহচর মুছলমানের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে উপদেশ দান করিতেছি। আল্লার নামে রণযাত্রা কর এবং সিরিয়ায় তোমাদিগের এবং আল্লার শত্রুদিগকে যুদ্ধদান কর। তোমরা যে দেশে যাইতেছ, সেখানকার মঠে সাধু-সন্ন্যাসীগণকে নিভৃত সাধনায় মগ্ন থাকিতে দেখিবা। সাবধান, তাহাদিগের কার্য্যে কোনপ্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করিও না। সাবধান, একটী স্ত্রীলোক, একটী বালক বা বালিকা, একজন বৃদ্ধও যেন কোনক্রমে তোমাদিগের হস্তে নিহত না হয়। সাবধান, শত্রুপক্ষের একটী বৃক্ষও ছেদন করিও না, একটী গৃহও ভূমিসাৎ করিও না। (১) এই উপদেশের পর মুছলমানগণও আপন আপন রুচি অনুসারে এই সেনাবাহিনীকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন—তোমরা সততা সম্পন্ন অবস্থায় ফিরিয়া আসিও, কেহ বলিলেন—বিজয়ী হইয়া ফিরিও। "গণিমতের মালসহ যেন ফিরিয়া আসিতে পার" কোন লেখক এই সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছেন। শেষোক্ত লেখকগণের বর্ণনা সত্য হইলে, উহা কোন কোন মুছলমানের উক্তি—হজরতের উক্তি নহে। (২)

শোরাহবিল যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছিল, তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল যে কি হইবে, তাহা তাহার অবিদিত ছিলনা। বরং এই প্রকার একটা সংঘর্ষ উপস্থিত করার জন্য, স্থানীয় খৃষ্টানগণের যুক্তি অনুসারে, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক এই দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। কাজেই এই ঘটনার পর হইতেই তাহারা মুছলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। শোরাহবিল 'বল্কা' প্রদেশের একটা জেলার প্রধান কর্ম্মচারী মাত্র। কিন্তু ঐতিহাসিক বর্ণনায় জানা যাইতেছে যে, তাহার অধীনে একলক্ষ সৈন্য সুসজ্জিত হইয়া আছে—মুছলমানগণ এই প্রকার সংবাদ

---

(১) হালবী ৩—৬৬।

(২) কোন কোন অসতর্ক লেখক এই অংশটুকুকে হজরতের উক্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—দেখ, মুয়র ৩৭০ পৃষ্ঠা।

জানিতে পারিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত স্বয়ং কায়সার দুইলক্ষ সৈন্য প্রস্তুত করিতেছেন বলিয়াও জনরব শোনা গিয়াছিল। অর্থাৎ এক কথায় রোমসম্রাট কায়সার হইতে সিরিয়ার সামান্য একজন আরব-খৃষ্টান পর্য্যন্ত সকলেই রণসাজে সজ্জিত হইয়া সময়ের অপেক্ষা করিতেছিলেন। আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মদিনাবাহিনী যাত্রা করিলে শোহরাবিলের গুপ্তচরগণ তাহাকে এই সংবাদ জানাইয়া দিল। তখন সে গ্রীক ও বিভিন্ন আরবগোত্র হইতে লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মুছলমানদিগের আগমনের অপেক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু শোরাহ্‌বিল হইতে সম্রাট পর্য্যন্ত সকলেই কি এই তিন সহস্র অশিক্ষিত সৈন্যের আক্রমণভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইয়া এইরূপে লক্ষ লক্ষ সৈন্য সমবেত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে এই প্রকার বিরাট আয়োজন শেষ করিয়া মোকাবেলার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকা কি সম্ভবপর? যাহা হউক, সকল দিককার সমস্ত অবস্থা সম্যকরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মদিনা আক্রমণ করার জন্য ঐ অঞ্চলের খৃষ্টানশক্তি সমবেতভাবে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছিল এবং সেই জন্যই তাহারা এই বিপুল উদ্যোগ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। হজরত গুপ্তচরগণের মুখে এই সংবাদ অবগত হইয়া যথাসম্ভব ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে এই (প্রথম) বাহিনী পাঠাইয়া দিয়া ভবিষ্যতের জন্য অন্য আয়োজনে প্রবৃত্ত হন।

মুছলমানগণের পরামর্শ।

মুছলমানগণ সিরিয়া প্রদেশে উপস্থিত হইয়া যখন জানিতে পারিলেন যে, তাঁহাদিগের মোকাবেলার জন্য একলক্ষ সৈন্য মাআব অঞ্চলে অপেক্ষা করিতেছে, তখন বর্ত্তমান অবস্থায় কিংকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য যাত্রা স্থগিত করিয়া সকলে পরামর্শে প্রবৃত্ত হইলেন। নানাবিধ আলোচনার পর একদল লোক বলিতে লাগিলেন যে, এই নূতন পরিস্থিতি সম্বন্ধে মদিনায় সংবাদ দেওয়া হউক—দেখা যাউক, এ সম্বন্ধে হজরত কি আদেশ প্রদান করেন। তিন হাজার সৈন্য লইয়া একলক্ষ শিক্ষিত ও সুসজ্জিত সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে যাওয়া, কোনমতেই সঙ্গত হইবে না। মহামতি আবদুল্লা-বেন-রওয়াহা এই প্রকার আলোচনা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি গুরুগম্ভীরকণ্ঠে এবং তেজদৃপ্ত ভাষায় বলিতে লাগিলেন :—"মোছলেম সমাজ! তোমরা যে সাফল্য অর্জ্জনের জন্য বহির্গত হইয়াছিলে, আল্লার দিব্য, এখন তাহাই তোমাদিগের নিকট অনভিপ্রেত বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। তোমরা ত বাহির হইয়াছিলে শাহাদৎ হাছেল করার—সত্যের নামে আত্মবলি দিবার উদ্দেশ্যে। সংখ্যার গণনা মুছলমান কখনই করেনা, পার্থিব শক্তির তুলনায় সে কখনই প্রবৃত্ত হয় না;—তাহার একমাত্র শক্তি আল্লাহ্। সেই আল্লার প্রেরিত মহাসত্যকে বক্ষে ধারণ করিয়া, সত্যের তেজে দৃপ্ত হইয়া কর্ত্তব্যের কোরবানগাহে আল্লার নামে হৃৎপিণ্ডের তপ্ত শোণিততর্পণ করাই আমাদিগের সাফল্য! বিজয়ী হইতে পারি,

ভাল, আর শাহাদৎ হয় আরও ভাল। সুতরাং এত আলোচনা আর এই যুক্তি পরামর্শ কিসের জন্য?" এই আগুণ সকলের বুঁকে লুকাইয়া ছিল, কেবল দুই চারিজন দূরদর্শিতার হিসাবে ঐরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ-বেন-রওয়াহার বাক্যগুলি দ্বারা মুহূর্ত্তের মধ্যে সব যুক্তিতর্ক, সব দূরদর্শিতা এবং সমস্ত 'মছলেহৎ' কোথায় ভাসিয়া গেল। সকলে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন—'আল্লার দিব্য, রওয়াহার পুত্র সত্যকথা কহিয়াছেন।'

তিন সহস্র মুছলমান আল্লার নামে জয়জয়কার করিতে করিতে একলক্ষ খৃষ্টানের মোকাবেলায় ধাবিত হইলেন। ইহাকেই বলে এছলাম, ইহাকেই বলে ঈমান! আর আজকাল দূরদর্শিতা ও 'মছলেহৎ-পরস্তী'র চাপে পড়িয়া মুছলমানের ঈমান যে কিরূপ নির্ম্মমভাবে নিষ্পেষিত ও নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছে, চিন্তাশীল পাঠকবর্গকে তাহা আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। তাই উভয় যুগের কর্ম্মের সুতরাং কর্ম্মফলের মধ্যে এত প্রভেদ।

মোছলেমবাহিনী যথাসময় 'মূতা' নামক স্থানে উপস্থিত হইলে বিপুল খৃষ্টান ফৌজের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। তখন সেনাপতি জাএদ বিশেষ কৌশল সহকারে নিজের ক্ষুদ্র সৈন্যদলকে নানাভাগে বিভক্ত ও বিন্যস্ত করিয়া অগ্রসর হইলেন,—মুহূর্ত্তেকের মধ্যে দুইদলে তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল। একদিকে রোমসম্রাটের শত শত বিচিত্র জয়পতাকা, তাহার ছায়াতলে স্বর্ণ রৌপ্যনির্ম্মিত সহস্র সহস্র ক্রুশ, এবং তাহার পশ্চাতে লক্ষ সুসজ্জিত সেনার বিরাটবাহিনী;—অন্যদিকে একটী শ্বেত পতাকা পতপত করিয়া খৃষ্টানজগতকে প্রেমের আহ্বান জানাইতেছে, শান্তির আমন্ত্রণ দিতেছে। তাহার নিম্নে তিন সহস্র মাত্র মুছলমান। কিন্তু ইঁহাদের প্রত্যেক বীরই আপন ভাবে বিভোর, শাহাদতের নেশায় মাতোয়ারা ও আল্লার নামে আপনহারা হইয়া ধীরস্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। এমন সময়—শত্রুপক্ষ আক্রমণ আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে—সেনাপতি জাএদ উচ্চকণ্ঠে আদেশ করিলেনঃ—"আর অপেক্ষা নয়, আক্রমণ কর, অগ্রসর হও, আল্লাহো আকবর।" তিন সহস্র কণ্ঠ সিরিয়ার গগনপবন কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনি করিল—"আল্লাহো আকবর।" তাহার পর অস্ত্রের ঝনঝনা আর শস্ত্রের স্বনস্বনা, তলওয়ারে তলওয়ারে চপলাচমক, বল্লমে বল্লমে দামিনীদমক। খালেদের হুঙ্কারে কায়সারের সিংহাসন পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল,—সত্যের সহিত শয়তানের তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া গেল।

ভীষণ সংগ্রাম।

কিছুকাল তুমুল যুদ্ধ চলার পর সেনাপতি জাএদ শাহাদতপ্রাপ্ত হইলেন। তখন বীরবর জা'ফর ক্ষিপ্রকারিতা সহকারে অগ্রসর হইয়া তাঁহার স্থান পূরণ করিলেন। মুছলমানগণ জাতীয় পতাকাকে আশ্রয় করিয়া যথাপূর্ব্ব ভীমবেগে শত্রুসৈন্যে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিলেন। সেনাপতি জাফর অপূর্ব্ব বলবীরত্বের পরিচয় দিয়া, অবশেষে শত্রুর অস্ত্রশস্ত্রের আঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া ভূপতিত হইলেন। পরে দেখা গিয়াছিল—তাঁহার দেহের সম্মুখভাগের সামান্য একটু

স্থানও অক্ষত রহিয়া যায় নাই। (১) দ্বিতীয় আমির এইরূপে শাহাদতপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহামতি আবদুল্লাহ-বেন-রওয়াহা আসিয়া পতাকা ধারণ করিলেন। তাঁহার উৎসাহ-বাক্যে মোছলেম বীরবৃন্দ নূতন উদ্যমে যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিন্তু সময়ক্রমে আবদুল্লাহ-কেও শহীদ হইতে হইল। পাঠকগণের স্মরণ আছে যে, আবদুল্লাহ তৃতীয় বা শেষ সেনাপতি। তাঁহার নিহত হওয়ার পর মুছলমানদিগের জাতীয়পতাকা কিয়ৎকালের জন্য ভূলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। সুযোগ বুঝিয়া শত্রুপক্ষও তখন প্রচণ্ডতর বেগে আক্রমণ আরম্ভ করিয়া দিল। এই সময় নিজেদের কেন্দ্রটী ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় মুছলমানগণ একেবারে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন। এ অবস্থায় কি করিতে হইবে, কোন দিকে যাইতে হইবে, তাহা স্থির করাও তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। আবুআমের নামক ছাহাবী তখনকার অবস্থা বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, সে সময় আমি দুইজন মুছলমানকেও একত্র দেখিতে পাই নাই। (২) এমন কি কতিপয় মুছলমান তখন দিশাহারা হইয়া (মদিনা অভিমুখে) পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সময় ওকবা-বেন-আমের নামক ছাহাবী উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন:—"পলাতক অবস্থায় নিহত হওয়া অপেক্ষা অগ্রবর্ত্তী অবস্থায় নিহত হওয়া মানুষের পক্ষে শ্রেয়স্কর।" ওকবার চীৎকারে কতিপয় মুছলমানের চৈতন্য হইল। তখন ছাবেত-বেন-আরকম বিদ্যুদ্বেগে ধাবিত হইয়া সেই মরণব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করতঃ জাতীয় পতাকাটী তুলিয়া ধরিলেন, এবং তাহা সবেগে আন্দোলন করিতে করিতে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন:—'কে কোথায় আছ মোছলেমবীর, এইদিকে ছুটিয়া আইস, একজন সেনাপতি নির্ব্বাচন করিয়া লও।' ছাবেত এবং অন্যান্য সকলে খালেদের নাম করিতে লাগিলেন। কিন্তু খালেদ বিনীতস্বরে বলিলেন:—ছাবেত! তুমি আমাদিগের সকলের ভক্তিভাজন, তুমিই ইহার উপযুক্ত পাত্র, তুমিই আমাদের সেনাপতি। কিন্তু দূরদর্শী ছাবেত বাধা দিয়া বলিলেন:—খালেদ, ভাব-প্রবণতা ছাড়, কথা কাটাকাটির সময় নাই। আমরা সকলে তোমাকে নিজেদের নায়ক মনোনীত করিয়াছি। তুমি জমাআতের এই সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে বাধ্য। হজরতের পতাকা গ্রহণ কর। বল, আমাদিগকে কি করিতে হইবে!

খালেদের শরীরে যেমন অসাধারণ শক্তিসামর্থ্য এবং তাঁহার হৃদয়ে যেমন অনুপম বলবীর্য্য, সেইরূপ তাঁহার মস্তকও অপ্রতীম রণনৈপুণ্যে পরিপূর্ণ। মনে হয় যেন আততায়ী খৃষ্টানশক্তির অভ্যুদয় ও উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহতাআলা তাহার দমনেরও আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই মক্কায় খালেদের ন্যায় বিশ্ব-বিজয়ী বীরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাই এতদিন বিরুদ্ধাচরণ করিবার পর এই সময় তিনি যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া মোস্তফাচরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এতক্ষণ পরে আবার জাতীয়-

খালেদের রণকৌশল।

(১) বোখারী—মুতা। ফৎহল বারী ৭—৩৮০ প্রভৃতি। (২) তাবকাত।

পতাকা উড্ডীন হইতে দেখিয়া বিক্ষিপ্ত মুছলমানগণ পুনরায় সেইদিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। সকলে সমবেত হইলে খালেদ সেদিনকার মত কোনগতিকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়া চলিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিলে উভয় সেনাদল আপন আপন শিবির অভিমুখে ফিরিয়া গেল।

হজরত, আবুআমের আশআরী নামক জনৈক বিশ্বস্ত ছাহাবীকে যুদ্ধের সংবাদ আনিবার জন্য 'মুতা' অঞ্চলে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পরপর তিনজন সেনাপতি নিহত হওয়ার পর আবু-আমের যথাসম্ভব সত্বর মদিনায় উপস্থিত হইয়া হজরতকে এই বিপদবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। তখন শোকাতুর আত্মীয় ও ভক্তপরিবারবর্গকে যথোচিতভাবে সান্ত্বনা দিয়া হজরত সমবেত মুছলমানদিগকে সেনাপতিত্রয়ের শাহাদত সংবাদ এবং খালেদের সেনাপতিপদে বৃত হওয়ার কথা জ্ঞাপন করিলেন। তাহার পর তিনি ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেনঃ—'সকলে যাত্রা কর, আপনাদের ভাইগুলিকে সাহায্য কর। সাবধান, একজন সমর্থ ব্যক্তিও যেন বাদ না পড়ে।' হজরতের আদেশপ্রাপ্তি মাত্র মুছলমানগণ কেহ ছওয়ারীতে, কেহ পদব্রজে মুতা অভিমুখে ধাবিত হইলেন। (১) মোছনাদ, তবরানী, এবনে-আছাকের, আবুয়্যালা, বায়হাকী, দারমী প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণ কর্ত্তৃক উল্লিখিত আবুয়ছর ও আবুতাকাদা কর্ত্তৃক বর্ণিত দুইটী হাদিছের সারমর্ম্ম উপরে উদ্ধৃত হইল।

ঐতিহাসিক প্রমাদ।

এই হাদিছে জানিতে পারা যাইতেছে যে, হজরতও এই সঙ্গে মুতা অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। আবুকাতাদার হাদিছ হইতে ইহাও জানিতে পারা যাইতেছে যে, আবুবাকর ও ওমর প্রমুখ বহু ছাহাবা হজরতের বা পশ্চাদ্বর্ত্তী অন্য মুছলমানদিগের অপেক্ষা না করিয়া অগ্রেই চলিয়া গিয়াছিলেন। আরোহী মোজাহেদগণ যে পদাতিকগণের বহু অগ্রে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাও আর কাহাকে বলিয়া দিতে হইবে না। সুতরাং খালেদ সেনাপতি হওয়ার পর অল্পকালের মধ্যে একদল মুছলমান অর্থাৎ অশ্বসাদী ও উষ্ট্রারোহী মোজাহেদগণ যে মুতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, এই সকল যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তাহা সহজেই অনুমাণ করা যাইতে পারে।

বীরবর খালেদ এই আরোহী সৈন্যদিগকে পাইয়া তাহাদিগকে পুরাতন সৈন্যদিগের সহিত এমন সুকৌশলে বিন্যস্ত করিয়া লইলেন যে, প্রাতঃকালে কায়সার সৈন্য ময়দানে উপস্থিত হইয়া তদ্দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। 'তাহারা মনে করিল, মুছলমানদিগের সাহায্যের জন্য মদিনা হইতে অসংখ্য সৈন্য প্রেরিত হইয়াছে।' যাহা হউক, মুছলমানগণ সেদিন নূতন উৎসাহের সহিত প্রচণ্ড আক্রমণ করিয়া দিলে রোমসৈন্য ক্রমে ক্রমে পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিল। তাহার পর 'অত্যন্ত শোচনীয়রূপে পরাস্ত হইয়া' খৃষ্টানগণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া গেল।

(১) কানজুল্‌ওম্মাল ৫—২৮৪, ৩০৮, ৩০৯ এবং ফৎহল্‌বারী ৭—৩৬১।

অষ্টষষ্টিতম পরিচ্ছেদ।

সাধারণ ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলি পাঠ করিতে করিতে মনে হয়, যেন একদিনে, এমনকি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মূতার যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ এক সপ্তাহকাল ধরিয়া এই যুদ্ধ পরিচালিত থাকে। (১) এই সময় বীরবর খালেদের হস্তে আটখানা তরবারী ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যায়। যুদ্ধের শেষ সময় তিনি নবম তরবারিখানি ব্যবহার করিতেছিলেন—খালেদ স্বয়ং এই রেওয়ায়তটী বর্ণনা করিয়াছেন। (২) এই হাদিছ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই যুদ্ধে বহু শত্রুসেনা মুছলমানদিগের হস্তে নিহত হইয়াছিল। (৩)

জয় পরাজয়।

সাধারণ ঐতিহাসিকগণের আলোচনা পাঠে জানা যায় যে, এই যুদ্ধে মুছলমানদিগেরই পরাজয় ঘটে এবং ছাহাবাগণ কর্ত্তৃক গঠিত এই মোছলেম বাহিনীর মোজাহেদগণ নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় মদিনায় পলায়ন করিয়া আসেন। এমন কি, ইঁহাদিগের নগর প্রবেশের সময় মদিনার আবালবৃদ্ধ নগর হইতে বাহির হইয়া ইহাদিগকে ভর্ৎসনা করিতে থাকে। অধিকন্তু ছাহাবাগণ এই পলাতক মুছলমানদিগের মুখের উপর ধূলামাটি ছুড়িয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন—"ধিক্ তোমাদিগকে, পলাতকের দল! তোমরা জেহাদ হইতে পলাইয়া আসিলে!" দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রদ্ধেয় মওলানা শিবলী মরহুমের ন্যায় স্বনামখ্যাত লেখকও এখানে গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া দিয়া এই সকল কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, বস্তুতঃ এই যুদ্ধে মুছলমানদিগের পরাজয় ঘটে নাই এবং তাঁহারা পলায়নও করেন নাই। বোখারীতে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে, খালেদ সেনাপতি হওয়ার পর "আল্লাহ্ মুছলমানদিগকে বিজয়ী করিয়াছেন।" বলা আবশ্যক যে, ইহা স্বয়ং হজরতের উক্তি। অপেক্ষাকৃত সতর্ক ঐতিহাসিকগণও বলিতেছেন যে, فهزمهم الله اسوأ هزيمة "আল্লার ইচ্ছায় তখন খৃষ্টানগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইল। (৪) পক্ষান্তরে, শেষ সেনানায়ক আবদুল্লা নিহত হওয়ার পর গণিত কএকজন মাত্র মুছলমান, অবস্থাগতিকে দিশাহারা ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মদিনায় চলিয়া আসিয়াছিলেন। মদিনার কতিপয় লোক ইঁহাদিগের প্রতি বর্ণিতরূপ দুর্ব্যবহার করায় হজরত তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—"ইঁহারা পলাতক নহেন। আবশ্যক হইলে ইহারা পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিবেন।" এই যুদ্ধে খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে বহু মালেগণিমৎও যে মুছলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল, ইতিহাসে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। (৫)

এই প্রসঙ্গে আর একটী সমস্যা উপস্থিত করিয়া খৃষ্টান লেখকগণ হজরতের জীবনী

---

(১) হালবী ৩—৬৬ প্রভৃতি।
(২) বোখারী, মূতা সমর।
(৩) ফৎহুল্ বারী ৭—৩৬৩।
(৪) হালবী ৩—৬৭।
(৫) ফৎহুল্ বারী ৭—৩৬১ এবং হালবী ৩—৬৮।

সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিবরণগুলির প্রতি বেশ একটু বিদ্রূপের কটাক্ষ করিয়া লইয়াছেন।

২য় প্রমাদ। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের আধুনিক লেখকগণও ইহার যথাযথ উত্তর দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। কথা এই যে, যুদ্ধ হইতেছিল সিরিয়া প্রদেশের মুতা নামক স্থানে, আর হজরত তখন মদিনায় অবস্থান করিতেছিলেন। অতএব যুদ্ধক্ষেত্রের বিস্তারিত অবস্থা হজরত কি প্রকারে অবগত হইলেন? বিখ্যাত মাগাজী লেখক মুছা-বেন-ওকবা বলিতেছেন যে, সর্ব্বপ্রথমে য়্যালা-বেন-উমাইয়া নামক জনৈক ব্যক্তি মুতার সংবাদ লইয়া হজরতের নিকট উপস্থিত হইলে, হজরত তাঁহার মুখে কোন কথা শ্রবণ করার পূর্ব্বেই যুদ্ধক্ষেত্রের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করেন। বোখারীর একটী রেওয়ায়তে আনছ কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে যে, 'হজরত জনসাধারণকে, তাহাদিগের নিকট সংবাদ পৌঁছিবার পূর্ব্বে, যুদ্ধের অবস্থা জ্ঞাত করিয়াছিলেন। (১) এখন সমস্যা উপস্থিত হইতেছে যে, হজরত এসকল সংবাদ অবগত হইলেন কি প্রকারে? কোন কোন লেখক এক কথায় ইহার এই উত্তর দিয়াছেন যে, 'আল্লাহ্ হজরতকে সব কথা জানাইয়া দিয়াছিলেন।' কিন্তু আর সকলের ইহাতে তৃপ্তি না হওয়ায় তাঁহারা বলিতেছেন:—

رفعت الارض لرسول الله صلعم حتى نظر الى معترك القوم — طبقات

অর্থাৎ হজরতের জন্য জমিনকে উঁচু করিয়া দেওয়া হয়। তাহাতে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (২)

এসম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, বোখারীর হাদিছে এইমাত্র বর্ণিত হইয়াছে যে, মদিনার জনসাধারণ সর্ব্বপ্রথমে হজরতের মুখেই যুদ্ধের অবস্থা জানিতে পারিয়াছিল। এই হাদিছের قبل أن يأتيهم خبرهم কে قبل ان يأتيهم خبرهم মনে করিয়া অনেক মুছলমান ও অমুছলমান লেখক মারাত্মক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। মুছা-বেন-ওকবার বর্ণিত বিবরণ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, উহা বহু হাদিছগ্রন্থে বর্ণিত রেওয়ায়তের সম্পূর্ণ বিপরীত, সুতরাং একেবারে অগ্রাহ্য। এই হাদিছটী আমরা প্রথমে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি। পক্ষান্তরে, চরিত অভিধান বা রেজাল শাস্ত্রের অনুশীলন দ্বারা জানা যাইবে যে, আলোচ্য য়্যালা-বেন-উমাইয়া মুতা অভিযানের সময় এছলাম গ্রহণই করেন নাই। তিনি মুছলমান হইয়াছিলেন মক্কা বিজয়ের পর। (৩) এসমস্ত যুক্তি তর্ক ছাড়িয়া দিলেও এবং মুছার বর্ণিত রেওয়ায়ত ছহি ও বিশ্বস্ত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও তাহাদ্বারা এইটুকু প্রমাণিত হইতেছে যে, তদ্বর্ণিত বিবরণের রাবী, আবুআমেরের আগমন সংবাদ জানিতে পারেন নাই। এখন পৃথিবীর যে সংবাদটী তিনি অবগত নহেন, তাহা যে সংঘটিত হয় নাই, এমন কথা বলা কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

---

(১) বোখারী, ফৎহল্‌বারী। (২) তাবকাত—মুতা সমর। (৩) এছাবা।

ঊনসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

جاء الحق و زهق الباطل ' ان الباطل كان زهوقا

মক্কা বিজয়।

সেই এক দিন আর এই এক দিন!

সেই একদিন—ছাফা পর্ব্বত শিখর হইতে সত্যের আকুল আহ্বান যেদিন সর্ব্বপ্রথমে মক্কার গগন পবনে প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল। সেই একদিন—যেদিন আবুলহবের প্রস্তরাঘাতে নিরপরাধ মোস্তফার মস্তক বিদীর্ণ হইয়া দরবিগলিত শোণিধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই একদিন—যখন ভূতাবিষ্ট, যাদুকর, পাগল, গণৎকার প্রভৃতি বলিয়া মক্কার আবালবৃদ্ধবণিতা 'আবুতালেবের এতিম'কে পথে ঘাটে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া বেড়াইতেছিল। সেই একদিন—যখন আরবের—কেবল আরবের কেন, বিশ্বসংসারের প্রত্যেক ভগবৎভক্ত নরনারীর—সাধারণ অধিকারস্থল কা'বার পবিত্র প্রাঙ্গণে আল্লার নামে একটী প্রণিপাত বা একটা সেজদা করিবার অধিকারও তাঁহার ছিল না। সেই একদিন—মক্কাবাসীদিগের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া যেদিন সত্যের সেবক মুক্ত বাতাসে মুক্তকণ্ঠে আল্লার নাম করিতে পারার আশায় পদব্রজে তাএফে গমন করিয়াছিলেন এবং স্থানীয় অধিবাসীদিগের অত্যাচারে তাএফের প্রস্তর কঙ্কর সমাকীর্ণ বন্ধুর মরুপ্রান্তরে, অর্দ্ধমৃত অবস্থায় তাহাদিগের জন্য আল্লার ক্ষমা ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছিলেন। সেই একদিন—যখন মক্কাবাসীদিগের অত্যাচার ফলে, ভক্ত নরনারীদিগকে জননী জন্মভূমির মায়া কাটাইয়া দূর আবিসিনিয়া দেশে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। সেই একদিন—কোরেশের কল্যাণে মোহাম্মদ মোস্তফাকে যখন স্বজনগণসহ দীর্ঘ তিন বৎসরকাল অন্তরীণের অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই একদিন—যেদিন আল্লার আলোককে চিরতরে নির্ব্বাপিত করার জন্য কোরেশের সকল গোত্র ও সকল গোষ্ঠী একত্রে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিল। যেদিন শত ঘাতক বেষ্টিত মোস্তফা, রজনীর অন্ধকারে গা ঢাকিয়া মদিনার পথে 'ছওর' গিরিগহ্বরে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভীতত্রস্ত ভক্তপ্রবরকে সম্বোধন করিয়া বুঝাইয়া ছিলেন—'আমরা দুইজন নহি—

অতীত স্মৃতি।

তিনজন, আবুবাকর! আল্লাহ আমাদিগের সঙ্গে আছেন, সুতরাং চিন্তার কোনই কারণ নাই। (১)

'আমি সত্যের সেবক, সত্যের বাহক এবং সত্যের প্রচারক, অতএব আল্লাহ আমাকে ধ্বংস হইতে দিবেন না। সত্য একদিন নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হইবে'—হজরতের এই সকল মহীয়সী বাণী এতদিনে, দীর্ঘ ২১ বৎসরের কঠোর, কঠিন ও ভীষণ পরীক্ষার মধ্য দিয়া, সার্থকতার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছিল; আজ তাহারই চরম চরিতার্থতার পুণ্যময় শুভমুহূর্ত্ত সমাগত। এ, মক্কাবিজয় নহে—মক্কারই অনন্ত বিজয়। কোরেশ এতদিন নরশার্দ্দুল সাজিয়াও সর্ব্বত্রই বিফলতার অভিশাপ ভোগ করিয়া আসিতেছিল—আজ মোস্তফা চলিয়াছেন, তাহাদিগকে মানুষ করিতে, গৌরবময় জীবন দান করিতে, তাহাদিগকে এক চিরবিজয়ী মহাজাতিতে পরিণত করিতে।

কত ঝড় কত ঝঞ্ঝা, কত বিপদ কত বজ্র, কত আলোড়ন কত বিলোড়ন মুছলমানের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে—কিন্তু সত্য একদিনের তরেও ক্ষুব্ধ হয় নাই। আলোকে অনভ্যস্ত আরব, আল্লার প্রদীপকে মুখের ফুৎকারে নির্ব্বাপিত করার জন্য এতদিন চরম চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছে। কিন্তু বালসূর্য্যকিরণবৎ তাহার প্রখর তেজরশ্মি পলে পলে প্রখরতর হইয়া, নিবিড় তিমির সমাকীর্ণ কীটক্রিমি পরিপূর্ণ আরবের প্রত্যেক পূতিগন্ধময় গৃহকোণকে স্বর্গের পুণ্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত পুলকিত করার জন্য, আজ মধ্যগগনের দিকে অগ্রসর হইয়াছে—সব জলদজাল, সব কুয়াশা কুহেলিকা, সব ঝড় ঝঞ্ঝাকে বিদূরিত অতিবাহিত করিয়া আজ পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আজ পুরস্কার আসিয়াছে পরীক্ষাকে মোবারকবাদ করিতে, সিদ্ধি আসিয়াছে সাধনাকে আলিঙ্গন দিতে। রহমতুল্-লিল-আলমীন মোহাম্মদ মোস্তফার প্রেমেপুণ্যে ও আলোকেপুলকে উদ্ভাসিত স্নিগ্ধমধুর শান্ত-শীতল স্বরূপটাকে বিশ্বের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য, আজ আরশের আশীর্ব্বাদ সহস্রধারে নামিয়া আসিয়াছে—তাই এই শান্তিময় বিজয় অভিযান!

হোদায়বিয়া সন্ধির শর্ত্তগুলি বোধ হয় পাঠকগণের স্মরণ আছে। ঐ সন্ধিপত্রে এইরূপ একটী শর্ত্ত লিপিবদ্ধ হয় যে, আরবের অন্যান্য জাতিগণ তাহাদিগের ইচ্ছামত যে কোন পক্ষের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিতে পারিবে। পক্ষদ্বয় পরস্পরের প্রতি যে সকল শর্ত্ত পালনে বাধ্য হইবেন, পরস্পরের মিত্রগোত্রগুলির প্রতিও তাঁহাদিগকে সেইরূপ শর্ত্তে বাধ্য থাকিতে হইবে। এই শর্ত্ত অনুসারে

অভিযানের কারণ—কোরেশের সন্ধিভঙ্গ।

(১) হেজরতের পর এই দীর্ঘ ৮ বৎসর পর্য্যন্ত কোরেশগণ প্রকাশ্যে ও গোপনে হজরতকে হত্যা করিবার এবং মদিনা আক্রমণ করতঃ এছলাম ধর্ম্ম ও মোছলেম জাতির অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করিয়া ফেলার জন্য যে প্রকার অবিশ্রান্ত চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, পাঠকগণ এখানে তাহাও একবার স্মরণ করিয়া লইবেন।

গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি হজরতের ললাটদেশ চুম্বন করিয়া নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কক্ষার বক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

* * * *

হজরতের পরলোক গমনে ভক্তগণ যে অসাধারণ আঘাত পাইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহাদিগের মধ্যে অনেকে এই শোকাবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। মদিনার নরনারিগণ করুণকণ্ঠে নানাপ্রকার শোকগাথা আবৃত্তি করিয়া হজরতের অনন্ত ও অনুপম গুণগরিমা প্রচার করিতে লাগিলেন। কিন্তু মহামতি আবুবাকর আজ যে অসাধারণ ধৈর্য্যধারণ করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা হইতে পারে না। তিনি বিবি-আএশার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া দেখিলেন—ওমর উলঙ্গ তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান, বহু লোকজন তাঁহার চারিদিকে সমবেত। এই অবস্থায় ওমর বলিতেছেন :—"হজরত মরেন নাই। যে বলিবে হজরত মরিয়াছেন, আমি তাহার মুণ্ড উড়াইয়া দিব।" আবুবাকর কাহাকে কোন কথা না বলিয়া ধীরভাবে সেই জনতার মধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন—এবং হাম্‌দ নাআতের পর গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন—

اما بعد من كان منكم يعبد محمدا فان محمدا قد مات - ومن كان منكم يعبد الله
فان الله حى لا يموت - قال الله :- وما محمد الا رسول' قد خلت من قبله الرسل' افان
مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم ؟ ومن ينقلب على عقبيه' فلن يضر الله شيئا -
وسيجزى الله الشاكرين

অতঃপর তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি মোহাম্মদের পূজা করিত—সে জ্ঞাত হউক যে, মোহাম্মদ নিশ্চয়ই মরিয়া গিয়াছেন। আর তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লার পূজা করিত, তার জানা উচিত যে, আল্লাহ জীবিত—তিনি মরেন না। আল্লাহ বলিতেছেন :—'মোহাম্মদ একজন প্রেরিত বই আর কিছুই নহেন, তাঁহার পূর্ব্বেও বহু রছুল গুজরিয়া গিয়াছেন। যদি তিনি মরিয়া যান অথবা নিহত হন, তাহা হইলে কি তোমরা (আল্লার পথ হইতে) ফিরিয়া দাঁড়াইবে? হাঁ, যাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইবে, তাহারা আল্লার কোনই ক্ষতি করিতে পারিবে না;—এবং শীঘ্র আল্লাহ কৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে পুরস্কার দান করিবেন।' আল্লাহ তাঁহার কেতাবে হজরতকে সম্বোধন করিয়া ইহাও বলিয়াছেন যে, হে মোহাম্মদ! তোমাকে ও তাহাদিগকে অর্থাৎ সকলকেই মরিতে হইবে।

ছাহাবাগণ বলিতেছেন—আবুবাকরের মুখে কোরআনের এই বাণীগুলি শ্রবণ করিয়া সকলের চৈতন্য হইল। ওমরের বাহু শিথিল হইয়া আসিল, তাঁহার হাতের তরবারি মাটিতে পড়িয়া গেল। আমাদিগের তখন বোধ হইতেছিল যেন এই আয়তগুলি আজ নূতন শুনিতেছি। স্বয়ং ওমর ফারূক বলিতেছেন :—আবুবাকরের মুখে আল্লার এই স্পষ্ট আয়তগুলি শ্রবণ করিয়া

নবমসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

আমার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া আসিল, আমার আর দাঁড়াইবার শক্তি রহিল না, আমি মাটিতে বসিয়া পড়িলাম। (১)

* * * *

মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময়, যথারীতি জানাজা সম্পন্ন করিয়া, হজরতকে সমাধিস্থ করা হইল। (২)

* * * *

মোস্তফা চরিতের প্রিয় পাঠক পাঠিকা! শ্রদ্ধাভাজন ছাহাবাগণ যে ... পাঠ করিতে করিতে হজরতের দেহকে সমাধিস্থ করিয়াছিলেন, (৩) আইস, আমরা—মোস্তফা চরণের অনুরক্ত ভক্ত ও সেবক সেবিকাগণ—সেই পবিত্র দরূদ শরিফ পাঠ করিতে করিতে এই প্রসঙ্গের উপসংহার করি :—

"ان الله وملئكته يصلون على النبى ' يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما"

اللهم ربنا لبيك وسعديك ! صلواة البر الرحيم ' والملايكة المقربين '

والنبين والصديقين والصالحين ' وما سبح لك من شئى يا رب

العلمين ! على محمد بن عبدالله خاتم النبين ' وسيد

المرسلين ' وامام المتقين ' ورسول رب العالمين '

الشاهد البشير ' الداعى باذنك السراج

المنير ' وبارك عليه وسلم

সমাপ্ত।

(১) বোখারী প্রভৃতি হাদিছগ্রন্থ ও তাবরী প্রভৃতি।

(২) এবনে মাজা—জানাএজ, তাবকাত প্রভৃতি। সাধারণ ঐতিহাসিক বর্ণনায় বুধবারের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু ঐ বর্ণনাগুলি অলীক এবং এবনে-মাজার হাদিছের বিপরীত।

(৩) মাদারেজ।

ঊনসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

মক্কা অঞ্চলের বানি-বেক্‌র গোত্র কোরেশদিগের এবং বানি-খোজাআ গোত্র হজরতের সহিত মিত্রতা বন্ধনে বা সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই দুই গোত্রের মধ্যে বহু যুগ হইতে গোত্রগত যুদ্ধবিগ্রহ চলিয়া আসিতেছিল। সুযোগ পাইলেই ইহারা পরস্পরের ধন প্রাণকে বিপন্ন করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিত। হজরতের আবির্ভাব হওয়ার পর তিনি আরবীয় গোত্র-সমূহের সাধারণ শত্রু বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন এবং সেই কারণে কিছুকালের নিমিত্ত খোজাআ ও বেক্‌র পরস্পরের প্রতি বংশগত হিংসাবিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া সকলে সেই সাধারণ শত্রুর মুণ্ডপাত ও তাহার অভিনব ধর্ম্মের মূলোৎপাটন করার জন্য একসঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু হোদায়বিয়ার সন্ধি স্থাপিত হওয়ার পর, তাহাদিগের সেই প্রকৃতিগত কলহকোন্দলবৃত্তি চরিতার্থ করার এ সুযোগটী নষ্ট হইয়া গেল। তখন তাহারা পরস্পরের কণ্ঠনালী ছেদন করার জন্য দন্ত নিস্পেষণ করিতে লাগিল। (১) যাহা হউক, খোজাআ গোত্রের সহিত সন্ধি স্থাপনকালে, মুছলমানদিগের প্রধান ও মুখপাত্ররূপে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকেই সকলের পক্ষ হইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে হইয়াছিল। এই প্রতিজ্ঞার ফলে খোজাআ গোত্র মুছলমানদিগের রক্ষণাধীন under protection বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহাদিগের চিরশত্রু বানি-বেক্‌র বংশের লোকেরা কোরেশের সহায়তায় পূর্ব্ববৎ তাহাদিগের উপর কোনও প্রকার অত্যাচার অনাচার ঘটাইতে না পারে, পৌত্তলিক খোজাআ গোত্র কেবল এই আশায় হজরতের তথা মোছলেম জাতির সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। এই গোত্রের প্রধান পক্ষ পূর্ব্ব হইতে হজরতের প্রতি যে প্রকার সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন, পাঠকগণের তাহাও অবিদিত নাই। পক্ষান্তরে হোদায়বিয়া সন্ধিপত্রের অন্যান্য শর্ত্তগুলি মোছলেম জনসাধারণের নিকট কতদূর দুর্ব্বহ এবং কি প্রকার কষ্টদায়ক হইয়াছিল, যথাস্থানে তাহাও বিস্তৃতরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সন্ধির পরবর্ত্তী তীর্থযাত্রার সময় মক্কাবাসীরা এই সন্ধিশর্ত্তগুলির বলে হজরতের ও মুছলমানদিগের প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিল, যেরূপ অন্যায় করিয়া তাহারা হজরতকে কাবা প্রবেশ করিতে নিষেধ করিয়াছিল, পাঠকগণ তাহাও যথাস্থানে অবগত হইয়াছেন।

হোদায়বিয়ার সন্ধিকে সকলেই মুছলমানদিগের পক্ষে নিতান্ত হেয়তাজনক বলিয়া মনে করিলেও, আল্লাহতাআলা ইহাকেই فتح مبين বা 'স্পষ্ট বিজয়' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

খোজাঈদিগের উপর অমানুষিক অত্যাচার।

সন্ধিস্থাপনের পর অল্প দিনের মধ্যে এই মহাবিজয়ের মহিমা প্রকাশ পাইতে লাগিল এবং কোরেশ দেখিতে পাইল যে, মক্কা ও তাহার দক্ষিণ অঞ্চলের আরব গোত্রগুলিও অল্পদিনের মধ্যে এছলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যাইবে। এই আশঙ্কায় মক্কার কোরেশ, তাএফের ছকিফ্‌ ও হোনেনের হাওয়াজেন জাতি

(১) ফৎহল্‌বারী ৭—৩৭২, মাওয়াহেব ১—১৪৮ প্রভৃতি।

যাহারপর নাই বিচলিত হইয়া পড়িল। এতদিনে তাহাদের কৃতকর্ম্মগুলির স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যাওয়ায় কোরেশজাতি এখন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে, কাজেই হাওয়াজেন গোত্রের দলপতিগণ এবার নেতৃত্ব গ্রহণ করিল, এবং সমস্ত পৌত্তলিক আরব গোত্রকে লইয়া সম্মিলিতভাবে মদিনা আক্রমণ করার আয়োজন করিতে লাগিল। হাওয়াজেন দলপতিগণ এই উদ্দেশ্য সফল করার জন্য আরবের বিভিন্ন প্রদেশে গমনপূর্ব্বক ষড়যন্ত্র পাকাইতে থাকে। অবশেষে পূর্ণ এক বৎসরের চেষ্টা চরিত্র ও উদ্যোগ আয়োজনের পর 'সাধারণ আক্রমণ' করার ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ হইয়া যায়। (১) ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার অনুশীলন করিয়া দেখিলেই স্পষ্টতঃই জানিতে পারা যাইবে যে, ঐ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইয়া যাওয়ার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময় হইতে আবার কোরেশের মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিতে আরম্ভ হয়, এবং অবশেষে হোদায়বিয়ার সন্ধি ভাঙ্গিয়া ফেলার জন্য তাহারা ব্যাকুল হইয়া পড়ে।

এই সময় তাহারা দেখিতে পাইল যে, দক্ষিণ আরবের মধ্যে একমাত্র বানি-খোজাআ গোত্র মুছলমানদিগের সহিত সহানুভূতিসম্পন্ন এবং সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আছে। কাজেই এই খোজায়ীদিগকে অবিলম্বে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলা তাহারা সর্ব্বতোভাবে উচিত বলিয়া মনে করিল 'তাহা হইলে দক্ষিণ প্রদেশটা এছলামের ও মোহাম্মদের প্রভাবমুক্ত হইয়া থাকিতে পারিবে। পক্ষান্তরে মোহাম্মদের মিত্র বানি-খোজাআর উপর আক্রমণ চালাইলে, হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্র একখানা বাজে কাগজে পরিণত হইবে এবং আপনা আপনিই একটা সংঘর্ষের সূত্রপাত হইয়া যাইবে।' এই প্রকার যুক্তি পরামর্শ আঁটিবার পর কোরেশগণ খোজায়ীদিগের চিরশত্রু এবং আপনাদিগের মিত্র বানি-বেক্‌র গোত্রকে ক্ষেপাইয়া তুলিল, নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র ও রণসম্ভারাদি দ্বারা তাহাদিগকে সজ্জিত ও সম্পন্ন করিয়া দিল এবং অবশেষে স্বনামখ্যাত কোরেশ নেতা ছফওয়ান, শায়বা, ছাহ্‌ল, (২) হোওয়ায়তেব, মেকরজ প্রভৃতি (৩) বহু কোরেশ ব্যক্তিগত ভাবে তাহাদিগের সহিত যোগদানপূর্ব্বক খোজায়ীদিগকে অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণ করে। কোন কোন খৃষ্টান লেখক এক্ষেত্রে কোরেশদিগের অপরাধের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত হ্রাস করার জন্য নিজেদের দুষ্ট প্রতিভার যথেষ্ট সদ্ব্যয় করিয়াছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, গণিত কয়েকজন মাত্র কোরেশ বানু বেক্‌রের সহিত এই আক্রমণে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু হাদিছ ও ইতিহাসের সমস্ত প্রমাণের সার এইযে, কোরেশগণ বানি-বেকরের উপলক্ষ মাত্র করিয়া খোজায়ীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র কোরেশগণই যোগাইয়াছিল এবং ইতিহাসে যে পাঁচজনের নাম পাওয়া যায়, তাহারা ব্যতীত আরও বহু কোরেশ এই নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডে যোগদান করিয়াছিল। খোজায়ী কবি, এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই হজরতের

---

(১) জরকানী (মাওয়াহেব)—ছিরৎ ১—৩৮৮।

(২) ফৎহুল্ বারী ৭—৩৬৫, জাদুল-মাআদ ১—৪১০, এবনে-হেশাম প্রভৃতি। (৩) তাবকাত।

খেদমতে উপস্থিত হইয়া যে করুণ শোকগাঁথা আবৃত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত আছে :—

"... ان قريشا اخلفوك موعدا   و نقضوا ميثاقك المؤكدا ..."

"هم بيتونا بالوتير هجدا   و قتلونا ركعا و سجدا"

"মোহাম্মদ, দোহাই! আল্লার দোহাই দিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছি। দেখ, কোরেশ তোমার সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে, তাহারা তোমার সেই সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা পত্রখানা বাতিল করিয়া দিয়াছে। রজনীর অন্ধকারে অতর্কিতভাবে তাহারা আমাদিগকে 'অতিরস্থ' আবাসগুলি আক্রমণ করিয়াছে এবং আমাদিগকে শায়িত ও উপবিষ্ট অবস্থায় হত্যা করিয়াছে।" (১) পরে আবুছুফয়ান যখন মুছলমানদিগকে সন্ধি ও শান্তির নামে পুনরায় প্রবঞ্চিত করার জন্য মদিনায় গমন করে, তখন মহাত্মা আবুবাকর তাহাকে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দিয়াছিলেন :—আবুছুফয়ান! আমার দ্বারা কোন সাহায্য পাওয়ার আশা করিও না। তোমরাইত অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র দিয়া তাহাদিগকে এই নৃশংস অত্যাচারে প্রবৃত্ত করিয়াছ। (২)

অত্যাচারের স্বরূপ।

বানি-খোজাআ গোত্র 'অতির' নামক জলাশয়ের নিকট অবস্থান করিতেছিল। একদা রাত্রে তাহারা স্ত্রী-পুত্র-পরিজনবর্গকে লইয়া স্ব স্ব আবাসে নিদ্রিত আছে, এমন সময় কোরেশ ও বানি-বেকর গোত্রের লোকেরা অস্ত্রেশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া খোজায়ীদিগের সেই পল্লী আক্রমন করে। হোদায়বিয়ার সন্ধির পর খোজায়ীগণ সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক ও নিরুদ্বেগ হইয়াছিল, তাহার উপর এই অতর্কিত নৈশ আক্রমণ। সুতরাং পলায়ন অথবা প্রাণদান ব্যতীত তাহাদিগের আর উপায়ান্তরও ছিল না। খোজাআর বিখ্যাত কবি আমর-বেন-ছালেমের যে আর্ত্তনাদপূর্ণ করুণ শোকগাঁথার কথা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কবি বলিতেছেন :—

"কোরেশ আপনার সহিত প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা ভগ্ন করিয়াছে—
আপনার সেই সুদৃঢ় সন্ধি শর্ত্তগুলি তাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।
তাহারা আমাদিগকে শুষ্ক তৃণের ন্যায় পদদলিত করিয়াছে,
কারণ তাহারা মনে করিতেছে যে, আমাদিগের কেহ নাই।
আর, আমাদিগের লোক সংখ্যা এখন তাহাদিগের নিকট নগণ্য (৩)
'অচীরে', ঘুমন্ত অবস্থায় তাহারা আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল—

(১) এবনে-মন্দা, এবনে-আছাকের, বাজ্জার, এবনে-আবিশায়বা, আবদুর-রজ্জাক, তাবরানী প্রমুখ বহু মোহাদ্দেছ এই হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। এবনে-হাজর বাজ্জারের বর্ণিত পরম্পরাকে মাউছুল ও হাছন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেখ ফৎহল্ বারী ৭—৬৬৫, ৬৬৬।

(২) কান্‌জুল্ ওম্মাল ৫—৩০০ পৃষ্ঠা।

(৩) কারণ, হাওয়াজেন ছকিফ প্রভৃতি সমস্ত পৌত্তলিক আরবগোত্র এখন তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে।

এবং শায়িত অবস্থায়, ভূপতিত অবস্থায় ও উপবিষ্ট অবস্থায়
তাহারা আমাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছে।......"

যাহা হউক, পাষণ্ডগণের এই নৃশংস অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভের জন্য হত্যাবশিষ্ট নরনারীগণ 'ভগবানের দোহাই' দিতে দিতে কাবার হরমে প্রবেশ করিল। দুর্দ্ধর্ষতম আরবের মনেও এই সংস্কার বদ্ধমূল ছিল যে, হরমের মধ্যে একটী পিপীলিকার প্রাণবধ করাও অমার্জ্জনীয় মহাপাতক। হরমের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলে অতি পাষণ্ড নরহন্তাও অবধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কোরেশ ও তাহাদিগের বন্ধুগণের প্রত্যেকেই যেন শত শার্দ্দূলের নৃশংসতা এবং সহস্র শয়তানের পিশাচতা লইয়া এই মহাপাতকে লিপ্ত হইয়াছিল। তাহারা হরমের মর্য্যাদার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিল না। জনসাধারণ প্রথমে হরমের সীমায় প্রবেশ করিতে দ্বিধা করায়, তাহাদিগের অন্যতম নেতা নওফল চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "আজ আর ভগবান বলিয়া কেহ নাই। আজ সাধ মিটাইয়া শত্রুবিনাশ কর।" (১) এইরূপে তাহারা নিরীহ নিরপরাধ এবং নিরস্ত্র ও নিদ্রিত খোজায়ীদিগকে 'মনের সাধ মিটাইয়া' বালক বৃদ্ধ ও নরনারী নির্ব্বিশেষে হত্যা করিয়া চলিয়া যায়।

পাঠকগণ দেখিতেছেন যে :—

কোরেশের অপরাধ।

(১) কোরেশপক্ষ হাওয়াজেন ও ছাকিফ প্রভৃতি গোত্রগুলির সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া মদিনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল—

(২) এই নিমিত্ত সন্ধিভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে তাহারা বানিবেক্‌রকে উপলক্ষ করিয়া খোজায়ী-দিগের উপর আক্রমণ করিয়াছিল—

(৩) কোরেশগণের সহিত পরামর্শ ও ষড়যন্ত্র করিয়া এবং তাহাদিগের সাহায্যে ও সাহচর্য্যে তাহারা এই নির্ম্মম অত্যাচার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, এবং—

(৪) সন্ধির শর্ত্তানুসারে বানুবেকরকে এই কার্য্যে কোনপ্রকার সাহায্য ও উৎসাহ দান করা কোরেশের পক্ষে আইন সঙ্গত হয় নাই। বরং বানিবেকর স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া খোজায়ী-দিগকে হত্যা করিতে উদ্যত হইলে, তাহাদিগকে বারণ করা অথবা তাহাদিগের সহিত সম্বন্ধ ছিন্ন করতঃ মদিনায় সংবাদ প্রদান করা, কোরেশের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য ছিল।

সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, কোরেশপক্ষ ইচ্ছাপূর্ব্বক সন্ধিভঙ্গ করিয়াছিল। "বানিবেক্‌র খোজায়ীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল আর কোরেশ বানিবেকরকে সাহায্য করিয়াছিল"—সাধারণ লেখকগণ ঘটনাটাকে এইরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ঘটনা পরম্পরায় অন্তর্নিহিত সত্যগুলি উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে যে :—"কোরেশগণ পূর্ব্বনির্দ্ধারিত পরামর্শ অনুসারে সন্ধিভঙ্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া খোজায়ীদিগের হত্যা সাধনে প্রবৃত্ত

(১) এবনে-হেশাম ২—২০৯, জাদ ১ ৪১০, তাবরী, তারকাত, কান্‌জুল্‌ওম্মাল প্রভৃতি।

হয়, এবং তাহাদিগের মিত্র বানিবেকর জাতি—অর্থদ্বারা নিয়োজিত গুণ্ডার ন্যায়—এই কার্য্যে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল।"

খোজায়ী কবির মদিনা আগমনের ক একদিন পরে, তাহাদের ৪০ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই অত্যাচারের ফরয়াদ করার জন্য মোস্তফা দরবারে উপস্থিত হইলেন। কোরেশ ও বানিবেকরের এই পৈশাচিক অত্যাচারের ও মিত্র খোজাআ বংশের এই মর্ম্মন্তুদ বিপদের কথা শ্রবণে হজরত যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলেন। একদিকে সন্ধির শর্ত্ত ও নিজ প্রতিজ্ঞার মর্য্যাদা রক্ষা করা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না, অন্যদিকে স্বদেশ ও স্বদেশবাসীদিগের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক মমতা। মক্কা আক্রমণ করিলে তাঁহার জননী জন্মভূমি আর মক্কার অধিবাসীবৃন্দ ধ্বংস হইয়া যাইবে। তাহারা বিধর্ম্মী পৌত্তলিক, তাহারা প্রাণের বৈরী—সব ঠিক। কিন্তু তবুও তাহারা যে স্বদেশবাসী, জননী জন্মভূমির সন্তান—আমার সহোদর ভ্রাতা। কাজেই হজরত 'একাএক' রণসজ্জার আদেশ না দিয়া প্রথমে কোরেশের নিকট দূত পাঠাইলেন। হজরতের দূত মক্কায় উপস্থিত হইলে নিম্নলিখিত তিনটী শর্ত্ত পেশ করিয়া বলিলেন—আপনারা এই তিনটীর মধ্যে কোন্‌টী অবলম্বন করিবেন—জানিতে চাই! শর্ত্ত তিনটী, যথা :—

খোজাআর ডেপুটেশন।

(১) অর্থদ্বারা এই অন্যায় হত্যার ক্ষতিপূরণ করিয়া দেওয়া হউক! অথবা—

(২) কোরেশ, বানুবেকর জাতির মিত্রতা পরিত্যাগ করুক! অথবা—

(৩) ঘোষণা করা হউক যে, হোদায়বিয়ার সন্ধি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

তখন কোরেশপক্ষ হইতে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করা হইল যে, আমরা তৃতীয় শর্ত্ত মনজুর করিতেছি! (১) কোরেশ যে কোন্ কারণে এমন অসমসাহসিকতার সহিত হোদায়বিয়ার সন্ধি ভাঙ্গিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিল, পাঠকগণ তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। যাহাহউক, এই দূত মদিনায় ফিরিয়া আসার পর হজরত যখন দেখিলেন যে, মক্কা অভিযানে বহির্গত হওয়া ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই, তখন তিনি অতিসন্তর্পণে যাত্রার আয়োজন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

দূতমুখে মক্কাবাসীদিগের সিদ্ধান্তের কথা শ্রবণ করিয়া হজরত যে কি প্রকার দুঃখিত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। হতভাগ্যদিগকে বুঝাইবার জন্য তিনি নিজে দূত পাঠাইলেন, কিন্তু তাহারা তাঁহার উপদেশ ও অনুরোধের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে একবিন্দুও দ্বিধাবোধ করিল না। তখন খোজাআ গোত্রের প্রতি অনুষ্ঠিত অত্যাচারগুলির প্রতিবিধান করার জন্য তিনি মক্কাযাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন।

এযাত্রার বিশেষত্ব।

(১) ফৎহুল বারী ও জর্কানী দেখ।

কিন্তু স্বদেশ ও হতভাগ্য দেশবাসীর মমতা তখনও তাঁহার হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় নাই। কাজেই তিনি এই যাত্রা সম্বন্ধে এরূপভাবে ব্যবস্থা করিতে আরম্ভ করিলেন, যাহাতে কোরেশপক্ষ ঘুণাক্ষরেও তাহার কোনপ্রকার সংবাদ জানিতে না পারে। পূর্ব্ব হইতে সংবাদ জানিতে পারিলে কোরেশপক্ষ মোকাবেলার জন্য যথাসাধ্য প্রস্তুত হইবে, ইহা নিশ্চিত; এবং বিরাট মোছলেমবাহিনীর সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে কোরেশকে একেবারে ধনেপ্রাণে মারা পড়িতে হইবে, ইহাও নিশ্চিত। সেইজন্য হজরত নিজের সঙ্কল্প গোপন করিয়া রাখিলেন, এমনকি প্রথম প্রথম হজরত আবুবাকরও কিছুই জানিতে পারেন নাই। যাহাহউক, এই অভিযানের সংবাদ যাহাতে বাহিরে পৌঁছিতে না পারে, সেজন্য মদিনার বাহিরে কড়া পাহারা বসাইয়া দেওয়া হইল, কএকদিনের জন্য বিদেশী লোকদিগের বহির্গমন নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষিত হইল।

হাতেব-বেন-আবি বল্‌তাআ নামক জনৈক ছাহাবী নিজের পরিজনবর্গকে ত্যাগ করিয়া মদিনায় আগমন করেন। এছলাম গ্রহণের পর একাধিক্রমে তিনি স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির যথেষ্ট সেবা করিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদি পরিজনবর্গ অদ্যাবধি মক্কায় অবস্থান করিতেছিল। অধিকন্তু, মক্কায় অবস্থান করিলেও তিনি কোরেশ নহেন। এই সকল কারণে তাঁহার মনে নানা আশঙ্কার সৃষ্টি হইতে লাগিল, এবং তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, বর্ত্তমান অবস্থায় কোরেশের সহানুভূতি গ্রহণ করিতে না পারিলে, মুছলমানদিগের মক্কা আক্রমণের সময়, তাঁহার পরিজনবর্গের দাঁড়াইবার স্থান থাকিবে না। এই সকল কথা ভাবিয়া তিনি কোরেশদিগকে হজরতের অভিযান সংবাদ জ্ঞাত করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এই সময় ওম্মেছারা নাম্নী কোরেশদিগের জনৈক মুক্তিপ্রাপ্ত দাসী মদিনায় আসিয়া হজরতের নিকট নিজের আর্থিক অভাবের কথা জানাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করে। হজরত তাহার অভাব পূরণ করিয়া দিলে সে যথাসময় মক্কায় চলিয়া যাইতে থাকে। হাতেব এই ওম্মেছারার নিকট একখানা গুপ্ত পত্র পাঠাইয়া দেন। কিন্তু হজরত হাতেবের এই অন্যায় আচরণের কথা জানিতে পারিয়া জোবের মেকদাদ ও আলীকে ডাকিয়া বলিলেন:—"রওজাখাখ্ নামক স্থানে না পৌঁছিয়া দম লইবে না। সেখানে একটী বিদেশী স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইবে, তাহার নিকট একখানা পত্র আছে, সেখানা লইয়া আসিতে হইবে।" হজরতের আদেশ শ্রবণ মাত্র ইঁহারা অশ্বারোহণপূর্ব্বক লক্ষ্যস্থানের দিকে ধাবিত হইলেন এবং যথাসময় ওম্মেছারার নিকট হইতে হাতেবের গুপ্ত পত্রখানা উদ্ধার করিয়া আনিলেন। হজরতের দরবারে ছাহাবাগণের সম্মুখে হাতেবের মোকদ্দমা পেশ হইলে তিনি নিজের দুশ্চিন্তা ও সঙ্কল্পের সমস্ত কথা অকপটে ব্যক্ত করিলেন। হাতেবের এই অকপট স্বীকারোক্তি শ্রবণ করিয়া হজরত বলিয়া উঠিলেন:—"হাতেব সত্যকথা বলিয়াছে।" হজরত

হাতেবের অপরাধ।

উনসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

ওমর তখন হাতেবের 'গর্দ্দান মারার' প্রস্তাব করিলে, হজরত তাঁহার অতীত খেদমতগুলি স্মরণপূর্ব্বক তাঁহার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলেন। (১)

পাঠকগণ, আবুছুফয়ান ও কোরেশজাতির চরিত্র-বৈচিত্র্যটা বোধ হয় বহু পরিমাণে অবগত হইতে পারিয়াছেন। হেজরতের পর আবুছুফয়ান যে আরও একবার মদিনায় আসিয়াছিল এবং কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল, তাহাও পাঠকগণের স্মরণ আছে। গত বারের ন্যায় সে এবারও একটা গূঢ় ও গুপ্ত রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি লইয়াই মদিনায় আসিয়াছিল এবং নিজকে দূতরূপে পরিচিত করিয়া নিরাপদে সেই অভিসন্ধি সফল করার চেষ্টা করিয়াছিল। ইতিহাসে স্পষ্টাক্ষরে এই কথাগুলি লিপিবদ্ধ না থাকিলেও, হাদিছ ও ইতিহাসের রেওয়ায়তগুলির দ্বারা এই প্রকার অনুমান করিয়া লওয়া খুবই সঙ্গত হইবে। যাহা হউক, আবুছুফয়ান, আবুবাকর, ওমর, আলি প্রভৃতি ছাহাবাগণের সঙ্গে দুই একবার সাক্ষাৎ করিয়া দুই একটা বাজে কথা বলিয়া এমন ভাব দেখায় যে, সে যেন হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্রের দৃঢ়ীকরণের জন্যই আগমন করিয়াছে। দুই একদিন পরে সে একদা মছজিদে হজরতের মজলিসে উপস্থিত হইয়া হঠাৎ ঘোষণা করিল :—'আমি হোদায়বিয়ার সন্ধিকে 'রিনিউ' করিয়া চলিলাম,' এই বলিয়াই সে মদিনাত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। যাহা হউক, আবুছুফয়ানের কোন উদ্দেশ্যই সফল হয় নাই।

আবুছুফয়ানের নূতন ফন্দী।

এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, হাওয়াজেন ও ছকিফ জাতির উত্থানের কথা শ্রবণ করিয়া হজরত হোনেন অঞ্চলে অভিযান প্রেরণ করার কল্পনা জল্পনা করিতেছিলেন এবং ছাহাবাগণও তাহা জ্ঞাত ছিলেন। এই সময়ই খোজায়ীদিগের হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয় এবং তাহার অল্প কয়েকদিন পরেই হজরত মক্কায় অভিযান করেন। পূর্ব্ব সঙ্কল্পের কথা শত্রুপক্ষের বিদিত থাকায় এই অভিযানের সংবাদ পাইয়া প্রবল পরাক্রান্ত হাওয়াজেন জাতি নিজেদের সমস্ত শক্তি লইয়া স্বদেশের সীমার মধ্যে আবদ্ধ হইয়া রহিল। কোরেশ তখন অন্তঃশূন্য অবস্থায় উপনীত, মুখে দম্ভ দর্প এবং অভিমান ও আত্মম্ভরিতার প্রলাপ যথেষ্ট থাকিলেও নিজের বলে কিছু করিবার মত শক্তি তখন আর তাহাদের ছিলনা। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কথা এই যে, মক্কার অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকে কোরেশের এমনকি নিজেদের অগোচরেই মোস্তফাচরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছিল। সহরতলীর দুর্দ্ধর্ষ আরবগণ হোদায়বিয়ার সন্ধি ও তৎপর বৎসরের 'ওমরা' উপলক্ষে হজরতের যেটুকু পরিচয়

---

(১) হাতেবের ঘটনাটী বোখারী, আবুদাউদ, তিরমিজী প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে স্বয়ং হজরত আলী কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। বহু সন্ধানের পর আমরা কন্জুল্ওম্মাল হইতে স্ত্রীলোকটির নাম আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছি। (৫—২৯৯) এই ওম্মে-ছারা যে কি উদ্দেশ্যে মদিনায় আগমন করিয়াছিল, বোধ হয় পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

পাইয়াছিল, তাহাতেই তাহারা কোরেশের প্রবঞ্চনা ও স্বার্থপরতার বিষয় কতক পরিমাণে অবগত হইতে পারে। কাজেই কোরেশের অঙ্গুলিসঙ্কেত-মাত্র হাজার হাজার বদ্দু আরবের ফৌজ প্রস্তুত হইয়া যাওয়া এখন আর সম্ভবপর ছিল না। হাওয়াজেন ও ছাকিফের লোকেরা নিজেদের দেশ ছাড়িয়া মক্কাবাসীদিগের সাহায্যার্থে অগ্রসর হইতে পারিবে না, এই সংবাদ জানিবার পর আবুছুফয়ান মদিনায় আগমন করিয়াছিল এবং কোন প্রকার ধরা ছোঁওয়ার মধ্যে না গিয়া, সন্ধি ও শান্তির নামে পূর্ব্বের ন্যায় মুছলমানদিগকে প্রবঞ্চিত করার প্রয়াস পাইয়াছিল।

৮ম হিজরীর ১৮ই রমজান (১) তারিখে, দশ সহস্র (২) অনুরক্ত ভক্তকে সঙ্গে লইয়া হজরত মক্কাযাত্রা করিলেন। দশ সহস্র মোছলেম বীরের এই বিরাটবাহিনী আজ ঠিক সেই পথ ধরিয়া মক্কাযাত্রা করিয়াছিল—আট বৎসর পূর্ব্বে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে যে পথ দিয়া মদিনা প্রয়াণ করিতে হইয়াছিল। অনুরক্ত ভক্তগণের মধ্যে, শ্বেতপতাকার ছায়াতলে শ্বেত অশ্বতর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া, হজরত সাফল্যের এই মহিমরঞ্জিত দৃশ্য দর্শন করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উপত্যকা অধিত্যকার প্রত্যেক আরোহণ-অবরোহণে এই বিশাল নরমুণ্ড সাগরে যখন তরঙ্গের পর তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছিল, এবং অযুত কণ্ঠের তক্‌বির ঘোষণায় যখন হেজাজের পল্লীপ্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল; হজরতের মস্তক তখন বিনয় ও কৃতজ্ঞতার ভারে নোওয়াইয়া আসিতেছিল। তিনি এ সাফল্যের মধ্যে নিজের সত্তা আদৌ অনুভব করিতে পারিলেন না। তিনি সব কাজে এবং সব স্থানে একমাত্র সেই সর্ব্বশক্তিমান করুণানিধানের মঙ্গল হস্তের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন।

হজরতের মক্কাযাত্রা।

এইরূপে মদিনাবাহিনী যথাসময়ে মক্কার নিকটবর্ত্তী 'মররজ-জহরান' উপত্যকায় উপস্থিত হইয়া চড়াও করিয়া বসিল। সন্ধ্যার পর সৈনিকগণ নিজ নিজ খাদ্য প্রস্তুত করার জন্য অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিলে পর্ব্বতটী অপূর্ব্ব দৃশ্য ধারণ করিল। প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবী ওরওয়া বলিতেছেন—সে দৃশ্য দর্শন করিয়া আরফার ময়দানের কথা মনে হইতেছিল। কোরেশগণ পূর্ব্বাহ্নেই এই অভিযানের কথা জানিতে পারে, সেইজন্য তাহার খবর লইবার নিমিত্ত কোরেশ পক্ষের লোকেরা সর্ব্বদাই মক্কার বাহিরে চৌকিপাহারা দিত। আবুছুফয়ান, হাকিম-বেন-হেজাম

(১) সাধারণতঃ ১০ই রমজান বলা হইয়া থাকে। কিন্তু এমাম আহমদ তাঁহার মোছনাদে ছহি ছনদ সহকারে যে হাদিছটী বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ১৮ই তারিখের উল্লেখ আছে। হাফেজ এবনে-কাইয়্যমও এই রেওয়ায়তের সমর্থন করিয়াছেন। দেখ—হালবী ৩—৭৬, জাদ প্রভৃতি।

(২) কোন কোন বর্ণনায় ৮ সহস্র বলা হইয়াছে। গ্রন্থকারগণ বলেন—মদিনা হইতে ৮ হাজার একসঙ্গে যাত্রা করে, নগরের বাহিরে আর দুই হাজার তাহাদের সঙ্গে যোগ দেয়। যাহা হউক, সংখ্যা যে দশ হাজারই ছিল, তাহা বোখারীর হাদিছ দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে।

উনসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

ও বোদা এল বেন-অরকা নামক কোরেশ প্রধানগণ এক রাত্রিতে ঐরূপ চৌকি দিতে বাহির হইয়া, মরর-উপত্যকায় ঐ দৃশ্য দর্শন করে এবং এসম্বন্ধে তথ্যসংগ্রহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। এইভাবে তাহারা নানাপ্রকার আলোচনা ও নানাবিধ দুশ্চিন্তার মধ্য দিয়া উপত্যকার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, কারণ ইহা ব্যতীত প্রকৃত তথ্যসংগ্রহের উপায়ান্তর ছিলনা। যাহা হউক, আবুছুফ্য়ান ও তাহার বন্ধুদ্বয় তথ্যের ভাবনা ভাবিতেছে, এমন সময় অন্ধকারের মধ্যে ঘোর কৃষ্ণবর্ণের কতকগুলি ছায়া তাহাদিগের দিকে ছুটিয়া আসিয়া বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করিল—'তোমরা বন্দী।' বলা আবশ্যক যে, এই সময় মহামতি ওমর ফারুক একদল রক্ষী সৈন্য Patrol সহ উপত্যকার চারিদিকে 'রোঁদ' দিয়া বেড়াইতেছিলেন, আবুছুফ্য়ান প্রভৃতি তাঁহাদিগেরই হস্তে বন্দী হইয়াছিল। (১)

ওমর ফারুক আবুছুফ্য়ানকে লইয়া হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন:—সত্যের শত্রুদিগকে সমূলে উৎপাটিত করার শুভমুহূর্ত্ত সমাগত। আবুছুফ্য়ান আজ বন্দী। বস্তুতঃ প্রতিশোধ গ্রহণ ও প্রতিফল দানের সময় উপস্থিত, কিন্তু মহামহিম মোস্তফা যে সে সব কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন। দীর্ঘ ২১ বৎসর কালের অবিশ্রান্ত ও অমানুষিক অত্যাচারের একটা সামান্য স্মৃতিও যে তাঁহার হৃদয়ে স্থানলাভ করিতে পারে নাই। বরং আবুছুফ্য়ানকে দেখিয়াই তাঁহার স্বাভাবিক স্নেহ ও করুণা দ্বিগুণিত হইয়া গেল। হায়, কত অবোধ ইহারা, এখনও সত্যের প্রতি বৈরভাব পোষণ করিতেছে! ইহাতে যে হতভাগাগুলির ইহ-পরকালের সকল সুখ এবং সকল শান্তি নষ্ট হইয়া যাইতেছে। হায়, এই হতভাগ্যদিগকে কবে আমি অনন্ত সুখ সরোবরের তীরে আনিয়া উপস্থিত করিতে পারিব। ফলতঃ তখন হজরতের দুঃখ হইতেছে যে, এই অবোধ হতভাগ্যগুলিকে তখনও তিনি সুখী করিতে পারেন নাই। এই সময় আবুছুফ্য়ানকে বন্দী অবস্থায় উপস্থিত করা হইলে, হজরত তাহার প্রতি কোন প্রকার রূঢ় বা কর্কশ ব্যবহার করিলেন না। বরং করুণস্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'আবুছুফ্য়ান! এখনও তুমি সেই করুণানিধান 'অহদহু, লা-শরিকা লাহু' (একমেবাদ্বিতীয়ম) কে চিনিতে পার নাই? আবুছুফ্য়ান বিমর্ষভাবে একটু আমতা আমতা করিয়া উত্তর করিল—তা, এখন পারিতেছি বৈকি! আমাদের ঠাকুর দেবতা কেউ থাকিলে এখন আমাদের পানে তাকাইত! পাথরের ন্যায় জমাটবাঁধা মস্তিষ্কের উপর আজ এতটুকুও জ্ঞানের প্রভাব হইতে পারিয়াছে, আবুছুফ্য়ানের মনে যুক্তি ও জিজ্ঞাসার আভাস জাগিয়াছে দেখিয়া হজরত মনে মনে আনন্দিত হইলেন এবং উৎসাহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন:—আচ্ছা, আবুছুফ্য়ান, আমি যে আল্লার প্রেরিত সত্যনবী, এ সম্বন্ধে কি এখনও তোমার সন্দেহ আছে? মোস্তফার প্রশস্ত ও প্রশান্ত ললাটদেশের প্রতি দৃষ্টি করিয়া

(১) বোখারী ৮—৫।

আবুছুফ্‌য়ান নির্ভীকচিত্তে উত্তর দিল :—"এখনও কিছু কিছু সন্দেহ আছে।" (১) ইহার কিছু সময় পরে (২) আবুছুফ্‌য়ান প্রকাশ্যভাবে এছলাম গ্রহণ করে।

যাহা হউক, আবুছুফ্‌য়ান এই অবস্থায় চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে হজরত তাহাকে সকাল পর্য্যন্ত থাকিয়া যাইতে আদেশ করেন।

ছোবহে-ছাদেকের শুভপ্রভা পূর্ব্বগগনে প্রতিভাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মর্‌র-উপত্যকার শিখরদেশ হইতে আজানধ্বনি উত্থিত হইল। বেলালের সমুচ্চ ও সুগভীর স্বরতরঙ্গে পর্ব্বত-প্রান্তর মুখরিত হইয়া উঠিল। ভক্তগণও 'আল্লাহো আকবর' বলিয়া শয্যাত্যাগ করিলেন এবং সকলে জমাআতে সমবেত হইয়া ফজরের নামাজ সমাপন করিলেন। নামাজ অন্তেই যাত্রার আদেশ হইল এবং মোছলেম সেনানিবেশের দিকে দিকে সাজসাজ সাড়া পড়িয়া গেল। আবুছুফ্‌য়ান, পিতৃব্য আব্বাছের সহিত উপত্যকার একটা উচ্চ চূড়ায় বসিয়া এই তামাশা দেখিতে লাগিল। তখন বিভিন্ন গোত্রের বীরগণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত হইয়া মক্কার দিকে যাত্রা করিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে পতাকার পর পতাকা ও ফওজের পর ফওজ আবু-ছুফয়ানের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছে, এবং সে চকিত ও স্তম্ভিত দৃষ্টিতে তাহা দর্শন করিতেছে। কিছুক্ষণ পরে আনছা'র-রেজিমেণ্ট অভূতপূর্ব্ব শান-শওকতের সহিত তাহার দৃষ্টিপথে সমাগত হইল। আবুছুফয়ান জিজ্ঞাসা করিল—'এ, কাহারা?' আব্বাছ উত্তর করিলেন—এটা আনছারীদিগের রেজিমেণ্ট, ছাআদ-বেন-ওবাদা ইহার নায়ক। এই সময় ছাআদ আবুছুফ্‌য়ানকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন :—'আজ ভীষণ সংঘর্ষের দিন, আজ কাবার সম্ভ্রম নষ্ট হইবে।' আবুছুফ্‌য়ান ইহা শুনিয়া বিলাপব্যঞ্জক ভাষায় আব্বাছের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিল। অবশেষে মোহাজেরগণ সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, হজরত এই দলে অবস্থান করিতেছিলেন। হজরতকে দেখিয়াই আবুছুফ্‌য়ান আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল :—মোহাম্মদ, তুমি কি তোমার স্বজনগণকে হত্যা করার আদেশ দিয়াছ?

হজরত উত্তর করিলেন—না, কখনই নহে। তখন আবুছুফ্‌য়ান ছাআদের দর্পোক্তির কথা নিবেদন করিয়া ফ্যালফ্যাল নেত্রে হজরতের মুখপানে তাকাইয়া রহিল। হজরত বজ্রগম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন—'ছাআদের কথা সত্য নহে, আজ প্রেম ও করুণার দিন, আজ কাবার সম্ভ্রম চির প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিন।' সঙ্গে সঙ্গে অশ্বসাদী হরকরা ছুটিয়া গিয়া সেনাপতি ছাআদকে হুকুম শুনাইল যে, এই প্রকার উক্তি করার জন্য তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। (৩) ছাআদ নীরবে নব নিয়োজিত সেনাপতির হস্তে পতাকা দিয়া নিজে তাঁহার বশ্যতা

(১) ফৎহুল্‌বারী, তাবরী, হালবী প্রভৃতি।
(২) কত পরে এবং ঠিক কোন সময়ে তাহা নির্ণয় করা কঠিন।
(৩) কনুজ ৫—২৯৭ প্রভৃতি।

স্বীকার করিয়া লইলেন। তাহার পর হজরত, আবুছুফ্য়ানকে বলিতে লাগিলেন :—আবু-ছুফ্য়ান! তুমি গিয়া মক্কাবাসীদিগকে অভয় দাও, আজ তাহাদিগের প্রতি কোনই কঠোরতা হইবে না। তুমি আমার পক্ষ হইতে নগরময় ঘোষণা করিয়া দাও :—

(১) যে ব্যক্তি অস্ত্রত্যাগ করিবে—তাহাকে অভয় দেওয়া হইল।

(২) যে ব্যক্তি কাবায় প্রবেশ করিবে—সে অভয়প্রাপ্ত।

(৩) যাহারা নিজেদের গৃহদ্বার বন্ধ করিয়া রাখিবে, তাহাদিগের কোনই ভয় নাই।

(৪) যাহারা আবুছুফ্য়ানের গৃহে প্রবেশ করিবে, তাহারা অভয়প্রাপ্ত। (১) হজরত যে মক্কাবাসীদিগকে অভয়বাণী প্রেরণ করিলেন, সে সংবাদ মোছলেম-বাহিনীর সমস্ত সৈন্যকেও জানাইয়া দেওয়া হইল। এই ঘোষণা ব্যতীত হজরত মুছলমানদিগকে কঠোরভাবে আদেশ দিলেন যে নগর প্রবেশের সময় বা তাহার পরে কেহই অস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবেনা। যাহাতে নগর প্রবেশের সময় কাহারও প্রতি কোনপ্রকার অসংযত ব্যবহার করা না হয়, সে সম্বন্ধে বিশেষ তাকিদ করার পর হজরত একটা উচ্চস্থানে আরোহণ করতঃ স্বয়ং এ বিষয়ের পরিদর্শন করিতেছিলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, মুছলমানদিগকে বিভিন্ন দলে ও বিভিন্ন পথ দিয়া নগর প্রবেশের আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। সেনাপতি খালেদ-বেন-অলিদ যে পথ দিয়া নগর প্রবেশ করিতেছিলেন, সেদিকে সূর্য্যকিরণে অস্ত্রের চমক দর্শন করিয়া হজরত বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে কৈফিয়ৎ দিবার জন্য খালেদকে হাজির করা হইল। খালেদ উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন—মহাত্মন্! আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন করার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু ইহারা কোনমতেই নিরস্ত হইল না। তাহারা প্রথমে আমাদিগকে আক্রমণ করে এবং দুইজন মুছলমানকে নিহত করিয়া ফেলে। তখন অগত্যা আমাকেও অস্ত্র বাহির করিতে হইয়াছিল। কিন্তু, হে রহমতুল্-লিল-আলামীন! আপনি তদন্ত করিয়া দেখুন, যাহাতে এই সংঘর্ষে অধিক প্রাণহানি না হয়, সেজন্য আমি সর্ব্বদাই যৎপরোনাস্তি সংযত ও সঙ্কুচিত হইয়াই সৈন্যচালনা করিয়াছি। (২) হজরতের এই সকল সদয় ব্যবহার সত্ত্বেও কোরেশপক্ষের নীচষড়যন্ত্রের ইয়ত্তা ছিল না। আবুছুফ্য়ানের মুখে হজরতের দয়া ও অভয়ের কথা জ্ঞাত হওয়ার পরও তাহারা নিজ ও অন্যান্য অনুগত গোত্রের দুর্দ্দান্ত ও গুণ্ডাশ্রেণীর বহুসংখ্যক লোক সংগ্রহ করিয়া মুছলমানদিগকে আক্রমণ করার জন্য সমবেত করিয়া ফেলিল। তাহাদিগের মধ্যে পরামর্শ স্থির হইল যে, আমাদিগের এই লোকগুলিকে যদি কৃতকার্য্য হইতে দেখা যায়, তাহাহইলে আমরাও তখন তাহাদিগের সহিত যোগদান করিব। অন্যথায় মোহাম্মদ আমা-দিগকে যে অভয়দান করিয়াছেন, তখন আমরা তাহাদ্বারা আত্মরক্ষা করিব। কোরেশের এই অকারণ সৈন্যসমাগম দেখিয়া, হজরত আনছারদিগকে ডাকিয়া প্রস্তুত থাকিতে এবং

(১) বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ। (২) ফৎহুল্ বারী, এবনে-হেশাম প্রভৃতি।

আগামীকল্য প্রাতঃকালে ছাফা পর্ব্বতের পাদমূলে সমবেত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। আনছারগণের বিরাট সৈন্যসঙ্ঘ যথাসময় সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। তখন অবস্থা এরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, "মুছলমানগণ তাহাদিগের যাহাকে ইচ্ছা নিহত করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহারা একজন মুছলমানের কেশ স্পর্শও করিতে পারিত না।" কোরেশপক্ষ যখন বুঝিতে পারিল যে, মুছলমানগণ তাহাদিগের জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছেন, তখন তাহারা নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া যারপরনাই ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এই সময় আবু-ছুফ্‌য়ান আর্ত্তনাদ করিতে করিতে হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিল :— 'মোহাম্মদ! কোরেশের এই দলটীকে যদি তুমি ধ্বংস করিয়া ফেল, তাহা হইলে আজ হইতে কোরেশের নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।' তখন হজরত, আবুছুফ্‌য়ানকে পুনরায় নিজের অভয়বাণীর কথা স্মরণ করাইয়া বলিয়া দিলেন—(১) যাও, সেই অনুসারে কাজ কর, তোমাদিগকে পুনরায় ক্ষমা করিলাম, পুনরায় অভয় দিলাম।

(১) মোছলেম ২—১০২, মোছনাদ ও নাছাই ; আবুহোরায়রা হইতে।

হ'জের মওছমে আরফাত পর্ব্বত-প্রান্তর

সাড়ে তেরশত বৎসর পূর্ব্বে রহমতুল্-লিল্-আলামীন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা যেস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দুনয়াকে প্রেম ও সাম্যের চরম বাণী দান করিয়াছিলেন—

সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

হজরতের নগর প্রবেশ।

মোছলেম সেনাসঙ্ঘগুলি পূর্ব্বকথিত মতে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া এবং বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া মক্কার দিকে অগ্রসর হওয়ার পর, মোহাজেরগণকে সঙ্গে লইয়া হজরতও মক্কা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময় কোরেশগণের প্রতি হজরতের অনুপম করুণা প্রকাশ সত্ত্বেও, তাহারা পুনঃপুনঃ যে সকল নীচ অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল এবং প্রত্যেকবারই হজরত তাহাদিগের ঐ শ্রেণীর গুরুতর অপরাধগুলিকে যেরূপ প্রশান্তবদনে ক্ষমা করিয়াছিলেন, তাহার একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠকগণ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। যাহা হউক, এইরূপ পূর্ণ শান্তির সহিত হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ও তাঁহার সহচরগণ নগরদ্বারে উপস্থিত হইলেন।

সাধারণতঃ এরূপ ক্ষেত্রে বিজেতা নরপতিগণ নিজের প্রধান প্রধান অমাত্য ও সেনাপতি-দিগকে সঙ্গে লইয়া নগর প্রবেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু মক্কাবাসিগণ বিস্মিত নেত্রে দেখিল, হজরতের ছওয়ারীর উপর স্থান পাইয়াছেন, একমাত্র ওছামা—ক্রীতদাস জায়দের পুত্র ওছামা! (১) লক্ষ লক্ষ মানবের পরম ভক্তিভাজন ধর্ম্মগুরু, আরবের মহাপ্রতাপশালী মহারাজাধিরাজ, অপরাজেয়-কোরেশবিজেতা, দশ সহস্র আত্মোৎসর্গ বীরসেনার অধিনায়ক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা—আর 'ঘৃণিত ও পশ্বাধমরূপে ব্যবহৃত দাসপুত্র' একই উটের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আছেন। বস্তুতঃ আজ মক্কা বিজয় নহে, কোরেশ বিজয়ও নহে। বরং আজ প্রেমের হস্তে পশুত্বের পরাজয় এবং সত্যের দ্বারা শয়তান-বিজয়ের স্বর্গীয় অভিনয় আরম্ভ হইয়াছে। মোস্তফা 'বিশ্বপ্রেম বিশ্বপ্রেম' করিয়া কেবল কতকগুলি অনর্থক সমাস সমষ্টি রচনা করিয়া যান নাই; তিনি শত্রুকে ক্ষমা করার জন্য কেবল কতকটা বাচনিক ভাবপ্রবণতা প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। বরং তিনি হাতেকলমে ঐগুলিকে বাস্তবে পরিণত করিয়া দিয়াছেন, বাস্তব জগতে বাস্তব স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। মক্কাবিজয়ের ব্যাপারগুলি তাহার আংশিক নমুনা মাত্র।

যাত্রার বিশেষত্ব।

(১) বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ ও সমস্ত ইতিহাস পুস্তক।

হজরতের প্রধানতম শিক্ষা ইহাই। মানুষ মানুষের প্রভু হইতে পারেনা, মানুষ মানুষের দাস হইতে পারে না। তাহাদের একমাত্র প্রভু আল্লা এবং তাহারা সকলে একমাত্র তাঁহারই দাস এবং তাঁহারই সন্তান—সুতরাং তাহারা সকলেই সমান। এই সত্যপ্রচারের জন্য—না, তাহাকে পূর্ণ পরিণতরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য—হজরত আজ দাসপুত্রকে 'সহসাদী' রূপে গ্রহণ করিয়া নগরে প্রবেশ করিতেছেন। আরব দেখিল এবং বুঝিল—পাশবিক অধিকারের বলে আল্লার আইনকে নির্ম্মমভাবে পদদলিত করিয়া, এতদিন তাহারা যে সহস্র সহস্র নরনারীকে ঘৃণিত পশু অপেক্ষাও নিকৃষ্টতর স্থান দিয়াছে, বিজয়ী এছলাম আজ তাহাকে তুলিয়া মোহাম্মদ মোস্তফার সহিত এক আসনে বসাইয়া দিতেছে!

বিজয়ী রাজা ২১ বৎসরের পর আজ বৈরীবিজয়ে সমর্থ হইয়াছেন, এমন সময় কত দর্প, কত দম্ভ মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে অধিকার করিয়া থাকে; শ্লাঘায় গৌরবে আনন্দে মানুষ একেবারে আত্মহারা হইয়া পড়ে। কিন্তু ইতিহাস ও হাদিছগ্রন্থ সমূহে বিশ্বস্ত পরম্পরা দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে যে, নগর প্রবেশের সময় হজরতের মস্তক ক্রমেই অবনমিত হইয়া আসিতেছিল, এমন কি, ক্রমে ক্রমে তাহা পালানের "কাঠি" স্পর্শ করে। (১) মক্কার সহস্র সহস্র নরনারী আজ যেন কি এক অস্ফুট আর্ত্তনাদ ও ব্যাকুল মনোভাব লইয়া মোস্তফার মুখপানে তাকাইয়া আছে। নিজেদের অপরাধগুলি স্মরণ করিয়া আজ তাহারা কতই না আত্মগ্লানি ভোগ করিতেছে! কোরেশদলপতি ও মক্কাপ্রদেশের সম্ভ্রান্ত পদস্থব্যক্তিগণ দূরে দূরে দাঁড়াইয়া আছে। হজরতের সহিত চোকাচোকি হইলে তাহারা লজ্জা, ঘৃণা ও অনুশোচনায় অধঃবদন হইয়া পড়িতেছে। হায়, হায়, বেচারারা কতই না কষ্ট পাইতেছে, কতই না মনস্তাপ ভোগ করিতেছে। সুতরাং যাহাতে কাহারও সহিত চাক্ষুষ না হয়, হজরত তাহার ব্যবস্থা করিলেন। হজরত সকল সময় এবং সকল দিকে তাঁহার সেই 'করুণানিধান পরমাত্মীয়ের' মঙ্গল করাঙ্গুলির স্পষ্ট সঙ্কেত দেখিতে পাইতেছিলেন। কিন্তু মানুষ আজ মানুষকে 'বিজয়ী' বলিয়া গ্রহণ করিতেছে, যন্ত্রীকে ভুলিয়া যন্ত্রের দিকে তাকাইয়া আছে। অথচ সমস্ত শক্তি সমস্ত সাফল্য, সুতরাং সমস্ত মহিমা ও সমস্ত কৃতজ্ঞতা একমাত্র তাঁহার। এই চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে হজরতের মস্তক একেবারে নত হইয়া সেজদার আকারে পালানের কাঠির সহিত মিলিয়া যাইতেছিল। (২)

অপরূপ দৃশ্য।

নগর প্রবেশের পর হজরত সর্ব্বপ্রথমে কাবা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ভক্তিভরে তাহার চারিপার্শ্বে প্রদক্ষিণ (তাওয়াফ) করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন তাওহীদের প্রধানতম শিক্ষক এবরাহিম খলিলের প্রতিষ্ঠিত বায়তুল্লার চারিপার্শ্বে পুতুল,

(১) হাকেম—এক,লল, এবনে-হেশাম, মাওয়াহেব ১—১৫৪।
(২) ছুফীগণ এই 'মাকাম'কেই "খেলঅৎ দর আঞ্জমন" বলিয়া থাকেন।

সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

প্রতিমূর্ত্তি, চিত্র এবং 'প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত' ৩৬০টী ঠাকুরদেবতা ও বিগ্রহাদি স্থানলাভ করিয়া বসিয়াছিল। হজরতের আদেশে সেগুলি বাহির করিয়া ফেলা হইতে লাগিল। মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে হজরত এবরাহিম ও এস্মাইলের চিত্রও অঙ্কিত হইয়াছিল, তাহাও ধুইয়া মুছিয়া ফেলা হইতে লাগিল। যে চিত্রগুলি ধুইয়া ফেলা অসম্ভব, জাফ্‌রানের জল দিয়া সেগুলিকে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইল। (১) যীশুক্রোড়ে মেরীর চিত্রও কাবার একটা স্তম্ভে বিদ্যমান ছিল, এ চিত্রখানিও মুছিয়া ফেলা হইল। (২) হজরত, ওমর ফারুককে এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই প্রকারে সমস্ত চিত্র মোচিত হওয়ার পর হজরত কাবায় প্রবেশ করিলেন। (৩) কাবা প্রবেশের সময়ও যে সকল (ধাতু বা-প্রস্তর নির্ম্মিত) বিগ্রহ দণ্ডায়মান ছিল, হজরত হাতের ছড়িদ্বারা তাহাদিগের কপালে খোঁচা দিয়া—অথবা তাহাদের মাথার দিকে ইঙ্গিত করিয়া (৪) বলিতেছেন ঃ—

جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل كان زهوقا -
جاء الحق و ما يبدئ الباطل و ما يعيد -

"সত্য সমাগত হইল, মিথ্যা বিনষ্ট হইল, মিথ্যার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।" "সত্য সমাগত হইয়াছে, এবং অসত্য কস্মিনকালেও আর ফিরিয়া আসিবে না।" (৫) কাবায় প্রবেশ করার পর, হজরত প্রথমে তাহার দিকে দিকে ও কোণে কোণে ছুটিয়া গেলেন এবং প্রত্যেক কোণে উপস্থিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া তকবির ধ্বনি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। বলপূর্ব্বক মাতৃক্রোড় হইতে বিচ্যুত বিয়োগবিধুর শিশু, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর আবার মাতৃ-আঙ্গিনায় উপস্থিত হইতে পারিলে যেমন সব ভুলিয়া সব ছাড়িয়া কেবল মা মা বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে—হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাও সেইরূপ কাবা প্রবেশের প্রথম সুযোগে আকুল কণ্ঠে আল্লার নামে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। হজরতের অনুচর ও সহযাত্রিগণও প্রথম দিবা রজনী এইরূপে তকবির প্রার্থনা ও প্রাদক্ষিণ কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। দ্বিতীয় দিবস নামাজের ওয়াক্ত উপস্থিত হইলে, বেলালের প্রতি আজান দিবার আদেশ হইল। আদেশ পাওয়ামাত্র বেলাল কাবার একটী সমুচ্চ স্থানে আরোহণপূর্ব্বক আজান দিতে আরম্ভ করিলেন। (৬) একে স্থান ও কালের বিশেষত্ব, তাহার উপর ভক্তকুলরাজ বেলালের কণ্ঠনিঃসৃত আজানধ্বনি—সে ধ্বনি বহু শতাব্দীর কোফর কলুষিত মক্কানগরের দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া কাবার প্রস্তরে প্রস্তরে স্বর্গের শিহরণ জাগাইয়া তুলিল। তাহার উপর, বেলালের প্রথম তকবিরের সঙ্গে সঙ্গে অযুত

---

(১) বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি।
(২) ফৎহল বারী।
(৩) আবুদাউদ, বোখারী প্রভৃতি।
(৪) দেখ—এবনে-খলদুন।
(৫) বোখারী, মোছলেম, তিরমিজী।
(৬) বোখারী, এবনে-হেশাম ২—২:৯ ; কানজ ৫—২৯৭, ৩০৩ প্রভৃতি।

ভক্তের মিলিত কণ্ঠে যখন তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল; মক্কার অধিবাসিগণ তখন ভয়ে বিস্ময়ে, ক্ষোভে অভিমানে এবং অপমানে অনুতাপে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল।

এ সময় কোরেশদিগের ব্যাকুলতা ও চাঞ্চল্যের অবধি নাই। তাহারা দলে দলে কা'বা প্রাঙ্গণে সমবেত হইয়াছে, হজরত কি করেন বা কি বলেন, তাহা দেখিবার ও শুনিবার জন্য সকলেই ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময়, নামাজ শেষ করার পর সমবেত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া হজরত একটী নাতিদীর্ঘ খোৎবা প্রদান করিলেন। তিনি দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন:—

হজরতের অভিভাষণ।

الحمد لله الذى انجز وعده ' ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده

"আল্লার শোকর যিনি নিজের ওয়াদা পূর্ণ করিয়াছেন, যিনি নিজের দাসকে সাহায্য করিয়াছেন এবং একাকী যিনি সজ্ঘসমূহকে পরাভূত করিয়াছেন।" এইরূপে নিজের সমস্ত কৃতকার্য্যতার একমাত্র কারণ যে আল্লাহ্ এবং নিজের বা অন্য কোন মানুষের কোন হাত যে তাহাতে নাই, অভিভাষণের প্রারম্ভে তাওহিদের এই মূলমন্ত্রটী উত্তমরূপে স্মরণ করাইয়া দিয়া হজরত কয়েকটী অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে নিজের সিদ্ধান্ত সকলকে জানাইয়া দিলেন। আমরা নিম্নে ঐ অভিভাষণের সংক্ষিপ্ত ভাবার্থ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

(১) সকলে শ্রবণ কর! অন্ধকার যুগের সমস্ত অহঙ্কার—তাহা অর্থগত হউক আর শোণিতগত হউক—সমস্তই আমার এই যুগল পদতলে দলিত, মথিত ও চিরকালেরতরে রহিত হইয়া গেল।—এখানে বলা আবশ্যক যে, আরবজাতির অন্য শত যোগ্যতা বিদ্যমান থাকিলেও একমাত্র এই 'অন্ধকার যুগের অহঙ্কারের' জন্যই এতদিন তাহাদিগের মধ্যে জাতীয় জীবনের উন্মেষ হইতে পারে নাই। একটা প্রাণের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য এবং একটা শোণিত পণের অর্থের নিমিত্ত, তাহারা প্রতিবেশী গোত্রসমূহের সহিত যুগযুগান্তর ধরিয়া এবং পুরুষানুক্রমে যুদ্ধবিগ্রহ, নরহত্যা ও লুণ্ঠনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিত। ব্যক্তিগত অপরাধের জন্য একটা গোত্রের উপর অকথ্য অত্যাচার করা হইত। পক্ষান্তরে সেই গোত্রের কবি ও লেখকগণ সেই সকল অত্যাচারের কথা চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিতেন এবং সুযোগ উপস্থিত হইলে সুদে-আসলে তাহার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইত। বলা আবশ্যক যে, অত্যাচারের এই আদান প্রদানই আরবের প্রধান শ্লাঘার বিষয় ছিল। এইরূপে গৃহযুদ্ধ, কলহকোন্দল এবং অশান্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা আরবীয় সমাজ সমূহে চিরস্থায়ী ও ক্রমবর্দ্ধনশীল হইয়া দাঁড়ায়। মহামতি মোস্তফা, আরব জাতিকে জীবন দিতে আসিয়াছিলেন। তাই ধর্ম্ম সম্বন্ধে (১) কোন কথা না বলিয়া তিনি প্রথমে আরবের জাতীয় জীবনের সর্ব্বনাশকর এই মারাত্মক ব্যাধিটীর প্রতিকার করার জন্য

(১) সাধারণতঃ এখন ধর্ম্ম বলিতে যাহা বুঝা হইয়া থাকে। নচেৎ এছলামের শিক্ষানুসারে মানবের প্রত্যেক কর্ত্তব্যই ধর্ম্ম।

ব্যগ্র হইয়াছিলেন। পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, এই ঘোষণার দ্বারা পূর্ব্বযুগের দাবীদাওয়াগুলি বারিত ও রহিত হইয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরবীর সমাজের প্রধানতম আপদটী নিমেষের মধ্যে চিরতরে তিরোহিত হইয়া গেল।

(২) অতঃপর যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাপূর্ব্বক হত্যা করে, তাহা হইলে ইহা তাহার ব্যক্তিগত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে এবং সেজন্য তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইবে। ভ্রমজনিত নরহত্যার জন্য নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণকে একশত উষ্ট্র ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা হইল। ইহাও তাহার ব্যক্তিগত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) 'হে কোরেশজাতি! মূর্খতা-যুগের অহমিকতা এবং কৌলিন্যের গর্ব্ব আল্লাহ তোমাদিগর হইতে দূর করিয়া দিয়াছেন। মানুষ সমস্তই আদম হইতে আর আদম মাটি হইতে (উৎপন্ন হইয়াছেন)।' সকলে শ্রবণ কর, আল্লাহ বলিতেছেন:—'হে মানব! আমি তোমাদিগের সকলকেই (একই উপকরণে) স্ত্রীপুরুষ হইতে সমুৎপন্ন করিয়াছি—এবং তোমাদিগকে একমাত্র এই জন্য বিভিন্ন শাখা ও বিভিন্ন গোত্রে (বিভক্ত) করিয়াছি যে, উহাদ্বারা তোমারা পরস্পরের নিকট পরিচিত হইতে পারিবে (অহঙ্কার ও অত্যাচার করার জন্য নহে)। নিশ্চয় জানিও যে, তোমাদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি অধিক সংযমশীল (পরহেজগার), আল্লার নিকট সেইই অধিক মহৎ। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী।'

সকল মানুষই আদম হইতে পয়দা হইয়াছে—সুতরাং আদমের সন্তানগণ পরস্পর পরস্পরের ভ্রাতা এবং তাহারা সকলেই সমান। তাহার পর ইহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, আদম মাটি হইতে উৎপন্ন। সুতরাং মানুষকেও মাটির মত সর্ব্বসহ সর্ব্বপালক ও অহঙ্কার শূন্য হওয়া চাই। বলা বাহুল্য যে, সাম্য কোরআনের প্রধানতম শিক্ষা এবং জগতে ইহার প্রতিষ্ঠাই মোস্তফা জীবনের প্রধানতম সিদ্ধি। এই শিক্ষা এবং এই সিদ্ধির প্রকৃত স্বরূপ আজও সাধারণভাবে মানব সমাজের বিদিত হয় নাই, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে। মোস্তফা চরিতের শেষ খণ্ডে এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

(৪) 'সকল প্রকার মদ ও মাদক দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়, মুছলমান অমুছলমান সকলের পক্ষে নিষিদ্ধ।' মাদক দ্রব্যের ব্যবহার পূর্ব্বেই হারাম হইয়াছিল, উহার ক্রয় বিক্রয়ও বন্ধ করা হইয়াছিল। কিন্তু এই নিষেধটী এতদিন পর্য্যন্ত মুছলমানদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল এবং আরবের অমুছলমানগণ এযাবৎ এই পাপাচারে পূর্ব্ববৎ লিপ্ত হইয়া ছিল। আজ এছলামের পূর্ণ সাফল্যের দিনে সকলকে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, অতঃপর মাদকদ্রব্যের ক্রয় বিক্রয়ও ফৌজদারী দণ্ডবিধির অন্তর্গত একটী গুরুতর অপরাধ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইবে। (১)

(১) কনজ ৫—২১১। বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ এবনে-হেশাম প্রভৃতি।

খোৎবা শেষ করার পর হজরত সমবেত কোরেশগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। একুশ বৎসরের অগণিত ও অকথ্য অত্যাচারের নায়ক এবং তাহাদিগের সকল পাপাচারের সহায় মক্কাবাসিগণ, আজ তাঁহার চরণতলে অধঃবদনে উপবিষ্ট। দীর্ঘ একুশ বৎসরের সমস্ত অপরাধ আজ তাহাদিগের চক্ষের সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা ভাবিতেছে—সেই অগণিত অপরাধপুঞ্জের প্রত্যেকটীর জন্য তাহারা ন্যায়তঃ কঠোরতর দণ্ডাদেশের উপযুক্ত। তাই নিজেদের কর্ম্মফলের ভাবী বিভীষিকা কল্পনা করিয়া তাহারা এক একবার শিহরিয়া উঠিতেছে। আবার মোস্তফার মহিমমণ্ডিত বদনমণ্ডলের মধুর প্রশান্ত রূপ দর্শনে তাহাদিগের প্রাণে প্রাণে যেন একটা আশ্বাসের ভাব জাগিয়া উঠিতেছে। হজরত তখন সমবেত কোরেশগণকে বিশেষতঃ মক্কাবাসীদিগকে সাধারণভাবে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—হে কোরেশজাতি! হে মক্কার অধিবাসীবৃন্দ! তোমাদিগের প্রতি আজ আমি কিরূপ ব্যবহার করিব বলিয়া তোমরা মনে করিতেছ? মজলিসের চারিদিক হইতে শতকণ্ঠে উত্তর হইল :—

অপরূপ দৃশ্য ও মহিমময় আদর্শ।

خـيــرا – اخ كريم وابن اخ كريم ...
نظن خيرا – اخ كريم وابن اخ كريم وقد قدرت
" — ... وان كنا لخاطئين-

"কল্যাণের আশা করিতেছি।" "মঙ্গলের আশা করিতেছি।" "হে আমাদিগের মহিমময় ভ্রাতা! হে আমাদিগের মহান ভ্রাতুষ্পুত্র! তুমি বিজয়ী, তুমি আজ দণ্ডদানে সমর্থ। তবুও তোমার নিকট আমরা সদ্ব্যবহারেরই আশা করিতেছি। যদিও আমরা অপরাধী, তবু তোমার নিকট করুণ ব্যবহার পাইবার প্রত্যাশী।" তখন প্রেম ও করুণা-বিজড়িত কণ্ঠে এরশাদ হইল :—

لا تثريب عليكم اليوم - يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين - اذهبوا ' فانتم الطلقاء

"আজ তোমাদিগের প্রতি কোনই অভিযোগ নাই। আল্লাহ তোমাদিগকে ক্ষমা করুন, তিনি শ্রেষ্ঠতম দয়াময়। যাও, তোমরা সকলে মুক্ত, সকলে স্বাধীন।" (১)

হজরতের পূর্ব্বোক্ত অভয় ঘোষণার পরও যাহারা খালেদের সৈন্যদলকে আক্রমণ করিয়া দুইজন ছাহাবীকে নিহত করিয়াছিল, সেই বিদ্রোহীগণও হজরতের করুণালাভে বঞ্চিত হইল না। একদল লোক হজরতকে অতর্কিতভাবে নিহত করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাহাদিগের নিয়োজিত একজন লোক এই পরামর্শ অনুসারে হজরতকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে ছাহাবাগণ তাহাকে ধরিয়া

হত্যার ষড়যন্ত্র ও হজরতের করুণা।

(১) তাবরী ৩—১২০, জাদ ১—৪১৫; এবনে-হেশাম ২—২৬৯; হালবী ৩—৯৮।

ফেলেন। অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লইয়া এই ব্যক্তিকে 'নজরবন্দ' করিয়া রাখা হয়। রহমতুল-লিল-আলমীনের অপার করুণা ফলে এই আততায়ীকেও মুক্তি দেওয়া হইল।

মক্কাবিজয়ের দ্বিতীয় দিবস হজরত নিবিষ্টমনে কাবার তাওয়াফ করিতেছেন—এমন সময় ফোজালা-বেন-ওমের নামক জনৈক মক্কাবাসী অতি সন্তর্পণে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ফোজালা নিজে বলিতেছেন—হজরতকে অতর্কিতভাবে হত্যা করার মানসে আমি খুব সতর্কে তাঁহার পানে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় তাঁহার দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল। হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে? ফোজালা না কি?"

প্রাণের বৈরীর জীবন লাভ।

আমি। জি, হাঁ, আমি।

হজরত। কি মতলব আঁটিতেছ?

আমি। আজ্ঞে, কিছু না। এই আল্লাহ আল্লাহ করিতেছি।

আমার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া হজরত আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি মধুর হাস্যসহকারে বলিলেন:—'বেশ কথা ফোজালা! সেই আল্লার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।' এই সময় ফোজালার মানসিক অবস্থা যে কিরূপ হওয়া স্বাভাবিক, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। তিনি যুগপৎভাবে ভয়ে লজ্জায় ও অনুতাপে অভিভূত এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। হজরত তখন নিজের দক্ষিণ হস্ত তাঁহার বক্ষের উপর স্থাপন করিলেন। ফোজালা বলিতেছেন—তখন আমার মনের সমস্ত চাঞ্চল্য ও সকল অশান্তি দূর হইয়া গেল। আমি এক স্বর্গীয় শান্তি ও অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তিলাভ করিয়া ধন্য হইলাম।

মদ ও বেশ্যা, এই শ্রেণীর লোকদিগের অবসর রঞ্জনের প্রধান উপকরণ। ফোজালাও পূর্ব্বে ইহাতে মজিয়াছিলেন। তিনি যখন জীবনসাগরে স্নাত হইয়া পবিত্র দেহে ও শুদ্ধ-বুদ্ধ হৃদয়ে বাটীর দিকে ফিরিয়া যাইতেছেন, সেই সময় তাঁহার বড় আদরের ও বড় গৌরবের রক্ষিতা—সম্ভবতঃ তাঁহার ভাবান্তর দর্শনে বিচলিত হইয়া—বলিতে লাগিল:—"প্রাণেশ্বর! একবার এদিকে আইস, একটা কথা শুনিয়া যাও।" ফোজালা লজ্জায় ও ঘৃণায় অধঃবদন হইয়া দ্রুত পদনিক্ষেপে সেখান হইতে পলাইয়া গেলেন এবং যাইতে যাইতে মাথা নীচু করিয়া বলিতে লাগিলেন—একমাত্র আল্লাই আমাদিগের সকলের প্রাণেশ্বর, তাঁহাকেই প্রেম কর, শান্তিলাভ করিতে পারিবে। "আর নয়,—

قالت هلم الى حديث فقلت - يابى عليك الله والاسلام

আল্লাহ ও এছলাম আমাকে তোমা হইতে বারিত করিতেছে।" (১)

---

(১) জাদুল-মাআদ ১—৭১৭, এবনে-হেশাম ৩—২২১, হালবী ও এছাবা প্রভৃতি।

একসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

অপরাধীগণের প্রাণদণ্ড।

মক্কা প্রবেশের পূর্ব্বে নগরবাসী জনসাধারণকে হজরত যে অভয়দান করিয়াছিলেন, পাঠকগণ তাহা বিশেষরূপে বিদিত হইয়াছেন। এই অভয়দানের পরও একরামা ও ছফওয়ান প্রমুখ কোরেশপ্রধানগণ, বহু লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহপূর্ব্বক, যেভাবে হজরতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিল—এমন কি হজরতকে অতর্কিত-ভাবে নিহত করার জন্য তাহারা যে সকল গুপ্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, বিশ্বস্ত হাদিছগ্রন্থ হইতে তাহাও পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই শ্রেণীর অপরাধী-গণ অল্পক্ষণের মধ্যে পরাভূত হইয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া পড়িল। তাহারা তখন মনে করিতে লাগিল—'মোহাম্মদ সকলকে অভয়দান করিয়াছেন—সত্য, কিন্তু আমরা তাঁহার সেই করুণ ব্যবহারের যে প্রতিদান করিয়াছি, তাহা ক্ষমার অযোগ্য। এ অবস্থায় মক্কা হইতে পলায়ন করা ব্যতীত প্রাণরক্ষার উপায়ান্তর নাই।' এইরূপ ভাবনায় বিচলিত হইয়া ছফওয়ান ও একরামা প্রভৃতি গোপনে মক্কাত্যাগ করিয়া পলাইয়া যায়। কয়েকটা "খুনী আসামী" প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য ইতিপূর্ব্বে মদিনা হইতে মক্কায় পলাইয়া আসে। তাহারাও হজরতের এই আশাতীত বিজয়লাভে নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া প্রমাদ গণিতে আরম্ভ করিল এবং আত্মগোপন বা দূরদেশে পলায়নপূর্ব্বক প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। আমাদিগের অনতর্ক ঐতিহাসিকগণ এই শ্রেণীর নরনারীদিগের নামের তালিকা দিয়া বলিতেছেন যে, হজরত ইহাদিগকে অভয়দান করেন নাই। কেহ কেহ ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া বলিতেছেন—হজরত ইহাদিগকে হত্যা করার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। আবার কেহ কেহ নিহত নরনারীদিগের নামের তালিকা দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা তাঁহাদিগের প্রমাণহীন—বরং প্রমাণের বিপরীত—অলীক অনুমান মাত্র। এই অনুমানের মূলে কোন সত্য নিহিত না থাকায় এই বিবরণের প্রত্যেক অংশে তাঁহারা এরূপ মারাত্মকরূপে পরস্পর বিরোধী বর্ণনা প্রদান করিয়াছেন যে, তাহার আলোচনাকালে ধৈর্য্যধারণ করা কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়। বোখারী, মোছলেম, নাছাই ও আবুদাউদ প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থেও এতৎসংক্রান্ত কোন কোন

ঐতিহাসিকগণের অলীক বিবরণ।

ঘটনার উল্লেখ আছে। আমরা নিম্নে এই সকল বিবরণ সম্বন্ধে কয়েকটা আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

নাছাই, আবুদাউদ প্রভৃতি হাদিছ পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে যে, মক্কা বিজয়ের সময় হজরত চারিজন পুরুষ এবং দুইজন স্ত্রীলোক ব্যতীত আর সকলকেই অভয়দান করিয়াছিলেন। (১) আমরা প্রথমে হাদিছ হইতে এই ছয়জন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়া দিব এবং তাহার পর প্রত্যেক আসামী সম্বন্ধে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

আসামীগণের নাম ঃ—(১) আবুজেহেলের পুত্র একরামা। (২) আবদুল্লাহ-বেন-খাতল। (৩) মিকয়াছ-বেন-ছোবাবা। (৫) আবদুল্লাহ-বেন-ছাআদ-বেন-আবিছারহ। (৫-৬) মেকয়াছ-বেন-ছোবাবার গায়িকাদ্বয়। ইহার মধ্যে একরামা ও আবদুল্লাহ-বেন-ছাআদ এবং একটী গায়িকা যে নিহত হয় নাই, ঐ সকল হাদিছেই তাহার বর্ণনা আছে। একরামা ও আবদুল্লাহ-বেন-ছাআদ যে হজরতের পরেও বহুকাল বাঁচিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করারও উপায় নাই। পক্ষান্তরে আবদুল্লাহ-বেন-খাতল ও মেকয়াছ বেন-ছোবাবা এবং একটী গায়িকা যে নিহত হইয়াছিল, ঐ সকল হাদিছে তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ, নাছাই ও এবনে-মাজা প্রভৃতি গ্রন্থে একটী হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, মক্কা প্রবেশের পর হজরতকে বলা হইল যে, এবনে-খাতল কাবার গেলাফের অন্তরালে পলাইয়া আছে—তখন হজরত তাহার প্রাণবধ করার আদেশ প্রদান করেন। ছেহাছেত্তা ব্যতীত অন্যান্য কেতাবে ছহি ছনদসহকারে (২) এই হাদিছের শেষভাগে বর্ণিত হইয়াছে যে "অতঃপর লোকে তাহাকে নিহত করিয়া ফেলিল।" সুতরাং এবনে-খাতল যে, হজরতের আদেশক্রমে নিহত হইয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে।

এবনে-খাতলের অপরাধ।

এবনে-খাতলকে কোন অভয়দান করা হয় নাই এবং কোন অপরাধে তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছিল—আমাদিগের কতিপয় লেখক এই প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় বলিয়া যাইতেছেন যে, کان ابن خطل يهجوا رسول الله صلعم এবনে-খাতল হজরতের নিন্দাবাদ করিয়া বেড়াইত, এই কারণে তাহার প্রতি এই কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা তাঁহাদিগের প্রমাণহীন বরং প্রমাণ বিরুদ্ধ অনুমান মাত্র। বোখারী মোছলেম প্রভৃতি বিশ্বস্ততম হাদিছ গ্রন্থসমূহে, মোছলেম কুল জননী বিবি আয়শার রেওয়ায়তে স্পষ্টাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে যে, নিজের প্রতি অনুষ্ঠিত কোন অত্যাচার বা অপরাধের কোন প্রকার প্রতিশোধ হজরত কখনই গ্রহণ করেন নাই। আর হজরতের নিন্দাবাদ এবং তাঁহার প্রতি অত্যাচার করার জন্য দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়া থাকিলে, মক্কার বিশেষতঃ কোরেশজাতির কয়জন লোক সে দণ্ডের হাত এড়াইতে পারিত?

(১) আবুদাউদ ২—১২, নাছাই ৬২১, কনুজ ৫—২১৮ ও ২১৪। (২) ফৎহল বারী।

ফলতঃ কথিত লেখকগণের এই উক্তিটার কোনই মূল্য নাই। প্রকৃত কথা এইযে, এবনে-খাতল বিশ্বাসঘাতকতা, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক নরহত্যা ইত্যাদি গুরুতর অপরাধে অপরাধী ছিল এবং সেজন্য মক্কাবিজয়ের বহু পূর্ব্বে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। আমাদিগের প্রাতঃস্মরণীয় মোহাদ্দেছগণ এবনে-খাতলের এই সব অপরাধের কথা বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। খাত্তাবী বলিতেছেন :—(১)

كان ابن خطل بعثه رسول الله صلعم فى رجه مع رجل من الانصار و امرالانصارى عليه ـ فلما كان ببعض الطريق وثب علي الانصارى فقتله وذهب بما له ـ فلم ينفذ له رسول الله صلعم الامان ' و قتله بحق ما جناه فى الاسلام ـ

হাফেজ এবনে-হাজ্‌র বলিতেছেন :—(২)

وانما امر بقتل ابن خطل لانه كان مسلما ـ فبعثه رسول الله صلعم مصدقا و بعث معه رجلا من الانصار وكان معه مولى يخدمه وكان مسلما ـ فنزل منزلا ان يذبح تيسا ... فعدى عليه و قتله ثم ارتد مشركا

ফাকেহী ছনদসহকারে বর্ণনা করিতেছেন যে :—

بعث رسول الله صلعم رجلا من الانصار و رجلا من المزينه وابن خطل و قال اطيعا الانصارى حتى ترجعا ـ فقتل ابن خطل الانصاري وهرب المزنى

এবনে-এছহাক প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণও এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। (৩) এই সকল বর্ণনার সারমর্ম্ম এইযে, এবনে-খাতল মুছলমান হইয়া মদিনায় অবস্থান করিতেছিল। এই সময় হজরত আর দুইজন মুছলমানের সঙ্গে তাহাকে জাকাত আদায় করার জন্য স্থানান্তরে প্রেরণ করেন। এই দুইজনের মধ্যে একজন মোজায়না বংশের আর একজন আনছারী, এই আনছারীকেই হজরত এই ক্ষুদ্র দলের আমির করিয়া দেন। আনছারীর নিকট (সরকারী তহবিলের) টাকাকড়ি ম'জুদ ছিল। পথিমধ্যে সুযোগ বুঝিয়া এবনে-খাতল হজরতের নিয়োজিত আমিরকে হত্যা করিয়া তাঁহার তহবিলের সমস্ত টাকাকড়ি অপহরণ করে এবং আত্মরক্ষার্থে মক্কায় পলাইয়া যায়। অপর লোকটী পলাইয়া মদিনায় উপস্থিত হয়। এই বিশ্বাসঘাতকতা, ইচ্ছাপূর্ব্বক নরহত্যা, রাজদ্রোহ ও সরকারী তহবিল তছরুফের অপরাধে—সেই সময় তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছিল। বলা আবশ্যক যে, মুছলমান আসামীরূপে তাহার প্রতি এই প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল এবং মক্কাবিজয়ের পর

(১) আওনুল্‌মাবুদ ৩—১২। (২) ফৎহুল্‌বারী ৪—৪৩।
(৩) এবনে-হেশাম ২—২১৮, হালবী ৩—৯১, তাবরী ৩—১১৯ প্রভৃতি।

এই অপরাধের জন্যই হজরত এই ফেরারী খুনী আসামীকে নিহত করার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। (১)

নাছাই, আবুদাউদ, দারকুৎনী প্রভৃতি হাদিছগ্রন্থের একটা বিবরণে এই মাত্র জানা যাইতেছে যে, হজরত মেকয়াছ বেন-ছোবাবা নামক এক ব্যক্তিকে অভয়দান করেন নাই, বরং তাহাকে নিহত করার আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই আদেশ অনুসারে লোকে তাহাকে বাজারে নিহত করিয়া ফেলে।

মেক্‌য়াছের প্রাণদণ্ড।

এই হাদিছের দুইটী রাবী—এছমাইল ছদ্দি ও আছবাত—সম্বন্ধে কতিপয় মোহাদ্দেছ তীব্র অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ছদ্দি অত্যন্ত গোঁড়া শীয়া ছিলেন এবং তিনি হজরত আবুবাকর ও ওমরকে সর্ব্বদা গালাগালি দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। ছদ্দীর শিষ্য আছবাতও যে শীয়া মতের অনুরাগী ছিলেন, তাহা তৎবর্ণিত একটা হাদিছ হইতে অনুমান করা যায়। (২) আহমদ-বেন-মোফজ্জেলকেও অনেকে জঈফ বলিয়াছেন। আবার মজার কথা এই যে, 'ছদ্দী (তাহার উপরিতন রাবী) মোছয়াবের মুখে শুনিয়াছেন'—পরবর্ত্তী রাবী আছবাত সোজাসুজিভাবে এইরূপ বর্ণনা না করিয়া বলিতেছেন যে, زعم السدي عن مصعب بن سعد ছদ্দী মনে করেন যে তিনি মোছয়াব-বেন-ছাআদের নিকট অবগত হইয়াছেন। ফলে রেওয়ায়তের হিসাবেও হাদিছটী বিশেষ নির্ভর-যোগ্য নহে। শ্রদ্ধেয় মওলানা শিবলী মরহুমের ছিরৎগ্রন্থের সঙ্কলক জনাব মওলানা ছোলায়মান নাদভী ছাহেব এই হাদিছটাকে 'অসংলগ্নসূত্র' বলিয়া একেবারে উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আবুদাউদের প্রচলিত সংস্করণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, আলোচ্য হাদিছের শেষ রাবী মোছয়াব, এবং তিনি ছাহাবী নহেন—তাবেয়ী। মোছয়াব যে তাবেয়ী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি হাদিছের শেষ রাবী নহেন। আওনল মাবুদের সঙ্গে যে আবুদাউদ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে عن مصعب بن سعد عن سعد অর্থাৎ মোছআব-বেন-ছাআদ হইতে, "তিনি ছাআদ হইতে" স্পষ্টতঃ এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে এমাম নাছাই এই হাদিছটাকে অবিকল এই ছনদসহকারে বর্ণনা করিয়াছেন। ঐ ছনদের শেষে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে :—عن مصعب بن سعد عن ابيه মোছআব-বেন-ছাআদ হইতে, "তিনি স্বীয় পিতা (ছাআদ) হইতে বর্ণনা করিতেছেন।" ফলতঃ মওলানা ছাহেবের উপরোক্ত সিদ্ধান্তটী যে সমীচীন হয় নাই, ন্যায়ের অনুরোধে আমরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি।

যাহা হউক, ছনদের হিসাবে এই হাদিছটার গুরুত্ব কম হইয়া গেলেও এবনে-আছাকের,

---

(১) এবনে-খাত্তলের নাম ও তাহার হত্যাকারী সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দেখা যায়। অনেকে বলেন—গায়িকা দুইটী এই এবনে-খাতলের রক্ষিতা ছিল। কিন্তু আবুদাউদ বলিতেছেন—উহারা মেকয়াছের রক্ষিতা। এই রেওয়ায়তগুলি যে, সাময়িক জনশ্রুতি হইতে সঙ্কলিত, এই অসাধারণ মতভেদ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। গায়িকাদ্বয়ের পরিচয়াদি সম্বন্ধেও এই প্রকার অসমাধ্য অসামঞ্জস্য বিদ্যমান রহিয়াছে।

(২) মীজান ১—৭০, ৯৩।

এবনে আবিশায়বা প্রমুখ মোহাদ্দেছগণের বর্ণিত হাদিছগুলির সহযোগে, ওয়াকেদী ও এবনে

মেক্‌য়াছের অপরাধ।

এছহাকের 'ঐতিহাসিক বিবরণ' অপেক্ষা ইহার মর্য্যাদা যে অনেক অধিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা সকলকে স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং দার্শনিক যুক্তিতর্কের দ্বারা এই সকল হাদিছের কোন অংশ ভিত্তিহীন বলিয়া সপ্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত, উহার বর্ণিত ঘটনাগুলিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এই হিসাবে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, মক্কাবিজয়ের পর, মেকয়াছকে হজরতের আদেশক্রমে নিহত করা হইয়াছিল। কিন্তু এই প্রাণদণ্ডের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে আমরা সহজেই জানিতে পারিব যে, এই মেক্‌য়াছও একজন 'খুনী আসামী'—এবং হজরত মক্কাবিজয়ের পূর্ব্বেই ইহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

ইতিহাস ও চরিত পুস্তক সমূহে বর্ণিত হইয়াছে যে, মেক্‌য়াছ ও তাহার সহোদর হেশাম, এছলাম গ্রহণপূর্ব্বক মদিনায় অবস্থান করিতে থাকেন। এই সময় একটা যুদ্ধে জনৈক আনছারী ভ্রমক্রমে (শত্রু মনে করিয়া) হেশামকে নিহত করেন। যথাসময় হজরতের দরবারে এই মোকদ্দমার বিচার হইয়া যায় এবং হজরত ভ্রমজনিত নরহত্যার জন্য মেক্‌য়াছকে যথাবিধি প্রচুর ক্ষতিপূরণ প্রদান করেন। নরাধম এই ক্ষতিপূরণের টাকা লইবার পর উপরোক্ত আনছারীকে হত্যা করিয়া মক্কায় পলায়ন করে। সেই সময় ইচ্ছাপূর্ব্বক নরহত্যার অপরাধে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করা হয় এবং মক্কাবিজয়ের পর সেই আদেশ কার্য্যে পরিণত করা হয়। (১)

এবনে-খাতলের দুইজন রক্ষিতা গায়িকা হজরতের কুৎসামূলক গাঁথা গান করিয়া বেড়াইত। এই গায়িকাদ্বয়ের প্রতিও প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে একটী

গায়িকার প্রাণদণ্ড।

পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করে, পরে হজরতের কৃপাভিক্ষা করিয়া বাঁচিয়া যায়। কিন্তু অন্যটীকে নিহত করা হইয়াছিল—আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ সাধারণভাবে এই কথা বলিয়াছেন। আবুদাউদের একটী রেওয়ায়তে দুইজন গায়িকার মধ্যে একজনের নিহত হওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই হাদিছটীর ছনদ যে সন্তোষজনক নহে, আবুদাউদ স্বয়ং সেকথা বলিয়া দিয়াছেন। তাহার পর ঐতিহাসিকগণ বলিতেছেন যে, এবনে খাতলের গায়িকাদ্বয়ের প্রতি প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু আবুদাউদের এই রেওয়ায়তে এবনে-খাতলের স্থানে মেক্‌য়াছ-বেন ছোবাবার নাম করা হইয়াছে। নিহত গায়িকার নাম সম্বন্ধেও যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। কেহ বলিতেছেন, তাহার নাম কারিবা। কেহ কেহ বলিতেছেন কারিবা নহে ফর্ত্তনী। আবার কেহ কেহ আর্ণাব ও ওম্মে-ছাআদ নামেরও উল্লেখ করিয়াছেন। হাফেজ এবনে-হাজর বলিতেছেন—এই সমস্যার সমাধান

(১) এবনে-হেশাম, হালবী, এছাবা প্রভৃতি।

করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, কারিবা ফর্তনী আর্ণাব ও ওম্মে-ছাআদ একই ব্যক্তির নাম! (১) এই সকল গুরুতর অসামঞ্জস্যের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই রেওয়ায়তগুলি কতিপয় রাবীর অনুমান বা ভিত্তিহীন জনশ্রুতি ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইজন্য এবনে-ছাআদ, তাঁহার গুরু ওয়াকেদীর সমস্ত রেওয়ায়তকে অগ্রাহ্য করিয়া বলিতেছেন যে, "প্রাণ দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে মাত্র এবনে-খাতল, হোওয়ায়রেছ এবং মেকৃয়াছকে নিহত করা হইয়াছিল।" (২) ইহাদ্বারা স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, এই তিনজন পুরুষ ব্যতীত অন্য কোন নরনারীকে নিহত করা হয় নাই। এখানে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নারীহত্যা এছলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। বোখারী ও মোছলেম এই মর্ম্মের যে হাদিছটী আব্দুল্লাহ এবনে ওমর হইতে বর্ণনা করিয়াছেন, এমাম নাবাবী তাহার টীকায় লিখিতেছেন :—

اجمع العلماء على العمل بهذا الحديث و تحريم قتل النساء الخ

"আলেমগণ একমত হইয়া বলিতেছেন যে, এই হাদিছের উপর আমল করা অবশ্য কর্ত্তব্য— এবং স্ত্রীলোকদিগকে হত্যা করা হারাম।" (৩) সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, রছুলের হাদিছ এবং আলেমগণের সমবেত সিদ্ধান্ত অনুসারে, এই গল্পটীর প্রতি কোন প্রকার আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে না। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নিজের প্রতি অনুষ্ঠিত কোন অত্যাচার উপদ্রবের প্রতিশোধ হজরত জীবনে কখনই গ্রহণ করেন নাই। (৪) এইজন্য তিনি নিজের প্রাণের বৈরীদিগকেও কখনও কোন প্রকার দণ্ডপ্রদান করেন নাই। পাঠকগণ মোস্তফা চরিতের বহু স্থানে ইহার বিস্তর প্রমাণ পাইয়াছেন। হজরত এই সকল অপরাধীকে ক্ষমা করিতেছেন, তীব্র হলাহল ভক্ষণ করিয়াও খায়বারের এহুদী নারীকে সহাস্য-বদনে মুক্তিদান করিতেছেন—আর মক্কায় করে কোন ক্রীতদাসী স্বীয় প্রভুর সন্তোষলাভের জন্য তাঁহার কি গ্লানি করিয়াছিল, এইজন্য তিনি একজন স্ত্রীলোকের প্রতি—নারীহত্যার বিরুদ্ধে নিজে কঠোর নিষেধাজ্ঞা প্রচারের পরও—প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিতেছেন, একথা পাগলেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

সার উইলিয়ম মুয়র বলিতেছেন যে,—হজরতের কন্যা জয়নাবের প্রতি, তাঁহার মদিনা যাত্রাকালে অমানুষিক আক্রমণ করার জন্য হোওয়ায়রেছ ও হাব্বার নামক দুই ব্যক্তির প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। হাব্বার পলাইয়া প্রাণরক্ষা করে এবং পরে মুছলমান হইয়া মদিনায় আগমন করায় ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়।

মুয়রের উক্তি।

(১) আবুদাউদ ও কছ্তল্ বারী প্রভৃতির উপরোক্ত হাওয়ালাগুলি দ্রষ্টব্য। (২) ১—২—১৮।
(৩) ২—৮৪। এই হাদিছে অমুছলমান নারীদিগের কথাই বলা হইয়াছে।
(৪) বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি, বিবি আয়শা হইতে।

আমরা হাদিছ হইতে প্রতিপন্ন করিয়াছি যে, চারিজন পুরুষ অর্থাৎ এবনে খাতল, আবদুল্লাহ্-বেন-ছাআদ, মেক্‌য়াছ ও একরামা এবং দুইজন স্ত্রীলোক ব্যতীত আর সকলকেই অভয়দান করা হইয়াছিল। সুতরাং হাব্বার ও হোওয়ায়রেছের প্রতি যে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদত্ত হয় নাই, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত বিবি জয়নাবের প্রতি উল্লিখিত অত্যাচারের বর্ণনাকালে ঐতিহাসিকগণ হাব্বার ব্যতীত আর কাহারও নামের উল্লেখ করেন নাই। সার উইলিয়মও কেবল হাব্বার নাম করিয়াছেন। (১) কোন কোন ঐতিহাসিক বিবি ফাতেমা ও বিবি ওম্মে কুলছুমের মদিনা আগমন বৃত্তান্তে হোওয়ায়রেছের অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু মুয়র সাহেব ইহাতে বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া বলিতেছেন—"They met with no difficulty or opposition." অর্থাৎ হজরতের প্রেরিত জাএদ প্রভৃতি নির্বিঘ্নে ও বিনা বাধায় বিবি-ফাতেমা ও ওম্মে-কুলছুমকে লইয়া মদিনায় চলিয়া গেলেন। (২) মুয়র সাহেব প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করায় আগ্রহাতিশয্যবশতঃ, ঐতিহাসিকগণের ঐ গল্পটী সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করা (৩) সত্ত্বেও, তাহা হইতে হোওয়ায়রেছের প্রাণদণ্ডের কথাটা বাছিয়া লইয়াছেন এবং সেটাকে দীর্ঘকাল পরে সংঘটিত বিবি-জয়নাবের মদিনা যাত্রাকালীন ঘটনার সঙ্গে জুড়িয়া দিয়া ভদ্রতার পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন!

আমরা এখানে সার উইলিয়মের সাধুতার আর একটু পরিচয় দিয়া এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। বিবি জয়নাবের প্রতি যে পাশবিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, মুয়র সাহেব তৎপ্রসঙ্গে বলিতেছেন যে, হাব্বার আসিয়া জয়নাবের উটকে বর্ষার আঘাত করে। ইহাতে তিনি এতদূর ভীত হইয়া পড়েন যে, তাহার ফলে তাঁহার গর্ভপাত হইয়া যায়। কিন্তু ইতিহাস ও চরিত অভিধানসমূহে স্পষ্টতঃ বর্ণিত এবং সন্তোষজনকরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে—"হাব্বার বিবি জয়নাবের স্ত্রীঅঙ্গে বর্ষার আঘাত করায় তিনি উটের পিঠ হইতে মাটিতে পড়িয়া যান। এই পতনের ফলে তখনই তাঁহার গর্ভপাত হইয়া যায় এবং রক্তস্রাব হইতে থাকে। বৎসরেককাল পরে এই কারণেই বিবি জয়নাব মৃত্যুমুখে পতিত হন।" (৪) এক শ্রেণীর খৃষ্টানলেখকগণ কিরূপ মনোভাব লইয়া হজরতের জীবনী সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা হইতে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

(১) ৩৪৪।
(২) ১৭২।
(৩) কারণ সেখানে অবিশ্বাস করাই সুবিধাজনক হইয়াছিল।
(৪) এস্তিআব ২—৭০২, হালবী প্রভৃতি।

দ্বিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

বিভিন্ন ঘটনা।

মক্কা বিজিত হইল, চক্ষের নিমিষে একটা বিস্ময়জনক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল এবং এই বিজয়ের ব্যাপার লইয়া দেশময় নানাসূত্রে বিভিন্ন প্রকারের আলোচনা আরম্ভ হইল।

বিজয়ের প্রভাব।

পার্শ্ববর্ত্তী গোত্রসমূহের আরবগণ হোদায়বিয়ার সন্ধির পর হইতে বহু-পরিমাণে কোরেশদিগের প্রভাবমুক্ত হইতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সময় তাহারা কোরেশ ও মোছলেমদিগের বর্ত্তমান সংঘর্ষের পরিণাম দেখিবার জন্য ভবিষ্যতের অপেক্ষায় দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। তাহারা মনে করিতেছিল—এই সংঘর্ষে সত্য বিজয়ী এবং মিথ্যা পরাভূত হইবে। একদিকে মোহাম্মদের প্রচারিত অদৃষ্ট ও অদৃশ্য আল্লাহ একা, অন্যদিকে কোরেশের পূজিত শত শত ঠাকুরদেবতা। মোহাম্মদ বলিতেছেন—এই ঠাকুরদেবতা এবং বোৎবিগ্রহগুলি অক্ষম জড়পদার্থ ব্যতীত আর কিছুই নহে, পক্ষান্তরে একমাত্র তাঁহার সেই আল্লাহ-ই সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বনিয়ন্তা ও সর্ব্বময়। আমাদিগের ঠাকুর-দেবতারা যদি মোহাম্মদের এই সকল নাস্তিকতা ও দেবদ্রোহের উপযুক্ত দণ্ডদান করিতে না পারেন, কাবামন্দিরের পূজারী পুরোহিতগণই যদি মোহাম্মদের হস্তে পরাজিত হইয়া যান, তাহা হইলে এই সকল বিরাটবপু ও বিশালকায় বিগ্রহাদির অপদার্থতা আমাদিগকেও স্বীকার করিতে হইবে। বোখারী প্রভৃতি বিশ্বস্ত হাদিছগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে :—

كانت العرب تلوم باسلامهم الفتح فيقولون اتركوه وقومه فانه ان ظهر عليهم فانه نبي صادق — فلما كانت وقعة اهل الفتح بادر كل قوم باسلامهم

আরবের বিভিন্ন গোত্র এইরূপে "মোহাম্মদ, তাঁহার আল্লাহ ও তাঁহার নূতনধর্ম্ম" সম্বন্ধে নানাপ্রকার আন্দোলন আলোচনায় প্রবৃত্ত আছে, এমন সময় একদিন তাহারা বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে অবলোকন করিল যে, মোহাম্মদ তাঁহার দশসহস্র অনুচরসহ বিনা শোণিতপাতে মক্কা অধিকার করিয়া লইতেছেন। ভক্তগণের অযুতকণ্ঠ, মোহাম্মদের সেই অদৃষ্ট ও অদৃশ্য সর্ব্বশক্তিমানের নামে জয়ধ্বনি তুলিয়া মক্কার গগণ পবন মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। আবরাহার ৬০ হাজার সুসজ্জিত সৈন্য যে কা'বা অধিকার করিতে আসিয়া দৈবসাহায্যে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, আজ তাহা অনায়াসে মোহাম্মদের অধিকারে আসিয়াছে। তাহারা দেখিল—তাহাদিগের সেই শক্তিপ্রতিমাগুলি অধঃমুখে ভূপতিত হইয়া

মোহাম্মদের চরণচুম্বন করিতেছে! তাহারা দেখিল—মোহাম্মদ কোরেশের সমস্ত স্পর্দ্ধা ও আস্ফালন, সমস্ত শত্রুতা ও ষড়যন্ত্র এবং তাহাদিগের সমস্ত ঠাকুরদেবতাকে কটাক্ষে তিরোহিত বিদূরিত ও পরাজিত করিয়া ফেলিয়াছেন! এই সকল অভূতপূর্ব্বব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের বেদুইন জাতিগুলি এছলামের প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়িল, জ্ঞান ও সত্যের প্রবল আলোড়নে তাহাদিগের অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কারের দুর্গদ্বার চূর্ণপ্রায় হইয়া আসিল। এই সঙ্গে সঙ্গে তাহারা যখন দেখিল যে, হজরতের প্রেম ও করুণা কলে কোরেশের ন্যায় অপরাধী জাতিও সম্পূর্ণরূপে ক্ষমাপ্রাপ্ত হইতেছে, তখন তাহারা একেবারে স্তম্ভিত ও বিমোহিত হইয়া পড়িল।

মক্কাবাসীর এছলাম গ্রহণ।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে ছাফাপর্ব্বতের উপত্যকায় আরোহণপূর্ব্বক হজরত মক্কাবাসীদিগকে সত্যের দিকে আহ্বান করিয়াছিলেন। কঠিন প্রস্তরখণ্ড এবং কঠোরবাক্যবাণদ্বারা কোরেশ দলপতিগণ সে আহ্বানের যে উত্তর দিয়াছিল, পাঠকগণের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। তখন হজরত দুনিয়ার হিসাবে সম্পূর্ণ নিঃস্ব ও নিঃসম্বল ছিলেন। আর আজ অযুত প্রাণ তাঁহার শ্রীচরণে আত্মোৎসর্গ করার জন্য লালায়িত হইয়া সেই পর্ব্বতমূলে আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছে। কিন্তু তবুও প্রচারের সেই পূর্ব্ব ধারার কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই। আজও সেই করুণ মধুর আকুল আহ্বান, জনসাধারণকে মুক্তি ও মঙ্গলের অধিকারী করিয়া দিবার জন্য সেই ব্যগ্রব্যাকুল স্বর্গীয় সম্ভাষণ! বিশবৎসরের সাধনার মধ্য দিয়া মহিমময় মোস্তফার প্রকৃত স্বরূপকে কোরেশ বহু পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল। তাই আজ যখন হজরত ছাফাপর্ব্বতে আরোহণ করিয়া দেশবাসীকে পূর্ব্ববৎ প্রেমের সত্যের এবং আল্লার পানে আহ্বান করিলেন, তখন সহস্র সহস্র কণ্ঠে ভক্তিগদগদস্বরে সে আহ্বানের সাড়া দিয়া উঠিল। মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের বহু নরনারী হজরতের হস্তে 'বায়আৎ' গ্রহণপূর্ব্বক আপনাদিগের জীবন সার্থক করিয়া লইল। একরামা প্রভৃতি যে কয়জন মক্কাবাসী—নিজেদের অপরাধের কথা স্মরণ করিয়া—দূরদেশে পলায়ন করিতেছিলেন, তাঁহারাও হজরতের অভূতপূর্ব্ব মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন এবং প্রায় সকলেই অবিলম্বে মোস্তফাচরণে শরণগ্রহণ করিয়া ধন্য হইলেন। এখানে বলা আবশ্যক যে, প্রচার ও উপদেশ ব্যতীত হজরত এছলাম গ্রহণ করার জন্য কাহাকেও কস্মিনকালে কোন প্রকার 'পীড়াপীড়ি' করেন নাই। এক্ষেত্রেও তিনি কেবল উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন। যাহারা এছলাম গ্রহণ করিল না, তাহাদিগের প্রতি কোন প্রকার কঠোর ব্যবহার বা বিষমব্যবস্থা করা হইল না। তাহারাও মুছলমানদিগের ন্যায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন এবং তাহাদিগের সমান সকল অধিকারের অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। (১)

(১) বোখারী, ফৎহল বারী, তাবরী ৩—১২১, এবনে-হেশাম ২—২২০, কামেল ২—১৬, হালবী, জাদুল মাআদ প্রভৃতি

দ্বিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

একরামার পিতা আবুজেহেল হজরতের প্রতি আজীবন যে কিরূপ পৈশাচিক দুর্ব্যবহার করিয়াছিল, পাঠকগণ তাহা বিস্মৃত হন নাই, আশা করি। এছলাম গ্রহণের পর একদা একরামা হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া অভিযোগ করিলেন যে, মুছলমানগণ তাঁহার পিতাকে গালাগালি দিয়া থাকেন। হজরত ইহাতে যাহার পর নাই দুঃখিত হইয়া ভক্তবৃন্দকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন :—"মৃতদিগকে গালাগালি দিয়া জীবিতদিগকে যন্ত্রণা দিওনা। মৃতগণ তাহাদিগের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল লইয়া চলিয়া গিয়াছে, অতএব তাহাদিগকে গালি দেওয়া অনুচিত।" "মৃত ব্যক্তিগণের জীবনের মন্দ দিকটা পরিত্যাগ করিয়া কেবল তাহার উত্তম দিকটার আলোচনা করা উচিত।" (১) আবুজেহেলের ন্যায় এছলামের প্রধানতম শত্রুর জন্যও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার এই আদেশ। কিন্তু আজ দেখিতেছি, সাম্প্রদায়িক কোন্দল কোলাহলে লিপ্ত হাদী ও নায়েবেনবী আখ্যাধারী মহাজনগণ, স্বদলভুক্ত মূর্খ জনসাধারণের নিকট বাহাদুরী ফলাইবার অথবা বিপক্ষ-পক্ষের অন্তরে আঘাত দিবার উদ্দেশ্যে, এমাম আবুহানিফা, এমাম বোখারী ও এমাম তিরমিজীর ন্যায় মহিমান্বিত মহাজনগণকেও জঘন্যভাষায় গালাগালি দিতে দ্বিধা বোধ করিতেছেন না! একপক্ষের মওলানাগণ লিখিতেছেন যে,—"......এমাম তিরমিজি পদাঘাতে কুকুরের ন্যায় বিতাড়িত হইলেন!" আর একপক্ষের হাদীবৃন্দ প্রকাশ্য সংবাদপত্রে ঘোষণা করিতেছেন যে—"আবজাদের হিসাবে তারিখ বাহির করিলে, 'ছগ্' বা কুকুর শব্দ হইতে যে সন বাহির হয়, তাহাই এমাম আবুহানিফার মৃত্যু তারিখ!" এহেন ভীষণা উক্তি প্রচারের পরও ইঁহাদিগের প্রত্যেকেই রছুলের ছুন্নত বা আদর্শের পাকাপাবন্দ পাক্কাছোন্নৎ-আমাআৎ!! পাঠকগণকে এই তারতম্যের বিষয়টা একটু চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি।

কএকটা ক্ষুদ্র ঘটনা ও মহৎ আদর্শ।

হজরত ছাফাপর্ব্বত উপত্যকায় উপবেশন করিয়া ভক্তগণকে দীক্ষাদান ও তাঁহাদিগের বায়আৎ গ্রহণ করিতেছেন, এমন সময় একটা লোক হজরতের দিকে অগ্রসর হইতে যাইয়া ত্রাসে কাঁপিতে লাগিল। হজরত তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন—ত্রস্ত হইও না, ভয়ের কোনই কারণ নাই। আমি রাজা নহি, সম্রাট নহি। আমি এরূপ একটী স্ত্রীলোকের সন্তান, যিনি শুষ্ক মাংস ভক্ষণ করিতেন। (২) অর্থাৎ আমিও তোমাদিগের ন্যায় সাধারণ অবস্থায় লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি। এখনও আমি তোমাদিগেরই একজন। মানুষমাত্রেরই সমান অধিকার, সুতরাং একজন রাজা হইয়া নিজকে কতকগুলি অসাধারণ অধিকারের অধিকারী মনে করিয়া কর্ত্তার আসনে বসিবে, আর আল্লার সন্তানগণ ব্যাঘ্র ভল্লুকের ভয়ের ন্যায় তাহাদিগের নামে ভীত ত্রস্ত ও আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া থাকিবে—আমার সাধনায় এ ব্যবস্থার স্থান নাই।

"আমি রাজা নহি।"

---

(১) হালবী ৩—১২ প্রভৃতি। (২) হালবী ৩—১১; কান্জ; জাদ প্রভৃতি।

মক্কা বিজয়ের পর হজরত ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, 'যে ব্যক্তি আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছে অর্থাৎ যে এছলাম গ্রহণ করিয়াছে, সে যেন নিজ গৃহের পুতুল প্রতিমা-মাত্রই ভাঙ্গিয়া ফেলে।' (১) এছলাম গ্রহণের পূর্ব্বেই মক্কাবাসিগণ তাহাদিগের ঠাকুর বিগ্রহাদির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই তওহীদমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা নিজেরাই সেগুলিকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দূর করিয়া দিতেছিলেন। হজরতের এই আদেশ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট লোকেরাও নিজ নিজ গৃহের বিগ্রহগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। সাধারণ স্থানে প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তিগুলি ছাহাবাগণ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। অতঃপর, মক্কার পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন পল্লীর আরব গোত্রগুলিতে এছলাম প্রচার করার জন্য, হজরত ছাহাবাগণের কএকটা ক্ষুদ্র দলকে ইতস্ততঃ প্রেরণ করেন, ইঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও যুদ্ধ করার অনুমতি প্রদান করা হয় নাই। এইরূপে খালেদ-বেন-অলিদ কতিপয় ছাহাবাকে সঙ্গে লইয়া বানি-যাজিমা গোত্রের নিকট গমন করেন, বলা বাহুল্য যে ইঁহাকেও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয় নাই। কিন্তু খালেদ এখানে আসিয়া তাহাদিগের কতিপয় লোককে নিহত করিয়া ফেলেন। এই হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শ্রবণমাত্রই হজরত ব্যাকুলভাবে চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন:—হে আল্লাহ! তুমি জানিতেছ, খালেদের এই কার্য্যের সহিত আমার কোন সংশ্রব নাই। এই ঘটনার তদন্তকালে, অন্যান্য ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে, ইহাও জানিতে পারা যায় যে, আবদুল্লাহ-বেন-হোজাফার বলার দোষে হউক অথবা নিজের শোনার ভুলেই হউক, খালেদ একটা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই এই অন্যায় কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তদন্তের পর হজরত মহামতি আলীকে অগাধ অর্থদানপূর্ব্বক যাজিমীয়দিগের ক্ষতিপূরণের জন্য প্রেরণ করেন। তাহারা যখন জানিতে পারিল যে, খালেদের কার্য্যের সহিত হজরতের কোনরূপ সম্বন্ধ বা সহানুভূতি নাই—অধিকন্তু খালেদ ভ্রমক্রমেই যুদ্ধাদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; তখন তাহারা বহু পরিমাণে আশ্বস্ত হইল। হজরত যে ইহার জন্য কোন প্রকারে দায়ী নহেন এবং তিনি ক্ষতিপূরণ না করিয়া দিলেও তাহারা তাঁহার কিছুই করিতে পারিত না, যাজিমা গোত্রের লোকেরা ইহা সম্যকরূপে অবগত ছিল। ইহারপর যখন আলি হজরতের প্রতিনিধিরূপে তাহাদিগের পল্লীতে উপস্থিত হইলেন তখন নিয়মিত শোণিত পণ অপেক্ষাও অধিক অর্থ দিয়া তাহাদিগের ক্ষতিপূরণ করিয়া দিলেন, তখন তাহারা মুক্তকণ্ঠে হজরতের মহিমার জয়জয়কার করিতে লাগিল। আলি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া অতিরিক্ত অর্থ-বণ্টনের কথা নিবেদন করিলে, হজরত উৎফুল্লকণ্ঠে উত্তর করিয়াছিলেন—ভাল হইয়াছে, বেশ করিয়াছ। সঙ্গে সঙ্গে তিনি দুইবাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া পুনরায় চীৎকার করিয়া বলিতে

খালেদের অন্যায় আচরণ।

(১) আ'দ ১—৪১৭।

লাগিলেন ঃ—'আল্লাহ! তুমি জানিতেছ, খালেদের কার্য্যের সহিত আমার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই, আমি নিরপরাধ!' (১)

মক্কাবিজয়ের অব্যবহিত পরে একটী স্ত্রীলোক চৌর্য্য অপরাধে ধরা পড়ে। স্ত্রীলোকটীর অপরাধ খণ্ডনের কোনই উপায় নাই দেখিয়া, তাহার গোত্রের সমস্ত লোক একযোগে ওছামার নিকট উপস্থিত হয় এবং বিস্তর অনুরোধ উপরোধ করিয়া বলে—আপনি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া সুপারিশ করুন, যেন স্ত্রীলোকটীকে বিনাদণ্ডে মুক্তি দেওয়া হয়। পাঠকের স্মরণ আছে, এই "দাসপুত্র" ওছামা হজরতের সহসাদী-রূপে মক্কা প্রবেশ করিয়াছিলেন। লোকে মনে করিল, এমন প্রিয়জনের অনুরোধের প্রতি হজরত কখনই উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারিবেন না। কিন্তু তাহারা ভুলিয়া গিয়াছিল যে, ওছামার প্রতি হজরতের এই অনুগ্রহ, ওছামার ভৌতিক দেহটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা দুনয়ায় সাম্যনীতির প্রথম ও প্রধান প্রতিষ্ঠাতা, এই নীতির অনুসরণ করিয়াই তিনি ওছামাকে সঙ্গে লইয়া নগর প্রবেশ করিয়াছিলেন। কোনও অপরাধীর কুলশীলের কথা স্মরণ করিয়া, অবস্থাপন্ন স্বজনগণের মুখ চাহিয়া, তাহার দণ্ডের ব্যবস্থা করিলে সেই সাম্যনীতিকেই যে পদদলিত করা হয়, একথা তাঁহারা ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। যাহা হউক, সরলহৃদয় ওছামা কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া হজরত সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং স্ত্রীলোকটীর স্বগোত্রীয়দিগের অনুরোধ তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলেন। ছাহাবাগণ বলিতে-ছেন—এই কথা শুনিবামাত্রই হজরতের বদনমণ্ডলে ভাবান্তরের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি গম্ভীরস্বরে বলিতে লাগিলেন ঃ—"ওছামা! তুমি কি আল্লার নির্দ্ধারিত দণ্ডের ব্যতিক্রম করার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছ?" ওছামার সরল হৃদয় সে গম্ভীরস্বরে কাঁপিয়া উঠিল। তিনি দিশাহারা হইয়া কেবলই বলিতে লাগিলেন—"হে আল্লার রছুল! আমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন!"

বিচারক্ষেত্রে দৃঢ়তা।

এই সময় একদা অপরাহ্নকালে সমবেত জনমণ্ডলীর মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া হজরত একটী বক্তৃতাপ্রদান করিলেন। বক্তৃতার প্রারম্ভে যথারীতি আল্লার মহিমা কীর্ত্তন করার পর, তিনি সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন ঃ—"তোমরা নিশ্চিতরূপে জানিয়া রাখ, তোমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী বহুজাতি যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, বিচারক্ষেত্রে তাহাদিগের নিরপেক্ষতার অভাবই তাহার অন্যতম কারণ। তখন বিচারক্ষেত্রে জাতি কুল ও ধন-সম্পদাদির তারতম্য অনুসারে অপরাধীদিগের দণ্ড সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করা হইত। কুলীন বংশজ ও ধনীদিগের গুরুতর অপরাধের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইত,

হজরতের অভিভাষণ।

(১) তাবরী ৩—১৪৪, তাবকাত ২—১০৬, কামেল ২—৬৮-৬৯, এবনে-হেশাম ৩—৩, হালবী জায়দুল মাআদ, মাওয়াহেব প্রভৃতি।

কিন্তু কোন 'দুর্ব্বল' লোক অপরাধ করিলে তাহার প্রতি কঠোরতর দণ্ডের ব্যবস্থা হইত। কোন 'শরিফ' বা ভদ্র লোক চুরি করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইত, আর কোন জঈফ বা দুর্ব্বল লোক সেই অপরাধ করিলে তাহাকে দণ্ডিত করা হইত। কিন্তু সকলে জানিয়া রাখ, ইহা এছলামের আদর্শ নহে। এছলাম এই নির্ম্মম পক্ষপাত সহ্য করিতে পারে না। মোহাম্মদ তাহার প্রাণেশ্বরের দিব্য করিয়া বলিতেছে, তাহার কন্যা ফাতেমাও যদি আজ এই অপরাধে লিপ্ত হইত, তাহা হইলে তাহাকেও নির্দ্ধারিত দণ্ডদানে মোহাম্মদ একবিন্দুও কুণ্ঠিত হইত না।" (১)

হজরত তাঁহার অভিভাষণে পূর্ব্বতন জাতিসমূহের অধঃপতনের যে কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। মানব সমাজ বা তাহার কোন অংশ যদি মানুষের হিসাবে বাঁচিয়া থাকিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে নিজনিজ সমষ্টির প্রত্যেক ব্যষ্টিকে সমান অধিকারের অধিকারী এবং সমান দায়িত্বের দায়ী করিয়া দিতে হইবে। অন্যথায় জাতীয় জীবনের উন্মেষ অসম্ভব। পাপের দণ্ড এবং পুণ্যের পুরস্কার, করুণাময় বিশ্বনিয়ন্তারই মঙ্গল বিধান। বিভিন্ন গোত্র, বিভিন্ন অংশ অথবা বিভিন্ন অবস্থার লোকের পক্ষে তাহা কখনই অসমান হইতে পারে না। যে ধর্ম্মে যে শাস্ত্রে এবং যে ব্যবস্থায় এই প্রকার তারতম্যের বিধান থাকে, তাহা কখনই স্বর্গের আশীর্ব্বাদলাভ করিতে পারে না—পারে না বলিয়াই, সেই সকল শাস্ত্র বা ব্যবস্থাধীন মানব সমাজ, জাতীয়জীবনের অভাব হেতু দিন দিনই ধ্বংসের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। জগতের প্রাচীন জাতিসমূহের অধঃপতনের ইতিবৃত্ত আলোচনা করিয়া দেখিলে, সেই সত্যটী সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। (২)

পৃথিবীতে ইতর-ভদ্র বা শরীফ-রজিল বলিয়া মানুষের—না শয়তানের—তৈরী একটা নির্ম্মম পরিভাষা সর্ব্বত্রই পরিচলিত আছে। পাঠকগণ দেখিতেছেন—হজরত এই সাধারণ পরিভাষা পরিত্যাগপূর্ব্বক, "রজিল" বা "নীচ" শব্দের স্থলে, জঈফ বা দুর্ব্বল বিশেষণ প্রয়োগ করিতেছেন। চিন্তাশীল পাঠকবর্গকে ইহার কারণ বুঝাইয়া দিতে হইবে না। (২)

শরীফ ও রজিল।

(১) বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ, তিরমিজী, নাছাই এবং হালবী ৩—১২০ প্রভৃতি।
(২) ২য় খণ্ডে 'সাম্যবাদ ও জাতীয় জীবন' সন্দর্ভে এ বিষয়টী বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইবে।

ত্রিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

হোনেন, আওতাছ ও তাএফ সমর।

হোদায়বিয়ার সন্ধিস্থাপিত হওয়ার পর হইতে হেজাজের বিখ্যাত হাওয়াজেন জাতি নানা কারণে এছলামের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মক্কা বিজয়ের পূর্ব্বে, পূর্ণ এক বৎসর পর্য্যন্ত, হাওয়াজেন প্রধানগণ আরবের বিভিন্ন গোত্রের নিকট গমন পূর্ব্বক তাহাদিগকে হজরতের বিরুদ্ধে উত্থান করার জন্য উত্তেজিত করিতে থাকে। মক্কা বিজয় অভিযানের কিছুদিন পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, হজরত হাওয়াজেন প্রমুখ বিদ্রোহী জাতিসমূহের উত্থানের আশঙ্কায় ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। পাঠকগণ এসকল কথার আভাস পূর্ব্বেই প্রাপ্ত হইয়াছেন।

ছকিফ ও হাওয়াজেন জাতির রণ সজ্জা।

হাওয়াজেন, বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত একটী বিরাট গোত্র। তাএফের মহাশক্তিশালী 'ছকিফ' জাতি এই বিদ্রোহে তাহাদিগের সহিত যোগদান করায় হাওয়াজেনদিগের শক্তি বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছিল। মক্কার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলে এযাবৎ এছলামের আলোক প্রবেশ করিতে পারে নাই, সুতরাং 'মোহাম্মদ এবং তাঁহার নাস্তিকতা' সম্বন্ধে তাহারা কোরেশ প্রভৃতি জাতির ন্যায় পূর্ব্ব হইতে বিদ্বেষ পোষণ করিয়া আসিতেছিল। মক্কানগর ও কা'বা-মন্দির কোরেশদিগের অধিকারভুক্ত থাকায় এতদিন এই সকল অঞ্চলের অধিবাসিগণ আপনা-দিগকে নিরাপদ বলিয়া মনে করিতে থাকে, কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর তাহাদিগের চমক ভাঙ্গিল। বিশেষতঃ তাহারা যখন দেখিল যে, মক্কা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহে অধিকাংশ গোত্রই স্বেচ্ছায় এছলাম গ্রহণ করিতেছে, তখন তাহাদিগের আশঙ্কা বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া গেল। এই সকল কারণে হাওয়াজেন ও ছকিফ প্রভৃতি জাতি আর কালবিলম্ব না করিয়া মুছলমান-দিগের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণের উদ্যোগ আয়োজনে প্রবৃত্ত হইল। তাএফের ছকিফবংশ আর একটী বিশেষ কারণ বশতঃ এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিল। মক্কার ধনী ও মহাজনদিগের বহু ভূসম্পত্তি এবং টাকাকড়ি ও মালপত্র তাএফ অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। পক্ষান্তরে কোরেশ ও ছকিফ গোত্রদ্বয়ের মধ্যে বহুদিন হইতে নানা কারণে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাবও চলিয়া আসিতেছিল। মক্কা বিজয়ের পর তাহারা বেশ বুঝিতে পারিল যে, কোরেশজাতির সামরিক শক্তি এখন সম্পূর্ণরূপে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এখন মুষ্টিমেয় ও দূরদেশবাসী

মুছলমানদিগকে বিধ্বস্ত ও বিচূর্ণিত করিয়া দিতে পারিলেই, অন্ততঃপক্ষে মক্কানগর এবং অর্দ্ধ-আরবের উপর তাহাদিগের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপিত হইবে, 'মক্কাবাসীদিগের সমস্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি তাঁহাদিগের করতলগত হইয়া যাইবে।' এই লোভের বশীভূত হইয়া তাহারা এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিল। (১)

এই অভিযানের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, প্রকৃত ব্যাপার অবগত হওয়ার জন্য, আবদুল্লাহ বেন-আবিহাদ্রদ্ নামক জনৈক ছাহাবী গুপ্তচররূপে প্রেরিত হন। আবদুল্লাহ দুই দিবস পর্য্যন্ত শত্রুশিবিরে অবস্থান করিয়া হজরতকে সংবাদ দিলেন যে, শত্রুপক্ষ বাস্তবিকই বিরাট আয়োজন-সহ প্রস্তুত হইতেছে। দুই এক দিনের মধ্যেই তাহারা যাত্রা করিবে। ইহার পর জনৈক ছাহাবী ছুটিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন যে, "হাওয়াজেনের সমস্ত গোত্র অসংখ্য সেনার বিরাট-বাহিনী লইয়া পর্ব্বতমালার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহারা নিজেদের স্ত্রীপুত্রাদি এবং সমস্ত ধনসম্পদ ও পশুপাল সঙ্গে লইয়া বহির্গত হইয়াছে।" হজরত হাসিয়া বলিলেন—বেশ কথা। এগুলি আগামীকল্য মুছলমানদিগের হস্তগত হইবে।

শত্রুপক্ষের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ের সংবাদ সংগ্রহের পর, হজরতও তাহাদিগের গতিরোধ করার জন্য রণসজ্জা করিতে ব্যাপৃত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে অর্থ রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্র

পৌত্তলিকদিগের সাহায্য।

অল্পই ছিল। এদিকে সংখ্যায় এবং অস্ত্রেশস্ত্রে শত্রুপক্ষ আরবদেশে অতুলনীয়। তাহাদিগের ন্যায় সুনিপুণ ও অব্যর্থ লক্ষ্য তিরন্দাজ হেজাজ প্রদেশে অল্পই ছিল। পক্ষান্তরে সেকালের হিসাবে নানাবিধ 'বৈজ্ঞানিক মারণযন্ত্রও' যে তাহারা সংগ্রহ করিয়াছিল, পাঠকগণ পরে তাহা জানিতে পারিবেন। এ অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্র সংগ্রহ না করিয়া যাত্রা করাও সঙ্গত নহে। কাজেই হজরত মক্কার পৌত্তলিকদিগের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন এবং তাহাদিগের নিকট হইতে বহুসংখ্যক মূল্যবান অস্ত্রশস্ত্র এবং বহু সহস্র টাকা ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিলেন। এক আবদুল্লাহ-বেন-আবিরাবিআর নিকট হইতে চল্লিশ হাজার টাকা ঋণগ্রহণ করা হয়। ছফওয়ান বেন-ওমাইয়া একশত লৌহবর্ম্ম ও তাঁহার আবশ্যকীয় সাজসরঞ্জাম মুছলমানদিগকে সাময়িকভাবে দান করে। (২) ছফওয়ান প্রভৃতি 'বহুসংখ্যক পৌত্তলিকও' এই যুদ্ধে হজরতের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল। (৩) স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা এবং স্বদেশবাসীর মঙ্গলবিধানের জন্য, দেশের অমুছলমান জাতিসমূহের সহিত সম্মিলিত হইয়া, একসঙ্গে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়াই হজরতের জীবনের মহীয়সী

---

(১) যত্নুহল্ বোলদান ৬৩। মক্কায় মোশরেকগণ হাওয়াজেন ও ছকিফ গোত্রের এই অভিযানের সংবাদ পাইয়া স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিল :—উহাদিগের অধীন হওয়া অপেক্ষা জনৈক কোরেশের অধীন হইয়া থাকা আমাদিগের পক্ষে সম্মানজনক। এই জন্যই তাহারা স্বধর্ম্মাবলম্বীদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল।

(২) মোছনাদ ৪—৩৬, মোয়ত্তা, আবুদাউদ, নাছাই প্রভৃতি।

(৩) বোখারী, ফৎহল্ বারী—হোনেন। তাবকাত২—১০৮, তাবরী ৩—১২৭, হালবী ৩—১২৩ প্রভৃতি।

শিক্ষা। এইজন্য হেজরতের পরই তিনি মদিনার মুছলমান ও অমুছলমান অধিবাসীদিগকে লইয়া গণতন্ত্র গঠন করেন এবং তাহাতে মুছলমান ও অমুছলমান সকলকেই "এক জাতি" বলিয়া ঘোষণা করেন। এখানেও পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, মক্কার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হজরত পৌত্তলিকদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেছেন। মুছলমান ও অমুছলমান একসঙ্গে দেশের সাধারণ শত্রুদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছেন, একসঙ্গে যুদ্ধ করিতেছেন।

দশ সহস্র মুছলমানকে সঙ্গে লইয়া হজরত মক্কা হইতে যাত্রা করিলেন। মক্কার নবদীক্ষিত মুছলমান এবং অমুছলমান মিলাইয়া আরও দুই হাজার আরব তাঁহার এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিল। এই অভিযানের সময় মুছলমানগণ নিজেদের সংখ্যা দেখিয়া একটু গর্ব্বিত হইয়াছিলেন, (১) এবং সম্ভবতঃ এই গর্ব্বের ফলেই তাঁহারা কতকটা অসতর্কও হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহাহউক, মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় এই অভিযান হোনেন নামক প্রান্তরের একপ্রান্তে উপস্থিত হইল।

প্রথম সংঘর্ষ। মুছলমানদিগের ভীষণ পরাজয়।

শত্রুপক্ষ পূর্ব্ব হইতেই সেখানে প্রস্তুত হইয়াছিল। পাহাড়ের আবশ্যকীয় ঘাঁটিগুলি অধিকার করিয়া এবং নিকটবর্ত্তী উপত্যকায় বহুসংখ্যক অব্যর্থলক্ষ্য তিরন্দাজসৈন্য বসাইয়া দিয়া, তাহারা নিজেদের 'অবস্থা' বেশ মজবুত করিয়া লইয়াছিল। প্রাতঃকালে মোছলেমবাহিনী অগ্রসর হওয়ার আয়োজন করিতেছে, এমন সময় হাওয়াজেনের বিরাটবাহিনী প্রচণ্ডবেগে তাহাদিগের উপর আপতিত হইল। নবদীক্ষিত মুছলমান এবং অমুছলমান সৈন্যগণ আগ্রহাতিশয্যবশতঃ বাহিনীর অগ্রে অগ্রে যাত্রা করিতেছিল। তাহাদিগের অনেকের নিকট আবশ্যকীয় অস্ত্রশস্ত্রও ছিল না। ইহা ব্যতীত মক্কার পৌত্তলিক ও নবদীক্ষিত মুছলমানদিগের মধ্যে কএকজন লোক পূর্ব্ব হইতে দুরভিসন্ধি পাকাইয়া এই অভিযানে যোগদান করিয়াছিল। মোটের উপর এই সকল কারণে শত্রুপক্ষের প্রথম আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে, অগ্রবর্ত্তী সেনাদল মুখ ফিরাইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। মুছলমানগণ সামলাইয়া লইয়া শত্রুপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদলের এইরূপ ঘৃণিত পলায়নের জন্য তখন এমনই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল যে, তাঁহাদিগের সে চেষ্টায় বিশেষ কোন ফল হইল না। পলায়নপর সৈন্যদিগের উপর একদিকে সহস্র সহস্র অশ্বসাদী সৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণ, তাহার উপর উপত্যকা ও পার্শ্ববর্ত্তী গিরিশঙ্কট হইতে সুনিপুণ শত্রুসেনার সম্মিলিত বাণবৃষ্টি। ছহিহাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, হাওয়াজেনবংশের লোকেরা বাণবর্ষণে অদ্বিতীয় বলিয়া কথিত হইত। তাহারা সেনাপতির ইঙ্গিতক্রমে সকলে একই সময় তীর নিক্ষেপ করিত। যুদ্ধক্ষেত্রে এক একবার মনে হইতেছিল, যেন পঙ্গপালে সমস্ত আকাশ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে। যাহাহউক, মোছলেম সেনাপতিগণের এ চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে

(১) কোরআন, তাওবা, ৪ রুকু।

দ্বাদশ সহস্র মোছলেম সৈন্য সম্পূর্ণরূপে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। এমন কি, এ সময় একশত মুছলমানের অধিক তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারেন নাই। মুছলমানগণ সামলাইয়া লইয়া একবার শত্রুপক্ষকে বহুদূর হটাইয়া দিয়াছিলেন। এমন কি, তাহারা নিজেদের রসদপত্র ও রণসম্ভার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। মুছলমানগণ তাহাদিগের Tacticks বুঝিতে না পারিয়া তাহাদিগের শিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেনএবং ঐ সকল মালপত্র সংগ্রহে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। শত্রুসৈন্যের কএকটী 'কলম' পার্শ্ববর্ত্তী গিরিশঙ্কটে লুক্কায়িত থাকিয়া সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল। এখন তাহারা ঐ সকল গুপ্তস্থান হইতে বহির্গত হইয়া মোছলেমবাহিনীর পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিয়া দিল। এদিকে পলায়নের ভাণ করিয়া যে সকল শত্রুসৈন্য হটিয়া গিয়াছিল, তাহারাও ফিরিয়া দাঁড়াইল এবং ভীষণতর বেগে মুছলমানদিগের উপর আপতিত হইল। এই আক্রমণের বেগ সহ্য করা মুছলমানদিগের পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহারা সকলে সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলেন।

এই ভীষণ দুর্য্যোগের মধ্যে পতিত হইয়াও হজরত একমুহূর্ত্তের জন্য বিচলিত হন নাই। এই সময় তিনি নিজের শ্বেত অশ্বতরের উপর আরোহণ করিয়া মুছলমানদিগকে ধৈর্য্যধারণের উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু সে বিশৃঙ্খলা এবং কোলাহলের মধ্যে তাঁহার কণ্ঠস্বর কাহারও কর্ণে প্রবেশ করিল না, দুই একজন ব্যতীত আর সকলেই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। এই সময়কার অবস্থা এমাম বোখারী তাঁহার পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে এবং এমাম মোছলেম হোনেন সমর প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবাগণের প্রমুখাৎ বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যান্য হাদিছ ও ইতিহাস গ্রন্থেও এ সম্বন্ধে বহু বিশ্বস্ত রেওয়ায়ত সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই সকল হাদিছ ও রেওয়ায়তের সার এই যে, এইরূপে মুছলমানগণ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে হজরতের মুখে একটুও চাঞ্চল্যেরভাব প্রকাশ পাইল না। এই সময় আব্বাছ হজরতের অশ্বতরের লেগাম এবং আবুছুফ্য়ান তাঁহার পালানের রেকাব ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। মাত্র আর দুই তিনজন মুছলমান তাঁহার পার্শ্বে তিষ্ঠিয়াছিলেন। এমন সময় বহু শত্রুসৈন্য চারিদিক হইয়া হজরতকে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হইতে থাকে। এহেন ঘোরতর বিপদের সময়ও হজরতের মুখে একটুও ত্রাসেরভাব দেখা গেল না।

মোস্তফার অসাধারণ দৃঢ়তা।

দ্বাদশ সহস্র আত্মোৎসর্গী সৈন্য চক্ষের পলকে উধাও হইয়া গিয়াছে, অগণিত শত্রুসেনা উলঙ্গতরবারীহস্তে আক্রমণ করিতে আসিতেছে, সেদিকে তাঁহার একটুও লক্ষ্য নাই। এই সময় হজরত অশ্বতর হইতে অবতরণ করিলেন এবং নতজানু হইয়া নিজের সেই পরমজনের নিকট সাহায্য ও শক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাহার পর পুনরায় অশ্বতরে আরোহণ করিয়া অগণিত শত্রুসেনার উপর আক্রমণ করার জন্য তিনি দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। এই সময়

ত্রিসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

মহামতি আব্বাছ ও আবুছুফ্য়ান পূর্ব্বকথিতরূপে বাধা দিবার চেষ্টা করিলে হজরত দৃঢ়কণ্ঠে ও গুরু-গম্ভীরস্বরে ঘোষণা করিয়াছিলেন :—

انا النبی لا کذب   انا ابن عبد المطلب

"আমি সত্যের বাহক, আমাতে মিথ্যার লেশমাত্র নাই, আমি আবদুল মোত্তালেবের সন্তান।" অর্থাৎ তোমরা সকলে আমাকে জানিতেছ—মানুষের ভরসায় আমি আসি নাই এবং মানুষের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি বিচলিতও হই নাই। যে সত্যময় সর্ব্বশক্তিমান আমাকে তাঁহার মহাসত্যের সেবকরূপে প্রেরণ করিয়াছেন, তিনি আমাকে ধ্বংস হইতে দিবেন না। এই বলিয়া হজরত অগ্রসর হইলেন। বীরত্ব ও বিশ্বাসের প্রভাবে হজরতের বদনমণ্ডল তখন স্বর্গের নূরে দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া এবং এই তেজদৃপ্ত ঘোষণাবাণী শ্রবণ করিয়া শত্রুসৈন্যগণ যেন বিহ্বল ও বিমূঢ় হইয়া পড়িল। কতিপয় আক্রমণকারী একেবারে হজরতের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। করুণানিধান মোস্তফা তখনও তাহাদিগের উপর অস্ত্র চালাইতে পারিলেন না। কাজেই তিনি একমুষ্টি ধুলামাটি তুলিয়া লইয়া আল্লার নামকরতঃ তাহাদিগের চোখে ফেলিয়া দিলেন এবং তাহারা চোখ মুছিতে মুছিতে পিছু হটিয়া গেল।

বিক্ষিপ্ত মোছলেম বীরগণের মধ্যে যাঁহারা অপেক্ষাকৃত নিকটে ছিলেন, হজরতের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা বিচলিত হইয়া পড়িলেন। অন্যেরাও সামলাইয়া লইবার চেষ্টা করিতে ছিলেন, কিন্তু ছত্রভঙ্গ ও কেন্দ্রচ্যুত হইয়া যাওয়ায় সকলে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন্‌দিকে গেলে যে তাঁহারা আবার এককেন্দ্রে সমবেত হইতে পারেন, তাহা স্থির করিবারও উপায় ছিল না। এই সময় মহামতি আব্বাছ একটী উচ্চস্থানে আরোহণপূর্ব্বক তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উচ্চকণ্ঠে মুছলমানদিগকে আহ্বান করিতে লাগিলেন—"হে আনছার বীরগণ! হে শাজরার বায়আত গ্রহণকারীগণ! হে মুছলেম বীরবৃন্দ! হে মোহাজেরগণ! কোথায় তোমরা? এই দিকে ছুটিয়া আইস!" কেন্দ্রের সন্ধানলাভের জন্য মুছলমানগণ পূর্ব্ব হইতে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন; আব্বাছের আকুল আহ্বানধ্বনি সমুত্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমরক্ষেত্রের দিকে দিকে তাহার প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল—"য়্যা লাব্বাএক! য়্যা লাব্বাএক!!"—এই যে, হাজির, হাজির! আব্বাছ বলিতেছেন—সদ্যপ্রসূতি গাভী যেমন স্বীয় বৎসের বিপদদর্শনে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসে, আমার আহ্বান শ্রবণ করিয়া মুছলমানগণ সেইরূপ ছুটিয়া আসিতে লাগিলেন। তখন ভূলুণ্ঠিত জাতীয় পতাকাগুলি আবার তুলিয়া ধরা হইল এবং বিচ্ছিন্ন মোছলেমবাহিনী অল্পসময়ের মধ্যে আবার হজরতের পদপ্রান্তে সমবেত হইয়া অবিলম্বে শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিয়া দিল। এই সময় হজরত আর একমুষ্টি কঙ্কর তুলিয়া তাহা শত্রুদিগের প্রতি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"শত্রু পরাস্ত, অগ্রসর হও!" তখন মুছলমানগণ প্রচণ্ডবেগে আক্রমণ

অবস্থার পরিবর্ত্তন।

আরম্ভ করিয়া দিলেন। হাওয়াজেন ও ছকীফের সুনিপুণ সুসজ্জিত এবং সুবিন্যস্ত সৈন্যগণ মুছলমানদিগের গতিরোধ করার জন্য প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। কিন্তু মুছলমান-দিগের তরবারীর সম্মুখে তাহারা অধিকক্ষণ তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিল না। স্ত্রীপুত্র রণসম্ভার ও সমস্ত ধনদৌলত যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়াই তাহারা ইতস্ততঃ পলাইয়া গেল। (১)

পলায়নের পর শত্রুপক্ষের কতক সৈন্য আওতাছনামক স্থানে সমবেত হইল, অবশিষ্ট সৈন্যগণ তাএফ গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। দোরেদ নামক জনৈক বিখ্যাত বহুদর্শী ও প্রাচীন সেনাপতি আওতাছে সমবেত সৈন্যদিগের নেতৃত্ব গ্রহণ করিল এবং মুছলমানদিগের অগ্রগতিতে বাধাদিবার জন্য এই সৈন্যদল লইয়া সে সেইখানে অপেক্ষা করিতে লাগিল। হজরত, আবুআমের আশআরী নামক ছাহাবীকে একটী নাতিবৃহৎ সেনাদলসহ আওতাছ অভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। উভয় সৈন্যদলে সংঘর্ষ উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দোরেদের পুত্র আসিয়া আবুআমেরকে আক্রমণ করে। ফলে আবুআমের নিহত হন এবং দোরেদের পুত্র তাঁহার হাত হইতে পতাকা ছিনাইয়া লয়। স্বনামখ্যাত আবুমুছা আশআরী এই সময় অশেষ বীরত্ব সহকারে তাহাকে নিহত করেন এবং পতাকাটী তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। সেনাপতি দোরেদও এই যুদ্ধে নিহত হয় এবং শত্রুপক্ষ ইহার পর সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। মোছলেম সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি আবুআমের মৃত্যুর সময় ভ্রাতুষ্পুত্র আবুমুছাকে সেনাপতিপদে মনোনীত করেন এবং তাঁহাকে অছিয়ৎ করিয়া বলেন :—"বৎস! হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া আমার ছালাম নিবেদন করিবা, আর আমার জন্য আল্লার নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে অনুরোধ জানাইবা!" বলা বাহুল্য যে, এই সংবাদ শ্রবণমাত্রই হজরত দুইবাহু তুলিয়া আবুআমেরের আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। (২)

আওতাছ অভিযান।

তাএফ ছকিফজাতির আবাসভূমি, পাঠকগণ ইহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। হাওয়াজেন ও ছকিফের পলাতক সৈন্যদলের অধিকাংশই এখন তাএফে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। তাএফ দৃঢ় দুর্গমালাদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সকল হিসাবে বিশেষ সুরক্ষিত স্থান। তাহার উপর তাএফের প্রধানগণ এক বৎসর হইতে এই দুর্গগুলির সংস্কার করিয়া দীর্ঘকালের আহার ও পানোপযোগী রসদাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। এই দুর্গমালার তোরণে তোরণে, গুরুভার প্রস্তর এবং উত্তপ্ত লৌহখণ্ডাদি নিক্ষেপ করার জন্য

তাএফ অবরোধ।

---

(১) বোখারী—হোনেন ও খেহাদ, মোছলেম ২—১০১, এবনে-হেশাম ৩—১০, তাবরী ৩—১৩০, কামেল ২—১০১, তাবকাত ২—১১২, ফৎহল্‌বারী এবং অন্যান্য হাদিছ ও ইতিহাস গ্রন্থ।

(২) বোখারী ৮—৩১, মোছনাদ ৪—৩৯৯ প্রভৃতি।

নানাপ্রকার মারণযন্ত্র স্থাপিত হইয়াছিল। ফলে তাহাদিগের উদ্যোগ আয়োজনের কোনই ত্রুটী ছিল না।

হজরত কালবিলম্ব না করিয়া মোছলেমবাহিনী সমভিব্যাহারে তাএফে উপনীত হইলেন এবং তাহার দীর্ঘ দুর্গমালা অবরোধ করিয়া ফেলিলেন। প্রায় তিন সপ্তাহকাল অবরোধ রক্ষা করা হইল, কিন্তু দুর্গপ্রবেশের বিশেষ কোন চেষ্টা করা হয় নাই। এই অবরোধের পূর্ব্বাপর অবস্থা সম্যকরূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইবে যে, ভয় দেখাইয়া তাএফবাসীদিগকে ভাবী বিদ্রোহাচরণ হইতে নিবারিত করাই হজরতের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। নচেৎ খায়বার বিজয়ী মোছলেম বীরগণের পক্ষে এই দুর্গটা অধিকার করিয়া লওয়া কখনই অসাধ্য হইত না। যাহাহউক, একদিন হজরত ছাহাবাগণকে শুনাইয়া বলিলেন যে, আগামী কল্য আমরা এখান হইতে যাত্রা করিব বলিয়া মনে করিতেছি। এই যাত্রা করার কথা শুনিয়া একদল ছাহাবা ঘোর অমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। 'ইহাদিগের এই অন্যায় স্পর্দ্ধা ও নীচ দুরভিসন্ধির সমুচিত দণ্ডপ্রদান না করিলে এবং ছকিফ ও হাওয়াজেনজাতিকে উত্তমরূপে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া না দিলে, দুইদিন পরে ইহারা আবার মদিনার এহুদীদিগের ন্যায় ভীষণতর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে,—মক্কার মুছলমানদিগকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। এই সকল ভাবিয়া তাঁহারা অবরোধ ত্যাগের প্রস্তাবে অমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে অনেকে আবার দুর্গ আক্রমণের জন্য ব্যস্ততাপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সকল আলোচনা শুনিয়া হজরত নিজের প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়া লইলেন। পরদিন মুছলমানগণ একটু উত্তেজিতভাবেই দুর্গমালার পাদদেশাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়ায় সেদিন দুর্গ হইতে নিক্ষিপ্ত তীর প্রস্তর ও গুলি-গোলার আঘাতে তাঁহাদিগের বহু সৈন্য আহত হইয়া পড়িল। সন্ধ্যার সময়, সকলে বিশ্রামলাভ করার পর, হজরত আবার বলিলেন—আগামী কল্য আমরা এখান হইতে চলিয়া যাইব বলিয়া মনে করিতেছি। এদিন কিন্তু যাত্রার কথা শুনিয়া কেহ কোন প্রকার অমত প্রকাশ করিলেন না, বরং অনেকেই এই প্রস্তাবের সমর্থনই করিলেন। এতদিনের অভিজ্ঞতার ফলে ভক্তগণের এই মতপরিবর্ত্তন হইয়াছিল। হজরত তাহাদিগের এই হঠাৎ মতপরিবর্ত্তন দর্শনে হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না (১) হাদিছ ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে যে, অবরোধ ত্যাগকরার সময় একদল লোক হজরতকে শত্রুদিগের প্রতি 'বদ্‌দোওয়া' করিতে অনুরোধ করায় তিনি দুই হাত তুলিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন:—"হে আল্লাহ! ছকিফকে সুমতিদান কর, তাহাদিগকে আমার সহিত সম্মিলিত করিয়া দাও!!"

শত্রুপক্ষের সমস্ত বন্দী এবং তাহাদিগের যাবতীয় ধনসম্পদ এতদিন মক্কার নিকটবর্ত্তী জ'রানা নামক স্থানে রক্ষিত হইয়াছিল। তাএফ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পরেও হজরত

(১) বোখারী, মোছলেম এবং তাবরী প্রভৃতি।

বন্দী ও ধনসম্পদ। দুই সপ্তাহকাল হাওয়াজেনদিগের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। কিন্তু এত অপেক্ষার পরও তাহারা যখন উপস্থিত হইল না, তখন অগত্যা তাহাদিগের পশুপাল প্রভৃতি মুছলমানদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইল। বণ্টনের পূর্ব্বে মোস্তফা সমীপে উপস্থিত হইলে, ইহাদিগের সমস্ত বন্দী ত বিনাক্ষতিপূরণে মুক্তি পাইতই, অধিকন্তু ইহারা নিজেদের সমস্ত ধনসম্পত্তিও ফিরাইয়া পাইতে পারিত।

দুই সপ্তাহ পরে হাওয়াজেন জাতির কতিপয় গণ্যমান্য ব্যক্তি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া কাতর কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন:—মোহাম্মদ! আজ আমরা তোমার করুণা ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। আমাদিগের অপরাধ ও অত্যাচারের দিকে তাকাইও না। হে আমাদের সৎ, হে আরবের সাধু! নিজগুণে আমাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ কর। আমরা বড় বিপদে পড়িয়াই উদ্ধারের জন্য তোমার শরণাপন্ন হইয়াছি!

শত্রুদিগের এই দুর্দ্দশা এবং তাহাদিগের এই অসাধারণ ক্ষতি দেখিয়া হজরত প্রথম হইতেই অপরিসীম বেদনা অনুভব করিতেছিলেন। হাওয়াজেন প্রতিনিধিগণের কাতর প্রার্থনা শ্রবণে সে করুণা সাগরে উদ্বেল উপস্থিত হইল। তাহাদিগের অবহেলার ফলে (১) ধন সম্পত্তিগুলি সমস্তই বণ্টিত হইয়া গিয়াছে। এখন বাকী আছে বন্দী দল। হাওয়াজেন-দিগের স্ত্রী-পুত্র ও স্বজনাদি ছয় হাজার নরনারী এখন বন্দী বা দাসরূপে অবস্থান করিতেছে। ইহাদিগকে বিনা ক্ষতিপূরণে মুক্তি দিতে কেহ সহজে স্বীকার করিবে না, অথচ বুদ্ধির দোষে ও কর্ম্মফলে তাহারা আজ সর্ব্বস্ব হারা হইয়া বসিয়াছে! এইভাবে সকল দিক ভাবিয়া হজরত প্রতিনিধিদিগকে বলিয়া দিলেন যে, তোমাদিগের জন্য আমি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়াছি, ধনসম্পদ ফেরৎ পাওয়ার এখন আর কোন উপায় নাই। বন্দীদিগের মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আমিও চিন্তিত আছি। আমার ও আমার স্বগোত্রীয়দিগের অধিকার ভুক্ত বন্দীদিগকে বিনা পণে মুক্তি দিবার ভার আমি গ্রহণ করিতে পারি। তবে অন্যান্য মুছলমান ও অমুছলমানদিগের অংশ সম্বন্ধে আমি এখন জোর করিয়া কোন কথা বলিতে পারিতেছি না। তোমরা নামাজের সময় মছজিদে উপস্থিত হইবা এবং নামাজ অন্তে সকলকে নিজের প্রার্থনা জানাইবা। আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা তখনই বলিব।

হজরতের উপদেশ মতে হাওয়াজেন প্রতিনিধিগণ মছজিদে উপস্থিত হইলেন এবং নামাজ অন্তে সকলের নিকট কাতর কণ্ঠে বন্দীদিগের মুক্তি প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। প্রতিনিধিগণের বক্তব্য শেষ হওয়ার পর হজরত সভাস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন:—'তোমাদিগের এই **ভাইগুলি** অনুতপ্ত হৃদয়ে তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া

---

(১) ঠিক অবহেলা নহে, এতদিন তাএফ যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় তাহাদিগের অবকাশ হয় নাই।

বন্দীদিগের মুক্তির প্রার্থনা করিতেছে। আমি এসম্বন্ধে সকলের মতামত জানিতে চাই। তবে তাহার পূর্ব্বে আমি বলিয়া দিতেছি যে, আবদুল-মোত্তলেব গোত্রের প্রাপ্য সমস্ত বন্দীকেই আমি বিনা পণে মুক্তি দিয়াছি।' হজরতের এই উক্তি শুনিয়া মোহাজের ও আনছার দলপতিগণ পরমানন্দ সহকারে তাঁহার আদর্শের অনুসরণ করিলেন—সকলেই নিজ নিজ প্রাপ্যাংশ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলেন। কেবল দুই একজন অমুছলমান গোত্রপতি বিনা পণে আপনাদের দাবী পরিত্যাগ করিতে অমত প্রকাশ করিলেন। হজরত ইহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—"তোমাদিগের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের জন্য আমিই দায়ী রহিলাম। প্রথম সুযোগেই ঐ ঋণ পরিশোধ করিয়া দিব।" এইরূপে অল্প সময়ের মধ্যেই ছয় হাজার নরনারী ও বালকবালিকা এক কপর্দ্দক ক্ষতিপূরণ না দিয়াও মুক্তিলাভ করিল। যাইবার সময় হজরত বন্দীদিগের প্রত্যেককে নূতন বস্ত্র পরাইয়া বিদায় দিয়াছিলেন। (১)

এই যুদ্ধে হাওয়াজেন জাতির প্রায় সমস্ত ধনসম্পদ মুছলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল। হজরত এগুলি কোরেশদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন, আনছারদিগকে ইহার কোন অংশই দেওয়া হইল না। মদিনার মোনাফেকদল মুছলমানদিগের, বিশেষতঃ আনছার ও মোহাজেরগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করিয়া দিবার জন্য সর্ব্বদা যেরূপ চেষ্টা করিয়া আসিতেছিল, পাঠকগণ পূর্ব্বে তাহা অবগত হইয়াছেন। এক্ষেত্রেও তাহারা কএকজন অদূরদর্শী আনছার যুবককে কুমন্ত্রণা দিয়া উত্তেজিত করিয়া তুলিল। তাহারা এই বণ্টনের জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। আবার একদল আনছারের মনে হইতে লাগিল যে, এখন হয় ত হজরত স্বদেশে অবস্থান করিবেন, আমরা হয়ত অতঃপর আর তাঁহার সেবা করার সুযোগ পাইব না। এই সকল আলোচনার কথা যথা সময় হজরতের কর্ণগোচর হইল। তিনি তখন সমস্ত আনছার ভক্তকে একত্র সমবেত করিয়া এই আলোচনা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। হজরতের কথা শুনিয়া আনছার প্রধানগণ বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন যে, আমাদিগের দুই একজন যুবক এইরূপ কথা বলিয়াছে সত্য, কিন্তু অন্য কেহই কোন কথা বলে নাই। হজরত তখন ইঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, কোরেশগণ নবদীক্ষিত, বিশেষতঃ তাহারা এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের জন্য বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাহাদিগের ক্ষতিপূরণ করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্যই আমি এই ব্যবস্থা করিয়াছি। যাহাহউক, আমি তোমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা কি ইহাতে সন্তুষ্ট নহ যে—লোক ছাগল ভেড়া লইয়া বাড়ী যাইতেছে, আর তোমরা আল্লার রছুলকে সঙ্গে

আনছারগণের পরীক্ষা।

(১) বোখারী ও ফৎহল বারী ৮—২৫, এবনে-হেশাম ৩—২৭, তাবকাত ২—১১১, কামেল ২—১৩৩, হালবী, তাবরী প্রভৃতি।

লইয়া যাইতেছ? আনছারগণ তখন সানুনয়ে ও ভক্তি গদ-গদ কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—প্রভু হে! এই অজ্ঞান যুবকগুলির কথায় কর্ণপাত করিবেন না। আমরা আপনাকে চাই। আপনাকে পাইয়া, আপনার শ্রীচরণের সেবা করিয়াই আমরা পরিতৃপ্ত এবং কৃতার্থ হইয়াছি। আমরা যেন এই পরম সম্পদ হইতে বঞ্চিত না হই! হজরত তখন আনছারদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, জীবনে-মরণে আনছারদিগের সহিত কখনই তাঁহার বিচ্ছেদ হইবে না।

কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা করিয়াছেন যে, হজরতের "দুধভগ্নী" শায়মাও এই যুদ্ধে বন্দী হইয়াছিলেন। বন্দী হওয়ার পর তিনি নিজের পরিচয় দিলে ছাহাবাগণ তাঁহাকে হজরতের নিকট উপস্থিত করিলেন। হজরতের প্রশ্নের উত্তরে শায়মা নিজের পরিচয় দিবার সময় বলিলেন যে, শৈশবে আপনি আমার পিঠ কামড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই বলিয়া তিনি হজরতকে সেই কামড়ের দাগ দেখাইলেন। খৃষ্টান লেখকগণ এই দাগটাকে আরও ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এসম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, রেওয়ায়তের হিসাবে এই বর্ণনাটীর কোনই মূল্য নাই। পক্ষান্তরে দেরায়তের হিসাবে আলোচনা করিয়া দেখিলেও এই গল্পটী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। ঊর্দ্ধপক্ষে চার বা পাঁচ বৎসরের একটী শিশু, একটী যুবতী স্ত্রীলোকের পিঠ এমন জোরে কামড়াইয়া দিল যে, অর্দ্ধশতাব্দী পরেও সে কামড়ের চিহ্ন লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে নাই!—পাগলেও এরূপ কথা বিশ্বাস করিতে পারে না।

ঐতিহাসিক গল্পগুজব।

গণিমতের মাল বিতরণ করার সময় বহু সহস্র লোক সেখানে সমবেত হইয়াছিল। অর্দ্ধলক্ষের অধিক উট ছাগল প্রভৃতি পশু সেখানে উপস্থিত করা হয়। এই প্রকার ভিড়ে অল্পবিস্তর বিশৃঙ্খলা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই বণ্টনের সময় কতকগুলি ব্যস্তলোক নিজেদের প্রাপ্য উটগুলি গোছাইয়া লওয়ার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে থাকে। কাজের ব্যবস্থা করার জন্য হজরত এই ভিড়ের মধ্য হইতে বাহির হইয়া একটা বৃক্ষছায়ায় উপস্থিত হইলেন এবং সেখান হইতে সকলকে ব্যস্ত হইতে নিষেধ করিয়া দিলেন। এই সময় হজরতের উত্তরীয়খানি তাঁহার স্কন্ধদেশ হইতে পড়িয়া যাওয়ায় তিনি নিকটস্থ লোকদিগকে তাহা তুলিয়া দিতে বলেন। এই সামান্য ঘটনাটীকে খৃষ্টান লেখকগণ ফেনাইয়া ফাপাইয়া দেখাইতে যত্নবান হইয়াছেন। সার উইলিয়ম ইহাতে রং ফলাইয়া বলিতেছেন :—"Mohamad is mobed on account of booty."—So rudely did they josttle, that he was driven to seek refuge under a tree, with his mantle torn from his shoulders...extricating himself with some difficulty from the crush. এবনে এছহাকের মূল বর্ণনার উপর লেখক মহাশয় কিরূপ জঘন্যভাবে রং চড়াইয়া নিজের উদ্দেশ্য সফল করার চেষ্টা

করিয়াছেন, অভিজ্ঞ পাঠকগণকে তাহা বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। লেখক হজরতের মহিমাব্যঞ্জক বিশ্বস্ততম হাদিছগুলি পরিত্যাগ করিতে একটুও দ্বিধাবোধ করেন নাই। কিন্তু এই বিবরণটী এবনে এছহাকের ন্যায় তৃতীয় শ্রেণীর ঐতিহাসিকের বর্ণনা হইলেও এবং তিনি পূর্ববর্ত্তী কোন রাবীর নামগন্ধ পর্য্যন্ত প্রকাশ না করিলেও, লেখক এই রেওয়ায়তটী গ্রহণ করিতে একবিন্দুও কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

তএকবাসিগণ তাহাদিগের সুরক্ষিত দুর্গতোরণ হইতে, 'প্রজ্বলিত লৌহশলাকা' নিক্ষেপ করিয়া মুছলমানদিগকে ধ্বংস করিতেছিল। সম্মুখে দ্রাক্ষাকাননগুলি অবস্থিত থাকায় মুছলমানগণ এতৎসম্বন্ধে সাবধান হওয়ার সুযোগ পাইতেছিলেন না। ফলে কতিপয় ছাহাবীকে এই 'যন্ত্রচালিত প্রজ্বলিত লৌহখণ্ড' বা তৎকালীন তোপের গোলার আঘাতে প্রাণ হারাইতে হয়। "অতঃপর হজরত দ্রাক্ষাকুঞ্জগুলি কাটিয়া ফেলার আদেশ দিলে কতকগুলি লোক তাহা কাটিতে আরম্ভ করেন। এমন সময় শত্রুপক্ষের দূত আসিয়া নিবেদন করিল:— মোহাম্মদ! তোমার শত্রুগণ আল্লার নামে, দয়ার নামে প্রার্থনা করিতেছে যে, দ্রাক্ষাকুঞ্জগুলি যেন ধ্বংস করা না হয়! হজরত বলিলেন—তথাস্তু! আমিও আল্লার নামে ও দয়ার নামে এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলাম!! প্রেম করুণা ও উদারতার এই স্বর্গীয় চিত্রকেও কতিপয় খৃষ্টান লেখক কলঙ্ককালিমা লিপ্ত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই!

দশম হিজরীর শেষভাগে হজরতের শিশুপুত্র এবরাহিম পরলোক গমন করেন। হজরত ইহাতে যথেষ্ট শোক পাইয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে এবরাহিমের মৃত্যুর দিন সূর্য্যে গ্রহণ লাগে।

হজরতের পুত্রবিয়োগ ও তাওহিদ শিক্ষা।

ইহাতে জনসাধারণ বলাবলি করিতে থাকে যে, মহাপুরুষের পুত্রবিয়োগ ঘটায় এই প্রাকৃতিক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। লোকদিগের এই অন্ধ-বিশ্বাসের কথা শ্রবণ করিয়া, হজরত জনসাধারণের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়া সকলকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন যে, "চন্দ্র ও সূর্য্য আল্লার অসংখ্য নিদর্শনসমূহের মধ্যে দুইটা নিদর্শন মাত্র। কাহারও জন্মগ্রহণে বা পরলোক গমনে উহাতে গ্রহণ লাগিতে পারে না। এইরূপ গ্রহণ উপস্থিত হইলে এই কুদরতের কাদের এবং এই নিদর্শনের মালেককে স্মরণ করিবা—তাঁহার পূজা উপাসনায় লিপ্ত হইবা।" (১) অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারের প্রতিবাদ করার কোন সুযোগই হজরত পরিত্যাগ করেন নাই। বলা বাহুল্য যে, দুনয়ার পুঞ্জীভূত অন্ধবিশ্বাসের মূলোৎপাটন করতঃ মানব সমাজকে জ্ঞানের পুণ্যআভায় উদ্ভাসিত করিয়া তোলাই এছলামের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় এই যে, আজকালকার দিনে অনেকে নিজেদের মিথ্যা কেরামত প্রচার করার জন্য যথাবিধি 'এজেণ্ট' নিযুক্ত করিয়া থাকেন। আবার এক শ্রেণীর পীর ফকির এরূপ আছেন—যাঁহারা

(১) বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি—গ্রহণের নামাজ অধ্যায়।

নিজেরা ইচ্ছাপূর্ব্বক নিজেদের কোনপ্রকার কেরামত ও বুজরুকির কথা প্রচার করেন না বটে, কিন্তু অজ্ঞ জনসাধারণ অথবা স্বার্থপর গ্রাম্য মোল্লাগণকে তাঁহাদিগের সম্বন্ধে নানাবিধ আজগৈবী কেরামতের কথা প্রচার করিয়া বেড়াইতে দেখিয়াও, তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে তাহার প্রতিবাদও করেন না। আমরা হজরতের এই আদর্শের প্রতি এই শ্রেণীর আলেম ও পীরছাহেবদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

চতুঃসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

৯ম হিজরী—সত্যের জয়জয়কার!

অষ্টম হিজরীর শেষ মাস পর্য্যন্ত তাএফবাসীদিগের বিদ্রোহদমনে লিপ্ত থাকিয়া হজরত মদিনায় ফিরিয়া আসিলেন এবং নূতন ও পুরাতন ভক্তবৃন্দকে এছলামের শিক্ষায় সম্পূর্ণরূপে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমুছলমান আরব গোত্র-গুলিকে সত্যধর্ম্মের প্রতি আহ্বান করার জন্য দেশের চারিদিকে প্রচারক দল প্রেরণ করা হইতে লাগিল। ক্ষেত্র পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইয়াছিল—মহিমময় মোস্তফার স্বর্গীয় চরিত্র প্রভাবে এবং তাঁহার প্রচারিত সত্যের মহিমায় জনসাধারণ আকৃষ্ট ও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। এতদিনে হজরতের পরীক্ষার পুরস্কার এবং তাঁহার সাধনার সিদ্ধি, স্বর্গের আশীর্ব্বাদে অভিষিক্ত এবং পূর্ণপরিণতরূপে উজ্জ্বল হইয়া আসিল—আরবের দিকে দিকে মোস্তফার মহিমাবাণী ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল, তাওহীদের মঙ্গল-আরবে সমগ্র আরব উপদ্বীপ মুখরিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

এই সময় তাবুক অভিযানের জন্য হজরতকে কিছুদিন মদিনার বাহিরে অবস্থান করিতে হয়। ঐতিহাসিক পরম্পরার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আমরা প্রথমে তাবুক অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিব এবং ৯ম হিজরীর সাফল্যের সমস্ত বর্ণনা তাহার পর এক সঙ্গে বর্ণনা করিব।

তাবুক অভিযান—অভিযানের কারণ।

রোম সম্রাটগণ যে বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে আরব দেশকে নিজেদের পদাবনত করার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, রোমের প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতে পারে। যীশুখৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ব হইতে, এই চেষ্টা চলিয়া আসিতেছিল। এই সময় সম্রাট আগষ্টসের উৎসাহে ও সাহায্যে এলয়াছ-গ্যালস নামক তাঁহার (পারস্যদেশের) জনৈক শাসনকর্ত্তা একটা বিরাট-বাহিনী সঙ্গে লইয়া আরব-বিজয়ে বহির্গত হন। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, গ্রীষ্ম জলাভাব ও মারাত্মক পীড়ার প্রকোপে এবং দেশবাসিগণের বীরবিক্রমের ফলে এই বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্যই ধ্বংসমুখে পতিত হয় এবং ছয়মাস চেষ্টার পর সেনাপতি গ্যালস বিধ্বস্ত ও বিফলমনোরথ হইয়া আলেকজেন্দ্রিয়ায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। (১) যীশুখৃষ্টের জন্মের

(১) Historians History of the World, 8—11. Ency; Britainnica 11 edn. 2—426.

পূর্ব্ব হইতে হজরতের জন্ম সন অর্থাৎ আবরাহার আক্রমণ পর্য্যন্ত এই চেষ্টা সমানভাবে চলিয়া আসিতেছিল।

"মূতা" অভিযানের বিবরণে পাঠকগণ দেখিয়াছেন যে, বর্ত্তমান কায়সারও মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার জন্য চেষ্টার ক্রটী করেন নাই। এই যুদ্ধে মুছলমানদিগের সাহস বীরত্ব এবং ঈমানের বল দেখিয়া শত্রুপক্ষ স্তম্ভিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহারা নিজেদের সঙ্কল্প এক মুহূর্ত্তের জন্যও পরিত্যাগ করে নাই। বরং এই অপমান ও অকৃতকার্য্যতার প্রতিশোধ গ্রহণ করার জন্য তাহারা অতঃপর দ্বিগুণ উত্তেজনার সহিত মদিনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। এমন কি, এই আক্রমণ ভয়ে মদিনার মুছলমামগণ সর্ব্বদাই সশঙ্ক অবস্থায় অবস্থান করিতেন। (১)

রজব মাসের প্রথম ভাগে মদিনায় সংবাদ পৌঁছিল যে, রোমরাজ কায়সার মদিনা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। সিরিয়া হইতে সমাগত বণিকগণ এই সংবাদের সমর্থন করিলেন। তাঁহাদিগের মুখে আরও জানা গেল যে, লাখ্‌ম, জোজাম, গচ্ছান প্রভৃতি খৃষ্টান আরবগণ, নিজেদের সমস্ত শক্তি লইয়া রোমীয় বাহিনীর সহিত যোগদান করিয়াছে। রোম সম্রাট এজন্য পূর্ণ এক বৎসরের উপযোগী রণসম্ভার ও রসদাদি সঙ্গে লইয়াছেন, সৈন্যদিগকে এক বৎসরের বেতন অগ্রিম দেওয়া হইয়াছে। ইহার অল্পদিন পরেই মুছলমানগণ জানিতে পারিলেন যে, রোমের বিরাটবাহিনী মদিনা আক্রমণের জন্য যাত্রা করিয়াছে, তাহাদিগের অগ্রবর্ত্তী সৈন্যদল 'বাল্‌কা' পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে। (২)

আমাদিগের ঐতিহাসিকগণ এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু বহু হাদিছ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে,—"আরবের খৃষ্টানগণ রোমরাজকে লিখিয়া পাঠায় যে, আরবের যে লোকটী নবী হওয়ার দাবী করিতেছিল, সে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে—অজন্মা ও মন্বন্তরের ফলে তাহাদিগের সমস্ত ধনসম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" অর্থাৎ মুছলমানদিগকে ধ্বংস করার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, উদ্যোগ আয়োজনে আর কালক্ষেপ না করিয়া অচিরে মদিনা আক্রমণ করা উচিত। "এই পত্র পাওয়ার পর, সম্রাট কোব্বাদ নামক সেনাপতির অধীনে চল্লিশ হাজার সুসজ্জিত সৈন্যের এক বিরাটবাহিনী মদিনা অভিমুখে প্রেরণ করেন।" (৩) ইহা ব্যতীত আরবের খৃষ্টানজাতিসমূহ যে এই বাহিনীর সহিত যোগদান করার জন্য প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই সকল সংবাদ মদিনায় পৌঁছিলে মুছলমানদিগের দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না। বাইজেন্তীয় বাহিনী সিরিয়া সীমান্তে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে সীমান্তপ্রদেশের এবং আরবের

---

(১) বোখারী—ইলা। (২) তাবরী, তাবকাত, এবনে-হেশাম প্রভৃতি—তাবুক প্রসঙ্গ।
(৩) জিরমিজী, হাকেম, তাবরাণী—কৎহল বারী ৮—৭৮, মাওয়াহেব প্রভৃতি।

সহস্র সহস্র খৃষ্টান তাহাতে যোগদান করিবে, পৌত্তলিক আরবগণও সেই সময় বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারে। ইহা ব্যতীত 'কপট-মুছলমান'দিগের ষড়যন্ত্র ও দুরভিসন্ধি লাগিয়াই ছিল। সর্ব্বপ্রধান বিপদ—সেবারকার অজন্মাজনিত দারুণ অভাব। একে এই অভাবের জন্য হেজাজের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার উপর রৌদ্র ও গ্রীষ্মের ভীষণ প্রকোপে এবং পানীয় জলের দারুণ অভাবে দেশবাসী পূর্ব্ব হইতেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এমন সময় রোমরাজের রণসজ্জার সংবাদ মদিনায় পৌঁছিল।

হজরত অন্যান্য সময়ে সামরিক গতিবিধি ও সঙ্কল্পাদির কথা প্রায়ই জনসাধারণকে জানিতে দিতেন না কিন্তু অবস্থার গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবার তিনি রোমীয় অভিযানের সংবাদ মুছলমানদিগকে পূর্ব্বাহ্নেই জানাইয়া দিয়াছেন। রোমের অগ্রবর্ত্তী সেনাদল 'বাল্কা' পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছে শুনিয়া হজরত আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি মোছলেম-হেজাজের প্রান্তে প্রান্তে জেহাদ ঘোষণা করিয়া, সকলকে স্বধর্ম্ম স্বজাতি ও স্বদেশের স্বাধীনতা এবং স্বজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্য যথাসর্ব্বস্বপণে প্রস্তুত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। সকলে শুনিল:— রছুলুল্লার আদেশ, মদিনা হইতে চারিশত মাইল দূরবর্ত্তী শামদেশের সীমানায় মধ্যেই শত্রু-সৈন্য-বাহিনীর অগ্রগতিতে বাধাপ্রদান করিতে হইবে।

প্রভুর এই আদেশবাণী প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হেজাজের মোছলেম কেন্দ্রগুলির মধ্যে সাজ সাজ সাড়া পড়িয়া গেল। মদিনা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী পল্লীসমূহের ত কথা নাই, মক্কার বহু নবদীক্ষিত মুছলমানও অস্ত্রশস্ত্রসহ মদিনার দিকে ছুটিলেন, আ'রাব বা বেদুইন গোত্রের বহু দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধাও এই ধর্ম্মসমরে যোগাদান করিল। ছোফ্‌ফার সেই আত্মহারা সাধকগণও এখন কোমর বাঁধিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন, অবস্থাপন্ন মুছলমানগণ এই 'আল্লাহওয়ালা ফকির'-দিগের যান বাহন ও পাথেয়াদির ব্যবস্থা করিয়া দিতে লাগিলেন। (১) দেখিতে দেখিতে চল্লিশ সহস্র মোজাহেদিনের এক মহাশক্তিশালী জামাআৎ মদিনার প্রান্তরে সমবেত হইয়া গেল।

কপটগণ নানাপ্রকার ওজর আপত্তি তুলিয়া নিজেরাত মদিনায় থাকিয়াই গেল—পক্ষান্তরে মন্বন্তর, অনাবৃষ্টি, জলাভাব, মদিনা ও সিরিয়ার মধ্যবর্ত্তী মরুভূমির দুর্গমতা, রোমবাহিনীর অজেয়তা, গাচ্ছান জোজাম প্রভৃতি খৃষ্টান জাতিসমূহের ধনবল জনবল এবং অস্ত্রশস্ত্রের গল্প ইত্যাদি প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া মুছলমানদিগের মধ্যে দুর্ব্বলতা আনিয়া দিবার জন্য তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল। একদল মুছলমান প্রথমাবস্থায় ইহাদিগের কুহকে পড়িয়াছিলেন, কিন্তু অচিরাৎ তাঁহারা সামলাইয়া লন এবং পূর্ণ উদ্যমের সহিত মোজাহেদগণের কাফেলায় যোগদান করেন। কা'ব প্রভৃতি মাত্র ৩জন মুছলমান "গয়ংগচ্ছ" করিতে করিতে মদিনায়

(১) এবনে-আছাকের—কানজ ৫—৩১০।

রহিয়া যান। ইঁহাদিগের তাওবার বিবরণ কোরআন ও হাদিছে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। (১)

চল্লিশ হাজার ধর্মযোদ্ধা মদিনা হইতে সিরিয়া যাত্রা করিতেছেন, প্রবল প্রতাপান্বিত রোমসম্রাটের সহিত মোকবেলার জন্য অগ্রসর হইতেছেন—অথচ তাঁহাদিগের অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন ও রসদাদির সম্পূর্ণ অভাব। এই জন্য হজরত, ভক্তগণকে এই সমরায়োজনে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। হজরতের আহ্বান শ্রবণমাত্রই কর্ত্তব্যপরায়ন ভক্তগণ স্ব স্ব গৃহাভিমুখে ধাবিত হইলেন এবং আপনাদের সাধ্যমত সাহায্য লইয়া হজরতের খেদমতে ফিরিয়া আসিলেন। ওমর বলিতেছেন:—সদনুষ্ঠানমাত্রেই আবুবাকর প্রথমস্থান অধিকার করিতেন। হজরতের এই আহ্বান শুনিয়া আমার মনে হইল—আজ আমি আবুবাকরকে পরাজিত করিব। এই সঙ্কল্প করিয়া আমি নিজের সমস্ত ধনসম্পত্তি দুইভাগে বিভক্ত করতঃ তাহার অর্দ্ধেক লইয়া হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইলাম। হজরত আমাকে প্রশ্ন করিলে ঐরূপ উত্তর দিলাম। কিন্তু আবুবাকর নিজের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া মোস্তফা চরণে উপহার দিয়াছিলেন। হজরত ইহা জানিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন:—"আবুবাকর! স্বীয় পরিজনবর্গের জন্য গৃহে কি সম্বল রাখিয়া আসিয়াছ?" ভক্ত-কুল-শিরোমণি ছিদ্দিকে-আকবর ভক্তিগদগদকণ্ঠে উত্তর করিলেন:—"শ্রেষ্ঠতম সম্বল, আল্লাহ ও তাহার রছুল!" (২) মহামতি ওছমান ছাহাবাগণের মধ্যে অন্যতম ধনী ও গণী, তাঁহার ন্যায় উদার হৃদয় ও দানবীর মহাজন দুনয়ায় অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি হজরতের আহ্বানে এক সহস্র উষ্ট্র এবং সত্তরটী অশ্ব, আবশ্যকীয় সাজসরঞ্জামসহ, তাঁহার খেদমতে উপস্থিত করিলেন এবং ইহা ব্যতীত একসহস্র স্বর্ণমুদ্রা নগদ চাঁদা প্রদান করিলেন। (৩) এইরূপে ছাহাবাগণের প্রত্যেকেই যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিলেন, তবু কতিপয় ভক্তকে সাজসরঞ্জামের অভাবে ভগ্নমনোরথ হইতে হইল। স্বধর্ম্মের স্বজাতির এবং স্বদেশের এমন গুরুতর বিপদে আজ কেবল অর্থাভাবে, তাঁহাদিগকে আত্মোৎসর্গ করার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইতেছে! এই দুঃখে তাঁহারা বালকের মত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অবশেষে ইঁহাদিগের জন্যও যথাসাধ্য আয়োজন করিয়া দেওয়া হইল।

যথাসময়ে যাত্রার আদেশ হইল। ত্রিশ হাজার পদাতিক ও ১০ হাজার অশ্বসাদী সৈন্য আল্লার নামে জয়ধ্বনি করিয়া সিরিয়ার পথে যাত্রা করিলেন।

চল্লিশ হাজার ভক্তের এই বিরাটবাহিনী যখন বীরপদনিক্ষেপে সিরিয়ার তাবুক নামক স্থানে উপস্থিত হইল, তখন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সম্যকরূপে বুঝিতে পারিলেন যে, আরবের খৃষ্টানগণ

(১) কোরআন—তাওবা; বোখারী—তাবুক। (২) মাওয়াহেব, তিরমিজী প্রভৃতি।
(৩) দারমী, আবুদাউদ, তিরমিজী প্রভৃতি—কানজ ৬—৩১৩।

চতুঃসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

হজরতের ও মুছলমানদিগের 'শোচনীয় দুরবস্থার' যে সংবাদ সম্রাটের নিকট প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। তাহাদিগের সমরায়োজনের কথা জানিতে পারিয়াই মুছলমানগণ শত শত মাইল দুর্গমপথ অতিক্রম করিয়া তাবুকে উপস্থিত হইয়াছে। ৩০ হাজার সৈন্য যখন এই অভিযানে যোগদান করিয়াছে, তখন অন্ততঃ আর দশ হাজার সৈন্য তাহাদিগের স্থানীয় শত্রুগণের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে। যে ব্যক্তির অঙ্গুলিসঙ্কেতমাত্রই অর্দ্ধলক্ষ প্রাণ এমন উৎসাহের সহিত আত্মোৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইতে পারে, তাঁহার সহিত হঠাৎ যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া পড়া নিরাপদ হইবে না। এরূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া তাঁহারা সম্রাটকে নিজেদের মতামতসহ সকল অবস্থা জানাইয়া দিলেন এবং রোম সৈন্য পথ হইতে ফিরিয়া গেল।

আরবীয় খৃষ্টানদিগের দুরভিসন্ধির কথা সকলেই বিদিত ছিলেন। রোমসৈন্য ফিরিয়া যাওয়ার পর তাহাদিগের মস্তক চূর্ণ করার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু হজরত ইহার পরিবর্ত্তে শান্তি ও সন্ধির বাণী লইয়া তাহাদিগের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। হজরতের এই অনুপম চরিত্র ও মহিমা দর্শনে খৃষ্টানগণ একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল এবং কএকদিনের মধ্যে তাবুক অঞ্চলের বিভিন্ন খৃষ্টানগোত্র এছলাম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইল। যাহারা এছলাম গ্রহণ করিল না, তাহাদিগের সহিত এই মর্ম্মে সন্ধি হইল যে, তাহারা সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবার অধিকারী হইবে। তবে বৎসর বৎসর তাহারা সামান্য পরিমাণ কর দিতে বাধ্য থাকিবে।

আবদুল্লাহ নামক জনৈক ভক্ত তাবুকের পথে পরলোকগমন করেন। এছলাম গ্রহণের পূর্ব্বে ইঁহার নাম ছিল আবদুল ওজ্জা। পিতৃহীন আবদুল-ওজ্জা তাঁহার ধনী পিতৃব্যের একমাত্র উত্তরাধিকারী। তিনি যৌবনে পদার্পণ করিলে পিতৃব্য তাঁহাকে বহু ধনসম্পত্তি দান করিয়া এবং তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র কাজ কারবার খুলিয়া দিয়া জনৈক ধনীকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। আবদুল-ওজ্জার সুখসম্পদের সীমা ছিল না। এই সময় হজরতের প্রচারিত সত্যধর্ম্মের আহ্বান তাঁহার কর্ণগোচর হয় এবং কিছুকাল দ্বিধা ও অপেক্ষা করার পর তাঁহার অন্তরাত্মা এই সত্যকে স্বীকার করার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। একদা তিনি পিতৃব্যসদনে উপস্থিত হইয়া এছলামের সত্যতার কথা ব্যক্তকরতঃ তাঁহাকে ঐ সত্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলে, পিতৃব্য ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন এবং ভ্রাতুষ্পুত্রকে শাসন করার জন্য বলেন যে, তোর মত নাস্তিক আমার সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও পাইতে পারিবে না। আবদুল-ওজ্জা পিতৃব্যের কথা শুনিয়া সসম্ভ্রমে নিবেদন করিলেন :—"তাত! সম্পত্তি অপেক্ষা সত্য অনেক বড়।" এই বলিয়া তিনি নিজের বস্ত্রগুলিও খুলিয়া দিলেন, এবং উন্মত্তের ন্যায় বিধবা জননীর নিকট ছুটিয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন :—মা,

আবদুল্লার সৌভাগ্য।

আমার লজ্জা নিবারণ কর। জননী তখন তাঁহার স্বামীর আমলের একখানা জীর্ণ কম্বল ফেলিয়া দিলেন। আবদুল ওজ্জা তাহা ছিঁড়িয়া তাহার একখণ্ড পরিধান করিলেন এবং অপর খণ্ডদ্বারা গাত্রাচ্ছাদিত করিয়া মদিনার দিকে ছুটিলেন। তিনি মছজিদের দারদেশে উপস্থিত হইলে, এই উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের মুখ দেখিয়াই হজরত সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—

"তুমি কে ?"

"আমি আবদুল ওজ্জা, সত্যের সেবক, আশীর্ব্বাদ ভিখারী।"

"সাধু! তুমি আর ওজ্জার দাস নহ, এখন তুমি আল্লার দাস—আবদুল্লাহ। যাও, আত্মোৎসর্গকারী আছহাবে ছোফ্‌ফার জামাতে প্রবেশ কর। আমার নিকট এই মছজিদেই তুমি অবস্থান করিবা।"

একদা আবদুল্লা ভাবে বিভোর হইয়া অত্যন্ত উচ্চকণ্ঠে কোরআন পাঠ করিতে থাকায় ওমর বিরক্তি প্রকাশ করেন। তখন হজরত তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন :— "ওমর! উহাকে কিছু বলিওনা না। এই আবেগের কল্যাণেইত সে নিজের যথাসর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে সমর্থ হইয়াছে।" যাহাহউক, আবদুল্লার গোছল ও কাফনের পর আবুবাকর ও ওমরের ন্যায় মহাজনদ্বয় তাঁহাকে কবরে নামাইতেছেন, বেলাল প্রদীপ ধরিয়া দণ্ডায়মান। এমন সময় হজরত ব্যাকুলকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন :—সসম্ভ্রমে, সসম্ভ্রমে, তোমাদের ভ্রাতাকে সসম্ভ্রমে নামাও। এই বলিতে বলিতে হজরত স্বয়ং কবরে নামিয়া পড়িলেন এবং নিজ হস্তে তাঁহার দেহ কবরে স্থাপন করিলেন। ইহা আবদুল্লার প্রথম—এবং বোধ হয়—প্রধান পুরস্কার! (১)

(১) এই অধ্যায়ের লিখিত সমস্ত বিবরণ বোখারী, মোছলেম, ফৎহল্‌বারী, জাদুল্‌মাআদ রওজুল্‌ওন্নাল এবং তাবরী, তাবকাত, এবনে হেশাম প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত। বিশেষ আবশ্যকীয় স্থানগুলিতে স্বতন্ত্র হাওয়ালা দেওয়া হইল।

পঞ্চসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

বিভিন্ন ঘটনা।

তাবুক হইতে ফিরিয়া আসার পর হজরতের আদেশে মুছলমানগণ হজযাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মহাত্মা আবুবাকর ছিদ্দিক এই যাত্রী দলের আমীরপদে নির্ব্বাচিত হইয়া তিনশত মুছলমানসহ তীর্থযাত্রা করিলেন। ইঁহাদিগের যাত্রার পর নকিব বা ঘোষণাকারীরূপে আলীও এই দলে যোগদান করেন। হজ্ সমাধা করার পর মেনা প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া কতিপয় বিশিষ্ট ছাহাবী নিম্নলিখিত বিষয় দুইটী সকলকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দেন :—

মুছলমানদিগের হজযাত্রা।

(১) অতঃপর পৌত্তলিকগণ কাবায় হজ্ করিতে পারিবে না।

(২) অতঃপর কোন ব্যক্তি উলঙ্গ অবস্থায় কাবায় তওয়াফ করিতে পারিবে না।

কথিত হইয়াছে যে, বর্ত্তমান আকারে জাকাত দিবার বিস্তারিত বিবরণ ও যিজ্য়ার আদেশও এই বৎসর অবতীর্ণ হয়। 'জাকাত' শব্দের অর্থ শুচীকরণ। নিজের উপার্জ্জিত ধনসম্পদের মধ্য হইতে দরিদ্র লোকদিগের প্রাপ্য পরিশোধ করিয়া না দিলে তাহা অপবিত্র হইয়া যায়, ইহাই এছলামের শিক্ষা। সেইজন্য এই দানকে জাকাত বলা হইয়াছে। নিজের অবস্থানুসারে সংসার ব্যয় নির্ব্বাহ করার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিয়া যাইবে, তাহা নির্দ্ধারিত পরিমাণ বা নেছাবের কম না হইলে, প্রত্যেক মুছলমানকে তাহা হইতে জাকাত দিতে হইবে। উদ্বৃত্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যের ৪০ ভাগের একভাগ অর্থাৎ শতকরা ২॥০ টাকা হিসাবে জাকাত দিতে হয়। আকাশের জলে ফসল হইলে তাহার দশম ভাগ এবং জল সেচন করা হইলে তাহার বিশভাগের একভাগ জাকাত দিতে হয়। সকল প্রকার ফল ও মেওয়ার উপর এই ওশর জাকাত নির্দ্ধারিত আছে। ইহা ব্যতীত ছাগল, ভেড়া, উট প্রভৃতি পশুরও জাকাত দিতে হয়। প্রত্যেক অবস্থাপন্ন মুছলমানই এই জাকাত দিতে বাধ্য। এই জাকাত আট শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে বিভাগ করার হুকুম হইয়াছে, উহারা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জাকাত দেওয়া নিষিদ্ধ। হজরত বা তাঁহার বংশধর (ছৈয়দ) গণের পক্ষে জাকাতের মাল গ্রহণ করা হারাম।

অমুছলমানদিগকে জাকাত দিতে হইত না, যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইলে তাহারা তাহাতে যোগদান করিতে বাধ্যও ছিল না। পক্ষান্তরে শত্রুপক্ষ ঐ অমুছলমান মিত্র গোত্রগুলিকে

আক্রমণ করিলে মুছলমানগণ ধন ও প্রাণ বলি দিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে বাধ্য ছিলেন। এই জন্য তাহাদিগের নিকট হইতে বাৎসরিক হিসাবে একটা অপেক্ষাকৃত সামান্য কর গ্রহণ করা হইত, ইহাই 'জিজ্‌য়া' নামে খ্যাত হইয়াছে। আল্লাহ শক্তি দিলে মোস্তফা-চরিতের ২য় খণ্ডে এই সকল বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

তাবুক যাত্রার সময় মুছলমানদিগকে জলাভাবের জন্য অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। এজন্য তাঁহারা ছওয়ারীর উটগুলিকে উত্তমরূপে জল খাওয়াইয়া লইতেন, এবং কএকদিন পর্য্যন্ত সেই উটগুলি 'জবাই' করিয়া তাহাদের পাকস্থলী হইতে জল বাহির করতঃ তাহা পান করিতেন। (১) কোরআন শরীফে বর্ণিত ছামুদ জাতির বাসস্থান তাবুকের পথেই অবস্থিত ছিল, উহা হেজ্‌র প্রান্তর নামে খ্যাত হইয়া থাকে। হেজ্‌র প্রান্তরের অধিত্যকায় কতকগুলি পুরাতন জলাশয় ছিল। এই জলাশয়গুলির জল—সম্ভবতঃ ঐগুলিকে অস্বাস্থ্যকর মনে করিয়া—পান করিতে হজরত সকলকে নিষেধ করিয়া দিলেন, অবশ্য তাহা হইতে পশুদিগকে জলপান করাইবার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত তাবুক প্রভৃতি স্থানের কএকটা ঝর্ণা ও অন্য জলাশয়ের জল সরকারী-ভাবে রক্ষিত ও নিয়ন্ত্রিত করার আদেশ দেওয়া হয়। অন্যথায় এই লক্ষাধিক তৃষ্ণাতুর জীবের তাড়াতাড়ি হুড়াহুড়িতে যে কত দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়া যাইত এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐ ঝর্ণাগুলির সামান্য জল যে প্রথম চোটেই পানের অযোগ্য হইয়া পড়িত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমাদিগের কোন কোন ঐতিহাসিক এই সরল সহজ ঘটনাগুলিতে সন্তুষ্ট থাকিতে না পারিয়া তাহার উপর দুই এক পোঁচ রং ফলাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মুয়র প্রমুখ খৃষ্টান লেখকগণ এই শ্রেণীর আজগৈবী গল্পগুলিতে বিলাতী কালির ছাপ দিয়া জন সমাজে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছে।

ছামুদ জাতির আবাস-ভূমি।

নিঃসহায় নিঃসম্বল ও নিরাশ্রয় সাধক যেদিন সর্ব্বপ্রথম তাওহীদের মহীয়সী বাণী-ঘোষণা করিয়াছিলেন; পাঠক তাহা একবার স্মরণ করুন। তাহার পর দীর্ঘ ২২টী বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। হেজরতের পূর্ব্বে নানা কারণে ও নানা সূত্রে এবং নানা দিক দিয়া আরবের বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন গোত্র কিরূপে এছলামের সুশীতল ছায়াতলে প্রবেশ করিয়াছিল,—এছলাম গ্রহণের ফলে তাহাদিগকে কিরূপ ভীষণ হইতে ভীষণতর এবং নির্ম্মম হইতে নির্ম্মমতর পরীক্ষায় পতিত হইতে হইয়াছিল, পাঠকগণ তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। মদিনায় আগমন করার পর ন্যূনাধিক নয়টী বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার বিস্তারিত ইতিবৃত্তও আমরা

প্রচার ও প্রসার।

(১) যাওয়াহেব, ফৎহুল্‌বারী প্রভৃতি।

অবগত হইয়াছি। এছলামের শত্রুপক্ষ যুগের পর যুগ বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া হজরতের চরিত্রের চিত্রণে বহু পণ্ডশ্রম করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার জীবন ইতিবৃত্তের মধ্যে কেহ এমন একটী ঘটনাও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই, যেখানে বলা যাইতে পারে যে, হজরত এই ব্যক্তিকে এছলাম গ্রহণে বলপূর্ব্বক বাধ্য করিয়াছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে, সত্য নিজেই নিজকে জয়যুক্ত করিয়া লইয়াছিল। পাঠকগণ দেখিয়াছেন—সত্যের মহিমা এবং মোস্তফার চরিত্র মাহাত্ম্য একত্র সম্মিলিত হইয়া শত্রুকে মিত্রে এবং মোশ্রেককে মোছলেমে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছিল।

মক্কা ও তাএফে হজরতের ধর্ম্ম প্রচার, হজ মাওছমে প্রচার এবং মদিনায় নবজীবনের সূত্রপাত, মদিনায় প্রচারক ও অধ্যাপক দল প্রেরণ এবং আনছারগণের এছলাম গ্রহণ ইত্যাদি ঘটনার পরও, সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই আরবের বিভিন্ন স্থানে প্রচারক দল প্রেরিত হইয়াছিল। বহুস্থলে এক একটী গোত্রের একজন মাত্র লোক এছলাম গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ গোত্রে গমনপূর্ব্বক সত্যধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ফলে অধিকাংশ স্থলে ঐ গোত্রগুলি এছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যায়। মদিনায় গেফার ও আছলম জাতিও এই প্রকারে এছলাম গ্রহণ করে। হোদায়বিয়া সন্ধি এবং মক্কা বিজয়ের পর এছলাম যে কি উপায়ে ও কি প্রকারে মক্কা প্রদেশে প্রসার লাভ করিয়াছিল, তাহাও পাঠকগণ অবগত হইয়াছেন। বহুস্থলে আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, শত্রুপক্ষ হজরতকে হত্যা করার জন্য যে ঘাতকগণকে নিযুক্ত করিয়াছিল, হজরতের মাহাত্ম্য ফলে তাহারাই অচিরে মোস্তফা চরণের অনুরক্ততম সেবক এবং সত্যধর্ম্মের প্রধানতম প্রচারকরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে প্রতিনিধি সঙ্ঘ সমূহের বিবরণেও পাঠকগণ এছলামের প্রচার ও প্রসার সংক্রান্ত কতকগুলি ঘটনা অবগত হইতে পারিবেন। মোস্তফা চরিতের ২য় খণ্ডে "এছলাম ও তরবারী" শীর্ষক সন্দর্ভে আমরা এ সকল বিষয় বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিব।

ষট্‌সপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

প্রতিনিধিসঙ্ঘসমূহের সমাগম।

এছলাম শান্তির ধর্ম্ম—যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে তাহার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হওয়া সম্ভবপর নহে। তাই মহিমময় মোস্তফা স্বদেশের মমতা ত্যাগ করিয়া মদিনায় প্রস্থান করিয়াছিলেন, তাই নানাবিধ হেয়তা স্বীকার করিয়াও তিনি হোদায়বিয়ার সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন, তাই জীবনের প্রত্যেক সুযোগে তিনি অমুছলমান জাতিসমূহের সহিত সন্ধিস্থাপন করার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন।

মক্কা বিজয়ের পরে হজরতের শক্তি ও মাহাত্ম্যের কথা যুগপৎভাবে দেশ-দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতে লাগিল এবং আরবের বিভিন্ন জাতি ও বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী গোত্রসমূহ হজরতের খেদমতে দূত ও প্রতিনিধিসঙ্ঘ প্রেরণ করিয়া, তাঁহার ও তাঁহার প্রচারিত নবধর্ম্ম সম্বন্ধে আবশ্যকীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। নবম হিজরীর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এইরূপে শতাধিক দূত ও প্রতিনিধিসঙ্ঘ Embassies and deputations মদিনায় উপস্থিত হয়। পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি যে, এই সকল ডেপুটেশনের সহিত এছলাম প্রচারের ইতিবৃত্ত ঘনিষ্টভাবে সংবদ্ধ হইয়া আছে। আমরা উহার মধ্য হইতে কএকটী ডেপুটেশনের কথা পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। উহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, এছলাম নিজগুণেই কল্পনাতীত সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল—তরবারীর সহিত তাহার কোনপ্রকার সম্বন্ধ নাই।

বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য ডেপুটেশনের মধ্যে মাজিনাগোত্রের প্রতিনিধিগণের নাম সর্ব্বপ্রথমে প্রাপ্ত হওয়া যায়। হিজরীর ৫ম সনে এই মাজিনা জাতির চারিশত প্রতিনিধি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হন এবং ধর্ম্মসম্বন্ধে বাদপ্রতিবাদ ও আলোচনার পর সকলেই এক সঙ্গে এছলাম গ্রহণ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান। (১)

মাজিনা-ডেপুটেশন।

তাএফের অবরোধ তুলিয়া লইয়া হজরত যখন চলিয়া আসিতেছিলেন, সেই সময় ওরওয়া-বেন-মাছউদ নামক তাএফের জনৈক প্রধানতম ব্যক্তি তাঁহার অনুসরণ করিয়া

(১) তাবকাত ১-২—৩৮; এছাবা ৬—২০৬; মোছনাদ, এরাকী প্রভৃতি।

তাএকের প্রতিনিধিদল।

মদিনায় উপস্থিত হন এবং হজরতের নিকট এছলামধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আরবের তৎকালীন প্রথানুসারে ওরওয়াও বহুসংখ্যক স্ত্রীলোকের পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এছলাম তখন ধীরে ধীরে এই দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করিতেছে। কাজেই হুকুম হইল—চারিজন স্ত্রীর অধিক এছলামে নিষিদ্ধ। এই আদেশ শ্রবণ মাত্রই ওরওয়া চারিজনমাত্র স্ত্রী রাখিয়া আর সকলকে পরিত্যাগ করিলেন। কএকদিন হজরতের খেদমতে অবস্থান করার পর ওরওয়ার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিলেন:—প্রভু হে! আমার স্বজাতীয়গণ অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাসের তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়া আছে। আপনি অনুমতি দিলে আমি তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া এছলাম প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে পারি। ওরওয়ার এই প্রার্থনার উত্তরে হজরত গম্ভীরস্বরে বলিলেন:—'ওরওয়া! সে'ত ভাল কথা। কিন্তু আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, তোমার স্বাজতীয়রা তোমাকে হত্যা করিয়া ফেলিবে।' ওরওয়ার প্রাণ তখন স্বর্গের আলোকে উদ্ভাসিত, সত্যের সেবায় এবং স্বজাতীর হিতসাধনের জন্ত তাঁহার অন্তরাত্মা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তাই তিনি বলিতে লাগিলেন—আমার স্বজনগণ আমাকে অত্যন্ত ভালবাসে। (১)

যাহাহউক, হজরতের নিকট হইতে অনুমতি লইয়া ওরওয়া যথাসময়ে তাএকে উপস্থিত হইলেন এবং সকলকে সত্যধর্ম্মের প্রতি আহ্বান করিতে লাগিলেন। এই প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ছকিফ গোত্র তাঁহার জানের দুশ্‌মন হইয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহাকে নানাপ্রকারে নির্য্যাতিত করিতে লাগিল। একদিন স্বগৃহের গবাক্ষদেশে দণ্ডায়মান হইয়া ওরওয়া আল্লার নামের জয়কীর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময় সকলে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তির ও প্রস্তর বর্ষণ করিতে লাগিল—এবং অবশেষে তাহাদিগের দ্বারা নিক্ষিপ্ত একটী শাণিত শর মহামতি ওরওয়ার বিশ্বাস ভক্তি ও প্রেমপূর্ণ বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া গেল, ওরওয়া উচ্চশব্দে "আল্লাহো আকবর" ধ্বনি করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন। এই পরম পুরস্কার ও চরম সিদ্ধিলাভের জন্তই ওরওয়ার অন্তরাত্মা এতদূর ব্যাকুল হইয়াছিল। পাঠক, এছলামের প্রচার ইতিহাস আদ্যন্তই এইরূপ শোণিতাক্ষরে লিখিত হইয়া আছে।

ওরওয়ার শোণিত তর্পণ।

بنا کردند خوش رسمے بخون و خاک غلطیدن
خدا رحمت کند ' ایں عاشقان پاک طینت را

মৃত্যুর পূর্ব্বমুহূর্ত্তে তাঁহার স্বজনগণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"এখন কেমন?"

(১) সমস্ত ছকিফ জাতি এমন কি কোরেশ প্রধানগণও, ওরওয়াকে বিশেষ সম্ভ্রম ও ভক্তির চক্ষে দেখিত। তাহারা বলিত—ওরওয়ার মত মহাত্মা ব্যক্তি নবী হইল না, আর মোহাম্মদ নবী হইয়া বসিল। দেখ—এছাবা।

ওরওয়া উত্তেজিতস্বরে উত্তর করিলেন :—"সত্যের সেবায় ও দেশবাসীর কল্যাণে যে শোণিত-ধারা উৎসর্গীকৃত হয়, তাহা শুভ,—তাহা পুণ্য। আল্লাহ আমাকে এই সৌভাগ্যের অধিকারী করিয়াছেন। সত্যের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া আজ আমি অমর শহিদগণের সহিত সম্মিলিত হইতে চলিলাম।" দেখিতে দেখিতে ওরওয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন।

ওরওয়ার এ শোণিততর্পণ ব্যর্থ যায় নাই। তিনি অন্তর্হিত হইলেন—কিন্তু তাঁহার সাধনা অন্তর্হিত হয় নাই।

ওরওয়ার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অভিনব সাধনা, অবিচল বিশ্বাস এবং অনুপম ধৈর্য্য লইয়া তাঁহার স্বজাতীয়দিগের মধ্যে আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেল। একদল লোক বলিয়া উঠিল—ওরওয়ার ন্যায় মহাত্মা ব্যক্তিকে এমন নির্ম্মমভাবে হত্যা করা অন্যায় হইয়াছে। এই বাদপ্রতিবাদপ্রসঙ্গে কেহ কেহ বলিতে লাগিল :—ওরওয়া'ত সত্য কথাই বলিয়াছেন। এই কাঠপাথরের ঠাকুর দেবতাগুলির যা ক্ষমতা, তাহা'ত মক্কাবিজয়ের সময় দেখা হইয়াছে! এইরূপে নানাদিক দিয়া নানাপ্রকার আন্দোলনের পর ছকিফ জাতি হজরতের নিকট প্রতিনিধি পাঠাইতে কৃতসঙ্কল্প হইল। তাএফের পাঁচজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে লইয়া এক ডেপুটেশন গঠিত হইল এবং ছকিফজাতির প্রধান নায়ক আব্দেয়্যালিল এই দলের নেতৃপদে বরিত হইলেন। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, তাএফে হজরতের উপর যে নির্ম্মম অত্যাচার করা হইয়াছিল, এই আব্দেয়্যালিলই ছিলেন তাহার প্রধান নায়ক, অথচ আজ তিনি নির্ভীকচিত্তে হজরতেব নিকট গমন করিতেছেন!

মোছলেমবাহিনী তাএফ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর, অর্থাৎ নবম হিজরীর রমজান মাসে, আব্দেয়্যালিল এই ডেপুটেশন লইয়া মদিনায় উপস্থিত হইলেন। তাএফের অবরোধ তুলিয়া লওয়ার সময় হজরত প্রার্থনা করিয়াছিলেন—হে আল্লাহ, ছকিফ জাতিকে সুমতিদান কর, তাহাকে আমার সহিত সম্মিলিত কর! হজরতের এই প্রার্থনা পূর্ণ হওয়াব উপক্রম হইতেছে দেখিয়া মদিনাবাসীর আনন্দের অবধি রহিল না। তাঁহাবা ছুটাছুটি করিয়া হজরতকে ছকিফ প্রতিনিধিগণের আগমন সংবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন।

হজরত এই অভ্যাগত পৌত্তলিকগণকে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করিলেন এবং মছজিদ প্রাঙ্গণেই তাহাদিগের বাসস্থান নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন। প্রতিনিধিগণ কএকদিন ধরিয়া হজরতের নিকট নানাবিধ ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইলেন, নমাজের সময় কোরআন শ্রবণ করিলেন, ছাহাবাগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভাব ও চিন্তার আদান প্রদান করিতে লাগিলেন এবং হজরতের স্বর্গীয় মহিমার পরিচয় পাইয়া তন্ময় তদগত হইয়া এছলাম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু মূর্খ ও অজ্ঞ জনসাধারণের জন্য তাঁহারা কতকটা ভাবিত হইয়া পড়িলেন। এছলামের সমস্ত সংস্কার ও বিধিবিধান তাহারা একদিনে গ্রহণ করিতে পারিবেনা মনে করিয়া, তাঁহারা হজরতকে তিনটী

অনুরোধ জানাইলেন। তাঁহাদিগের প্রথম অনুরোধ এই যে, তিন বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের ঠাকুর প্রতিমাগুলিকে যেন ভগ্নকরা না হয়, হজরত ইহাতে সম্মতি দিতে পারিলেন না। ক্রমে ক্রমে আরও সময় কমান হইতে লাগিল, কিন্তু হজরত তাহাতেও সম্মত হইলেন না, কারণ শের্ক ও তওহীদ একত্র সম্মিলিত হইতে পারে না। শেষে তাঁহারা বলিলেন যে, আমরা স্বহস্তে আমাদিগের প্রতিমাগুলি ভগ্ন করিতে পারিব না, হজরত এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। প্রতিনিধিগণের দ্বিতীয় প্রস্তাব এই যে, ছকিফজাতিকে নামাজ হইতে মুক্তি দেওয়া হউক। কারণ তাহাদিগের উচ্ছৃঙ্খল ও অজ্ঞ জনসাধারণ নামাজের বাঁধাবাঁধি নিয়মের অধীন থাকা অত্যন্ত কষ্টকর বলিয়া মনে করিবে। হজরত এ প্রস্তাবেও অসম্মতি প্রকাশ করিয়া বলিলেন— আল্লার ধ্যান ও তাঁহার উপাসনাই ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্য। যে ধর্ম্মে উপাসনা নাই, তাহা ধর্ম্মই নহে। তখন তাঁহারা বলিলেন, আমাদিগকে যেন জেহাদের জন্য তলব করা না হয়, আমাদিগকে জাকাত দিতে বাধ্য না করা হয়। হজরত এই প্রস্তাবে সম্মতি প্রদান করিলেন। অতঃপর তিনি ছাহাবাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—একবার এছলামের স্বর্গীয় প্রভাবে প্রবেশ করিলে, ইহারা নিজেরাই জেহাদে যোগ দিবার এবং জাকাত দান করার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িবে। (১)

অতঃপর আব্দে য্যালিল মদ্যপান, ব্যভিচার, কুসীদ গ্রহণ ইত্যাদির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন এবং তৎসম্বন্ধে এছলামের শিক্ষা ও আদেশ উত্তমরূপে জানিয়া লইতে লাগিলেন। হজরত সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে, মদ্যপান মদ্যবিক্রয় এবং মদ্যপ্রস্তুত করণ এবং অন্যান্য সকল মাদকদ্রব্যের ব্যবহার এছলামে নিষিদ্ধ হইয়াছে। ব্যভিচার মহাপাতক, এই ঘৃণিত মহাপাতক এছলামের ত্রিসীমায় তিষ্ঠিতে পারিবে না। কুসীদজীবী আল্লার শত্রু, সে আল্লার বান্দাদিগের উপর অত্যাচার করিয়া আল্লার সহিত সমর ঘোষণা করিয়া থাকে। আব্দেয়্যালিল ও তাঁহার সহচরগণ এই প্রকার আলোচনার পর সেদিনকার মত আপনাদিগের বাসস্থলে চলিয়া গেলেন।

দূরদর্শী আব্দেয়্যালিল সহচরগণকে বুঝাইবার জন্য পরদিন হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন:—আমরা আপনার সমস্ত আদেশ মানিয়া লইতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু একমাত্র জিজ্ঞাস্য এই যে, আমাদিগের "রাব্বাহ" সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হইবে? হজরত হাসিয়া বলিলেন—কিসের রাব্বাহ! উহাকে তোমরা ভাঙ্গিয়া ফেলিও। ডেপুটেশনের লোকগুলি ইহা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। রাব্বাহ এই কথা জানিতে পারিলে (!) এখনই আপনাদের সর্ব্বনাশ ঘটিবে, এরূপ কথা আর মুখে আনিবেন না। আমরা তাহাকে ভাঙ্গিতে গেলে সে আমাদের জনবাচ্চা পর্য্যন্ত সব গারৎ করিয়া ফেলিবে! হজরত বলিলেন সে সম্বন্ধে

(১) আবুদাউদ—খেরাজ, তাএফ ও আমারত; জাদুল মাআদ প্রভৃতি।

তোমাদিগের বিচলিত হওয়ার আবশ্যক নাই, আমি লোক পাঠাইয়া তাহার ব্যবস্থা করিব। তোমাদিগের ঐ রাব্বাহ যে অচল প্রস্তরখণ্ড বই আর কিছুই নহে, তাহা তোমরা স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে।

ছকিফ প্রতিনিধিগণ ফিরিয়া যাওয়ার সময় মুগীরা ও আবুছুফ্য়ান তাঁহাদিগের সঙ্গে গমন করিলেন। ইহাঁরা রাব্বাহ বা মানত দেবীর প্রতিমূর্ত্তি ভগ্ন করিতে আসিয়াছেন শুনিয়া তাএফময় হাহাকার পড়িয়া গেল। স্ত্রীলোকেরা গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—নাজানি এখনই কি বিপদ উপস্থিত হইবে! এই হট্টগোল ও হাহারোলের মধ্যে মুগীরার লৌহমুদ্গর রাব্বার মস্তকে পতিত হইল এবং অন্ধবিশ্বাসী ভক্তগণের কুসংস্কারের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্রূপের হাসি হাসিতে হাসিতে সে খন খন করিয়া খান খান হইয়া পড়িল!

প্রতিনিধিগণের প্রত্যাবর্ত্তনের পর এক বৎসরের মধ্যে তাএফ প্রদেশের সমস্ত অধিবাসী এছলামের ছায়াতলে প্রবেশ করিয়া ধন্য হইয়া গেল। (১)

বশ্‌র-বেন-ছুফ্য়ান নামক জনৈক ছাহাবী বানিকা'ব গোত্রের জাকাত আদায় করার জন্য প্রেরিত হইলে, তামিম গোত্রের লোকেরা তাঁহাকে বাধাপ্রদান করে। বানিকা'ববংশের প্রধানগণ অনেক করিয়া বলিলেন যে আমরা মুছলমান, জাকাত প্রদান করা আমাদিগের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য। তোমরা আমাদিগের ধর্ম্মকার্য্যে বাধাপ্রদান করিও না। কিন্তু তামিম প্রধানগণ জেদ ধরিয়া বসিল যে,—একটা উটও তাহারা মদিনায় যাইতে দিবে না। বশ্‌র অকৃতকার্য্য হইয়া মদিনায় ফিরিয়া আসিলে ওয়ায়না নামক ছাহাবীকে হজরত ৫০ জন সৈন্য সঙ্গে দিয়া প্রেরণ করেন এবং তিনি তামিম বংশের কতকগুলি লোককে গ্রেপ্তার করিয়া আনেন।

তামিম ডেপুটেশন।

তামিম গোত্রের লোকেরা এই সংবাদ জানিতে পারিয়া তাহাদিগের কতিপয় প্রধান ব্যক্তিকে হজরতের নিকট প্রেরণ করে। ইহারা স্বগোত্রের প্রধান প্রধান বক্তা ও কবিদিগকে সঙ্গে লইয়া মদিনায় উপস্থিত হয় এবং হজরতের বাহিরাগমনের অপেক্ষা না করিয়া তাঁহার কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়া জটলা করিতে থাকে। সে সময় তাহারা হজরতকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল—"মোহাম্মদ! বাহির হইয়া আইস। আমরা নিজেদের কবি ও বক্তাদিগকে সঙ্গে আনিয়াছি। আমরা আজ তোমার সহিত 'মোফাখেরা' ও 'মোশাএরা' করিব। (২)

(১) আবুদাউদের বিভিন্ন অধ্যায়, এছাবা ১—৩৩৫, জাতুল্‌মাআদ এবং এবনে-হেশাম ৩—৪৭ হইতে ৪৯; কামেল ২—১০৮ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

(২) বক্তাগণ নিজ নিজ রুচি অনুসারে স্ববংশের গুণ গরিমা ও অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া বক্তৃতা করিতেন অন্য দলের বক্তারা ইহার পাল্টা জওয়াব দিতেন। ইহারই নাম মোফাখেরা। আর কবিদিগের এই শ্রেণীর মোকাবেলাকে 'মোশাএরা' বলা হয়। পশ্চিম ভারতের উর্দ্দু কবিদিগের মধ্যে এক প্রকার মোশাএরা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে।

হজরত বাহির হইয়া আসিলেন এবং ইহাদিগের বক্তব্য শ্রবণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, অহঙ্কারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং কবির তর্জ্জা গাহিবার জন্য আমরা প্রেরিত হই নাই। কিন্তু সাহিত্য এবং সাহিত্যের মধ্যবর্ত্তিতায় আত্মম্ভরিতাই তখন আরবের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের প্রধান উপকরণ। কাজেই তাহারা নিরস্ত না হইয়া নিজেদের বক্তা ও কবিদিগকে সভাক্ষেত্রে দাঁড় করাইয়া দিল। শব্দসাহিত্যের সাহায্যে তাহারা স্বগোত্রের গর্ব্বগৌরবব্যঞ্জক বক্তৃতাদান ও কবিতা আবৃত্তি করিয়া উপবিষ্ট হইল। তখন ছাবেত-বেন-কাএছ নামক ছাহাবী একটী নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাপ্রদান করিলেন, মদিনার প্রধান কবি হাচ্ছান প্রেমরস ও আধ্যাত্মিকভাবপূর্ণ কএকটা গাথা অবৃত্তি করিয়া সকলকে বিমোহিত করিয়া ফেলিলেন। তখন প্রতিনিধিগণ অবনত মস্তকে নিজেদের পরাজয় স্বীকার করিলেন। এইরূপে যখন তাহাদের মাথা ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, তখন তাহারা একটু একটু করিয়া হজরতের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল এবং অবশেষে সকলেই এছলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্য্যে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িল—কএক দিনের মধ্যে তাহারা সকলেই এছলাম গ্রহণ করিল। বলা বাহুল্য যে, মুছলমান অমুছলমান নির্ব্বিশেষে অতিথি সৎকার এবং অতিথি বিদায় করা হজরতের জীবনের একটা অন্যতম আদর্শ। তামিম প্রতিনিধিগণের আতিথেয়তা ও বিদায় সম্বন্ধেও কোন প্রকার ত্রুটি হইতে পারে নাই।

এই প্রতিনিধিগণের সকলেই এছলাম গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের আদর্শে ও প্রচার ফলে বিরাট তামিম গোত্র অল্পদিনের মধ্যেই এছলামধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া গেল। (১)

পঞ্চম হিজরীর প্রথমভাগেই বাহরাএন প্রদেশে এছলামের প্রসার আরম্ভ হয়। এই সময় ঐ প্রদেশের ১৩ জন প্রতিনিধি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া এছলামের শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জ্জন করতঃ স্বদেশে ফিরিয়া যান। ইহাদিগের গোত্রে অর্থাৎ আবদুল কাএছবংশে খৃষ্টান ও পার্সিক ধর্ম্মও অল্পবিস্তর প্রসার লাভ করিয়াছিল। যাহাহউক, নবম হিজরীর মধ্যভাগে বাহরাএন প্রদেশের ৪০ জন সম্ভ্রান্ত প্রতিনিধি হজরতের খেদমতে উপস্থিত হন। ইঁহারা উট হইতে অবতরণ করিয়াই হজরতের হস্তচুম্বন করিতে থাকেন। (২) এই গোত্রের মধ্যে মদ্যপানের অত্যধিক প্রাদুর্ভাব বিদ্যমান থাকায় হজরত ইহাদিগকে এই সকল মহাপাপের পরিণাম উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেন। ফলে স্বাধীন বাহরাএন প্রদেশের অধিবাসীবর্গ সত্যানুসন্ধিৎসার বশবর্ত্তী হইয়া

আবদুল কাএছবংশের প্রতিনিধিগণ।

(১) বোখারী, হালবী, এবনে-হেশাম ও এছাবা প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত।

(২) ইতিহাসে হস্তপদ চুম্বনের কথা আছে, বোখারীর হাদিছে পদ চুম্বনের উল্লেখ নাই (দেখ—হালবী ও বোখারী) কিন্তু এমাম বোখারীর আদবুল মুফরদ গ্রন্থে পদ চুম্বনের একটী হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে (১২৫ পৃষ্ঠা)।

স্বেচ্ছায় এছলাম গ্রহণ করেন। মদিনার পর সর্ব্বপ্রথমে বাহ্‌রাএনের জোওয়াছি নামক স্থানে জুমে'র নামাজ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। (১)

মক্কা ও এমনের মধ্যপথে য়্যামামা নামক স্থানে বিরাট হানিফা গোত্রের বাস। ছোমামা-বেন ওছাল নামক ইহাদের জনৈক প্রধান ব্যক্তি একটী অভিযানে মুছলমানদিগের হস্তে বন্দী হইয়া মদিনায় আনীত হন। ছোমামাকে মছজেদের একটী স্তম্ভের সহিত বাঁধিয়া রাখা হয়। এমন সময় হজরত তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :—ছোমামা! তোমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হইবে বলিয়া মনে করিতেছ? ছোমামা সপ্রতিভভাবে উত্তর করিলেন—ভালই মনে করিতেছি। আমি খুনের অপরাধে অপরাধী, আপনি ইচ্ছা করিলে আমাকে নিহত করিতে পারেন। তবে আপনার নিকট হইতে প্রতিশোধের পরিবর্ত্তে ক্ষমা ও করুণ ব্যবহার লাভ করিবার আশা করি। তাহা হইলে আপনি দেখিতে পাইবেন যে, আমি কত কৃতজ্ঞ, কত ভদ্র। আর অর্থ গ্রহণের ইচ্ছা থাকিলে তাহাও বলুন। যাহা চাহিবেন, দিতে প্রস্তুত আছি। বন্দী ছোমামা হজরতের গৃহেই অতিথিরূপে বাস করেন এবং রাত্রে মোস্তাফা পরিবারের সমস্ত খাদ্য ও দুগ্ধ একাই শেষ করিয়া ফেলেন। পরদিবস হজরত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—ছোমামা! আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম, তুমি এখন মুক্ত। ছোমামা মছজিদের নিকটস্থ ক্ষুদ্র জলাশয়ে অবগাহন পূর্ব্বক স্নান করিয়া আবার হজরতের খেদমতে ফিরিয়া আসিলেন এবং উচ্চৈস্বরে কলেমায় শাহাদত পাঠ করিয়া সত্য ধর্ম্মে প্রবেশ করিলেন। ছোমামা বিশেষ প্রতিপত্তিশালী লোক ছিলেন, একমাত্র তাঁহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে কোরেশের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল, পাঠকগণ পূর্ব্বে তাহার পরিচয় পাইয়াছেন।

হানিফা গোত্রের ডেপুটেশন।

কিছুদিন মদিনায় অবস্থান করার পর ছোমামা নূতন জীবনে অনুপ্রাণিত হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান এবং এছলাম ধর্ম্ম ও তাহার প্রচারক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার মহিমা কীর্ত্তন করিতে থাকেন। ইহার ফলে সেখানকার অধিকাংশ লোকই মুছলমান হইয়া যায়। হিজরীর নবম বৎসরে এই হানিফা বংশের বহুলোক হজরতের খেদমতে উপস্থিত হন। অল্পকালের মধ্যে এই বংশের সমস্ত লোকই তওহীদ মন্ত্র গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। (২)

বিশ্ব-বিখ্যাত 'হাতেম তাই' এর পুত্র আদি-বেনে-হাতেম খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। হজরতের প্রতি নানাবিধ অন্যায় আচরণ করার পর আদি স্বদেশ হইতে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষার

(১) বোখারী, মোছলেম—ঈমান অধ্যায় এবং বোখারী ও ফৎহল্‌বারী ৮—৬২ প্রভৃতি।

(২) বোখারী ও ফৎহল্‌বারী ৮—৬৩, আবুদাউদ ২—৮; জাদুল্‌মাআদ ও এবনে-হেশাম প্রভৃতি।

"তাই" বংশে এছলামের প্রচার।

চেষ্টা করিতে থাকেন। কিন্তু ইহার পর স্বীয় ভগ্নীর মুখে হজরতের দয়া দাক্ষিণ্যাদির কথা শুনিয়া নির্ভয়ে মদিনায় আসিয়া এছলাম গ্রহণ করেন। আদির প্রচার ফলে "তাই" বংশে দিন দিন এছলামের প্রসার বৃদ্ধি হইতে থাকে। হিজরীর নবম সনে, জাএদ নামক জনৈক সাধু ব্যক্তির নেতৃত্বাধীনে 'তাই' বংশের বহুলোক হজরতের নিকট উপস্থিত হন, এবং কএক দিন পর্য্যন্ত ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা করার পর সকলেই দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহাঁরা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর কিছুদিনের মধ্যে 'তাই' বংশের সমস্ত লোকই মুছলমান হইয়া যায়। (১)

তিরমিজি, নাছাই ও বাইহাকি প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে স্বয়ং তারেকের প্রমুখাৎ নিম্নলিখিত ঘটনাটী বর্ণিত হইয়াছে। তারেক-বেনে-আবদুল্লাহ বলিতেছেন:—আমি একদিন মক্কায়

তারেকের কথা।

'মাজাজ' নামক বাজারে দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় দেখি, একজন সুকান্তি প্রিয় দর্শন লোক, একটা বড় জোব্বা পরিয়া বাজারের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছন আর উচ্চ শব্দে বলিতেছেন—'হে মানবগণ! সকলে বল, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়—তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। তাহা হইলে তোমরা সফলকাম হইতে পারিবে।' সঙ্গে সঙ্গে দেখি, আর একটা লোক তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বলিয়া বেড়াইতেছে—খবরদার, কেহ ইহার কথা শুনিও না। এ লোকটা ভয়ঙ্কর জাদুকর, মস্ত একটা মিথ্যাবাদী। আর সঙ্গে এই লোকটী তাঁহাকে পাথর ছুড়িয়া মারিতেছে। আমার প্রশ্নে বয়স্ক সঙ্গীরা বলিলেন—ইনি হাসেম বংশের লোক, নিজকে আল্লার প্রেরিত রছুল বলিয়া মনে করেন। আর দ্বিতীয় লোকটী তাঁহার পিতৃব্য আবদুল-ওজ্জা—আবুলহব। এই ঘটনার পর কত বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, একদা খেজুর কিনিবার জন্য একটা কাফেলা লইয়া আমরা মদিনা যাত্রা করি। আমরা নগরের বাহিরে একটী খোর্ম্মা বাগানে বিশ্রাম করিতেছি—এমন সময় তহবন্দ পরা চাদর গায় একজন লোক আমাদিগের নিকট আসিয়া ছালাম করিলেন এবং মধুর সম্ভাষণে আমাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমাদিগের সঙ্গে একটা লাল রঙ্গের উট ছিল। আগন্তুক তাহার মূল্য জিজ্ঞাসা করিলে আমরা বলিলাম, এত মণ খেজুর পাইলে উটটা বিক্রয় করা যাইতে পারে। লোকটী কোন প্রকার দাম দস্তর না করিয়া ঐ মূল্য দিতে স্বীকৃত হইলেন এবং উটের নাশারজ্জু ধরিয়া নগরের দিকে চলিয়া গেলেন। আমাদিগের তখন চৈতন্য হইল, মূল্য না লইয়া একজন অপরিচিত লোককে উটটা দিয়া ফেলিলাম, কেমন হইল! আমাদিগের সঙ্গে একজন বৃদ্ধা ছিলেন। তিনি তখন বলিতে লাগিলেন:—"চিন্তার কোন কারণ নাই। লোকটার মুখ দেখিলাম, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় স্বর্গীয় সুষমায় উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। এমন লোক কখনই প্রবঞ্চক হইতে পারে না। তোমরা নিশ্চিন্ত হও, টাকার দায়ী আমি রহিলাম। কিছু-

(১) এবনে-হেশাম ৩—৭৪, মোহনাদ, জাদুল মাআদ ও এছাবা প্রভৃতি।

ক্ষণ পরে নগরের দিক হইতে আর একটী লোক আসিয়া বলিল ঃ—আমি রছুলুল্লার নিকট হইতে আসিতেছি। উটের মূল্য বাবত এই খেজুর আপানারা ওজন করিয়া লউন। আর তিনি এগুলি আপনাদিগের খাওয়ার জন্য উপঢৌকন স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছেন। আপনারা ইহা গ্রহণ করিলে তিনি বিশেষ সুখী হইবেন।

যথা সময় আমরা নগরে গমন করিলাম। মছজিদের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, সেই লোকটী মেম্বরের উপর দাঁড়াইয়া লোকদিগকে উপদেশ দিতেছেন। আমরা শেষের এই কথা কয়টী শুনিতে পাইয়াছিলাম ;—"হে লোক সকল! অভাবগ্রস্ত ও কাঙ্গালদিগকে দান কর, ইহা তোমাদিগের পক্ষে বিশেষ কল্যাণজনক। স্মরণ রাখিও, উপরের (অর্থাৎ দাতার) হাত, নিম্নের (গৃহীতার) হাত অপেক্ষা উত্তম। পিতামাতা ও অন্যান্য স্বজনবর্গকে প্রতিপালন কর।"

তারেক ও তাঁহার সঙ্গিগণ কএকদিন মোস্তফা সান্নিধ্যে অবস্থান করার পর এছলামের দীক্ষা গ্রহণ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, এবং তাঁহাদিগের প্রচারফলে সেই অঞ্চলের সমস্ত লোকই এছলাম গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হয়। (১)

নাজরান এমনের নিকটে উপস্থিত একটী বিস্তৃত ভূভাগ, ইহাই আরবে খৃষ্টানদিগের প্রধান কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল। সপ্তম হিজরীতে অথবা তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে হজরত তাঁহার স্বনামখ্যাত ছাহাবী মুগিরা-বেনে-শো'বাকে এছলাম প্রচারের জন্য নাজরান প্রদেশে প্রেরণ করেন। কিন্তু মুগীরা স্থানীয় খৃষ্টানদিগের একটা সংশয়ের উত্তর দিতে না পারিয়া মদিনায় ফিরিয়া আসেন। (২) ইহার পর হজরতের প্রেরিত জনৈক দূত তাঁহার পত্র লইয়া নজরানে উপস্থিত হন। এই পত্রে নজরানের খৃষ্টানদিগকে এছলামের প্রতি আহ্বান করা হইয়াছিল। (৩)

নাজরান-ডেপুটেশন।

নাজরানের বিশপ এই পত্র পাইয়া বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং কিংকর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া 'শারাহবিল' নামক জনৈক বিচক্ষণ হামদানবাসী খৃষ্টানের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। শারাহবিল একটু ইতস্ততঃ করিয়া উত্তর দিলেন ঃ—"এ সময় যে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা আপনিই স্থির করিতে পারেন। তবে আমি এইটুকু বলিতে পারি যে, একালে এছমাইল বংশ হইতে যে একজন ভাববাদীর অভ্যুত্থান হইবে, একথা আমরা বহুদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছি। এই লোকটী সেই ভাববাদী হইতে পারেন। যাহা হউক, এসব হইতেছে ধর্ম্ম-সম্পর্কিত জটিল সমস্যা, আপনাদিগের ন্যায় ধর্ম্ম গুরুরাই ইহার সমাধান করিবেন।" আর কএকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হইলে সকলে ঐরূপ উত্তর দিলেন। তখন বিশপ মহাশয় বিষম ফাঁপরে পড়িয়া আদেশ দিলেন—গীর্জ্জার উপরে চটের পর্দ্দা ঝুলাইয়া দেওয়া

(১) আবুদ্দাউদ ১—৫০৪, এছাবা ৩—২৮২, নাছাই, তিরমিজী প্রভৃতি।
(২) তিরমিজী, তফছির, মরয়ম, স্বয়ং মুগিরার বর্ণনা। (৩) বায়হাকি—জর্কানী।

হউক, আর হরদম ঘণ্টা বাজান হইতে থাকুক। কোন গুরুতর সমস্যা বা ভয়ঙ্কর বিপদের সময় ঐরূপ করার রীতি ছিল।

তখন খৃষ্টান জগতের উপর চার্চ্চের বা পাদরী সমাজের অখণ্ড প্রতাপ বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে তাহারাই রাজা, তাহারাই শাসক এবং তাহারাই জনসাধারণের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। ৭৩টী গ্রাম তখন নাজরান গীর্জ্জার অধীন ছিল। কথিত আছে যে, যুদ্ধের সময় তাহারা একলক্ষ যোদ্ধা ময়দানে বাহির করিতে পারিত। যাহা হউক, অসময়ে ঘণ্টার শব্দ শুনিয়া এবং গীর্জ্জার গুম্বজের উপর চটের আবরণ দেখিয়া স্থানীয় খৃষ্টানগণ বিচলিত চিত্তে গীর্জ্জার দিকে ছুটিয়া আসিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে তাহার সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণটী লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল।

সকলে সমবেত হইলে লাট পাদরী (১) দণ্ডায়মান হইয়া সকলকে হজরতের পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। তদনন্তর নানাবিধ আলোচনার পর স্থির হইল যে, চার্চ্চের প্রধান প্রধান বিশপ ও যাজক অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে মদিনায় যাত্রা করুন। তাঁহারা সেখানে উপস্থিত হইয়া 'মোহাম্মদ ও তৎপ্রচারিত নবধর্ম্ম' সম্বন্ধে সমস্ত তত্ত্ব সঙ্কলনপূর্ব্বক সকলের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ৬০ জন ধর্ম্মযাজক ও প্রধান ব্যক্তির এক ডেপুটেশন নবম হিজরীতে মদিনায় গমন করে।

বিশপ ও তাঁহার ৬০ জন সঙ্গী আছর নামাজের পরই মদিনার মছজিদে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহারাও সেখানে উপাসনা করিবার অনুমতি চাহিলেন। ছাহাবিগণ ইহাতে আপত্তি করা সত্ত্বেও হজরত সকলকে মছজিদের মধ্যে উপাসনা করিবার অনুমতি দিলেন এবং তাঁহারা পূর্ব্বমুখী হইয়া নিজেদের নিয়মানুসারে উপাসনা সম্পন্ন করিলেন। (২) লর্ড বিশপ আবুহারেছা এবং প্রধান পুরোহিত আবদুল-মছিহ, হজরতের সঙ্গে "মোলাএনা" (৩) করার মতলব পূর্ব্ব হইতেই আঁটিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু হজরতের মুখ দেখিয়াই তাঁহাদিগের বুক কাঁপিয়া গেল। তাহারা তখন বলাবলি করিতে লাগিল—আর মোলাএনা করিয়া কাজ নাই। লোকটা যদি প্রকৃতপক্ষে নবী হয়, তাহা হইলে'ত আমাদিগের সর্ব্বনাশ হইবে।

অতঃপর হজরতের সহিত ইহাদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত অনেক আলোচনা হইল। খৃষ্টানধর্ম্মের দোষ গুণ গুলি হজরত তাঁহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। যীশু ঈশ্বর নহেন ঈশ্বরের পুত্রও নহেন;—তিনি মানুষ। আল্লাহ তাঁহাকে নবুয়ৎসহ অশেষ মহিমামণ্ডিত করিয়া নিজের রছুলরূপে দুনয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন। কিন্তু খৃষ্টানেরা বলিতেন যে, যীশু 'বিনা বাপে পয়দা' হইয়াছেন—সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, তিনি ঈশ্বরের ঔরসেই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

(১) আবুহারেছা রোম সম্রাট কর্ত্তৃক এই উপাধিভূষিত হইয়াছিলেন।

(২) মা'জমুল-বোলদান ও জাদুল মাআদ। (৩) পরস্পর পরস্পরকে এই বলিয়া লা'নৎ করা—"আমি মিথ্যাবাদী হইলে আমার উপর আল্লার লা'নৎ হউক।"

পক্ষান্তরে মদিনার এহুদীরা জটলা করিয়া বলিতে লাগিল—তোমাদের ঈশ্বর কি তবে পরস্ত্রী গমন করেন? এসব কথা কিছুই নহে। ঈশ্বরের ঔরসে মানুষের জন্ম হওয়া যেমন অসম্ভব, বিনা পিতায় মানুষের জন্মগ্রহণ করাও তদ্রূপ অসম্ভব। ফলতঃ যীশু-জননী মেরী কুলটা ও ব্যাভিচারিণী এবং যীশু তাঁহার জারজ সন্তান। (মাআজাল্লাহ্)। হজরত উভয়পক্ষের এই অন্যায় অতিরঞ্জনের উত্তরে উভয়পক্ষের স্বীকৃত একটী অকাট্য যুক্তি দিয়া বলিলেন:—তোমরা সকলেই স্বীকার করিতেছ যে, মানবের আদি পিতা আদম, তাঁহার পিতামাতা কেহই ছিল না। আল্লার ইচ্ছামাত্রেই আদমের সৃষ্টি হইয়াছিল। সুতরাং যীশুর জন্ম সম্বন্ধে তোমাদিগের কোন প্রকার বিতণ্ডা করার বা তাঁহাতে ঈশ্বরত্বের আরোপ করার কোনই কারণ নাই।

ধর্ম্মসংক্রান্ত আলোচনায় কোন প্রকার সুবিধা হওয়ার আশা নাই, মোলাএনা করিতে সাহসও হইতেছে না। তখন বিষম সমস্যায় পড়িয়া প্রতিনিধিগণ ধর্ম্মসংক্রান্ত আলোচনা ত্যাগ করতঃ রাজনৈতিক হিসাবে হজরতের সহিত সন্ধি করার প্রস্তাব তুলিলেন। নাজরানীয় খৃষ্টানগণ আন্তর্জ্জাতিক আরব গণতন্ত্রের (Inter-national Arab Federation) মেম্বর হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল এবং সে জন্য তাহাদিগকে কমনওয়েলথ ফণ্ডে যে কি পরিমাণ কর দিতে হইবে, হজরতকেই তাহার মীমাংসা করিয়া দিতে অনুরোধ করিল। বলা বাহুল্য যে, হজরতের স্বাভাবিক উদারতার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে এই শর্ত্তগুলি স্থির হইয়া গেল। তখন হজরত নাজরানের অধিবাসীদিগের নামে নিম্নলিখিত সনদ খানা লিখিয়া দিলেন (১):—

নাজরানের পাদরী পুরোহিত ও সন্ন্যাসীবর্গ এবং সাধারণ অধিবাসিগণের প্রতি:—

"তাহাদিগের উপস্থিত অনুপস্থিত, স্বজাতীয় ও অনুগত সকলের জন্য আল্লার নামে, তাঁহার রছুল মোহাম্মদের প্রতিজ্ঞা (এই যে,) সকল প্রকার সম্ভবপর চেষ্টার দ্বারা আমরা তাহাদিগকে নিরাপদ রাখিব। তাহাদের দেশ, তাহাদের বিষয়-সম্পত্তি ও ধন-সম্পদ এবং তাহাদিগের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মসংক্রান্ত যাবতীয় আচার ব্যবহার, সম্পূর্ণরূপে অক্ষুণ্ণ অব্যাহত ও নিরাপদ থাকিবে। তাহাদিগের কোন সমাজগত আচার ব্যবহারের, কোন বিষয়গত স্বত্বাধিকারের এবং কোন ধর্ম্মগত সংস্কারের উপর কখনও কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করা হইবে না। অল্প হউক, বিস্তর হউক, যাহা কিছু তাহাদিগের আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাহাদেরই থাকিবে। মুছলমানগণ তাহাদিগের নিকট—অর্থ বিনিময় ব্যতীত—কোনপ্রকার উপকার লইতে পারিবেন না। তাহাদিগের নিকট হইতে 'ওশর' গ্রহণ করা হইবে না, তাহাদিগের দেশের মধ্য দিয়া সৈন্য-চালনা করা হইবে না। আল্লার নামে তাহাদিগকে আরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইতেছে যে, কোন ধর্ম্মযাজককে তাহার পদ হইতে অপসৃত করা হইবে না, কোন পুরোহিতকে পদচ্যুত

(১) বোখারী ও ফৎহুল বারী, ফতুহোল্‌বোল্‌দান, জাদুল্‌মাআদ প্রভৃতি।

করা হইবে না, কোন সন্ন্যাসীর সাধনায় কোনও প্রকার বিঘ্ন উৎপাদন করা হইবে না। যাবৎ তাহারা শান্তি ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবে—তাবৎ এই সনদের লিখিত সমস্ত শর্ত্ত সমানভাবে বলবৎ থাকিবে।"

"তাহারা অত্যাচারী না হউক এবং তাহারা অত্যাচারিত না হউক!"

প্রতিনিধিগণ নাজরানে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর সেখানকার লড বিশপের খুল্লতাত-ভ্রাতা বেশ্‌র সকলের সমক্ষে প্রকাশ করিলেন—**ইনিই সেই প্রত্যাশিত শেষ নবী, আমি তাঁহার নিকট চলিলাম।** এই বলিয়া যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করতঃ তিনি মদিনায় আসিয়া এছলাম গ্রহণ করেন। নাজরানের গির্জ্জায় একজন সন্ন্যাসী বহুদিন হইতে তপস্যায় মগ্ন হইয়া ছিলেন। প্রত্যাগত পাদরীদিগের মুখে হজরতের বিষয় অবগত হইয়া তিনিও উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় ছুটিয়া বাহির হন এবং হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া নবজীবন লাভ করেন। এই মহাজনগণের প্রচার ফলে নাজরান অঞ্চলে এছলামের প্রসার দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল।

এইরূপে দাওছ, আছাদ, কেন্দা, আশআর, হেময়ার প্রভৃতি আরবের বহু প্রাচীন ও সম্রান্ত গোত্রের পৌত্তলিক, খৃষ্টান ও পার্সিকগণ, হজরতে নিকট দূত ও প্রতিনিধিদল পাঠাইয়া তাহাদিগের অধিকাংশই বিশেষ আগ্রহের সহিত এছলাম গ্রহণ করিল। অবশিষ্ট গোত্রগুলি সামান্য কর দিতে স্বীকৃত হইয়া হজরতের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল। বলা আবশ্যক যে, কালক্রমে ইহারাও এছলামের মাহাত্ম্যে আকৃষ্ট হইয়া মুছলমান হইয়া যায়।

হেজরতের অষ্টম নবম ও দশম সাল প্রধানতঃ দেশবিদেশে প্রচারক প্রেরণ এবং দূত ও প্রতিনিধি দল সমূহের সহিত এই প্রকারের বিচার আলোচনায় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা এই শান্তির সময়টুকুর মধ্যে, আরবের ধর্ম্মবিশ্বাস, সামাজিক আচার ব্যবহার এবং সকল প্রকার আইন কানুন ও বিধিব্যবস্থার সংস্কার করিয়া দুনয়াকে যে চরম সম্পদ দান করিয়া গিয়াছেন; এখানে তাহার বিস্তারিত আলোচনা সম্ভবপর হইয়া উঠিতেছে না।

সপ্তসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

বিদায়-হজ্।

কাবাতুল্লার নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হওয়ার পর, আল্লাহ্ স্বীয় খলিলকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন:—তুমি লোকদিগের মধ্যে হজ্ সম্বন্ধে ঘোষণা করিয়া দাও, যেন তাহারা দেশের প্রত্যেক দূরপ্রান্ত হইতে পদব্রজে বা উষ্ট্রে আরোহণ পূর্ব্বক তোমার সন্নিধানে সমবেত হয় এবং নিজের কল্যাণপ্রাপ্ত হইতে পারে। মোছলেম-জাতির ইহপরকালের সকল কল্যাণ ও সকল মঙ্গলকে পূর্ণ-পরিণত করার জন্য, কুলপতি হজরত এব্রাহিমকে দিয়া এই ঘোষণাবাণী প্রচারিত হইয়াছিল। এতদিন পর এব্রাহিমবংশের উজ্জ্বলতম রত্ন, তাঁহার প্রার্থনা ও আল্লার সশরীরী আশীর্ব্বাদ—হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার কঠোর সাধনার ফলে, এব্রাহিম খলিলের প্রতিষ্ঠিত সেই কা'বা, শের্কের কলঙ্ক-কলুষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইয়াছে। মহামতি হজরত এছমাইলের জন্মভূমি আরব উপদ্বীপ আবার আল্লার নামের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। তাই সময় বুঝিয়া,—দশম হিজরীর শেষভাগে, সাধারণভাবে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল যে, হজরত এবার হজযাত্রা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। এই ঘোষণা-বাণী প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আরব উপদ্বীপের প্রান্তে প্রান্তে আনন্দ উৎসাহ এবং উদ্দীপনার তরঙ্গ বহিয়া গেল। বহু মুছলমানের পক্ষে আজও হজরতের শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই। তাহারা যুগপৎভাবে এই মহাপুণ্য অর্জ্জনের জন্যও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

হজযাত্রার ঘোষণা।

দশম হিজরীর জি-কা'দ মাসের পাঁচদিন বাকী থাকিতে হজরত যথারীতি প্রস্তুত ও সজ্জিত হইয়া কছ্ওয়া নামক বিখ্যাত উষ্ট্রীর উপর আরোহণ পূর্ব্বক তীর্থযাত্রা করিলেন। অসংখ্যক মুছলমান মদিনা হইতেই হজরতের সঙ্গী হইয়াছিলেন। প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবী জাবের-বেন-আবদুল্লা বলিতেছেন:—আমি প্রান্তরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, হজরতের অগ্রে পশ্চাতে, দক্ষিণে বামে যতদূর আমার নজর চলিল—লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে। (১) পথে যাইতে যাইতে আরও বহু গোত্রের যাত্রিগণ হজরতের সঙ্গে যোগদান করিলেন। ধনী নির্ধন, ইতর ভদ্র, দাস প্রভু নির্ব্বিশেষে সকল মুছলমান আজ একই আল্লার সেবক এবং এক আদমের সন্তানরূপে একই সাধনক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছে।

লক্ষ সেবক বেষ্টিত মোস্তফার হজ-যাত্রা।

(১) মোছলেম:—৩৯৫; আবুদাউদ, জাদুল্‌মায়াদ।

এক একখণ্ড শুভ্র শ্বেতবর্ণের উত্তরীয় ও তহবন্দ, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা হইতে মদিনার একটী দরিদ্রতম ক্রীতদাস পর্য্যন্ত, সকলের আজ এই এক পরিচ্ছদ। সকলেই নগ্নপদ, নগ্নমস্তক, সকলের মুখে একই 'লাব্বাএক' ধ্বনি! এইরূপে লক্ষ সেবক বেষ্টিত মোস্তফা, ঠিক হেজরতের পথ ধরিয়া মক্কারদিকে অগ্রসর হইয়া নবম দিবসে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। (১) ইতিহাস ও হাদিছগ্রন্থ সমূহে হজরতের এই যাত্রা সংক্রান্ত বিবরণগুলি বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে তাহা হইতে এক্ষেত্রের আবশ্যকীয় কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

মক্কার নূতন দৃশ্য।

মক্কাধামে আজ এক অভিনব দৃশ্য দেখা দিয়াছে। সেই উপেক্ষিত উৎপীড়িত সত্যের সেবক, দুই লক্ষ অনুরক্ত ভক্তের অনুপম জামা'ত সঙ্গে লইয়া, আজ আবার কা'বা সন্নিধানে সমবেত হইয়াছেন। ছাফা মারওয়া পরিক্রম এবং কাবার প্রদক্ষিণকালে, একই প্রকার শ্বেতবস্ত্রপরিহিত এই বিপুল জনসমুদ্র, কখনও ধীরে কখনও বা দ্রুতপদবিক্ষেপে, উপত্যকা অধিত্যকা অতিক্রম করিতেছে—বিশাল সাগরবক্ষের উর্ম্মিমালার মত সেই অনন্ত জনসাগরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছে। প্রত্যেক অধিরোহণ অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে, হজরতের বাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া দুইলক্ষ কণ্ঠ রহিয়া রহিয়া 'লাব্বাএক' নিনাদে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। ফলে আজ আবার আল্লার নামের জয়জয়কারে মক্কার গগন পবন পুলকিত প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল, কাবার প্রস্তরে প্রস্তরে রোমাঞ্চ জাগিল, স্বর্গের পুণ্যাশীষ সহস্রধারে নামিয়া আসিল।

অসাম্যের প্রতিবাদ।

কোরেশ পুরোহিত ও যাজকজাতি, ধর্ম্মানুষ্ঠানেও তাহারা নিজেদের পৌরহিত্যগর্ব্ব অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করিয়াছিল। এই জন্য তাহারা নিয়ম করে যে, কোরেশ ব্যতীত আর সকলেই—নরনারী নির্ব্বিশেষে—বিবস্ত্র হইয়া কাবার তাওয়াফ করিতে হইবে। তবে তাহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক কাহাকেও বস্ত্রদান করিলে সে সেই বস্ত্র পরিধান করিতে পারিবে। বিগত হজ্জের সময় এই নির্ম্মম ও ঘৃণিত ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করা হয়। এই সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নিয়ম করিয়াছিল যে, কোরেশগণ হরমের অন্তর্গত মোজ্দা

---

(১) বোখারী, এবনে-আব্বাছের বর্ণনা। এই যাত্রীদলের লোকসংখ্যা সম্বন্ধে ইতিহাসে কএক প্রকার মতের উল্লেখ আছে। ইহার মধ্যে নিম্নতম সংখ্যা ৭০ হাজার আর ঊর্দ্ধতম ১ লক্ষ ৪৪ হাজার। এই মতভেদের কারণ এই যে, মদিনা হইতে যাত্রার সময় লোকসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম ছিল, তাহার পর পথে ক্রমে ক্রমে ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মক্কা প্রদেশের যাত্রিগণকে মিলাইলে ঐসংখ্যা আরও বাড়িয়া যায়। বিভিন্ন রাবীগণ বিভিন্ন সময়ের অবস্থা বর্ণনা করায় এই প্রকার 'মতভেদের' সৃষ্টি হইয়াছে। অধিকন্তু এরূপ ক্ষেত্রে ঠিক সংখ্যা নির্ণয় করাও সম্ভবপর নহে। কেহ কেহ কোর্‌বানীর চামড়ার হিসাব করিয়া ১ লক্ষ ৪৪ হাজারের সমর্থন করিয়াছেন। ইহা গণনার প্রকৃষ্ট উপায়, কিন্তু বহু যাত্রীর সঙ্গে যে কোর্‌বানীর পশু ছিল না এবং তাঁহারা যে কোরবানী করেন নাই, তাহাত ছহি হাদিছ দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। আমরা মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখিয়াছি, সেবার সর্ব্বসাকুল্যে ন্যূনাধিক দুই লক্ষ মোছলমান হজ্জে উপস্থিত ছিলেন।

লেফায় অবস্থান করিবে ; আর অকোরেশ অকুলীন জনসাধারণকে যথাপূর্ব্ব আরফাতের ময়দা সমবেত হইতে হইবে। পাণ্ডা-পুরোহিত প্রপীড়িত জনসাধারণ এই ব্যবস্থা স্বীকার করি লইতে বাধ্য হইয়াছিল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, প্রথম দিনই হজরত এই নি ব্যবস্থার কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তিনি কোরেশের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আরফাতে জ সাধারণের সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন। আজ এই ব্যবস্থারও মুলোৎপাটন হইয়া গে আল্লার সন্নিধানে সমস্ত মানুষই সমান—তাঁহার পূজা অর্চনায়, তাঁহার শাস্ত্র শরিয়তে বিভি গোত্রের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা হইতে পারে না। যে ঘৃণিত অহঙ্কার ও নির্ম্মম অসাম্যবাদে উপর এই তারতম্যের ভিত্তিস্থাপন করা হইয়াছে ; এছলাম তাহার সমর্থন করিতে পারে ন বরং উহার মুলোৎপাটন করাই এছলাম ধর্ম্মের একটী প্রধানতম সাধানা। কুলপতি হজর এব্রাহিম এই সহানুভূতি শিক্ষা ও সাম্যের দীক্ষাদানের জন্যই "ইতর ভদ্র" নির্ব্বিশেষে আল্ল সকল সন্তানকে আরফাতের ময়দানে সমবেত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছিলন। ই ছাড়িয়া দিলে হজের মূল উদ্দেশ্যই যে পণ্ড হইয়া যায়। সকলকে এই সকল কথা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়া হজরত সহযাত্রীদিগকে সঙ্গে লইয়া আরফাতের দিকে অগ্রসর হইলেন। এছলা গ্রহণের পর কোরেশেরও ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে, কাজেই তাঁহারাও নিজেদের সম অভিমান বিসর্জ্জন দিয়া হজরতের অনুসরণ করিলেন। (১)

এই হজ উপলক্ষে হজরত যে যে কয়টী (২) খোৎবা দান করিয়াছিলেন, এস্থলে তা বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। কিন্তু অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, সম্পূর্ণ ও ধারা বাহিক রূপে ঐ খোৎবা গুলির উদ্ধার সাধন করা আজ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে হাদিছ তফছির ও ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন পুস্তকের বিভিন্ন অধ্যায়ে ঐ অভিভাষণগুলির বিভিন্ন অসম্পূর্ণ অংশ বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। আমরা যথাসাধ্য যত্ন করিয় এক্ষেত্রে আমাদের আবশ্যক মত ঐ বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে নিম্নে একত্র বিন্যস্ত করিবার চেষ্ট করিলাম।

হজরতের অভিভাষণ।

করুণাময় আল্লাহ তাআলার মহিমা কীর্ত্তন এবং তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের প হজরত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

হে লোক সকল! আমার কথাগুলি মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। আমার মনে হইতেছে অতঃপর হজ তীর্থে যোগদান করা আর আমার পক্ষে সম্ভবপর হইয়া উঠিবে না। (৩)

শ্রবণ কর! মূর্খতা-যুগের সমস্ত কুসংস্কার, সমস্ত অন্ধবিশ্বাস এবং সকল প্রকারের অনাচার আজ আমার পদতলে দলিত মথিত অর্থাৎ রহিত ও বাতিল হইয়া গেল। (৪)

(১) বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি।
(২) নববী দ্রষ্টব্য।
(৩) মা'রমুল-ওম্মাল ১১০৭নং হাদিছ' তাবরী প্রভৃতি।
(৪) বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ প্রভৃতি।

সপ্তসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

মূর্খতা-যুগের শোণিত প্রতিশোধ আজ হইতে বারিত, মূর্খতা যুগের সমস্ত কুসীদ আজ হইতে রহিত। আমি সর্ব্ব প্রথমে ঘোষণা করিতেছি, আমার স্বগোত্রের প্রাপ্য সমস্ত সুদ ও সকল প্রকার শোণিতের দাবী আজ হইতে রহিত হইয়া গেল। (১)

একজনের অপরাধে অন্যকে দণ্ড দেওয়া যায় না। অতঃপর পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা চলিবে না। (২)

যদ্যপি কোন কর্ত্তিত নাশা কাফ্রী ক্রীত দাসকেও তোমাদিগের আমীর করিয়া দেওয়া হয় এবং সে আল্লার কেতাব অনুসারে তোমাদিগকে পরিচালনা করিতে থাকে, তাহা হইলে তোমরা সর্ব্বতোভাবে তাহার অনুগত হইয়া থাকিবা—তাহার আদেশ মান্য করিয়া চলিবা। (৩)

সাবধান! ধর্ম্ম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করিও না। এই অতিরিক্ততার ফলে তোমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী বহু জাতি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। (৪)

স্মরণ রাখিও, তোমাদিগের সকলকেই আল্লার সন্নিধানে উপস্থিত হইতে হইবে, তাঁহার নিকট এই সকল কথার 'জওয়াবদিহি' করিতে হইবে। সাবধান তোমরা যেন আমার পর ধর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া যাইও না, কাফের হইয়া পরস্পরের রক্তপাতে লিপ্ত হইও না। (৫)

দেখ, আজিকার এই হজ দিবস যেমন মহান, এই মাস যেমন মহিমাপূর্ণ এবং মক্কাধামের এই হরম যেমন পবিত্র ;—প্রত্যেক মুছলমানের ধনসম্পদ, প্রত্যেক মুছলমানের মানসম্ভ্রম এবং প্রত্যেক মুছলমানের শোণিতবিন্দুও তোমাদিগের প্রতি সেইরূপ মহান—সেইরূপ পবিত্র। পূর্ব্বোক্ত বিষয়গুলির পবিত্রতার হানি করা যেমন তোমরা প্রত্যেকেই অবশ্য পরিত্যাজ্য হারাম বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাক, কোন মুছলমানের সম্পত্তির সম্মানের এবং তাহার প্রাণের ক্ষতি সাধন করাও তোমাদিগের প্রতি সেইরূপ হারাম—সেইরূপ মহাপাতক। (৬)

একদেশের লোকের জন্য দেশবাসীর উপর প্রাধান্যের কোনই কারণ নাই। মানুষ সমস্তই আদম হইতে এবং আদম মাটি হইতে (উৎপন্ন হইয়াছেন)। (৭)

জানিয়া রাখ, নিশ্চয়ই এক মুছলমান অন্য মুছলমানের ভ্রাতা, আর সকল মুছলমানকে লইয়া এক অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃসমাজ। (৮)

হে লোক সকল, শ্রবণ কর! আমার পর আর কোন নবী নাই, তোমাদের পর আর কোন জাতি নাই। আমি যাহা বলিতেছি, মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর, এই বৎসরের পর

(১) বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ প্রভৃতি।
(২) এবনে-মাজা ও তিরমিজী প্রভৃতি।
(৩) মোছলেম।
(৪) এবনে-মাজা, নাছাই।
(৫) বোখারী।
(৬) বোখরী, মোছলেম, তাবরী প্রভৃতি।
(৭) একদুল-ফরিদ।
(৮) হাকেম—মোস্তদরক, তাবরী প্রভৃতি।

তোমরা হয়ত আমার আর সাক্ষাৎ পাইবে না—'এলেম' উঠিয়া যাওয়ার পূর্ব্বে আমার নিকট হইতে শিখিয়া লও! (১)

চারিটী কথা, হাঁ! এই চারিটী কথা বিশেষরূপে স্মরণ রাখিও!—শেরেক করিও না, অন্যায়ভাবে নরহত্যা করিও না, পরস্ব অপহরণ করিও না, ব্যাভিচারে লিপ্ত হইও না! (২)

হে লোক সকল! শ্রবণ কর, গ্রহণ কর এবং গ্রহণ করিয়া জীবন লাভ কর। সাবধান! কোন মানুষের উপর অত্যাচার করিও না! অত্যাচার করিও না! অত্যাচার করিও না! সাবধান, কাহারও অসম্মতিতে তাহার সামান্য ধনও গ্রহণ করিও না! (৩)

আমি তোমাদিগের নিকট যাহা রাখিয়া যাইতেছি, দৃঢ়তার সহিত তাহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিলে তোমরা কদাচিৎ পথভ্রষ্ট হইবে না। তাহা হইতেছে—আল্লার কেতাব ও তাঁহার রছুলের আদর্শ। (৪)

হে লোক সকল! শয়তান নিরাশ হইয়াছে, সে আর কখনও তোমাদের দেশে পূজা পাইবে না। কিন্তু সাবধান, অনেক বিষয়কে তোমরা ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করিয়া থাক, অথচ শয়তান তাহারই মধ্যবর্ত্তীতায় অনেক সময় তোমাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে ঐগুলি সম্বন্ধে খুব সতর্ক থাকিবা। (৫)

অতঃপর, হে লোক সকল! নারীদিগের সম্বন্ধে আমি তোমাদিগকে সতর্ক করিয়া দিতেছি—উহাদিগের প্রতি নির্ম্মম ব্যবহার করার সময় আল্লার দণ্ড হইতে নির্ভয় হইও না। নিশ্চয় তোমরা তাহাদিগকে আল্লার জামিনে গ্রহণ করিয়াছ এবং তাঁহারই বাক্যে তাহাদিগের সহিত তোমাদিগের দাম্পত্যস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিশ্চয় জানিও, তোমাদিগের সহধর্ম্মিণি-গণের উপর তোমাদিগের যেমন দাবীদাওয়া ও স্বত্বাধিকার আছে—তোমাদিগের উপরও তাঁহাদিগের সেইরূপ দাবীদাওয়া ও স্বত্বাধিকার আছে। পরস্পর পরস্পরকে নারীদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার করিতে উদ্বুদ্ধ করিবা। স্মরণ রাখিও, এই অবলাদিগের একমাত্র বল তোমরাই, এই নিঃসহায়াদিগের একমাত্র সহায় তোমরাই। (৬)

আর তোমাদিগের দাস দাসী—নিঃসহায় নিরাশ্রয় দাস দাসী। সাবধান ইহাদিগকে

(১) কনজুল-ওম্মাল, মছনদ-আবিওমামা।
(২) মোছনাদ-ছলমা-বেন-কাএছ—শেষের দুইটী বরাত রেহ্‌লাতে-মুস্তফা ৫ম পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত।
(৩) মোছনাদ-রকাশী—ঐ।
(৪) বোখারী, মোছলেম ও ছেহার অন্যান্য পুস্তক।
(৫) এবনে-মাজা ও তিরমিজী।
(৬) বোখারী, মোছলেম ও তাবরী প্রভৃতি। এনাম নববী এই হাদিছের টীকায় লিখিতেছেন:—নারী জাতীর প্রতি সদ্ব্যবহার ও তাহাদিগের স্বত্বাধিকারের বর্ণনা এবং তাহাদিগের প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের ভৎর্সনা বহু হাদিছে বিশদ্‌ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। আমি 'রেয়াজুছ্‌ছালেহীন' পুস্তকে তাহার অধিকাংশই সঙ্কলন করিয়াছি।

নির্য্যাতিত করিও না, ইহাদিগের মর্ম্মে ব্যথা দিও না। শুনিয়া রাখ, এছলামের আদেশ ঃ— "তোমরা যাহা খাইবে, দাস দাসীদিগকেও তাহাই খাওয়াইতে হইবে। তোমরা যাহা পরিবে, তাহাদিগকেও তাহাই পরাইতে হইবে। কোন প্রকার তারতম্য করিতে পারিবে না। (১)

যে ব্যক্তি নিজের বংশের পরিবর্ত্তে নিজকে অন্য বংশের বলিয়া প্রচার করে, তাহার উপর আল্লার, তাঁহার ফেরেশতাগণের ও সমগ্র মানবজাতির অনন্ত অভিসম্পাত! (২)

আমি তোমাদিগের নিকট আল্লার কেতাব রাখিয়া যাইতেছি। যাবৎ ঐ কেতাবকে অবলম্বন করিয়া থাকিবা—তাবৎ তোমরা পথভ্রষ্ট হইবা না। (৩)

*　　*　　*　　*　　*　　*

যাহারা উপস্থিত আছ, তাহারা অনুপস্থিতদিগকে আমার এই সকল 'পয়গাম' পৌঁছাইয়া দিবা। হয়ত উপস্থিতগণের কতক লোক অপেক্ষা অনুপস্থিতগণের কতক লোক ইহার দ্বারা অধিকতর উপকার প্রাপ্ত হইবে। (৪)

হজরত এক একটী পদ উচ্চারণ করিতেছিলেন, আর তাঁহার নকিবগণ বিভিন্ন কেন্দ্রে দণ্ডায়মান হইয়া অযুতকণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া যাইতেছিলেন। এইরূপে বিশাল জনসঙ্ঘের প্রত্যেক প্রান্তে হজরতের 'পয়গাম' গুলি প্রচারিত হইয়া গেল।

হজরতের বদনমণ্ডল ক্রমশঃই স্বর্গের পুণ্যপ্রভায় দীপ্ত এবং তাঁহার কণ্ঠস্বর সত্যের তেজে ক্রমশঃই দৃপ্ত হইয়া উঠিতেছে। এই অবস্থায় তিনি আকাশের পানে মুখ তুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ঃ—"হে আল্লাহ। আমি কি তোমার বাণী পৌঁছাইয়া দিয়াছি—আমি কি নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছি ?" লক্ষকণ্ঠে ধ্বনি উঠিল—"নিশ্চয়, নিশ্চয়!" তখন হজরত অধিকতর উদ্দীপনাপূর্ণস্বরে বলিতে লাগিলেন ঃ—"আল্লাহ শ্রবণ কর, সাক্ষী থাক ; ইহারা স্বীকার করিতেছে। আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি। হে লোক সকল! আমার সম্বন্ধে তোমাদিগকে প্রশ্ন করা হইবে। তোমরা সে প্রশ্নের কি উত্তর দিবা, জানিতে চাই।" আরফাতের পর্ব্বত প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া লক্ষকণ্ঠে উত্তর হইল ঃ—"আমরা সাক্ষ্য দিব, আপনি স্বর্গের বাণী আমাদিগকে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন, নিজের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়াছেন।" হজরত তখন বিভোর অবস্থায় আকাশের দিকে অঙ্গুলি তুলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন ঃ—"প্রভু হে শ্রবণ কর, প্রভু হে সাক্ষী থাক, হে আমার আল্লাহ সাক্ষী থাক!" (৫)

পাঠক! জাতীয় মহাসম্মিলনে—ধর্ম্ম মহামণ্ডলের এই পুণ্যতম পূর্ণতম অধিবেশনে, শ্রেষ্ঠতম মানব, শ্রেষ্ঠতম সাধক এবং শ্রেষ্ঠতম রছুলের এই চরম ঘোষণাটী আর একবার পাঠ

(১) তাবকাত ২—১৩৩ প্রভৃতি।
(২) মোছনাদ, আবুদাউদ তায়ালছী ৫—১৫৪।
(৩) বোখারী, মোছলেম প্রভৃতি।
(৪) বোখারী।
(৫) মোছলেম ১—২৯৭।

কর। যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আমরা বাঙ্গলা অনুবাদে হজরতের ভাবের গাম্ভীর্য্য ও ভাষার বিশেষত্ব অক্ষুন্ন রাখিতে পারি নাই, বোধ হয় কেহই পারিবে না। এই সকল সহজ এবং স্পষ্ট অনাবিল পয়গামটীর উপর টীকা টিপ্পনী করার আবশ্যক নাই। আশা করি, মুছলমান পাঠকগণ হজরতের এই চরম উপদেশের প্রত্যেক দফার সহিত স্বসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা মিলাইয়া দেখিবেন।

স্বর্গের অনুমত পূর্ণ-পরিণত হইল।

আরফাতের ময়দানে হজরতের এই অভিভাষণ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের শেষ আয়তটী অবতীর্ণ হইল:—

اليوم اكملت لكم دينكم ' واتممت عليكم نعمتى ' ورضيت لكم الاسلام دينا

এই অভিভাষণ শেষ করার পর হজরত জনতার দিকে মুখ ফিরাইয়া করুণ ও গম্ভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"বিদায়।" এই জন্য ইহা সাধারণতঃ বিদায়ের হজ্ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। হাদিছে এই হজ্ হজ্জতুল বালাগ ও হজ্জতুল এছলাম প্রভৃতি নামেও উল্লিখিত হইয়াছে। (১)

তিনটি ক্ষুদ্র ঘটনা।

অন্যান্য প্রসঙ্গে এই হজের সময়কার অনেকগুলি ছোট ছোট ঘটনা হাদিছ ও ইতিহাসের বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়া আছে। ইহার মধ্যকার তিনটি ঘটনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

এলেম উঠিয়া যাওয়ার অর্থ কি।

হজরতের খোৎবায় এলেম উঠিয়া যাওয়ার কথা আছে। কতিপয় ছাহাবী ইহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া ফাঁপরে পড়িলেন। ওমামা বলিতেছেন—ব্যাপারটা খোলাসা করিয়া লওয়ার জন্য আমরা একজন বেদুইনকে এক খানা চাদর দিয়া, তাহার দ্বারা হজরত কে জিজ্ঞাসা করাইলাম—এলেম উঠিয়া যাইবে কি করিয়া? আল্লার বাণী লিখিত অবস্থায় আমাদের মধ্যে বিদ্যমান, আবাল বৃদ্ধ বণিতা এমন কি দাস দাসীদিগকেও আমরা তাহা শিখাইয়া দিয়াছি। এ অবস্থায় এলেম উঠিয়া যাওয়ার তাৎপর্য্য কি? হজরত উত্তেজিত স্বরে উত্তর দিয়া বলিলেন—তোমরা কি জান না, এহুদী ও খৃষ্টানদিগের নিকটও এরূপ বহু 'ছহিফা' বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তাহার প্রতি তাহারা গোটেই ভ্রূক্ষেপ করে নাই। এলেমের উপযুক্ত অধিকারী যাহারা তাহারা উঠিয়া যাইবে এবং এই শ্রেণীর উপযুক্ত অধিকারীদের তিরোধানই হইতেছে এলেমের তিরোধান!—মোছনাদ আবু-ওমামা।

জেহাদে আকবর!

মেনায় অবস্থানকালে জনৈক ছাহাবী আসিয়া হজরত কে জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন শ্রেণীর জেহাদ আল্লার নিকট অধিকতর প্রিয়? হজরত উত্তর করিলেন—"অত্যাচারী রাজার মুখের উপর সত্য কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া!"

(১) বোখারী, মোছলেম, আবুদাউদ প্রভৃতি।

সপ্তসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

অপাত্রে দান।

দুইজন সুস্থকায় ব্যক্তি এই সময় হজরতের খেদমতে ছ'দকার মাল পাইবার প্রার্থনা জানাইলে, হজরত পুনঃ পুনঃ তাহাদের আপাদ মস্তক পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন ঃ—অবস্থাপন্ন বা সুস্থদেহ কর্মক্ষম ব্যক্তির এ মালে কোনও অধিকার নাই। এ অবস্থায় তোমরা উহা লইতে ইচ্ছুক হইলে আমি দিতে প্রস্তুত আছি।—(আহমদ ৪—২২৪)।

এই তিনটী ছোট ঘটনার মধ্যে যে সকল বিরাট ও মহান উপদেশ নিহিত আছে, পাঠকগণ তাহার প্রতি মনোযোগ দান করিলে শ্রমসার্থক বলিয়া মনে করিব।

কোরবানী প্রভৃতি হজের অন্যান্য অনুষ্ঠান শেষ করার পর হজরত মোহাজের ও আনছার-দিগকে সঙ্গে লইয়া মদিনার দিকে প্রস্থান করিলেন।

অষ্টসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

একাদশ হিজরী বা শেষ বৎসর।

হজ্ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর হজরত যেন পৃথিবীর সমস্ত কাজকাম সারিয়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। স্বদেশে স্বজনগণের নিকটে ফিরিয়া যাওয়ার সময় উপস্থিত হইলে, প্রবাসী যেমন তাড়াতাড়ি করিয়া প্রবাসের সমস্ত ঝঞ্ঝাট মিটাইয়া, সেখানকার সমস্ত কর্ত্তব্য শেষ করিয়া, আনন্দ ও ঔৎসুক্যের সহিত নিজের যাত্রার আয়োজন করিতে থাকে—একাদশ হিজরীর প্রথম হইতে ঠিক সেই ভাবে নিজের "পরম প্রিয়ের" সন্নিধানে উপনীত হইবার জন্য, হজরত অতিশয় ব্যগ্র ও উৎসুক হইয়া উঠিলেন। বিগত হজ্ সম্মিলনে হজরত যে সকল খোৎবা দিয়াছিলেন, তাহা হইতেও বেশ জানা যাইতেছে যে, তিনি নিজের মহাযাত্রার কথা সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছিলেন। ঐ খোৎবায় তিনি ইহার ইঙ্গিতও করিয়াছিলেন। অন্যান্য বৎসর রমজান মাসে একবার করিয়া কোরআন খতম করা হইত, গত রমজানে কিন্তু হজরত দুইবার খতম করিলেন। পূর্ব্বে তিনি দশদিন মাত্র এ'তেকাফে বসিতেন, এবার পূর্ণ বিশদিন এই নিভৃত সাধনায় অতিবাহিত হইয়া গেল। (১)

মহাযাত্রার আয়োজন।

হজ্ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হজরত বদর প্রান্তরে শহীদগণের সমাধি প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন। ওহোদের কঠোর অগ্নি পরীক্ষায় মোস্তফার চরণপ্রান্তে দাঁড়াইয়া সত্যের সেবক ছাহাবীগণ যে কিরূপ উৎসাহের সহিত আত্মবলিদান করিয়াছিলেন, পাঠকের তাহা স্মরণ থাকিতে পারে। ভক্তবৎসল মোস্তফা, জীবনের শেষ সময় পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের সেই আত্মবলির কথা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাই আজ আবার তিনি তাঁহাদিগের সমাধিপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদিগের জন্য প্রাণভরিয়া প্রার্থনা করিলেন, তাঁহাদিগকে শেষ ছালাম ও শেষ আশীর্ব্বাদ জানাইয়া সাশ্রুনয়নে বিদায় গ্রহণ করিলেন। মদিনায় আগমন করিয়া তিনি 'জান্নাতুল্ বাকি' নামক সমাধি স্থানে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। রজনীর দ্বিতীয় যাম অতিবাহিতপ্রায়, নীরব নিস্তব্ধ সমাধি প্রাঙ্গণে অমাবস্যার অন্ধকার ছাইয়া পড়িয়াছে। এহেন নির্জ্জন নিস্তব্ধ নিশীথকালে হজরত সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগের আত্মার কল্যাণের জন্য আল্লার রহমত ও আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। উভয় স্থানে হজরত

(১) বোখারী—এ'তেকাফ ও তাফিজুল-কোরআন।

সমাধিশায়িত শহীদ ও ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—"হে সমাধিবাসিগণ, তোমাদিগের প্রতি শান্তি হউক! আমরাও শীঘ্র তোমাদিগের সহিত সম্মিলিত হইতেছি।" (১) বিভিন্ন হাদিছের আলোচনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মক্কা বিজয়ের পর হইতেই হজরতের প্রাণে এই মহাযাত্রার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে এবং সেই হইতে তিনি অহরহ 'নামকীর্ত্তনে' ব্যাপৃত থাকিতে লাগেন। (২)

'জান্নাতুলবাকি' হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর, ছফর মাসের শেষার্দ্ধের প্রথম ভাগে, হজরতের পীড়ার সূত্রপাত হয়। স্বনামখ্যাত ছাহাবী আবদুল্লাহ-বেন-মাছউদ বলিতেছেন :—পরলোক গমনের একমাস পূর্ব্বেই হজরত সকলকে নিজের মৃত্যু সংবাদ জানাইয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর বিদায়ের মুহূর্ত্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিলে, তিনি আমাদিগের সকলকে বিবি আএশার গৃহে সমবেত করিয়া বলিলেন :—

হে লোক সকল, তোমাদের প্রতি শান্তি হউক। আল্লাহ তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, তাঁহার সাহায্য ও শক্তিবলে তোমরা জীবনের কর্ম্মসমরে জয়যুক্ত ও কল্যাণমণ্ডিত হও! তিনি তোমাদিগকে মহত্ত্ব প্রদান করুন, সৎপথ প্রদর্শন করুন এবং সততা অর্জ্জনের শক্তি প্রদান করুন! তাঁহার শরণে তোমরা নিরাপদ হইয়া থাক!

আমি তোমাদিগকে আল্লার নামে ধর্ম্মভীরু হইবার অছিয়ৎ করিতেছি। তোমাদিগকে তাঁহারই মঙ্গল হস্তে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। আমি তোমাদিগকে আল্লার ন্যায়দণ্ড সম্বন্ধে বিশেষরূপে সতর্ক করিয়া বলিতেছি—**সাবধান! কোন দেশের এবং কোন জাতির উপর অন্যায়াচরণ করিও না, ইহাতে তোমরা তাঁহার বিদ্রোহী বলিয়া গণিত হইবা।** কারণ তিনি (কোরআনে) আমাকে ও তোমাদিগকে বলিয়াছেন :—

تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا فى الارض ولا فسادا
والعاقبة للمتقين

"এই যে, পরকালের (পরম শান্তি) নিবাস, তাহা আমি সেই সকল (শান্তি-প্রিয়) লোকদিগের জন্য (নির্দ্ধারিত) করিব, যাহারা পৃথিবীতে আত্মম্ভরিতা করিতে ও বিপ্লব ঘটাইতে চাহে না—এবং সংযমশীল লোকেরাই পরিণামের কল্যাণলাভ করিয়া থাকে।"

"তোমরা ভবিষ্যতে যে সকল বিজয়লাভ করিবা, তাহা আমি দেখিতেছি। তোমরা যে আমার পর মোশ্‌রেক হইয়া যাইবা—সে আশঙ্কাও আমার নাই। কিন্তু আমার ভয় হইতেছে—আমার পর ধন দৌলতের মায়ামোহে তোমরা মুগ্ধ হইয়া না পড়, এজন্য তোমরা পরস্পারের রক্তপাত করিতে প্রবৃত্ত না হও এবং সেই অপকর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী প্রতিফলস্বরূপ পূর্ব্ববর্ত্তী জাতিসমূহের ন্যায় তোমরাও বিধ্বস্ত হইয়া না যাও!"

---

(১) বোখারী—জানাজা, মোছলেম—হওজ। (২) বোখারী, তফ্‌ছির—এজা-জাআ।

উপসংহারে হজরত উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া করুণাবিজড়িতকণ্ঠে বলিলেন :—তোমরা আমার অনুপস্থিত ছাহাবীদিগকে আমার "ছালাম" পৌঁছাইয়া দিবা। **আর আজ হইতে কিয়ামত পর্য্যন্ত যাহারা আমার প্রচারিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিবে, তোমাদিগের মধ্যবর্ত্তিতায় তাহাদিগের প্রতিও আমার ছালাম—অনন্ত অফুরন্ত আশীর্ব্বাদ!** (১)

আজ লেখনী ধন্য হইল, যুগব্যাপী সাধনা সার্থক হইল—ভক্তি ও আনুগত্যপূর্ণ হৃদয়ে আজ আমরা প্রভুর এই আশীর্ব্বাদ মস্তকে গ্রহণ করিয়া—এবং মোস্তফা চরিতের মধ্যবর্ত্তিতায় পাঠক পাঠিকাগণকে এই অমূল্য ধন উপহার দিয়া—কৃতকৃতার্থ হইলাম। আইস ভ্রাতা, আইস ভগিনী, আইস সকল ওম্মতী! আমরাও কোটিকণ্ঠে ঝঙ্কার তুলিয়া বলিতে থাকি :—

وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَيَا رَحْمَتَهُ الْكَامِلَةَ لِلْعَالَمِيْنَ وَصَلَوٰتُهُ وَبَرَكَاتُهُ كَمَا يُحِبُّ وَيَرْضٰى

যাত্রার পাঁচদিন পূর্ব্বে, হজরতের পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ঐদিন রোগ যন্ত্রণায় অস্থির অবস্থায় তিনি সমবেত নরনারীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—তোমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী জাতি সমূহ, তাহাদিগের পরলোকগত নবী ও মহাত্মাদিগের কবরগুলিকে উপাসনা মন্দিরে পরিণত করিয়াছে। সাবধান, তোমরা যেন এই মহাপাতকে লিপ্ত হইও না। খৃষ্টান ও এহুদগণ এই পাপে অভিশপ্ত হইয়াছে। দেখ, আমি তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছি, আমি আমার দায় এড়াইয়া যাইতেছি। আমি তোমাদিগকে স্পষ্টাক্ষরে নিষেধ করিয়া যাইতেছি—সাবধান, আমার কবরকে যেন তোমরা 'ছেজদাগাহ' বানাইয়া লইও না। আমার এই চরম অনুরোধ অমান্য করিলে তজ্জন্য তোমরাই আল্লার নিকট দায়ী হইবে। হে আল্লাহ! আমার কবরকে "পূজাস্থলে" পরিণত হইতে দিও না। (২)

কবর পূজার কঠোর নিষেধাজ্ঞা।

পৃথিবীতে যত প্রকার নরপূজা, যত প্রকার পৌত্তলিকতা এবং যত প্রকার শের্ক অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহার মূল এই স্থানে। মানুষ তাহাদিগের ভক্তিভাজন মহাজনদিগের কবর, চিত্র বা প্রতিমূর্ত্তি বা অন্যান্য স্মৃতি চিহ্নগুলির প্রতি প্রথম প্রথম ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে থাকে। ক্রমে এই শ্রদ্ধা অন্ধ ভক্তিতে পরিণত হয় এবং এই অন্ধতার তিমিরে সেই মহাজনদিগের আদেশ নিষেধগুলিও আর তাহাদের চোখে পড়ে না। কালে মানুষ এই মহা মানবগণকে অতি মানবরূপে গ্রহণ করে এবং ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে আল্লার আসনে বসাইয়া দেয়। সেইজন্য হজরত তাঁহার ওম্মতকে প্রথম হইতেই নিষেধ করিয়া আসিয়াছেন—কবর পাকা করিবে না, তাহাতে গুম্বজ বানাইবেনা, এমন কি মাটির কবরও অধিক উঁচু করিবে না। কবরে

(১) মাওয়াহেব ২—৩৭১, দাহলান ৩—৩৪২ এবং বোখারী ও মোছলেম প্রভৃতি হইতে সঙ্কলিত।
(২) বোখারী, মোছলেম ও মোআত্তা এমাম মালেক।

প্রদীপ জ্বালান এবং তাহার উপর নামাজ পড়াও এইজন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। অবশেষে মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় এসম্বন্ধে তিনি যে ব্যাকুল অনুরোধ করিতেছেন, পাঠকগণ তাহাও দেখিতেছেন! কিন্তু মুছলমান সমাজ হজরতের অন্তিম ... এই চরম অছিয়তের প্রতি আজ যে কিরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন, অভিজ্ঞ পাঠককে ...হয় তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

* * * *

বিখ্যাত ছাহাবী আবু-ছইদ-খুদরী বলিতেছেন:—পীড়ার সময় একদা হজরত মেম্বরে আরোহণপূর্ব্বক সকলকে বলিলেন—"আল্লাহ্ তাঁহার জনৈক দাসকে দুনয়ার সমস্ত সম্পদ দান করিলেন। কিন্তু সে তাহা ত্যাগ করিয়া আল্লাহকে গ্রহণ করিল।" ভক্তকুল শিরোমণি আবুবাকর ইহা শুনিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—"আমাদিগের পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত হউন।" আবুবাকরের ক্রন্দন দেখিয়া এবং তাঁহার কথা শুনিয়া আমরা সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলাবলি করিতে লাগিলাম—বৃদ্ধের আজ কি হইয়াছে? হজরত একজন লোকের গল্প বলিতেছেন, আর ইনি কাঁদিয়া আকুল হইতেছেন! এ যে হজরতের বিদায় ইঙ্গিত, আমরা তখন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। (১)

* * * *

আজ পীড়ার একাদশ দিবস—এতদিন পর্য্যন্ত হজরত নিজেই ছাহাবাগণের এমামত করিয়া আসিতেছিলেন। এইদিন এশার জামাতে উপস্থিত হওয়ার জন্যও হজরত পর পর তিনবার অজু করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তিনবারই তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। কাজেই তিনি সকলকে বলিয়া দিলেন—"আবুবাকরকে জমা'তের এমামৎ করিতে বলিয়া দাও।" হজরতের পীড়া দিন দিনই অধিকতর সাংঘাতিক হইয়া উঠিতেছিল। এই সময় খায়বারের সেই বিষের জ্বালাও তীব্রতর হইয়া উঠিল। ...গণ হজরতের এই অবস্থা দর্শনে যৎপরোনাস্তি চঞ্চল হইয়া পড়িতে লাগিলেন। শেষে যখন তাঁহারা দেখিলেন যে, আবুবাকর হজরতের স্থলে এমামত করিতেছেন, তখন তাঁহারা আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। এই অবস্থায় আবুবাকর ছাহাবাগণকে লইয়া নামাজের জামা'ত আরম্ভ করিয়া দিলেন। এমন সময় একটু আরাম বোধ করিয়া দুইজন আত্মীয়ের স্কন্ধে ভর দিয়া হজরত মছজিদে তশরিফ আনিলেন। হজরত আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া আবুবাকর এমামের স্থান ত্যাগ করিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইলে তিনি তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং নিজে তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া নামাজ পড়াইলেন।

* * * *

নামাজের পর হজরত উপস্থিত ভক্তগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন:—মোছলেমগণ! আমি তোমাদিগকে আল্লার হাতে সমর্পণ করিয়া যাইতেছি। তাঁহার আশ্রয়, তাঁহার

(১) বোখারী, মোছলেম,—মেশকাত।

অবধান এবং তাঁহার সাহায্যে তোমাদিগকে সঁপিয়া দিতেছি। আমার পরে সেই আল্লাই তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। তোমরা নিষ্ঠা ভক্তি ও সততার সহিত তাঁহার আদেশ পালন করিতে থাকিও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। এই শেষ, ভ্রাতৃবর্গ এই শেষ!

সোমবার—শেষ দিন।

ছাহাবীগণ প্রত্যুষে উঠিয়া ফজরের জামাতে সমবেত হইয়াছেন, নামাজ আরম্ভ হইয়াছে। এমন সময় হজরতের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। আল্লার প্রিয়তম দাসগণ তাঁহার পরেও কিভাবে প্রভুর উপাসনায় লিপ্ত আছে, তাহা দেখিবার জন্য হজরত কামরার পর্দা তুলিয়া দিতে বলিলেন। পর্দা তোলার সঙ্গে সঙ্গে জামাতের সেই স্বর্গীয় দৃশ্য তাঁহার নয়নগোচর হইল।

এই দৃশ্য দর্শনে সেই অন্তিমকালেও হজরতের বদন মণ্ডল আনন্দে উৎসাহে দীপ্ত হইয়া উঠিল—তাঁহার মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। আবার পর্দা ফেলিয়া দেওয়া হইল।

(তাবকাত ও মোছনাদ এমাম শাফেয়ী)।

* * * *

এই অবস্থায় পিতাকে রোগ যন্ত্রণায় অস্থির দেখিয়া বিবি ফাতেমা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"হায়! আমার পিতা না জানি কত ক্লেশ পাইতেছেন।" কন্যার এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া হজরত বলিলেন—ফাতেমা! আর অল্প সময় তোমার পিতার ক্লেশ—আজিকার পর তাঁহার আর কোন ক্লেশ নাই। (বোখারী)।

* * * *

বিবি আএশা বলিতেছেন:—আমারই কক্ষে এবং আমারই বক্ষে হজরতের এন্তেকাল হইয়াছিল। হজরতের ইচ্ছা বুঝিতে পারিয়া আমি একখানা দাতন চিবাইয়া দিলে হজরত তাহা লইয়া ধীরে ধীরে কএকবার দাঁতে বুলাইলেন। নিকটে একটী জলপাত্র ছিল। হজরত এই পাত্রে হাত ডুবাইয়া মুখে জল দিতে দিতে বলিতেছিলেন—মাওতের অনেক কষ্ট। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হে আল্লাহ! আমাকে মৃত্যু-যাতনা সহ্য করিবার শক্তি দান কর!

(মেশকাত)।

* * * *

দিবসের তৃতীয় যাম অতিবাহিত প্রায়—অন্তিম অবস্থা উপস্থিত। হজরত বারম্বার অচেতন হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু প্রত্যেকবার চৈতন্য লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলিয়া উঠিতেছেন:— **হে আল্লাহ! হে আমার চরম বন্ধু! হে আমার পরম সুহৃদ! তোমার সঙ্গে, তোমার সন্নিধানে!!**

(বোখারী মোছলেম)

অষ্টসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

পরম স্নেহভাজন আলি হজরতের মস্তক নিজ অঙ্কে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় হজরত একবার চোখ মেলিয়া দেখিলেন এবং আলির দিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিলেন—

"সাবধান! দাসদাসীদিগের প্রতি নির্ম্মম হইও না!"

বিবি আএশা পুনরায় হজরতের মস্তক বুকে লইয়া বসিয়া আছেন, মৃত্যুর সমস্ত লক্ষণই দেখা দিয়াছে। এমন সময় হজরত শেষবার চোখ মেলিয়া উচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন:—

নামাজ, নামাজ—সাবধান!

দাস দাসীদিগের প্রতি—সাবধান!!

—এবং শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীমুখ হইতে শেষ বাণী উচ্চারিত হইল:—

হে আল্লাহ! হে আমার পরম সুহৃদ!!! (১)

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আত্মা সেই পরম সুহৃদের সন্নিধানে মহাপ্রস্থান করিল।

انا لله وانا اليه راجعون

(১) বোখারী, মোছলেম—মেশ্‌কাত। এবনে-মাজা—অছায়া।

নবমসপ্ততিতম পরিচ্ছেদ।

বিভিন্ন কথা।

তাবরী প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, মৃত্যুর পূর্ব্বে একদা হজরত ছাহাবাগণকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—যদি আমার নিকট কাহারও কোনপ্রকার দাবীদাওয়া বা প্রাপ্য থাকে, তাহা হইলে তিনি তাহা ব্যক্ত করুন। আমি সকল দায় ও সকল ঋণ হইতে মুক্ত হইয়া আল্লার নিকট যাইতে চাই। হজরত এই সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ বিশেষ তাকিদ ও অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু ছাহাবাগণ বিশেষরূপে চেষ্টা করিয়াও ঐরূপ কোন কথা স্মরণ করিতে পারিলেন না। মাত্র একজন বলিলেন—একবার জনৈক কাঙ্গালীকে দান করার জন্য হুজুর আমার নিকট হইতে তিনটী দেরহম ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তখনই তাঁহার ঋণ পরিশোধ করিয়া দিলেন। ইহা তাবরীর বর্ণনা, (১) কোন হাদিছগ্রন্থে এই রেওয়ায়তটী আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। এখানে বলা আবশ্যক যে, আক্কাছ নামক কোন ব্যক্তির পিঠে হজরতের আঘাত করা, ঐদিন আক্কাছের তাহা বলা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের অছিলায় হজরতের "মোহরে নবুওতে বোছা দেওয়া"র যে গল্পটী সাধারণ ওয়াজ ও মৌলুদের মজলিসে সচরাচর পঠিত ও প্রচারিত হইয়া থাকে, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বাজে গল্প ব্যতীত আর কিছুই নহে। রহমতুল-লিল-আলামীন তাঁহার জীবনে কখনও কোন মানুষের পিঠে কোঁড়ার আঘাত করেন নাই, বিনা কারণে ঐরূপ আঘাত করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপরও নহে।

*　　*　　*　　*

হজরতের এন্তেকালের তারিখ সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। এবনে এছহাক ওয়াকেদী প্রভৃতি সাধারণ ঐতিহাসিকগণ ১২ই রবিয়ুল আউওলকেই হজরতের মৃত্যু দিবস বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু সকল দিক দিয়া আলোচনা করিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, এই মত কোন প্রকারেই গ্রাহ্য হইতে পারে না। সোমবারে হজরতের মৃত্যু হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে সকলেই একমত—ছহী হাদিছে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। (২) হজরত যে শুক্রবার দিবসে আরফাতে অবস্থান করিয়াছিলেন, বহু ছহি হাদিছ হইতে তাহাও

(১) ৩—১৯১।　　(২) বোখারী—ওফাৎ, মোছলেম—ছলাৎ।

অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে। (১) আরফার অবস্থান মাসের নবম তারিখে হওয়া নিশ্চিত, এবং নবম তারিখ শুক্রবার হইলে ১লা তারিখ বৃহস্পতিবার হওয়াও নিশ্চিত। এই প্রকারে ১লা জিলহজ্ শুক্রবার ধরিয়া যত রকমে হিসাব করা হউক না কেন, সোমবারে ১২ই তারিখ কোন মতেই পড়িতে পারে না। সুতরাং ১২ই যে হজরতের এন্তেকাল হয় নাই, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। হাফেজ এবনে হাজর আস্কলানী বোখারীর টীকায় বলিতেছেন—রাবী ও লেখকগণের "ভ্রমের কারণ এই যে, প্রথমে কথাটা ছিল ثاني شهر ربيع الاول —ইহার شهر টা عشر শব্দের রূপান্তরিত হইয়া যায়, এবং সাধারণ গড্ডালিকা প্রবাহের ফলে সকলে বিনা তদন্তে এই ভ্রমটা পূরাদস্তুর চালাইয়া দিয়াছেন। (২)

কিন্তু ২রা তারিখ কে হজরতের এন্তেকালের দিন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে হইলে, পর পর তিন মাস কে ২৯ দিনের বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, নচেৎ সে দিন সোমবার কোন মতেই পড়িতে পারে না। পর পর তিন মাস ২৯ দিনের হইতে কখনও দেখা যায় নাই, এই জন্য ২রার পরিবর্ত্তে কতিপয় বিখ্যাত মোহাদ্দেছ ১লা রবিয়ুল আওওল কেই হজরতের এন্তেকালের প্রকৃত তারিখ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। বিখ্যাত চরিতকার এমাম মূছা বেন-ওকবা, এমাম লয়েছ মিছরী ১লা তারিখের রেওয়ায়ত বর্ণনা করিয়াছেন এবং এমাম ছোহেরী এই রেওয়ায়তকে অধিকতর সঙ্গত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। (৩)

আমি নিজের সামান্য শক্তি অনুসারে ১লা ও ২রা তারিখের রেওয়ায়তগুলি সম্বন্ধে ত বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে—

(ক) ১লার রেওয়ায়তগুলির মোকাবেলায় ২রার অনুকূল রেওয়ায়তগুলি অত্যন্ত দুর্ব্বল সুতরাং অগ্রাহ্য।

(খ) সন্ধ্যার অল্প পূর্ব্বে হজরতের এন্তেকাল হইয়াছিল। সংবাদটী সাধারণভাবে প্রচার হইতে হইতে সূর্য্যাস্ত হইয়া যায় এবং সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ২রা তারিখ আরম্ভ হইয়া যায়। এই জন্য কোন কোন রাবী "২রা তারিখে হজরতের এন্তেকাল হইয়াছিল" বলিয়া রেওয়ায়ত করিয়াছেন।

* * * *

পরলোক গমনের সময় হজরতের স্বর্ণ রৌপ্য ছাগ উষ্ট্র প্রভৃতি কোন সম্পত্তি ছিল না। তাঁহার বর্ম্মটী তখন সামান্য শস্যের পরিবর্ত্তে জনৈক এহুদী মহাজনের নিকট আবদ্ধ ছিল। (বোখারী, মোছলেম—মেশকাত)।

(১) বোখারী—তফছির, এবং ছেহার অন্যান্য পুস্তকে حجة الوداع দেখ।
(২) ফৎহুল বারী ৮—৯১। (৩) ছিয়র ২—১৭০৭ এবনে কছির ২—:৮৪।

মৃত্যুর পূর্ব্ব রাত্রে হজরতের গৃহে প্রদীপ জ্বালাইবার মত তেলও ছিল না। বিবি আএশা অনৈক প্রতিবাসীর নিকট হইতে তেল ধার করিয়া আনিয়া সে রাত্রি প্রদীপ জ্বালাইয়াছিলেন।

*　　*　　*　　*

সন্তবিয়োগবিধুরা বিবি আএশা, হজরতের পরলোক গমনের পর যে শোকগাথা আবৃত্তি করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার ভাবার্থ প্রদান করিতেছি:—"হায়, সেই ধর্ম্মের রক্ষক, যিনি মানবের কল্যাণ চিন্তায় পূর্ণ এক রাত্রিও বিছানায় শুইতে পারেন নাই—তিনি চলিয়া গিয়াছেন! মানবের জন্ম যিনি সম্পদ ত্যাগ করিয়া দৈন্যকে অবলম্বন করিয়াছিলেন—তিনি চলিয়া গিয়াছেন! হায়, সেই প্রিয় নবী, যিনি ধর্ম্মক্ষেত্রে শত্রুর প্রত্যেক অসঙ্গত আঘাতকেই ধৈর্য্যের সহিত সহ্য করিয়াছিলেন—তিনি চলিয়া গিয়াছেন!"

"কখনও যিনি কোন অন্যায় বা অধর্ম্মের সংস্পর্শে গমন করেন নাই, সহস্র অত্যাচার অনাচারেও যাঁহার পবিত্র হৃদয়ের কোন পার্শ্বে একটুও মলিনতা স্পর্শ করিতে পারে নাই, কোন অভাবগ্রস্ত দীন দুঃখীকে যিনি জীবনের কখনও "না" বলিতে পারেন নাই—তিনি আমাদিগের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন!"

"হায়, সেই রহমতের নবী, মানবের মঙ্গলার্থে সত্যপ্রচারের অপরাধে প্রস্তরের আঘাতে যাঁহার দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছিল;—যাঁহার সুন্দর উজ্জ্বল ও প্রশস্ত ললাটকে রক্তরঞ্জিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল;—এবং সেই অবস্থাতেও যিনি তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই,—সেই দয়ার সাগর আজ দুনিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন! সেই ধৈর্য্যের ত্যাগের ও প্রেমের সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি—যিনি পরপর দুই সন্ধ্যা যবের রুটিও পেট পুরিয়া খাইতে পান নাই—তিনি চলিয়া গিয়াছেন।" (১)

*　　*　　*　　*

হজরতের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ভক্তদিগের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। আনাছ বলিতেছেন—সেদিন সমস্ত মদিনা যেন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।(২)

*　　*　　*　　*

ভক্তকুলশিরোমণি, আজন্মের সঙ্গী ও সেবক আবুবকর ছিদ্দিক বিবি আএশার গৃহে প্রবেশ করিয়া এবং হজরতের মুখের চাদর সরাইয়া বলিতে লাগিলেন—'প্রভু হে! আবুবকরের মাতাপিতা তোমার নামে উৎসর্গীত হউক, এ মৃত্যুর পর আর মৃত্যু নাই।' আবুবকরের দুই

---

(১) মাওয়াহেব ২—৫১২।　　(২) দারমী, তিরমিজী—মেশকাত